বসুমতী শাস্ত্রপ্রচার :—

# মহানির্ব্বাণতন্ত্র

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, ------- কলিকাতা

বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার

সানুবাদ-

# মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র

[ সর্ব্ব-দেবদেবীর মন্ত্রকোষ—শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা সম্বলিত ]


সৎসাহিত্য-প্রচার-ব্রত—উপনিষদ্-দর্শন-তন্ত্র-যোগ-জ্যোতিষ-

পুরাণ-গ্রন্থ-সম্পাদক

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত



উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

দ্বাদশ-সংস্করণ

কলিকাতা,

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিন যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

বাঁধাই ১॥০ দেড় টাকা। মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা

# মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের প্রাচীনতার প্রামাণ্যের সন্দেহ-নিরসন

ওঁ নমঃ শিবায

শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে,<br>
মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্ ।<br>
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ,<br>
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ ॥

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং,<br>
নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্ ।<br>
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং,<br>
তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥

ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু-<br>
ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা ।<br>
ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেশো,<br>
ন যস্যাস্তি মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিং তমীড়ে ।

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং,<br>
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্ ।<br>
তুরীয়ং তমঃ পারমাদ্যন্তহীনং<br>
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্ ॥

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে,<br>
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে ।<br>
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য,<br>
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥

প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ,
মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে,
ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ॥

শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে,
গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক-
স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি॥

ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে,
ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ,
লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর-বিশ্বরূপিন্॥

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক শিবাবতার শঙ্কর—যিনি বেদান্তের অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া—মায়াবাদের সুমীমাংসা করিয়া—জগৎ মিথ্যা একমাত্র অনাম অরূপ ব্রহ্মের সত্তাই সত্য প্রমাণ করিয়া, জগতে অতুল্য জ্ঞানজ্যোতিঃ-প্রভা বিস্তার করিয়াছেন—ভারতের জ্ঞান-ভাস্কর সেই আচার্য্য শঙ্কর মায়ার প্রভাব চূর্ণ করিয়াও ভক্তি-উচ্ছ্বাসে বিহ্বল হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করিয়া বলিতেছেন :—হে মহেশ্বর, একমাত্র তুমিই স্বীয় করুণায় জগৎ পালন করিতেছ—বিনাশ করিতেছ—জগদ্‌বিধান করিতেছ—তোমা হইতেই জগৎ সঞ্জাত—তোমাতেই জগৎ অবস্থিত—তোমাতেই জগৎ লয়প্রাপ্ত—এই চরাচর বিশ্ব তোমারই স্বরূপ—তুমি বিশ্বনাথ!

আশুতোষ, সেই বিশ্বনাথ—যিনি সকল সাধনার প্রতীক—যোগীর ধ্যান—ত্যাগীর মুক্তি—তান্ত্রিকের সিদ্ধি—সংসারীর কামনা—ভোগীর ঐশ্বর্য্য—রোগীর চিকিৎসার মূর্ত্ত-বিকাশ—তিনি যে যুগে যুগে মানবমঙ্গলের জন্য—জগৎ-হিতের জন্য যুগোপযোগী সাধনার প্রবর্ত্তন করিবেন—ইহাতে বৈচিত্র্যের, বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়?

জগৎস্রষ্টা স্বয়ং ব্রহ্মা যদি চতুর্ব্বেদ সৃষ্টি করিয়া থাকেন,—চতুর্ব্বেদের বিভিন্ন জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্ন শাখার সুবিস্তার ব্যাখ্যার জন্য ভারতপূজ্য মহর্ষিগণ যদি বিভিন্ন উপনিষদে বিভাগ করিয়া থাকেন,—শ্রীভগবান্ কুরুক্ষেত্রে যদি স্বয়ং

শ্রীমুখে গীতাপ্রচারে কর্ম্মোদ্দীপনা প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন,—জ্ঞানি-অবতার ঋষি-মনীষিগণ বিভিন্ন দর্শন, সংহিতায় বেদান্ত উপনিষদের জটিল তর্কের সুমীমাংসা করিয়া থাকেন,—মহর্ষি বেদব্যাস যদি বেদসঙ্কলন, অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়া থাকেন,—তবে দেবাদিদেব মহাদেব আগম-নিগম, তন্ত্র, যোগ, জ্যোতিষ, আয়ুর্বিজ্ঞান প্রণয়ন করিয়াছেন,—এই মহাসত্যে অবিশ্বাসের অধিকার আছে কি ?

জ্ঞান-কর্ম্মের লীলাভূমি ভারতে এক দিকে যেমন জ্ঞান-দীপ্তি উদ্বোধনের জন্য—দিব্যজ্ঞানের বিকাশে মোক্ষ প্রদানের জন্য—চিরজ্যোতির্বিবস্বান্ জ্ঞানজ্যোতির্ম্মহামণ্ডলের জ্যোতীরশ্মিপ্রভা—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, দর্শন, সংহিতা। অন্য দিকে তেমনি কর্ম্মসাধনা-প্রভাবে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য স্বর্গসুখ, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনাহত আনন্দ. পরম কল্যাণ, অসীম সন্তোষলাভের জন্য—তন্ত্র, যোগ, জ্যোতিষ, আয়ুর্বিজ্ঞান, যাগ-যজ্ঞের প্রবর্ত্তন। প্রবর্ত্তন করিয়াছেন কে—সদাশিব। যিনি আশুতোষ—মানবমঙ্গল-চিন্তার ধ্যানে সদা সমাহিত—বিভূতি-বিতরণে মুক্তহস্ত হইয়াও মহা-তান্ত্রিক—সেই দেবাদিদেব ব্যতীত অন্য দেবতার পক্ষে এ চিন্তা, এ মঙ্গল-কামনা কি সম্ভব হইতে পারে ?

যিনি যোগীশ্বর হইয়াও সদা সাধনামগ্ন—অতুল্যসিদ্ধির অধিকারী হইয়াও শক্তিসাধনায় তন্ময়—মহাত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও নির্লিপ্ত আদর্শ গৃহী। অন্নপূর্ণা যাঁহার গৃহিণী হইলেও নিজে ভিখারী হইয়া জগতের দারিদ্র্যকে মহত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন—মহামায়া যাঁহার শান্তিময়ী—প্রেমময়ী অর্দ্ধাঙ্গিনী নিত্যসঙ্গিনীরূপে বিরাজিতা হইলেও নিজে মায়া-মমতার অতীত—মহাকালের সংহারমূর্ত্তি—শ্মশানচারী। কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী হইলেও ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান—ফণিমালা-গলে—বিভূতি-বিভূষণ—নরকপাল সম্বল। কার্য্যসিদ্ধিদাতা, জ্ঞানবুদ্ধির অবতার গণপতি—বলদীপ্ত কার্ত্তিকেয়—ভাগ্য-ঐশ্বর্য্য-রূপিণী লক্ষ্মী—কলাবিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূর্ত্তিমতী বাণীরূপে যাঁহার সৃষ্টি-নৈপুণ্যের বিচিত্র বিকাশ—দশ হস্তে দশপ্রহরণধারিণী, পদতলে বিমর্দ্দিত বীরেন্দ্র-কেশরী, অসুর-সংহারিণী, শক্তি-লীলাময়ী যাঁহার অসীম শক্তির প্রতীক হইলেও—যিনি সদা আত্মবিস্মৃত ভোলানাথ। ক্ষুধিত জগতের অন্নতিক্ষার চির-প্রশমনের জন্য যিনি লাঙ্গল কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবীর গোপন স্তর হইতে চির দিনের জন্য অন্নরাশি সমুত্থিত হইতেছে। নিজে সংসারের বিষরাশি

কণ্ঠে ধারণ করিয়া মানব-কল্যাণের জন্য অমৃতরাশি উদ্‌গার করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে অমৃতে বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাবণের মত লম্পট অনাচারীর পূজায়—স্তবেও যিনি তুষ্ট হইয়া বল-সম্পদ্ প্রদান করিয়াছেন—পরাজয়ে ব্যথিত হইয়াছেন—তিনি আশুতোষ। মুক্তিকামী মানব মরণ জয় করিতে পারিবে বলিয়া মৃত্যু-বিভীষিকার ভিতরও যাঁহার প্রমত্ত তাণ্ডব—অভয়-বরপ্রদ-হস্ত নিত্য প্রসারিত—তিনি মৃত্যুঞ্জয়—শ্মশানাশ্রয়ী। তিনি গৌরব-গর্ব্বে মানবের কল্যাণ বিতরণ করিয়া প্রমত্ত উল্লাসে শিঙ্গা বাজান নাই—অসীম সিদ্ধির ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া—মান-অপমান সমজ্ঞান করিয়া সর্ব্ব-স্তরের মানবের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া সিদ্ধি-অর্ঘ্য ভিক্ষা মহাসমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন—চিরদিন গ্রহণ করিবেন। কলি-কল্মষ-কলুষিত অল্পায়ু মানবের মঙ্গল-বিধান—সাধন-মার্গের পথিনির্দ্দেশ—মুক্তিলাভের উপায় করিবার জন্য—মানব-কল্যাণের মূর্ত্ত-বিগ্রহ সেই ভূতনাথ বিনা অলৌকিক সিদ্ধির অধীশ্বর আর কোন্ দেবতা বিচলিত হইবেন?

শক্তি-পূজায় সমাহিত, ত্রিকালদর্শী অন্তর্য্যামী তিনি—শক্তি-সাধনা ব্যতীত কলির জীবের আশু মুক্তির কোন পথ নাই জানিয়া পঞ্চমুখে আগম-নিগম, তন্ত্র, যোগ, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান কীর্ত্তন করিয়াছেন। আবার অবিশ্বাসী মানব পাছে এই অমৃতের অধিকারে বঞ্চিত হয়—এ জন্য শতমুখে তন্ত্র-মাহাত্ম্য, তন্ত্রগুণ-কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন। যে জটাজূট-নিঃসৃত জ্ঞান-গঙ্গোত্রীধারায় যুগে যুগে ভারত ও জগৎ পবিত্র হইয়া কলুষরাশি বিধৌত হইয়াছে—সেই অনন্ত তপস্যার জ্ঞানগঠিত অভ্রভেদী হিমালয় করুণায় বিগলিত হইয়া ভোগসুখৈক-প্রাণ মোহান্ধ মানব-সমাজের ভোগবিলাসাবসানে কেবল অনুষ্ঠানে, সাধনায় অতুল্য সিদ্ধি—নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রদান করিতেছে। ত্যাগের কঠোরতা নাই—সন্ন্যাসের তিতিক্ষা নাই—মনঃ-সংযমের চিত্তবৃত্তি-নিরোধ নাই—কৃচ্ছ্রসাধনার তপঃকষ্টের নিদারুণ যন্ত্রণা-ভীতি নাই—আজীবন বেদ, বেদান্ত, দর্শন অধ্যয়নের তর্করাশি মীমাংসার জ্ঞানসঙ্কলননিষ্ঠা নাই। ধন্য, তুমি জগৎপিতা—অপার করুণাসিন্ধু—লোকাতীত কল্যাণ-সাধনামগ্ন মহাযোগী—বিশ্বনাথ! তোমার মহিমাকীর্ত্তনযোগ্য স্তবের ভাষায় দেব, তুমি ত' বঞ্চিত করিয়াছ। আমি কোন্ ছার! পুরাণ-সংহিতা-প্রণেতা আর্য্য-ঋষিগণ—বেদান্ত-ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্করও বুঝি ভক্তি-উচ্ছ্বসিত স্তবে তোমার মহিমার সম্যক্ বর্ণন করিয়া উঠিতে পারেন নাই—তুমি যে গুণাতীত গুণহীন—নির্গুণ গুণময়!

সেই সর্ব্বলোক-শঙ্কর মহেশ্বর কলিযুগোপযোগী সাধনার প্রবর্ত্তনের জন্য—কলির মানবের অশেষ কল্যাণ-বিধানের জন্য—তাপস-বাঞ্ছিত মোক্ষ প্রদানের জন্য, স্বয়ং শ্রীমুখে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন—শক্তিরূপিণী জগৎ-হিত-কারিণী মহামায়াকে উপদেশচ্ছলে সাধনাব বিধানরাশি সুব্যাখ্যা করিয়াছেন—কলিযুগে পাপ-তাপ নাশের এমন প্রোজ্জ্বল প্রভা আর নাই। আর্য্য-সাহিত্যের অবিনশ্বর আধারে সযতনে সুরক্ষিত এ অমর সত্য চির-সমাদৃত—এ অনাহত ধ্বনি বিশ্বের চির-মঙ্গলের শিঙ্গানাদ। বিশ্বের সত্তায় কোন যুগে এ সাধনার পরাভব নাই।

কলিযুগে যে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা—প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া স্বয়ং দেবাদিদেব মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের উপক্রম-সূচনায় মহিমা কীর্ত্তন করিয়া স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

কলি-কল্মষদীনানাং দ্বিজাদীনাং সুরেশ্বরি।
মেধ্যামেধ্যবিচাবাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা॥
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্ণৃণাম্ভবেৎ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে॥
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে॥
আগমোক্ত-বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥
কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

কলিদোষে দীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পবিত্র অপবিত্রেব বিচার থাকিবে না। সুতরাং বেদবিহিত কর্ম্ম দ্বারা তাহারা কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে? স্মৃতি, সংহিতাদির দ্বারাও কলিযুগের মানবগণের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। প্রিয়ে! আমি সত্য সত্য—সম্পূর্ণ সত্য বলিতেছি, কলিযুগে আগম-পথ ব্যতীত মানবের আর গত্যন্তর নাই। ভগবতি! আমি বেদ, স্মৃতি, পুরাণাদিতে বলিয়াছি, কলি-যুগে সুধীগণ তন্ত্রোক্ত বিধান দ্বারা অভীষ্ট দেবগণের পূজা করিয়া সন্তোষবিধান করিবে। কলিযুগে যে আগম (তন্ত্র) উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য মার্গে গমন করে, নিশ্চয়ই তাহার সদ্গতি হয় না।

অন্যত্র বলিতেছেন :—

কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥
নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা।
ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্॥
কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥
মদ্বক্ত্রাদুদিতং ধর্ম্মং হিত্বান্যং ধর্ম্মমীহতে।
অমৃতং স্বগৃহে ত্যক্ত্বা ক্ষীরমার্কং স বাঞ্ছতি॥
নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ॥

কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসমূহ সিদ্ধ, নিত্য ফলপ্রদ—জপ, যজ্ঞ সকল ক্রিয়া-অনুষ্ঠানই প্রশস্ত। কলিযুগে বৈদিক মন্ত্রসকল বিষহীন সর্পের মত নির্বীর্য্য। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে যে সকল বৈদিক মন্ত্র সফল হইত, তাহা এখন মৃততুল্য। ভিত্তিগাত্রে চিত্রিত পুত্তলিকা যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও কার্য্যসাধনে অসমর্থ, কলিতে তন্ত্র-মন্ত্র ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্র সমুদায় প্রায় সেইরূপ অচৈতন্য ও অভীষ্ট কার্য্যসাধনে অসমর্থ। বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমে যেমন ফল উৎপত্তি হয় না, বৃথা শ্রমমাত্র সার হয়, সেইরূপ অন্য মন্ত্র দ্বারা কার্য্য করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না—কেবল শ্রমসার হয়। কলিকালে তন্ত্র ব্যতীত অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধির দ্বারা যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্ব্বোধ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া গঙ্গাতীরে কূপ খনন করে। যে ব্যক্তি আমার মুখনিঃসৃত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে অভিলাষী, সে ব্যক্তি আপন গৃহের অমৃত পরিত্যাগ করিয়া আকন্দবৃক্ষের আটা কামনা করে। তন্ত্রনির্দ্দেশিত পথ যেমন সুখভোগ ও মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়—ঐহিক পারত্রিক সুখ ও মোক্ষলাভের সেরূপ প্রকৃষ্ট পন্থা আর নাই।

পরে বলিতেছেন :—

"যথা নরেষু তন্ত্রজ্ঞাঃ সরিতাং জাহ্নবী যথা।
যথাহং ত্রিদিবেশানাম্ আগমানামিদং তথা॥
কিং বেদৈঃ কি পুরাণৈশ্চ কিং শাস্ত্রৈর্বহুভিঃ শিবে।
বিজ্ঞাতেঽস্মিন্ মহাতন্ত্রে সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥
যতো জগন্মঙ্গলায় ত্বয়াহং বিনিয়োজিতঃ।
অতস্তে কথয়িষ্যামি যদ্বিশ্বহিতকৃদ্ভবেৎ॥"

মনুষ্যগণের মধ্যে যেমন তন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা, দেবগণের মধ্যে আমি, সেইরূপ সমুদয় আগমগ্রন্থশ্রেণী মধ্যে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। শক্তিময়ী দেবি, চারি বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ, বহু শাস্ত্রজ্ঞানে যে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নহে—একমাত্র এই মহাতন্ত্র জ্ঞাত থাকিলেই সম্পূর্ণরূপে সমুদয় সিদ্ধি-লাভ করিতে পারিবে। দেবি! জগতের কল্যাণার্থে তুমি আমাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছ—তোমার অনুরোধে যাহাতে ব্রহ্মাণ্ডের যথার্থ কল্যাণ সংসাধিত হয়, এক্ষণে তাহাই আমি নির্দেশ করিতেছি।

মঙ্গলময় শিবের জগতের চিরপূজ্য এই মহা আশ্বাসবাক্যে অবিশ্বাস করিবার মত মনোবল নাস্তিকগণের আছে কি? এই বৈজ্ঞানিক যুগে যদি যুক্তিবাদি-সম্প্রদায় অবাস্তব তর্ক তুলিয়া বলেন, ইহা কবি-কল্পনামাত্র, শিববাক্য নহে—ত্রিলোকপতি সদাশিব যে মহানির্ব্বাণতন্ত্র স্বয়ং প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার প্রত্ন-তত্ত্ব—ইতিহাস—প্রমাণ—শিলালিপি—সন তারিখ স্থান কাল কোথায়?

ব্রহ্মার বেদসৃষ্টির সাল নির্ণীত হয় নাই—শ্রীকৃষ্ণের গীতাপ্রচারের কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত নাই—ঋষিগণের উপনিষদ্ দর্শন সংহিতা প্রণয়নের স্থানকাল নির্দ্দেশ নাই—বেদব্যাসের মহাভারতের প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় নাই—মহর্ষি বাল্মীকির স্তূপ এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত নাই—মহাকবি কালিদাসের জন্মস্থান সঠিকভাবে নির্দ্দেশিত হয় নাই বলিয়া কি এই সকল বিশ্বপূজ্য মহাগ্রন্থনিচয়ের সুপ্রাচীনতায়—প্রামাণিকতায় সন্দিহান হইতে হইবে? না আর্য্য অবদানের অবিনশ্বর স্তম্ভস্বরূপ—এই সকল কালজয়ী মহাগ্রন্থ অপেক্ষা-কৃত আধুনিক কোন্ মনীষী—কোন্ মহাকবির রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হইবে?

অবে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের প্রাচীনতা—প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া এখন যুগোপযোগী সাধনার দৈববাণী-নিনাদিত মহাগ্রন্থের প্রতি যাঁহারা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন—হয় তাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে—তথা শিবশক্তি-মহাত্ম্যে আস্থাবান্—শ্রদ্ধান্বিত নহেন—না হয়—তাঁহারা অনধিকারী—কলিযুগসম্ভব তন্ত্রশাস্ত্রের সহজসাধ্য সাধনার দৈবনির্দ্দেশে মুক্তিকামনায় বঞ্চিত।

পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী নব্য-সম্প্রদায় মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রকে আধুনিক—অপ্রামাণ্য প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেন, তাহা কতদূর যুক্তিযুক্ত—বিচারসহ কি না, চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য ভক্তিমান্ পাঠকগণকে অনুরোধ করি।

অপ্রাচীনতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রথমতঃ তাঁহারা বলেন—আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার'—যাহা ভারতে প্রচলিত তন্ত্ররাশির সমন্বয়ে সঙ্কলিত, তাহাতে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের কোন নামোল্লেখ—শ্লোক, সাধনা সঙ্কলন নাই।

আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দকে অনেকে কাশীর কৃষ্ণানন্দ স্বামী বলিয়া কল্পনা করেন, কিন্তু তিনি নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত—তান্ত্রিক সাধক—শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য। নবদ্বীপের একটি পল্লী অদ্যাপি আগমবাগীশ পল্লী নামে প্রখ্যাত। কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভারত-গৌরবভাস্কর—যাঁহার স্মৃতিশাস্ত্রমীমাংসায় আজও হিন্দুর সমাজ—ধর্ম্ম-সংস্কার নিয়ন্ত্রিত—সেই স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সমসাময়িক। কৃষ্ণানন্দের সাধনপ্রভায়—পাণ্ডিত্য ও যুক্তিনৈপুণ্য-প্রতিভাতেই বোধ হয়, আচার্য্য রঘুনন্দনের মত যুক্তিবাদী নৈয়ায়িকও তন্ত্রগ্রন্থ অতি প্রাচীন—অতি প্রামাণ্য—কলিযুগে মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তাহা হইলে একই সময়ে নবদ্বীপে শ্রীমহাপ্রভু—রঘুনন্দন—কৃষ্ণানন্দের জ্ঞান-ভক্তি—সাধনা-সমন্বয়ের চিরজ্যোতির্ম্ময় বিমল প্রভায় ভারত ও জগৎ পুলকিত—সম্মোহিত—সমুজ্জ্বল হইয়াছে। ভক্তাবতার শ্রীমহাপ্রভুর পদ-রেণু-পূত জ্ঞানভক্তির লীলা-নিকেতন, তৎকালীন নবদ্বীপের জ্ঞান-গঙ্গোত্রী হইতে এক দিকে যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি-মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়া পতিতোদ্ধার করিয়া প্রেমভক্তি-উচ্ছ্বাসে জগৎ প্লাবিত করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি রঘুনন্দনের প্রতিভা-পাণ্ডিত্য—বিচার-নৈপুণ্যে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের গৌরব দিব্য-জ্যোতি-প্রভা উদ্দীপ্ত—যুগোপযোগী স্মৃতির ব্যবস্থায় হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কার সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া মর্ত্ত্যে

আকাশগঙ্গা প্রবাহিত—ভ্রান্ত-সংস্কার বিলীন—কলুষ পবিত্র—সুরভিত। অন্যদিকে তেমনি কৃষ্ণানন্দের একনিষ্ঠ আত্মনিবেদনে তান্ত্রিক সাধনার পুনরুত্থানে লুপ্তপ্রায় তন্ত্ররাশি সঙ্কলন—তন্ত্রমাহাত্ম্য তন্ত্রগৌরব সুপ্রচারের অলকগঙ্গা-প্রবাহে—শক্তি-সাধনার অলৌকিক সিদ্ধিরাশির প্রসারে মানবমঙ্গল উচ্ছ্বাসময়ী মুক্তি-ভাগীরথীর কুলকুল-ধ্বনি।

কি আনন্দের দিন—আনন্দ—আনন্দ—আনন্দ কেবল। আনন্দের ত্রিধারা বহিয়াছে—প্রেম-ভক্তি—সাধনা-সিদ্ধি—জ্ঞান-শান্তি উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত প্রবাহিত—লীলায়িত। জগতের কোন যুগে এমন ভক্তি-মন্দাকিনী—জ্ঞান-আকাশগঙ্গা—সাধনার অলকনন্দার অপূর্ব্ব বিচিত্র ত্রিবেণীসঙ্গম আর সম্ভব হইয়াছে কি—হইবে কি? দেবতার লীলাভূমি, ঋষি-পদ-রজ-গৌরবিত, ধর্ম্মের তপোবন ভারত; তোমার সৌভাগ্যের ইতিহাস বর্ণনার ভাষা তোমার সাহিত্যে নাই!

আজ যদি অসঙ্কোচে বলি, শক্তি-সাধনার অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু তান্ত্রিক সাধনাকেই শুদ্ধা-ভক্তির স্নিগ্ধ-শান্ত প্রভায় বিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবীয় সাধনা, প্রেমের উপাসনার মূলেও তান্ত্রিক সাধনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। নিষ্কাম—নির্লিপ্ত—কামগন্ধহীন—আশক্তিহীন প্রেমের বৈষ্ণবীশক্তি-সংযুক্ত সাধনা তান্ত্রিক সাধনার নামান্তর,—তান্ত্রিক কঠোরতাবর্জ্জিত স্নিগ্ধ রসের আরও মধুর সাধন,—তাহা হইলে হয় ত এ অসঙ্কোচ উক্তিতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিচার না করিয়াই বিক্ষুব্ধ হইতে পারেন। কিন্তু মনে হয়, তান্ত্রিক সাধনার অনেক অনুষ্ঠানই বৈষ্ণবীয় সাধনায় সংগুপ্তভাবে প্রেমভক্তির প্রচ্ছদে প্রচ্ছন্ন হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনকাল প্রায় ৪৫০ বৎসর নির্ণীত হয়, তাহা হইলে শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার' প্রণয়নকালও ৪৫০ বৎসর। যুক্তিবাদি-সম্প্রদায় বলেন, ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত তন্ত্রসারে যখন মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের নামোল্লেখ—সাধনা সঙ্কলন নাই, তবে ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বেও মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না, তাহার পরবর্ত্তী যুগে কোন পণ্ডিত—কোন সাধক মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং তন্ত্রনিচয়ের মধ্যে যে ইহা আধুনিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের আজীবন সঙ্কলিত লুপ্তপ্রায় তন্ত্ররাশির পুথিসমষ্টিমধ্যে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র থাকিতেও পারে—তিনি সংগ্রহ করিয়া না-ও উঠিতে পারেন—

তখন ত আর মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার হয় নাই। তখন মোগল সাম্রাজ্য—বাঙ্গালায় নবাবী অধিকার, ইংরাজের রাজ্যবিস্তারফলে টেলিগ্রাম—ডাক—রেলপথ সুবিস্তৃত হইয়া তিব্বত বা দুর্গম নেপালের পথও এত সুগম হয় নাই। সে যুগে কলির প্রভাবও হয় ত এতটা প্রবল হইয়া মহানির্ব্বাণের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্যে রঞ্জিত হইয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন তান্ত্রিক সাধনার প্রবর্ত্তনের জন্য তন্ত্রসমূহ বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা, অশ্বক্রান্তা—তিন ভাগে বিভক্ত; ভূমিকার বাহুল্য-তায় বিরক্তিকর হইবে বলিয়া 'প্রাণতোষণীর' ভূমিকায় তাহা সন্নিবেশিত করিব। এই তিন শ্রেণীর তন্ত্র—যাহা বিষ্ণুক্রান্তা, অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা—ত্রিবিধ প্রদেশ-বাসী ত্রিবিধ অধিকারীর জন্য নির্দ্দেশিত—সেই তিন শ্রেণীর তন্ত্রের শ্রেণীর ব্যতিক্রম করিয়া তন্ত্রসারে সঙ্কলিত হইতে পারে না।

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের মত একখানি আদ্যন্ত কালোপযোগী সাধনার ভবিষ্য-দ্বাণী-সমাহিত প্রামাণ্য মহাতন্ত্রের সার সঙ্কলন করা যায় না। কেবল একখানি তন্ত্র সম্পূর্ণভাবে সন্নিবেশ করিলে, তন্ত্রসারের আকার অনেক বর্দ্ধিত হইত—এ জন্যও হয় ত বিচক্ষণ আগমবাগীশ, মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ গ্রহণ-বর্জ্জন নীতির অনুসরণ করিয়া মহানির্ব্বাণের অঙ্গহানি করেন নাই। উপরি-উক্ত যুক্তিসমূহের প্রত্যেকটি বা যে কোন একটি, যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে আর তন্ত্রসারে সঙ্কলিত হয় নাই বলিয়া মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রকে আধুনিক—অপ্রামাণ্য বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ করা যায় না।

যুক্তিবাদি-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় মত এই যে,—ব্রহ্মবাদী পরমজ্ঞানী, রাজা রাম-মোহন রায়—যিনি বাঙ্গালার বহুবিধ সংস্কারের অগ্রণী হইয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—এই যুগোপযোগী সাধন ও সংস্কারে পূর্ণ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রখানি তাঁহার রচিত—তাঁহার প্রবর্ত্তিত। এই মতবাদ আরও সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য যুক্তিবাদিগণ বেশ একটি মনোজ্ঞ কাহিনীও আরোপ করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় রঙ্গপুরে অবস্থানকালে পরমহংস হরিহরানন্দ স্বামীর সহিত পরিচিত হন—পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গুরু করেন—তাঁহারই প্রভাবে ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র হরিহরানন্দ স্বামীরই রচনা; এজন্যই ইহাতে ব্রহ্মস্তব সন্নিবেশিত—ব্রহ্মসভায় উপাসনার প্রারম্ভে—এবং প্রত্যেক সোমবারে পাঠের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও আছে। পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্ম সমাজের সুবিধার জন্য সোমবারের পরিবর্ত্তে রবিবারে অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

এ সকল কিম্বদন্তীর সত্যনির্ণয় করিতে হইলে, রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী আলোচনার প্রয়োজন। রামমোহন রায় আনুষ্ঠনিক হিন্দু—ভক্তিমান্ বৈষ্ণব-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ—বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করিতেন। রামমোহন রায়ের পূর্ব্বপুরুষ স্বদেশপ্রাণ, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়দের বংশের কুলগুরু; ইহাঁরা বৈষ্ণবমন্ত্রের উপাসক। রাজা রামমোহন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। কাশীতে তিনি কাব্যব্যাকরণ হইতে বেদ-বেদান্ত উপনিষদ্ পর্য্যন্ত রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। বেদান্ত আলোচনায় বেদান্ত-মর্ম্ম অবগত হইয়া তাঁহার ধারণা হইল, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পৌরাণিক দেব-দেবীর কল্পনায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে নানা প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালীর সমালোচনা করেন। তাঁহার ভক্তিমান্ পিতা ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ইহাতে বিচলিত না হইয়া তিনি ৪ বৎসর ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেদান্তের মতবাদ প্রচার করেন। পরে বৃটিশ-শাসনে বিরক্ত হইয়া তিনি দুরারোহ হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে গমন করেন। তিব্বত সে সময়ে কুসংস্কার ও উপধর্ম্মে সমাকুল। তিব্বতে কুসংস্কারের প্রতিবাদ ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলে তিব্বতীয়রা তাঁহার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিল। দয়াবতী তিব্বতীয় রমণীর প্রচেষ্টায় তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। এ জন্য তিনি চির-জীবন নারীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

তিব্বতে তিনি যে সকল তান্ত্রিক অনুষ্ঠানকে কুসংস্কার বলিয়া ধারণা করিয়া-ছিলেন—বিদ্বেষ পোষণ করিয়াছিলেন—বেদান্তের একব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা যাঁহার জীবনব্রত, তিনি কখনও তিব্বত হইতে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বঙ্গদেশে প্রচারে যত্নবান্ হইতে পারেন কি?

স্বদেশে ফিরিয়া ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে পিতৃবিয়োগের পর তিনি রঙ্গপুর কালেক্টরী আপিসে চাকরী গ্রহণ করেন। দশ বৎসর তিনি রঙ্গপুর, রামগড়, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে সেরেস্তাদারের কার্য্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জ্জনে ব্যস্ত ছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতৃদ্বয়ের বিয়োগের পর সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কলিকাতায় বাড়ী ক্রয় করিয়া, তিনি অনন্তচিত্তে চির-অভিলষিত বেদান্তধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন। ধর্ম্মসভা—মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন—বেদান্ত উপনিষদ্ গ্রন্থরাজি

অনুবাদ ও প্রচার—বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিত তর্কযুদ্ধ—নারীমঙ্গলের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান—নানা শাস্ত্র হইতে আত্মমত সমর্থনের যোগ্য প্রবন্ধ ও পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া—তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদ মত প্রতিষ্ঠার জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। এই সময় পাদ্রীদিগের সহিত তাঁহার মতবিরোধ—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়গণের সহিত ঘোরতর তর্কযুদ্ধ চলিয়াছিল।

এই তর্ক-যুদ্ধের সময় তিনি সগর্ব্বে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র হইতে বহুতর প্রামাণ্য বচন উদ্ধার করিয়া তর্কযুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। তৎকালীন পণ্ডিত মহাশয়গণ ভক্তিপরায়ণ—শাস্ত্রগ্রন্থে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানিগণের মত শাস্ত্রনিন্দায় ব্যস্ত—শাস্ত্রকে আধুনিক বলিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে সাহস করিতেন না। সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহারা মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রকে আধুনিক, অপ্রমাণ্য বলিয়া মতবাদ খণ্ডনে প্রয়াস পান নাই।

যে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের যুক্তি সাহায্যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত রাজা রামমোহন শাস্ত্র-তর্ক-দ্বন্দ্ব সগর্ব্বে চালাইয়া গিয়াছেন—তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে সেই মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র প্রচলিত ছিল না, ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? বিরুদ্ধ-পক্ষীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শঙ্কর শাস্ত্রী, সুব্রাহ্মণ শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য্য, গোস্বামী প্রভৃতি কেহই তর্কসভায় মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র আধুনিক, অপ্রামাণ্য বলিয়া তাঁহার মতবাদ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজা রামমোহন সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে সতীদাহ-প্রথা আইনবলে নিবারিত হয়। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ রামমোহনকে নাস্তিক, ভণ্ড, বিধর্ম্মী বলিয়া নিন্দাবাদ প্রচার করেন। নিন্দাবাদে নিরুৎসাহ না হইয়া, নবীন উদ্যমে রাজা রামমোহন ইংরাজীশিক্ষা-প্রবর্ত্তনে প্রচেষ্ট হইয়া হিন্দু সমাজের আরও বিদ্বেষভাজন হন।

রাজা রামমোহনের প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মসভা, পরবর্ত্তী যুগে ব্রাহ্মসভায় নামান্তরিত হইয়াছে সত্য,—কিন্তু ব্রহ্মসভার মতবাদ ব্রাহ্মসমাজের মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ব্রহ্মসভা বেদান্তনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মবাদপ্রচারেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল—হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারেই প্রমাণ প্রয়োগ প্রযুক্ত হইত। রাজা রামমোহন বেদান্তসূত্র, বেদান্তসার, গায়ত্রীর অর্থ, ব্রহ্মোপনিষদ্, আত্মনাত্মবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ—এবং বহু প্রবন্ধ পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের

কোন সংস্করণ তিনি অনুবাদ বা সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন নাই। কুলার্ণব তন্ত্রের মূলমাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন—অনুবাদ করেন নাই। তবে অবিসম্বাদিত-রূপে প্রমাণ-নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য 'পথ্যপ্রদান' প্রভৃতি বিচার গ্রন্থের নানা স্থানে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের শ্লোক তুলিয়া অনুবাদ করিয়া অকাট্য প্রামাণ্য যুক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

সমস্ত হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্রজ্ঞান-ব্যুৎপন্ন মহাপণ্ডিতমণ্ডলী যাঁহার বিরুদ্ধে রীতিমত অভিযান করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে যে তন্ত্র আধুনিক—যে তন্ত্র প্রচারিত নাই—সে তন্ত্রের মত যুক্তিরূপে গ্রহণ করা পরমজ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ সুতার্কিক রাজা রামমোহনের পক্ষে সম্ভবপর কি? মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র আধুনিক অপ্রামাণ্য হইলে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী মহাপণ্ডিতমণ্ডলী তর্কঝঞ্ঝার বেগে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রকে ধূলিরাশির মত উড়াইয়া দিতেন না কি?

তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকার করা যায় যে, রাজা রামমোহন রায় নিজে বা কোন সুপণ্ডিতের সহায়তায় বা তাঁহার গুরুদেব হরিহরানন্দ ভারতী মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র প্রণয়ন ও সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছেন- তাহা হইলে কোনক্রমেই মহা-নির্ব্বাণ-তন্ত্রের প্রচারকাল ১১৪ বৎসরের অনধিক হইতে পারে না। কারণ, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন—কাশী হইতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া, চারি বৎসর ভারত ভ্রমণ করিয়া, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তিব্বত হইতে ফিরিয়া আসেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া, তিনি ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়া মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র হইতে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া, পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের সহিত শাস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে ব্রহ্মসভা ও উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করেন—নানা বেদান্তগ্রন্থ ও মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের শ্লোকসমন্বিত বিচার-পুস্তিকানিচয় প্রকাশ করেন। অথচ তন্ত্রগ্রন্থের শেষ সঙ্কলন 'প্রাণতোষণী তন্ত্র'- যাহা অন্যূন ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বহু ব্যয়ে, দীর্ঘকালের সাধনায় সঙ্কলিত—তাহার বহু স্থানে মহানির্ব্বাণের বহু শ্লোক, বহু সাধনার বহু সঙ্কলনে সমৃদ্ধ—ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্বজ্জন-সমাজে সুপ্রচারিত- সাধক সম্প্রদায়ে বহু সমাদরে গৃহীত।

তাহা হইলে রাজা রামমোহনের জন্মের অন্ততঃ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র প্রাণতোষিণী-তন্ত্রে সঙ্কলিত। তিনি মহানির্ব্বাণের তর্কযুক্তি লইয়া দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অন্যূন ৯০ বৎসর পূর্ব্বে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র বঙ্গদেশে সুপ্রচারিত ছিল। এ জন্যই তর্কসভায় পণ্ডিতমণ্ডলী মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রকে আধুনিক বলিয়া সদম্ভ উক্তি প্রকাশ করেন নাই।

রামমোহন রায়ের গুরু পরমহংস হরিহরানন্দ ভারতী—দশনামী সম্প্রদায়ের বৈদান্তিক সাধু। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী যাঁহারা 'নেতি নেতি'বাদ প্রচার করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে তন্ত্রপ্রণয়ন—তান্ত্রিক সাধনার প্রবর্ত্তন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আর মহানির্ব্বাণের রচনার লালিত্যবৈশিষ্ট দেখিয়াও তিনি জ্ঞানী সাধক হইলেও তাঁহার জ্ঞান-বিদ্যা-রচনাশক্তি প্রভাবে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর কি না, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

পরমহংস হরিহরানন্দ ভারতী পরিব্রাজক সাধু। তিনি সাধনার জন্য জ্ঞান-সঞ্চয়ের নিমিত্ত তিব্বতে গিয়াছিলেন। তিনিই বোধ হয় প্রথম বাঙ্গালী সাধু—শরৎচন্দ্র দাস—যিনি এতকাল পূর্ব্বে—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অখণ্ডানন্দ স্বামীরও পূর্ব্বে—তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। নেপালের রাস্তা দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া রঙ্গপুরের রাস্তা দিয়া তিনি পদব্রজে বাঙ্গালায় আসিতে-ছিলেন। রঙ্গপুরে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন—সেই সময় ব্রহ্মবাদ প্রচারোদ্দেশ্যে রামমোহন রায় রঙ্গপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহার সেবায় হরিহরানন্দ স্বামী আরোগ্যলাভ করিলে—স্বামীজীর শাস্ত্রজ্ঞান—সাধনপ্রভায় আকৃষ্ট হইয়া রামমোহন তাঁহাকে শিক্ষা-গুরুপদে বরণ করেন। যুক্তবাদিগণের ধারণা, হরিহরানন্দ স্বামীর অনুপ্রেরণায়—বিচার-বুদ্ধিবলেই মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া পণ্ডিতসমাজের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম তিব্বতের বৌদ্ধমঠ হইতে বহু কষ্টে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের হস্তলিখিত পুথির অর্দ্ধাংশ কৌশলক্রমে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, রাজা রামমোহনের নির্দ্দেশক্রমে হরিহরানন্দ স্বামী নিজেই পঞ্চরত্নস্তব-সমন্বিত করিয়া মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র প্রণয়ন করেন।

সন তারিখ—দিব্য-জ্ঞান—অনন্তসাধারণ রচনা-নৈপুণ্য-প্রতিভার অসদ্ভাবের জন্য ইহা যে অসম্ভব, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বামীজীর সহিত সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বেই রামমোহন রায় যে ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচারে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন, তাহাও দেখাইয়াছি। তবে স্বামীজীর মত জ্ঞানী সাধকের পক্ষে তিব্বতের মঠ হইতে একখানি হস্তলিখিত মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের পুথি আনয়ন করা অসঙ্গত বৈচিত্র্য না-ও হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, এই সকল কিম্বদন্তীর মূলে এইটুকু সত্যই নিহিত আছে যে, স্বামীজী হয় ত বেদান্তবাদী রাজা রাম-মোহনকে মহানির্ব্বাণের যুগোপযোগী সাধনার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ইহার প্রামাণ্য শ্লোকের সাহায্যে বিচারসভায় জয়লাভের যোগ্য শিক্ষা প্রদান

করিয়াছিলেন। মহানির্ব্বাণ-নিহিত পঞ্চরত্নস্তব ব্রহ্ম-উপাসনার সম্পূর্ণ যোগ্য বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপি উপাসনার প্রারম্ভে এই জ্ঞান-ভক্তি-উচ্ছ্বসিত স্তবলহরীতে উপাসনা-মন্দির পুলকিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

ব্রহ্মসভার উপাসনাকালে পঠিত, পরমব্রহ্মের যে পঞ্চরত্ন-স্তোত্র সন্নিবেশিত বলিয়া, মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রকে আধুনিক আখ্যা দিয়া, শিক্ষিত সমাজ যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্॥

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাপ্রকাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥

তদেকং স্মরামস্তদেকং জপাম
তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥"

ব্রহ্মন্! তুমি নিত্য, তুমি সমুদায় জগৎপ্রপঞ্চের আশ্রয়; তোমাকে নমস্কার। তুমি চৈতন্যস্বরূপ, তুমি বিরাট্ পুরুষ—বিশ্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমি অদ্বৈততত্ত্ব, তুমি মুক্তিদায়ক; তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বব্যাপী নির্গুণ ব্রহ্ম; তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়, একমাত্র শরণ্য; তুমিই একমাত্র বরণীয়, তুমিই একমাত্র নিখিল জগতের কারণ। তুমি বিশ্বরূপ! একমাত্র তুমিই সমুদায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা। তুমিই একমাত্র পরমপুরুষ, নিশ্চল ও বিকল্পরহিত। তুমি ভয়েরও ভয়, ভীষণেরও ভীষণ। তুমিই সমস্ত জীবের একমাত্র গতি—পাবনেরও পাবন। একমাত্র তুমিই মহা উচ্চ পদের নিয়ন্তা; তুমি পরাৎপর, রক্ষকদিগের রক্ষক। তুমি সকলের প্রভু, সকলের স্বরূপ হইয়াও কাহারও নিকট প্রকাশমান নহ। তুমি অনির্দ্দেশ্য, তোমার কোন তত্ত্বই নির্দ্দেশ করা যায় না। তুমি সত্যস্বরূপ—সকল ইন্দ্রিয়েব অগোচর। তুমি পরমার্থ সত্ত্বসম্পন্ন অচিন্তনীয়। তুমি অক্ষর, তোমার হ্রাস, বৃদ্ধি, উপচয় অপচয় নাই। তুমি সর্ব্বব্যাপক, কোন ব্যক্তিই তোমাব তত্ত্ব-নিরূপণে সমর্থ নয়। তুমি জগতে ভাসক—চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির অধীশ্বর, তুমিই সমস্ত জগতের প্রকাশক, একমাত্র অধীশ্বর। তুমিই আমাদেব অপায়, অর্থাৎ ভক্তিবিশ্লেষ—বুদ্ধিবিশ্লেষ হইতে রক্ষা কর। সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই স্মরণ করিতেছি, অদ্বিতীয় ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছি, জগৎসাক্ষিস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই নমস্কার করিতেছি। তিনি সৎস্বরূপ, অদ্বিতীয়। জগতের আধার অথচ স্বয়ং আধার-রহিত। সেই সকলের ঈশ্বর, সংসার-সাগরের পোতস্বরূপ—একমাত্র ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলাম। পরমাত্মা ব্রহ্মের পঞ্চরত্ন নামক এই স্তোত্র যিনি ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারেন।

বেদ, বেদান্ত, দর্শন, যোগবাশিষ্ট, পঞ্চদশী, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমস্ত মহাগ্রন্থেই পরমব্রহ্মের এরূপ স্তব, বর্ণনা, ব্রহ্মচিন্তায় নির্দ্দেশ, উল্লেখ দৃষ্ট হয়; তাহা হইলে ব্রহ্মশব্দ যে মহাগ্রন্থে সন্নিবেশিত, তাহাই কি ব্রহ্মধর্ম্মের পরবর্ত্তী কালে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য, বিবেকচূড়ামণি, মোহমুদ্গর প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞান-উদ্দীপন শাস্ত্রগ্রন্থরাজিও কি আচার্য্য শঙ্কর ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের পর প্রণয়ন করিয়া-ছিলেন? অন্যান্য তন্ত্রেও ব্রহ্মসাধনা ব্রহ্মমন্ত্র সন্নিবেশিত, তবে সমস্ত তন্ত্রই কি বর্ত্তমান যুগে কল্পিত? আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের চতুর্দ্দশ উল্লাসের সমস্ত অংশই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিকূল সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকবাদ

অর্থাৎ দেবদেবীর পূজা, প্রতিষ্ঠা, সংস্কার, দায়ভাগ, ব্যবস্থা, সাধনা, অভিষেক, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে পূর্ণ। কেবল তৃতীয় উল্লাসে ব্রহ্মসাধনের গুহ্যতত্ত্ব সঙ্কলিত। তাহা হইলে ব্রহ্মধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, রাজা রামমোহনের মত সত্যাশ্রয়ী মহাত্মা কি এক উল্লাসে ব্রহ্মসাধন সন্নিবেশিত করিবার জন্য তাঁহার চিরবিরোধী প্রতিকূল মত অনুষ্ঠাননিচয় সঙ্কলন করিয়া তাঁহার সত্যনিষ্ঠার যথার্থ পরিচয় দিলেন?

চতুর্দ্দশ উল্লাস মহানির্ব্বাণের মোট শ্লোকসংখ্যা ২১২৫, তাহার ভিতর কেবল পঞ্চরত্নস্তোত্র নহে—ব্রহ্মসাধনার গুহ্যতত্ত্ব নিহিত সমস্ত তৃতীয় উল্লাসের শ্লোক-সংখ্যা মাত্র ১৫৪টি। ব্রহ্মসম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় ১৫৪টি শ্লোক সংযোগের জন্য সনাতন হিন্দুমাত্রেরই নিত্য প্রয়োজনীয় এত বিভিন্ন বিষয়ের ২১২৫টি শ্লোক মহানির্ব্বাণে সন্নিবেশিত হইল কেন?

কেহ কেহ বলেন, মহানির্ব্বাণ যখন কেবল সাধনা ও মোক্ষলাভের তন্ত্র, তখন ইহাতে আবার দায়ভাগ, অশৌচবিধি, ব্যবহারনীতি, ধনবিভাগ প্রভৃতির সমাবেশ কেন? তন্ত্র অর্থে কেবল সাধনতন্ত্র নহে—কোষ কথন, দানধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, যুগোপযোগী ব্যবহারিক শাস্ত্র, সংস্কার, দণ্ডবিধি, অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিশ্লেষণ অবশ্যই তন্ত্রশাস্ত্রে সমন্বিত হইবে।

মহানির্ব্বাণের একাদশ উল্লাসে পতি-সহবাসের পূর্ব্বে কন্যা বিধবা হইলে শৈবধর্ম্মে তাহার পুনর্বিবাহের বিধি আছে—এ জন্যও অনেকে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রকে আধুনিক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা হইলে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের মত সমর্থনের জন্য মনু, পরাশর, বৃহৎ নারদীয় পুরাণ, আদিপুরাণ প্রভৃতি যে সকল বহু প্রাচীন স্মৃতি-পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদেরও আধুনিক শ্রেণীতে ফেলিতে হয়।

যে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের বর্ণাশ্রম প্রকরণ হইতে গার্হস্থ্যনীতি সঙ্কলন করিয়া, মহা প্রাজ্ঞ মনীষী মনু তদীয় সংহিতায় নীতিশাস্ত্র সঙ্কলন করিয়া হিন্দু সংস্কার ও সামাজিক পদ্ধতিকে চির স্বাধীনতা প্রদান করিয়া গিয়াছেন—রাজার আইনে শৃঙ্খলিত হইবার অবকাশ রাখেন নাই—সেই অতি প্রামাণ্য—অতি প্রাচীন মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রকে আধুনিক বলিয়া উপেক্ষা করা বাতুল ব্যতীত অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

"ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্ দারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ॥
উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষন্যনিকেতনে।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবর্জিতাম্॥

যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবতীপ্রিয় এব সঃ ॥
* * * * *
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥"

ধন-বসনদান, প্রেমপ্রদর্শন, শ্রদ্ধা প্রকাশ, অমৃততুল্য মধুর বচন প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা নিরন্তর ভার্য্যার সন্তোষ সাধন করিবে; কদাপি কোন প্রকার অপ্রিয় আচরণ করিবে না। সুবুদ্ধি ব্যক্তি উৎসবে, লোকযাত্রায়, তীর্থে, পরগৃহে পুত্র অথবা আত্মীয় কাহাকেও সঙ্গে না দিয়া একাকিনী পত্নীকে প্রেরণ করিবে না। মহেশ্বরি, সাধ্বী পত্নী যে পুরুষের প্রতি প্রসন্না থাকে, সেই পুরুষ ধর্ম্ম ও কর্ম্মে সর্ব্বত্রই সুফল লাভ করে—তোমার প্রীতিভাজন হয়। * * * *

কন্যাকে পরম যত্নে পালন করিয়া তাহার উপযুক্ত (পুত্রের মত নয়) শিক্ষা প্রদান করিবে। পরে ধন-রত্নে অলঙ্কৃতা করিয়া জ্ঞানবান্ সুযোগ্য পাত্রের হস্তে সম্প্রদান করিবে।

মনুসংহিতায় "যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—বস্ত্রালঙ্কার দানে সাধ্বী স্ত্রীকে পরিতুষ্ট রাখিবার জন্য ঠিক এই ব্যবস্থা। নারী-পূজার—শক্তি-পূজার এই মহান্ ভাব যে মহানির্ব্বাণ হইতে সাদরে গৃহীত, তাহা কি কখনও আধুনিক যুগে সম্ভব হইতে পারে? বিবস্বত মনুর পর কত যুগ অতীত হইয়াছে, তাহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কালের মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র কত শতাব্দী পূর্ব্বকার প্রাচীন গ্রন্থ, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব কি?

কূট-রাজনীতি-বিশারদ চাণক্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সময় বর্ত্তমান ছিলেন—তাঁহার চাণক্যশ্লোকের শিক্ষানীতির উৎসমূল কোথায় দেখুন:—

"চতুর্ব্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েৎ গৃহকর্ম্মসু।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ ॥"

পিতা চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রের লালন-পালন করিবে—ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বিদ্যা, সদ্গুণাবলী শিক্ষা দান করিবে—বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত গৃহকার্য্যে নিয়োজিত করিবে। তৎপরে আত্মতুল্যজ্ঞান করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিবে।

'মহাবুদ্ধি চাণক্য অবশ্য ইহার বর্ষের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু এ মহান্ চিন্তা তিনি মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত রাজনীতি বিশারদ চাণক্যের সাহায্যে ২০৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন; তাহা হইলে ১৭২০ বৎসর পূর্ব্বেও যে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র প্রচারিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

জীমূতবাহন সঙ্কলিত দায়ভাগ—যাহা স্মরণাতীত কাল হইতে বর্ত্তমান যুগেও হিন্দুর উত্তরাধিকার কোষবিভাগ বিধি-পদ্ধতির জন্য আইনরূপে প্রচলিত—ব্যবহৃত—চির-সমাদৃত—তাহারও বিধি-বিধান—নীতিনির্ণয় মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র হইতেই সংগৃহীত।

যাঁহার সূক্ষ্ম বিচারনৈপুণ্যের সঞ্জীববলে ভারত ও বিলাতের হাইকোর্ট-সমূহের বিচার-বিভাগ পরিচালিত—যাঁহার আইন-গ্রন্থ প্রণয়নের অসাধারণ প্রতিভায় সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব-সম্প্রদায় উপকৃত—সেই অনন্যসাধারণ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন, সর্ব্বজনমান্য বিচারপতি উডরফ সাহেব মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র অতি প্রাচীন প্রামাণ্য না হইলে কখনই ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেন না। কলির প্রভাব পূর্ণভাবে প্রকট—আত্মশক্তি-প্রভাবে আত্মহারা - আত্মসুখভোগসর্ব্বস্ব য়ুরোপবাসী তথা ভারতবাসীর মুক্তির জন্য তান্ত্রিক সাধনার প্রবর্ত্তন অপরিহার্য্য প্রয়োজন, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই, উডরফ সাহেব জীবন-সায়াহ্নে, কর্ম্মের অবসানে, সৌভ্রাত্র-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, স্বদেশবাসীর কল্যাণ-কামনায় মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র অনুবাদ ও প্রকাশে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল অনুবাদ করেন নাই—সুযোগ্য গুরুর উপদেশে তান্ত্রিক সাধনা করিয়াছেন, যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার উক্তিতে "সর্ব্বজনবিদিত মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রকে" তিনি তাঁহার সম্পাদিত তন্ত্রগ্রন্থরাজির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন।

তাঁহার দীর্ঘ ভূমিকালিপির সামান্য সংক্ষিপ্ত অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাবের পরিচয় দিতেছি :—

"দেশ হইতে হস্তলিপিসমূহের সত্বর অন্তর্দ্ধান—মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের স্বল্পতা—প্রচারিত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের ভাবতথ্যের স্বরূপ-মর্ম্মের অজ্ঞতা-নিবন্ধন আজ-কাল অনেকেই বলেন, এই সকল তন্ত্রগ্রন্থের কোন আবশ্যক নাই। শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ যদি বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়া থাকে, তবে তাহা ঠিকই হইয়াছে। যাঁহারা এইরূপ নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে অতি অল্প অভিজ্ঞতাই আছে। কিন্তু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রথমতঃ,

তন্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য অবিসম্বাদিত। দ্বিতীয়তঃ, সাধনার সর্ব্ববিধ জ্ঞানলাভের একমাত্র অনন্ত রত্নাকর। ধর্ম্মপথের পথিক—প্রাথমিক ছাত্র হয় ত প্রথমে তন্ত্রশাস্ত্র পাঠে প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞানের রেণুকণা মাত্র লাভ করিবেন; কিন্তু যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাইবেন, তাহাতে তিনি সম্মোহিত হইবেন। ঐতিহাসিক তথ্য ব্যতীত, তন্ত্রগ্রন্থে যে সকল অমূল্য অতুল্য সত্যরাশি নিহিত আছে, তাহা উপলব্ধি করা অবশ্য পাঠকের মানসিক ভাবভক্তি—প্রজ্ঞা-দৃষ্টির উপরই নির্ভর করে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা—তন্ত্রগ্রন্থে সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বরাশি নিহিত আছে। এ ধারণা আমি অন্যত্র সংক্ষেপে বলিয়াছি—বিশদভাবে বিবৃত করিবার বাসনা পোষণ করি।"

"শিক্ষিত সমাজের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর হস্তে শাস্ত্রের লাঞ্ছনা হইয়া আসিতেছে, যিনি প্রকৃত সাধক—স্বীয় গুরুমুখে সাধনা ও মন্ত্রের গুপ্তরহস্য সম্যক্ অবহিত হইয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সেই মন্ত্র ও সাধনাতেই আত্মনিবেদন করিয়াছেন—স্বীয় গুরু-প্রসাদে সমস্ত দুর্ব্বোধ্য জটিল শাস্ত্রমর্ম্ম অতি সরলভাবে তাঁহার বোধগম্য হয়—সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই তাঁহার শাস্ত্র-মর্ম্ম উপলব্ধি।"

প্রসঙ্গ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে—তাঁহার বিস্তারিত ভূমিকার সকল অংশের অনুবাদ করিয়া আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিব না।

যাঁহারা সনাতন শাস্ত্রগ্রন্থে আস্থাবান্—তন্ত্রগ্রন্থে শ্রদ্ধাবান্—সাধনায় আত্মনিবেদন করিয়াছেন—শিববাক্যে যাঁহাদের অচলা ভক্তি—তাঁহাদের নিকট এ সকল তর্ক-যুক্তির কোন সার্থকতাই নাই—'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।' যাঁহারা যুক্তিবাদিগণের অসার তর্কে বিচলিত হইয়া—তন্ত্রমাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—অবিশ্বাসী হইয়া বৃথা কালক্ষয় করিতেছেন, আশা করি, তাঁহারা এই সকল তথ্যের বিচার করিয়া আর এমন যুগোপযোগী সাধনার মন্ত্রনিনাদিত মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রকে আধুনিক—অপ্রামাণ্য বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া শক্তিসাধনায় আত্মনিবেদন করিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়া—আত্মবঞ্চনা করিবেন না। হিন্দুর শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা নহে—মিথ্যা হইতে পারে না—বর্ণে বর্ণে, ছত্রে ছত্রে অবিসম্বাদিত সত্য—কোন যুগে কোন তর্কে ইহার পরাভব নাই। মেঘের অন্তরালে সূর্য্যের জ্যোতিঃ কেশীক্ষণ আবরিত হইতে পারে না, ক্ষণপরেই সে দিব্যজ্যোতির বিকাশে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

আর বিজ্ঞানবাদী যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াই বলেন, মহেশ্বর স্বহস্তে লিখিয়াছেন—স্বয়ং শ্রীমুখে আদেশ করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রমাণের

প্রয়োজন কি ? শিবশক্তি-উপাসক যদি ধ্যানে জ্ঞানে যোগে সাধনার সমাধিতে তাঁহার মহিমাজ্যোতিঃ মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া—তাঁহার অন্তরের বাণী হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া—তান্ত্রিকসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া—সেই দেবাদিদেবের অনুপ্রেরণা প্রভাবেই যদি এই মহাতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তাহাও যে দেবতার দান—দেবতার ভবিষ্যদ্বাণী—যুগে যুগে নিত্য প্রত্যক্ষ অমর সত্য। শিবাবতার বালক শঙ্করের মহাজ্ঞানজ্যোতিঃ বেদান্ত ব্যাখ্যারূপে উদ্ভাসিত হইয়া যে জগৎ চমকিত—জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছে, তাহাও ত' ঐশী শক্তির লীলাপ্রভাব। মহাকবি কালিদাসের বিশ্ববিমোহন কল্পনারাগে যে মানবের ভাবরাজ্য চির-সম্মোহিত, তিনিও ত' দিগ্‌গজ মূর্খ ছিলেন—সে অনুপ্রেরণাও কি লীলাময়ীর লীলাবৈচিত্র্য নহে ? দস্যু বাল্মীকির সাধনার সিদ্ধিই রামনামের অমৃতবর্ষণে জগৎ পুলকিত করিয়াছে—তিনি কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—তাহা কি সাধনার সিদ্ধি নহে ? মহর্ষি বেদব্যাসের পরাভব জগতের কোন্ যুগে সম্ভব হইবে ?—তিনি ত সেই অবাঙ্‌মানস-গোচর পরমব্রহ্মের ধ্যানে সদামগ্ন।

ঐশী-শক্তির অনুপ্রেরণায় অসম্ভব সম্ভব হয়—জগতের পুরাণ ইতিহাস তাহার অমর সাক্ষী ; আর্য্য-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক প্রাচীন 'নিবিদ' প্রভৃতি অধুনা লুপ্ত মহাবাণী—মহেশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ—সারস্বত অনুপ্রেরণা! কোথায় তাহার মূল, কোথায় সেই অমৃতপ্রবাহের উৎস, এই ধূলি-ধূম-জঞ্জাল-কলুষময় কলিযুগে কে তাহা নির্ণয় করিবে ?

বড়ই দুঃখের বিষয়, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ সঙ্কলন ও প্রকাশ বহুদিন সম্ভব হইয়াছে ; কিন্তু আজও উত্তরার্দ্ধের পুথি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের শেষার্দ্ধ নাই বলিয়া অনেকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, কিন্তু পূর্ব্বার্দ্ধের পরিশেষে রহিয়াছে :—

"পাতালচক্র-ভূচক্র-জ্যোতিশ্চক্র সমন্বিতম্।
পরার্দ্ধমস্য যো বেত্তি স সর্ব্বজ্ঞো ন সংশয়ঃ॥
পরার্দ্ধসহিতং গ্রন্থমেনং জ্ঞানয়রো ভবেৎ।
ত্রিকালবার্ত্তাং ত্রৈলোক্যবৃত্তান্তং কথিতুং ক্ষমঃ॥"

উত্তরার্দ্ধে পাতালচক্র, ভূচক্র, জ্যোতিষচক্র আছে, যিনি উত্তরার্দ্ধ জ্ঞাত হইবেন, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যিনি পরার্দ্ধের সহিত পূর্ব্বার্দ্ধ জ্ঞাত হইবেন, তিনি ত্রিলোকবার্ত্তা—ত্রৈলোক্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে সমর্থ হইবেন।

দেশে বাক্যাড়ম্বরের আয়োজন—অনুশীলনের অভাব নাই। ধর্ম্মমহাপ্রভা,—সাহিত্যসংসদ—ব্রাহ্মণ্য গৌরববিভা—সংস্কৃত-বিতণ্ডা-উদ্ভট—বিদ্বজ্জন-উদ্দীপিণী, স্মৃতিতত্ত্ব-চূড়া-উৎসাধিনী—বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিবর্দ্ধিনী—লুপ্তোদ্ধার-গৌরবিনী—সনাতন-হিন্দুধর্ম্ম-প্রবর্দ্ধিনী—কোন কিছু প্রতিষ্ঠানেরই অভাব নাই, কিন্তু কলির মানবের মুক্তিপ্রদ এমন একখানি প্রামাণ্য যুগোপযোগী সাধন-মহাতন্ত্রের শেষাংশ উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া মুমুক্ষু মানবের পরম কল্যাণ সংসাধনে এ পর্য্যন্ত কেহই উৎসাহ প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হইলেন না। দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিতবৃন্দ—প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনে উৎসাহশীল ঐতিহাসিকগণ তান্ত্রিক সাধনায় তন্ময় মহারাজাধি-রাজ-মণ্ডলী এ জন্য সচেষ্ট হইয়া এত কালের ভিতর মুহূর্ত্তমাত্র সময়েব অপব্যবহার করা সমুচিত বলিয়া মনে করিলেন না।

সুলভ-সৎ-সাহিত্য ও শাস্ত্র-গ্রন্থ-প্রচার-ব্রত স্বর্গীয় পিতৃদেবের বহু সাধনায় বহু যত্নে অনূদিত, বড় আদরেব মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের দ্বাদশ সংস্করণ বহুদিন পরে পুনঃপ্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করিয়া বহু অবান্তব কথা বলিয়া আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিলাম। সুলভ মূল্যে সানুবাদ মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র প্রকাশ পিতৃদেবের শাস্ত্র চারের দ্বিতীয় কার্য্য। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি মহাশাস্ত্র-গ্রন্থপ্রচারক, সুপ্রবীণ সাধক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয় বসুমতীর মহানির্ব্বাণ প্রকাশের পর নানা শাস্ত্রোক্ত টীকায় সমৃদ্ধ করিয়া, একখানি মূল্যবান্ মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মূর্খের অশোভন বাচালতায় বিরক্ত না হইয়া, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন স্বর্গীয় পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সুলভ শাস্ত্র-গ্রন্থ-প্রচারে সুধীজন-সমাজের—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের তৃপ্তি ও শান্তিবিধান করিয়া, সৎসাহিত্যপ্রচারে চিরদিন যেন আপনাদের সেবা করিতে পারি। চিরহিতৈষী আপনারা, কামনা করুন, মহেশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদে যেন বসুমতীর সুলভ-সাহিত্য-সাধনা সফল হয়, জয়যুক্ত হয়।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ;
রথযাত্রা—১৩৩৫।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের
দীন সেবক
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

# প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র অসীম—অনন্ত। অন্যান্য জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় একখানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ মাত্র নহে এবং ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা রচিত বা সঙ্কলিত নহে। হিন্দু-সভ্যতার স্বরূপ প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা সংস্কৃত সাহিত্যের অসীম শক্তি যেরূপ দেবগণরঞ্জিনী, সেইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রও অগণ্য—অসংখ্য, শক্তিও অলৌকিক—অপরিমেয়। এ সকল শাস্ত্রগ্রন্থ অনুশীলন বা অধ্যয়ন করিলে উহা মনুষ্যের মানস কল্পিত বলিয়া মানবের মনে স্থান পাইতে পারে না। ধর্ম্মশাস্ত্র-রত্নাকরের মধ্যে বেদ যেমন নিত্য-পবিত্র, সর্ব্বজনপূজ্য, নিত্য-বিদ্যমান ও অপৌরুষেয় বলিয়া হিন্দুমাত্রেরই চির-গৌরবের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি—ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া তেমনি পুরাণ, সংহিতা, স্মৃতি ও তন্ত্র বেদবাক্যবৎ হিন্দুসমাজে অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত—হিন্দু-সম্প্রদায় এই সকল প্রামাণ্য ধর্ম্মগ্রন্থের নিকট পরম ভক্তিভরে চির অবনত। তন্ত্র—হিন্দুধর্ম্ম-কল্পদ্রুমের অন্যতম শাখা। পবিত্রতায়, প্রামাণিকতায় ও সার-বত্তায় বেদবৎ অবিসম্বাদিতরূপে নির্ভরযোগ্য। বিশেষতঃ শিবমুখে প্রচারিত হওয়াতে, এই যুগোপযোগী সাধন-তন্ত্রে কুতর্ক, অবিশ্বাস, অযুক্তি বা অসারতা স্থান পাওয়া দূরে থাকুক, সন্দেহোদয় পর্য্যন্ত হইতে পারে না।

বর্ত্তমানকালে সভ্যতার রীতি ও রুচি অনুসারে তন্ত্রের বয়ঃক্রম জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে এবং ইংরাজী নিয়মানুসারে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের এত বৎসর পূর্ব্বে ইহা প্রণীত হইয়াছে, এরূপ কথা শুনিতেও অনেকের বাসনা বলবতী হইবার কথা; কিন্তু আমরা বিনীতভাবে জানাইতেছি যে, সাধারণকে এ সম্বন্ধে পরিতৃপ্ত করিতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও অপারগ। কারণ, শাস্ত্রে যে বিষয়ের উল্লেখ নাই এবং সদাশিব যাহা স্থির করিয়া যান নাই, আমরা কোন্ সাহসে কোন্ যুক্তিতে অকারণ কল্পনাশক্তিকে নিস্পেষণ করিয়া তন্নিরূপণে প্রবৃত্ত হইব? তবে তন্ত্র-সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধানে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতিগত বৈষম্যানু-সারে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার পথ আবিষ্কারের প্রয়োজন বলিয়া অধিকারভেদে পৃথগাকারে ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। যোগসাধনায় যেমন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই পঞ্চপ্রকার উপাসনায় ব্যবস্থা আছে; বৈষ্ণবীয় সাধনায় যে প্রকার শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি সাধনা বিদ্যমান: সেইরূপ শক্তিউপাসনায় পঞ্চ-মকারের সাধনায় শক্তিলাভের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়। সকল মতের বিহিত উপাসনাই পরমার্থলাভের উপায়; সুতরাং মূলভিত্তিতে কোন পার্থক্য নাই। তবে যে বাহ্যভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল অধিকারভেদে

ঘটিয়া থাকে। কি পরিতাপ, কি আক্ষেপ, কি মর্ম্মপীড়ার কথা যে, প্রকৃত তত্ত্ব ও জ্ঞানের অভাবে স্থূলবুদ্ধি মানব শিবভক্ত হইয়া বৈষ্ণবকে, বৈষ্ণব হইয়া শৈবকে এবং শাক্ত হইয়া অন্যোপাসকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন, কিন্তু "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "হর-গৌর্য্যাত্মকং জগৎ" ও "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" এই মূলমন্ত্রের প্রতি লক্ষ করেন না। বলিতে কি, তাঁহারা যাঁহাকে প্রীত ও সন্তুষ্ট করিবার মানসে সাধনা করেন—স্তব করেন—পূজা করেন—বুদ্ধি ও কর্ম্মদোষে তাঁহারই অপ্রীতি ও অসন্তোষ অর্জ্জন কবিয়া থাকেন, এই জন্যই শাক্ত-বৈষ্ণবে ঘোর দ্বন্দ্ব!

অসংখ্য তন্ত্ররাজির ভিতর ১৯২খানি তন্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া ত্রিধারা-বিভক্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। এই সকল তন্ত্র ব্যতীত অন্যান্য তন্ত্রগুলি লুপ্ত—সেগুলির উদ্দেশ কবা সম্ভবপর নহে। যেগুলি তিন ভাগে বিভক্ত, সেই তন্ত্রগ্রন্থশ্রেণী—বিষ্ণুক্রান্তা—রথক্রান্তা—অশ্বক্রান্তা নামে প্রসিদ্ধ। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র এই শ্রেণীর মধ্যে প্রখ্যাত তন্ত্র।

ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্তির অনুকূল পন্থা, যুগোপযোগী সাধননির্দ্দেশই মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের বিশেষত্ব। ব্রহ্মোপাসনা-বিধি-সন্নিবেশিত মহানির্ব্বাণে উক্ত হইয়াছে,—সগুণ উপাসনায় চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে, লোক যে জাতি, যে বর্ণ হউক না কেন, অনায়াসে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

বর্ত্তমান কালের নিরাকার সম্প্রদায়ীরা মহানির্ব্বাণের নানা স্থান হইতে আপনাদেব উদ্দেশ্যোপযোগী বচন সংগ্রহ করিয়া নূতন আকারের এক ধর্ম্মের অবতারণা করিয়াছেন এবং আদ্যোপান্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূলতত্ত্ব না বুঝিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই জন্য এই শাস্ত্রগ্রন্থের যত দূব সরল, শুদ্ধ ও প্রকৃত সুসংলগ্ন অনুবাদ হইতে পারে, তাহা সম্পাদনপূর্ব্বক জনসমাজে প্রচারিত করিলাম। শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারের দোহাই দিয়া, ধর্ম্মসংস্কারের বড়াই করিয়া—উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করা যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা শাস্ত্রগ্রন্থ বিকৃত করিয়া, অনুবাদের নামে অনুস্বার-বিসর্গবর্জ্জিত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ মাত্র উদ্ধৃত করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। স্বল্প মূল্যে—ধর্ম্মগ্রন্থরাজি—মূল বজায় রাখিয়া—অঙ্গহানি না করিয়া প্রাঞ্জল অনুবাদসহ প্রচারিত হইয়া, হিন্দুগৃহের মঙ্গলসাধন করে, ইহাই আমাদের মুখ্য কল্পনা—প্রকৃত অভিপ্রায়। আশা করি, শ্রীভগবানের অনুগ্রহে বঞ্চিত হইব না।

নিবেদক

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মহানির্ব্বাণতন্ত্র প্রকাশ, সুলভ শাস্ত্রগ্রন্থপ্রচারের দ্বিতীয় কার্য্য। বাল্মীকি-রামায়ণে আমরা সুলভের পথ দেখাইয়াছি। সুখের বিষয়, আরও দুই একখানি সুলভ রামায়ণ প্রকাশিত হইয়া, দরিদ্র দেশের গ্রন্থক্রয়ের আরও সুবিধা ঘটাইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এক ব্যক্তি একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ সুলভ মূল্যে প্রচারিত করিলে অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্র অপ্রকাশিত থাকিলেও তাহা প্রচার না করিয়া অনেকে অবলম্বিত কার্য্যে বাধা দিয়া সুলভ সাহিত্য-প্রচারের ক্ষতি করিয়া থাকেন। যাহা হউক, বাল্মীকি রামায়ণের ন্যায় এইখানির সমাদর দেখিলে ও ইহা সর্ব্বগৃহে স্থান পাইলে আমরা আর্থিক লাভবান্ না হইলেও পরমলাভ জ্ঞান করিব।

# তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই মহাজনোক্ত বাক্য যে কত দূর প্রামাণিক ও সত্যসিদ্ধান্ত, এত দিনে তাহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি বাস্তবিকই যদি পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন বাক্য অমূলক ও অসার হইত, তাহা হইলে এত অল্পদিনের মধ্যে নানা বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও নানা লোকের বিবিধ বিজ্ঞাপন-ছটার প্রলোভনের মধ্যেও আমাদের প্রকাশিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের দুইটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া, এত সত্বর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইবে কেন? কে মনে করিয়াছিল যে, সাধারণ গ্রাহকমণ্ডলী সুলভ মূল্যে প্রচারিত সারবান্ এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে—ধর্ম্মবিপ্লব-তরঙ্গে—নিষ্ঠাভক্তির উচ্ছেদকালে এরূপ সম্মান ও এত দূর শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবেন? কাহার মনে হইয়াছিল যে, আর্য্য হিন্দুসন্তানগণ আমাদের প্রকাশিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের নিঃশেষ সংবাদ-শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া পুনর্মুদ্রাঙ্কনের জন্য আমাদিগকে উত্তেজিত করিবেন? কে ভাবিয়াছিল, নাট্যরস-প্লাবিত, উপন্যাসরস-ব্যাপ্ত বঙ্গভূমিতে শিববাক্য গ্রহণের জন্য লোকের মন সমুৎসুক হইবে? এ সম্বন্ধে যিনি যাহা বলুন, আমরা ইহাতে এই বলিতে পারি, যদি ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া সুলভ শাস্ত্র প্রচার আমাদের ব্রত না হইত—যদি আমরা অকপটে এই ব্রতপালনে কৃতসংকল্প না

হইতাম—যদি অপরাপর ব্যক্তি আমাদের কার্য্যের হন্তারক না হইতেন; তাহা হইলে আমাদের কার্য্য কখনই এত দূর উন্নত ও অগ্রসর হইত না। যাহা হউক, "শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্" এইটিই অবলম্বিত কার্য্যের মূলমন্ত্র। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ আমাদের সহায় ও ভরসা। হিন্দুগ্রাহকগণ আমাদের কার্য্যের নিমিত্ত ও উপলক্ষ।

এবার মহানির্ব্বাণতন্ত্রখানি যত দূর পরিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট হইবার কথা, তাহার ত্রুটি করা হয় নাই। প্রথম সংস্করণে স্থানে স্থানে যে সামান্য ত্রুটি ঘটিয়াছিল, এবার তৎসংশোধনে নিশ্চেষ্ট হই নাই। বর্ত্তমান সংস্করণে নানা দেবদেবীর বীজ-মন্ত্র সন্নিবেশিত হইল। যদিও এবার গ্রন্থের কলেবর অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হইল, কিন্তু মূল্য পূর্ব্ব-সংস্করণে যাহা ছিল, এবারও তাহার পরিবর্ত্তন হইল না।

( আগ্রহাতিশয় দেখিয়া মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র চতুর্থবার মুদ্রিত হইল। )

---

## সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা

এত দিনে আমাদের দেশের আর্য্যসন্তানগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কলিযুগে তন্ত্রশাস্ত্রই পরমার্থলাভের একমাত্র উপায় এবং সেই তন্ত্রশাস্ত্র-সাগরে মহানির্ব্বাণতন্ত্রই সাররত্ন। উপর্য্যুপরি দুই বর্ষ পূর্ণ হইতে না হইতেই পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণের পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হওয়ায় নানা স্থান হইতে ইহার পুনর্মুদ্রণের অনুরোধ-পত্র উপস্থিত হয়; এ জন্য সপ্তম সংস্করণ মুদ্রিত হইল। এবার স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইল; কিমধিকমিতি।

## দশম সংস্করণের ভূমিকা

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রতি দিন দিন হিন্দুসন্তানগণের আদর দেখিয়া এবং পুনঃ পুনঃ গ্রহচ্ছেুগণের উৎসাহগর্ভ পত্র পাইয়া আমরা পুনরায় ইহার দশম সংস্করণ মুদ্রিত করিলাম। এবারও পরিশুদ্ধ করিতে যত্নের ত্রুটি হয় নাই। ইতি

বিনীত—সম্পাদক

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

# তান্ত্রিকসাধনায় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূল মর্ম্ম

তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্য, মৎস্য, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রা এই পঞ্চ মকারের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণে ইহার উদ্দেশ্য ও মূল তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া এতৎসম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত লোকে মদ্যপানের ব্যবস্থা, মাংসভোজনপ্রথা, মৈথুনের প্রবর্ত্তনা ও মুদ্রার ব্যবহার না জানিয়া, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি অতিশয় অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন; কেবল ইহাই নহে, তান্ত্রিক লোকের নাম শুনিলেই যেন শিহরিয়া উঠেন। যাহা হউক, এক্ষণে ভারত-প্রচলিত তান্ত্রিক উপাসনার প্রকৃত মর্ম্ম ও পঞ্চ-মকারের মূল উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানে যত দূর উপলব্ধি করান যাইতে পারে এবং তন্ত্রের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যত দূর হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে তন্ত্রে পঞ্চ-মকারের ব্যবস্থা, তাহাতেই ইহার প্রকৃত-তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আগমসারে প্রকাশ :—

"সোমধারা ক্ষরেদ্‌যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পীত্বানন্দময়ীং তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥"

তাৎপর্য্য ;—হে পার্ব্বতি! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হয়, তাহা পান করিলে লোকে আনন্দময় হইয়া থাকে, ইহারই নাম মদ্যসাধক। মদ্যসাধনার ন্যায় মাংসসাধনা সম্বন্ধেও ঐ শাস্ত্রে বর্ণনা এইরূপ :—

"মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥"

তাৎপর্য্য ;—হে ভক্তিরস-বিগলিতে! মা রসনা শব্দের নামান্তর, বাক্য তদংশভূত, যে ব্যক্তি সতত উহা ভক্ষণ করে, তাহাকেই মাংস-সাধক বলা যায়। মাংসসাধক ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে বাক্যসংযমী মৌনাবলম্বী যোগী। এইরূপ মৎস্যসাধকের তাৎপর্য্য যে প্রকার, তাহাও শাস্ত্রে লিখিত আছে। যথা :—

"গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥"

তাৎপর্য্য ;—গঙ্গা-যমুনার মধ্যে দুইটি মৎস্য সতত চলিতেছে, যে ব্যক্তি এই দুইটি মৎস্য ভোজন করে, তাহার নাম মৎস্যসাধক। আধ্যাত্মিক মর্ম্মে গঙ্গা ও যমুনা অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা, এই উভয়ের মধ্যে যে শ্বাস-প্রশ্বাস, তাহারাই দুইটি মৎস্য। যে ব্যক্তি এই মৎস্য ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ যে প্রাণায়াম-সাধক শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করিয়া কুম্ভকের পুষ্টিসাধন করেন, তাঁহাকেই মৎস্যসাধক বলা যায়। এইরূপ মুদ্রাসম্বন্ধেও শাস্ত্রের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

"সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমঃ॥
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
অতীবকমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥"

তাৎপর্য্য ;—হে দেবেশি! শিরঃস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকাভ্যন্তরে শুদ্ধ পারদতুল্য আত্মার অবস্থিতি। যদিও উহার তেজঃ কোটিসূর্য্যসদৃশ, কিন্তু স্নিগ্ধতায় ইনি কোটিচন্দ্রতুল্য ; এই পরম পদার্থ অতিশয় মনোহর এবং কুণ্ডলিনী-শক্তিসমন্বিত, যাঁহার এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তিনিই প্রকৃত মুদ্রাসাধক হইতে পারেন। মৈথুনতত্ত্ব অতিশয় দুর্ব্বোধ্য এবং এ সম্বন্ধে গুরুপরম্পরায় দুইটি মত দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিদিগের মতে মৈথুনসাধক পরমযোগী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ; কারণ, তাঁহারা বায়ুরূপ লিঙ্গকে শূন্যরূপ যোনিতে প্রবেশ করাইয়া কুম্ভকরূপ রমণে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। মতান্তরে তন্ত্রে প্রকাশ আছে যে,—

"মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাদ্ জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভম্॥"

তাৎপর্য্য ;—মৈথুনব্যাপার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, ইহা পরমতত্ত্ব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মৈথুনক্রিয়াতে সিদ্ধিলাভ ঘটে এবং তাহা হইতে সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে উদ্দেশ্য ও প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-মকারের প্রতি ঘোরতর ঘৃণা-অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। বাস্তবিক, আমা দের চর্ম্মচক্ষে যে কার্য্য ঘোরতর কদর্য্য ও কুৎসিত,

করুণানিধান মহেশ্বর যে, শাস্ত্রে তদনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ কথা কখনও মনোমধ্যে স্থান পাইতে পারে না। যদিও আপাততঃ দৃষ্টিতে মৈথুনব্যাপারটি অশ্লীলরূপে প্রতীয়মান হইতেছে; কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলে, তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার কত দূর গূঢ় ভাব সন্নিবেশিত আছে, তাহা বুঝা যাইতে পারে। যেরূপ পুরুষজাতি পুংযন্ত্রের সহকারিতায় স্ত্রী-যোনিতে প্রচলিত মৈথুনকার্য্য করিয়া থাকে, সেইরূপ র এই বর্ণে আকারের সাহায্যে ম এই বর্ণ মিলিত হইয়া তারকব্রহ্ম রাম নামোচ্চারণরূপে তান্ত্রিক অধ্যাত্ম-মৈথুনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রমাণস্বরূপ তন্ত্রেই প্রকাশ যে,—

"রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসকুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারশ্চ বিন্দুরূপমহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে॥
আকারো হংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতো মহানন্দো ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥
আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে।
অতএব রামনাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্॥"

তাৎপর্য্য :—রেফ কুঙ্কুমবর্ণ কুণ্ডমধ্যে অবস্থিতি করে, মকার বিন্দুরূপে মহাযোনিতে অবস্থিত। হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! আকাররূপী হংসের আশ্রয়ে যখন ঐ উভয়ের একতা ঘটে, তখন সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে; আত্মাতে রমণ করেন বলিয়া ব্রহ্মপদার্থ রামনামে কথিত হইয়া থাকেন, তিনিই তারকব্রহ্ম নামের কারণ।

যেরূপ মৈথুনকার্য্যে আলিঙ্গন, চুম্বন, শীৎকার, অনুলেপ ও রেতোৎসর্গ এই ছয়টি অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত, সেইরূপ আধ্যাত্মিক মৈথুনব্যাপারেও এই প্রকার ছয়টি অঙ্গ দেখা যায়। প্রমাণ-স্বরূপে প্রদর্শিত হইতেছে, যথা;—

"আলিঙ্গনাদ্ ভবেন্ন্যাসশ্চুম্বনং ধ্যানমীরিতম্।
আবাহনাৎ শীৎকারঃ স্যান্ নৈবেদ্যমনুলেপনম্॥
জপনং রমণং প্রোক্তং রেতঃপাতশ্চ দক্ষিণা।
সর্ব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকে প্রিয়ে॥"

তাৎপর্য্য :—যোগক্রিয়ার তত্ত্বাদি ন্যাসের নাম আলিঙ্গন, ধ্যানের নাম চুম্বন, আবাহনের নাম শীৎকার, নৈবেদ্যের নাম অনুলেপন, জপের নাম রমণ, দক্ষিণান্তের নাম রেতঃপাতন। হে প্রিয়ে! তুমি আমার প্রাণাধিকা, তোমাকে বলিতেছি, তুমি এই মৈথুনতত্ত্ব অতিশয় গোপন রাখিবে। ফল কথা, ষড়ঙ্গযোগে এইরূপ ষড়ঙ্গ-সাধন করার নামই মৈথুনসাধন। সাধারণে যে অর্থ সহজে গ্রহণ করেন, দেবাদিদেব মহাদেবের উক্তি তাহা নহে এবং ধর্ম্মের উপাসনাকে এরূপ কুৎসিত আকারে পর্য্যবসিত করা কখনই তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। যুবতীর কণ্ঠাশ্লেষ ন্যাস, মুখচুম্বন ধ্যান, স্পর্শশীৎকার আহ্বান, অঙ্গবিলেপন নৈবেদ্য, রমণ জপ ও রেতঃপরিত্যাগ দক্ষিণা বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিষ্কামভাবে শক্তি-উপাসনার জন্য ধর্ম্মসাধনায় সাধক সমাহিত হইতে পারিবে না —বিচলিত হইয়া—শাস্ত্রমর্ম্মের কদর্থ করিয়া ভ্রান্ত পথে পূর্ব্বার্জ্জিত সাধনা পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কা করিয়াই ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ—কলির জীব পঞ্চ-মকারের যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে না বুঝিয়াই কলিতে ইহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। যদি মদ্যপান ও মৈথুনাদি ব্যাপার উপাসনার অঙ্গ হইত, তাহা হইলে এই ঘোরতর কলির অধিকারে ঐরূপ সাধনার অধিকারী ও উপাসকের ভাবনা কি? বাস্তবিক ইহা যদি নীচজনসেব্য নীচকার্য্যানুষ্ঠানের উপযোগী ব্যবস্থাই সম্মত হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রের আর মাহাত্ম্য কি এবং শিববাক্যে লোকের আস্থাই বা কিরূপে জন্মিতে পারে? যখন শাসনের জন্য শাস্ত্রের নামকরণ, তখন এরূপ কদর্য্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেওয়া কি ধর্ম্মশাস্ত্রের উপযুক্ত হইতে পারে? বিশেষতঃ শিবের শাসন এই যে, দিব্য ও বীরভাবে পঞ্চ-মকার সাধন করিতে হইবে, কলির জীব তাহাতে অসমর্থ ও অনুপযুক্ত বলিয়া দয়াময় আশুতোষ সদাশিব এই উপাসনার পরিবর্ত্তে অন্যবিধ তান্ত্রিক সাধনাকেই বর্ত্তমান যুগের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

# উল্লাস-নির্ঘণ্ট

# মহানির্ব্বাণ মহাতন্ত্রের

## বিবৃতি, লক্ষণ, দায়ভাগ, সিদ্ধি, ব্রহ্মজ্ঞান, মুক্তি নির্ণয়ের

# অভিনব সূচীপত্র

### প্রথমোল্লাসঃ



---

### দ্বিতীয়োল্লাসঃ

## তৃতীয়োল্লাসঃ

## চতুর্থোল্লাসঃ

## পঞ্চমোল্লাসঃ

## ষষ্ঠোল্লাসঃ

| বিষয় | শ্লোকাঙ্ক | পত্রাঙ্ক |
|---|---|---|


## সপ্তমোল্লাসঃ

## অষ্টমোল্লাসঃ

## নবমোল্লাসঃ

## দশমোল্লাসঃ

## একাদশোল্লাসঃ

———

## দ্বাদশোল্লাসঃ

## ত্রয়োদশোল্লাসঃ

## চতুর্দ্দশোল্লাস

## চিত্র-পরিচয়

# মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রম্

## প্রথমোল্লাসঃ

ওঁ

গিরীন্দ্রশিখরে রম্যে নানারত্নোপশোভিতে।
নানাবৃক্ষলতাকীর্ণে নানাপক্ষিরবৈর্যুতে ॥ ১
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমামোদ-মোদিতে সুমনোহরে।
শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যাঢ্য-মরুদ্ভিরুপবীজিতে ॥ ২
অপ্সরোগণসঙ্গীত-কলধ্বনিনিনাদিতে।
স্থিরচ্ছায়দ্রুমচ্ছায়াচ্ছাদিতে স্নিগ্ধমঞ্জুলে ॥ ৩
মত্তকোকিলসন্দোহ-সংঘুষ্টবিপিনান্তরে।
সর্ব্বদা স্বগণৈঃ সার্দ্ধম্ ঋতুরাজনিষেবিতে ॥ ৪
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্ব-গাণপত্যগণৈর্ব্বৃতে।
তত্র মৌনধরং দেবং চরাচরজগদ্গুরুম্ ॥ ৫

---

কৈলাস নামক পর্ব্বতে একটি সুরম্য শিখরদেশ আছে; উহা নানারত্নে বিভূষিত, নানাপ্রকার বৃক্ষলতাকীর্ণ এবং বহুতর পক্ষি-কলরবে নিনাদিত। ১। সেই মনোহর স্থানে সকল ঋতুই সকল সময়ে সমুদিত হইয়া নানাবিধ কুসুম-সৌরভে আমোদিত করে; তথায় শৈত্য, মান্দ্য ও সৌগন্ধ্যবাহী সমীরণ সতত প্রবাহিত। ২। সেই প্রদেশ অপ্সরাগণের মধুর সঙ্গীতালাপে নিরত প্রতিধ্বনিত; তত্রত্য ছায়াপ্রধান বৃক্ষসমূহ স্থিরভাবে ছায়াপ্রদান করে; সুতরাং স্থানটি অতিশয় স্নিগ্ধ ও মনোহর। ৩। তত্রত্য স্থান-বিশেষে কোকিলগণ মধুররবে কলধ্বনি করিতেছে, তথায় ঋতুরাজ সতত সহচরদিগের সহিত চিরবিরাজমান আছেন। ৪। এই শিখরদেশে চরাচর-জগতের গুরুস্বরূপ মহাদেব মৌনভাবে অবস্থিত আছেন। ৫। তিনি সতত মঙ্গলদাতা, সদানন্দ ও

সদাশিবং সদানন্দং করুণামৃতসাগরম্।
কর্পূরকুন্দধবলং শুদ্ধসত্ত্বময়ং বিভুম্ ॥ ৬
দিগম্বরং দীননাথং যোগীন্দ্রং যোগিবল্লভম্।
গঙ্গাশীকরসংসিক্ত-জটামণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৭
বিভূতিভূষিতং শান্তং ব্যালমালং কপালিনম্।
ত্রিলোচনং ত্রিলোকেশং ত্রিশূলবরধারিণম্ ॥ ৮
আশুতোষং জ্ঞানময়ং কৈবল্যফলদায়কম্।
নির্ব্বিকল্পং নিরাতঙ্কং নির্ব্বিশেষং নিরঞ্জনম্ ॥ ৯
সর্ব্বেষাং হিতকর্ত্তারং দেবদেবং নিরাময়ম্।
প্রসন্নবদনং বীক্ষ্য লোকানাং হিতকাম্যয়া।
বিনয়াবনতা দেবী পার্ব্বতী শিবমব্রবীৎ ॥ ১০

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ মন্নাথ করুণানিধে।
ত্বদধীনাস্মি দেবেশ ত্বদাজ্ঞাকারিণী সদা ॥ ১১
বিনাজ্ঞয়া ময়া কিঞ্চিদ্বাবিতুং নৈব শক্যতে।
কৃপাবলেশো ময়ি চেৎ স্নেহোঽস্তি যদি মাং প্রতি ॥ ১২

---

করুণাস্বরূপ অমৃতের সমুদ্র, তাঁহার আকৃতি কর্পূর ও কুন্দপুষ্পতুল্য শ্বেতবর্ণ, তিনি শুদ্ধসত্ত্বময় ও অদ্বিতীয় বিভু। ৬। তিনি দিগম্বর অর্থাৎ আবরণ-বিহীন, দীননাথ, যোগীন্দ্র ও যোগিজনের প্রিয়। গঙ্গাশীকরে সম্পৃক্ত জটাজুটে তিনি বিমণ্ডিত। ৭। তদীয় সর্ব্বশরীর বিভূতি-বিভূষিত, মূর্ত্তি অতিশয় শান্ত; তিনি নরকপাল ও সর্পমালায় সুশোভিত; তিনি ত্রিলোকনাথ ও ত্রিনেত্র, তাঁহার হস্তে ত্রিশূল। ৮। তিনি আশুতোষ, জ্ঞানময় ও কৈবল্যফলদাতা। তিনি সুখ-দুঃখবিহীন, ত্রিতাপশূন্য, ভেদবিরহিত এবং নিরঞ্জন অর্থাৎ মায়াবিরহিত। ৯। তিনি নিরাময়, দেবদেব ও সকলের হিতকারী; তাঁহার প্রসন্নবদন দেখিয়া দেবী পার্ব্বতী এক দিন লোকের মঙ্গলের জন্য অবনতভাবে বিনীতবাক্যে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ১০।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! আপনি আমার নাথ ও দয়ার সাগর। হে দেবেশ! আমি আপনার অধীনা এবং সর্ব্বদা আজ্ঞা-কারিণী। ১১। আপনার অনুমতি না হইলে আমি আপনার নিকটে কোন

তদা নিবেদয়তে কিঞ্চিন্মনসা যদ্বিচারিতম্।
যদন্তঃ সংশয়স্তাত্ত কস্ত্রিলোক্যাং মহেশ্বর।
ছেত্তা ভবিতুমর্হো বা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥ ১৩

শ্রীসদাশিব উবাচ।

কিমুচ্যতে মহাপ্রাজ্ঞে কথ্যতাং প্রাণবল্লভে।
যদকথ্যং গণেশেঽপি স্কন্দে সেনাপতাবপি ॥ ১৪
তবাগ্রে কথয়িষ্যামি সুগোপ্যমপি যদ্ভবেৎ।
কিমস্তি ত্রিষু লোকেষু গোপনীয়ং তবাগ্রতঃ ॥ ১৫
মম রূপাসি * দেবি ত্বং ন ভেদোঽস্তি ত্বয়া মম।
সর্ব্বজ্ঞা কিং ন জানাসি অনভিজ্ঞেব পৃচ্ছসি ॥ ১৬
ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা পার্ব্বতী হৃষ্টমানসা।
বিনয়াবনতা সাধ্বী পরিপপ্রচ্ছ শঙ্করম্ ॥ ১৭

কথা বলিতে পারি না; (যাহা হউক,) যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা-কণা বিদ্যমান থাকে এবং যদি আমার প্রতি স্নেহপ্রবণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার মনের বাসনা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে পারি। হে মহেশ্বর! আপনি ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি আমার সন্দেহভঞ্জন করিতে পারেন এবং কেই বা সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও সর্ব্বজ্ঞ আছেন? ১২-১৩।

সদাশিব বলিলেন, হে প্রাণবল্লভে! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী, তুমি কি জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, বল। যাহা গণেশের বা কার্ত্তিকেয়ের নিকটেও প্রকাশ করি নাই, তোমার নিকটে তাহা বলিতে আমার বাধা নাই। ১৪। যদি বিশেষ গোপনীয় হয়, তাহা হইলেও আমি তাহা তোমার নিকটে ব্যক্ত করিব। (বলিতে কি,) ত্রিলোকমধ্যে এমন কোন বিষয় দেখিতে পাই না, যাহা তোমার নিকটে গোপন থাকিতে পারে। ১৫। হে দেবি! তুমি আমারই স্বরূপ, তোমাতে এবং আমাতে কোন ভেদ নাই; তুমি সর্ব্বজ্ঞা হইয়াও অনভিজ্ঞার ন্যায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? ১৬। তখন পার্ব্বতী পরমেশ্বর-মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং বিনয়নম্রবচনে শঙ্করকে বলিতে লাগিলেন। ১৭।

* মৎস্বরূপাসি—পাঠান্তরম্।

শ্রীআদ্যোবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বর।
কৃপাবতা ভগবতা ব্রহ্মান্তর্য্যামিনা পুরা॥ ১৮
প্রকাশিতাশ্চতুর্ব্বেদাঃ সর্ব্বধর্ম্মোপবৃংহিতাঃ।
বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা যত্র চৈব প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ১৯
তদুক্তযোগযজ্ঞাদ্যৈঃ কর্ম্মভির্ভুবি মানবাঃ।
দেবান্ পিতৄন্ প্রীণয়ন্তঃ পুণ্যশীলাঃ কৃতে যুগে॥ ২০
স্বাধ্যায়ধ্যানতপসা দয়াদানৈর্জ্জিতেন্দ্রিয়াঃ।
মহাবলা মহাবীর্য্যা মহাসত্ত্বপরাক্রমাঃ॥ ২১ *
দেবায়তনগা মর্ত্ত্যা দেবকল্পা দৃঢ়ব্রতাঃ।
সত্যধর্ম্মপরাঃ সর্ব্বে সাধবঃ সত্যবাদিনঃ॥ ২২
রাজানঃ সত্যসঙ্কল্পাঃ প্রজাপালনতৎপরাঃ।
মাতৃবৎ পরযোষিৎসু পুত্রবৎ পরসূনুষু॥ ২৩

আদ্যাশক্তি কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর এবং সকল ধর্ম্মজ্ঞগণের অগ্রগণ্য; হে ভগবন্! আপনি অন্তর্য্যামিত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল তত্ত্ব অবগত আছেন। আপনি কৃপাপরবশ হইয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বিত চতুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ বেদসকলে সমুদয় বর্ণ ও আশ্রমের বিধি ব্যবস্থাপিত আছে। ১৮-১৯। আপনার কথামত যোগ-যজ্ঞাদি সাধন † করিয়া সত্যযুগের পুণ্যবান্ মনুষ্যেরা দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিতেন। ২০। তৎকালীন লোকেরা জিতেন্দ্রিয় হইয়া বেদাধ্যয়ন, পরমার্থ-চিন্তা, তপস্যা, দয়া ও দানশীলতার দ্বারা মহাবলবান্, মহাবীর্য্যসম্পন্ন ও অতি-শয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। ২১। তাঁহারা দৃঢ়ব্রত, দেবকল্প ও মর্ত্ত্য হইয়াও দেবলোকে গমন করিতেন; সে সময় সকলেই সত্যবাদী, সাধু ও সৎপথা-বলম্বী ছিলেন। ২২। তৎকালে রাজারা সত্যসঙ্কল্প ও প্রজাপালনপরায়ণ ছিলেন, তাঁহারা পরের স্ত্রীকে মাতার এবং পরের পুত্রকে আপনার পুত্রের

* মহাসত্যপরাক্রমাঃ—পাঠান্তরম্।
† যোগ শব্দের অর্থ বহুবিধ। কেহ কেহ চিত্তবৃত্তিনিরোধকেই যোগ নামে অভিহিত করেন; আবার কেহ কেহ বলেন, নাদ ও বিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, চন্দ্র ও সূর্য্য, প্রাণ ও অপান ইহাদের যোগের নামই যোগ; অনেকের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যই যোগ অথবা পরম-শিবের সহিত কুলকুণ্ডলিনীর যোগই যোগশব্দে অভিহিত।

লোষ্ট্রবৎ পরবিত্তেষু পশ্যন্তো মানবাস্তদা।
আসন্ স্বধর্মনিরতাঃ সদা সন্মার্গবর্ত্তিনঃ॥ ২৪
ন মিথ্যাভাষিণঃ কেচিৎ ন প্রমাদরতাঃ কচিৎ।
ন চৌরা ন পরদ্রোহ-কারকা ন দুরাশয়াঃ॥ ২৫
ন মৎসরা নাতিরুষ্টা নাতিলুব্ধা ন কামুকাঃ।
সদন্তঃকরণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদানন্দমানসাঃ॥ ২৬
ভূময়ঃ সর্ব্বশস্যাঢ্যাঃ পর্জ্জন্যাঃ কালবর্ষিণঃ।
গাবোঽপি দুগ্ধসম্পন্নাঃ পাদপাঃ ফলশালিনঃ॥ ২৭
নাকালমৃত্যুস্তত্রাসীৎ ন দুর্ভিক্ষং ন বা রুজঃ।
হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ সদারোগ্যাস্তেজোরূপগুণান্বিতাঃ॥ ২৮ *
স্ত্রিয়ো ন ব্যভিচারিণ্যঃ পতিভক্তিপরায়ণাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্বাচারবর্ত্তিনঃ॥ ২৯
স্বৈঃস্বৈর্দ্ধর্মৈর্জনস্তত্ত নিস্তারপদবীং গতাঃ।
কৃতে ব্যতীতে ত্রেতায়াং দৃষ্ট্বা ধর্মব্যতিক্রমম্॥ ৩০

ন্যায় দেখিতেন। ২৩। সে সময়ের লোকেরা পরের অর্থকে লোষ্ট্রের ন্যায় দেখিতেন, (অধিক কি,) সকলেই স্বধর্মনিরত ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন। ২৪। কেহই মিথ্যাবাদী, প্রমাদী, চৌর, পরদ্রোহী ও দুরাশয় ছিল না। ২৫। তাহারা মাৎসর্য্য, রোষ, লোভ বা কামুকতার হস্তে নিপতিত হয় নাই, সকলেরই অন্তঃকরণ সৎ ও আনন্দময় ছিল। ২৬। তৎকালে বসুন্ধরা নানাশস্যশালিনী ছিলেন, জলদাবলী কালে জলবর্ষণ করিত, গাভীগণ দুগ্ধভারাবনত ও বৃক্ষ-সকল ফলভারে পূর্ণ ছিল। ২৭। সে সময়ে অকাল-মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ বা রোগভয় ছিল না; সকলেই হৃষ্টপুষ্ট, নীরোগ, তেজস্বী ও রূপগুণসমন্বিত ছিল। ২৮। স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী ছিল না, সকলেই পতি-ভক্তিপরায়ণা ছিল; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সকলেই নির্দ্দিষ্ট আচারব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইতেন। ২৯। তাঁহারা আপনাপন জাতীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া নিস্তারপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সত্যযুগাবসানে

* তেজোরূপসমন্বিতাঃ—পাঠান্তরম্।

বেদোক্তকর্ম্মভির্মর্ত্ত্যা ন শক্তাঃ স্বেষ্টসাধনে।
বহুক্লেশকরং কর্ম্ম বৈদিকং ভূরিসাধনম্॥ ৩১
কর্ত্তুং ন যোগ্যা মনুজাশ্চিন্তাব্যাকুলমানসাঃ।
ত্যক্তুং কর্ত্তুং ন চার্হন্তি সদা কাতরচেতসঃ॥ ৩২
বেদার্থযুক্তশাস্ত্রাণি স্মৃতিরূপাণি ভূতলে।
ত্বাং বিনা কোঽস্তি জীবানাং ঘোরসংসারসাগরে ৩৩
লোকানতারয়ঃ পাপাৎ দুঃখশোকাময়প্রদাৎ।
তদা ত্বং প্রকটীকৃত্য তপঃস্বাধ্যায়দুর্ব্বলান্॥ ৩৪
ভর্ত্তা পাতা সমুদ্ধর্ত্তা পিতৃবৎ প্রিয়কৃৎ প্রভুঃ।
ততোঽপি দ্বাপরে প্রাপ্তে স্মৃত্যুক্তসুকৃতোজ্ঝিতে॥ ৩৫
ধর্ম্মার্দ্ধলোপে মনুজে আধিব্যাধিসমাকুলে।
সংহিতাদ্যুপদেশেন ত্বয়ৈবোদ্ধারিতা নরাঃ॥ ৩৬

ত্রেতাসমাগমে আপনি ধর্ম্মের কথঞ্চিৎ অঙ্গহীনতা দেখিলেন। ৩০। কারণ, সে সময়ে মনুষ্যগণ বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা আপনাদের ইষ্টসাধনে অসমর্থ হইলেন, তাঁহারা জানিলেন, বৈদিক কার্য্য সমাধা করা নিতান্ত সাধনা-সাপেক্ষ এবং বহুতর ক্লেশ করিলে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৩১। মানব-গণ যখন বৈদিক কার্য্যসাধনে অপারগ হইলেন, তখন তাঁহাদের অন্তঃকরণ চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিল, তাঁহারা বেদোক্ত কার্য্যসাধন বা তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হওয়ায় বিভ্রমান হইলেন। ৩২। আপনি তৎকালে বেদার্থময় স্মৃতিশাস্ত্র প্রকটন করিয়া তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে অক্ষম লোকদিগের দুঃখ, শোক ও পীড়াদায়ক পাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; আপনি ভিন্ন এই ঘোরতর সংসারসমুদ্র হইতে জীবগণকে রক্ষা করিতে আর কে পারে? ৩৩-৩৪। আপনি পিতার ন্যায় অধম জীবের পালন-কর্ত্তা, ভরণপোষণ-কর্ত্তা ও উদ্ধারকর্ত্তা; আপনি সকলের প্রভু ও কল্যাণ-বিধাতা। অনন্তর যখন দ্বাপরযুগের প্রবর্ত্তনা ঘটিল, তখনই স্মৃতিসম্মত ক্রিয়াদি হ্রাস পাইতে লাগিল। ৩৫। তৎকালে ধর্ম্মের অর্দ্ধলোপ ঘটে, সুতরাং মনুষ্যগণ নানাপ্রকার আধিব্যাধি-পরিপূর্ণ হইল; এই সময়ে আপনি সংহিতাশাস্ত্রের উপদেশ-প্রদানে মনুষ্যগণকে উদ্ধার করেন। ৩৬।

আয়াতে পাপিনি কলৌ সর্ব্বধর্ম্মবিলোপিনি।
দুরাচারে দুষ্প্রপঞ্চে দুষ্টকর্ম্মপ্রবর্ত্তকে ॥ ৩৭
ন বেদপ্রভাবস্তত্র * স্মৃতীনাং স্মরণং কুতঃ।
নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাম্ ॥ ৩৮
বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবিতা বিভো।
তদা লোকা ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মকর্ম্মবহির্ম্মুখাঃ ॥ ৩৯
উচ্ছৃঙ্খলা মদোন্মত্তাঃ পাপকর্ম্মরতাঃ সদা।
কামুকা লোলুপাঃ ক্রূরা নিষ্ঠুরা দুর্ম্মুখাঃ শঠাঃ ॥ ৪০
স্বল্পায়ুর্ম্মন্দমতয়ো রোগশোকসমাকুলাঃ।
নিঃশ্রীকা নির্ব্বলা নীচা নীচাচারপরায়ণাঃ ॥ ৪১
নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ।
পরনিন্দাপরদ্রোহপরীবাদপরাঃ খলাঃ ॥ ৪২
পরস্ত্রীহরণে পাপ-শঙ্কাভয়বিবর্জ্জিতাঃ। †
নির্দ্ধনা মলিনা দীনা দরিদ্রাশ্চিররোগিণঃ ॥ ৪৩

এক্ষণে সর্ব্বধর্ম্মলোপী, দুষ্টকর্ম্মপ্রবর্ত্তক, দুরাচার, দুষ্প্রপঞ্চ কলির অধিকার। ৩৭। এই কালে বেদসকল খর্ব্বীভূত হইল, স্মৃতিও বিস্মৃতিসাগরে মগ্নপ্রায়; এ সময়ে নানাপ্রকার ইতিহাসপূর্ণ নানাপথপ্রদর্শক পুরাণাদির নাম পর্য্যন্ত থাকিবে না; সুতরাং সকলেই ধর্ম্মকর্ম্মে বিমুখ হইয়া উঠিবে। ৩৮-৩৯। কলির জীবগণ উচ্ছৃঙ্খল, মদোন্মত্ত, সর্ব্বদা পাপলিপ্ত, কামুক, অর্থলোলুপ, ক্রূর, নিষ্ঠুর, অপ্রিয়ভাষী ও শঠ হইয়া উঠিবে। ৪০। এই কালের লোকেরা অল্পায়ু, মন্দমতি, রোগশোকসমাচ্ছন্ন, শ্রীহীন, বলহীন, নীচ ও নীচকার্য্যপরায়ণ হইবে। ৪১। এই কালে সকলে নীচ-সংসর্গে রত, পরস্বাপহারী, পরনিন্দা, পরদ্রোহ ও পরগ্লানিতে তৎপর এবং খল হইয়া উঠিবে। ৪২। পরস্ত্রীহরণে ইহারা পাপাশঙ্কা বা ভয় করিবে না; ইহারা নির্ধন, মলিন, দীন ও চিররুগ্ন হইয়া কালাতিপাত করিবে। ৪৩।

* প্রভবস্তাত্র—পাঠান্তরম্।
† পাপাঃ শঙ্কাভয়বিবর্জ্জিতাঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যাবন্দনবর্জ্জিতাঃ।
অযাজ্যযাজকা লুব্ধা * দুর্ব্বৃত্তাঃ পাপকারিণঃ ॥ ৪৪
অসত্যভাষিণো মূর্খা দাম্ভিকা দুষ্প্রবঞ্চকাঃ।
কন্যাবিক্রয়িণো ব্রাত্যাস্তপোব্রতপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৪৫
লোকপ্রতারণার্থায় জপপূজাপরায়ণাঃ।
পাষণ্ডাঃ পণ্ডিতন্মন্যাঃ শ্রদ্ধাভক্তিবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪৬
কদাহারাঃ কদাচারা ধৃতকাঃ † শূদ্রসেবকাঃ।
শূদ্রান্নভোজিনঃ ক্রূরা বৃষলীরতিকামুকাঃ ॥ ৪৭
দাস্যন্তি ধনলোভেন স্বদারান্ নীচজাতিষু।
ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্রধারণম্ ॥ ৪৮
নৈব পানাদিনিয়মো ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবেচনম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সদা নিন্দা সাধুদ্রোহো নিরন্তরম্ ॥ ৪৯

---

ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি-বিরহিত হইয়া শূদ্রের ন্যায় আচারবান্ হইবে, তাহারা লোভের বশীভূত হইয়া অযাজ্যযাজন করিবে এবং দুর্ব্বৃত্ত হইয়া পাপানুষ্ঠানে রত থাকিবে। ৪৪। ইহারা মিথ্যাবাদী, মূর্খ, দাম্ভিক ও ঘোর প্রবঞ্চক হইয়া উঠিবে, কন্যাবিক্রয় করিবে, ব্রাত্য (ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম বিগত হইলেও অনুপনীত ভ্রষ্টগায়ত্রীক বা পতিত) ও তপোব্রতভ্রষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিবে। ৪৫। কলিযুগের ব্রাহ্মণেরা লোকপ্রতারণার উদ্দেশে জপ ও পূজাপরায়ণ হইবে, কিন্তু অন্তরে শ্রদ্ধাভক্তি কিছুই থাকিবে না। ইহারা ঘোর পাষণ্ড ও পণ্ডিতের ন্যায় কার্য্য করিয়াও আপনাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিবে। ৪৬। ইহাদের আহার কদর্য্য ও আচার অসৎ হইবে, শূদ্রের পরিচারক হইয়া শূদ্রান্ন গ্রহণ এবং শূদ্রাণীগমনে লোলুপ হইয়া উঠিবে। ৪৭। (অধিক কি,) ইহারা অর্থলোভে নীচজাতীয় ব্যক্তিকে আপনার পত্নী বিনিয়োগ করিবে, ইহারা কেবল বিত্তের জন্য ব্রাহ্মণের চিহ্ন-স্বরূপ গলদেশে সূত্রমাত্র রাখিবে। ৪৮। ইহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার কিংবা পানাদির নিয়ম থাকিবে না, ইহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্লানি ও

* অযাজ্যযাজকামুকা—পাঠান্তরম্।
‡ কদাচারাদ্ধূতকা—ইতি বা পাঠঃ।

সৎকথালাপমাত্রঞ্চ ন তেষাং মনসি কচিৎ।
ত্বয়া কৃতানি তন্ত্রাণি জীবোদ্ধারণহেতবে॥ ৫০
নিগমাগমজাতানি ভুক্তিমুক্তিকরাণি চ। *
দেবীনাং যত্র দেবানাং মন্ত্রযন্ত্রাদিসাধনম্॥ ৫১
কথিতা বহবো ন্যাসাঃ সৃষ্টিস্থিত্যাদিলক্ষণাঃ।
বদ্ধপদ্মাসনাদীনি গদিতান্যপি ভূরিশঃ॥ ৫২
পশুবীরদিব্যভাবা দেবতামন্ত্রসিদ্ধিদাঃ। †
শবাসনং চিতারোহো মুণ্ডসাধনমেব চ॥ ৫৩
লতাসাধনকর্ম্মাণি ত্বয়োক্তানি সহস্রশঃ।
পশুভাবদিব্যভাবৌ স্বয়মেব নিবারিতৌ।
কলৌ ন পশুভাবোঽস্তি দিব্যভাবঃ কুতো ভবেৎ॥ ৫৪

সাধুদিগের অনিষ্টাচরণ করিতে থাকিবে। ৪৯। ইহাদের অন্তরে সৎকথার আলাপ কখনই স্থান প্রাপ্ত হইবে না। (যাহা হউক,) জীবগণের উদ্ধারের জন্য আপনি তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ৫০। আপনি ভোগ ও অপবর্গ-বিধায়ক বহুবিধ আগম ও নিগম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেবদেবীর মন্ত্র ও যন্ত্রাদির সাধনোপায় আছে। ৫১। আপনি সৃষ্টি, স্থিতি প্রভৃতির লক্ষণ ও নানাপ্রকার ন্যাসের কথা বলিয়াছেন, আপনি বদ্ধ-পদ্মাসন ও মুক্তপদ্মাসন প্রভৃতি অশেষ প্রকার আসনের কথাও বলিয়াছেন। ৫২। যাহাতে দেবতাগণের মন্ত্রসাধন ঘটে, আপনি তাদৃশ পশু, বীর ও দিব্যভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শবাসন, ‡ চিতারোহণ ও (চিতাসাধন) মুণ্ডসাধনও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৫৩। আপনি লতাসাধন ¶ প্রভৃতি অসংখ্য অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আপনিই পুনরায় পশু ও দিব্যভাব সম্বন্ধে নিষেধ করিয়াছেন অর্থাৎ কলিতে যখন পশুভাব হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন দিব্যভাবের আশা কিরূপে সম্ভবে? ৫৪॥ পত্র, পুষ্প, ফল ও জল এই সমস্ত আহরণ করা

* ভক্তিমুক্তিকরাণি চ ইত্যপি পাঠঃ।
† দেবতামন্ত্রসিদ্ধিদাঃ—ইতি বা পাঠঃ।
‡ যোগপথাবলম্বী হইয়া শববৎ উত্তানভাবে শয়ন পূর্ব্বক গুরূপদেশানুসারে যোগানুষ্ঠানের নাম শবাসন।
¶ শক্তি লইয়া সাধনকে লতাসাধন বলে।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ।
ন শূদ্রদর্শনং কুর্য্যাৎ মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ ॥ ৫৫
দিব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
দ্বন্দ্বাতীতো বীতরাগঃ সর্ব্বভূতসমঃ ক্ষমী ॥ ৫৬
কলিকল্মষযুক্তানাং সর্ব্বদাস্থিরচেতসাম্।
নিদ্রালস্যপ্রসক্তানাং ভাবশুদ্ধিঃ কথং ভবেৎ ॥ ৫৭
বীরসাধনকর্ম্মাণি পঞ্চতত্ত্বোদিতানি চ ॥ ৫৮
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
এতানি পঞ্চতত্ত্বানি ত্বয়া প্রোক্তানি শঙ্কর ॥ ৫৯
কলিজা মানবা লুব্ধা শিশ্নোদরপরায়ণাঃ।
লোভাত্তত্র পতিষ্যন্তি ন করিষ্যন্তি সাধনম্ ॥ ৬০
ইন্দ্রিয়াণাং সুখার্থায় পীত্বা চ বহুলং মধু।
ভবিষ্যন্তি মদোন্মত্তা হিতাহিতবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬১

পশুভাবাবলম্বীদিগের কার্য্য। শূদ্রসন্দর্শন এবং মনে মনেও রমণীর মুখ স্মরণ করা কর্ত্তব্য নহে। ৫৫। দিব্যভাব অবলম্বন করিলে দেবতাগণের ন্যায় নির্ম্মলান্তঃকরণ হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত সুখদুঃখ সমান জ্ঞানে ভোগ করিতে, রাগদ্বেষশূন্য হইয়া চলিতে এবং সর্ব্বজীবে সমদর্শী ও ক্ষমাশীল হইতে হইবে। ৫৬। বিশেষ বিবেচনা করিলে কলিকাল বড়ই ভয়ানক, এ কালের জীবগণ সর্ব্বদা পাপাসক্ত ও অস্থিরচিত্ত এবং নিদ্রা ও আলস্যে অভিভূত; সুতরাং তাহাদের ভাবশুদ্ধি কিরূপে সম্ভবে? ৫৭। হে শঙ্কর! আপনি বীরসাধন সম্বন্ধে পঞ্চতত্ত্বের কথা কহিয়াছেন। আপনি মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চতত্ত্ব সবিশেষ বলিয়াছেন। ৫৮-৫৯। কিন্তু ভাবনার বিষয়, কলির জীবগণ লোভী ও শিশ্নোদর-পরায়ণ, তাহারা সাধনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোভের বাধ্য হইয়া ঐ পঞ্চতত্ত্বে নিপতিত হইবে, কিন্তু কিছুমাত্র সাধন করিবে না। ৬০। তাহারা মদোন্মত্ত হইয়া হিতাহিত-বিবেচনায় জলাঞ্জলি প্রদান করিবে এবং ইন্দ্রিয়সুখের জন্য অপরিমেয় মদ্যপান করিতে থাকিবে। ৬১।

পরস্ত্রীধর্ষকাঃ কেচিদ্দস্যবো বহবো ভুবি।
ন করিষ্যন্তি তে মত্তাঃ পাপা যোনিবিচারণম্॥ ৭২ *
অতিপানাদিদোষেণ রোগিণো বহবঃ ক্ষিতৌ।
শক্তিহীনা বুদ্ধিহীনা ভূত্বা চ বিকলেন্দ্রিয়াঃ॥ ৭৩
হ্রদে গর্ত্তে প্রান্তরে চ প্রাসাদাৎ পর্ব্বতাদপি।
পতিষ্যন্তি মরিষ্যন্তি মনুজা মদবিহ্বলাঃ॥ ৭৪
কেচিদ্বিবাদয়িষ্যন্তি গুরুভিঃ স্বজনৈরপি॥ ৭৫
কেচিন্মৌনা মৃতপ্রায়া অপরে বহুজল্পকাঃ।
অকার্য্যকারিণঃ ক্রূরা ধর্ম্মমার্গবিলোপকাঃ॥ ৭৬
হিতায় যানি কর্ম্মাণি কথিতানি ত্বয়া প্রভো।
মন্যে তানি মহাদেব বিপরীতানি মানবে॥ ৭৭
কে বা যোগং করিষ্যন্তি ন্যাসজাতানি কেঽপি বা।
স্তোত্রপাঠং যন্ত্রলিপ্তিং † পুরশ্চর্য্যাং জগৎপতে॥ ৭৮

তাহারা কেহ কেহ পরনারীর সতীত্ববিনাশ এবং দস্যুবৃত্তিতে দিনপাত করিবে, সেই সকল পাপাচারী ব্যক্তিগণ মত্ত হইয়া যোনিবিচার করিবে না। ৭২। তাহারা অপরিমিত পানদোষে এই পৃথিবীতে চিররুগ্ন, শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া উঠিবে। ৭৩। তাহারা মত্ত হইয়া হ্রদে, গর্ত্তে, প্রান্তরে এবং প্রাসাদ বা পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া মৃত্যুলোকে প্রস্থিত হইবে। ৭৪। কোন কোন ব্যক্তি মত্তাবস্থায় গুরুলোক ও স্বজনগণের সহিত বিবাদ করিতে থাকিবে। ৭৫। কেহ বা মৃতপ্রায় ও মৌনী হইয়া থাকিবে; কেহ বিস্তর জল্পনায় প্রবৃত্ত হইবে। ইহারা দুষ্ক্রিয়ান্বিত, ক্রূর ও ধর্ম্মপথবিলোপী হইয়া উঠিবে। ৭৬। হে প্রভো! হে মহাদেব! আপনি জীবের মঙ্গলের জন্য যে সকল কার্য্যের উপদেশ দিয়াছেন, আমার বোধ হয়, তাহা কলিতে মনুষ্যগণের পক্ষে বিপরীত হইয়া উঠিবে। ৭৭। কে যোগাভ্যাসে রত হইবে এবং কেই বা ন্যাসাদি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে? হে জগৎপতে! কোন্ ব্যক্তিই বা স্তোত্রপাঠ এবং যন্ত্রপূজন-ধারণ ও পুরশ্চরণ করিবে? ৭৮। হে প্রভো! যুগধর্ম্মপ্রভাবে ও স্বভাব-প্রবৃত্তিতে

* পাপযোনিবিচারণম্—ইতি বা পাঠঃ।
† যন্ত্রলিপিমিতি পাঠান্তরম্।

যুগধর্ম্মপ্রভাবেণ স্বভাবেন কলৌ নরাঃ।
ভবিষ্যন্ত্যতিদুর্ব্বৃত্তাঃ সর্ব্বথা পাপকারিণঃ॥ ৬৯
তেষামুপায়ং দীনেশ কৃপয়া কথয় প্রভো।
আয়ুরারোগ্যবর্চ্চস্যং বলবীর্য্যবিবর্দ্ধনম্।
বিদ্যাবুদ্ধিপ্রদং নৃণামপ্রযত্নশুভঙ্করম্॥ ৭০ *
যেন লোকা ভবিষ্যন্তি মহাবলপরাক্রমাঃ।
শুদ্ধচিত্তাঃ পরহিতা মাতাপিত্রোঃ প্রিয়ঙ্করাঃ॥ ৭১
স্বদারনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখাঃ।
দেবতাগুরুভক্তাশ্চ পুত্রস্বজনপোষকাঃ॥ ৭২
ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মবিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিন্তনমানসাঃ।
সিদ্ধ্যর্থং লোকযাত্রায়াঃ কথয়স্ব হিতায় যৎ॥ ৭৩
কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ।
বিনা ত্বাং সর্ব্বলোকানাং কস্ত্রাতা ভুবনত্রয়ে॥ ৭৪

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নো
নাম প্রথমোল্লাসঃ॥ ১

কলিযুগের মনুষ্যেরা অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ও পাপকারী হইয়া উঠিবে। ৬৯। হে দীনেশ! হে প্রভো! তাহাদের উপায় কি হইবে, তাহা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। কি উপায় অবলম্বন করিলে লোকের আয়ু, আরোগ্য, তেজ ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি পায়, কি উপায়ে মনুষ্যের বিদ্যাবুদ্ধি প্রখর ও যত্ন ব্যতিরেকে মঙ্গললাভ ঘটে, যাহাতে লোকে মহাবলপরাক্রান্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, পরহিতব্রত ও মাতাপিতার প্রিয়কারী হয়, যেরূপে লোকে স্বদারনিষ্ঠ, পরস্ত্রীবিমুখ, দেবতা ও গুরুভক্ত এবং পুত্র ও স্বজনবর্গের প্রতিপালক হইতে পারে, লোক কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রহ্মপরায়ণ হয়, আপনি তাহা লোকযাত্রার সিদ্ধি এবং সকলের হিতের জন্য বর্ণন করুন। ৭০-৭৩। বর্ণাশ্রমের বিভাগ অনুসারে যাহা কর্ত্তব্য এবং যাহা অকর্ত্তব্য, তাহাও জানাইয়া দিউন; আপনি ভিন্ন সকলের পরিত্রাতা এই ত্রিলোকীমণ্ডলে আর কে আছে? ৭৪।

* নৃণামযত্নশুভঙ্করমিতি—পাঠান্তরম্।

## দ্বিতীয়োল্লাসঃ

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করো লোকশঙ্করঃ।
কথয়ামাস তত্ত্বেন মহাকারুণ্যবারিধিঃ ॥ ১

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহাভাগে জগতাং হিতকারিণি।
এতাদৃশঃ শুভঃ প্রশ্নো ন কেনাপি পুরা কৃতঃ ॥ ২
ধন্যাসি সুকৃতজ্ঞাসি হিতাসি কলিজন্মনাম্।
যদ্যদুক্তং ত্বয়া ভদ্রে সত্যং সত্যং যথার্থতঃ ॥ ৩
সর্ব্বজ্ঞা ত্বং ত্রিকালজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞা পরমেশ্বরি।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যঞ্চ ধর্ম্মযুক্তং ত্বয়া প্রিয়ে ॥ ৪
যথাতত্ত্বং যথান্যায়ং যথাযোগ্যং ন সংশয়ঃ।
কলিকল্মষদীনানাং * দ্বিজাদীনাং সুরেশ্বরি ॥ ৫
মেধ্যামেধ্যবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা।
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্নৃণাং ভবেৎ ॥ ৬

অনন্তর করুণাসাগর লোকমঙ্গলকর শঙ্কর দেবী পার্ব্বতীর এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১।

শ্রীসদাশিব কহিলেন, হে মহাভাগে! হে জগদ্ধিতকারিণি! তুমি অতি সুন্দর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এরূপ প্রশ্ন পূর্ব্বে কেহই কখনও করেন নাই। ২। তুমি ধন্যা ও সুকৃতজ্ঞা, তুমিই কলির জীবগণের প্রকৃত হিতকারিণী, তুমি আমার নিকট যাহা কহিলে, হে ভদ্রে! তাহা যথার্থই সত্য। ৩। হে পরমেশ্বরি! তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ে যে সকল ধর্ম্মানুগত কথা কহিলে, তাহা ন্যায়ানুসারে প্রকৃতই সত্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে সুরেশ্বরি! কলি-কল্মষগ্রস্ত দীনতাবাপন্ন দ্বিজাতি প্রভৃতির পবিত্র ও অপবিত্র বিচার থাকিবে না, সুতরাং তাহারা শ্রুতি, স্মৃতি ও সংহিতাবিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কিরূপে ইষ্টসিদ্ধি লাভ করিবে? ৪-৬। হে প্রিয়ে! আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি,

* কলিকল্মষদীনানাং ইত্যপি পাঠঃ।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে ॥ ৭
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ ॥ ৮
কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৯
সর্ব্বৈর্বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ।
প্রতিপাদ্যোঽস্মি নান্যোঽস্তি প্রভুর্জগতি মাং বিনা ॥ :
আমনন্তি চ তে সর্ব্বে মৎপদং লোকপাবনম্।
মন্মার্গবিমুখা লোকাঃ পাষণ্ডা ব্রহ্মঘাতিনঃ ॥ ১১
অতো মন্মতমুৎসৃজ্য যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
নিষ্ফলং তদ্ভবেদ্দেবি কর্ত্তাপি নারকী ভবেৎ ॥ ১২
মূঢ়ো মন্মতমুৎসৃজ্য যোঽন্যমতমুপাশ্রয়েৎ।
ব্রহ্মহা পিতৃহা স্ত্রীঘ্নঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩

কলিকালে আগমপথ ব্যতিরেকে জীবগণের আর গত্যন্তর নাই। ৭। হে শিবে! আমি পূর্ব্বে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বলিয়াছি যে, কলিযুগে সুধী ব্যক্তি তান্ত্রিক বিধান দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিবে। ৮। এই কালে যে ব্যক্তি আগমপথ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অন্য পথে প্রধাবিত হয়, তাহার সদ্গতিলাভ হয় না, ইহা সম্পূর্ণ সত্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৯। সমুদায় বেদশাস্ত্র, যাবতীয় পুরাণ, নিখিল স্মৃতি ও বিবিধ সংহিতা দ্বারা আমিই একমাত্র প্রতিপাদ্য হইয়াছি; (বাস্তবিক) এই সংসারে আমা ব্যতিরেকে আর কেহই প্রভু নাই। ১০। বেদাদি গ্রন্থসকল আমার পদকে লোকপাবন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যাহারা আমার প্রতি বিমুখ, তাহারা ব্রহ্মহত্যাপাপলিপ্ত ও ঘোর পাষণ্ড। ১১। হে দেবি! অতএব আমার মত লঙ্ঘন করিয়া যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার তাহা নিষ্ফল হয় এবং কর্ম্মকর্ত্তাও নরকগামী হইয়া থাকে। ১২। যে মূঢ় ব্যক্তি আমার মত পরিত্যাগ করিয়া অন্য মতের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি যে ব্রহ্মঘাতী ও স্ত্রীহত্যাকারী হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৩। কলিকালে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসকল

কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥ ১৪
নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥ ১৫
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥ ১৬
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা।
ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্॥ ১৭
কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৮
মদুক্তোজ্ঝিতং ধর্ম্মং হিত্বান্যং ধর্ম্মমীহতে।
অমৃতং স্বগৃহে ত্যক্ত্বা ক্ষীরমার্কং স বাঞ্ছতি॥ ১৯
নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ॥ ২০
তন্ত্রাণি বহুধোক্তানি নানাখ্যানান্বিতানি চ।
সিদ্ধানাং সাধকানাঞ্চ বিধানানি চ ভূরিশঃ॥ ২১

সিদ্ধ ও সত্বর শুভফলবিধায়ক হইয়া থাকে, ঐ সকল মন্ত্র যাবতীয় কর্ম্ম এবং জপ-যজ্ঞাদিতে প্রশস্ত। ১৪। বিষহীন বিষধরের অবস্থা যে প্রকার, তাহার ন্যায় একণে বৈদিক মন্ত্রাদি নির্ব্বীর্য্য; উহারা সত্য প্রভৃতি যুগাধিকারে ফলদায়ক ছিল, এখন মৃতবৎ হইয়াছে। ১৫। গৃহভিত্তিতে চিত্রিত পুত্তলিকা ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইলেও কার্য্যসাধনে যেরূপ সমর্থ নহে, মন্ত্রসকলের অবস্থাও তদনুরূপ। ১৬। যেরূপ বন্ধ্যানারী-সহবাসে পুত্রলাভ ঘটে না, সেইরূপ তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ভিন্ন অন্যান্য মন্ত্র-সহায়তায় কর্ম্ম করিলে ক্রিয়াসিদ্ধি হয় না, প্রত্যুত পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। ১৭। যে ব্যক্তি কলিকালে অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত উপায়ে সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি পিপাসার্ত্ত হইয়া গঙ্গাতীরে কূপ খনন করে। ১৮। যে ব্যক্তি আমার মুখনিঃসৃত ধর্ম্ম অবহেলা করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি আপনার গৃহস্থিত অমৃত পরিত্যাগ করিয়া অর্কনির্য্যাস বাঞ্ছা করিয়া থাকে। ১৯। তন্ত্রোক্ত পথ যেমন মোক্ষ ও সুখের উপযোগী এবং মুক্তিসাধক ও ইহলোকে বা পরলোকে সুখ-বিধায়ক, সেরূপ অন্য পন্থা দৃষ্ট হয় না। ২০। আমি নানাবিধ আখ্যানসমন্বিত

অধিকারিবিভেদেন পশুবাহুল্যতঃ প্রিয়ে।
কুলাচারোদিতং ধর্ম্মং গুপ্ত্যর্থং কথিতং কচিৎ॥ ২২
জীবপ্রবৃত্তিকারীণি কানিচিৎ কথিতান্যপি।
দেবা নানাবিধাঃ প্রোক্তা দেব্যোঽপি বহুধা প্রিয়ে॥ ২৩
ভৈরবাশ্চৈব বেতালা বটুকা নায়িকাগণাঃ।
শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাদয়ঃ॥ ২৪ *
নানামন্ত্রাশ্চ যন্ত্রাণি সিদ্ধোপায়াস্ত্বনেকশঃ।
ভূরিপ্রয়াসসাধ্যানি যথোক্তফলদানি চ॥ ২৫
যথা যথা কৃতাঃ প্রশ্না যেন যেন যদা যদা।
তদা তস্যোপকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে॥ ২৬
সর্ব্বলোকোপকারায় সর্ব্বপ্রাণিহিতায় চ।
যুগধর্ম্মানুসারেণ যাথাতথ্যেন পার্ব্বতি॥ ২৭
ত্বয়া যাদৃক্ কৃতাঃ প্রশ্না ন কেনাপি পুরা কৃতাঃ।
তব স্নেহেন বক্ষ্যামি সারাৎসারং পরাৎপরম্॥ ২৮

নানাপ্রকার তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে সাধক ও সিদ্ধগণের জন্য নানাবিধ বিধিরও ব্যবস্থা আলিখিত আছে। ২১। হে প্রিয়ে! অধিকারিভেদে পশুভাব-বাহুল্য প্রযুক্ত কোন কোন তন্ত্রে কুলাচারগত ধর্ম্ম গোপনভাবে সাধন করিতে আদেশ করিয়াছি। ২২। কোন কোন স্থলে জীবগণের প্রবৃত্তির জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি। হে প্রিয়ে! আমি নানাবিধ দেব ও নানাবিধ দেবীর তত্ত্ব (সাধনপ্রণালী) প্রকাশ করিয়াছি। ২৩। ভৈরবগণ, বেতালগণ, বটুকগণ, নায়িকাগণ, শাক্তগণ, শৈবগণ, বৈষ্ণবগণ, সৌরগণ ও গাণপতগণেরও বিষয় বর্ণনা করিয়াছি। ২৪। (এতদ্ভিন্ন) নানামন্ত্র, যন্ত্র এবং যথোক্ত ফলদায়ক বিস্তর শ্রমসাধ্য অনেক প্রকার সিদ্ধির উপায়ও বলিয়াছি। ২৫। হে প্রিয়ে! যে যে লোক যে যে সময়ে যেরূপ যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছে, আমি সেই সময়ে তাহাদের মঙ্গলোদ্দেশে তদনুরূপ উত্তরও দিয়াছি। ২৬। হে পার্ব্বতি! আমি যুগধর্ম্মানুসারে সর্ব্বলোক ও প্রাণিগণের মঙ্গলের নিমিত্ত যথার্থস্বরূপে এই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি। ২৭। (যাহা হউক,) তুমি এক্ষণে যেরূপ প্রশ্ন

* সৌরগাণপতাদয় ইতি বা পাঠঃ।

বেদানামাগমানাঞ্চ তন্ত্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ।
সারমুদ্ধৃত্য দেবেশি তবাগ্রে কথ্যতে ময়া॥ ২৯
যথা নরেষু তন্ত্রজ্ঞাঃ * সরিতাং জাহ্নবী যথা।
যথাহং ত্রিদিবেশানামাগমানামিদং তথা॥ ৩০
কিং বেদৈঃ কিং পুরাণৈশ্চ কিং শাস্ত্রৈর্ব্বহুভিঃ শিবে।
বিজ্ঞাতেঽস্মিন্ মহাতন্ত্রে সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ ৩১
যতো জগন্মঙ্গলায় ত্বয়াহং বিনিযোজিতঃ।
অতস্তে কথয়িষ্যামি যদ্বিশ্বহিতকৃৎ ভবেৎ॥ ৩২
কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্॥ ৩৩
স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ † সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥ ৩৪

কহিলে, এরূপ প্রশ্ন পূর্ব্বে কেহ কখন করেন নাই, আমি এক্ষণে তোমার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত পরাৎপর সারাৎসার বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি। ২৮। হে দেবি! নিখিল বেদ, আগম এবং তন্ত্রসমূহের সার সমুদ্ধার পূর্ব্বক আমি তোমার নিকট বলিতেছি। ২৯। যেরূপ মনুষ্যগণের মধ্যে তান্ত্রিক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যেরূপ নদীমধ্যে গঙ্গা প্রধান, যেরূপ দেবগণের মধ্যে আমি দেবাধিপতি, সেইরূপ তন্ত্রসমূহের মধ্যে এই মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রই শ্রেষ্ঠ তন্ত্র। ৩০। বেদ, পুরাণ ও বহুবিধ শাস্ত্রানুশীলনে কি ফললাভ হইয়া থাকে? হে শিবে! এই মহাতন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে সমুদায় সিদ্ধির ঈশ্বর হওয়া যায়। ৩১। হে দেবি! তুমি যখন জগতের হিতার্থ আমাকে নিয়োজিত করিয়াছ, তখন যাহাতে জগতের হিত হয়, তদ্বিষয় তোমার নিকট বলিতেছি। ৩২। হে দেবি! হে পরমেশ্বরি! জগতের হিত সাধিত হইলে জগদীশ্বর তুষ্ট হইয়া থাকেন। কারণ, তিনি বিশ্বের আত্মস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। ৩৩। তিনি এক, অদ্বিতীয়, সত্য, নিত্য, পরাৎপর ও স্বপ্রকাশ; তিনি সতত পূর্ণ ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ (নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দময়)। ৩৪। তিনি নির্ব্বিকার,

* যথা নরেষু মন্ত্রজ্ঞা ইতি বা পাঠঃ।
† স্বপ্রকাশ ইতি পাঠান্তরম্।

নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥ ৩৫
গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ॥ ৩৬
লোকাতীতো লোকহেতুরবাঙ্মনসগোচরঃ।
স বেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন॥ ৩৭
তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্ক্যমিদং জগৎ॥ ৩৮
তৎসত্যতামুপাশ্রিত্য সদ্বদ্ভাতি * পৃথক্ পৃথক্।
তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি॥ ৩৯
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।
লোকেষু সৃষ্টিকরণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে॥ ৪০

নিরাধার, নির্ব্বিশেষ, নিরাকুল, গুণাতীত, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বদ্রষ্টা ও বিভু (অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন)। ৩৫। তিনি গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সনাতন; তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয় ও তাহার শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই। ৩৬। তিনি লোকাতীত, অথচ তিনি সকলের কারণ; তিনি বাক্য ও মনের অগোচর, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সকলই জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ৩৭। চরাচর-সহিত এই ত্রিলোকমণ্ডল তাঁহার অধীনে অবস্থিতি করিতেছে, এই অবিতর্ক্য জগৎ তাঁহার অধীনতা পরিত্যাগ করিতে পারে না। ৩৮। এই অনিত্য জগৎ তাঁহার সত্যতার আশ্রয়ে সদ্বৎ পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তিনিই হেতুভূত হওয়াতে আমরা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। ৩৯। সেই এক পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের কারণ; সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বৃহৎ বলিয়া তাঁহার নাম ব্রহ্ম হইয়াছে। ৪০। হে দেবি! বিষ্ণু তাঁহার ইচ্ছাক্রমে

* সমুদ্ভাতীতি বা পাঠঃ

বিষ্ণুঃ পালয়িতা দেবি সংহর্ত্তাহং তদিচ্ছয়া।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সর্ব্বে তদ্বশবর্ত্তিনঃ॥ ৪১
যে যেঽধিকারে নিরতাস্তে শাসতি * তদাজ্ঞয়া।
ত্বং পরা প্রকৃতিস্তস্য পূজ্যাসি ভুবনত্রয়ে॥ ৪২
তেনান্তর্য্যামিরূপেণ তত্তদ্বিষয়যোজিতাঃ।
স্বস্বকর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তি ন স্বতন্ত্রাঃ কদাচন॥ ৪৩
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽপি সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষন্তি তোয়দা কালে পুষ্পন্তি তরবো বনে॥ ৪৪
কালং কালয়তে কালে মৃত্যোর্ম্মৃত্যুর্ভিয়ো ভয়ম্।
বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ॥ ৪৫
সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ তন্ময়াঃ সুরবন্দিতে।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ॥ ৪৬
তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ॥ ৪৭

পালন করিতেছেন, আমিও সংহারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আছি, ইন্দ্রাদি লোকপালগণও তাঁহার আদেশের বশবর্ত্তী। ৪১। তাঁহার আদেশ-ক্রমে তাঁহারা আপনাপন অধিকারে নিযুক্ত থাকিয়া এই জগৎ শাসন করিতেছেন। তুমি তদীয় প্রধানা প্রকৃতি, এই জন্য ত্রিলোকমধ্যে পূজ্যা হইয়াছ। ৪২। সর্ব্বান্তর্য্যামী সেই ঈশ্বরের নিয়োগক্রমে জীবগণ আপনাপন কর্ম্ম করিয়া থাকে, কেহ কখনও স্বাধীনভাবে চলিতে পারে না। ৪৩। যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে, মেঘ সকল কালে জলবর্ষণ করিতেছে এবং বনে বনবৃক্ষসকল পুষ্পিত হইতেছে, যিনি প্রলয়ে নিমেষাদি কালকেও গ্রাস করিয়া থাকেন, যিনি মৃত্যুর মৃত্যু ও ভয়ের ভয়স্বরূপ, যিনি বেদান্তবেদ্য ও যৎ তৎ শব্দে উপলক্ষিত, যিনি ভগবান্, হে দেববন্দিতে! সমুদায় দেবদেবীগণ এবং ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ তন্ময়। ৪৪-৪৬। সেই সর্ব্বেশ্বর পরিতুষ্ট থাকিলে জগৎ পরিতুষ্ট এবং প্রীত হইলে জগৎ প্রীত হইয়া থাকে। হে দেবি! তাঁহার আরাধনায় সকলের প্রীতি সংঘটিত হয়। ৪৭।

* কলাতীতি পাঠান্তরম্।

তরোর্ম্মূলাভিষেকেণ যথা তদ্ভুজপল্লবাঃ।
তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেঽমরাদয়ঃ ॥ ৪৮
যথা তবার্চ্চনাদ্ধ্যানাৎ পূজনাজ্জপনাৎ প্রিয়ে।
ভবন্তি তুষ্টাঃ সুন্দর্য্যস্তথা জানীহি সুব্রতে ॥ ৪৯
যথা গচ্ছন্তি সরিতোঽবশেনাপি সরিৎপতিম্।
তথার্চ্চাদীনি কর্ম্মাণি তদুদ্দেশ্যানি পার্ব্বতি ॥ ৫০
যো যো যান্ যান্ যজেদ্দেবান্ শ্রদ্ধয়া যদ্যদাপ্তয়ে।
তত্তদ্দদাতি সোঽধ্যক্ষস্তৈস্তৈর্দ্দেবগণৈঃ শিবে ॥ ৫১
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে কথ্যতে প্রিয়ে।
ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যস্তং বিনা নাস্তি মুক্তয়ে ॥ ৫২
নায়াসো নোপবাসশ্চ কায়ক্লেশো ন বিদ্যতে।
নৈবাচারাদিনিয়মো * নোপচারাশ্চ ভূরিশঃ ॥ ৫৩

যেরূপ বৃক্ষমূলে অভিষেক করিলে তাহার শাখাপল্লব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় সেই পরমেশ্বরের আরাধনায় সকল দেবতা প্রভৃতি তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। ৪৮। হে প্রিয়ে! হে সুব্রতে! তোমার অর্চ্চনা, তোমার ধ্যান, তোমার পূজা ও তোমার নামজপ দ্বারা দেবীগণ যেমন পরিতুষ্ট হন, তদ্রূপ ব্রহ্মার্চ্চনাদি দ্বারা সর্ব্বদেবই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। ৪৯। যেরূপ নদীসমূহ অবশভাবে সমুদ্রে প্রবেশ করে, হে পার্ব্বতি! তাহার ন্যায় পূজা, ধ্যান প্রভৃতি সমুদয় কর্ম্ম সেই একমাত্র ঈশ্বরে উপনীত হইয়া থাকে। ৫০। হে শিবে! যে যে ব্যক্তি যে যে বস্তু পাইবার উদ্দেশে শ্রদ্ধাসহকারে যে যে দেবতার অর্চ্চনা করে, পরমেশ্বর অধ্যক্ষস্বরূপে সেই সেই ব্যক্তিকে সেই সেই দেব দ্বারা সেই সেই ফল দান করিয়া থাকেন। ৫১। প্রিয়ে! তোমাকে অধিক কি বলিব, সংক্ষেপে তোমাকে এইমাত্র বলিতেছি, সেই পরমেশ্বরই ধ্যেয়, পূজ্য ও সুখারাধ্য, তিনি ভিন্ন জীবের মুক্তির অন্য উপায় নাই। ৫২। ইঁহার আরাধনা করিতে হইলে পরিশ্রম, উপবাস, কায়ক্লেশ ও আচারবিচারাদির প্রয়োজন নাই এবং তাদৃশ উপচারও আবশ্যক

* নৈবাচারাদিনিয়মা ইত্যপি পাঠঃ।

ন দিক্কালবিচারোঽস্তি ন মুদ্রান্যাস-সংহৃতিঃ।
যৎসাধনে কুলেশানি তং বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নোত্তরে
ব্রহ্মোপাসনক্রমো নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ ॥ ২

# তৃতীয়োল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব দেবতানাং গুরোর্গুরো।
বক্তা ত্বং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মন্ত্রাণাং সাধনস্য চ ॥ ১
কথিতং যৎ পরং ব্রহ্ম পরমেশং পরাৎপরম্।
যদুপাসনতো মর্ত্ত্যো ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥ ২
কেনোপায়েন ভগবন্ পরমাত্মা প্রসীদতি।
কিং তস্য সাধনং দেব মন্ত্রঃ কো বা প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩
কিং ধ্যানং কিং বিধানঞ্চ পরেশস্য পরাত্মনঃ। *
তত্ত্বেন শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ৪

---

করে না। ৫৩। ইঁহার সাধনায় দিক্কাল-বিচার, মুদ্রা ও ন্যাসের আবশ্যক নাই; অতএব হে কুলেশানি! কে তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যের আশ্রয় লইবে? ৫৪ ॥

---

দেবী কহিলেন, হে দেবদেব মহাদেব! আপনি দেবগণের গুরুরও গুরু, আপনি নিখিল শাস্ত্র, মন্ত্র ও সাধনের বক্তা। ১। আপনি যে পরাৎপর পরমেশ পরব্রহ্মের কথা বলিলেন এবং যাঁহার উপাসনায় মানবগণ ভোগ ও মোক্ষ লাভ করিতে পারে, হে ভগবন্! কি উপায়ে সেই পরমাত্মা প্রসন্ন হইয়া থাকেন? হে দেব! তাঁহার সাধনপ্রণালী বা মন্ত্র কিরূপ কীর্ত্তিত আছে? ২-৩। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের ধ্যানই বা কি এবং বিধিই বা কিরূপ? হে প্রভো!

* পরেশস্য মহাত্মনঃ—পাঠান্তরম্।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

অতিগুহ্যং পরং তত্ত্বং শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে।
রহস্যমেতৎ কল্যাণি ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্॥ ৫
তব স্নেহেন বক্ষ্যামি মম প্রাণাধিকং পরম্।
জ্ঞেয়ং ভবতি তদ্‌ব্রহ্ম সচ্চিদ্বিশ্বময়ং পরম্॥ ৬
যথাতথস্বরূপেণ * লক্ষণৈর্ব্বা মহেশ্বরি।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষমবাঙ্মনসগোচরম্॥ ৭
অসত্ত্রিলোকীসদ্ভানং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্।
সমাধিযোগৈস্তদ্বেদ্যং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ।
দ্বন্দ্বাতীতৈর্নির্ব্বিকল্পৈর্দ্দেহাত্মাধ্যাসবর্জ্জিতৈঃ॥ ৮
যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রহ্ম লক্ষণৈঃ॥ ৯

আমি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব শুনিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি ; অতএব কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।৪।

সদাশিব কহিলেন, হে প্রাণবল্লভে! তুমি আমার নিকট হইতে গুহ্য হইতেও গুহ্যতর ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ কর, হে কল্যাণি! আমি এই রহস্য কুত্রাপি প্রকাশ করি নাই।৫। তোমার প্রতি স্নেহ আছে বলিয়াই আমার প্রাণ অপেক্ষাও পরম প্রিয় এই ব্রহ্মতত্ত্ব আমি বলিতেছি। সেই সচ্চিৎ বিশ্বাত্মা পরব্রহ্মকে কিরূপে জানা যাইতে পারে? ৬। হে মহেশ্বরি! যিনি সত্তামাত্র, নির্ব্বিশেষ এবং বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁহাকে যথাযথস্বরূপে বা লক্ষণ দ্বারা কিরূপে জানা যাইতে পারে? যিনি অনিত্য জগন্মণ্ডলে সৎস্বরূপে প্রতিভাত আছেন, যিনি ব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, সমাধিসাহায্যে † যাঁহাকে জানিতে পারা যায়, যিনি দ্বন্দ্বাতীত, নির্ব্বিকল্প ও শরীরে আত্মজ্ঞান-পরিশূন্য, যাঁহা হইতে বিশ্বসংসার সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং যাঁহাতে সমুদ্ভূত হইয়া নিখিল বিশ্ব অবস্থিতি করিতেছে, যাঁহাতে সকল বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। ৭-৯। হে শিবে! স্বরূপলক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্মপদার্থ উপলব্ধ হয়, তটস্থ-

* যথাবৎ তৎস্বরূপেণ—পাঠান্তরম্।

† সমাধি—লয়যোগের নামই সমাধিযোগ। মনকে একাগ্র করিলেই স্বয়ং সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। তৎকালে মন আর বাহ্যবিষয়ে আসক্ত থাকে না, কেবলমাত্র পরমানন্দময় পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে।

স্বরূপবুদ্ধ্যা যদ্বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে।
লক্ষণৈরাপ্তুমিচ্ছূনাং বিহিতং তত্র সাধনম্ ॥ ১০
তৎ সাধনং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতা প্রিয়ে।
তত্রাদৌ কথয়াম্যাদ্যে মন্ত্রোদ্ধারং মহেশিতুঃ ॥ ১১
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য সচ্চিৎপদমুদাহরেৎ।
একং পদান্তে ব্রহ্মেতি মন্ত্রোদ্ধারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১২
সন্ধিক্রমেণ মিলিতঃ সপ্তার্ণোঽয়ং মনুর্মতঃ।
তারহীনেন দেবেশি ষড়্‌বর্ণোঽয়ং মনুর্ভবেৎ ॥ ১৩ *
সর্ব্বমন্ত্রোত্তমঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদঃ।
নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্ ॥ ১৪

লক্ষণসাহায্যেও সেই ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারা যায়। ১০। † হে প্রিয়ে। তটস্থ-লক্ষণের সাহায্যে যাঁহারা ব্রহ্ম পাইতে অভিলাষী, তাঁহাদের পশ্চাল্লিখিত সাধন অপেক্ষা করে, আমি সেই সাধনতত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর। অগ্রে তোমার নিকট মন্ত্রোদ্ধারের কথা বলি। ১১। প্রথমে প্রণব কীর্ত্তন করিয়া অনন্তর 'সচ্চিৎ' এই পদ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। পরে 'একং' এই পদের পশ্চাতে 'ব্রহ্ম'-পদ কীর্ত্তন করিলে "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" মন্ত্রের উদ্ধার হইবে। ১২। এই মন্ত্র সন্ধিক্রমানুসারে মিলিত হইয়া সপ্তবর্ণ হইবে। হে দেবি! ওঁকার-বর্জ্জিত করিয়া উচ্চারণ করিলে ইহা ষড়্‌বর্ণাত্মক হইবে। ১৩। সমুদয় মন্ত্র অপেক্ষা এই মন্ত্র শ্রেষ্ঠ; ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবিধায়ক; ইহাতে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ বা অরিমিত্রাদি কোনরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই। ১৪। ইহাতে তিথি,

* মনুর্মত ইতি বা পাঠঃ।

† সমাধিস্থ হইয়া যোগিগণ যে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করেন, উহাকেই স্বরূপপরিজ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত ব্রহ্ম বলে। তটস্থলক্ষণ দ্বারা অনুমেয় ব্রহ্মের সহিত এই ব্রহ্মের পার্থক্য নাই। তথাপি স্বরূপগত অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। স্বরূপপরিজ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত ব্রহ্ম অনুপহিত চৈতন্য, তিনি সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা নহেন; তাঁহাতে কর্ত্তৃত্ব নাই। মূল প্রকৃতিতে উপহিত তুরীয় ব্রহ্মই তটস্থলক্ষণ দ্বারা লক্ষিত ব্রহ্ম। ইঁহা হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সাবিত্রী, লক্ষ্মী ও ভগবতী উৎপন্ন হইয়া সৃষ্ট্যাদিকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং ন রাশিগণনন্তথা।
কুলাকুলাদিনিয়মো * ন সংস্কারোঽত্র বিদ্যতে।
সর্ব্বদা সিদ্ধমন্ত্রোঽয়ং † নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৫
বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সদ্‌গুরুর্যদি লভ্যতে।
তদা তদ্বক্ত্রতো লব্ধা ‡ জন্মসাফল্যমাপ্নুয়াৎ॥ ১৬
চতুর্ব্বর্গং করে কৃত্বা পরত্রেহ চ মোদতে॥ ১৭
স ধন্যঃ স কৃতার্থশ্চ স কৃতী স চ ধার্ম্মিকঃ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ॥ ১৮
সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিতঃ।
যস্য কর্ণপথোপান্তপ্রাপ্তো ¶ মন্ত্রমহামণিঃ॥ ১৯
ধন্যা মাতা পিতা তস্য পবিত্রং তৎকুলং শিবে।
পিতরস্তস্য সন্তুষ্টা মোদন্তে ত্রিদশৈঃ সহ।
গায়ন্তি গায়নাং গাথাং পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ॥ ২০ $

নক্ষত্র, রাশিগণন, কুলাকুলাদি-নিয়ম বা সংস্কারের আবশ্যকতা নাই। ইহা সর্ব্বদা সিদ্ধমন্ত্র, তাহাতে কোন বিচার করিবে না। ১৫। জন্মান্তরীণ সুকৃতিফলে যদি সদ্‌গুরুলাভ হয়, তাহা হইলে তাঁহার মুখে মন্ত্রশ্রবণ করিয়া শিষ্য জন্ম সফল করিতে পারেন। ১৬। (তখন) মনুষ্য চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করিয়া ইহ ও পরলোকে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। ১৭। যাঁহার কর্ণকুহরে এই ব্রহ্মমন্ত্ররূপ মহামণি স্থান পাইয়াছে, তিনিই ধন্য, কৃতী ও ধার্ম্মিক; তিনি সর্ব্বতীর্থে স্নাত ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন; (অধিক কি,) তাঁহাকে সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। ১৮-১৯। হে শিবে! তাঁহার মাতা ও পিতা ধন্য হন এবং কুল পবিত্র হয়, তদীয়

* কুলাকুলানাং নিয়ম ইতি বা পাঠঃ।
† সিদ্ধিমন্ত্রোঽয়মিতি চ পাঠান্তরম্।
‡ লব্ধ্বা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
¶ যস্য কর্ণপথোপান্তে প্রাপ্ত ইতি বা পাঠঃ।
$ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহা ইতি পাঠান্তরম্।

অস্মৎকুলে কুলশ্রেষ্ঠো জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ।
কিমস্মাকং গয়াপিণ্ডৈঃ কিং তীর্থশ্রাদ্ধতর্পণৈঃ ॥ ২১ *
কিং দানৈঃ কিং জপৈর্হোমৈঃ কিমন্যৈর্বহুসাধনৈঃ।
বয়মক্ষয়তৃপ্তাঃ স্মঃ সৎপুত্রস্ত চ সাধনাৎ ॥ ২২
শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যে সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
পরব্রহ্মোপাসকানাং কিমন্যৈঃ সাধনান্তরৈঃ ॥ ২৩
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
ব্রহ্মভূতস্য দেবেশি কিমবাপ্যং জগত্রয়ে ॥ ২৪
কিং কুর্বন্তি গ্রহা রুষ্টা বেতালাশ্চেটকাদয়ঃ।
পিশাচা গুহ্যকা ভূতা ডাকিন্যো মাতৃকাদয়ঃ।
অস্য দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে পরাঙ্মুখাঃ ॥ ২৫
রক্ষিতো ব্রহ্মমন্ত্রেণ প্রাবৃতো ব্রহ্মতেজসা।
কিং বিভেতি গ্রহাদিভ্যো মার্ত্তণ্ড ইব চাপরঃ ॥ ২৬

পিতৃগণ তুষ্ট হইয়া দেবগণের সহিত আনন্দভোগ করত এই গাথা গান করেন। ২০। "আমাদের বংশোৎপন্ন পুত্র ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কুল পবিত্র করিয়াছে, (যাহা হউক,) আমাদের নিমিত্ত গয়া বা তীর্থক্ষেত্রে পিণ্ডদান বা শ্রাদ্ধতর্পণাদির প্রয়োজন কি? ২১। যখন আমাদের কুলে সৎপুত্র প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রহ্মসাধনায় সিদ্ধ হইয়াছে, তখন আমাদের জন্য দান, জপ, হোম বা অন্যান্য সাধনারই বা প্রয়োজন কি? (বলিতে কি,) আমরা সৎপুত্রের সাধনবলে অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ২২।" হে দেবি! তুমি জগৎপূজ্যা, আমি তোমার নিকটে সত্য করিয়া বলিতেছি, যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসক, তাঁহাদের আর অন্য কোন সাধনার প্রয়োজন নাই। ২৩। হে দেবেশি! দেহী ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণমাত্র ব্রহ্মময় হইয়া থাকে, যিনি ব্রহ্মময় হইতে পারেন, তাঁহার নিকটে এই জগতের মধ্যে দুর্লভ বস্তু আর কি আছে? ২৪। গ্রহ, বেতাল, চেটক প্রভৃতি পিশাচগণ, গুহ্যকগণ, ভূতগণ, ডাকিনীগণ ও মাতৃকাদিগণ রুষ্ট হইয়া তাঁহার কি অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয়? (বস্তুতঃ) তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করে। ২৫। যিনি ব্রহ্মমন্ত্রে সুরক্ষিত ও ব্রহ্মতেজঃ-

* কিং তীর্থৈঃ শ্রাদ্ধতর্পণৈরিত্যপি চ পাঠান্তরম্।

তং দৃষ্ট্বা ভয়মাপন্নাঃ * সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ।
বিদ্রবন্তি চ নশ্যন্তি পতঙ্গা ইব পাবকে ॥ ২৭॥
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিদ্ব্রহ্মনিষ্ঠস্য দেহিনঃ।
সত্যপূতস্য শুদ্ধস্য সর্ব্বপ্রাণিহিতস্য চ।
কো বোপদ্রবমর্থিচ্ছেদাত্মাপঘাতকং বিনা ॥ ২৮ †
যে দ্রুহ্যন্তি খলাঃ পাপাঃ পরব্রহ্মোপদেশিনে। ‡
স্বদ্রোহং তে প্রকুর্ব্বন্তি নাতিরিক্তা যতঃ সতঃ ॥ ২৯
স তু সর্ব্বহিতঃ সাধুঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়কারকঃ।
তস্যানিষ্টে কৃতে দেবি কো বা স্যান্নিরুপদ্রবঃ ॥ ৩০
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিদ্ধ্যতি ॥ ৩১

সমাবৃত, তিনি দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায়, সুতরাং তিনি কি গ্রহাদি হইতে ভয় পাইয়া থাকেন? ২৬। মৃগেন্দ্রদর্শনে মাতঙ্গগণের অবস্থা যে প্রকার হয়, তাহার ন্যায় গ্রহাদি তাঁহাকে দেখিয়া পলায়ন করে; অগ্নিতে পতঙ্গের দশা যে প্রকার, তাহার ন্যায় গ্রহগণ তাঁহার তেজে নষ্ট হইয়া থাকে। ২৭। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সর্ব্বদা সত্যপূত, সর্ব্বোপকারক ও পরিশুদ্ধ; সুতরাং কোন পাপই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, আত্মঘাতী ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি এরূপ মহাত্মার প্রতি উপদ্রব করিতে ইচ্ছা করে? ২৮। যে সকল খলমতি পাপাচার ব্যক্তি পরব্রহ্মোপাসকের প্রতি বিরুদ্ধ ব্যবহার করে, তাহারা আপনাদের অনিষ্ট আপনারাই করিয়া থাকে; পরব্রহ্মের উপাসক আর ব্রহ্মপদার্থ একই, দ্বিতীয় নহে। ২৯। হে দেবি! ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি সকলের হিতকারী ও সাধু; সুতরাং এরূপ মহাত্মার অনিষ্ট করিলে কোন্ ব্যক্তি নিরুপদ্রবে থাকিতে পারে? ৩০। যে সাধক মন্ত্রের অর্থ ও তাহার চৈতন্যশক্তি অবগত নহেন, তিনি শত লক্ষ জপ করিলেও সিদ্ধ হইতে পারেন না। হে প্রিয়ে! এই কারণে আমি

* তং দৃষ্ট্বা তে ভয়াপন্না ইতি কেচিৎ, দৃষ্ট্বা তে ভয়মাপন্না ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† আত্মাবঘাতকং বিনা ইতি কেষাঞ্চিৎ পাঠঃ।
‡ পরব্রহ্মোপদেশিনঃ ইতি বা পাঠঃ।

অতোঽস্যার্থঞ্চ চৈতন্যং কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে।
অকারেণ জগৎপাতা সংহর্ত্তা স্যাদুকারতঃ ॥ ৩২
মকারেণ জগৎস্রষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ।
সচ্ছব্দেন সদা স্থায়ি চিচ্চৈতন্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৩
একমদ্বৈতমীশানি বৃহত্ত্বাদ্‌ব্রহ্ম গীয়তে।
মন্ত্রার্থঃ কথিতো দেবি সাধকাভীষ্টসিদ্ধিদঃ ॥ ৩৪
মন্ত্রচৈতন্যমেতদ্ধি * তদধিষ্ঠাতৃদেবতা।
তজ্‌জ্ঞানং পরমেশানি ভক্তানাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ৩৫
তস্যাধিষ্ঠাতৃ † দেবেশি সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্।
অবিতর্ক্যং নিরাকারং ‡ বাচাতীতং নিরঞ্জনম্ ॥ ৩৬
বাগ্‌মায়া-কমলাদ্যেন তারহীনেন পার্ব্বতি।
দীয়তে বিবিধা বিদ্যা মায়া শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী ॥ ৩৭
তারেণ তারহীনেন প্রত্যেকং সকলং পদম্।
যুগ্মযুগ্মক্রমেণাপি মন্ত্রোঽয়ং বিবিধো ভবেৎ ॥ ৩৮

---

এই মন্ত্রের অর্থ ও তাহার চৈতন্যশক্তির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অকারের অর্থ জগৎপাতা, উকারের অর্থ সংহারকর্ত্তা এবং মকারের অর্থ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা; প্রণবের অর্থই এইরূপ। সৎ শব্দের অর্থ সদা স্থায়ী, চিৎ শব্দের অর্থ চৈতন্য। হে দেবি! এক শব্দের অর্থ দ্বৈতভাববর্জ্জিত, বৃহৎ শব্দে ব্রহ্ম অর্থ হইয়া থাকে, আমি সাধকের অভীষ্টদায়ক মন্ত্রার্থ তোমার নিকটে বলিলাম। ৩১ ৩৪। ইহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাজ্ঞানের নামই মন্ত্র-চৈতন্য। হে পরমেশ্বরি! মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে। ৩৫। হে দেবেশি! যিনি অবিতর্ক্য, সর্ব্বব্যাপী, সনাতন, নিরাকার ও নিরঞ্জন, তিনিই এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা। ৩৬। হে পার্ব্বতি! এই মন্ত্র প্রণবশূন্য হইয়া ঐঁ হ্রীং বা শ্রীং প্রণবস্থলে যোগ করিলে বিবিধ বিদ্যা, মায়া ও সর্ব্বতোমুখী-লক্ষ্মীপ্রদ হইয়া থাকে। ৩৭। এই মন্ত্রের প্রত্যেক পদে অথবা সমুদায় পদে প্রণব যুক্ত অথবা রহিত করিলে কিংবা ইহার

---

* মন্ত্রচৈতন্যমেতদ্ধ্‌ ইতি বা পাঠঃ।
† তস্যাধিষ্ঠাতৃ ইতি পাঠান্তরম্।
‡ নিরাতঙ্কমিতি পাঠো ন সমীচীনঃ।

ঋষিঃ সদাশিবো হ্যস্য ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্।
দেবতা পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বান্তর্য্যামি নির্গুণম্।
চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৯

অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে॥ ৪০
তারং সচ্চিদেকমিতি ব্রহ্মেতি সকলং ততঃ ;
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীমধ্যানামিকাসু মহেশ্বরি॥ ৪১
কনিষ্ঠয়োঃ করতল-পৃষ্ঠয়োঃ সুরবন্দিতে।
নমঃ-স্বাহাবষট্-হুঁ-বৌষট্-ফড়ন্তৈর্যথাক্রমম্॥ ৪২ *
ন্যসেন্ন্যাসোক্তবিধিনা সাধকঃ সুসমাহিতঃ।
হৃদাদিকরপর্য্যন্তমেবমেবং বিধীয়তে॥ ৪৩ †
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যান্মূলেন প্রণবেন বা।
মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ দক্ষহস্তস্য পার্ব্বতি॥ ৪৪

---

যুগ্ম পদে প্রণব যোগ অথবা প্রণব রহিত করিলে নানাবিধ মন্ত্রসৃষ্টি হইয়া থাকে। ৩৮। এই মন্ত্রের ঋষি সদাশিব, ছন্দ অনুষ্টুপ্, দেবতা সর্ব্বান্তর্য্যামী নির্গুণ পরব্রহ্ম। চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তির জন্য বিনিয়োগ করিতে হয়। ৩৯। হে প্রিয়ে। অঙ্গন্যাসের ও করন্যাসের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪০। হে মহেশ্বরি! হে সুরবন্দিতে! প্রথমে করন্যাসে ওঁ, সৎ, চিৎ, একং ব্রহ্ম, যথাক্রমে এই শব্দ কয়েকটি উচ্চারণ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই কয়েকটি অঙ্গুলীতে এবং করতলপৃষ্ঠদ্বয়ে অন্তে নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং, বৌষট্ ও ফট্ যথাক্রমে উচ্চারণ করিবে। ৪১-৪২। সাধক এইরূপে সমাহিতমনে ন্যাসোক্ত বিধানানুসারে করন্যাস করিবে, ক্রমে হৃদয়াদি কর পর্য্যন্ত অঙ্গন্যাস করিবে। ৪৩। অনন্তর মূলমন্ত্র অথবা প্রণব দ্বারা প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য। হে পার্ব্বতি! দক্ষিণ-হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারা বাম-নাসাপুট ধারণ করিয়া দক্ষিণ-নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ বা প্রণবোচ্চারণ করিবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ-নাসা ধারণ করিয়া শ্বাসরোধপূর্ব্বক দ্বাত্রিংশদ্বার মূল বা প্রণব জপ

* নমঃ-স্বাহা-বষট্-বৌষট্-ফড়ন্তৈশ্চ যথাক্রমম্—ইতি পাঠান্তরম্।
† হৃদাদিপাদপর্য্যন্তমেবমেবং বিধীয়তে—ইতি পাঠস্তু ন সমীচীনঃ

বামনাসাপুটং ধৃত্বা দক্ষনাসাপুটেন চ। *
পূরয়েৎ পবনং মন্ত্রী মূলমষ্টমিতং জপন্॥ ৪৫
অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষনাসাং ধৃত্বা কুম্ভকযোগতঃ।
জপেদ্দ্বাত্রিংশতাবৃত্ত্যা ততো দক্ষিণনাসয়া॥ ৪৬
শনৈঃ শনৈস্ত্যজেদ্বায়ুং জপন্ ষোড়শধা মনুম্।
বামনাসাপুটেঽপ্যেবং পূরকুম্ভকরেচকম্॥ ৪৭
পুনর্দক্ষিণতঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্ববৎ সুরপূজিতে।
প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনে॥ ৪৮
ততো ধ্যানং প্রকুর্ব্বীত সাধকাভীষ্টসাধনম্॥ ৪৯
হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং,
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপং,
সকলভুবনবীজং ব্রহ্ম চৈতন্যমীড়ে॥ ৫০

করিবে। ক্রমে ক্রমে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ষোড়শবার জপ করিবে; অনন্তর ঐরূপে বামনাসাপুটে রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিবে। অর্থাৎ অষ্টবার মন্ত্রজপ সহকারে বামনাসাপুটে শনৈঃ শনৈঃ বায়ু আকর্ষণ করিবে। পশ্চাৎ বায়ুরোধ পূর্ব্বক দ্বাত্রিংশবার মন্ত্র জপ করিবে। পরে বামনাসাপুট ত্যাগ করিয়া তদ্দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ বায়ু পরিত্যাগ করিতে করিতে ষোডশবার মন্ত্র জপ করিবে। হে সুরপূজিতে! পুনর্ব্বার দক্ষিণনাসায় আরম্ভ করিয়া বামনাসাতে যথাক্রমে পূর্ব্বের ন্যায় রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিবে। আমি ব্রহ্মমন্ত্রসাধন সম্বন্ধে এই প্রাণায়ামবিধি তোমার নিকটে বলিলাম। ১৪-৪৮। অনন্তর সাধক আপনার অভীষ্টসাধক ধ্যান করিতে থাকিবে। ৪৯। যিনি নির্ব্বিশেষ ও চেষ্টাশূন্য, যিনি হরি, হর ও ব্রহ্মার জ্ঞেয় বস্তু যিনি যোগীন্দ্রজনেরও ধ্যানলভ্য, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জন্মমৃত্যুভয় বিদূরিত হয়, যিনি সকল ভুবনের বীজস্বরূপ, আমি সেই ব্রহ্মপদার্থকে হৃদয়কমল-মধ্যে ধ্যান করি। ৫০। সাধক ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্তির জন্য এইরূপ ধ্যান

* দক্ষনাসাপুটেন সঃ ইতি বা পাঠঃ।

ধ্যাত্বৈবং পরমং ব্রহ্ম মানসৈরুপচারকৈঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্মসাযুজ্যহেতবে ॥ ৫১
গন্ধং দদ্যান্মহীতত্ত্বং পুষ্পমাকাশমেব চ।
ধূপং দদ্যাদ্বায়ুতত্ত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ।
নৈবেদ্যং তোয়তত্ত্বেন প্রদদ্যাৎ পরমাত্মনে ॥ ৫২
ততো জপ্ত্বা মহামন্ত্রং মনসা সাধকোত্তমঃ।
সমর্প্য ব্রহ্মণে পশ্চাদ্বহিঃপূজাং সমারভেৎ ॥ ৫৩
উপস্থিতানি দ্রব্যাণি গন্ধপুষ্পাদিকানি চ।
বস্ত্রালঙ্করণাদীনি ভক্ষ্যপেয়ানি যানি চ ॥ ৫৪
মন্ত্রেণানেন সংশোধ্য ধ্যাত্বা ব্রহ্ম সনাতনম্।
নিমীল্য নেত্রে মতিমানর্পয়েৎ পরমাত্মনে ॥ ৫৫
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ৫৬
ততো নেত্রে সমুন্মীল্য জপ্ত্বা মূলং স্বশক্তিতঃ।
তজ্জপং ব্রহ্মসাৎ কৃত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ ॥ ৫৭

- -

করিয়া সাতিশয় ভক্তিভাবে মানসোপচারে পরম ব্রহ্মের অর্চ্চনা করিবে। ৫১। এই পূজায় ভূতত্ত্বকে গন্ধরূপে কল্পনা করত ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে। আকাশকে পুষ্প, বায়ুতত্ত্বকে ধূপ, তেজকে দীপ এবং জলকে নৈবেদ্য কল্পনা করিয়া পরমাত্মাকে প্রদান করিবে। ৫২। পরে মনে মনে সচ্চিদেকং ব্রহ্ম মহামন্ত্র জপ করিতে থাকিবে; ব্রহ্মে সমুদায় সমর্পণ করিয়া বাহ্য পূজায় মনঃসংযোগ করা কর্ত্তব্য। ৫৩। উপস্থিত গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভক্ষ্য ও পেয় পদার্থ প্রদান করিবে। ৫৪। ঐ সকল দ্রব্য পশ্চাল্লিখিত মন্ত্রে সংশোধন করিয়া নেত্রদ্বয় নিমীলন পূর্ব্বক ব্রহ্মের ধ্যানাবসানে উঁহাকে প্রদান করিবে। ৫৫। সংশোধনের মন্ত্র—যজ্ঞ পাত্রই ব্রহ্ম, হব্যও ব্রহ্ম, অগ্নিও ব্রহ্ম এবং হোমকর্ত্তাও ব্রহ্ম, অধিক কি, যিনি একাগ্রভাবে ব্রহ্মে চিত্তসমাবেশ করেন, তিনি ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধা করিয়া ব্রহ্মসকাশে গমন করিয়া থাকেন। ৫৬। অনন্তর নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। ঐ জপ ব্রহ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক স্তোত্র ও কবচ পাঠ করাই উচিত। ৫৭। হে মহেশানি! হে দেবি! পরমাত্মার

স্তোত্রং শৃণু মহেশানি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যৎ শ্রুত্বা সাধকো দেবি ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে ॥ ৫৮

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়, নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥ ৫৯
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎ-কারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ, ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥ ৬০
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥ ৬১
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্, * অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব, জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥ ৬২
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামস্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং, ভবাম্ভোধিপোতং শরণং ব্রজামঃ ॥ ৬৩

স্তোত্র বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাধক ইহা শ্রবণ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য পাইয়া থাকেন। ৫৮। তুমি সর্ব্বলোকের আশ্রয়স্বরূপ, তুমি চৈতন্যময়, তুমি বিশ্বের আত্মস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার; তুমি অদ্বৈততত্ত্ব ও মুক্তিদাতা, তোমাকে নমস্কার; তুমি সর্ব্বব্যাপী নির্গুণ ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। ৫৯। তুমিই একমাত্র শরণ্য, একমাত্র বরেণ্য, একমাত্র জগতের কারণ, তুমিই বিশ্বরূপ; তুমিই একমাত্র জগতের কর্ত্তা, পাতা ও হর্ত্তা; তুমি নিশ্চল, নির্ব্বিকল্প ও অদ্বিতীয় পুরুষ। ৬০। তুমি ভয়ের ভয়, ভীষণেরও ভীষণ, তুমি প্রাণিগণের গতি এবং পাবনেরও পাবন; তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-পদের নিয়ামক, তুমি প্রধান হইতেও প্রধান এবং রক্ষকদিগেরও রক্ষক। ৬১। হে প্রভো! তুমি সর্ব্বরূপ—অর্থাৎ তুমি সকলের রূপ হইলেও কেহ তোমাকে দেখিতে পায় না; তুমি অবিনাশী, অনির্দ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়গণের অগম্য, অচিন্ত্য, অক্ষর, অব্যয় ও সত্যরূপ, তুমি জগতের ভাসক, তুমি আমাদিগকে ভক্তিবিশ্লেষণ প্রভৃতি অপায় (বিপদ্) হইতে রক্ষা কর। ৬২। আমি সেই সৎস্বরূপ, অদ্বিতীয়, নিরালম্ব, ভবসাগরের একমাত্র পোতস্বরূপ ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলাম। ৬৩।

---

* সর্ব্বরূপাপ্রকাশিন্ ইতি পাঠান্তরম্।

পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। *
যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৬৪
প্রদোষে তু পঠেন্নিত্যং সোমবারে বিশেষতঃ।
শ্রাবয়েদ্বোধয়েৎ প্রাজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠান্ স্ববান্ধবান্॥ ৬৫
ইতি তে কথিতং দেবি! পঞ্চরত্নং মহেশিতুঃ।
কবচং শৃণু চার্ব্বঙ্গি জগন্মঙ্গলনামকম্।
পঠনাদ্ধারণাদ্যস্য ব্রহ্মজ্ঞো জায়তে ধ্রুবম্॥ ৬৬
পরমাত্মা শিরঃ পাতু হৃদয়ং পরমেশ্বরঃ।
কণ্ঠং পাতু জগৎপাতা বদনং সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥ ৬৭
করৌ মে পাতু বিশ্বাত্মা পাদৌ রক্ষতু চিন্ময়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বদা পাতু পরং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৬৮
শ্রীজগন্মঙ্গলস্যাস্য কবচস্য সদাশিবঃ।
ঋষিশ্ছন্দোঽনুষ্টুবিতি পরমব্রহ্ম দেবতা।
চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৬৯

পরমাত্মা ব্রহ্মের পঞ্চরত্ন নামক এই স্তোত্র যিনি ভক্তির সহিত পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করিতে পারেন। ৬৪। প্রদোষকালে এই স্তোত্র প্রতিদিন পাঠ করা কর্ত্তব্য,—বিশেষতঃ জ্ঞানী ব্যক্তির ব্রহ্মপরায়ণ বান্ধবদিগকে সোমবারে ইহা শ্রবণ করান ও বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ৬৫। হে দেবি! আমি তোমাকে মহেশ্বরের পঞ্চরত্ন নামক স্তোত্রের কথা বলিলাম, এক্ষণে জগন্মঙ্গলনামক কবচের কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ বা ধারণ করিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারা যায়। ৬৬। কবচ এই ;—পরমাত্মা আমার শিরোদেশ রক্ষা করুন, চিন্ময় আমার চরণদ্বয়, পরমেশ্বর আমার হৃদয়, জগৎপাতা কণ্ঠ এবং সর্ব্বদৃক্ বিভু বদন রক্ষা করুন। ৬৭। বিশ্বাত্মা আমার হস্তদ্বয় এবং সনাতন পরব্রহ্ম আমার সর্ব্বশরীর রক্ষা করুন। ৬৮। সদাশিব এই জগন্মঙ্গল কবচের ঋষি, ছন্দ অনুষ্টুপ্, পরব্রহ্ম দেবতা এবং চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশে ইহার বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে। ৬৯।

* সর্ব্বাত্মন ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

যঃ পঠেদ্ব্রহ্মকবচং ঋষিন্যাসপুরঃসরম্‌ ।
স ব্রহ্মজ্ঞানমাসাদ্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ৭০
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্‌যদি ।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৭১
ইত্যেতৎ পরমব্রহ্ম-কবচং তে প্রকাশিতম্‌ ।
দদ্যাৎ প্রিয়ায় শিষ্যায় গুরুভক্তায় ধীমতে ॥ ৭২
পঠিত্বা স্তোত্র-কবচং প্রণমেৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৭৩
ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে ।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ ॥ ৭৪
বাচিকং কায়িকং বাপি মানসং বা যথামতি ।
আরাধনে পরেশস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ৭৫
এবং সংপূজ্য মতিমান্‌ স্বজনৈর্ব্বান্ধবৈঃ সহ ।
মহাপ্রসাদং স্বীকুর্য্যাদ্‌ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৭৬
পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জ্জনে ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু সাধয়েদ্‌ব্রহ্মসাধনম্‌ ॥ ৭৭

যিনি ঋষিন্যাস সমাধা করিয়া এই ব্রহ্মকবচ পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন। ৭০। যদি কেহ ভূর্জ্জপত্রে কবচ লিখিয়া স্বর্ণময়ী গুটিকাতে স্থাপন পূর্ব্বক কণ্ঠে বা দক্ষিণকরে ধারণ করে, সে সমুদয় সিদ্ধির ঈশ্বর হইয়া থাকে। ৭১ । আমি তোমার নিকটে এই পরমব্রহ্মের কবচ প্রকাশ করিলাম, ইহা গুরুভক্ত প্রিয় শিষ্যকে প্রদান করিবে। ৭২। সাধকপ্রধান এই স্তোত্র-কবচ পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে। ৭৩। তুমি পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার; তুমি গুণাতীত এবং সৎস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। ৭৪। পরমব্রহ্মের আরাধনাতে কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই তিন প্রকারের যেরূপ ইচ্ছা হয়, নমস্কার করা যাইতে পারে, কিন্তু ভাবশুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন। ৭৫। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি এইরূপে ব্রহ্মের অর্চ্চনা করিয়া আত্মীয়স্বজনের সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবে। ৭৬। পরমেশ্বরের পূজায় আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই এবং সকল সময়ই ব্রহ্মসাধনার উপযোগী। ৭৭। স্নাত বা অস্নাত, ভুক্ত বা অভুক্ত যে অবস্থায় ও যে

অস্নাতো বা কৃতস্নাতো ভুক্তো বাপি বুভুক্ষিতঃ। *
পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্ম্মলমানসঃ ॥ ৭৮
অনেন ব্রহ্মমন্ত্রেণ ভক্ষ্যপেয়াদিকঞ্চ যৎ।
দীয়তে পরমেশায় তদেব পাবনং মহৎ ॥ ৭৯
গঙ্গাতোয়ে শিলাদৌ চ স্পৃষ্টদোষোঽপি বর্ত্ততে।
পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে ॥ ৮০
পক্বং বাপি ন পক্বং বা মন্ত্রেণানেন মন্ত্রিতম্।
সাধকো ব্রহ্মসাৎ কৃত্বা ভুঞ্জীয়াৎ স্বজনৈঃ সহ ॥ ৮১
নাত্র বর্ণবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদি-বিবেচনম্।
ন কালনিয়মোঽপ্যত্র শৌচাশৌচং তথৈব চ ॥ ৮২
যথাকালে যথাদেশে যথাযোগেন লভ্যতে।
ব্রহ্মসাৎকৃতনৈবেদ্যমশ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥ ৮৩
আনীতং শ্বপচেনাপি শ্বমুখাদপি নিঃসৃতম্।
তদন্নং পাবনং দেবি দেবানামপি দুর্ল্লভম্ ॥ ৮৪

কালেই হউক, বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া পরমেশ্বরের উপসনা করা কর্ত্তব্য। ৭৮। এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা যে কোন ভক্ষ্য পেয় বস্তু ব্রহ্মে সমর্পণ করা হয়, তাহাই পবিত্রকর হইয়া থাকে। ৭৯। গঙ্গাজল এবং শালগ্রামশিলাদিতে স্পর্শদোষ ঘটিতে পারে, কিন্তু পরমব্রহ্মে যে বস্তু অর্পণ করা যায়, তাহাতে কোন দোষ স্পর্শিবার সম্ভাবনা নাই। ৮০। দ্রব্য পক্ক বা অপক্ক হউক, ব্রহ্মমন্ত্রবলে ঐ বস্তু ব্রহ্মসাৎ হইলে স্বজন সমভিব্যাহারে তাহা ভোজন করা সাধকের কর্ত্তব্য। ৮১। ব্রহ্মনিবেদিত সামগ্রীভোজনে জাতিবিচার বা উচ্ছিষ্টবিচার নাই। ইহাতে কালাকাল বা শৌচাশৌচবিচারের আবশ্যকতা নাই। ৮২। যে সময়ে যে দেশে যেরূপে ব্রহ্মনিবেদিত নৈবেদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বিচার না করিয়াই ভোজন করা কর্ত্তব্য। ৮৩। হে দেবি! ব্রহ্মোচ্ছিষ্ট অন্ন যদি চণ্ডালকর্ত্তৃক আনীত এবং কুকুরমুখ হইতে নিঃসৃত হয়, তাহা হইলেও উহা অতিশয় পবিত্র এবং দেবতার দুর্ল্লভ হইয়া থাকে। ৮৪। হে দেববন্দিতে! যখন এতাদৃশ

* ভুক্তো বাপি বুভুক্ষিত ইতি পাঠান্তরম্।

কিং পুনর্মনুজাদীনাং বক্তব্যং দেববন্দিতে॥ ৮৫ *
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বাপ্যন্যপাতকৈঃ।
সকৃৎপ্রসাদগ্রহণাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮৬
পরমেশস্য নৈবেদ্যসেবনাদ্‌যৎ ফলং ভবেৎ।
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থেষু স্নানদানেন যৎ ফলম্‌।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো ব্রহ্মার্পিতনিষেবণাৎ॥ ৮৭
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা যৎ ফলমশ্নুতে।
ভক্ষিতে ব্রহ্মনৈবেদ্যে তস্মাৎ কোটিগুণং লভেৎ॥ ৮৮
জিহ্বাকোটিসহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটিশতৈরপি।
মহাপ্রসাদমাহাত্ম্যং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে॥ ৮৯
যত্র কুত্র স্থিতো বাপি প্রাপ্য ব্রহ্মার্পিতামৃতম্‌।
গৃহীত্বা কীকশো বাপি ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৯০
যদি স্যান্নীচজাতীয়মন্নং ব্রহ্মণি ভাবিতম্‌।
তদন্নং ব্রাহ্মণৈর্গ্রাহ্যমপি বেদান্তপারগৈঃ॥ ৯১

অন্ন দেবগণেরও দুর্লভ, তখন মনুষ্যাদির কথা আর কি বলিব? ৮৫। যে ব্যক্তি মহাপাতকী বা অন্য-পাতকলিপ্ত হয়, সে একবারমাত্র ব্রহ্ম-প্রসাদ প্রাপ্ত হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৮৬। ব্রহ্মনিবেদিত বস্তুভক্ষণে যে ফললাভ হয়, সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থে স্নানদানে যে সুকৃতি-সঞ্চয় ঘটে, মনুষ্য ব্রহ্মার্পিত বস্তু-গ্রহণেও সেই ফললাভ করিতে পারে। ৮৭। অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল পাওয়া যায়, ব্রহ্মনিবেদিত বস্তু ভক্ষণে তাহার কোটি গুণ ফল-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৮৮। যদি সহস্র কোটি জিহ্বা ও শত কোটি মুখের সৃষ্টি হয়, তথাপি ব্রহ্ম-প্রসাদ-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার নহে। ৮৯। যদি চণ্ডালজাতিও যে কোন স্থানে ব্রহ্মপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ হইয়া থাকে। ৯০। যদি নীচজাতীয়ের অন্ন ব্রহ্মসমর্পিত হয়, তাহা হইলে বেদান্তপারগ ব্রাহ্মণেরা তদন্ন গ্রহণ করিতে পারে। ৯১। পরমাত্মার প্রসাদগ্রহণে জাতিভেদ-বিচার করা

* অত্র 'পরমেশস্য নৈবেদ্যসেবনাদ্‌ যৎফলং ভবেৎ' এতচ্চরণং বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

জাতিভেদো ন কর্ত্তব্যঃ প্রসাদে পরমাত্মনঃ।
যোঽশুদ্ধবুদ্ধিং কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ৯২
বরং পাপশতং কুর্য্যাদ্বরং বিপ্রবধং প্রিয়ে।
পরব্রহ্মার্পিতে হৃন্নে ন কুর্য্যাদবহেলনম্ ॥ ৯৩
যে ত্যজন্তি নরা মূঢ়া মহামন্ত্রেণ সংস্কৃতম্।
অন্নতোয়াদিকং ভদ্রে পিতৃংস্তে পাতয়ন্ত্যধঃ ॥ ৯৪
স্বয়মপ্যন্ধতামিস্রে পতন্ত্যাভূতসংপ্লবম্। *
ব্রহ্মসাৎকৃতনৈবেদ্যদ্বেষ্টৄণাং নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৯৫
পুণ্যায়ন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সুষুপ্তিঃ সুকৃতায়তে। †
স্বেচ্ছাচারোঽত্র বিহিতো মহামন্ত্রস্য সাধনে ॥ ৯৬
কিং তস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপি তস্য কিম্।
ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯৭

কর্ত্তব্য নহে, যে ব্যক্তি ইহাকে অপবিত্র বোধ করে, সে মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া থাকে। ৯২। হে প্রিয়ে! বরং লোকে শত শত পাপকার্য্য করিতে পারে, বরং ব্রহ্মহত্যা কর্ত্তব্যকর্ম্মমধ্যে গণ্য হইবার কথা, তথাপি পরম ব্রহ্মের অন্নে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। ৯৩। হে ভদ্রে! যে সকল মূঢ়লোক এই মহামন্ত্রপূত সুসংস্কৃত অন্ন, জল প্রভৃতি পরিত্যাগ করে, তাহাদের পিতৃপুরুষ অধোলোকে অবস্থিতি করেন। ৯৪। তাহারাও প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত অন্ধতামিস্র নামক নরকে নিপতিত থাকে (অধিক কি বলিব,) যাহারা ব্রহ্মসাৎকৃত নৈবেদ্যাদিতে দ্বেষ করে, তাহাদের কোন-রূপেই নিষ্কৃতি নাই। ৯৫। যাহারা ব্রহ্মমন্ত্র সাধন করেন, তাঁহাদের অপবিত্র কর্ম্মসকল পবিত্র, সুষুপ্তি পুণ্যকর্ম্মে পরিণত এবং অবৈধ স্বেচ্ছা-চারানুষ্ঠান শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ৯৬। যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জ্ঞানবান্, তাঁহার পক্ষে বৈদিক বা তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রয়োজন কি? তাঁহার স্বেচ্ছাচারই বিধিস্বরূপে সমাদৃত হইয়া থাকে। ৯৭।

* পতন্ত্যাকৃতসংপ্লবম্ ইতি পাঠান্তরম্।
† সুকৃতিঃ সুকৃতায়তে ইতি বা পাঠঃ।

কৃতেনাস্য ফলং নাস্তি নাকৃতেনাপি কিঞ্চিন।
ন বিঘ্নঃ প্রত্যবায়োঽস্য ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনাৎ ॥ ৯৮
অস্মিন্ ধর্ম্মে * মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরোপকারনিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশয়ঃ ॥ ৯৯
মাৎসর্য্যহীনোঽদম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবনতৎপরঃ ॥ ১০০
ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমানসঃ।
যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্ ॥ ১০১
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যান্ন পরানিষ্টচিন্তনম্।
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০২
তৎ সদিতি বদেদ্দেবি প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
ব্রহ্মার্পণমস্তু বাক্যং পানভোজনকর্ম্মণোঃ ॥ ১০৩
যেনোপায়েন মর্ত্ত্যানাং লোকযাত্রা প্রসিধ্যতি।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্ম্ম সনাতনম্ ॥ ১০৪ †

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কোন বৈধ কার্য্য করিয়া তাহার ফল প্রাপ্ত হন না এবং বৈধ কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার প্রত্যবায় হয় না, (বিবেচনা করিলে) ব্রহ্মমন্ত্রসাধনে কোন বিঘ্ন বা প্রত্যবায়েরও সম্ভাবনা নাই। ৯৮। হে মহেশ্বরি! এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারপরায়ণ, নির্ব্বিকার ও সদাশয় হওয়া চাই। ৯৯। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মাৎসর্য্য ও দম্ভহীন, দয়াবান্, শুদ্ধচেতা, পিতামাতার প্রিয়কারী ও তাঁহাদের সেবাপরায়ণ হইতে হইবে। ১০০। যিনি ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য বিষয় শ্রবণ, ব্রহ্মচিন্তন ও ব্রহ্মানুসন্ধান করেন, তিনিই সংযতচিত্তে স্থিরবুদ্ধিতে ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিতে পারেন। ১০১। হে দেবি! ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মিথ্যা-কথন, পরের অনিষ্টচিন্তন ও পরস্ত্রী হরণ করা কর্ত্তব্য নহে। ১০২। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সকল কার্য্যের প্রারম্ভে "তৎ সৎ" এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন এবং পানভোজনাদি কার্য্যে 'ব্রহ্মার্পণমস্তু' বলিয়া ব্রহ্মে অর্পণ করিবেন। যাহাতে সুন্দররূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়, তাহা সম্পাদন

* তস্মিন্ ধর্ম্মে ইতি পাঠান্তরম্।
† তদেবং ন্যায়সম্পাদনম্ ইত্যপি পাঠঃ।

অথ সন্ধ্যাবিধিং বক্ষ্যে ব্রহ্মমন্ত্রস্ত শাম্ভবি।
যাং কৃত্বা ব্রহ্মসম্পত্তিং লভন্তে ভুবি মানবাঃ॥ ১০৫
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে যথাদেশে যথাসনে।
পূর্ব্ববৎ পরমব্রহ্ম ধ্যাত্বা সাধকসত্তমঃ॥ ১০৬
অষ্টোত্তরশতং দেবি গায়ত্রীজপমাচরেৎ।
জপং সমর্প্য বিধিবৎ পূর্ব্ববৎ প্রণমেৎ সুধীঃ॥ ১০৭
এষা সন্ধ্যা ময়া প্রোক্তা সর্ব্বথা ব্রহ্মসাধনে।
যদনুষ্ঠানতো মন্ত্রী শুদ্ধান্তঃকরণো ভবেৎ॥ ১০৮
গায়ত্রীং শৃণু চার্ব্বঙ্গি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্।
পরমেশ্বরং ঙেহন্তমুক্ত্বা বিদ্মহে তদনন্তরম্॥ ১০৯
পরতত্ত্বায় পদতো ধীমহীতি বদেৎ প্রিয়ে।
তদনন্তরমীশানি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ॥ ১১০
ইয়ং শ্রীব্রহ্মগায়ত্রী চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী॥ ১১১

---

করা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য, ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের সনাতন ধর্ম্ম। ১০৩ ১০৪। হে শাম্ভবি! আমি এক্ষণে তোমার নিকটে ব্রাহ্ম সন্ধ্যাবিধি নির্দ্দেশ করিতেছি; ব্রহ্মনিষ্ঠ লোক এই সন্ধ্যাবিধি সমাপন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ সম্পত্তি লাভ করিতে পারিবেন। ১০৫। সাধকশ্রেষ্ঠের পক্ষে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সন্ধ্যাসময়ে যথোক্ত স্থানে যথাবিহিত আসনে পূর্ব্ববৎ উপবেশন করিয়া পরম ব্রহ্মের ধ্যান করা কর্ত্তব্য। ১০৬। হে দেবি! তদনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিয়া যথাবিধানে উহা সমর্পণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। ১০৭। হে পার্ব্বতি! তোমার নিকটে ব্রহ্মমন্ত্র-সাধন-সম্বন্ধীয় সন্ধ্যার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; ইহার অনুষ্ঠান করিলে সাধকের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে। ১০৮। হে চার্ব্বঙ্গি! এক্ষণে সর্ব্বপাপবিনাশিনী গায়ত্রীর কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। 'পরমেশ্বর' শব্দে চতুর্থী বিভক্তির একবচন যোগ করিয়া পরে 'বিদ্মহে' এইটি উচ্চারণ করিবে। ১০৯। হে প্রিয়ে! তদনন্তর 'পরতত্ত্বায়' পদ উচ্চারণের পর 'ধীমহি' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে; অনন্তর 'তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। ১১০। এই ব্রহ্মগায়ত্রী চতুর্ব্বর্গফল প্রদান করিয়া থাকেন. ১১১। পূজন, যজন, স্নান এবং

পূজনং যজনঞ্চৈব স্নানং পানঞ্চ ভোজনম্।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মমন্ত্রেণ সাধয়েৎ ॥ ১১২
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় প্রণম্য ব্রহ্মদং গুরুম্।
ধ্যাত্বা চ পরমং ব্রহ্ম যথাশক্তি মনুং স্মরেৎ।
পূর্ব্ববৎ প্রণমেদ্‌ব্রহ্ম প্রাতঃকৃত্যমিদং স্মৃতম্ ॥ ১১৩
দ্বাত্রিংশতা সহস্রেণ জপেনাস্য পুরক্রিয়া।
তদ্দশাংশেন হবনং তর্পণং তদ্দশাংশতঃ ॥ ১১৪
সেচনং তদ্দশাংশেন তদ্দশাংশেন সুন্দরি।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েন্মন্ত্রী পুরশ্চরণকর্ম্মণি ॥ ১১৫
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারোঽত্র ত্যাজ্যং গ্রাহ্যং ন বিদ্যতে।
ন কালশুদ্ধিনিয়মো ন বা স্থাননিরূপণম্ ॥ ১১৬
অভুক্তো বাপি ভুক্তো বা স্নাতো বাস্নাত এব বা।
সাধয়েৎ পরমং মন্ত্রং স্বেচ্ছাচারেণ সাধকঃ ॥ ১১৭
বিনায়াসং বিনা ক্লেশং স্তোত্রঞ্চ কবচং বিনা।
বিনা ন্যাসং বিনা মুদ্রাং বিনা সেতুং বরাননে ॥ ১১৮

---

পান-ভোজন প্রভৃতি যে কর্ম্ম করিতে হয়, ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। ১১২। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদাতা গুরুকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য। অনন্তর ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া যথাশক্তি মন্ত্রোচ্চারণ করিবে, পশ্চাৎ পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মকে নমস্কার করিতে হইবে, ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠদিগের প্রাতঃকৃত্য। ১১৩। যদি ব্রহ্মমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হয়, তাহা হইলে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র জপ করা কর্ত্তব্য। জপের দশভাগ হোম এবং হোমের দশমাংশ তর্পণ করাই বিধি। ১১৪। হে সুন্দরি! তর্পণের দশভাগ অভিষেক। যে ব্যক্তি মন্ত্রসাধক, তাহাকে পুরশ্চরণের সময় অভিষেকের দশমাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়। ১১৫। ব্রহ্মপুরশ্চরণে ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার, ত্যাজ্যাত্যাজ্য বিবেচনা এবং কাল ও স্থানের অবধারিত নিয়ম কিছুই নাই। ১১৬। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ঈদৃক্‌কার্য্যে স্নাত, অস্নাত, ভুক্ত, অভুক্ত যেরূপ অবস্থায় থাকুন, ইচ্ছামত এই পরম মন্ত্রের সাধন করিতে পারিবেন। ১১৭। হে বরাননে! ব্রহ্মসাধন-সম্বন্ধে ক্লেশ, আয়াস, স্তব বা কবচ পাঠ করিতে হয় না; ইহাতে ন্যাস, মুদ্রা ও সেতুর আবশ্যকতা নাই। ১১৮।

বিনা চৌরগণেশাদি-জপঞ্চ কুল্লুকাং বিনা।
অকস্মাৎ পরব্রহ্মসাক্ষাৎকারো ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ১১৯

সংকল্পোঽস্মিন্ মহামন্ত্রে মানসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সাধনে ব্রহ্মমন্ত্রস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং দেবি ভাবয়েদ্ব্রহ্মসাধকঃ॥ ১২০

ন চাস্য প্রত্যবায়োঽস্তি নাঙ্গবৈগুণ্যমেব চ।
মহামনোঃ সাধনে তু ব্যঙ্গং সাঙ্গায়তে ধ্রুবম্॥ ১২১

কলৌ পাপযুগে ঘোরে তপোহীনেঽতিদুস্তরে।
নিস্তারবীজমেতাবৎ ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনম্॥ ১২২

সাধনানি বহূন্যানি নানাতন্ত্রাগমাদিষু।
কলৌ দুর্ব্বলজীবানামসাধ্যানি মহেশ্বরি॥ ১২৩

অল্পায়ুষঃ স্বল্পরতা অন্নপ্রাণাসবঃ প্রিয়ে।
লুব্ধা ধনার্জ্জনে ব্যগ্রাঃ সদা চঞ্চলমানসাঃ॥ ১২৪

এই কার্য্যে চৌরগণেশাদির পূজা বা কুল্লুকাও করিতে হয় না, এ সকল অনুষ্ঠান না করিয়াও অল্পকালে নিশ্চয়ই পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারে। ১১৯। এই মহামন্ত্রসাধন করিতে হইলে মানসিক সংকল্পের প্রয়োজন এবং ভাবশুদ্ধিরও আবশ্যক। হে দেবি! সমুদয় পদার্থকেই ব্রহ্মময়জ্ঞানে ভাবনা করা ব্রহ্মসাধকের কর্ত্তব্য; এই কার্য্যে কোন ত্রুটি বা অঙ্গহীনতা প্রকাশ পায় না এবং প্রত্যবায়ও হয় না। যদি কার্য্যগতিকে কোন অঙ্গহীনতা ঘটে, তাহা হইলেও তাহা নিশ্চয় সাঙ্গ হইয়া থাকে। ১২০-১২১ এই কলিযুগে দুঃসাধ্য তপস্যাপ্রভাব ক্ষীণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ঘোরতর পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, সুতরাং এ সময়ে ব্রহ্মমন্ত্র-সাধন জীবের একমাত্র নিস্তারের পথ। ১২২। হে মহেশ্বরি! যদিও আমি নানা প্রকার তন্ত্র, নানা প্রকার আগম ও নানা প্রকার সাধনের কথা বলিয়াছি, কিন্তু কলির দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সে সকল অতিশয় দুঃসাধ্য। ১২৩। হে প্রিয়ে! কলির লোক অল্পায়ু ও অন্নগতপ্রাণ হইবে, তাহার অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইতে পারিবে না, বিশেষতঃ তাহারা লোভ ও অর্থোপার্জ্জনে ব্যগ্র হইয়া নিরন্তর অতিশয় চপলমতি হইবে। ১২৪।

স্বল্পবিত্তা ইতি কেচিৎ পঠন্তি

সমাধাবস্থিরধিয়ো রোগক্লেশাসহিষ্ণবঃ।
তেষাং হিতায় মোক্ষায় ব্রহ্মমার্গোঽয়মীরিতঃ ॥ ॥ ১২৫
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
ব্রহ্মদীক্ষাং বিনা দেবি কৈবল্যায় সুখায় চ ॥ ১২৬
প্রাতঃকৃত্যং প্রাতরেব সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ ত্রিকালতঃ।
মধ্যাহ্নে পূজনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বতন্ত্রেষ্বয়ং বিধিঃ।
পরব্রহ্মোপাসনে তু সাধকেচ্ছাবিধিঃ শিবে ॥ ১২৭
বিধয়ঃ কিঙ্করা যত্র নিষেধঃ প্রভবোঽপি ন।
স্বেচ্ছাচারেণেষ্টসিদ্ধিস্তদ্বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ ॥ ১২৮
ব্রহ্মজ্ঞানিগুরুং প্রাপ্য শান্তং নিশ্চলমানসম্।
ধৃত্বা তচ্চরণাম্ভোজং প্রার্থয়েদ্ভক্তিভাবতঃ ॥ ১২৯
করুণাময় দীনেশ তবাহং শরণং গতঃ। *
ত্বৎপদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি যশোধন ॥ ১৩০

তাহারা যোগের ক্লেশ সহ্য করিতে বা সমাধিতে স্থির থাকিতে পারিবে না, সুতরাং তাহাদের হিত এবং মোক্ষের জন্য আমি ব্রহ্মোপাসনার পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিলাম। ১২৫। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, ব্রহ্মদীক্ষা ভিন্ন কলিযুগে সুখ ও মুক্তিলাভের অন্য কোন সাধনই নাই। ১২৬। সর্ব্বতন্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ত্রিকালীন সন্ধ্যা করিবে এবং মধ্যাহ্ন-সময়ে পূজা করিবে। হে শিবে! পরমব্রহ্মের উপাসনাতে সাধকের ইচ্ছাই বিধিরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ১২৭। এই কার্য্যে শাস্ত্রীয় বিধি কিঙ্কর-স্বরূপ এবং নিষেধ সকলও প্রভুত্বে পরাঙ্মুখ। ব্রহ্মসাধনে স্বেচ্ছাচার নিবন্ধন ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে, তদ্ব্যতিরেকে আর কাহার আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে? ১২৮। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি স্থিরমতি, প্রশান্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার চরণকমলে ভক্তিভরে এই প্রার্থনা করিবে। ১২৯। 'হে দয়াময় দীনেশ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। হে যশোধন! তুমি আমার মস্তকে চরণকমলের ছায়া প্রদান কর। ১৩০।' শিষ্য গুরুর নিকটে এইরূপ

* তবাহং শরণাগত ইতি পাঠান্তরম্।

ইতি প্রার্থ্য গুরুং পশ্চাৎ পূজয়িত্বা স্বশক্তিতঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা তূষ্ণীং তিষ্ঠেৎ গুরোঃ পুরঃ॥ ১৩১
গুরুর্ব্বিচার্য্য বিধিবৎ যথোক্তং শিষ্যলক্ষণম্।
আহূয় কৃপয়া দদ্যাৎ সৎশিষ্যায় মহামনুম্॥ ১৩২
উপবিশ্যাসনে জ্ঞানী প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।
স্ববামে শিষ্যমানায় কারুণ্যাদবলোকয়েৎ॥ ১৩৩
ততঃ শিষ্যস্য শিরসি ঋষিন্যাসপুরঃসরম্।
জপেদষ্টশতং মন্ত্রং সাধকস্যেষ্টসিদ্ধয়ে॥ ১৩৪
দক্ষকর্ণে ব্রাহ্মণানামিতরেষাঞ্চ বামতঃ।
সপ্তধা শ্রাবয়েৎ মন্ত্রং সদ্গুরুঃ করুণানিধিঃ॥ ১৩৫ *
উপদেশবিধিঃ প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্রস্য কালিকে।
নাত্র পূজাদ্যপেক্ষাস্তি সঙ্কল্পং মানসঞ্চরেৎ॥ ১৩৬
ততঃ শ্রীগুরুপাদাব্জে দণ্ডবৎ পতিতং শিশুম্।
উত্থাপয়েদ্গুরুঃ স্নেহাদিমং মন্ত্রমুদীরয়ন্॥ ১৩৭

প্রার্থনা করিয়া যথাশক্তি তাঁহার অর্চ্চনা করিবে, তৎপরে তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে মৌনভাবে অবস্থিতি করিবে। ১৩১। গুরুও যথাবিধানে যথারীতিতে লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শিষ্যকে আহ্বান করত সদয়-হৃদয়ে মহামন্ত্র প্রদান করিবেন। ১৩২। অনন্তর সেই জ্ঞানবান্ গুরু পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া, আসনোপরি উপবেশন করিয়া, শিষ্যকে আপন বামদিকে বসাইয়া, তাহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিবেন। ১৩৩। তদনন্তর তিনি সাধকের ইষ্টসিদ্ধির ইচ্ছায় "ঋষিন্যাসপুরঃসর শিষ্যের মস্তকে অষ্টোত্তরশতবার দেয় ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিবেন। ১৩৪। পরে করুণাময় সদ্গুরু ব্রাহ্মণ শিষ্যের দক্ষিণকর্ণে এবং অপর জাতীয় শিষ্যের বামকর্ণে সপ্তবার মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। ১৩৫। হে কালিকে! তোমার নিকটে ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশবিধি বলিলাম, ইহাতে পূজাদির অপেক্ষা নাই, কেবল মানসিক সঙ্কল্প করিতে হইবে। ১৩৬। তদনন্তর শিষ্য গুরুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলে তাহাকে এই মন্ত্র পাঠ করাইয়া উত্থাপন করা গুরুর কর্ত্তব্য ১৩৭।

* করুণালয়ঃ—পাঠান্তরম্।

উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব। *
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী বলারোগ্যং সদাস্তু তে॥ ১৩৮
তত উত্থায় গুরবে যথাশক্ত্যনুসারতঃ।
দক্ষিণাং স্বং ফলং বাপি দদ্যাৎ সাধকসত্তমঃ।
গুরোরাজ্ঞাবশীভূয় † বিহরেদ্দেববদ্ভুবি॥ ১৩৯
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ তদাত্মা তন্ময়ো ভবেৎ।
ব্রহ্মভূতস্য দেবেশি কিমন্যৈর্বহুসাধনৈঃ।
ইতি সংক্ষেপতো ব্রহ্মদীক্ষা তে কথিতা প্রিয়ে॥ ১৪০
গুরুকারুণ্যমাত্রেণ ব্রহ্মদীক্ষাং সমাচরেৎ॥ ১৪১ ‡
শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাস্তথা।
বিপ্রা বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥ ১৪২
অহং মৃত্যুঞ্জয়ো দেবি দেবদেবো জগদ্‌গুরুঃ।
স্বেচ্ছাচারী নির্ব্বিকল্পো মন্ত্রস্যাস্য প্রসাদতঃ॥ ১৪৩
অমুমেব ব্রহ্মমন্ত্রং মত্তঃ পূর্ব্বমুপাসিতাঃ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষয়শ্চাপি দেবা দেবর্ষয়স্তথা॥ ১৪৪

'বৎস। গাত্রোত্থান কর, এক্ষণে মুক্ত হইয়াছ, তুমি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানী হও; তোমার বল ও আরোগ্য সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতে থাকুক। ১৩৮।' পরে সাধক গাত্রোত্থান করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ যথাশক্তি ধন (অথবা নিজ শরীর) বা ফল গুরুকে প্রদান করিবে. অনন্তর শিষ্য গুরুর আজ্ঞানুক্রমে দেবতার ন্যায় ভূতলে বিহার করিতে থাকিবে। ১৩৯। ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করিলে জীবের আত্মা ব্রহ্মময় হইয়া যায়, যিনি ব্রহ্মময় হন, তাঁহার আর অন্য সাধনার প্রয়োজন কি? প্রিয়ে! তোমার নিকটে সংক্ষেপে ব্রহ্মদীক্ষার কথা বলিলাম। ১৪০। যখন গুরুর কৃপা প্রকাশ পায়, তখন ব্রহ্মমন্ত্র-দীক্ষিত হওয়া শিষ্যের কর্ত্তব্য। ১৪১। শাক্ত, শৈব. বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত যে কোন উপাসক হউন, ব্রাহ্মণ বা যে কোন বর্ণই হউন, সকলেরই ব্রহ্মমন্ত্রে অধিকার আছে। ১৪২। হে দেবি! এই মন্ত্রের প্রসাদে আমি মৃত্যুঞ্জয়, দেবদেব ও জগদ্‌গুরু হইয়াছি, আমি স্বেচ্ছাচারী ও নির্ব্বিকল্প। ১৪৩। পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে এই ব্রহ্মমন্ত্র লাভ করিয়া ব্রহ্মা,

* ব্রহ্মজ্ঞানরতো ভব ইতি বা পাঠঃ
† গুরোরাজ্ঞাবশীভূত্বা ইতি পাঠান্তরম্।
‡ ব্রহ্মদীক্ষাং সমাশ্রয়েৎ ইতি বা পঠিতব্যম

দেবর্ষিবক্ত্রান্মুনয়স্তেভ্যো রাজর্ষয়ঃ প্রিয়ে।
উপাসিত্বা ব্রহ্মভূতাঃ পরমাত্মপ্রসাদতঃ ॥ ১৪৫
ব্রাহ্মো মনৌ মহেশানি বিচারো নাস্তি কুত্রচিৎ।
স্বায়মন্ত্রং গুরুর্দদ্যাৎ শিষ্যেভ্যো হ্যবিচারয়ন্ ॥ ১৪৬
পিতাপি দীক্ষয়েৎ পুত্রান্ ভ্রাতা ভ্রাতৃন্ পতিঃ স্ত্রিয়ম্।
মাতুলো ভাগিনেয়াংশ্চ নপ্তৄন্ মাতামহোঽপি চ ॥ ১৪৭
স্বমন্ত্রদানে যো দোষস্তথা পিত্রাদিদীক্ষয়া।
সিদ্ধে ব্রহ্মমহামন্ত্রে তদ্দোষো নৈব বিদ্যতে ॥ ১৪৮
ব্রহ্মজ্ঞানিমুখাৎ শ্রুত্বা * যেন কেন বিধানতঃ।
ব্রহ্মভূতো নরঃ পূতঃ পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১৪৯
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসিতা যে গৃহস্থা ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
স্বস্ববর্ণোত্তমাস্তে তু পূজ্যা মান্যা বিশেষতঃ ॥ ১৫০
ব্রাহ্মণা যতয়ঃ সাক্ষাদিতরে ব্রাহ্মণৈঃ সমাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বে পূজয়েয়ুর্ব্রহ্মজ্ঞান্ ব্রহ্মদীক্ষিতান্ ॥ ১৫১

ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং নারদাদি দেবর্ষিগণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন। ১৪৪। হে প্রিয়ে! দেবর্ষির প্রমুখাৎ মুনিগণ ও তাঁহাদের নিকট হইতে রাজর্ষিগণ এই মন্ত্র লাভ করিয়া পরমাত্মার প্রসাদে ব্রহ্মময় হইয়াছেন। ১৪৫। হে মহেশানি! কোন বিষয়ে ব্রহ্মমন্ত্রের বিচার নাই। গুরু নিঃসন্দিগ্ধমনে শিষ্যকে এই মন্ত্র প্রদান করিতে পারেন। ১৪৬। পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পতি পত্নীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে এবং মাতামহ দৌহিত্রকে এই মন্ত্র প্রদান করিতে পারেন। ১৪৭। স্বীয় মন্ত্র প্রদান করিলে বা পিত্রাদির দ্বারা দীক্ষা ঘটিলে যে দোষ ঘটে, এই মহামন্ত্রপ্রদানে সে সকল দোষের সম্ভাবনা নাই। ১৪৮। যে কোন বিধানে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর মুখে ব্রহ্মমন্ত্র শ্রবণ করিলে লোক ব্রহ্মস্বরূপ ও পবিত্র হয়; সুতরাং সে আর পাপ-পুণ্যে জড়ীভূত হয় না। ১৪৯। যে সকল ব্রাহ্মণ বা অপরজাতীয় লোক ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা আপনাপন জাতির মধ্যে পূজ্য ও মান্য। ১৫০। ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মণেরা সাক্ষাৎ যতিতুল্য, অপরজাতীয় ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণের সদৃশ, এই কারণে ব্রহ্মমন্ত্রদীক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পূজা করা সকলেরই

* প্রাপ্য বা পাঠান্তরম্।

যে চ তানবমন্যন্তে তে নরা ব্রহ্মঘাতিনঃ।
পতন্তি ঘোরনরকে যাবদ্ভাস্করতারকান্ ॥ ১৫২
যৎ পাপং স্ত্রীবধে প্রোক্তং যৎ পাপং ভ্রূণঘাতনে।
তস্মাৎ কোটিগুণং পাপং ব্রহ্মোপাসকনিন্দনাৎ ॥ ১৫৩
যথা ব্রহ্মোপদেশেন বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ।
গচ্ছন্তি ব্রহ্মসাযুজ্যং তথৈব তব সাধনাৎ ॥ ১৫৪

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নে পরব্রহ্মোপদেশকথনং নাম তৃতীয়োল্লাসঃ ॥ ৩

# চতুর্থোল্লাস

শ্রুত্বা সম্যক্ পরব্রহ্মোপাসনং পরমেশ্বরা।
পরমানন্দসম্পন্না শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি ॥ ১

শ্রীদেব্যুবাচ।

কথিতং যত্ত্বয়া নাথ ব্রহ্মোপাসনমুত্তমম্।
সর্ব্বলোকপ্রিয়করং সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মপদপ্রদম্ ॥ ২

কর্ত্তব্য। ১৫১। যাহারা ব্রহ্মজ্ঞের অবমাননা করে, তাহারা ব্রহ্মঘাতী; যত দিন ভাস্কর ও তারাগণ দৃষ্ট হইবে, তত দিন তাহারা ঘোরতর নরকে অবস্থিতি করিবে। ১৫২। স্ত্রীহত্যা ও ভ্রূণহত্যায় যে পাপ স্পর্শে, ব্রহ্মোপাসকের নিন্দায় তাহার কোটিগুণ পাপ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ১৫৩। যেরূপ ব্রহ্মোপদেশ লাভ করিলে লোকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে, সেইরূপ তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেইরূপ সাধনা করিলেও জীবের সেই গতিলাভ হয়। ১৫৪।

ইতি পরব্রহ্মোপদেশকথন নামক তৃতীয় উল্লাস সমাপ্ত।

অনন্তর পরমেশ্বরী পমেশ্বর-মুখে পরব্রহ্মোপাসনার কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিতমনে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১।

দেবী কহিলেন, হে নাথ! আপনি যে সর্ব্বলোকের প্রিয়জনক সাক্ষাৎ

তেজোবুদ্ধিবলৈশ্বর্য্য-দায়কং সুখসাধনম্।
তৃপ্তাস্মি জগদীশান তব বাক্যামৃতপ্লুতা ॥ ৩
যদুক্তং করুণাসিন্ধো যথা ব্রহ্মনিষেবণাৎ।
গচ্ছন্তি ব্রহ্মসাযুজ্যং তথৈব মম সাধনাৎ ॥ ৪
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি মদীয়সাধনং পরম্।
ব্রহ্মসাযুজ্যজননং যত্ত্বয়া কথিতং প্রভো ॥ ৫
বিধানং কীদৃশং তস্য সাধনং কেন বর্ত্মনা।
মন্ত্রঃ কো বাত্র বিহিতো ধ্যানপূজাদিকঞ্চ কিম্ ॥ ৬
সবিশেষং সাবশেষমামূলাদ্বক্তুমর্হসি।
মম প্রীতিকরং দেব লোকানাং হিতকারকম্।
কো ত্বদন্যোঽমৃতে শম্ভো ভবব্যাধিভিষগ্গুরুঃ ॥ ৭

ব্রহ্মপদপ্রদায়ক ব্রহ্মোপাসনার কথা বলিলেন, ইহা দ্বারা তেজ, বুদ্ধি, বল ও ঐশ্বর্য্যলাভ হয়, * ইহা সর্ব্বসুখের নিদানস্বরূপ। হে জগদীশান! আপনার বাক্যামৃতপানে আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ২-৩। হে করুণাসিন্ধো! আপনি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মোপাসনায় যেরূপ ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ হয়, তাহার ন্যায় আমার সাধনাতেও ব্রহ্মসাযুজ্য ঘটিয়া থাকে। ৪। হে প্রভো! আপনার কথানুযায়ী ব্রহ্মসাযুজ্যজনক আমার সাধনার বিষয় জানিতে আমি ইচ্ছা করি। ৫। † এই সাধনার বিধি কিরূপ এবং কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াই বা সাধনা হইতে পারে? ইহার মন্ত্র এবং ধ্যানপূজা প্রভৃতিই বা কি প্রকার? ৬। হে দেব! আমার প্রীতিকর এবং লোকদিগের হিতকর এই উপাসনার ক্রম সবিশেষ ও সম্পূর্ণরূপে আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন। হে শম্ভো! আপনি ভিন্ন আর

* এখানে ঐশ্বর্য্য শব্দে প্রচুর ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব অথবা অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা বুঝিতে হইবে।

† ব্রহ্মসাধনে যে ফল হয়, শক্তিসাধনেও সেই ফল হইয়া থাকে। কারণ, ব্রহ্ম এবং শক্তি বা মায়া পরস্পর অভিন্ন। শক্তিশূন্য হইয়া ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশূন্যা হইয়া শক্তি থাকিতে পারেন না। উভয়ে যদি ভিন্ন হইতেন, তাহা হইলে কর্তৃত্বাদি না থাকা হেতু তিনি জড়পদার্থ বলিয়া গণ্য হইতেন এবং শক্তির চৈতন্য অবিদ্যমানে তিনিও জড়পদার্থমধ্যে গণনীয়া হইতেন। আদ্যাশক্তি বলিতে ব্রহ্মসম্বলিত মূলপ্রকৃতি এবং ব্রহ্মশব্দে মূলপ্রকৃতিতে উপহিত তুরীয় ব্রহ্ম বুঝিবে।

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা পার্ব্বতীং পার্ব্বতীপতিঃ॥ ৮

শ্রীসদাশিব উবাচ।

শৃণু দেবি মহাভাগে তবারাধনকারণম্।
তব সাধনতো যেন ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে॥ ৯
ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥ ১০
মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ॥ ১১

কোন্ ব্যক্তি ভবব্যাধি-চিকিৎসার গুরু হইতে পারেন? ৭। দেবদেব মহেশ্বর দেবীর এই প্রকার কথা শুনিয়া পরমপ্রীতমনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৮।

সদাশিব কহিলেন, হে মহাভাগে দেবি! লোকে তোমার সাধনায় ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে, এ জন্য আমি তোমারই উপাসনার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ৯। তুমিই পরমাত্মা পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ পরমা প্রকৃতি। হে শিবে! তোমা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি জীবের জননী। ১০। * হে ভদ্রে! মহত্তত্ত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এবং সমস্ত চরাচর-সহিত এই জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত হইয়াছে, এই নিখিল জগৎ একমাত্র তোমারই অধীনতায় আবদ্ধ। ১১।

* অব্যাকৃত, প্রাজ্ঞ বা সুষুপ্ত্যবস্থাভিমানী পুরুষ, তৈজস, হিরণ্যগর্ভ ও স্বপ্নাবস্থাভিমানী পুরুষ আর বিশ্ব, বিরাট ও জাগ্রদবস্থাভিমানী পুরুষ এই পুরুষত্রিতয়ের অতীত ব্রহ্মের নাম তুরীয় ব্রহ্ম। এখানে পরমাত্মা পরমব্রহ্ম শব্দে সেই তুরীয় ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে। এখানে মূলপ্রকৃতির অংশরূপিণী পার্ব্বতীকে মূলপ্রকৃতি হইতে অভিন্ন বলিয়া বর্ণন করা হইতেছে। তুরীয় ব্রহ্মের সহিত মূলপ্রকৃতির সাক্ষাৎসম্বন্ধ বিদ্যমান। গুণত্রিতয়ের সাম্যাবস্থা, গুণত্রিতয়ের নিদ্রাস্থান কিংবা নির্গুণ অবস্থাই মূলপ্রকৃতি। যখন গুণক্ষোভ ঘটে, তখন প্রকৃতির সাত্ত্বিক অংশ হইতে মহাবিষ্ণু ও মহালক্ষ্মী, রাজসিক অংশ হইতে ব্রহ্মা ও মহাসরস্বতী এবং তামসিক অংশ হইতে মহেশ্বর ও মহাকালীর উৎপত্তি হয়। ইঁহাদিগের সঙ্গে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই। যখন প্রাকৃতিক প্রলয় ঘটে, তখন গুণ সকল মূলপ্রকৃতিতে বিলীন হয়, কাজে কাজেই মূলপ্রকৃতি ব্যতীত অন্য পদার্থ না থাকাতে মূলপ্রকৃতির সঙ্গেই ব্রহ্মের নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। যখন প্রকৃতির গুণ-ক্ষোভ হয়, তখন যেমন গুণসমূহ পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ পায়, তদ্রূপ প্রকৃতিও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন,—বিশুদ্ধ ভাগ ও মলিন ভাগ। বিশুদ্ধ ভাগকে পরাপ্রকৃতি, বিদ্যা বা মায়া এবং মলিনভাগকে অপরাপ্রকৃতি, অবিদ্যা বা অজ্ঞান কহে। এই মলিন অংশই মতান্তরে মূল অজ্ঞান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন ॥ ১২
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা ॥ ১৩

তুমি সমুদয় বিদ্যার আদিভূত এবং আমাদের জন্মভূমি, তুমি সমগ্র জগৎকে অবগত আছ, কিন্তু তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। ১২। * তুমি কালী, দুর্গা, তারিণী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবতীই সকলের সৃষ্টিকর্ত্রী। এ সম্বন্ধে দেবীভাগবতে যাহা বর্ণিত আছে, তাহার সার মর্ম্ম সংক্ষেপে লিখিত হইল ;—প্রলয়সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলে সমুদ্ভূত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমার সৃষ্টিকর্ত্তা কে ? কিছুক্ষণ চিন্তার পর পদ্ম হইতে অবতরণ করিলেন এবং মৃণাল ধরিয়া সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় দেখিলেন, বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতে পদ্মের উৎপত্তি হইয়াছে আর বিষ্ণু ধ্যানপরায়ণ হইয়া আছেন। তখন ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিয়া বলিলেন, "আপনি সকলের প্রভু ও সৃষ্টিকর্ত্তা ; আমারও সৃষ্টি আপনি করিয়াছেন। আপনি আবার কাহার ধ্যানে নিমগ্ন আছেন ?" বিষ্ণু বলিলেন, "আমি সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রভু নহি ; আমারও প্রভু আছেন।" এইরূপ কথোপকথনসময়ে মহেশ্বরও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিন জনই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা কে ? অকস্মাৎ দৈববাণী হইল—"আমা ব্যতিরেকে নিত্য পদার্থ আর কিছুই নাই, সমস্তই আমি। আমার আদেশে তোমরা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ কর।" এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "কিরূপে সৃষ্টি করিব ? জল ব্যতীত ত কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না।" হঠাৎ একখানি বিমান তথায় আবির্ভূত হইল। ভগবতীর আদেশে ব্রহ্মাপ্রমুখ তিন জন তাহাতে আরূঢ় হইয়া উত্তরাভিমুখে চলিলেন। ক্রমে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পুরোভাগে ব্রহ্মধাম শোভা পাইতেছে এবং তথায় ব্রহ্মা ও সাবিত্রী সমাসীন রহিয়াছেন। চারিদিকে মানসপুত্রগণ দণ্ডায়মান ও গন্ধর্ব্বেরা গান করিতেছে। তদ্দর্শনে ব্রহ্মার বিস্ময়ের ও ভয়ের সীমা রহিল না। তৎপরে বিমান আরও কিঞ্চিৎ উত্তরে গমন করিলে দৃষ্ট হইল, সম্মুখে বৈকুণ্ঠধাম বিরাজিত এবং তথায় বিষ্ণু ও লক্ষ্মী মহার্হ আসনে আসীন। তদ্দর্শনে বিষ্ণুও হতবুদ্ধিপ্রায় হইলেন। পরে বিমান আরও উত্তরে যাইলে দেখা গেল, সম্মুখে রুদ্রলোক শোভা পাইতেছে এবং হরগৌরী তথায় বসিয়া সানন্দে ক্রীড়া করিতেছেন ; জয়া, বিজয়া, নন্দী প্রভৃতি সকলে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান। এতদ্দর্শনে মহেশ্বরের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। অনন্তর বিমান আরও উত্তরে গমন করিলে দেখা গেল, পুরোভাগে সুধাসমুদ্র বিরাজমান ; তন্মধ্যে মণিদ্বীপ, কল্পতরু, পদ্মমন্দির, নীপবন প্রভৃতি বিরাজ করিতেছে। পদ্মসিংহাসনোপরি বিশ্বজননী ভগবতী সমাসীনা। অসংখ্য অসংখ্য পরিচারিকা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। তদনন্তর ভগবতীর আদেশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিমান হইতে অবতরণ করিবামাত্র নারীরূপে পরিণত হইলেন। তাঁহাদিগকে পরিচারিকাভাবে তথায় অযুত-বৎসর অতিবাহিত করিতে হইল। তৎপরে দেবী ভগবতী পরিতুষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে পুরুষরূপী করিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত ভগবতী নিজ দেহ হইতে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী নামে তিনটি শক্তি বাহির করিয়া তিন জনকে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা এই তিন শক্তিসংযোগে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতে সমর্থ হইবে।" তখন ব্রহ্মাপ্রমুখ তিন জন বুঝিলেন যে, একমাত্র ভগবতীই বিশ্বের কর্ত্রী ; তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় করা কদাচ সম্ভব নহে।

ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ ॥ ১৪
ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি ॥ ১৫
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ ॥ ১৬
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্ভুজাষ্টভুজা তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী ॥ ১৭
তত্তদ্রূপবিভেদেন মন্ত্রযন্ত্রাদিসাধনম্।
কথিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু ভাবাশ্চ কথিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৮
পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোঽপি দুর্ল্লভঃ।
বীরসাধনকর্ম্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে ॥ ॥ ১৯

ও ছিন্নমস্তা; তুমিই অন্নপূর্ণা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী; তোমার দেহ সর্ব্বদেবময় ও তুমি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী। ১৩-১৪। * তুমিই স্থূল, তুমিই সূক্ষ্ম, তুমিই ব্যক্ত এবং অব্যক্তস্বরূপিণী; তুমি নিরাকার হইয়া সাকার, তোমার প্রকৃততত্ত্ব কেহই অবগত নহে। ১৫। † তুমি উপাসকগণের কার্য্যার্থ, মঙ্গলার্থ এবং দানবগণের দলনার্থ নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক। ১৬। তুমি বিশ্বরক্ষার জন্য নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক কখনও দ্বিভুজা, কখনও চতুর্ভুজা, কখনও ষড়্ভুজা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক। ১৭। সকল তন্ত্রে তোমার নানাপ্রকার রূপভেদ, যন্ত্রভেদ ও মন্ত্রভেদ-কথার উল্লেখ আছে এবং তোমার ত্রিবিধ ভাবময় উপাসনার কথাও প্রকটিত আছে। ১৮। কলিযুগে পশুভাব নাই এবং দিব্যভাবও সুদুর্ল্লভ, এই কলিযুগে বীরসাধনানুষ্ঠান প্রত্যক্ষফল-বিধায়ক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। ১৯।

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদিগের সঞ্জীবনীশক্তি, স্মৃতিশক্তি, দর্শনশক্তি ও অঙ্গসঞ্চালনশক্তিও ভগবতী।

† দানববধাদি দ্বারা দেবগণের ইষ্টসিদ্ধ্যর্থ যখন দেবী কোনরূপ দিব্যশরীর ধারণপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হন, তখনই লোকে বলে, তাঁহার উদ্ভব হইল। বস্তুতঃ তাঁহার উদ্ভব নাই, ধ্বংসও নাই, তিনি নিত্যা।

কুলাচারং বিনা দেবি কলৌ সিদ্ধির্ন জায়তে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্॥ ২০
কুলাচারেণ দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥ ২১
জ্ঞানেন মেধ্যমখিলমমেধ্যং জ্ঞানতো ভবেৎ।
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে মেধ্যামেধ্যং ন বিদ্যতে॥ ২২
যো জানাতি পরং ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্।
কিমস্ত্যমেধ্যং তস্যাগ্রে সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ॥ ২৩
ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবী সর্ব্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ॥ ২৪
সৃষ্টেবাদৌ ত্বমেকাসীস্তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া॥ ২৫

দেবি। কুলাচার ভিন্ন কলিযুগে সিদ্ধ হইবার উপায় নাই, এই কারণে সর্ব্বপ্রযত্নে কুলসাধন করা সকলের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ২০। হে দেবেশি! কুলাচার হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়; যে ব্যক্তি কুলজ্ঞানসম্পন্ন, তিনি যে জীবন্মুক্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই। ২১। জ্ঞানপ্রভাবে সমুদয় বস্তু পবিত্র ও অপবিত্র বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলে পবিত্র বা অপবিত্র-বিচার থাকে না। ২২। * যে ব্যক্তি সর্ব্বব্যাপী সনাতন পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, সকলই ব্রহ্মময় জ্ঞান হেতু তাঁহার নিকটে কোন্ বস্তু অপবিত্র থাকিতে পারে? ২৩। দেবি! তুমি সর্ব্বস্বরূপিণী এবং সকলের পরমা জননী, তুমি তুষ্ট হইলে সকলেই তুষ্ট হইয়া থাকে। ২৪। † তুমি সৃষ্টির আদিতে তমোরূপে অদৃশ্যভাবে বিরাজিত ছিলে, তোমার সেই অব্যক্তরূপ বাক্য ও মনের অগোচর; তুমিই পরব্রহ্মের (মূলপ্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত তুরীয় ব্রহ্মের) সৃষ্টি করিবার ইচ্ছারূপিণী, তোমা হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। ২৫।

* এক দ্রব্য হইতে অন্য দ্রব্যের ভেদবোধ যত দিন বিদ্যমান থাকে, তাবৎকালই তত্তৎ দ্রব্যের পবিত্রতাপবিত্রতাজ্ঞান দৃষ্ট হয়; পরব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর সেরূপ ভেদবোধ থাকে না, সুতরাং পবিত্র বা অপবিত্রভাবও বিদূরিত হইয়া যায়।

† মূলে সলিলসেক করিলে যেমন বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা ও পুষ্পফলাদির পুষ্টি সাধিত হয়, তদ্রূপ ভগবতীর তুষ্টিতেই সর্ব্বদেবের তুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে।

মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্॥ ২৬
সদ্রূপং সর্ব্বতোব্যাপি সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ব্ববস্তুষু॥ ২৭
ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি।
সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তমবাঙ্মানসগোচরম্॥ ২৮
তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্॥ ২৯
তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ। *
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি॥ ৩০
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥ ৩১

মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভূত পর্য্যন্ত নিখিল জগৎ তোমারই সৃষ্টি, সর্ব্বকারণের কারণ পরব্রহ্ম কেবল নিমিত্তমাত্র। ২৬। † ব্রহ্ম সৎস্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপী, তিনি সমুদয় জগৎকে আবৃত করিয়া রহিয়াছেন. তিনি সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত অর্থাৎ তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি, পরিণাম বা রূপান্তর নাই। তিনি চিন্ময় এবং সর্ব্ববস্তুতে নির্লিপ্ত। ২৭। তিনি নিষ্ক্রিয়; কিছুই করেন না, ভোজন করেন না, গমন করেন না এবং অবস্থিতি করেন না। তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ, আদ্যন্তবর্জ্জিত এবং বাক্যমনের অগোচর। ২৮। তুমি পরাৎপরা মহাযোগিনী, তুমি সেই ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগৎ সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাক। ২৯। জগৎ-সংহারকারক মহাকাল তোমার একটি রূপমাত্র, সেই মহাকাল মহাপ্রলয়ে সমুদয় পদার্থকে গ্রাস করিবেন। ৩০। সর্ব্বভূতকে গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম মহাকাল, তুমি মহাকালকে গ্রাস কর বলিয়া কালিকা নামে

* বিশ্বসংহারকারকঃ— পাঠান্তরম্।

† বসন্তঋতুর সান্নিধ্য যেমন বৃক্ষসকলের পুষ্পপল্লবাদিবিকাশের এবং চুম্বক সান্নিধ্য যেমন লৌহের প্রচলনের নিমিত্তমাত্র, তদ্রূপ পরব্রহ্মও সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়বিষয়ে নিমিত্তমাত্র। বস্তুতঃ তাঁহার কর্ত্তৃত্ব বা ক্রিয়া কিছুই নাই।

কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে ॥ ৩২
পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে ॥ ৩৩
সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা ॥ ৩৪
অতস্তে কথিতং ভদ্রে ব্রহ্মমন্ত্রেণ দীক্ষিতঃ।
যৎ ফলং সমবাপ্নোতি তৎফলং তব সাধনাৎ ॥ ৩৫
নানাচারেণ ভাবেন দেশকালাধিকারিণাম্।
বিভেদাৎ কথিতং দেবি কুত্রচিদ্‌গুপ্তসাধনম্ ॥ ৩৬ *
যে যত্রাধিকৃতা মর্ত্ত্যাস্তে তত্র ফলভাগিনঃ।
ভবিষ্যন্তি তরিষ্যন্তি মানুষা গতকিল্বিষাঃ ॥ ৩৭

পরিচিত। ৩১। তুমি কালকে গ্রাস কর বলিয়া তোমার নাম কালী, সকলের আদিকালত্ব ও আদিভূতত্ব নিবন্ধন লোকে তোমাকে আদ্যা কালী বলিয়া থাকে। ৩২। † তুমি প্রলয়সময়ে বাক্যের অতীত, মনের অগোচর, নিরাকারস্বরূপ তমোময় রূপ অবলম্বন করিয়া একমাত্র বিদ্যমান থাক। ৩৩। তুমি সাকারা হইয়াও নিরাকারা; কিন্তু মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাক; তুমি সকলের আদি, কিন্তু তোমার আদি কেহই নাই, তুমি রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্রী, সত্ত্বগুণে পালনকর্ত্রী এবং তমোগুণ দ্বারা সকলের নিধনকর্ত্রী। ৩৪। হে ভদ্রে! আমি এই কারণে বলিয়াছি, ব্রহ্মদীক্ষিত ব্যক্তি যে ফল পাইয়া থাকে, তোমার সাধনায় সেই ফল পাওয়া যাইতে পারে। ৩৫। আমি দেশভেদে, কালভেদে ও অধিকারিভেদে নানাপ্রকার আচার ও নানাপ্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছি, কোন কোন তন্ত্রে গুপ্তসাধনের কথাও বলিয়াছি। ৩৬। যে মনুষ্য যেরূপ আচার, যেরূপ ভাব ও যেরূপ সাধনার অধিকারী, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে ফলভাগী হইয়া থাকে এবং সাধনায় নিষ্পাপ

* তদত্র গুপ্তসাধনম্ ইতি পাঠান্তরম্।

† ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মূলপ্রকৃতিতে উপহিত তুরীয় ব্রহ্ম বা তুরীয় ব্রহ্মসহ মিলিত মূলপ্রকৃতিই আদ্যাকালী।

বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ কুলাচারে মতির্ভবেৎ।
কুলাচারেণ পূতাত্মা সাক্ষাচ্ছিবময়ো ভবেৎ ॥ ৩৮ *
যত্রাস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র যোগস্য কা কথা।
যোগেঽপি ভোগবিরহঃ কৌলস্তূভয়মশ্নুতে ॥ ৩৯
একশ্চেৎ কুলতত্ত্বজ্ঞঃ পূজিতো যেন সুব্রতে।
সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ পূজিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০
পৃথিবীং হেমসম্পূর্ণাং দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং লভতে কৌলিকার্চ্চনাৎ ॥ ৪১
শ্বপচোঽপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে।
কুলাচারবিহীনস্তু ব্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ ॥ ৪২

হইয়া সংসারসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হয়। ৩৭। বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যপ্রভাবে কুলাচারে মতি হয়। যে ব্যক্তি কুলাচার অবলম্বনে আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন, তিনি সাক্ষাৎ শিবময় হইয়া থাকেন। ৩৮। যেখানে ভোগবাহুল্যের বিস্তৃতি, সেখানে যোগের সম্ভাবনা কি? যেখানে যোগ, সেইখানেই ভোগের অভাব, কিন্তু কুলাচারে প্রবৃত্ত হইলে ভোগ ও যোগ † উভয়ই লাভ করিতে পারা যায়। ৩৯। হে সুব্রতে! যে ব্যক্তি এক জন কুলতত্ত্বজ্ঞের ‡ অর্চ্চনা করে, তৎকর্ত্তৃক সমস্ত দেবদেবী অর্চ্চিত হইয়া থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৪০। সুবর্ণপরিপূর্ণা পৃথিবী দান করিলে যে ফললাভ হয়, কৌলিকের অর্চ্চনা করিলে তদপেক্ষা কোটিগুণ পুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে। ৪১। চণ্ডালজাতি যদি কুলজ্ঞানী হয় অর্থাৎ কুলাচারপরায়ণ হয়, তাহা হইলে সেই চণ্ডাল ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ যদি কুলাচারবর্জ্জিত হন, তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল অপেক্ষা অধম হইয়া থাকেন। ৪২।

* সাক্ষাৎ শিবময়ো হি সঃ—পাঠান্তরম্।

† এ স্থলে যোগ শব্দ দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার, চন্দ্রের সহিত সূর্য্যের, প্রাণের সহিত অপানের, নাদের সহিত বিন্দুর এবং রেতের সহিত রজের যোগ বুঝিতে হইবে।

‡ এখানে কুল শব্দে সনাতন ব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্মতত্ত্বে জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক নির্ব্বিকার ও সংশয়বিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই কুলতত্ত্বজ্ঞ নামে অভিহিত। আবার তন্ত্রান্তরে কুল শব্দে কুণ্ডলিনীকে বুঝায়, সুতরাং যিনি কুণ্ডলিনীতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাকেই কুলতত্ত্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে।

কৌলধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে।
যস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানী নরো ভবেৎ ॥ ৪৩
সত্যং ব্রবীমি হে দেবি হৃদি কৃত্বাবধারয়।
সর্ব্বধর্ম্মোত্তমাৎ কৌলাৎ পরো ধর্ম্মো ন বিদ্যতে ॥ ৪৪
অয়ন্তু পরমো মার্গো গুপ্তোঽপি পশুসঙ্কটে।
ব্যক্তীভবিষ্যত্যচিরাৎ সংবৃত্তে প্রবলে কলৌ ॥ ৪৫
কলিকালে প্রবৃদ্ধে তু * সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
ন স্থাস্যন্তি বিনা কৌলান্ পশবো মানবা ভুবি ॥ ৪৬
যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথা।
ন স্থাস্যতি শিবে শান্তে † তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৭
যদা তু পুণ্যপাপানাং পরীক্ষা বেদসম্ভবা।
ন স্থাস্যতি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৮

আমার বিবেচনায় কৌলধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম আর নাই, ইহার অনুষ্ঠানমাত্র লোক ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া থাকে। ৪৩। হে দেবি! আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া কহিতেছি, তুমি হৃদয়ে ইহা স্থির কর, সর্ব্বধর্ম্মোত্তম কৌলধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। ৪৪। এই পরমপথ পশুসঙ্কটে পড়িয়া সুগুপ্ত আছে, কলির প্রাবল্য উপস্থিত হইলে তখনই ইহা প্রকাশিত হইবে। ৪৫। আমি সত্য সত্য বলিতেছি, কলির প্রাবল্য ঘটিলে কৌলাচারী লোক ব্যতিরেকে পশুভাবাবলম্বী মনুষ্য পৃথিবীতে থাকিবে না। ৪৬। ‡ হে শিবে! হে শান্তে! যখন কলি প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন বৈদিকী বা পৌরাণিকী দীক্ষা পৃথিবীতে স্থান পাইবে না। ৪৭। হে শিবে! হে শান্তে! যে সময়ে সংসারে পাপপুণ্যের বেদোক্ত পরীক্ষার শক্তি থাকিবে না, তখনই জানিবে যে,

* কলিযুগে প্রবৃত্তে তু ইতি বা পাঠঃ।

† বরারোহে—পাঠান্তরম্।

‡ পাশবদ্ধ ও ব্রহ্মজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিকেই পশু কহে। উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে পশু ত্রিবিধ। শৈবাচারে, বেদাচারে বা বৈষ্ণবাচারে থাকিয়া যথাবিধি দেবপূজাদি করিলে এবং দেব প্রতি দ্বেষ না করিলে তাঁহাকেই উত্তম পশু বলা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনে না থাকিয়া যিনি যথেচ্ছাচারী ও দেববিদ্বেষী, তিনি অধম পশু বলিয়া গণ্য। যিনি এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী, তিনি মধ্যম পশু বলিয়া অভিহিত। মূল কথা, মধ্যম ও অধম পশু কোনরূপ আচারনিষ্ঠ নহে, বরং অবিধাচারী।

কচিচ্ছিন্না কচিদ্ভিন্না যদা সুরতরঙ্গিণী।
ভবিষ্যতি কুলেশানি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥ ৪৯
যদা তু ম্লেচ্ছজাতীয়া রাজানো ধনলোলুপাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাপ্রাজ্ঞে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥ ৫০
যদা স্ত্রিয়োঽতিদুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ।
গর্হিষ্যন্তি চ ভর্ত্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥ ৫১
যদা তু মানবা ভূমৌ স্ত্রীজিতাঃ কামকিঙ্করাঃ।
দ্রুহ্যন্তি গুরুমিত্রাদীন্ তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥ ৫২
যদা ক্ষৌণী স্বল্পফলা তোয়দাঃ স্তোকবর্ষিণঃ।
অসম্যক্‌ফলিনো বৃক্ষাস্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥ ৫৩
ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্যা যদা ধনকণেহয়া।
মিথঃ সংপ্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥ ৫৪
প্রকটে মদ্যমাংসাদৌ নিন্দাদণ্ডবিবর্জ্জিতে।
গূঢ়পানং চরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥ ৫৫

দুর্জ্জয় কলি সমুপস্থিত। ৪৮। হে কুলেশানি! তুমি যখন দেখিবে যে, সুরতরঙ্গিণী স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্না হইয়াছে, তখনই জানিবে যে, কলি প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ৪৯। হে মহাপ্রাজ্ঞে। যখন দেখিবে, ম্লেচ্ছজাতীয় নৃপতিগণ অতিশয় অর্থলোলুপ হইয়াছে, তখনই কলির প্রবলতা জানিতে পারিবে। ৫০। যে সময়ে স্ত্রীলোক অতিশয় দুর্দ্দান্ত, কর্কশ ও কলহপ্রিয় হইয়া পতি-নিন্দায় প্রবৃত্ত হইবে, তখনই জানিবে, প্রবল কলি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ৫১। যে সময়ে লোক কামকিঙ্কর ও স্ত্রৈণ হইয়া গুরুজন ও বন্ধুবান্ধবদিগের প্রতি বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে থাকিবে, সেই সময়েই জানিবে, ঘোর কলি উপস্থিত। ৫২। যৎকালে পৃথিবী অল্পফলশালিনী, মেঘ স্বল্পসলিলবর্ষী ও বৃক্ষসকল সামান্য-ফলবান্ হইবে, তখনই জানিবে, কলির ঘোর আধিপত্য দাঁড়াইয়াছে। ৫৩। যৎকালে ধনলোভান্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণ, স্বজনগণ ও অমাত্যগণ পরস্পর কলহে ও বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই জানিবে, ঘোর কলি উপস্থিত। ৫৪। যে সময়ে প্রকাশ্যভাবে

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু যথা মদ্যাদিসেবনম্।
কলাবপি তথা কুর্য্যাৎ কুলধর্ম্মানুসারতঃ॥ ৫৬ *
যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারং সত্যপূতা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ব্যক্তাচারা দয়াশীলা ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥ ৫৭
গুরুশুশ্রূষণে যুক্তা ভক্তা মাতৃপদাম্বুজে।
অনুরক্তাঃ স্বদারেষু ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥ ৫৮
সত্যব্রতাঃ সত্যনিষ্ঠাঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ।
কুলসাধনসত্যা যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥৫৯
কুলমার্গেণ শুদ্ধানি শোধিতানি চ যোগিনে।
যে দদ্যুঃ সত্যবচসে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥৬০

মদ্য-মাংস ভোজন করিলেও কেহ নিন্দা করিবে না, কেহ দণ্ড দিবে না, প্রত্যুত সাধারণে গুপ্তভাবে সুরাপায়ী হইবে, তখনই বুঝিবে, কলির অতিশয় প্রাদুর্ভাব দাঁড়াইয়াছে। ৫৫। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে কুল-ধর্ম্মানুসারে যেরূপ সুরাপানের নিয়ম ছিল, কলিতেও তাহার অন্যথা হইবে না। ৫৬। † যাঁহারা সত্যপূত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্যক্তভাবে কুলাচারের অনুষ্ঠান করিবেন ও সর্ব্বদা সর্ব্বজীবে দয়াশীল হইবেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কলি কিছুই করিতে পারিবে না অর্থাৎ কলি তাঁহাদিগকে প্রপীড়িত করিতে সমর্থ হইবে না। ৫৭। যাঁহারা গুরুশুশ্রূষায় রত, মাতাপিতার চরণভক্ত, স্বপত্নীতে অনুরক্ত, কলি তাঁহাদের প্রতি প্রভাব প্রকাশ করিতে পারিবে না। ৫৮। যাঁহারা সত্যব্রত, সত্যনিষ্ঠ, সত্যধর্ম্মপরায়ণ ও কুলসাধনে রত, কলি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না। ৫৯। যাঁহারা কুলাচারোক্ত নিয়মে শোধিত মৎস্য-মাংসাদি সত্যবাদী যোগীকে প্রদান করিবেন, কলি তাঁহাদের প্রতি আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। ৬০।

* কুলবর্ত্মানুসারতঃ—পাঠান্তরম্।

† বেদে, পুরাণে ও স্মৃতিতে বহু স্থানে বৈধ-মদ্যপানাদির বিধি দেখা যায়। ইহা ব্যতীত মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখা যায়, দত্তাত্রেয় ঋষি ও অপরাপর ব্রাহ্মণেরা সুরাপানাদি করিতেন। হরিবংশ ও মহাভারতেও দৃষ্ট হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, দেবর্ষি নারদ এবং যদুবংশীয় বহু নরনারী সুরাপানে আসক্ত ছিলেন। অধিক কি, রামায়ণেও রামচন্দ্র ও সীতার সুরাপানাদির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

হিংসামাৎসর্য্যরহিতা দম্ভদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ।
কুলধর্ম্মেষু নিষ্ঠা যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥ ৬১
কৌলিকৈঃ সহ সংসর্গং বসতিং কুলসাধুষু।
কুর্ব্বন্তি কৌলসেবাং যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥ ৬২
নানাবেশধরাঃ কৌলাঃ কুলাচারেষু নিশ্চলাঃ।
সেবন্তে ত্বাং কুলাচারৈর্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥ ৬৩
স্নানং দানং তপস্তীর্থং ব্রতং তর্পণমেব চ।
যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারৈর্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥ ৬৪
জীবসেকাদিসংস্কারাঃ পিতৃশ্রাদ্ধাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারৈর্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥ ৬৫
কুলতত্ত্বং কুলদ্রব্যং কুলযোগিনমেব চ।
নমস্কুর্ব্বন্তি যে ভক্ত্যা ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥ ৬৬

যাঁহারা হিংসা, দম্ভ, দ্বেষ ও মাৎসর্য্যবিহীন এবং যাঁহাদের কুলধর্ম্মে নিষ্ঠা আছে, কলি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না। ৬১। যাঁহারা কৌলিকদিগের সহিত সংসর্গ, কুলসাধুগণের নিকটে বসতি ও তাঁহাদের সেবা করিতে থাকেন, কলি তাঁহাদের প্রতি আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিবে না। ৬২। * যে সকল কুলাচারপরায়ণ ব্যক্তি কুলাচারে অবস্থিতি করিয়া নানা বেশ ধারণপূর্ব্বক কুলাচারে তোমার পূজা করেন, † কলি তাঁহাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না। ৬৩। কুলাচারমতে যাঁহারা স্নান, দান, তপস্যা, তীর্থদর্শন, ব্রত এবং তর্পণাদি করেন, কলি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে না। ৬৪। কুলাচার-মতে যাঁহারা গর্ভাধানাদি সংস্কার ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি সমাধা করেন, কলি তাঁহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না। ৬৫। যাঁহারা ভক্তিভাবে কুল-দ্রব্য, কুলতত্ত্ব ও কুলযোগীকে নমস্কার করেন, কলি তাঁহাদিগকে প্রপীড়িত করিতে পারে

* কুলসাধু—শবসাধন, লতাসাধন, শ্মশানসাধন প্রভৃতি যাঁহারা করেন।

† যাঁহারা বাহ্যে শৈববৎ আচরণ করেন, সভাতে বৈষ্ণববৎ হরিনাম কীর্ত্তনাদি করেন, অথচ মনে মনে শক্তির উপাসক, তাঁহারা প্রয়োজনানুসারে বিবিধ রূপ ও বিবিধ প্রকার বেশ ধরিয়া পৃথ্বীতে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

কৌটিল্যানৃতহীনানাং স্বচ্ছানাং কুলমার্গিণাম্।
পরোপকারব্রতিনাং সাধূনাং কিঙ্করঃ কলিঃ ॥ ৬৭
কলের্দ্দোষসমূহস্ত মহানেকো গুণঃ প্রিয়ে।
সত্যপ্রতিজ্ঞকৌলানাং শ্রেয়ঃ সঙ্কল্পমাত্রতঃ ॥৬৮
অপরে তু যুগে দেবি পুণ্যং পাপঞ্চ সাধনম্।
নৃণামাসীৎ কলৌ পুণ্যং কেবলং ন তু দুষ্কৃতম্॥ ৬৯
কুলাচারৈর্বিহীনা যে সততাসত্যভাষিণঃ।
পরদ্রোহপরা যে চ তে নরাঃ কলিকিঙ্করাঃ॥ ৭০
কুলবর্ত্মস্বভক্তা যে পরযোষিৎসু কামুকাঃ।
দ্বেষ্টারঃ কুলনিষ্ঠানাং তে জ্ঞেয়াঃ কলিকিঙ্করাঃ ॥ ৭১
যুগাচারপ্রসঙ্গেন কলেঃ প্রাবল্যলক্ষণম্।
সংক্ষেপাৎ কথিতং ভদ্রে প্রীতয়ে তব পার্ব্বতি ॥ ৭২

না। ৬৬ * যাঁহারা কুটিলতা ও মিথ্যাচারবর্জ্জিত, যাঁহারা পরোপকারপরায়ণ ও সাধু, যাঁহারা নির্ম্মলস্বভাব ও কুলধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, কলি তাঁহাদের নিকট কিঙ্কর-স্বরূপ হইয়া থাকে। ৬৭। হে প্রিয়ে! কলি সমূহ দোষের আকর হইলেও উহার একটি বিশেষ গুণ এই যে, যাঁহারা সত্যপ্রতিজ্ঞ ও কুলাচারপরায়ণ, তাঁহারা সঙ্কল্পমাত্রে শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। ৬৮। † হে দেবি! অন্যান্য যুগে পাপ-পুণ্য মনের সংকল্প দ্বারাই হইত, কিন্তু এ যুগে মানসে সংকল্পিত কর্ম্মানুসারে কেবল পুণ্য প্রকাশ পায় কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে পাপ প্রকাশিত হয় না। ৬৯। যাহারা মিথ্যাবাদী, কুলাচারবর্জ্জিত ও পরের অনিষ্টকারী, তাহারাই কলির কিঙ্কর। ৭০। যাহারা কুলপথের ঘৃণা করে, যাহারা পরস্ত্রীকামুক, যাহারা কুলাচারপরায়ণগণের প্রতি দ্বেষ করে, তাহারাই কলির কিঙ্কর বলিয়া কীর্ত্তিত। ৭১। হে পার্ব্বতি! হে ভদ্রে! আমি যুগাচার-প্রসঙ্গে তোমার প্রীতি সম্পাদনের জন্য সংক্ষেপে কলির প্রাবল্য-লক্ষণ বর্ণন করিলাম। ৭২।

* কুলদ্রব্য—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও শক্তি। কুলতত্ত্ব—বজ্রপুষ্প, স্বয়ম্ভূপুষ্প, কুণ্ডকুসুম, গোলপুষ্প ও সার্ব্বকালিক কুসুম। বিন্দুকেও কুলতত্ত্বমধ্যে গণ্য করা যায়।

† ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কুলসাধক কোন সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে দৈবপ্রতিকূলতায় যদি তাহা সম্পন্ন না হয়, তথাপি তিনি অভীষ্ট কার্য্যের পূর্ণ ফল লাভ করেন।

প্রকটেঽত্র কলৌ দেবি সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ।
স্থাস্যত্যেকং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ো ভবেৎ ॥ ৭৩
সত্যধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্ম কুরুতে নরঃ।
তদেব সফলং কর্ম্ম সত্যং জানীহি সুব্রতে ॥ ৭৪
ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৭৫
সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপো ব্যর্থমূষরে বপনং যথা ॥ ৭৬
সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো ন হি ॥ ৭৭
অতএব ময়া প্রোক্তং দুষ্কৃতে প্রবলে কলৌ।
কুলাচারোঽপি সত্যেন কর্ত্তব্যো ব্যক্তভাবতঃ ॥ ৭৮
গোপনাদ্ধীয়তে সত্যং ন গুপ্তিরনৃতং বিনা।
তস্মাৎ প্রকাশতঃ কুর্য্যাৎ কৌলিকঃ কুলসাধনম্ ॥ ৭৯
কুলধর্ম্মস্য গুপ্ত্যর্থং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্।
যদুক্তং কুলতন্ত্রেষু ন শস্তং প্রবলে কলৌ ॥ ৮০

হে দেবি ! কলি প্রাদুর্ভূত হইলে, সমস্ত ধর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, তৎকালে কেবল একমাত্র সত্য অবস্থিতি করিবে, অতএব সত্যময় হওয়া সকলের কর্ত্তব্য। ৭৩। হে সুব্রতে। মানবগণ এই কালে সত্যধর্ম্মের আশ্রয়ে যে কর্ম্ম করিবে, তাহা সিদ্ধ হইবেই হইবে, ইহা সত্য জানিও। ৭৪। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং মিথ্যা অপেক্ষা পাপ আর নাই, এই জন্য একমাত্র সত্য অবলম্বন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। ৭৫। যে পূজা বা জপ অথবা তপস্যায় সত্যের সংস্রব নাই, তাহা মরুভূমি-নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় নিরর্থক। ৭৬। সত্যই পরব্রহ্ম এবং সত্যই প্রধান তপস্যা, সমুদয় ক্রিয়া সত্যমূলক, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই। ৭৭। আমি এই জন্য তোমাকে বলিতেছি, পাপময় কলির অধিকারে সত্যের অনুসরণে প্রকাশ্যভাবে কুলাচারের অনুষ্ঠান করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। ৭৮। গোপন করিলে সত্যের অপলাপ হয়, কেন না, মিথ্যাচার ভিন্ন গোপন সম্ভবনীয় নহে, অতএব কৌলিক লোক প্রকাশ্যভাবে কুলসাধন করিতে থাকিবে। ৭৯। আমি কুলতন্ত্রে উল্লেখ করিয়াছি যে, কুলধর্ম্মরক্ষার জন্য

কৃতে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদস্ত্রেতায়াং পাদহীনকঃ।
দ্বিপাদো দ্বাপরে দেবি পাদমাত্রং কলৌ যুগে ॥ ৮১
তত্রাপি সত্যং বলবৎ তপঃ খঞ্জং দয়াপি চ।
সত্যপাদে কৃতে লোপে ধর্ম্মলোপঃ প্রজায়তে।
তস্মাৎ সত্যং সমাশ্রিত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৮২
কুলাচারং বিনা যত্র নাস্ত্যপায়ঃ কুলেশ্বরি।
তত্রানৃতপ্রবেশশ্চেৎ কুতো নিঃশ্রেয়সং ভবেৎ ॥ ৮৩
সর্ব্বথা সত্যপূতাত্মা মন্মুখেরিতবর্ত্মনা।
সর্ব্বং কর্ম্ম নরঃ কুর্য্যাৎ স্বস্ববর্ণাশ্রমোদিতম্ ॥ ৮৪
দীক্ষাং পূজাং জপং হোমং পুরশ্চরণতর্পণম্।
ব্রতোদ্বাহৌ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা ॥ ৮৫
জাতকর্ম্ম তথা নামচূড়াকরণমেব চ।
মৃতক্রিয়াং পিতৃশ্রাদ্ধং কুর্য্যাদাগমসম্মতম্ ॥ ৮৬

তাহা গোপন করিলে মিথ্যা আচার হয় না, কিন্তু তাহা বলিয়া প্রবল কলির অধিকারে এই উপদেশ প্রশস্ত নহে। ৮০। সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল, ত্রেতায় উহার একপাদ হীন হয়। হে দেবি! দ্বাপরে ধর্ম্মের দুই পাদ-মাত্র অবশিষ্ট থাকে; কলিতে ধর্ম্মের পাদমাত্র অবশিষ্ট আছে। ৮১। (আশ্চর্য্য!) সেই একপাদ ধর্ম্মেরও তপস্যা ও দয়ার অংশ খঞ্জ হইয়াছে, এক্ষণে কেবল একমাত্র সত্য বলবৎ আছে, যদি ঐ সত্যরূপ পাদ ভগ্ন করা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র থাকে না। হে কুলেশ্বরি! আমি এই জন্য বলি, সত্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সকল কর্ম্মসাধন করা কর্ত্তব্য। ৮২। কলিতে কুলাচার ভিন্ন যখন আর কিছুই উপায় নাই, তখন এই কুলাচারে যদি মিথ্যাভাব প্রবেশ করে, তাহা হইলে কিরূপে মোক্ষ ঘটিতে পারে? ।৮৩। অতএব সর্ব্বদা সত্যের আশ্রয়ে পবিত্রাত্মা হইয়া আমার কথাক্রমে আপনার বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী সকল কার্য্য করিবে। ৮৪। দীক্ষা, পূজা, জপ, হোম, পুরশ্চরণ, তর্পণ, ব্রত, উদ্বাহ, পুংসবন, সীমন্তো-ন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পিতৃশ্রাদ্ধ, ইত্যাদি কর্ম্ম

তীর্থশ্রাদ্ধং বৃষোৎসর্গং শারদোৎসবমেব চ।
যাত্রাং গৃহপ্রবেশঞ্চ নববস্ত্রাদিধারণম্ ॥ ৮৭
বাপীকূপতড়াগানাং সংস্কারং তিথিকর্ম্ম চ।
গৃহারম্ভপ্রতিষ্ঠাঞ্চ দেবানাং স্থাপনং তথা ॥ ৮৮ *
দিবাকৃত্যং নিশাকৃত্যং পর্ব্বকৃত্যং তথৈব চ।
ঋতুমাসবর্ষকৃত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ ॥ ৮৯
কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং ত্যাজ্যং গ্রাহ্যঞ্চ যদ্ভবেৎ।
ময়োক্তেন বিধানেন তৎ সর্ব্বং সাধয়েন্নরঃ ॥ ৯০
ন কুর্য্যাদ্যদি মোহেন দুর্ম্মত্যাশ্রদ্ধয়াপি বা।
বিনষ্টঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো বিষ্ঠায়াং স ভবেৎ কৃমিঃ ॥ ৯১
যদি মন্মতমুৎসৃজ্য মহেশি প্রবলে কলৌ।
যদা তৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম বিপরীতায় তদ্ভবেৎ ॥ ৯২
মন্মতাসম্মতা দীক্ষা সাধকপ্রাণঘাতিনী।
পূজাপি বিফলা দেবি হুতং ভস্মার্পণং যথা। †
দেবতা কুপিতা তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ৯৩

আগমানুসারেই করিবে। ৮৫-৮৬। তীর্থশ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গ, শারদীয়োৎসব, যাত্রা, গৃহপ্রবেশ, নববস্ত্রালঙ্কারধারণ, বাপী-কূপ-তড়াগাদি খনন ও সংস্কার, তিথিকৃত্য, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রতিষ্ঠা, দেবতাস্থাপন, দিবাকৃত্য, নিশাকৃত্য, ঋতুকৃত্য, মাসকৃত্য, বর্ষকৃত্য, পর্ব্বকৃত্য, নিত্য-নৈমিত্তিক যাহা কর্ত্তব্য ও যাহা অকর্ত্তব্য, যাহা ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য, বিবেচনানুসারে মদুক্ত তন্ত্রবিধিমতে তৎসমুদয় সাধন করা কর্ত্তব্য। ৮৭-৯০। যদি মোহবশে, দুর্ব্বুদ্ধি বা অশ্রদ্ধাবশে কেহ উক্ত সাধনা না করে, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্ব-কর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া বিনষ্ট এবং বিষ্ঠাহ্রদে কৃমি হইতে হইবে। ৯১। হে মহেশি! কলির প্রবল অধিকারকালে যদি কেহ আমার মত উপেক্ষা করিয়া অন্যমত-গ্রহণে কোন কার্য্য করে, তাহা বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে। ৯২। যে দীক্ষা আমার মতের বিরোধী, তাহা গ্রহণ করিলে সাধকের প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে। হে দেবি! ভস্মে আহুতি প্রদানের ন্যায় তাহার সেই

* দেবতাস্থাপনং তথা—পাঠান্তরম্
† ভস্মার্পিতং যথা—পাঠান্তরম্।

কলিকালে প্রবৃদ্ধে তু জ্ঞাত্বা মচ্ছাস্ত্রমম্বিকে।
যোঽন্যমার্গৈঃ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ॥ ১৪
ব্রতোদ্বাহৌ প্রকুর্ব্বাণো যোঽন্যমার্গেণ মানবঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ১৫
ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তো ব্রাত্যো মাণবকো ভবেৎ।
কেবলং সূত্রধারোঽসৌ চণ্ডালাদধমোঽপি সঃ॥ ১৬
উদ্বাহিতাপি যা নারী জানীয়াৎ সা তু গর্হিতা। *
উদ্বোঢাপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ কুলনায়িকে।
বেশ্যাগমনজং পাপং তস্য পুংসো দিনে দিনে॥ ১৭
তদ্দত্তাদন্নতোয়াদি † নৈব গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ।
পিতরোঽপি ন চাশ্নন্তি যতস্তন্মলপূয়বৎ॥ ১৮

পূজাও বিফল হইয়া যায়। (অধিক কি,) দেবতা তাহার প্রতি কুপিত হন এবং তাহার পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ১৩। হে অম্বিকে! প্রবল কলির প্রাদুর্ভাবে মদুক্ত শাস্ত্র অবগত হইয়াও যে ব্যক্তি অন্য পথাবলম্বনে ক্রিয়া-সাধন করিবে, সে ব্যক্তি মহাপাতকী হইবে। ১৪। যে অন্যপথাবলম্বনে ব্রত বা বিবাহ করিবে, যত কাল চন্দ্রসূর্য্য, তত কাল তাহার নরকবাস। ১৫। আমার মত পরিত্যাগ করিয়া মতান্তরে ব্রত করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হইবে; এইরূপে যাহার উপনয়ন হইবে, তাহার পাতিত্য ঘটিবে, সে কেবল সূত্রধারী হইয়াও চণ্ডাল অপেক্ষা অধম হইবে। ১৬। যদি কোন স্ত্রী অন্য নিয়মে বিবাহিতা হয়, তাহা হইলে, হে কুলনায়িকে! তাহাকে নিন্দনীয়া বলিয়া জানিবে। তাহার সহবাস করিলে পাতকী হইতে হইবে। (অধিক কি বলিব), বেশ্যাগমনে যে পাপ ঘটিয়া থাকে, ঐ পাতকিনীর সহবাসেও দিনে দিনে তদনুরূপ পাপ ঘটে। ১৭। যদি ঐ নারী স্বহস্তে অন্ন ও জলাদি প্রদান করে, তাহা হইলে দেবতারা তাহা গ্রহণ করেন না; পিতৃগণও মল ও পূয় মনে

* তাং তু গর্হিতাম্—ইতি বা পাঠঃ
† তদ্দত্তজলতোয়াদি—পাঠান্তরম্।

তয়োরপত্যং কানীনঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
দৈবে পৈত্রে কুলাচারে * নাধিকারোঽস্ত জায়তে॥ ৯৯
অশাম্ভবেন মার্গেণ দেবতাস্থাপনং চরেৎ।
ন সান্নিধ্যং ভবেত্তত্র দেবতায়াঃ কথঞ্চন।
ইহামুত্র ফলং নাস্তি কায়ক্লেশো ধনক্ষয়ঃ॥ ১০০
আগমোক্তবিধিং হিত্বা যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
শ্রাদ্ধং তদ্বিফলং সোঽপি পিতৃভির্নরকং ব্রজেৎ॥ ১০১
তত্তোয়ং শোণিতসমং পিণ্ডো মলময়ো ভবেৎ। †
তস্মান্মর্ত্ত্যঃ প্রযত্নেন শাঙ্করং মতমাশ্রয়েৎ॥ ১০২
বহুনাত্র কিমুক্তেন সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। ‡
অশাম্ভবং কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বং দেবি নিরর্থকম্॥ ১০৩

করিয়া তাহা স্পর্শ করেন না। ৯৮। যদি ঐ গর্ভে পুত্রোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সে কানীন ও সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূত হইবে। দৈবকর্ম্ম, পিতৃকর্ম্ম ও কুলাচারে উক্ত সন্তানের কোন অধিকার থাকিবে না। ৯৯। যে ব্যক্তি শিবের নির্দ্দিষ্ট পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্য মতে দেবতাস্থাপন করে, তৎকৃত দেবপ্রতিষ্ঠাতে দেবতার সান্নিধ্য ঘটিবে না এবং সেই ব্যক্তির ইহ ও পরকালে কোন ফললাভ হইবে না। তাহার কেবল কায়ক্লেশ ও অকারণ অর্থব্যয় হইবে। ১০০। যে ব্যক্তি আগমোক্ত বিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহার তাহা নিষ্ফল হয় এবং শ্রাদ্ধ-কর্ত্তাও পিতৃপুরুষগণের সহিত নরকগামী হইয়া থাকে। ১০১। তদ্দত্ত তোয় শোণিত তুল্য এবং পিণ্ড মলময় হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে শঙ্করের মতানুসরণ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। ১০২। আমি অধিক আর কি বলিব, সত্য সত্য বলিতেছি, হে দেবি! যাহারা শম্ভুর উক্তি অবহেলা করিয়া কার্য্য করে, তাহাদের সেই কার্য্য নিষ্ফল হইয়া থাকে। ১০৩।

* দৈবে পিত্রে কুলাচারে—পাঠান্তরম্।
† পিণ্ডং মলময়ং ভবেৎ—পাঠান্তরম্।
‡ সত্যং সত্যং ময়োদিতম্—ইতি বা পাঠঃ।

অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি।
শাম্ভবাচারহীনস্য নরকান্নৈব নিষ্কৃতিঃ॥ ১০৪
মদুদীরিতমার্গেণ নিত্য-নৈমিত্তকর্ম্মণাম্।
সাধনং যন্মহেশানি তদেব তব সাধনম্॥ ১০৫
বিশেষারাধনং তত্র মন্ত্রযন্ত্রাদি-সংযুতম্।
ভেষজং কলিরোগাণাং শ্রূয়তাং গদতো মম॥ ১০৬

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যা সদাশিবসংবাদে জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নে পরাপ্রকৃতি-সাধনোপক্রমো নাম চতুর্থোল্লাসঃ।

অন্য কথা কি, মতান্তরে ধর্ম্মসঞ্চয় করা দূরে থাকুক, সঞ্চিত ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শৈবাচারবিহীন, তাহার নরক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ান্তর নাই। ১০৪। হে মহেশানি! আমি যে পথের কথা বলিতেছি, যদি এইরূপে লোক নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যসাধন করে, তাহা হইলে তোমারই সাধন হইয়া থাকে। ১০৫। যে আরাধনা কলিরোগের মহৌষধস্বরূপ, যাহাতে বহুবিধ মন্ত্র ও যন্ত্রাদির বিধান আছে, তুমি আমার নিকট হইতে সেই বিশিষ্ট আরাধনার কথা শ্রবণ কর, আমি উহা বলিতেছি। ১০৬।

ইতি পরাপ্রকৃতিসাধনোপক্রম নামক চতুর্থ উল্লাস সমাপ্ত।

# পঞ্চমোল্লাস

শ্রীসদাশিব উবাচ

ত্বমাদ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
তব শক্ত্যা বয়ং শক্তাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াদিষু ॥ ১
তব রূপাণ্যনন্তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।
নানাপ্রয়াসসাধ্যানি বর্ণিতুং কেন শক্যতে ॥ ২
তব কারুণ্যলেশেন কুলতন্ত্রাগমাদিষু।
তেষামর্চ্চাসাধনানি কথিতানি যথামতি ॥ ৩
গুপ্তসাধনমেতত্তু ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্।
অস্য প্রসাদাৎ কল্যাণি ময়ি তে করুণেদৃশী ॥ ৪
ত্বয়া পৃষ্টমিদানীং তৎ নাহং গোপয়িতুং ক্ষমঃ।
কথয়ামি তব প্রীত্যৈ মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে ॥ ৫
সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্।
তৎপ্রাপ্তিমূলমচিরাত্তব সন্তোষকারণম্ ॥ ৬

সদাশিব কহিলেন, তুমি আদ্যা পরমাশক্তি এবং সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী, তোমার শক্তিসাহায্যে আমরা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্যে সমর্থ হইয়া থাকি। ১। তোমার রূপ অনন্ত এবং বর্ণ ও আকৃতি নানাবিধ, সমুদয় রূপের সাধনাও বহুতর আয়াসসাধ্য। কোন্ ব্যক্তি ইহার সবিশেষ বর্ণনে সমর্থ হয়? ২। তবে তোমার করুণা-কণা-প্রভাবে কুলতন্ত্র ও অন্যান্য আগমে তোমার সমুদয় রূপ ও পূজা সাধনাদি যতদূর সাধ্য বর্ণন করিয়াছি। ৩। আমি কোন স্থানে গুপ্তসাধনবিষয় প্রকাশ করি নাই। হে কল্যাণি! এই সাধন-প্রসাদে আমার প্রতি তোমার এতাদৃক্ করুণা-সঞ্চার আছে। ৪। প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ বলিয়া তোমার নিকটে ঐ গুপ্তসাধন গুপ্ত রাখিতে পারিলাম না, ইহা আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়, তোমার প্রীতির জন্য বলিতেছি। ৫। উহা দ্বারা সর্ব্বদুঃখ নিবারিত ও সকল আপদ্ প্রশমিত হয়, ইহা তোমার সন্তোষের মূল এবং ইহারই সাহায্যে তোমাকে পাওয়া যাইতে

কলিকল্মষদীনানাং নৃণাং স্বল্পায়ুষাং প্রিয়ে।
বহুপ্রয়াসাশক্তানামেতদেব পরং ধনম্॥ ৭
ন চাত্র ন্যাসবাহুল্যং নোপবাসাদিসংযমঃ।
সুখসাধ্যমবাহুল্যং ভক্তানাং ফলদং মহৎ॥ ৮
তত্রাদৌ শৃণু দেবেশি মন্ত্রোদ্ধারক্রমং শিবে।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ জীবন্মুক্তঃ প্রজায়তে॥ ৯
প্রাণেশস্তৈজসারূঢ়ো ভেরুণ্ডাব্যোমবিন্দুমান্।
বীজমেতৎ সমুদ্ধৃত্য দ্বিতীয়মুদ্ধরেৎ প্রিয়ে॥ ১০
সন্ধ্যা রক্তসমারূঢ়া বামনেত্রেন্দুসংযুতা।
তৃতীয়ং শৃণু কল্যাণি দীপসংস্থঃ প্রজাপতিঃ॥ ১১
গোবিন্দবিন্দুসংযুক্তঃ সাধকানাং সুখাবহঃ।
বীজত্রয়ান্তে পরমেশ্বরি সম্বোধনং পদম্॥ ১২
বহ্নিকান্তাবধিঃ প্রোক্তো দশার্ণোঽয়ং মন্ত্রঃ শিবে।
সর্ব্ববিদ্যাময়ী দেবী বিদ্যেয়ং পরমেশ্বরী॥ ১৩

---

পারে। ৬। প্রিয়ে! কলিকালের জীব পাপভারে আক্রান্ত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া অতিশয় অল্পায়ু হইবে, তাহারা বহুপ্রয়াসে অসমর্থ, সুতরাং তাহাদের পক্ষে এই সাধনই পরম ধন। ৭। ইহাতে ন্যাসবাহুল্য বা উপবাসাদি সংযমবিধি নাই, ইহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও অনায়াসসাধ্য, বিশেষতঃ এই সাধন ভক্তের মহৎ ফলদায়ক। ৮। হে দেবেশি! এ সম্বন্ধে প্রথমে মন্ত্রোদ্ধারের ক্রম নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণমাত্রেই জীব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ৯। প্রাণেশ (হ) তৈজস (রেফে) আরোহণ করিলে, তাহাতে ভেরুণ্ডা (ঈ) সংযুক্ত করিয়া ব্যোমবিন্দু (ঁ) যোগ করিবে। হে প্রিয়ে! এই প্রকারে (হ্রীঁ) বাজোদ্ধার করিয়া দ্বিতীয় বীজ উদ্ধার করিতে হইবে। ১০। সন্ধ্যা (শ) রক্তের (র) উপর আরোহণ করিবে, তাহাতে বামনেত্র (ঈ) ও ইন্দু (ঁ) যোগ করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র "শ্রীঁ" হইবে। কল্যাণি! অনন্তর তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতি অর্থাৎ ক, দীপ অর্থাৎ রকারের উপর থাকিবে। ১১। ইহাতে গোবিন্দ অর্থাৎ ঈ এবং বিন্দু (ঁ) সংযোগ করিবে, এই "ক্রীঁ" বীজ সাধকদিগের পক্ষে সুখাবহ. এই বীজত্রয়ের পরে "পরমেশ্বরি" এই সম্বোধন পদ প্রয়োগ করিবে। ১২। এই মন্ত্রশেষে বহ্নিকান্তা

আদ্যত্রয়াণাং বীজানাং প্রত্যেকং ত্রয়মেব বা।
প্রজপেৎ সাধকাধীশঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৪
বীজমাদ্যত্রয়ং হিত্বা সপ্তার্ণাপি দশাক্ষরী।
কামবাগ্‌ভবতারাদ্যা সপ্তার্ণাষ্টাক্ষরী ত্রিধা ॥ ১৫
দশার্ণামন্ত্রণপদাৎ কালিকে পদমুচ্চরেৎ।
পুনরাদ্যত্রয়ং বীজং বহ্নিজায়াং ততো বদেৎ ॥ ১৬
ষোড়শীয়ং সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
বধ্বাদ্যা প্রণবাদ্যা চেদেষা সপ্তদশী দ্বিধা ॥ ১৭
তব মন্ত্রা হ্যসংখ্যাতাঃ কোটিকোট্যর্ব্বুদাস্তথা।
সংক্ষেপাদত্র কথিতা মন্ত্রাণাং দ্বাদশ প্রিয়ে ॥ ১৮

---

অর্থাৎ স্বাহা এই পদ উচ্চারিত হইবে। হে শিবে! ইহাতে "হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্র হইবে, ইহাই সর্ব্ববিদ্যাময়ী দেবী পরমেশ্বরী বিদ্যা। ১৩। * সাধকোত্তম সর্ব্বকামনাসিদ্ধির জন্য এই আদ্য বীজ তিনটির মধ্যে সমুদয় বা যে কোন একটি মাত্র জপ করিতে পারেন। ১৪। দশাক্ষর মন্ত্রের হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ তিনটি প্রথমবীজ ত্যাগ করিলে, 'পরমেশ্বরি স্বাহা' এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র হয়; ইহার পূর্ব্বে (ক্লীঁ) কামবীজ, (ঐঁ) বাগ্‌ভববীজ ও প্রণব (ওঁ) যোগ করিলে ক্লীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা, ঐঁ পরমেশ্বরি স্বাহা, ওঁ পরমেশ্বরি স্বাহা এই অষ্টাক্ষরযুক্ত তিনটি মন্ত্র হইয়া থাকে। ১৫। উক্ত দশাক্ষর মন্ত্রের সম্বোধনপদের অন্তে 'কালিকে' এই পদ উচ্চারণ করিবে, পরে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ আদ্য বীজত্রয় উচ্চারণ করিয়া বহ্নিবধূ অর্থাৎ স্বাহা পদ উচ্চারণ করিবে। ১৬। তখন হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি কালিকে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ স্বাহা এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হইবে; ইহা সকল তন্ত্রেই গুপ্ত আছে। আমি তোমার নিকটে সমস্তই কহিলাম। যদি এই মন্ত্রের প্রথমে শ্রীঁ অথবা ওঁ যোগ হয়, তাহা হইলে দুইটি সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র হইবে। ১৭। হে প্রিয়ে! তোমার কোটি কোটি, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ অথবা

---

* সমুদয় মন্ত্রই ভিন্ন ভিন্ন মাতৃকাবর্ণ হইতে সঞ্জাত। যে মন্ত্রের দেবতা পুরুষ, তাহা মন্ত্র-শব্দবাচ্য; যে মন্ত্রের দেবতা স্ত্রী, তাহার নাম বিদ্যা। যাবতীয় মন্ত্রই পুং-স্ত্রী-নপুংসক-ভেদে ত্রিবিধ। হুঁ বা ফট্ শেষে থাকিলে তাহার নাম পুংমন্ত্র, অন্তে স্বাহা থাকিলে তাহার নাম স্ত্রীমন্ত্র এবং অন্তে নমঃ থাকিলে তাহাকে নপুংসক মন্ত্র বলে। এতদতিরিক্ত মন্ত্র বা বিদ্যার নাম মহামন্ত্র বা মহাবিদ্যা।

যেষু যেষু চ তন্ত্রেষু যে যে মন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তে সর্ব্বে তব মন্ত্রাঃ স্যুস্ত্বমাদ্যা প্রকৃতির্যতঃ ॥ ১৯
এতেষাং সর্ব্বমন্ত্রাণা*মেকমেব হি সাধনম্।
কথয়ামি তব প্রীত্যৈ তথা লোকহিতায় চ ॥ ২০
কুলাচারং বিনা দেবি শক্তিমন্ত্রো ন সিদ্ধিদঃ।
তস্মাৎ কুলাচাররতঃ সাধয়েচ্ছক্তিসাধনম্ ॥ ২১
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
শক্তিপূজাবিধাবাদ্যে পঞ্চতত্ত্বং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২২
পঞ্চতত্ত্বং বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে।
নেষ্টসিদ্ধির্ভবেত্তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ২৩

অসংখ্য মন্ত্র আছে, সংক্ষেপে এ স্থলে দ্বাদশটি মন্ত্রের কথা কহিলাম। ১৮। যে যে তন্ত্রে যে যে মন্ত্রের কথা উক্ত হইয়াছে, সে সকলই তোমার মন্ত্র; কারণ, তুমিই আদ্যা প্রকৃতি। ১৯। † সকল মন্ত্রের সাধনাই এক প্রকার; আমি লোকের হিত এবং তোমার প্রীতির জন্য সেই সাধনের কথা বলিতেছি । ২০ । হে দেবি! কুলাচার ব্যতিরেকে শক্তিমন্ত্র সিদ্ধিদায়ক হয় না, সুতরাং কুলাচারে রত থাকিয়া শক্তিমন্ত্র সাধন করা কর্ত্তব্য। ২১। হে আদ্যে! শক্তি-পূজা-প্রকরণে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চতত্ত্ব সাধকস্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২২। পঞ্চতত্ত্ব ব্যতিরেকে পূজা করিলে ঐ পূজা অভিচারস্বরূপ অর্থাৎ প্রাণনাশকারিণী হইয়া থাকে, ‡ বিশেষতঃ তাহাতে সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক,

* এতেষাং তব মন্ত্রাণাম্—পাঠান্তরম্।

† যত দেবদেবী ও যত মন্ত্র আছে, পরব্রহ্ম হইতে কেহই স্বতন্ত্র নহে; সকলই মূলপ্রকৃতি সমন্বিত ব্রহ্ম হইবে সঞ্জাত। অতএব যে কোন মন্ত্রের বা যে কোন দেবতার আরাধনা করা হউক, আদ্যারই আরাধনা সম্পন্ন হইবে।

‡ কুলাচারমার্গ অতীব কঠিন। পাকা গুরু না পাইলে এই পথের পথিক হইতে নাই। ভুক্তিকিৎসক ভববাধির প্রশমনার্থ মহেশ্বর এই পঞ্চতত্ত্বরূপ মহৌষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। "বিষস্য বিষমৌষধম্" নীতি অবলম্বন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে মদ্য ও মৈথুন অর্থাৎ রমণী এই দুইটিই প্রধান এবং ইহাদের মোহিনীশক্তি সহজনিবার্য্য নহে। মাংস, মৎস্য

শিলায়াং শস্যবাপে চ যথা নৈবাঙ্কুরো ভবেৎ।
পঞ্চতত্ত্ববিহীনায়াং পূজায়াং ন ফলোদ্ভবঃ ॥ ২৪
প্রাতঃকৃত্যং বিনা দেবি নাধিকারী তু কর্ম্মসু।
তস্মাদাদৌ প্রবক্ষ্যামি প্রাতঃকৃত্যং যথোচিতম্ ॥ ২৫
রজনীশেষযামস্য শেষার্দ্ধমরুণোদয়ঃ।
তদা সাধক উত্থায় মুক্তস্বাপঃ কৃতাসনঃ।
ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্ ॥ ২৬
শ্বেতাম্বরপরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্।
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহম্ ॥ ২৭
বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্ ॥ ২৮
এবং ধ্যাত্বা কুলেশানি মানসৈরুপচারকৈঃ।
পূজয়িত্বা জপেন্মন্ত্রী বাগ্ভবং বীজমুত্তমম্ ॥ ২৯

---

পদে পদে ভয়ানক বিঘ্ন ঘটে। ২৩। শিলাতে শস্যবীজ বপন করিলে যেরূপ অঙ্কুরপ্ররোহ হয় না, সেইরূপ পঞ্চতত্ত্ব-বর্জ্জিত পূজায় কোন ফল ফলে না। ২৪॥ হে দেবি! প্রাতঃকৃত্য না করিলে কার্য্যে অধিকার ঘটে না, সেই জন্য প্রথমে যথোচিত প্রাতঃকৃত্যবিধি বলিতেছি। ২৫। রাত্রির শেষ প্রহরের শেষার্দ্ধকালকে অরুণোদয়কাল বলে। ঐ অরুণোদয়সময়ে নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া মস্তকে শুক্লপদ্মে দ্বিভুজ দ্বিনেত্র গুরু উপবিষ্ট আছেন, এইরূপ ভাবনা করা শিষ্যের কর্ত্তব্য। ২৬। তাঁহার পরিধান শুভ্র বসন, শরীর শ্বেতমাল্য ও শ্বেতচন্দনে চর্চ্চিত, তিনি শান্ত ও করুণার আধার, হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা। ২৭। তদীয় বামভাগে উৎপল ধারণপূর্ব্বক শক্তি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, তাঁহার মুখমণ্ডল হাস্যময় ও প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ। তিনি সাধকের অভীষ্ট-দায়ক। ২৮। হে মহেশানি! মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চ্চনাপূর্ব্বক ঐঁ এই দিব্য মন্ত্র জপ করিবে। ২৯। *

প্রভৃতি ঐ দুইটির সহকারী। যিনি কৌল হইবেন, তাঁহাকে এই পঞ্চতত্ত্বের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য সদ্গুরুসকাশে শিক্ষা করিতে হইবে; নচেৎ পদে পদে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভব।

* মানসপূজা সবিস্তার অস্মৎকৃত "ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি" গ্রন্থে বিবৃত আছে।

যথাশক্তি জপং কৃত্বা সমর্প্য দক্ষিণে করে।
ততস্তু প্রণমেদ্ধীমান্ মন্ত্রেণানেন সদ্‌গুরুম্ ॥ ৩০
ভবপাশবিনাশায় জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদর্শিনে।
নমঃ সদ্‌গুরবে তুভ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে ॥ ৩১
নরাকৃতি-পরব্রহ্মরূপায়াজ্ঞানহারিণে।
কুলধর্ম্মপ্রকাশায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩২
প্রণম্যৈবং গুরুং তত্র চিন্তয়েন্নিজদেবতাম্।
পূর্ব্ববৎ পূজয়িত্বা তাং মূলমন্ত্রজপং চরেৎ ॥ ৩৩
যথাশক্তি জপং কৃত্বা দেব্যা বামকরেঽর্পয়েৎ।
মন্ত্রেণানেন মতিমান্ প্রণমেদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৩৪
নমঃ সর্ব্বস্বরূপিণ্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে কর্ত্র্যৈ হর্ত্র্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩৫
নমস্কৃত্য বহির্গচ্ছেদ্বামপাদপুরঃসরম্।
ত্যক্ত্বা মূত্রপুরীষঞ্চ দন্তধাবনমাচরেৎ ॥ ৩৬

অনন্তর যথাশক্তি জপ করিয়া দেবীর দক্ষিণ-হস্তে জপ সমর্পণপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সদ্‌গুরুর চরণে প্রণাম করিবে। ৩০। হে গুরুদেব! আপনি ভবপাশবিনাশের কর্ত্তা, আপনি জ্ঞান-দৃষ্টি-প্রদর্শক, আপনা হইতে ভোগ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, অতএব আপনাকে নমস্কার। ৩১। আপনি নর-দেহ-ধারী, কিন্তু অজ্ঞানহারী পরব্রহ্মমূর্ত্তি, আপনা হইতে কুলধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে, অতএব শ্রীগুরুদেব, আপনাকে নমস্কার। ৩২। গুরুদেবকে এইরূপে নমস্কার করিয়া নিজ ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় পূজা করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। ৩৩। যথাশক্তি জপ সমাধা করিয়া দেবীর বামকরে উহা সমর্পণপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিতে হইবে। ৩৪। আপনি সর্ব্বস্বরূপিণী, জগদ্ধাত্রী, আদ্যা ও কালিকা, আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্রী, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। ৩৫। নমস্কারান্তে অগ্রে বামপাদ প্রক্ষেপপূর্ব্বক বহির্গত হইবে,

* কর্ত্র্যৈ হর্ত্র্যৈ নমোঽস্তু তে—পাঠান্তরম্।

ততো গত্বা জলাভ্যাসে স্নানং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি। *
আদাবপ উপস্পৃশ্য প্রবিশেৎ সলিলে ততঃ ॥ ৩৭
নাভিমাত্রজলে স্থিত্বা মলানামপনুত্তয়ে।
সকৃৎ স্নাত্বা তথোন্মৃজ্য মান্ত্রমাচমনং চরেৎ ॥ ৩৮
আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈঃ স্বাহান্তৈঃ সাধকাগ্রণীঃ।
ত্রিঃ প্রাশ্যাপো দ্বিরুন্মৃজ্যেত্যাচমেৎ † কুলসাধকঃ ॥ ৩৯
কুলযন্ত্রং মন্ত্রগর্ভং বিলিখ্য সলিলে সুধীঃ।
মূলমন্ত্রং দ্বাদশধা তস্যোপরি জপেৎ প্রিয়ে ॥ ৪০
তেজোরূপং জলং ধ্যাত্বা সূর্য্যমুদ্দিশ্য দেশিকঃ।
ততোঽঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা তেনৈব পাথসা ত্রিধা।
অভিষিচ্য স্বমূর্দ্ধানং সপ্তচ্ছিদ্রাণি রোধয়েৎ ॥ ৪১
ততস্তু দেবতা-প্রীত্যৈ ত্রির্নিমজ্জ্য জলান্তরে।
উত্থায় গাত্রং সংমার্জ্জ্য পিদধ্যাচ্ছুদ্ধবাসসী ॥ ৪২

অনন্তর মলমূত্র ত্যাগ ও দন্তধাবন করিবে। ৩৬। পরে জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া যথাবিধি স্নান করিবে। অগ্রে আচমন করিয়া পরে জলে অবতরণ করা কর্ত্তব্য। ৩৭। অনন্তর নাভিপ্রমাণ জলে দণ্ডায়মান থাকিয়া শরীরের মল অপসারণপূর্ব্বক একবারমাত্র স্নান করিবে। অনন্তর উন্মগ্ন হইয়া তান্ত্রিকমতে আচমন করিবে। ৩৮। কুলসাধকের পক্ষে আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ও শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বারত্রয় জলপানপূর্ব্বক দুইবার মার্জ্জনার পর আচমন করা কর্ত্তব্য। ৩৯। অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি জলের উপরিভাগে মূলমন্ত্র লিখিয়া তাহাতে কুলযন্ত্র লিখিবে। হে প্রিয়ে! তদুপরি দ্বাদশাক্ষর মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। ৪০। পরে সাধক এই জলকে তেজোরূপ ভাবনা করিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে অঞ্জলিত্রয় প্রদানপূর্ব্বক সেই জলে বারত্রয় আপনার মস্তক অভিষিক্ত করিবে এবং মুখ, নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষু এই সপ্তচ্ছিদ্র অবরোধ করিবে। ৪১। অনন্তর দেবতার প্রীতির জন্য জলে তিনবার নিমগ্ন হইবে, পশ্চাৎ উত্থিত হইয়া

* স্নানং কৃত্বা যথাবিধি—পাঠান্তরম্।
† দ্বিরুন্মৃজ্য চাচামেৎ ইতি দ্বিরুন্মৃজ্য হ্যাচমেৎ ইতি বা পাঠঃ।

মৃন্ময়া ভস্মনা বাপি ত্রিপুণ্ড্রং বিন্দুসংযুতম্ ।
ললাটে তিলকং কুর্য্যাদ্‌গায়ত্র্যা বদ্ধকুন্তলঃ ॥ ৪৩
বৈদিকীং তান্ত্রিকীঞ্চৈব যথানুক্রমযোগতঃ ।
সন্ধ্যাং সমাচরেন্মন্ত্রী তান্ত্রিকীং শৃণু কথ্যতে ॥ ৪৪
আচম্য পূর্ব্ববত্তোয়ৈস্তীর্থান্যাবাহয়েচ্ছিবে ॥ ৪৫
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি ।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ৪৬
মন্ত্রেণানেন মতিমান্ মুদ্রয়াঙ্কুশসংজ্ঞয়া ।
আবাহ্য তীর্থসলিলে মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ৪৭
ততস্তত্তোয়তো বিন্দূন্ ত্রিধা ভূমৌ বিনিক্ষিপেৎ ।
মধ্যমানামিকাযোগান্মূলোচ্চারণপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৮

গাত্রমার্জ্জনান্তে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিবে। ৪২। অবশেষে গায়ত্রী পাঠ করিয়া কেশবন্ধনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ মৃত্তিকা অথবা ভস্মসংযোগে ললাটে বিন্দুযুক্ত তিলক ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। ৪৩। † অনন্তর যথাক্রমে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে। আমি তন্ত্রোক্ত সন্ধ্যাবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৪। হে শিবে! জলগ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় আচমনকালে তীর্থাদির আবাহন করিবে। ৪৫। (সাধক প্রার্থনা করিবে,) হে গঙ্গে! যমুনে! গোদাবরি! সরস্বতি! নর্ম্মদে! সিন্ধু! কাবেরি! তোমরা এই জলে অধিষ্ঠান কর। ৪৬। জ্ঞানী ব্যক্তি এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অঙ্কুশমুদ্রা ‡ দ্বারা জলে তীর্থাবাহন করিয়া তদুপরি মৎস্যমুদ্রা ¶ দ্বারা আচ্ছাদন করত দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ৪৭। অনন্তর মধ্যমার সহিত অনামিকাযোগে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক

* ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মসংযতম্—পাঠান্তরম্ ।

† তিলক ও ত্রিপুণ্ড্রধারণপ্রণালী অস্মংকৃত "ক্রিয়াকাণ্ডবারিধিতে" দ্রষ্টব্য।

‡ অঙ্কুশমুদ্রা—এই মুদ্রাপ্রভাবে ত্রিভুবন আকর্ষণ করা যায়। দক্ষিণ করে মুষ্টিবন্ধন করত অঙ্কুশবৎ তর্জ্জনী কুঞ্চিত করিলেই এই মুদ্রা হয়।

¶ দক্ষিণ করের পৃষ্ঠদেশে বামহস্ততল বিন্যস্ত করত অঙ্গুষ্ঠযুগল সঞ্চালিত করিলেই মৎস্যমুদ্রা হইয়া থাকে।

সপ্তবারং স্বমূর্দ্ধানমভিষিচ্য ততো জলম্।
বামহস্তে সমাদায় ছাদয়েদ্দক্ষপাণিনা ॥ ৪৯
ঈশানবায়ুবরুণবহ্নীন্দ্রবীজপঞ্চকম্।
প্রজপ্য বেদধা তোয়ং দক্ষহস্তে সমানয়েৎ ॥ ৫০
বীক্ষ্য তেজোময়ং ধ্যাত্বা চেড়য়াকৃষ্য সাধকঃ।
দেহান্তঃকলুষং তেন রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া ॥ ৫১
নিক্ষিপ্য পুরতো বজ্রশিলায়ামস্ত্রমুচ্চরন্। *
ত্রিবারং তাড়য়ন্ মন্ত্রী হস্তৌ প্রক্ষালয়েত্ততঃ ॥ ৫২
আচম্যোক্তেন মন্ত্রেণ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৫৩
তারমায়াহংস ইতি ঘৃণিসূর্য্য ততঃ পরম্।
ইদমর্ঘ্যং তুভ্যমুক্ত্বা দদ্যাৎ স্বাহেত্যুদীরয়ন্ ॥ ৫৪
ততো ধ্যায়েন্মহাদেবীং গায়ত্রীং পরদেবতাম্।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে ত্রিরূপাং গুণভেদতঃ ॥ ৫৫

ঐ জল হইতে জলবিন্দু বারত্রয় ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। ৪৮। মূলমন্ত্রোচ্চারণে ঐরূপ অঙ্গুলিদ্বয়ের সংযোগে ঐ জলবিন্দু দ্বারা সপ্তবার আপনার মস্তক অভিষিক্ত করিবে। অনন্তর বামহস্তে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন-পূর্ব্বক বারচতুষ্টয় ঈশানবীজ (হং), বায়ুবীজ (যং), বরুণ (বং), বহ্নিবীজ (রং) ও ইন্দ্র বীজ ( লং ) চারিবার জপ করিয়া দক্ষিণহস্তে সেই জল গ্রহণ করিবে। ৪৯-৫০। অনন্তর ঐ জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার তেজোময় রূপ ভাবনা করত ইড়া ( বামনাসা দ্বারা মনে মনে ) দ্বারা আকর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা শরীরের পাপ প্রক্ষালিত করিয়া তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ ভাবিয়া পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা ( দক্ষিণনাসা দ্বারা ) পরিত্যাগ করিবে। ৫১। অনন্তর ফট্ এই মন্ত্রোচ্চারণে সম্মুখস্থ পরি-কল্পিত বজ্রশিলার উপরিভাগে সেই জল তিনবার তাড়িত করিয়া হস্তপ্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে। ৫২-৫৩। সূর্য্যার্ঘ্যের মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হংস ঘৃণিসূর্য্য ইদমর্ঘ্যং তুভ্যং স্বাহা। ৫৪। অনন্তর প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে এবং সায়ংকালে গুণভেদানুসারে পরমদেবতা গায়ত্রীর ত্রিবিধ

* শিলায়াং বজ্রমুচ্চরন্ ইতি বা পাঠঃ।

প্রাতর্ব্রাহ্মীং রক্তবর্ণাং দ্বিভুজাঞ্চ কুমারিকাম্।
কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণমচ্ছমালাঞ্চ বিভ্রতীম্।
কৃষ্ণাজিনাম্বরধরাং হংসারূঢ়াং শুচিস্মিতাম্॥ ৫৬
মধ্যাহ্নে তাং শ্যামবর্ণাং * বৈষ্ণবীঞ্চ চতুর্ভুজাম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণীং গরুড়াসনাম্॥ ৫৭
পীনোত্তুঙ্গকুচদ্বন্দ্বাং বনমালাবিভূষিতাম্।
যুবতীং সততং ধ্যায়েন্মধ্যে মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে॥ ৫৮
সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্॥ ৫৯
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্।
বিভ্রতীং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাম্॥ ৬০
এবং ধ্যাত্বা মহাদেব্যৈ জলানামঞ্জলিত্রয়ম্।
দত্ত্বা জপেত্তু গায়ত্রীং দশধা শতধাপি বা॥ ৬১
গায়ত্রীং শৃণু দেবেশি বদামি তব ভাবতঃ।
আদ্যায়ৈ পদমুচ্চার্য্য বিদ্মহে তদনন্তরম্॥ ৬২

মূর্ত্তির ধ্যান করা কর্ত্তব্য। ৫৫। প্রাতঃকালে ব্রহ্মশক্তির ধ্যান করিতে হয়; ইনি রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা ও কুমারী; ইঁহার হস্তে তীর্থ জল-পূর্ণ কমণ্ডলু ও সুনির্ম্মল মালা শোভমান, পরিধান কৃষ্ণাজিন; ইনি হংসে আরূঢ় ও স্মেরানন-বিশিষ্ট। ৫৬। মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যমণ্ডলস্থায়িনী বৈষ্ণবী শক্তি গায়ত্রীর ধ্যান করা কর্ত্তব্য। এই শক্তি শ্যামা ও চতুর্ভুজা, গরুড়াসনে উপবিষ্টা, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। ৫৭। ইনি বনমালাবিভূষিত, পীনস্তনে বক্ষঃস্থল সুশোভিত, এই শক্তি যৌবনশালিনী, এইরূপে মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে ইঁহাকে ধ্যান করিবে। ৫৮। যতির পক্ষে গায়ত্রীর সায়ংস্মূর্ত্তি ধ্যান করা কর্ত্তব্য; এই শক্তি বরদায়িনী, শুক্লাম্বরধরা ও বৃষারূঢ়া। ৫৯। ইঁহার তিন চক্ষু, করপদ্মে পাশ, শূল ও নরকপাল; ইনি গলিতযৌবনা ও বর্ষীয়সী। ৬০। এইরূপ ধ্যানাবসানে মহাদেবীকে তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া শতবার বা দশবার গায়ত্রী জপ করিবে। ৬১। হে দেবি! আমি তোমার প্রীতির জন্য গায়ত্রী বলিতেছি,

* মধ্যাহ্নে শ্যামবর্ণাং তাং—পাঠান্তর।

পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ।
এষা তু তব গায়ত্রী মহাপাপপ্রণাশিনী॥ ৬৩ *
ত্রিসন্ধ্যমেতাং প্রজপন্ সন্ধ্যায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।
ততস্তু তর্পয়েদ্ভদ্রে † দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ॥ ৬৪
প্রণবং সদ্বিতীয়াখ্যং তর্পয়ামি নমঃ পদম্।
শক্তৌ তু প্রণবে মায়াং নমঃস্থানে দ্বিঠং বদেৎ॥ ৬৫
মূলান্তে সর্ব্বভূতান্তে নিবাসিন্যৈ পদং বদেৎ।
সর্ব্বস্বরূপাং ঙেযুক্তাং সায়ুধাপি তথা পঠেৎ॥ ৬৬
সাবরণাং সচতুর্থীং তদ্বদেব পরাৎপরাম্।
আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে ইদমর্ঘ্যং ততো দ্বিঠঃ॥ ৬৭

---

শ্রবণ কর। প্রথমে আদ্যায়ৈ পদ উচ্চারণ করিয়া অন্তে বিদ্মহে এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। ৬২। অনন্তর "পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ" এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই গায়ত্রী এই হইবে—আদ্যায়ৈ বিদ্মহে পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ। এই গায়ত্রী মহাপাপপ্রণাশিনী। ৬৩। যিনি ত্রিসন্ধ্যা এই গায়ত্রী জপ করেন, তিনি অনুরূপ ফলভাগী হইয়া থাকেন। হে ভদ্রে! তদনন্তর দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। ৬৪। তর্পণমন্ত্র যথা—প্রথমে প্রণবোচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয়ান্ত দেবাদি শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক শেষে তর্পয়ামি নমঃ, এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে; (তাহা হইলেই ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি নমঃ এইরূপ হইবে।) শক্তিসাধনায় প্রণবস্থলে মায়াবীজ সংযোগ করিয়া নমঃ স্থানে দ্বিঠ অর্থাৎ স্বাহা যোগ করিবে। ৬৫। (অতঃপর অর্ঘ্যদানের মন্ত্রোদ্ধার বলিতেছি)—প্রথমে মূলমন্ত্র (হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা) পাঠ করিয়া তৎপরে সর্ব্বভূত এই পদের শেষে নিবাসিন্যৈ এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। অনন্তর সর্ব্বস্বরূপায়ৈ এই পদ উচ্চারণ করিয়া অন্তে সায়ুধায়ৈ পদ আবৃত্তি করিতে হইবে। ৬৬। তদনন্তর 'সাবরণায়ৈ পরাৎপরায়ৈ আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে' উচ্চারণ করিয়া 'ইদমর্ঘ্যং স্বাহা' এই পদ পাঠ করিতে হইবে। (তাহা হইলেই হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি

* মহাপাপবিনাশিনী বা পাঠঃ।
† ততস্তু তর্পয়েদ্দেবি বা পাঠঃ।

অনেনার্ঘ্যং মহাদেব্যৈ দত্ত্বা মূলং জপেৎ সুধীঃ।
যথাশক্তি জপং কৃত্বা দেব্যা বামকরেঽর্পয়েৎ ॥ ৬৮
প্রণম্য দেবীং পূজার্থং জলমানীয় সাধকঃ।
নত্বা তীর্থং পঠন্ স্তোত্রং দেবতাধ্যানতৎপরঃ ॥ ৬৯
যাগমণ্ডপমাগত্য পাণিপাদৌ বিশোধয়েৎ।
ততো দ্বারস্য পুরতঃ সামান্যার্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭০
ত্রিকোণবৃত্তভূবিম্বং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ।
আধারশক্তিং সংপূজ্য তত্রাধারং নিযোজয়েৎ ॥ ৭১
অস্ত্রেণ পাত্রং প্রক্ষাল্য হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূর্য্য চ।
নিক্ষিপ্য গন্ধং পুষ্পঞ্চ তীর্থান্যাবাহয়েত্ততঃ ॥ ৭২
আধারপাত্রতোয়েষু বহ্ন্যর্কশশিমণ্ডলম্।
পূজয়িত্বা তদ্দশধা মায়াবীজেন মন্ত্রয়েৎ ॥ ৭৩

স্বাহা সর্ব্বভূতনিবাসিন্যৈ সর্ব্বস্বরূপায়ৈ সাযুধায়ৈ পরাৎপরায়ৈ আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে ইদমর্ঘ্যং স্বাহা হইবে)। ৬৭। জ্ঞানী ব্যক্তি মহাদেবীকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করত (গুহ্যাতি ইত্যাদি মন্ত্রে) দেবীর বামকরে জপ সমর্পণ করিবেন। ৬৮। অনন্তর দেবীকে প্রণাম করিয়া পূজার্থ জল গ্রহণপূর্ব্বক তীর্থকে নমস্কার ও ইষ্টদেবতার ধ্যানসহযোগে স্তব পাঠ করিয়া দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। ৬৯। সাধক যাগমণ্ডপে আগমন করিয়া হস্ত-পদ-প্রক্ষালনান্তে দ্বারদেশের সম্মুখভাগে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। ৭০। ভূতলে একটি ত্রিকোণ বৃত্ত, তদ্বহিঃপ্রদেশে গোলাকারমণ্ডল, তদ্বাহ্যে চতুষ্কোণমণ্ডল রচনা করিয়া (এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ এই-রূপে) আধারশক্তির পূজা করত তাহাতে আধার (ত্রিপদী প্রভৃতি) স্থাপিত করিবে। ৭১। পশ্চাৎ ফট্ এই মন্ত্রে পাত্র প্রক্ষালন করিয়া নমঃ মন্ত্র দ্বারা তাহা জলপূর্ণ করত তাহাতে গন্ধপুষ্প প্রদানপূর্ব্বক তীর্থাদি আবাহন করিবে। (অঙ্কুশমুদ্রাযোগে পূর্ব্বকথিত 'ক্রোং গঙ্গে চ' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিতে হয়)। ৭২। অনন্তর আধারে বহ্নি, অর্ঘ্যপাত্রে সূর্য্যমণ্ডল এবং অক্ষতদূর্ব্বাবিধ-পত্রে অর্ঘ্যজলে চন্দ্রমণ্ডলের অর্চ্চনা করিয়া দশধা হ্রীং-জপ দ্বারা সেই জল মন্ত্রপূত করিবে। (ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ,

প্রদর্শয়েদ্ধেনুযোনিং * সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্।
ততস্তজ্জলপুষ্পৈশ্চ পূজয়েদ্দ্বারদেবতাঃ॥ ৭৪
গণেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ বটুকং যোগিনীং তথা।
গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চৈব লক্ষ্মীং বাণীং ততো যজেৎ॥ ৭৫
কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং বামপাদপুরঃসরম্।
স্মরন্ দেব্যাঃ পদাম্ভোজং মণ্ডপং প্রবিশেৎ সুধীঃ॥ ৭৬
নৈর্ঋত্যাং দিশি বাস্তীশং ব্রহ্মাণঞ্চ সমর্চ্চয়ন্।
সামান্যার্ঘ্যস্থ তোয়েন প্রোক্ষয়েদ্‌যাগমন্দিরম্॥ ৭৭

এইরূপ মন্ত্রে বহ্নিমণ্ডলাদির পূজা করিতে হয়)। ৭৩। তদনন্তর তদুপরি ধেনু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। † পরে সেই জল ও পুষ্প দ্বারা দ্বারদেবতার পূজা করিবে। ৭৪। গণেশ, ক্ষেত্রপাল, বটুক, যোগিনী, যমুনা, লক্ষ্মী ও বাণী ইঁহাদিগের অর্চ্চনা করিবে। ৭৫। অনন্তর বামপাদ অগ্রসর করিয়া বামশাখা (দ্বারস্থিত চৌকাঠের বামদিক্) স্পর্শ করত দেবীর পাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক মণ্ডপে প্রবেশ করিবে।৭৬। নৈর্ঋতকোণে বাস্তুপুরুষ এবং ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিয়া প্রোক্ত অর্ঘ্যজলপ্রোক্ষণে যাগমন্দির প্রোক্ষিত করিতে হইবে। ৭৭।

* প্রদর্শয়েদ্ধেনুযোনী—পাঠান্তরম্।

† দক্ষিণ-করের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ ও বাম-করের অনামার অগ্র পরস্পর সম্মুখীনভাবে যোগ করিতে হয়। ঐ প্রকার বাম-করের কনিষ্ঠার অগ্র সহ দক্ষিণ অনামার অগ্র সংযুক্ত করিবে। দক্ষিণ-করের তর্জ্জনীর অগ্র সহ বাম-করের মধ্যমার অগ্রভাগ সম্মুখীনভাবে যোগ করিবে। ঐ প্রকার বাম-করের তর্জ্জনীর অগ্র সহ দক্ষিণ করের মধ্যমার অগ্র যোগ করিতে হইবে। অনামার মূলের সঙ্গে অনামামূল, মধ্যমার মূলের সঙ্গে মধ্যমার মূল এবং অঙ্গুষ্ঠ সহ অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত থাকিবে। ইঁহাকেই ধেনুমুদ্রা কহে। প্রমাণ যথা—

"অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ।
তথা চ তর্জ্জনীমধ্যা ধেনুমুদ্রামৃতপ্রদা॥"

যোনিমুদ্রা—কনিষ্ঠাযুগল পরস্পর সংবদ্ধ করত এক হস্তের অনামাকে অপর হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা বদ্ধ করিবে। ঐ প্রকারে সংবদ্ধ অনামাযুগলের উপর দীর্ঘাকার মধ্যমাযুগলের অগ্রদেশ সংশ্লিষ্ট রাখিবে। ঐ মধ্যমাযুগলের মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠযুগলের অগ্রদেশ বিন্যস্ত করা কর্ত্তব্য। ইঁহাকে যোনিমুদ্রা কহে। প্রমাণ যথা—

"মিথঃ কনিষ্ঠিকে বদ্ধা তর্জ্জনীভ্যামনামিকে।
অনামিকোর্দ্ধসংশ্লিষ্ট-দীর্ঘমধ্যমযোরধঃ।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বয়ং ন্যস্তেদ্‌যোনিমুদ্রেয়মীরিতা॥"

অনন্তরং সাধকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনৈঃ।
দিব্যান্নুৎসারয়েদ্বিঘ্নানস্ত্রাদ্ভিশ্চান্তরীক্ষগান্ ॥ ৭৮
পার্ষ্ণিঘাতত্রিভির্ভৌমানিতি বিঘ্নান্নিবারয়েৎ। *
চন্দনাগুরুকস্তূরীকর্পূরৈর্যাগমণ্ডপম্ ॥ ৭৯
ধূপয়েৎ স্বোপবেশার্থং চতুরস্রং ত্রিকোণকম্।
বিলিখ্য পূজয়েত্তত্র কামরূপায় হৃন্মনুঃ ॥ ৮০
তত্রাসনং সমাস্তীর্য্য কামমাধারশক্তিতঃ।
কমলাসনায় নমো মন্ত্রেণৈবাসনং যজেৎ ॥ ৮১
উপবিশ্যাসনে বিদ্বান্ প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।
বদ্ধবীরাসনো মন্ত্রী বিজয়াং পরিশোধয়েৎ ॥ ৮২ ॥
তারং মায়াং সমুচ্চার্য্য অমৃতে অমৃতোদ্ভবে।
অমৃতবর্ষিণি ততোঽমৃতমাকর্ষয় দ্বিধা ॥ ৮৩

অনন্তর সাধক-চূড়ামণি দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া দিব্য বিঘ্নসকল দূর করত 'ফট্' মন্ত্র পাঠ সহকারে জলপ্রক্ষেপে অন্তরীক্ষগত বিঘ্নসকল দূরীভূত করিবে। ৭৮। † অনন্তর তিনবার পার্ষ্ণি'র আঘাতে ভূমিস্থ বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কর্পূর দ্বারা যাগমণ্ডপ গন্ধময় করিবে। অনন্তর নিজের উপবেশনের জন্য বাহ্যে চতুরস্র ও মধ্যে ত্রিকোণাকার মণ্ডল লিখিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কামরূপকে পূজা করিবে। ৭৯-৮০। পরে মণ্ডলের উপরিভাগে আসন আস্তীর্ণ করিয়া কামবীজ ক্লীং উচ্চারণপূর্ব্বক আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে আসনপূজা করিবে। ৮১। অনন্তর বিদ্বান্ সাধক পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া বীরাসনে ‡ উপবেশনপূর্ব্বক বিজয়াশোধন করিবে। ৮২। প্রথমে প্রণব ও মায়াবীজ (ওঁ হ্রীঁ) উচ্চারণ করিয়া তদন্তে অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃত-

* ইতি বিঘ্নানি বারয়েৎ ইতি বা পাঠঃ।

† ফট্ মন্ত্রোচ্চারণ করত অগ্রে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে ছোটিকা দিয়া দশদিক্ বন্ধন করিতে হয়। পুনরায় ফট্ উচ্চারণ করত যথাক্রমে ঊর্দ্ধোর্দ্ধ তিনটি তালি দিয়া অন্তরীক্ষগত বিঘ্ন উৎসারণ করত পুনর্বায় ফট্ মন্ত্র পাঠ সহকারে প্রোক্ষণ দ্বারা যাবতীয় পূজাদ্রব্য শোধন করিতে হয়। ইহাই প্রচলিত নিয়ম।

‡ এক ঊরুদেশে এক পদ রাখিয়া অন্য পদ পশ্চাদ্দিকে রাখিবে। ইহারই নাম বীরাসন। প্রমাণ যথা—

"একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যসেদূরুসংস্থিতম্।
ইতরস্মিংস্তথা পশ্চাৎ বীরাসনমিতীরিতম্ ॥"

সিদ্ধিং দেহি ততো ব্রূয়াৎ কালিকাং মে ততঃ পরম্।
বশমানয় ঠদ্বন্দ্বং সংবিদাশোধনে মনুঃ ॥ ৮৪ *
মূলমন্ত্রং সপ্তবারং প্রজপ্য বিজয়োপরি।
আবাহন্যাদিমুদ্রাশ্চ ধেনুযোনিং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৮৫ †
গুরুং পদ্মে সহস্রারে যথা সঙ্কেতমুদ্রয়া।
ত্রিধৈব তর্পয়েদ্দেবীং হৃদি মূলং সমুচ্চরন্ ॥ ৮৬
বাগ্‌ভবং বদযুগ্মঞ্চ বাগ বাদিনি পদং ততঃ।
মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি।
স্বাহান্তেনৈব মনুনা জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে ॥ ৮৭

মাকর্ষয় আকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি কালিকাং মে বশমানয় স্বাহা, এই মন্ত্রে শোধন করিতে হইবে। ৮৩-৮৪। অনন্তর সেই বিজয়ার উপর মূলমন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী সন্নিরোধিনী, সম্মুখীকরণী, ‡ ধেনু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ৮৫। অনন্তর গুরূপদিষ্ট তত্ত্বমুদ্রা সহকারে সহস্রদলকমলে বিজয়া দ্বারা গুরুর উদ্দেশে (ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক) তিনবার তর্পণ করিবে। পরে হৃদয়ে মূলমন্ত্র জপ করিয়া (তত্ত্বমুদ্রাযোগে আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি স্বাহা মন্ত্রে) ঐরূপ বারত্রয় দেবীর তর্পণ করিবে। ৮৬। তৎপরে প্রথমে ঐং উচ্চারণ করিয়া বদ এই শব্দ দুইবার উচ্চারণ করিবে, পশ্চাৎ বাগ্বাদিনি এই পদ উচ্চারণ

* বিজয়াশোধনে মনুঃ—পাঠান্তরম্।

† ধেনুযোনী প্রদর্শয়েৎ ইতি বা পাঠঃ।

‡ অঞ্জলিপুটেন অগ্রদেশ অধোমুখ করিলে তাহাকে আবাহনী মুদ্রা কহে। এই মুদ্রার বিপরীত করিলে অর্থাৎ পুটভাব হস্ততলযুগল উবুড় করিয়া অধোমুখ করিলে তাহাকে স্থাপনী-মুদ্রা কহে। করদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধ করত বদ্ধমুষ্টি সংযুক্ত করিলে তাহার নাম সন্নিধাপনীমুদ্রা। অঙ্গুষ্ঠযুগল মধ্যে রাখিয়া ঐ প্রকার হস্তযুগলের মুষ্টিবন্ধন করত সংযোগ করিলে তাহাকে সন্নিরোধিনীমুদ্রা কহে। উত্তান মুষ্টিযুগল যদি সংযুক্ত করা যায়, তাহার নাম সম্মুখীকরণীমুদ্রা। প্রমাণ যথা—

"পুটাঞ্জলিমধঃ কুর্য্যাদিয়মাবাহনী ভবেৎ।
ইয়ন্তু বিপরীতেন তথা বৈ স্থাপনীভবেৎ।
ঊর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠকমুষ্টিভ্যাং তদেয়ং সন্নিধাপনী।
অন্তাঙ্গুষ্ঠকমুষ্টিভ্যাং তদেয়ং সন্নিরোধিনী।
উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণী মতা॥"

স্বীকৃত্য সংবিদাং বামকর্ণোর্দ্ধে শ্রীগুরুং নমেৎ।
দক্ষিণে চ গণেশানমাদ্যাং মধ্যে সনাতনীম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা দেবীধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৮৮
পূজাদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি দক্ষিণে স্থাপয়েৎ সুধীঃ।
বামে সুবাসিতং তোয়ং কুলদ্রব্যাণি যানি চ ॥ ৮৯
অস্ত্রান্তমূলমন্ত্রেণ সামান্যার্ঘ্যোদকেন চ।
সম্প্রোক্ষ্য সর্ব্ববস্তূনি বেষ্টয়েজ্জলধারয়া।
বহ্নিবীজেন দেবেশি বহ্নেঃ প্রাকারমাচরেৎ ॥ ৯০
পুষ্পং চন্দনসংযুক্তমাদায় করয়োর্দ্বয়োঃ।
অস্ত্রেণ ঘর্ষয়িত্বা তৎ প্রক্ষিপেৎ করশুদ্ধয়ে ॥ ৯১
তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাঞ্চ বামপাণিতলে শিবে।
ঊর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রিতয়ং দত্ত্বা দিগ্বন্ধনং ততঃ।
অস্ত্রেণ ছোটিকাভিশ্চ ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ ॥ ৯২

করত মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি স্বাহা এই মন্ত্রোচ্চারণ করিবে। এই মন্ত্রে কুণ্ডলীমুখে বিজয়াব দ্বারা আহুতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। ৮৭। এইরূপে সংবিদাসেবনান্তে বামকর্ণের ঊর্দ্ধদেশে শ্রীগুরবে নমঃ বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক গুরুকে নমস্কার করিবে; দক্ষিণকর্ণোর্দ্ধে গণেশায় নমঃ বলিয়া গণেশকে নমস্কার করিয়া ললাটে সনাতনী আদ্যাকালিকাকে নমস্কার করিবে। ৮৮। অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি দক্ষিণভাগে পূজাদ্রব্যসমুদয় ও বামদিকে সুবাসিত জল ও কুলসামগ্রী রক্ষা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীর ধ্যান করিবে। ৮৯। পরে মূলমন্ত্রান্তে ফট্ সংযোগ করিয়া অর্ঘ্যজলে দ্রব্যাদি অভিষিক্ত করিবে, অনন্তর বহ্নিবীজে (রং) বহ্নির আবরণ করিবে অর্থাৎ জলধারা দ্বারা আপনাকে বেষ্টিত করিয়া চিন্তা করিবে যে, আমি অগ্নিপ্রাকারে পরিবেষ্টিত হইলাম। ৯০। পশ্চাৎ করশুদ্ধির উদ্দেশে চন্দন ও কুসুম গ্রহণ করিয়া ফট্মন্ত্রোচ্চারণে দুই হাতে ঘর্ষণপূর্ব্বক ঈশানকোণে প্রক্ষিপ্ত করিবে। ৯১। হে শিবে! অনন্তর দক্ষিণ-হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা ফট্ মন্ত্রে বামকরতলে ঊর্দ্ধোর্দ্ধ ছোটিকা * দ্বারা দিগ্বন্ধন করিবে।

* ছোটিকা—অঙ্গুষ্ঠের মধ্য এবং তর্জ্জনীর অগ্রপৃষ্ঠভাগের উৎক্ষেপ দ্বারা শব্দ করার নাম ছোটিকামুদ্রা। ইহাকে ফোটিকামুদ্রাও কহে।

স্বাঙ্কে নিধায় চ করাবুত্তানৌ সাধকোত্তমঃ।
মনো নিবেশ্য মূলে চ হুঙ্কারেণৈব কুণ্ডলীম্॥ ৯৩
উত্থাপ্য হংসমন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতাঞ্চ তাম্।
স্বাধিষ্ঠানং সমানীয় তত্ত্বং তত্ত্বে নিযোজয়েৎ॥ ৯৪
গন্ধাদিঘ্রাণসংযুক্তাং * পৃথিবীমপ্সু সংহরেৎ।
রসাদিজিহ্বয়া সার্দ্ধং জলমগ্নৌ বিলাপয়েৎ॥ ৯৫
রূপাদিচক্ষুষা সার্দ্ধমগ্নিং বায়ৌ বিলাপ্য চ।
স্পর্শাদিত্বগ্যুতং বায়ুমাকাশে প্রবিলাপয়েৎ॥ ৯৬
অহঙ্কারে হরেদ্ব্যোম সশব্দং তন্মহত্যপি।
মহত্তত্ত্বঞ্চ প্রকৃতৌ তাং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ॥ ৯৭
ইত্থং বিলাপ্য মতিমান্ বামকুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ।
পুরুষং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্॥ ৯৮
খড্গাচর্ম্মধরং † ক্রুদ্ধমঙ্গুষ্ঠপরিমাণকম্।
সর্ব্বপাপস্বরূপঞ্চ সর্ব্বদাধোমুখস্থিতম্॥ ৯৯

তদনন্তর ভূতশুদ্ধি,—সাধকবর স্বকীয় ক্রোড়ে উত্তান পাণিদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে মনস্থির করিয়া হুঙ্কার দ্বারা পৃথিবী সহিত সেই কুণ্ডলিনীকে স্বকীয় অধিষ্ঠানে স্থাপন করত পৃথিব্যাদি তত্ত্বসমুদয়কে জলাদি তত্ত্বে লীন করিবে। ৯৩-৯৪। গন্ধাদি ঘ্রাণের সহিত সমুদয় পৃথিবী জলে লীন করিবে, অনন্তর রসনার সহিত রস—জল অগ্নিতে লীন করিতে হইবে। ৯৫। পরে রূপাদি ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত অগ্নিকে বায়ুতে লীন করিবে। পশ্চাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের ও স্পর্শাদির সহিত বায়ুকে আকাশে লীন করিবে। ৯৬। তদনন্তর সশব্দ আকাশকে অহঙ্কারতত্ত্বে লীন করিয়া উহাকে বুদ্ধিতত্ত্বে লীন করিবে। তৎপরে বুদ্ধিতত্ত্বকে প্রকৃতিতে লয় করিয়া ব্রহ্মে ঐ প্রকৃতির লয় করিবে। ৯৭। জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের লয় করিয়া চিন্তা করিবে যে, বামকুক্ষিতে রক্তনেত্র, রক্তশ্মশ্রু, কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ অবস্থান করিতেছেন। ৯৮। এই পুরুষের হস্তে খড়্গচর্ম্ম, ইঁহার স্বভাব অতিশয় কোপন, আকৃতি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ। ইনি পাপস্বরূপ এবং সর্ব্বদা অধোমুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। ৯৯।

* ঘাণাদিপ্রাণসংযুক্তাং—পাঠান্তরম
† বজ্রচর্ম্মধরং ইতি বা পাঠঃ।

ততস্তু বামনাসায়াং "যঁ" বীজং ধূম্রবর্ণকম্।
সঞ্চিন্ত্য পূরয়েত্তেন বায়ুং ষোড়শমাত্রয়া।
তেন পাপাত্মকং দেহং শোষয়েৎ * সাধকাগ্রণীঃ ॥ ১০০
নাভৌ রঁ রক্তবর্ণঞ্চ ধ্যাত্বা তজ্জাতবহ্নিনা।
চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভকেন দহেৎ পাপরতাং তনুম্ ॥ ১০১
ললাটে বারুণং বীজং শুক্লবর্ণং বিচিন্ত্য চ।
দ্বাত্রিংশতা রেচকেন প্লাবয়েদমৃতাম্ভসা ॥ ১০২
আপাদশীর্ষপর্য্যন্তমাপ্লাব্য তদনন্তরম্।
উৎপন্নং ভাবয়েদ্দেহং নবীনং দেবতাময়ম্ ॥ ১০৩
পৃথ্বীবীজং পীতবর্ণং মূলাধারে বিচিন্তয়ন্।
তেন দিব্যাবলোকেন দৃঢীকুর্য্যান্নিজাং তনুম্ ॥ ১০৪
হৃদয়ে হস্তমাদায় আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংস উচ্চরন্। †
সোঽহং মন্ত্রেণ তদ্দেহে দেব্যাঃ প্রাণান্ নিধাপয়েৎ ॥ ১০৫
ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং দেবীভাবপরায়ণঃ।
সমাহিতমনাঃ কুর্য্যান্মাতৃকান্যাসমম্বিকে ॥ ১০৬

অনন্তর বামনাসাতে যঁ এই ধূম্রবর্ণ বীজ চিন্তা করিয়া উহা ষোড়শবার জপ করিয়া বামনাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবে, পরে সাধক ঐ বায়ু দ্বারা পাপাত্মক দেহকে শোষণ করিবে। ১০০। অনন্তর নাভিদেশে রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ রঁ ধ্যান করিয়া কুম্ভক করত চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে তদুৎপন্ন বহ্নিতে পাপময় নিজ শরীর দগ্ধ করিবে। ১০১। পরে ললাটে শুক্লবর্ণ বরুণবীজ বঁ চিন্তা করিয়া নিশ্বাসত্যাগপূর্ব্বক দ্বাত্রিংশবার জপ করিয়া বরুণবীজোৎপন্ন অমৃতবারি দ্বারা দগ্ধদেহ আপ্লাবিত করিবে। ১০২। এইরূপে আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত আপ্লাবিত করিয়া নূতন দিব্য শরীর সমুদ্ভূত হইয়াছে চিন্তা করিবে। ১০৩। তৎপরে মূলাধারে পীতবর্ণ পৃথ্বীবীজ লং এই চিন্তা করিয়া দিব্যদৃষ্টি দ্বারা নিজ দেহ দৃঢ় করিবে। ১০৪। অনন্তর নিজ হৃদয়ে হস্ত রক্ষা করিয়া আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংসঃ সোঽহং এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আপনার শরীরে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। ১০৫। হে অম্বিকে! এইরূপে ভূতশুদ্ধি সমাপন করিয়া

* শোধয়েৎ ইতি বা পাঠঃ।
† হংসমুচ্চরন্—পাঠান্তরম্।

মাতৃকায়া ঋষির্ব্রহ্মা গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতম্।
দেবতা মাতৃকা দেবী বীজং ব্যঞ্জনসংজ্ঞকম্॥ ১০৭
স্বরাশ্চ শক্তয়ঃ সর্গঃ কীলকং পরিকীর্ত্তিতম্।
লিপিন্যাসে মহাদেবি বিনিয়োগপ্রয়োগিতা।
ঋষিন্যাসং বিধায়ৈবং করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ॥ ১০৮
অং-আং-মধ্যে কবর্গঞ্চ ইং-ঈং-মধ্যে চবর্গকম্।
উং-ঊং-মধ্যে টবর্গন্তু এং-ঐং-মধ্যে তবর্গকম্॥ ১০৯
ওং-ঔং-মধ্যে পবর্গঞ্চ যাদিক্ষান্তং বরাননে।
বিন্দুসর্গান্তরালে চ ষড়ঙ্গো মন্ত্র ঈরিতঃ॥ ১১০
বিন্যস্য ন্যাসবিধিনা ধ্যায়েন্মাতৃসরস্বতীম্॥ ১১১

দেবীভাব আশ্রয়পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে মাতৃকান্যাস করিবে। ১০৬। * ব্রহ্মা মাতৃকার ঋষি, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা মাতৃকা সরস্বতী, ব্যঞ্জনবর্ণ বীজ, স্বরবর্ণ শক্তি, বিসর্গ কীলক, লিপিন্যাসে বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে। হে মহাদেবি! এইরূপে ঋষিন্যাস সমাধা করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। ১০৭-১০৮। হে সুন্দরি! তৎপরে অং আং এই দুই বর্ণের মধ্যে কবর্গ, ইং ঈং এই দুই বর্ণের মধ্যে চবর্গ, উং ঊং এই দুই বর্ণের মধ্যে টবর্গ, এং ঐং এই দুই বর্ণের মধ্যে তবর্গ, ওং ঔং এই দুই বর্ণের মধ্যে পবর্গ, বিন্দু এবং বিসর্গের মধ্যে য অবধি ক্ষ পর্য্যন্ত এই নয়টি বর্ণ অঙ্গন্যাসে ও করন্যাসে বিন্যাস করিবে। ১০৯-১১০। † এইরূপে ন্যাসবিধি সমাপন করিয়া মাতৃকা-সরস্বতী দেবীর ধ্যান করিবে। ১১১।

* দেবতাতে ও মাতৃকাবর্ণে প্রভেদ নাই; এই হেতু আপনাকে দেবতাময় করিতে হইলে স্বীয় শরীরে মাতৃকান্যাস করা কর্ত্তব্য।

† অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্, এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুম্, ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, এইরূপে করন্যাস করিবে। ঐরূপ প্রণালীতেই অঙ্গন্যাস করিতে হয়, যথা—অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ, ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা, উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্, এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং, ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাম্
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং * সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে ॥ ১১২
ধ্যাত্বৈবং মাতৃকাং দেবীং ষট্সু চক্রেষু বিন্যসেৎ।
হক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে কণ্ঠে চ ষোড়শ স্বরান্ ॥ ১১৩
হৃদম্বুজে কাদিঠান্তান্ বিন্যস্য কুলসাধকঃ।
ডাদিফান্তান্ নাভিদেশে বাদিলান্তাংশ্চ লিঙ্গকে ॥ ১১৪
মূলাধারে চতুঃপত্রে বাদিসান্তান্ প্রবিন্যসেৎ।
ইত্যন্তর্ম্মনসা ন্যস্য মাতৃকার্ণান্ বহির্ন্যসেৎ ॥ ১১৫
ললাটমুখবৃত্তাক্ষিশ্রুতিঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ।
ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যদোঃপৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ ॥ ১১৬

মাতৃকার ধ্যান এই :– তাঁহার মুখ, হস্ত, পদ, মধ্যদেশ ও বক্ষঃপ্রদেশ পঞ্চাশদ্বর্ণে বিভক্ত, তদীয় মস্তকে চন্দ্রকলা নিবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইতেছে, তাঁহার স্তনদ্বয় পীন ও অভ্যুন্নত, তাঁহার চতুর্হস্তে জ্ঞানমুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যা শোভা পাইতেছে। তিনি নির্ম্মলকান্তি। তাঁহার বদন নয়নত্রয়ে শোভিত। ১১২। এইরূপে মাতৃকা দেবীর ধ্যান করিয়া ষট্চক্রে মাতৃকান্যাস করিবে; তন্মধ্যে প্রথমে ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে (আজ্ঞাচক্রে) হ ও ক্ষ এই দুই বর্ণের ন্যাস করিয়া কণ্ঠস্থিত ষোড়শদলে (বিশুদ্ধচক্রে) ষোড়শ স্বরবর্ণ ন্যাস করিবে। ১১৩। অনন্তর হৃদয়স্থিত দ্বাদশদলে (অনাহতচক্রে) ক অবধি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ বিন্যাস করিবে এবং কুলসাধক নাভিদেশস্থিত দশদলে (মণিপূরচক্রে) ড অবধি ফ পর্য্যন্ত দশটি বর্ণ বিন্যাস করিয়া লিঙ্গমূলে ষড়্দলে (স্বাধিষ্ঠানে) ব অবধি ল পর্য্যন্ত ছয়টি বর্ণ বিন্যাস কবিবে। ১১৪। অনন্তর মূলাধারে চতুর্দ্দলে ব অবধি স পর্য্যন্ত চারিটি বর্ণ বিন্যাস করিবে, পরে মনে মনে মাতৃকাবর্ণ ন্যাস করিয়া বহির্ন্যাস করিবে। ১১৫। † ললাট, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গণ্ডদ্বয়, ওষ্ঠ, অধর, দন্ত, উত্তমাঙ্গ, মুখবিবর,

* মুদ্রামক্ষগুণং—পাঠান্তরম্।
† ষট্চক্রে মাতৃকান্যাস যে ক্রমানুসারে করিতে হয় এবং ষট্চক্রসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়াংসয়োঃ।
ককুদ্যংশে চ হৃৎপূর্ব্বং পাণিপাদযুগে ততঃ ॥ ১১৭
জঠরাননয়োর্ন্যস্তেন্মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমম্।
ইত্থং লিপিং প্রবিন্যস্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ১১৮
মায়াবীজং ষোড়শধা জপ্ত্বা বামেন বায়ুনা।
পূরয়েদাত্মনো দেহং চতুঃষষ্ট্যা তু কুম্ভয়েৎ ॥ ১১৯
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ধৃত্বা নাসাদ্বয়ং সুধীঃ।
দ্বাত্রিংশতা জপন্ বীজং বায়ুং দক্ষেণ রেচয়েৎ ॥ ১২০
পুনঃ পুনস্ত্রিবারাবৃত্ত্যা * প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ।
প্রাণায়ামং বিধায়েত্থমৃষিন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ১২১
অস্য মন্ত্রস্য ঋষয়ো ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষয়স্তথা।
গায়ত্র্যাদীনি চ্ছন্দাংসি আদ্যাকালী তু দেবতা ॥ ১২২

---

বাহুদ্বয়সন্ধি ও অগ্রভাগ, পদের সন্ধি ও অগ্রস্থান, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, নাভি, জঠর, হৃদয়, দক্ষিণস্কন্ধ, বামস্কন্ধ, ককুদ্, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণবাহু, বামবাহু, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণপদ, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বামপদ, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া জঠর ও মুখে যথাক্রমে মাতৃকাবর্ণ-সমুদয়ের ন্যাস করিবে। এইরূপে লিপিন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে। ১১৬-১১৮। অনন্তর মায়াবীজ ( হ্রীঁ ) ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বামনাসিকাতে আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা নিজ দেহ পূর্ণ করিবে, পরে দক্ষিণহস্তের অনামা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বামনাসিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণনাসা রোধ করত ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবে। ১১৯। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসাদ্বয় ধারণ করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বার মায়াবীজ জপ করিতে করিতে ক্রমে বায়ু পরিত্যাগ করিবে, এইরূপ দক্ষিণনাসিকাতেও পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিতে হইবে। ১২০। বার বার তিনবার এইরূপ করিতে হইবে, ইহারই নাম প্রাণায়াম। † প্রাণায়ামান্তে ঋষিন্যাস করিতে হইবে। ১২১। এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষি-সকল, গায়ত্রী প্রভৃতি ইহার ছন্দ এবং

* পুনঃ পুনস্ত্রিবাচম্য বা পাঠঃ।

† প্রথমে বামনাসায় পূরক, নাসিকাদ্বয় রোধপূর্ব্বক কুম্ভক ও দক্ষিণনাসায় রেচক করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণনাসাপুটে পূরক, নাসাদ্বয় রোধ করত কুম্ভক ও বামনাসায় রেচক

আদ্যাবীজং বীজমতি শক্তির্মায়া প্রকীর্ত্তিতা।
কমলা কীলকং প্রোক্তং স্থানেষ্বেতেষু বিন্যসেৎ।
শিরোবদনহৃদ্‌গুহ্যপাদসর্ব্বাঙ্গকেষু চ ॥ ১২৩

মূলমন্ত্রেণ হস্তাভ্যামাপাদমস্তকাবধি।
মস্তকাৎ পাদপর্য্যন্তং সপ্তধা বা ত্রিধা ন্যসেৎ।
অয়ন্তু ব্যাপকন্যাসো যথোক্তফলসিদ্ধিদঃ ॥ ১২৪

যদ্বীজাদ্যা ভবেদ্বিদ্যা তদ্বীজেনাঙ্গকল্পনা।
অথবা মূলমন্ত্রেণ ষড়্‌দীর্ঘেণ বিনা প্রিয়ে ॥১২৫

অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং তর্জ্জনীভ্যাং মধ্যমাভ্যাং তথৈব চ।
অনামাভ্যাং কনিষ্ঠাভ্যাং করয়োস্তলপৃষ্ঠয়োঃ।
নমঃ স্বাহা বষট্ হুঞ্চ বৌষট্ ফট্ ক্রমশঃ সুধীঃ ॥ ১২৬

আদ্যাকালী ইহার দেবতা। ১২২। ইহার বীজ ক্রীং, শক্তি হ্রীং, কীলক শ্রীং, এই মন্ত্রসকল শিরোদেশে, মুখে, হৃদয়ে, গুহ্যে, চরণে ও সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিতে হইবে। ১২৩। * তদনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা চরণ হইতে মস্তক এবং মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সাত বা তিনবার যথোক্তফল-সিদ্ধিপ্রদ ন্যাস করিবে। ১২৪। † হে প্রিয়ে! যে মূলমন্ত্রের আদ্যক্ষরে যে বীজ হইবে, তাহাতে ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া অথবা তদ্‌ব্যতিরেকে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয়, মধ্যমাদ্বয়, অনামিকাদ্বয়, কনিষ্ঠাদ্বয় ও করতল-পৃষ্ঠে যথাক্রমে নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্, ফট্ এই মন্ত্রে করন্যাস

করিবে। তৃতীয়তঃ পুনরায় বামনাসায় পূরক, নাসাদ্বয় রোধ সহকারে কুম্ভক ও দক্ষিণনাসায় রেচক করিবে। এইভাবে বারত্রয় পূরক, কুম্ভক ও রেচক করার নাম একটি প্রাণায়াম।

* ঋষ্যাদিন্যাস এইরূপ:—হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা-ইত্যস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষয়শ্চ ঋষয়ো গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি আদ্যাকালী দেবতা ক্রীঁ বীজং হ্রীঁ শক্তিঃ শ্রীঁ কীলকং ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাবাপ্তয়ে ঋষ্যাদিন্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ব্রহ্মর্ষিভ্যশ্চ ঋষিভ্যো নমঃ, মুখে গায়ত্র্যাদিভ্যঃ ছন্দোভ্যো নমঃ, হৃদয়ে আদ্যায়ৈ কালৈ দেবতায়ৈ নমঃ, মূলাধারে ক্রীঁ বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ হ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গেষু শ্রীঁ কীলকায় নমঃ।

† কোন কোন তন্ত্রে মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত ও পরে চরণতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ন্যাস করা কর্ত্তব্য লিখিত আছে। আবার কেহ কেহ পাদ হইতে মস্তক ও মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত ন্যাসের বিধি দেন। ফল কথা, মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত ন্যাসের নাম সৃষ্টিক্রমে ব্যাপকন্যাস, চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্তকে সংহারক্রম বলে আর উদর হইতে হৃদয় যাবং ন্যাসের নাম স্থিতি ন্যাস।

হৃদয়ায় নমঃ পূর্ব্বং শিরসে বহ্নিবল্লভা।
শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতম্ ॥ ১২৭
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ চ অস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমাৎ।
ষড়ঙ্গানি বিধায়েত্থং পীঠন্যাসং সমাচরেৎ। ১২৮
আধারশক্তিং কূর্ম্মঞ্চ শেষং পৃথ্বীং তথৈব চ।
সুধাম্বুধিং মণিদ্বীপং পারিজাততরুং ততঃ ॥ ১২৯
চিন্তামণিগৃহঞ্চৈব মণিমাণিক্যবেদিকাম্।
তত্র পদ্মাসনং বীরো বিন্যসেৎ হৃদয়াম্বুজে ॥ ১৩০
দক্ষবামাংসয়োর্ব্বামকটৌ দক্ষকটৌ তথা।
ধর্ম্মং জ্ঞানং তথৈশ্বর্য্যং বৈরাগ্যং ক্রমতো ন্যসেৎ ॥ ১৩১
মুখপার্শ্বে নাভিদক্ষপার্শ্বে সাধকসত্তমঃ।
নঞ্‌পূর্ব্বাণি চ তান্যেব ধর্ম্মাদীনি যথাক্রমম্ ॥ ১৩২

করিবে। ১২৫-১২৬। * অনন্তর হৃদয়ে নমঃ, মস্তকে স্বাহা, শিখাতে বষট্, কবচে হুং, নেত্রত্রয়ে বৌষট্ ও করতলপৃষ্ঠদ্বয়ে অস্ত্রায় ফট্ এইরূপে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া পীঠন্যাস করিবে। ১২৭-১২৮। † অনন্তর বীর সাধক হৃদয়পদ্মে আধারশক্তি, কূর্ম্ম, শেষ, পৃথ্বী, সুধাম্বুধি, মণিদ্বীপ, পারিজাত বৃক্ষ, চিন্তামণিগৃহ, মণিমাণিক্যবেদিকা ও তদুপরি পদ্মাসনের ন্যাস করিবে। ১২৯-১৩০। অনন্তর দক্ষিণস্কন্ধে, বামস্কন্ধে, বামকটিতে ও দক্ষিণকটিতে ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্যের ক্রমতঃ ন্যাস করিবে। ১৩১। পরে সাধকবর মুখ, বামপার্শ্ব, নাভি ও দক্ষিণপার্শ্বে যথাক্রমে

---

* করন্যাসপ্রণালী যথা—অঙ্গুষ্ঠযুগলে তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা হ্রাঁ। অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। তর্জ্জনীযুগলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা—হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। মধ্যমাযুগলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা—হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। এ ভাবে অনামিকাযুগলে—হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ। কনিষ্ঠাযুগলে—হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। শেষে হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে দক্ষিণকরের তর্জ্জনী ও মধ্যমাযোগে বামহস্ততলে আঘাত করিবে। এখানে "করতলপৃষ্ঠাভ্যাং" শব্দের তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, করতলের সম্মুখপৃষ্ঠকে করতলপৃষ্ঠ আর তাহার বিপরীত পৃষ্ঠকে কর পশ্চাৎপৃষ্ঠ বলে।

† ষড়ঙ্গন্যাসের প্রণালী যথা—হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা শিরসে স্বাহা, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা শিখায়ৈ বষট্, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা কবচায় হুঁ, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, অথবা—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাযোগে হৃদয়ে হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ, তর্জ্জনী ও মধ্যমাযোগে মস্তকে হ্রীঁ শিরসে স্বাহা, অঙ্গুষ্ঠযোগে শিখাদেশে হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্, পরিবৃত্তভাবে দুই হাতের দশাঙ্গুলীযোগে কবচে হ্রৈঁ কবচায় হুং, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামাযোগে দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ ও বাম এই ত্রিনয়নে হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, করতলে হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

আনন্দকন্দং হৃদয়ে সূর্য্যং সোমং হুতাশনম্।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব বিন্দুযুক্তাদিমাক্ষরৈঃ।
কেশরান্ কর্ণিকাঞ্চৈব পত্রেষু পীঠনায়িকাঃ॥ ১৩৩
মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরাজিতা।
নন্দিনী নারসিংহী চ বৈষ্ণবীত্যষ্টনায়িকাঃ॥ ১৩৪
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ। *
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারীত্যষ্টভৈরবাঃ।
দলাগ্রেষু ন্যসেদেতান্ প্রাণায়ামং ততশ্চরেৎ॥ ১৩৫
গন্ধপুষ্পে সমাদায় করকচ্ছপমুদ্রয়া।
হৃদি হস্তৌ সমাধায় ধ্যায়েদ্দেবীং সনাতনীম্॥ ১৩৬

---

নও্‌পূর্ব্বক ঐ সকলের (ধর্ম্মাদির) ন্যাস করিবে। ১৩২। অনন্তর হৃদয়ে আনন্দকন্দ, সূর্য্য, সোম, হুতাশন এবং আদ্যবর্ণে অনুস্বার যোগ করিয়া সত্ত্ব, রজ ও তম আর কেশর, কর্ণিকা ও পত্রসমূহে পীঠনায়িকাদিগের ন্যাস করিবে। ১৩৩। অষ্টনায়িকা যথা;—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা; জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী ও বৈষ্ণবী। ১৩৪। অনন্তর অষ্টদলপদ্মের দলাগ্রে অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ ও সংহারী এই অষ্টভৈরবের ন্যাস করিবে। † তদনন্তর প্রাণায়ামবিধি।—তৎপরে গন্ধ-পুষ্প গ্রহণ করিয়া করকচ্ছপমুদ্রাতে ধারণপূর্ব্বক সেই হস্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সনাতনী দেবীর ধ্যান করিতে হইবে। ১৩৫-১৩৬। ‡

* ক্রোধোন্মত্তাপরাকস্তথা—পাঠান্তরম্।

† ন্যাসের প্রণালী যথা—(হৃদয়ে) আধারশক্তয়ে নমঃ, (ঐ ভাবে) কূর্ম্মায়, শেষায়, পৃথিব্যৈ, সুধাম্বুধয়ে, মণিদ্বীপায়, পারিজাততরবে, চিন্তামণিগৃহায়, মণিমাণিক্যবেদিকায়ৈ, পদ্মাসনায়, (দক্ষিণস্কন্ধে) ধর্ম্মায়, (বামস্কন্ধে) জ্ঞানায়, (বামকটিদেশে) ঐশ্বর্য্যায়, (দক্ষিণ কটিদেশে) বৈরাগ্যায়, (বদনে) অধর্ম্মায়, (বামপার্শ্বে) অজ্ঞানায়, (নাভিদেশে) অনৈশ্বর্য্যায়, (দক্ষিণপার্শ্বে) অবৈরাগ্যায়, (হৃদয়ে) আনন্দকন্দায়, সূর্য্যায়, সোমায়, অগ্নয়ে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, কেশরেভ্যো, কর্ণিকায়ৈ, (অষ্টদল হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি ঈশানকোণ যাবৎ প্রত্যেক দলে যথাক্রমে) মঙ্গলায়ৈ, বিজয়ায়ৈ, ভদ্রায়ৈ, জয়ন্ত্যৈ, অপরাজিতায়ৈ, নন্দিন্যৈ, নারসিংহ্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, (ঐরূপ পত্রাগ্রে যথাক্রমে) অসিতাঙ্গায় ভৈরবায়, রুরবে ভৈরবায়, চণ্ডায় ভৈরবায়, ক্রোধায় ভৈরবায়, উন্মত্তায় ভৈরবায়, কপালিনে ভৈরবায়, ভীষণায় ভৈরবায়, সংহারিণে ভৈরবায়।

‡ করকচ্ছপমুদ্রা—ইহার নামান্তর কূর্ম্মমুদ্রা। যখন দেবতাকে ধ্যান করিতে হয়, তখন এই মুদ্রা দ্বারা পুষ্প গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। উত্তান বামকরের তর্জ্জনীর অগ্রদেশে অধোমুখ দক্ষিণ করের তর্জ্জনীর অগ্রদেশ সংযুক্ত করত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিয়া রাখিতে হয়।

ধ্যানস্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং * সরূপারূপভেদতঃ।
অরূপং তব যদ্ধ্যানমবাঙ্মনসগোচরম্ ॥ ১৩৭
অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্তমিদমিত্থং বিবর্জ্জিতম্।
অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্বহুশমাধিভিঃ ॥ ১৩৮ †
মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মধ্যানপ্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে ॥ ১৩৯
অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা ॥ ১৪০
মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং,
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিলসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্। ‡
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহা-
কালং বীক্ষ্য বিকাসিতাননবরামাদ্যাং ভজে কালিকাম্ ॥ ১৪১

ধ্যান সাকার-নিরাকারভেদে দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে নিরাকারের ধ্যান বাক্য ও মনের অগোচর। ১৩৭। ইহা অব্যক্ত ও সর্ব্বব্যাপী (অধিক কি বলিব), ইহা বলিয়া শেষ করা যায় না, ইহা সাধারণের অগম্য, কিন্তু যোগিগণ দীর্ঘকাল অন্তঃকরণসংযমের আশ্রয়ে বহু কষ্টে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ১৩৮। একণে মনের ধারণার জন্য, সত্বর অভীষ্টসিদ্ধি এবং সূক্ষ্মধ্যানাববোধের জন্য তোমার নিকটে স্থূলধ্যানতত্ত্ব বলিতেছি। ১৩৯। প্রকৃতপক্ষে মহাকালজননী মহাদ্যুতি কালিকার রূপ নাই। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের প্রাদুর্ভাব বশতঃ সৃষ্ট্যাদিকার্য্যানুসারে ইদানীং তাঁহার রূপকল্পনা করা যাইতেছে। ১৪০। ¶ যাঁহার বর্ণ মেঘতুল্য, ললাটে চন্দ্রলেখা জাজ্বল্যমান,

অনন্তর বাম-করের মধ্যমা ও অনামিকা বাম-করের পিতৃতীর্থ (তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ) দিয়া অধোমুখভাবে স্থাপন করিবে। ঐ ভাবে থাকিয়া দক্ষিণ-করের পৃষ্ঠভাগ কচ্ছপপৃষ্ঠবৎ উন্নত করিবে। এইরূপ করিলেই কূর্ম্মমুদ্রা হয়।

* ধ্যানং তদ্দ্বিবিধং প্রোক্তং—পাঠান্তরম্।

† বাহুসমাধিভিঃ—পাঠান্তরম্।

‡ বিলসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্ ইতি বা পাঠঃ।

¶ প্রথমে যে স্থূলধ্যান বা সাকার উপাসনা করিতে হয়, তাহার কারণ এই যে, স্থূলধ্যান বা সাকার উপাসনা না করিলে সূক্ষ্মধ্যান অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যান আরম্ভ হয় না। স্থূলধ্যান করিতে করিতে ক্রমে মন বিষয়বাসনা হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন কাজেই সূক্ষ্মধ্যানে অধিকারী হওয়া যায়।

এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্বা তু সাধকঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মানসৈরুপচারকৈঃ॥ ১৪২
হৃৎপদ্মমাসনং দত্বাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দ্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥ ১৪৩
তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ।
আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধন্তু গন্ধতত্ত্বকম্॥ ১৪৪
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্॥ ১৪৫
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা॥ ১৪৬
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাদাত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে।
অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদন্তথা॥ ১৪৭

যাঁহার তিন চক্ষু, পরিধান রক্তবস্ত্র, দুই হস্তে বর ও অভয়, যিনি ফুল্লারবিন্দে উপবিষ্ট, যাঁহার সম্মুখে মাধ্বীকপুষ্পজাত সুমধুর মদ্য পান করিয়া মহাকাল নৃত্য করিতেছেন, যিনি মহাকালের এরূপ অবস্থা-দর্শনে হাস্য করিতেছেন, সেই আদ্যা কালিকাকে ভজনা করি। ১৪১। সাধক এই প্রকারে ধ্যান করিয়া আপনার মস্তকে পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক অতিশয় ভক্তির সহিত মানসোপচারে পূজা করিবে। ১৪২। (মানসার্চ্চনান্তে) হৃদয়পদ্ম আসনস্বরূপে প্রদান করিবে, সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা দেবীর পাদমূলে পাদ্য প্রদান করিবে; মন অর্ঘ্যস্বরূপে নিবেদিত হইবে। ১৪৩। পূর্ব্বোক্ত সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারাই আচমনীয় ও স্নানীয় জল পরিকল্পিত হইবে, আকাশতত্ত্ব বসন এবং গন্ধতত্ত্ব গন্ধস্বরূপে প্রদত্ত হইবে। ১৪৪। মনকে পুষ্প এবং প্রাণকে ধূপ কল্পনা করিবে; তেজস্তত্ত্বকে দীপ এবং সুধাম্বুধিকে নৈবেদ্যস্বরূপ দান করিবে। ১৪৫। হৃদয়মধ্যস্থ অনাহতধ্বনিকে ঘণ্টা এবং বায়ুতত্ত্বকে চামর কল্পনা করিয়া প্রদান করিবে। অনন্তর ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসমুদয় এবং মনের চঞ্চলতাকে নৃত্যরূপে কল্পনা করিবে। ১৪৬। আপনার ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত নানাপ্রকার ভাবপুষ্প প্রদান করিবে; অমায়িকতা, নিরহঙ্কার, রাগশূন্যতা, মদহীনতা, দম্ভশূন্যতা,

অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশ পুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৮
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহম্।
দয়া ক্ষমা জ্ঞানপুষ্পং পঞ্চ পুষ্পং ততঃ পরম্।
ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈর্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৪৯
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং ভর্জ্জিতং মীনপর্ব্বতম্।
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পায়সং তথা ॥ ১৫০
কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পীঠক্ষালনবারি চ।
কামক্রোধৌ * বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ ॥ ১৫১
মালা বর্ণময়ী প্রোক্তা কুণ্ডলীসূত্রযন্ত্রিতা ॥ ১৫২
সবিন্দুং মন্ত্রমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ।
অকারাদিলকারান্তমনুলোম ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৫৩
পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ।
বিলোম ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষকারো মেরুরুচ্যতে ॥ ১৫৪

মোহশূন্যতা, দ্বেষহীনতা, ক্ষোভরহিতা, মাৎসর্য্যহীনতা ও নির্লোভতা, মানসপূজার পক্ষে এই দশবিধ পুষ্পই প্রশস্ত। ১৪৭-১৪৮। অনন্তর অহিংসাস্বরূপ পরম পুষ্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া ক্ষমা ও জ্ঞান এই পঞ্চপুষ্প প্রদান করিবে। এইরূপে পঞ্চদশ প্রকার ভাবপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া পরিশেষে মানসে সুধাসমুদ্র, মাংসশৈল, ভর্জ্জিত মৎস্যপর্ব্বত, মুদ্রারাশি, সুন্দর ঘৃতাক্ত পায়স, কুলামৃত (শক্তিঘটিত অমৃতবিশেষ), কুলপুষ্প, পীঠক্ষালনবারি (স্ত্রীজাতির অঙ্গবিশেষের ধাবনজল) এই সমস্ত দেবীকে প্রদান করিবে। অনন্তর বিঘ্নকর্ত্তা কাম ও ক্রোধের বলিদান দিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিবে। ১৪৯-১৫১। এই জপে কুণ্ডলীসূত্রে গ্রথিত বর্ণমালাই প্রশস্ত। ১৫২। প্রথমে বিন্দু সহিত অকারাদি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া, তৎপশ্চাৎ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। এইরূপে অকার হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্য লকার পর্য্যন্ত অনুলোমক্রমে জপ করিয়া পুনর্ব্বার ল হইতে অ পর্য্যন্ত বিলোমক্রমে জপ করিবে। ক্ষ ইহার মেরু হইবে। ১৫৩—১৫৪।

* কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ—পাঠান্তরম্।

অষ্টবর্গান্তিমৈর্ব্বর্ণৈঃ সহমূলমথাষ্টকম্।
এবমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বানেন সমর্পয়েৎ ॥ ১৫৫
সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্জ্যোতিঃস্বরূপিণি।
গৃহাণান্তর্জ্জপং মাতরাদ্যে কালি নমোঽস্তু তে ॥ ১৫৬
সমর্প্য জপমেতেন সাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎপ্রিয়া।
ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা বহিঃপূজাং সমারভেৎ ॥ ১৫৭
বিশেষার্ঘ্যস্য সংস্কারস্তত্রাদৌ কথ্যতে শৃণু।
যস্য স্থাপনমাত্রেণ দেবতা সুপ্রসীদতি ॥ ১৫৮
দৃষ্ট্বার্ঘ্যপাত্রং যোগিন্যো ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ।
ভৈরবা অপি নৃত্যন্তি প্রীত্যা সিদ্ধিং দদত্যপি ॥ ১৫৯

তৎপরে অষ্টবর্গের অষ্টসংখ্যক শেষ বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র যোগ করিয়া সাকল্যে অষ্টোত্তরশতসংখ্যক জপ করিতে হইবে। এই নিয়মে অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবে। ১৫৫। * জপসমর্পণের মন্ত্র এই ;— হে আদ্যে কালিকে! তুমি সকলের আত্মাতে অবস্থিতি কর, তুমি অন্তরাত্মার জ্যোতিঃস্বরূপ। জননি! আমার এই জপ গ্রহণ কর। ১৫৬। এইরূপে দেবীর বাম হস্তে জপ সমর্পণ করিয়া মানসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবে। এইরূপে মানসপূজা করিয়া বাহ্যপূজা আরম্ভ করিতে হইবে। ১৫৭। প্রথমে কিরূপে বিশেষ অর্ঘ্যের সংস্কার করিতে হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা স্থাপনমাত্রে দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ১৫৮। † ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, যোগিনীগণ ও ভৈরবগণ অর্ঘ্যপাত্র দর্শন করিয়া নৃত্য করিতে থাকেন এবং প্রীতমনে

* জপের নিয়ম এই যে, অনুলোম-বিলোমে এক শত বর্ণমালাতে এক শত বার জপ করত অষ্টবর্গের অন্ত্য আট অক্ষরে অষ্টধা জপ করিবে। অষ্ট অক্ষর অঃ ঙং ক্রং ণং নং মং বং লং। বর্ণমালার প্রতি বর্ণের সঙ্গে 'বীজমন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। যেমন—অং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইত্যাদি। অনুলোম-বিলোমে জপের প্রণালী যথা—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং (ক্ষং)। লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৡং ঌং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং।

† এখানে বিশেষার্ঘ্য লিখিত হইল বটে, কিন্তু যাঁহারা কালীকুলের সাধক, তাঁহাদের পক্ষে বিশেষার্ঘ্য নিষিদ্ধ। তাঁহারা শ্রীপাত্রের দ্বারা বিশেষার্ঘ্যের ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।

স্ববামে পুরতো ভূমৌ সামান্যার্ঘ্যস্ত বারিণা।
মায়াগর্ভং ত্রিকোণঞ্চ বৃত্তঞ্চ চতুরস্রকম্॥ ১৬০
বিলিখ্য পূজয়েত্তত্র মায়াবীজপুরঃসরম্।
ঙেহন্তামাধারশক্তিঞ্চ নমঃশব্দাবসানিকাম্॥ ১৬১
ততঃ প্রক্ষালিতাধারং বিন্যস্য মণ্ডলোপরি।
মং বহ্নিমণ্ডলং ঙেহন্তং দশকলাত্মনে ততঃ॥ ১৬২
নমোঽন্তেন চ সংপূজ্য ক্ষালয়েদর্ঘ্যপাত্রকম্।
অস্ত্রেণ স্থাপয়েত্তত্র আধারোপরি সাধকঃ॥ ১৬৩
অমর্কমণ্ডলায়োক্ত্বা দ্বাদশান্তকলাত্মনে।
নমোঽন্তেন যজেৎ পাত্রং মূলেনৈব প্রপূরয়েৎ॥ ১৬৪
ত্রিভাগমলিনাপূর্য্য শেষং তোয়েন সাধকঃ।
গন্ধপুষ্পে তত্র দত্বা পূজয়েদমুমাম্বিকে॥ ১৬৫

সিদ্ধিপ্রদান করেন। ১৫৯। অনন্তর আপনার বামদিকে সম্মুখস্থ ভূমিতে সামান্যার্ঘ্যজল দ্বারা একটি ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া তাহাতে মায়াবীজ ( হ্রীঁ ) লিখিবে। ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল ও তদ্বহির্ভাগে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিতে হইবে। ১৬০। তাহাতে হ্রীং আধারশক্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে আধারশক্তির পূজা করিবে। ১৬১। * অনন্তর মণ্ডলোপরি প্রক্ষালিত পাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা বহ্নিমণ্ডলের অর্চ্চনা করত ফট্ এই মন্ত্রোচ্চারণে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালিত করিয়া আধারোপরি স্থাপন করিবে। ১৬২-১৬৩। অনন্তর অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রে অর্কমণ্ডলের অর্চ্চনা করিয়া মূলমন্ত্রোচ্চারণে অর্ঘ্যপাত্র পূর্ণ করিবে। ১৬৪। সাধক এই সময়ে তিন ভাগ মদ্য ও এক ভাগ জল প্রদান করিয়া তাহাতে গন্ধপুষ্প দান করিবে। হে অম্বিকে! বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে তাহাতে

* কি অর্ঘ্যস্থাপনে, কি আসনস্থাপনে, কি ঘটস্থাপনে, কি পাত্রস্থাপনে সর্ব্বত্রই অগ্রে আধার-শক্তির পূজা করা কর্ত্তব্য। কেন না, সকল কার্য্যেই আধার-শক্তি প্রধান অবলম্বন। কোন পদার্থের অন্য পদার্থকে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজের উপরে ধারণ করার শক্তির নাম আধার-শক্তি। ইহাকেই ইংরাজীতে 'গ্রাভিটেসন' বলে। ফল কথা, সর্ব্বব্যাপিনী সচ্চিদানন্দময়ী শক্তির একটি কার্য্যবিশেষকেই আধার-শক্তি বলা যায়।

ষষ্ঠস্বরং বিন্দুযুক্তং ভেৎস্থং বৈ চন্দ্রমণ্ডলম্।
ষোড়শান্তে কলাশব্দাদাত্মনে নম ইত্যপি ॥ ১৬৬
ততস্তু শ্রৈফলে পত্রে রক্তচন্দনচর্চ্চিতম্।
দূর্ব্বাপুষ্পং সাক্ষতঞ্চ কৃত্বা তত্র নিধাপয়েৎ ॥ ১৬৭
মূলেন তীর্থমাবাহ্য তত্র দেবীং বিভাব্য চ।
পূজয়েৎ গন্ধপুষ্পাভ্যাং মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ১৬৮
ধেনুযোনী দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ।
তদম্বু প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিন্নিক্ষিপ্য সাধকঃ ॥ ১৬৯
আত্মানং দেয়বস্তূনি প্রোক্ষয়েত্তেন মন্ত্রবিৎ।
পূজাসমাপ্তিপর্য্যন্তমর্ঘ্যপাত্রং ন চালয়েৎ ॥ ১৭০
বিশেষার্ঘ্যস্য সংস্কারঃ কথিতোঽয়ং শুচিস্মিতে।
যন্ত্ররাজং প্রবক্ষ্যামি সমস্তপুরুষার্থদম্ ॥ ১৭১
মায়াগর্ভং ত্রিকোণঞ্চ তদ্বাহ্যে বৃত্তযুগ্মকম্।
তয়োর্ম্মধ্যে যুগ্মযুগ্মক্রমাৎ ষোড়শকেশরান্ ॥ ১৭২

পূজা করিবে। ১৬৫। ষষ্ঠস্বর উ, ইহাতে বিন্দু সংযুক্ত করিয়া অর্থাৎ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। ১৬৬। তদনন্তর বিল্বপত্র, রক্তচন্দন, দূর্ব্বা, পুষ্প ও অক্ষত এইগুলি বিশেষার্ঘ্যের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে। ১৬৭। তৎপরে মূলমন্ত্রে তীর্থ আবাহন পূর্ব্বক তাহাতে দেবীর ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করত মূলমন্ত্র দ্বাদশবার জপ করিবে। ১৬৮। অনন্তর বিশেষার্ঘ্যের উপরিভাগে ধেনু ও যোনি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ধূপদীপ প্রদর্শন করত বিশেষার্ঘ্যের কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। ১৬৯। তৎপরে মন্ত্রবিৎ সাধক সেই জলে আপনাকে ও পূজাদ্রব্যসমুদয়কে প্রোক্ষিত করিবে। যে পর্য্যন্ত পূজাসমাপন না হয়, তাবৎ হঠাৎ বিশেষার্ঘ্য স্থানান্তরিত করা উচিত নহে। ১৭০। হে শুচিস্মিতে! তোমার নিকটে বিশেষার্ঘ্যসংস্কারের কথা কহিলাম, অনন্তর সমস্ত পুরুষার্থদায়ক যন্ত্ররাজ-লিখন-প্রকার বলিতেছি। ১৭১। প্রথমে একটি (অধোমুখ) ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া তাহাতে মায়াবীজ লিখিবে, উহার বাহিরে গোলাকৃতি দুইটি মণ্ডল এবং তাহার বাহিরে

তদ্বাহ্যেঽষ্টদলং পদ্মং তদ্বহির্ভূপুরং লিখেৎ।
চতুর্দ্বারসমাযুক্তং সুরেখং সুমনোহরম্ ॥ ১৭৩
স্বর্ণে বা রাজতে তাম্রে কুণ্ডগোলবিলেপিতে।
স্বয়ম্ভুকুসুমৈর্যুক্তে চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ ॥ ১৭৪
কুশীদেনাথবা লিপ্তে স্বর্ণময্যা শলাকয়া।
মালুরকণ্টকেনাপি মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
বিলিখেৎ যন্ত্ররাজন্ত দেবতাভাবসিদ্ধয়ে ॥ ১৭৫
অথবোৎকীলরেখাভিঃ স্ফাটিকে বিদ্রুমেঽপি বা।
বৈদূর্য্যে কারয়েৎ যন্ত্রং কারুকেণ সুশিল্পিনা ॥ ১৭৬
শুভপ্রতিষ্ঠিতং কৃত্বা স্থাপয়েৎ ভবনান্তরে।
নশ্যন্তি দুষ্টভূতানি গ্রহরোগভয়ানি চ ॥ ১৭৭
পুত্রপৌত্রসুখৈশ্বর্য্যৈর্মোদতে তস্য মন্দিরম্।
দাতা ভর্ত্তা যশস্বী চ ভবেৎ যন্ত্রপ্রসাদতঃ ॥ ১৭৮

দুই দুইটি করিয়া ষোলটি কেশর লিখিতে হইবে। ১৭২। ঐ গোলাকার মণ্ডলদ্বয়ের বাহিরে অষ্টদল পদ্ম, উহার বাহিরে চতুর্দ্বারবিশিষ্ট সরলরেখাময় সুমনোহর ভূপুর লিখিবে। ১৭৩। সাধক দেবতাপ্রীত্যর্থ মূলমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কুণ্ডপুষ্প, গোলপুষ্প বা স্বয়ম্ভূপুষ্প দ্বারা * লিপ্ত অথবা চন্দন, অগুরু কুঙ্কুম, বা কেবল রক্তচন্দনলিপ্ত সুবর্ণ, রজত কিংবা তাম্রপাত্রে স্বর্ণশলাকা অথবা বিল্বকণ্টক দ্বারা যন্ত্ররাজ অঙ্কন করিতে হইবে। ১৭৪-১৭৫। অথবা স্ফটিক, প্রবাল বা বৈদূর্য্যনির্ম্মিত পাত্রে সুনিপুণ শিল্পকার দ্বারা যন্ত্র ক্ষোদিত করাইয়া প্রতিষ্ঠা করত গৃহাভ্যন্তরে স্থাপন করিবে, ইহাতে গ্রহভয়, রোগভয় ও দুষ্টভূতোপদ্রব শান্তি পাইয়া থাকে, সাধকের গৃহও পুত্র-পৌত্র এবং ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়া থাকে। অধিক কি, ইহার প্রসাদে সাধক দাতা, ভর্ত্তা ও যশস্বী হইয়া থাকেন।১৭৬-১৭৮।

* কুণ্ডপুষ্প—পতি বিদ্যমানে পুরুষান্তরজাতা কন্যার প্রথম পুষ্পকে কুণ্ডপুষ্প কহে। গোলপুষ্প—বিধবার গর্ভে অপরপুরুষ হইতে উৎপন্না কন্যার প্রথম পুষ্পের নাম গোলপুষ্প। স্বয়ম্ভূপুষ্প—অনূঢ়া কুমারীর প্রথম পুষ্প।

এবং যন্ত্রং সমালিখ্য রত্নসিংহাসনে পুরঃ।
সংস্থাপ্য পীঠন্যাসোক্তবিধিনা পীঠদেবতাঃ।
সংপূজ্য কর্ণিকামধ্যে পূজয়েন্মূলদেবতাম্ ॥ ১৭৯
কলশস্থাপনং বক্ষ্যে চক্রানুষ্ঠানমেব চ।
যেনানুষ্ঠানমাত্রেণ দেবতা সুপ্রসীদতি।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নূনমিচ্ছাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৮০
কলাং কলাং গৃহীত্বা তু দেবানাং বিশ্বকর্ম্মণা।
নির্ম্মিতোঽয়ং স বৈ যস্মাৎ কলশস্তেন কথ্যতে ॥ ১৮১
ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং ষোড়শাঙ্গুলমুচ্চকৈঃ।
চতুরঙ্গুলকং কণ্ঠং মুখন্তস্য ষড়ঙ্গুলম্।
পঞ্চাঙ্গুলিমিতং মূলং বিধানং ঘটনির্ম্মিতৌ ॥ ১৮২
সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যজং মৃত্তিকোদ্ভবম্।
পাষাণং কাচজং বাপি ঘটমক্ষতমব্রণম্।
কারয়েদ্দেবতাপ্রীত্যৈ বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৮৩

এইরূপে যন্ত্র লিখিয়া পুরঃস্থিত রত্নময় সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পীঠদেবতা-দিগের ও তদবসানে কর্ণিকামধ্যে মূলদেবতার পূজা করিবে। ১৭৯। এক্ষণে কলশস্থাপন ও চক্রানুষ্ঠানের কথা বলিতেছি, ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি, ইচ্ছাসিদ্ধি এবং দেবতার প্রীতি সম্পাদিত হইয়া থাকে। ১৮০। বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের এক এক কলা (অংশ) গ্রহণ করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই জন্য ইহার নাম কলশ। ১৮১। এই কলশের বিস্তৃতি দেড় হস্ত, উচ্চতা ষোড়শ অঙ্গুলি, কণ্ঠ চারি অঙ্গুলি, মুখ-বিস্তার ছয় অঙ্গুলি, তলপরিমাণ পঞ্চ অঙ্গুলি। ১৮২। * এই কলশ সুবর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্য, মৃত্তিকা, পাষাণ বা কাচ দ্বারা অভগ্ন বা অচ্ছিদ্রভাবে প্রস্তুত হওয়া উচিত। দেবগণের প্রীতির জন্য সুধাকলশ প্রস্তুত করিতে কোনরূপে কৃপণতা করিবে না। ১৮৩। †

* সাধকের মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যপর্ব্বের পরিমাণই এক অঙ্গুলী বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট।

† অনেক তন্ত্রে পাষাণপাত্র নিষিদ্ধ। অধিকন্তু পাষাণপাত্রে মদ্য স্থাপন করিলে ক্ষণকাল পরেই আর উহার মাদকতাশক্তি থাকে না। এই সকল কারণে এ দেশে কেবল তর্পণ-কার্য্যেই পাষাণপাত্র ব্যবহৃত হয়।

সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্।
তাম্রং প্রীতিকরং জ্ঞেয়ং কাংস্যজং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
কাচং বশ্যকরং প্রোক্তং পাষাণং স্তম্ভকর্ম্মণি।
মৃন্ময়ং সর্ব্বকার্য্যেষু সুদৃশ্যং সুপরিষ্কৃতম্॥ ১৮৪
স্ববামভাগে ষট্‌কোণং তন্মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রকম্।
তদ্বহির্বৃত্তমালিখ্য চতুরস্রস্ততো বহিঃ॥ ১৮৫
সিন্দূররজসা বাপি রক্তচন্দনকেন বা।
নির্ম্মায় মণ্ডলং তত্র যজেদাধারদেবতাম্॥ ১৮৬
মায়ামাধারশক্তিঞ্চ ঙে-নমোঽন্তাং সমুদ্ধরেৎ॥ ১৮৭
নমসা ক্ষালিতাধারং স্থাপয়েন্মণ্ডলোপরি।
অস্ত্রেণ ক্ষালিতং কুম্ভং তত্রাধারে নিবেশয়েৎ॥ ১৮৮
ক্ষকারাদ্যৈরকারান্তৈর্বর্ণৈর্বিন্দুসমাযুতৈঃ।
মূলং সমুচ্চরন্ মন্ত্রী কারণেন প্রপূরয়েৎ॥ ১৮৯

---

সুবর্ণ-কলশ ভোগদায়ক, রাজত মোক্ষদায়ক, তাম্রজ প্রীতিকর, কাংস্যজ পুষ্টিবর্দ্ধক, কাচপাত্র বশীকরণকারক, পাষাণপাত্র স্তম্ভনোদ্দীপক এবং মৃন্ময়পাত্র সুদৃশ্য ও সুপরিষ্কৃত হইলে সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত। ১৮৪। আপনার বামভাগে একটি ষট্‌কোণ লিখিতে হইবে, উহার মধ্যে একটি বিন্দু অঙ্কন করা কর্ত্তব্য। উহার বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল লিখিয়া বহির্ভাগে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে। ১৮৫। * উহা সিন্দূররজ, কুলপুষ্প বা রক্তচন্দন দ্বারা লিখিয়া তাহাতে আধার-দেবতার পূজা করিবে। ১৮৬। হ্রীং আধারশক্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। পরে অনন্তায় নমঃ এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত আধার উক্ত মণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত কুম্ভ আধারোপরি স্থাপন করিবে। ১৮৭-১৮৮। অনন্তর মন্ত্রবিৎ সাধক বিলোম মন্ত্রে অর্থাৎ ক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া অকার পর্য্যন্ত বর্ণে বিন্দু সংযোগ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কারণ দ্বারা কুম্ভ পূরিত করিবে। ১৮৯।

---

* কোন কোন তন্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, অগ্রে বিন্দু, তাহার বাহিরে ত্রিকোণ ও যথাক্রমে ষট্‌কোণ বৃত্ত এবং চতুরস্র মণ্ডল অঙ্কন করিতে হয়। ষট্‌কোণ মণ্ডল করিতে হইলে একটি অধোমুখ ত্রিকোণ ও একটি ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অঙ্কন করিলেই ষট্‌কোণ মণ্ডল হইয়া থাকে।

আধারকুম্ভতীর্থেষু বহ্ন্যর্কশশিমণ্ডলম্।
পূর্ব্ববৎ পূজয়েদ্বিদ্বান্ দেবীভাবপরায়ণঃ ॥ ১৯০
রক্তচন্দনসিন্দূররক্তমাল্যানুলেপনৈঃ।
ভূষয়িত্বা তু কলশং পঞ্চীকরণমাচরেৎ ॥ ১৯১
ফটা দর্ভেণ সন্তাড্য হুঁ বীজেনাবগুণ্ঠয়েৎ।
হ্রীঁ দিব্যদৃষ্ট্যা সংবীক্ষ্য নমসাভ্যুক্ষণং চরেৎ।
মূলেন গন্ধং ত্রির্দ্দদ্যাৎ পঞ্চীকরণমীরিতম্ ॥ ১৯২
প্রণম্য কলশং রক্তপুষ্পং দত্ত্বা বিশোধয়েৎ ॥ ১৯৩
একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্ ॥ ১৯৪

অনন্তর দেবীভাবে স্থিরমনা হইয়া আধার, কুম্ভ ও তদধিষ্ঠিত মন্তের উপব পূর্ব্ববৎ বহ্নিমণ্ডল, অর্কমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিতে হইবে। ১৯০। পরে রক্তচন্দন, সিন্দুব, বক্তমাল্য ও অনুলেপনে কলশ বিভূষিত করিয়া পঞ্চীকরণ করিবে। ১৯১। ফট্ এই মন্ত্রে কুশ দ্বারা কলশে তাড়না করিয়া হুঁ এই মন্ত্রোচ্চারণে অবগুণ্ঠনমুদ্রা * দ্বারা কলশকে অবগুণ্ঠিত করিবে, হ্রীং এই মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া নমঃ এই মন্ত্রে জল দ্বারা কলশ অভ্যুক্ষিত করিবে; মূলমন্ত্রে তিনবার কলশে গন্ধ আঘ্রাণ করিতে হয়। ইহাকেই পঞ্চীকরণ কহে। ১৯২। † অনন্তর কলশকে প্রণাম করিয়া তাহাতে রক্তপুষ্প প্রদান করত মন্ত্র দ্বারা সুধা শোধন করিবে। ১৯৩। পরমব্রহ্ম স্থূল ও সূক্ষ্ম, তিনি অদ্বিতীয় ও নিশ্চল, আমি তাঁহার শুভ আবির্ভাবে

* অবগুণ্ঠনমুদ্রা—দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠযুগল অন্তঃপ্রবিষ্ট রাখিয়া মুষ্টিবন্ধন করত অধোমুখ সরলাকৃতি তর্জ্জনীযুগল দ্রব্যেব চারিদিকে ভ্রামিত করিবে। ইহাব নাম অবগুণ্ঠনমুদ্রা। প্রমাণ যথা—

"অন্তরঙ্গুষ্ঠমুষ্টিভ্যাং সন্নিবোধনরূপিণী।
এতৈস্তা এব মুদ্রায়াস্তর্জ্জন্যৌ সরলে যদি।
অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা সতী ॥"

† নিরুত্তর তন্ত্রে এবং অন্যান্য তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, মূলমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তিনবার আঘ্রাণ লইবে। গন্ধদান করিবে, একপ বিধি কোথাও নাই।

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থে * বরুণালয়সম্ভবে।
অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্॥ ১৯৫
বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি।
তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতু॥ ১৯৬
হ্রীং হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিসদতিথিদু্রোণসৎ।
নৃসদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ ১৯৭

কচজনিত ব্রহ্মহত্যা নাশ করি। ১৯৪। হে দেবি সুরে! সমুদ্রগর্ভ হইতে তোমার উৎপত্তি, তুমি সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি কর, তুমি অমাবীজস্বরূপিণী; † তুমি শুক্রশাপ হইতে মুক্ত হও। ১৯৫। প্রণব বেদের বীজস্বরূপ ও ব্রহ্মানন্দময়, দেবি! সেই সত্য দ্বারা তোমার ব্রহ্মহত্যা দূরীভূত হউক। ১৯৬। যিনি হংসঃ (আদিত্য বা পরমাত্মা), যিনি শুচিসৎ (বিমলনভোমণ্ডলে সূর্য্য-স্বরূপে অবস্থিতি করেন বা যিনি শুদ্ধসত্বস্বরূপ), যিনি বসু (সর্ব্বত্রসঞ্চারী বায়ু-স্বরূপ বা যিনি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা সমভাবে বিদ্যমান), যিনি অন্তরীক্ষসৎ (যিনি অন্তরীক্ষসঞ্চারী বা সাক্ষিরূপে জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠিত), যিনি হোতা (হোমসম্পা-দক অগ্নিস্বরূপ বা যজমানস্বরূপ), যিনি বেদিসৎ (গার্হপত্যাদি বহ্নিস্বরূপ বা কেবলমাত্র জ্ঞানগম্য), যিনি অতিথি (অতিথিবৎ পূজ্য-বহ্নিস্বরূপ), যিনি দুরোণসৎ (গৃহাগ্নিরূপে পাকাদি সাধন করিতেছেন), যিনি নৃসৎ (চৈতন্যরূপে মনুষ্যমাত্রে অধিষ্ঠিত), যিনি বরসৎ (বরণীয় আদিত্যমণ্ডলে সংস্থিত), যিনি ঋতসৎ (যজ্ঞে বা সত্যে অবস্থিত), যিনি ব্যোমসৎ (আকাশে বায়ুরূপে অব-স্থিত), যিনি অব্জা (জলমধ্যে বাড়বানলরূপে সংস্থিত), যিনি গোজা (প্রস্ত-রাদি হইতে বহ্নিরূপে সঞ্জাত), যিনি ঋতজা (সর্ব্বত্র সত্যরূপে দৃশ্যমান), যিনি অদ্রিজা (উদয়াচল হইতে ভাস্কররূপে উদিত), যিনি ঋত (সত্য বা সর্ব্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মতত্বস্বরূপ), যিনি বৃহৎ (সর্ব্বব্যাপী), তাঁহার সত্তাবলে এই কারণ নির্দ্দোষ

* সূর্য্যমণ্ডলসম্ভূতে বা পাঠঃ।
† ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, হে দেবি! তুমি সহস্রাবস্থিত অমানাম্নী চন্দ্রের ষোড়শী কলার বীজ। কেন না, তুমি তথায় না থাকিলে চন্দ্রের উক্ত কলার অস্তিত্ব থাকিত না।

বারুণেন চ বীজেন ষড়্দীর্ঘস্বরভাজিনা।
ব্রহ্মশাপবিশব্দান্তে মোচিতায়ৈ পদং বদেৎ।
সুধাদেব্যৈ নমঃ পশ্চাৎ সপ্তধা ব্রহ্মশাপমুৎ ॥ ১৯৮
অঙ্কুশং দীর্ঘষট্কেন যুতং শ্রীমায়য়া যুতম্।
সুধা পশ্চাৎ কৃষ্ণশাপং মোচয়েতি পদস্ততঃ।
অমৃতং স্রাবয়দ্বন্দ্বং ঋিঠান্তো মনুরীরিতঃ ॥ ১৯৯
এবং শাপান্মোচয়িত্বা যজেত্তত্র সমাহিতঃ।
আনন্দভৈরবং দেবমানন্দভৈরবীস্তথা ॥ ২০০
হসক্ষমলশব্দান্তে বরযুং মিলিতং বদেৎ।
আনন্দভৈরবং ঙেঽস্তং বষড়ন্তো মনুর্ম্মতঃ ॥ ২০১

---

হউক্। ১৯৭। বরুণবীজে যথাক্রমে দীর্ঘস্বরষট্ক যোগ করত "ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ" এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। ইহা দ্বারা যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে (ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ), এই মন্ত্র সপ্তধা পাঠ করিলে ব্রহ্মশাপমোচন হইয়া থাকে। ১৯৮। অঙ্কুশ (ক্রোঁ) এই পদের ওকার ত্যাগ করত দীর্ঘস্বর ছয়টি যোগ করিবে। তৎপরে শ্রীবীজ ও মায়াবীজ যোগ করিয়া "সুধা" শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক 'কৃষ্ণশাপং মোচয়' বলিবে। শেষে 'অমৃতং স্রাবয় স্বাহা' বলিতে হইবে। তাহা হইলেই 'ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ শ্রীঁ হ্রীঁ সুধা কৃষ্ণশাপং মোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা" হইবে। ১৯৯। এইরূপে ব্রহ্মশাপ, শুক্রশাপ ও কৃষ্ণশাপ মোচন করিয়া † সমাহিতহৃদয়ে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর অর্চ্চনা করিবে। ২০০।। হসক্ষমলবরযুং আনন্দভৈরবায় বষট্, আনন্দভৈরবপূজার এই মন্ত্র। আনন্দভৈরবীর পূজার সময় হসক্ষমলবরযুঁ ইহার প্রথম অক্ষর দুইটি বিপরীত

---

* সাধারণের অবগতির জন্য এই তিন প্রকার শাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থলে প্রদত্ত হইল;—সুরাপান নিবন্ধন উন্মত্ত হইয়া যদুবংশ আত্মবিরোধ করত ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল; শুক্রাচার্য্য সুরাপানে হৃতজ্ঞান হইয়া নিজ শিষ্য কচের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা সুরাপানে বিহ্বল হইয়া কন্যাগমনে উদ্যত হইয়াছিলেন; এই হেতু কৃষ্ণ, শুক্র ও ব্রহ্মা প্রত্যেকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন যে, ইহার পর সুরাপান করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপে নিমগ্ন ও নরকগামী হইতে হইবে। এই জন্যই তিনটি শাপমোচনের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরন্তু সুরাপান দোষাবহ হইলেও পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তি সাধনার্থ যথাসময়ে যথাপরিমাণে উহা পান করিতে পারেন।

† যে ধ্যানে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর পূজা করিতে হয়, তাহা পরপৃষ্ঠায় লিখিত হইল:—

অন্তাস্তং বিপরীতঞ্চ শ্রবণে বামলোচনম্।
সুধাদেব্যৈ বৌষড়ন্তো মন্ত্রস্যাঃ প্রপূজনে॥ ২০২
সামরস্যং তয়োস্তত্র ধ্যাত্বা তদমৃতপ্লুতম্।
দ্রব্যং বিভাব্য তস্যোর্দ্ধে মূলং দ্বাদশধা জপেৎ॥ ২০৩
মূলেন দেবতাবুদ্ধ্যা দত্বা পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
দর্শয়েদ্ধূপদীপৌ চ ঘণ্টাবাদনপূর্ব্বকম্॥ ২০৪

---

করিয়া বাম কর্ণস্থলে বামচক্ষু অর্থাৎ উকার স্থানে দীর্ঘ ঈকার দিবে। পরে সুধাদেব্যৈ বৌষট্ এই পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই মন্ত্র হইল —সহক্ষমলবরযীং সুধাদেব্যৈ (আনন্দভৈরব্যৈ) বৌষট্। ২০১ ২০২। অনন্তর কলশে দেবদেবীদ্বয়ের সামরস্য ও ঐক্য ধ্যান করিয়া অমৃত দ্বারা সুরা সংসিক্ত হইয়াছে, ইহা ভাবনা করিয়া তাহাতে মূলমন্ত্র দ্বাদশবার জপ করিবে।২০৩। অনন্তর দেববুদ্ধিতে মূলমন্ত্রে মস্তের উপর তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে, পশ্চাৎ ঘণ্টা-

সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
অষ্টাদশভুজং দেবং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রহ্মপদ্মোপরিস্থিতম্।
বৃষারূঢ়ং নীলকণ্ঠং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
কপালখট্বাঙ্গধরং ঘণ্টাডমরুবাদিনম্।
পাশাঙ্কুশধরং দেবং গদামুষলধারিণম্।
খড়্গখেটকপট্টীশমুদ্গরৈঃ শূলদণ্ডধৃক্।
বিচিত্রখেটকৈর্মুণ্ডবরদাভয়পাণিনম্।
লোহিতং দেবদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥

আনন্দভৈরবের এই ধ্যানের মধ্যে দুই স্থানে খেটক শব্দ আছে। প্রথম খেটকের অর্থ ঢাল, দ্বিতীয় খেটকের অর্থ বল্ল। টাঙ্গির অন্য নাম পট্টীশ।

আনন্দভৈরবীর ধ্যান যথা—

ভাবয়েচ্চ সুধাং দেবীং চন্দ্রকোট্যযুতপ্রভাম্।
হিমকুন্দেন্দুধবলাং পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাম্।
অষ্টাদশভুজৈর্যুক্তাং সর্ব্বানন্দকরোদ্যতাম্।
প্রহসন্তীং বিশালাক্ষীং দেবদেবেশসম্মুখীম্।
কপালখট্বাঙ্গধরাং ঘণ্টাডমরুবাদিনীম্।
পাশাঙ্কুশধরাং দেবীং গদামুষলধারিণীম্।
খড়্গখেটকপট্টীশমুদ্গরৈঃ শূলদণ্ডধৃক্।
বিচিত্রখেটকৈর্মুণ্ডবরদাভয়পাণিনীম্।
লোহিতাং দেবদেবেশীং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥

ইত্থং তীর্থস্য সংস্কারঃ সর্ব্বদা দেবপূজনে।
ব্রতে হোমে বিবাহে চ তথৈবোৎসবকর্ম্মণি ॥ ২০৫
মাংসমানীয় পুরতস্ত্রিকোণমণ্ডলোপরি।
ফটাভ্যুক্ষ্য বায়ুবহ্নিবীজাভ্যাং মন্ত্রয়েত্ত্রিধা ॥ ২০৬
কবচেনাবগুণ্ঠ্যাথ সংরক্ষেচ্চাস্ত্রমন্ত্রতঃ।
ধেন্বা বমমৃতীকৃত্য মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥ ২০৭
বিষ্ণোর্বক্ষসি যা দেবী যা দেবী শঙ্করস্য চ।
মাংসং মে পবিত্রীকুরু তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ২০৮
ইত্থং মীনং সমানীয় প্রোক্তমন্ত্রেণ সংস্কৃতম্।
মন্ত্রেণানেন মতিমান্ তং মীনমভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২০৯
ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ ২১০
তথৈব মুদ্রামাদায় শোধয়েদমুনা প্রিয়ে।
ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ২১১

বাদন পুরঃসর ধূপদীপ প্রদর্শন করিবে। ২০৪। দেবার্চ্চনা, ব্রত, হোম, বিবাহ ও অপরাপর উৎসবে পূর্ব্বোক্তরূপে সুরাসংস্কার করিতে হয়। ২০৫। অনন্তর মাংস আনয়ন পূর্ব্বক সম্মুখে ত্রিকোণমণ্ডলের উপরিভাগে স্থাপন করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষিত করত পশ্চাৎ বায়ু ও বহ্নিবীজে ( যং রং ) উহা ত্রিধা অভিমন্ত্রিত করিবে। ২০৬। অনন্তর কবচে ( হুঁ ) অবগুণ্ঠিত করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে রক্ষা করিবে, পশ্চাৎ বং এই মন্ত্রোচ্চারণে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া ( বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি ইত্যাদি ) মন্ত্র পাঠ করিবে। ২০৭। যে দেবী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে অবস্থিত করেন, যিনি শঙ্করের বক্ষোবিহারিণী, তিনি মদ্দত্ত মাংস পবিত্র ও আমাকে বিষ্ণুপদে স্থাপিত করুন (ইহাই মন্ত্রার্থ)। ২০৮। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপে মৎস্য আনয়ন ও মাংসশোধনবৎ সংশোধন করিয়া ( ত্র্যম্বকং ইত্যাদি ) মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। ২০৯। ( মন্ত্রার্থ এই )—যিনি সুগন্ধি ( যাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি চারিদিকে বিস্তৃত ), যিনি পুষ্টিবর্দ্ধন ( যিনি উপাসকগণের দেহ, ধন সমস্ত পরিবর্দ্ধিত করেন ), আমরা সেই ত্র্যম্বকের আরাধনা করি, কর্কটীফল যেমন আপনিই বিশ্লিষ্ট হয়, তদ্রূপ যাবৎ আমাদের সাযুজ্যমুক্তি না ঘটে, তাবৎ আমাদিগকে তিনি মৃত্যু বা ভববন্ধন হইতে মুক্ত করুন। ২১০। হে প্রিয়ে! অনন্তর মুদ্রা

ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ ২১২

অথবা সর্ব্বতত্ত্বানি মূলেনৈব বিশোধয়েৎ।
মূলে তু শ্রদ্ধধানো যঃ কিন্তস্য দলশাখয়া ॥ ২১৩
কেবলং মূলমন্ত্রেণ যদ্দ্রব্যং শোধিতং ভবেৎ।
তদেব দেবতাপ্রীত্যৈ সুপ্রশস্তং মতোচ্যতে ॥ ২১৪
যথা কালস্য সংক্ষেপাৎ সাধকানবকাশতঃ।
সর্ব্বং মূলেন সংশোধ্য মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ২১৫
ন চাত্র প্রত্যবায়োঽস্তি নাঙ্গবৈগুণ্যদূষণম্।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমিতি শঙ্করশাসনম্ ॥ ২১৬

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে মন্ত্রোদ্ধারকলশস্থাপনতত্ত্ব-
সংস্কারো নাম পঞ্চমোল্লাসঃ।

আনয়ন পূর্ব্বক তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় ( অথবা কেবল মূলমন্ত্রে ) শোধন করিবে। মন্ত্র দুইটির অর্থ এই - গগনমণ্ডলে ব্যাপ্ত-নেত্র দ্বারা যেমন অবাধে সর্ব্বদ্রব্য দেখা যায়, জ্ঞানিগণ নিয়ত তদ্রূপ বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন। যাঁহারা বিপ্রাস ( মেধাবী ), যাঁহারা বিপণ্য ( বিশেষ-ভাবে স্তব করেন ), যাঁহারা জাগৃবান্ ( অপ্রমত্তচিত্তে জাগরূক ), তাঁহারাই বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন। ২১১-২১২। অথবা মূলমন্ত্রেই সর্ব্বতত্ত্ব শোধন করিবে। যাঁহার মূলে শ্রদ্ধা আছে, তাঁহার শাখাপল্লবে প্রয়োজন কি? ২১৩। আমি বলিতেছি, কেবল মূলমন্ত্র দ্বারা যে দ্রব্য শোধিত হয়, দেবতার প্রীত্যর্থে তাহাই প্রশস্ত। ২১৪। যখন কালের সংক্ষেপ ও সাধকের অনবকাশ, তখনই মূলমন্ত্রে পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিয়া দেবীকে নিবেদন করিয়া দিবে। ২১৫। ইহাতে কোন প্রত্যবায় বা অঙ্গহানি ঘটিবে না, আমি ইহা ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, ইহাই শঙ্করের শাসন। ২১৬

## ষষ্ঠোল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

যত্ত্বয়া কথিতং পঞ্চতত্ত্বং পূজাদিকর্ম্মণি।
বিশিষ্য কথ্যতাং নাথ যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি॥ ১

শ্রীসদাশিব উবাচ।

গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা সুরা।
সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তালখর্জ্জুরসম্ভবা।
তথা দেশবিভেদেন নানাদ্রব্যবিভেদতঃ।
বহুধেয়ং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতার্চ্চনে॥ ২
যেন কেন সমুৎপন্না যেন কেনাহৃতাপি বা।
নাত্র জাতিবিভেদোঽস্তি শোধিতা সর্ব্বসিদ্ধিদা॥ ৩

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! পূজাদি স্থলে কিরূপে পঞ্চতত্ত্ব নিবেদন করিতে হয়, আপনি তাহা বলিয়াছেন, এক্ষণে প্রার্থনা, যদি আমার প্রতি কৃপা থাকে, তাহা হইলে উহা সবিস্তার বর্ণন করুন। ১

সদাশিব কহিলেন, গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী এই ত্রিবিধ সুরাই উত্তম বলিয়া গণ্য, এই সকল সুরা তাল, খর্জ্জুর ও অন্যান্য দ্রব্য হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে, দেশ ও দ্রব্যভেদে নানাপ্রকার সুরার সৃষ্টি হইয়া থাকে, দেবার্চ্চনাপক্ষে সকল সুরাই প্রশস্ত। ২। * এই সকল সুরা যেরূপে উদ্ভূত ও যেরূপে যে কোন লোক দ্বারা আনীত হউক না কেন, শোধিত হইলেই কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে,

* সুরা যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসাধনের উপযুক্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞানিগণের নিকট পরম পবিত্র ও পূজ্য; কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। কেন না, যাবতীয় দ্রব্যেই অল্পাধিক পরিমাণে ব্রহ্মের সদংশ, চিদংশ ও আনন্দাংশের আভাস বিদ্যমান আছে। গুড় প্রভৃতি যে যে বস্তুতে সুরা প্রস্তুত হয়, তাহাও সুতরাং আনন্দাংশের আধার। গুড় হইতে যে সুরা প্রস্তুত হয়, তাহাকে গৌড়ী কহে; মাক্ষিক মধু হইতে অথবা মাধ্বীক-পুষ্প হইতে যে সুরা প্রস্তুত হয়, তাহার নাম 'মাধ্বী আর অর্দ্ধপক্ব তণ্ডুল বা ধান্য হইতে যে সুরা প্রস্তুত হয়, তাহাকে পৈষ্টী বলা যায়।

মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং জলভূচরখেচরম্ ।
যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্ ।
তৎ সর্ব্বং দেবতাপ্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪
সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবতে ।
যদ্‌যদাত্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ ॥ ৫
বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।
স্ত্রীপশুর্ন চ হন্তব্যস্তত্র শাম্ভবশাসনাৎ ॥ ৬
উত্তমাস্ত্রিবিধা মৎস্যাঃ শালপাঠীনরোহিতাঃ ॥ ৭

ইহাতে জাতিবিচার নাই। ৩। * মাংস ত্রিবিধ;—জলচর, ভূচর ও খেচর। ইহা যে কোন লোকের দ্বারা ঘাতিত বা যে কোন স্থান হইতে আনীত হউক্, নিঃসন্দেহ তাহাতে দেবগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। ৪। দেবতাকে কোন্ মাংস বা কোন্ বস্তু দেয়, তাহা সাধকের ইচ্ছানুগত; যে বস্তু বা মাংস নিজের তৃপ্তিকর, ইষ্টদেবতার উদ্দেশে তাহা প্রদান করাই কর্ত্তব্য। ৫। দেবি! পুংপশুই বলিদানক্ষেত্রে বিহিত হইয়াছে; স্ত্রীপশু বলি দেওয়া শিবের আজ্ঞার বিরুদ্ধ, সুতরাং তাহা দিতে নাই। ৬। † মৎস্যের পক্ষে

---

* সুরা হইতেই যে দৈত্যদিগের নাম 'অসুর' ও দেবতাগণের নাম 'সুর' হইয়াছে এবং শৌণ্ডিক-(শুঁড়ি) দিগের উৎপত্তি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের মহাভারতে ও অন্যান্য তন্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, যখন সমুদ্রমন্থন হয়, তখন সুধাকুম্ভ কক্ষে লইয়া বারুণী দেবী সাগরগর্ভ হইতে উঠিয়াছিলেন। দৈত্যেরা ঐ সুরা গ্রহণ করিল না, কিন্তু দেবতারা গ্রহণ করিলেন; এই জন্য দৈত্যেরা 'অসুর' এবং দেবতারা 'সুর' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। পরে ঐ সুরাকুম্ভ রক্ষার্থ গণেশের হস্তে অর্পিত হয়। যখন যে কোন দেবতার উহা পানে ইচ্ছা হইত, তিনি গণেশের নিকট যাইয়া চাহিয়া লইয়া পান করিতেন। ইহাতে গণেশের অত্যন্ত পরিশ্রম হইতে লাগিল এবং কিছুমাত্র অবসর রহিল না। তখন তাঁহার গুহ্য হইতে মল নির্গত হইল। সেই মল হইতে একটি পুরুষ জন্মগ্রহণ করিল। ঐ পুরুষই শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) নামে প্রসিদ্ধ। গণেশ ঐ পুরুষের হস্তে সুরাকুম্ভ দিয়া বলিলেন, তোমার বংশীয়গণ জলের উপর নানাদ্রব্য নিক্ষেপপূর্ব্বক মন্থন করত সুরারূপ অমৃত উৎপাদন করিবে এবং মানবগণকে পানার্থ প্রদান করিবে; কিন্তু নিজেরা পান করিবে না। ইহা পানের সময় জাতিবিচার থাকিবে না।

† ইহাতে বুঝা গেল যে, স্ত্রী-পশ্বাদি বলি দিবে না। কিন্তু পক্ষীর মধ্যে হংসী এবং জলচরমধ্যে স্ত্রী-জাতীয় কূর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। ইহা সময়াচারতন্ত্রে লিখিত আছে, যথা—

"ত্যাজ্যা স্ত্রী পক্ষিণাং হংসে যবে চ কমঠং তথা।"

তন্ত্রান্তরে আরও লিখিত আছে যে, মাংসাশী জন্তুর মধ্যে বায়স, কুম্ভীর, ব্যাঘ্র ইত্যাদি এবং কীট, পতঙ্গ, কৃমি ইত্যাদি ত্যাজ্য। আবার কোন তন্ত্রে লিখিত আছে যে, অণ্ডজ ও জলজ জীব ভিন্ন অপর কোন স্ত্রী-জাতীয় জীবের মাংস অগ্রাহ্য। প্রমাণ যথা—

"শক্তিমাংসং ন গৃহ্লীয়াৎ অণ্ডজং জলজং বিনা।"

মধ্যমাঃ কণ্টকৈর্হীনা অধমা বহুকণ্টকাঃ।
তেঽপি দেব্যৈ প্রদাতব্যা যদি সুষ্ঠুবিভর্জ্জিতাঃ॥ ৮
মুদ্রাপি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদিপ্রভেদতঃ।
চন্দ্রবিম্বনিভং শুভ্রং শালিতণ্ডুলসম্ভবম্।
যবগোধূমজং বাপি ঘৃতপক্কং মনোরমম্॥ ৯
মুদ্রেয়মুত্তমা মধ্যা ভৃষ্টধান্যাদিসম্ভবা।
ভর্জ্জিতান্যন্যবীজানি অধমা পরিকীর্ত্তিতা॥ ১০
মাংসং মীনশ্চ মুদ্রা চ ফলমূলানি যানি চ।
সুধাদানে দেবতায়ৈ সংজ্ঞেবাং * শুদ্ধিরীরিতাঃ॥ ১১
বিনা শুদ্ধ্যা হেতুদানং পূজনন্তর্পণন্তথা।
নিষ্ফলং জায়তে দেবি! দেবতা ন প্রসীদতি॥ ১২
শুদ্ধিং বিনা মদ্যপানং কেবলং বিষভক্ষণম্।
চিররোগী ভবেন্মন্ত্রী স্বল্পায়ুর্ম্রিয়তেঽচিরাৎ॥ ১৩

শাল, বোয়াল ও রুই এই তিন জাতি প্রশস্ত। ৭। কণ্টকহীন অন্যান্য মৎস্য মধ্যম এবং বহুকণ্টকশালী মৎস্য অধম, যদি শেষোক্ত মৎস্য সুন্দররূপে ভর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে দেবীকে নিবেদন করা যাইতে পারে। ৮। (এইরূপ) মুদ্রাও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যাহা দেখিতে চন্দ্রবৎ শুভ্র, শালিতণ্ডুল অথবা যব ও গোধূমে প্রস্তুত, যাহা ঘৃতপক্ক ও মনোহর, তাহাই উত্তম মুদ্রা বলিয়া গণ্য; যাহা ভৃষ্ট ধান্য,—অর্থাৎ খৈ-মুড়িতে প্রস্তুত, তাহা মধ্যম এবং যাহা অন্য শস্যে ভর্জ্জিত, (চানাচুর, চীনাবাদাম ইত্যাদি) তাহাই অধম বলিয়া কীর্ত্তিত। ৯-১০। † দেবীকে সুধাপ্রদানকালে যে মাংস, মীন, মুদ্রা ও ফলমূল প্রদান করিতে হয়, তাহাই 'শুদ্ধি' বলিয়া গণ্য। ১১। শুদ্ধি ব্যতিরেকে দেবীকে কারণ প্রদান পূর্ব্বক পূজা বা তর্পণ করিলে তত্তাবৎ ব্যর্থ হইয়া থাকে এবং দেবতাও তাহাতে প্রীত হন না। ১২। শুদ্ধি ব্যতিরেকে মদ্যপান করিলে তাহা বিষভোজন তুল্য হইয়া থাকে, অধিকন্ত

* সুধাদানে দেবতায়ৈ সর্ব্বেষাং ইতি, সুধাদানৈর্দেবতায়ৈ সংজ্ঞেষাং ইতি বা পাঠান্তরম্।
† ভৈরবজামলের মতে মীন ও মাংস ভিন্ন প্রায় সকল ভক্ষ্য বস্তুকেই মুদ্রা বলা যায়। কৌলিকার্চ্চনদীপিকায় লিখিত আছে যে, তিল, ছোলা, মুগ, মাষ, ধান্য, গম, যব এবং ঐ সকল বস্তু হইতে জাত পিষ্টকাদিকে আদ্যমুদ্রা বলে।

শেষতত্ত্বং মহেশানি নির্ব্বীর্য্যে * প্রবলে কলৌ।
স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়া সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা ॥ ১৪
অথবাত্র স্বয়ম্ভ্বাদি-কুসুমং প্রাণবল্লভে।
কথিতং তৎপ্রতিনিধৌ কুবীদং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫
অশোধিতানি তত্ত্বানি পত্রপুষ্পফলানি চ। †
নৈব দদ্যান্মহাদেব্যৈ দত্ত্বা বৈ নারকী ভবেৎ ॥ ১৬
শ্রীপাত্রস্থাপনং কুর্য্যাৎ স্বীয়য়া গুণশীলয়া।
অভিষিঞ্চেৎ কারণেন সামান্যার্ঘ্যোদকেন বা ॥ ১৭
আদৌ বালাং সমুচ্চার্য্য ত্রিপুরায়ৈ ততো বদেৎ।
নমঃ-শব্দাবসানে চ ইমাং শক্তিমুদীরয়েৎ ॥ ১৮
পবিত্রীকুরু-শব্দান্তে মম শক্তিং কুরু দ্বিঠঃ ॥ ১৯

ইহাতে চিররোগী ও অল্পায়ু হইয়া সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। ১৩। ‡ মহেশ্বরি! কলি প্রবল ও নির্ব্বীর্য্য হইলে শেষতত্ত্ব ( মৈথুন ) সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা আপনার স্ত্রীতেই সম্পন্ন হইবে। ১৪। হে প্রাণবল্লভে! অথবা আমি যে স্বয়ম্ভু প্রভৃতি পুষ্পের কথা বলিয়াছি, তদভাবে তৎপরিবর্ত্তে রক্তচন্দন প্রদান করিবে। ১৫। পঞ্চতত্ত্ব, পুষ্প, পত্র ও ফলসকল অশোধিতভাবে দেবীকে প্রদান করিতে নাই, করিলে নারকী হইতে হয়। ১৬। গুণশালিনী স্বকীয়া রমণীর সহিত শ্রীপাত্র স্থাপন করা কর্ত্তব্য এবং ( স্ত্রী অনভিষিক্তা হইলে ) কারণ বা সামান্যার্ঘ্যজলে তাহাকে অভিষিক্ত করত শোধন করা উচিত। ১৭। অভিষেককালে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়;—প্রথমে ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ উচ্চারণ করিয়া তদবসানে ত্রিপুরায়ৈ নমঃ উচ্চারণ করত ইমাং শক্তিং এই পদ বলিতে হইবে। ১৮। তৎপরে পবিত্রীকুরু এই শব্দের শেষে মম শক্তিং কুরু স্বাহা এই পদ পাঠ করিতে হইবে, তাহা

* নির্বীজে ইতি বা পাঠঃ।

† পত্রপুষ্পাদিকানি চ বা পাঠঃ।

‡ শুদ্ধি ব্যতীত কেবলমাত্র সুরাপান করিয়া ভোজন আর আহারের শেষে সুরাপান এই দুইটাই বিষপান তুল্য। যথাবিধানে ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে সুরাপান অমৃতপান তুল্য। তন্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে, যথা—

"ভোজনান্তে বিষং মদ্যং পানান্তে ভোজনং বিষম্।
অমৃতং তং বিজানীয়াৎ যৎ পানং ভোজনৈঃ সহ।"

অদীক্ষিতা যদা নারী কর্ণে মায়াং সমুচ্চরেৎ।
শক্তয়োঽন্যাঃ পূজনীয়া নার্হাস্তাড়নকর্ম্মণি॥ ২০ *
অথাত্মযন্ত্রয়োর্মধ্যে মায়াগর্ভং ত্রিকোণকম্।
বৃত্তং ষট্‌কোণমালিখ্য চতুরস্রং লিখেদ্বহিঃ॥ ২১
অস্রকোণে পূর্ণশৈলমুড্ডীয়ানস্তথৈব চ।
জালন্ধরং কামরূপং সচতুর্থীনমোঽন্তকম্।
নিজনামাদিবীজাঢ্যং পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ ২২
ষট্‌কোণেষু ষড়ঙ্গানি মূলেনৈব ত্রিকোণকম্।
মায়াম্যাধারশক্তিঞ্চ নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ॥ ২৩

হইলেই ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইমাং শক্তিং পবিত্রীকুরু মম শক্তিং কুরু স্বাহা, এই মন্ত্র হইবে। ১৯। স্ত্রীর দীক্ষা না হইলে তাহার কর্ণে মায়াবীজ ( হ্রীঁ ) উচ্চারণ করিবে। এই চক্রস্থলে মৈথুনের অযোগ্য অপরাপর যে সকল পরকীয়া শক্তি থাকিবে, ( গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ) তাহাদিগের পূজা করিবে। ২০। † তদনন্তর আপনার ও পূর্ব্বলিখিত যন্ত্রের মধ্যে একটি ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া তবাহে একটি ষট্‌কোণমণ্ডল ও তাহার বাহিরে একটি চতুষ্কোণমণ্ডল লিখিবে। ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যে মায়াবীজ লিখিতে হয়। ২১। তৎপরে সাধকপ্রবর ঐ চতুষ্কোণমণ্ডলের কোণচতুষ্টয়ে পূং পূর্ণশৈলায় পীঠায় নমঃ, উং উড্ডীয়ানায় পীঠায় নমঃ জাং জালন্ধরায় পীঠায় নমঃ, কাং কামরূপায় পীঠায় নমঃ, এই চারিটি মন্ত্র পাঠ করত পূর্ণশৈল, উড্ডীয়ান, জালন্ধর ও কামরূপ এই চারি পীঠের অর্চ্চনা করিবে। ২২। পরে ষট্‌কোণমণ্ডলের ছয় কোণে হ্রাঁ হইতে আরম্ভ করিয়া, হ্রঃ নমঃ এই ছয়টি মন্ত্রে ষট্‌কোণের অধিষ্ঠাত্রীকে পূজা করিয়া, ত্রিকোণমণ্ডলে আধারদেবতার অর্চ্চনা করিতে হয়। ২৩। ‡

* নার্য্যাস্তাড়নকর্ম্মণি ইতি, নার্য্যস্তাড়নকর্ম্মণি ইতি, নার্হাস্তাড়নকর্ম্মণি ইতি চ পাঠান্তরম্।

† এই পূজাতে দুইটি ক্রম আছে,—নীলক্রম ও চীনক্রম। যে সকল সাধক নীলক্রমানুসারে সাধনা করেন, তাঁহাদিগের শক্তির প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাঁহারা চীনক্রমানুসারে কার্য্য করেন, শক্তি ব্যতীত তাঁহাদের সাধন হয় না। পূজাজপাদিকালে যে প্রকার হউক একটি শক্তি আনয়ন করত তাঁহারা স্বীয় বামে বা দক্ষিণে বসাইয়া থাকেন। পূজ্যা শক্তি হইলে দক্ষিণে এবং ভোগ্যা শক্তি হইলে বামে বসাইতে হয়।

‡ ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, হ্রীঁ শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং

নমসা ক্ষালিতাধারং সংস্থাপ্য তত্র পূর্ব্ববৎ।
বৃত্তোপরি যজেদ্বহ্নেঃ কলাঃ স্বস্বাদিমাক্ষরৈঃ ॥ ২৪
ধূমার্চ্চির্জ্বলিনী সূক্ষ্মা জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী।
সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা হব্যকব্যবহা তথা ॥ ২৫
সচতুর্থীনমোঽন্তেন পূজ্যা বহ্নেঃ কলা দশ ॥ ২৬
মং বহ্নিমণ্ডলায়েতি দশান্তে চ কলাত্মনে।
অবসানে নমো দত্ত্বা পূজয়েদ্বহ্নিমণ্ডলম্ ॥ ২৭
ততোঽর্ঘ্যপাত্রমানীয় ফট্‌কারেণ বিশোধিতম্।
আধারে স্থাপয়িত্বা তু কলাঃ সূর্য্যস্য দ্বাদশ।
কভাদিবর্ণবীজেন ঠডান্তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮
তপিনী তাপিনী ধূম্রা মরীচির্জ্বালিনী রুচিঃ।
সুধূম্রা ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী ক্ষমা ॥ ২৯

---

তদনন্তর নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্ববৎ মণ্ডলের উপরিভাগে প্রক্ষালিত পাত্র রক্ষা করিয়া তাহাতে স্ব স্ব আদিম অক্ষর উচ্চারণপূর্ব্বক বিন্দু যোগ করত বহ্নির দশ কলার পূজা করিবে। ২৪। বহ্নির দশসংখ্য কলার নাম শ্রবণ কর; যথা—ধূম্রা, অর্চ্চিঃ, জ্বলিনী, সূক্ষ্মা, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা ও হব্যকব্যবহা। ২৫। পূর্ব্বোক্ত সমুদয় শব্দে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া অন্তে নমঃ শব্দ প্রয়োগ করত উহাদের পূজা করিবে। ২৬। * তৎপরে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রে বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিবে। ২৭। অনন্তর অর্ঘ্যপাত্র আনয়ন পূর্ব্বক ফট্‌মন্ত্রে বিশোধিত করিয়া আধারে স্থাপন করত কভ হইতে ঠড পর্য্যন্ত বর্ণবীজ পূর্ব্বে যোজনা করিয়া সূর্য্যের দ্বাদশকলার অর্চ্চনা করিবে। ২৮। দ্বাদশকলা এই,—তপিনী, তাপিনী,

পূজয়ামি নমঃ, হৈঁ কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ এই প্রণালীতে পূজা করিতে হয়।

* ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, ধূং ধূম্রায়ৈ নমঃ, অং অর্চ্চিষে নমঃ, জ্বং জ্বলিন্যৈ নমঃ, জ্বাং জ্বালিন্যৈ নমঃ, সূং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, বিং বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ, সুং সুশ্রিয়ৈ নমঃ, সুং সুরূপায়ৈ নমঃ, কং কপিলায়ৈ নমঃ, হং হব্যকব্যবহায়ৈ নমঃ এই প্রণালীতে পূজা করিবে। মতান্তরে এইরূপে পূজা হয়, যথা;—এতে গন্ধপুষ্পে যং ধূম্রার্চ্চিষে নমঃ। এই ভাবে রং উষ্মায়ৈ, লং জ্বলিন্যৈ, বং জ্বালিন্যৈ, শং বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ, ষং সুশ্রিয়ৈ, সং সুরূপায়ৈ, হং কপিলায়ৈ, লং হব্যবহায়ৈ, ক্ষং কব্যবহায়ৈ।

অং সূর্য্যমণ্ডলায়েতি দ্বাদশান্তে কলাত্মনে।
নমোঽন্তেনার্ঘ্যপাত্রে তু পূজয়েৎ সূর্য্যমণ্ডলম্॥ ৩০
বিলোমমাতৃকাং তদ্বন্মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
ত্রিভাগং পূরয়েন্মন্ত্রী কলশস্থেন হেতুনা॥ ৩১
বিশেষার্ঘ্যজলৈঃ শেষং পূরয়িত্বা সমাহিতঃ।
ষোড়শস্বরবীজেন নামমন্ত্রেণ পূজয়েৎ।
সচতুর্থীনমোঽন্তেন কলাঃ সোমস্য ষোড়শ॥ ৩২
অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টিঃ পুষ্টীরতির্ধৃতিঃ।
শশিনী চন্দ্রিকা কান্তির্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা।
পূর্ণা পূর্ণামৃতা কামদায়িন্যঃ শশিনঃ কলাঃ॥ ৩৩
উং সোমমণ্ডলায়েতি ষোড়শান্তে কলাত্মনে।
নমোঽন্তেন যজেন্মন্ত্রী পূর্ব্ববৎ সোমমণ্ডলম্॥ ৩৪

ধূম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুধূম্রা, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা। ২৯। * অনন্তর অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রপাঠে অর্ঘ্য-পাত্রে সূর্য্যমণ্ডলের পূজা করিবে। ৩০। তৎপরে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মূলমন্ত্রান্তে বিলোম-মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণপূর্ব্বক কলশস্থ সুরা দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রের তিন ভাগ পূরণ করিবে। অনন্তর সমাহিতচিত্তে বিশেষার্ঘ্যের জল দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রের শেষাংশ পূরণ করিবে। ৩১। পরে ষোড়শস্বরবীজাশ্রয়ে অন্তে চতুর্থ্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া সোমের ষোড়শকলার পূজা করিবে। ৩২। এই ষোড়শকলার নাম অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা ও পূর্ণামৃতা, ইহারা সকলেই কামদায়িনী। ৩৩। † পশ্চাৎ অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ বলিয়া সোমমণ্ডলের

* ইহার প্রণালী এইরূপ—কং ভং তপিন্যৈ নমঃ, খং বং তাপিন্যৈ নমঃ, গং ফং ধূম্রায়ৈ নমঃ, ঘং পং মরীচ্যৈ নমঃ, ঙং নং জ্বালিন্যৈ নমঃ, চং ধং রুচ্যৈ নমঃ, ছং দং সুধূম্রায়ৈ নমঃ, জং থং ভোগদায়ৈ নমঃ, ঝং তং বিশ্বায়ৈ নমঃ, ঞং ণং বোধিন্যৈ নমঃ, টং ঢং ধারিণ্যৈ নমঃ, ঠং ডং ক্ষমায়ৈ নমঃ।

† এই পূজার প্রণালী যথা—অং অমৃতায়ৈ নমঃ, আং মানদায়ৈ নমঃ, ইং পূষায়ৈ নমঃ, ঈং তুষ্ট্যৈ নমঃ, উং পুষ্ট্যৈ নমঃ, ঊং রত্যৈ নমঃ, ঋং ধৃত্যৈ নমঃ, ৠং শশিন্যৈ নমঃ, ঌং চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ, ৡং কান্ত্যৈ নমঃ, এং জ্যোৎস্নায়ৈ নমঃ, ঐং শ্রিয়ৈ নমঃ, ওং প্রীত্যৈ নমঃ, ঔং অঙ্গদায়ৈ নমঃ, অং পূর্ণায়ৈ নমঃ, অঃ পূর্ণামৃতায়ৈ নমঃ।

দূর্ব্বাক্ষতং রক্তপুষ্পং বর্ব্বরামপরাজিতাম্।
মায়য়া প্রক্ষিপেৎ পাত্রে তীর্থমাবাহয়েদপি ॥ ৩৫
কবচেনাবগুণ্ঠ্যাস্ত্রমুদ্রয়া রক্ষণঞ্চরেৎ।
ধেন্বা চৈবামৃতীকৃত্য চ্ছাদয়েন্মৎস্যমুদ্রয়া ॥ ৩৬
মূলং সংজপ্য দশধা দেবতাবাহনঞ্চরেৎ।
আবাহ্য পুষ্পাঞ্জলিনা পূজয়েদিষ্টদেবতাম্।
অখণ্ডাদ্যৈঃ পঞ্চমন্ত্রৈর্ম্মন্ত্রয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ৩৭
অখণ্ডৈকরসানন্দাকরে পরসুধাত্মনি। *
স্বচ্ছন্দস্ফুরণামত্র নিধেহি কুলরূপিণি ॥ ৩৮ †
অনঙ্গস্থামৃতাকারে ‡ শুদ্ধজ্ঞানকলেবরে।
অমৃতত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি ॥ ৩৯

পূজা করা মন্ত্রজ্ঞ সাধকের কর্ত্তব্য। ৩৪। অনন্তর দূর্ব্বা, অক্ষত, রক্তপুষ্প, বর্ব্বরাপুষ্প বা পত্র, অপরাজিতাপুষ্প এইগুলি গ্রহণ করিয়া হ্রীঁ মন্ত্রে শ্রীপাত্রে নিক্ষেপ করত (ক্রোঁ গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্রে) তীর্থাবাহন করিবে। ৩৫। পরে হুঁ বীজ পাঠ করত অবগুণ্ঠনমুদ্রা দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রস্থ সুরা অবগুণ্ঠন করিয়া অস্ত্রমুদ্রা দ্বারা (উর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয়দানে) রক্ষা করিবে এবং ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণপূর্ব্বক উহা মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। ৩৬। অনন্তর অর্ঘ্যপাত্রস্থ সুরার উপর দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া ইষ্টদেবতার আবাহন করত পুষ্পাঞ্জলি দিবে এবং অখণ্ডৈকরসানন্দ প্রভৃতি পঞ্চমন্ত্র দ্বারা সুরা অভিমন্ত্রিত করিবে। ৩৭। উক্ত পঞ্চ মন্ত্রের অর্থ এইরূপ;--হে কুলরূপিণি। এই শ্রীপাত্রস্থ পরমামৃতময় দ্রব্য অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন ঘনীভূত সান্দ্র আনন্দের আকর। তুমি ইহাতে পুনর্ব্বার স্বতন্ত্রভাবে সহজানন্দের স্ফুর্ত্তি নিহিত কর। ৩৮। হে বিশুদ্ধজ্ঞানময়ি! এই ক্লিন্নরূপ দ্রব্য অধুনা কামার্ত্ত ও ভোগপরায়ণ ব্যক্তি-গণের পক্ষে সুধাস্বরূপ; তথাপি তুমি ইহাতে ব্রহ্মানন্দরূপ পরমামৃত নিহিত

* রসানন্দকলেবরসুধাত্মনি—পাঠান্তরম্।
† নিধেহ্যকুলরূপিণি—পাঠান্তরম্।
‡ অকুলস্থামৃতাকারে ইতি বা পাঠঃ।

তদ্রূপেণৈকরস্যঞ্চ * কৃত্বার্ঘ্যং তৎস্বরূপিণি।
ভূত্বা কুলামৃতাকারং † ময়ি বিস্ফুরণং কুরু॥ ৪০
ব্রহ্মাণ্ডরসসম্ভূতমশেষরসসম্ভবম্।
আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষরসমাবহ॥ ৪১
অহন্তাপাত্রভরিতমিদন্তাপরমামৃতম্।
পরাহন্তাময়ে বহ্নৌ হোমস্বীকারলক্ষণম্॥ ৪২
ইত্যামন্ত্র্য ততস্তস্মিন্ শিবয়োঃ সামরস্যকম্।
বিভাব্য পূজয়েদ্ধূপদীপাবপি চ দর্শয়েৎ॥ ৪৩
ইতি শ্রীপাত্রসংস্কারঃ কথিতঃ কুলপূজনে।
অকৃত্বা পাপভাঙ্ মন্ত্রী পূজা চ বিফলা ভবেৎ॥ ৪৪
ঘটশ্রীপাত্রয়োর্ম্মধ্যে পাত্রাণি স্থাপয়েদ্বুধঃ।
গুরুপাত্রং ভোগপাত্রং শক্তিপাত্রমতঃপরম্॥ ৪৫

কর। ৩৯। জননি! তুমি 'তৎ ত্বমসি' এই মহাবাক্যের অন্তর্ভূত তৎপদবাচ্য পূর্ণব্রহ্মরূপিণী। তুমি পরব্রহ্মরূপে এই অর্ঘ্য একরস করত নিজে এই কুলামৃত-রূপা হইয়া আমাতেও ঐ ব্রহ্মানন্দের স্ফুরণ কর। ৪০। এই মহাপাত্রস্থ সুধা ব্রহ্মাণ্ডের সারভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ হেতু ইহা মধুরাদি যাবতীয় রসের আকর, অধুনা ইহাতে ব্রহ্মানন্দপূর্ণ পরমামৃতরস প্রবাহিত কর। ৪১। অহন্তাব-রূপ পাত্রে পূর্ণ ইদংশব্দবাচ্য দৃশ্যমান জগৎরূপ পরমামৃত নিত্যোঽহং নিরঞ্জনোঽহং এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নিতে আহুতি দিতেছি। ৪২। এইরূপে সুরা অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহাতে শিবশক্তির একীভাব ধ্যানপূর্ব্বক পূজান্তে ধূপদীপ প্রদর্শন করিবে। ৪৩। হে দেবি! তোমার নিকটে কুলপূজাবিষয়ে শ্রীপাত্রসংস্কারের কথা কহিলাম, যে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ঐ কার্য্য না করে, সে পাপভাগী হয় এবং তাহার পূজাও বিফল হইয়া থাকে। ৪৪। অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি ঘট ও শ্রীপাত্রের মধ্যস্থলে গুরুপাত্র, ভোগপাত্র ও শক্তিপাত্র স্থাপন করিবেন। ৪৫।

* তদ্রূপিণ্যেকরস্যঞ্চ কৃত্বা হ্যেতৎ স্বরূপিণি—পাঠান্তরম্।
† ভূত্বা পরামৃতাকারম্ ইতি বা পাঠঃ।

যোগিনীবীরপাত্রে চ বলিপাত্রং ততঃ পরম্।
পাদ্যাচমনয়োঃ পাত্রং শ্রীপাত্রেণ নব ক্রমাৎ।
সমান্যার্ঘ্যস্য বিধিনা পাত্রাণাং স্থাপনঞ্চরেৎ ॥ ৪৬
কলশস্থামৃতেনৈব ত্রিভাগং পরিপূর্য্য চ।
মাষপ্রমাণং পাত্রেষু শুদ্ধিখণ্ডং নিযোজয়েৎ ॥ ৪৭
বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যামমৃতং পাত্রসংস্থিতম্।
গৃহীত্বা শুদ্ধিখণ্ডেন দক্ষয়া তত্ত্বমুদ্রয়া।
সর্ব্বত্র তর্পণং কুর্য্যাৎ বিধিরেষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৮
শ্রীপাত্রাৎ পরমং বিন্দুং গৃহীত্বা শুদ্ধিসংযুতম্।
আনন্দভৈরবং দেবং ভৈরবীঞ্চ প্রতর্পয়েৎ ॥ ৪৯
গুরুপাত্রামৃতেনৈব তর্পয়েদ্গুরুসন্ততিম্।
সহস্রারে নিজগুরুং সপত্নীকং প্রতর্প্য চ।
বাগ্ভবাদ্যস্বস্বনাম্না তদ্বদ্গুরুচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫০

পরে যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র, বলিপাত্র, আচমনপাত্র ও পাদ্যপাত্র শ্রীপাত্রসহ এই নয়টি পাত্র সামান্যার্ঘস্থাপনবিধির ন্যায় স্থাপন করিবে। ৪৬। অনন্তর সমুদয় পাত্রের তিন অংশ কলশস্থ সুধা দ্বারা পূর্ণ করিয়া ঐ সকল পাত্রে মাষকলায়প্রমাণ শুদ্ধিখণ্ড নিক্ষেপ করিবে। ৪৭। পরে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে পাত্রস্থিত অমৃত ও মাংসাদি গ্রহণান্তে দক্ষিণহস্তে তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা শুদ্ধিখণ্ড লইয়া তর্পণ করিবে, ইহাই সর্ব্বত্র তর্পণের প্রকৃত বিধি। ৪৮। প্রথমে শ্রীপাত্র হইতে পরমবিন্দু ও কিঞ্চিৎ শুদ্ধিখণ্ড লইয়া আনন্দভৈরবদেব ও আনন্দভৈরবীদেবীর উদ্দেশে তর্পণ করিবে। ৪৯। * অনন্তর গুরুপাত্রস্থ অমৃত গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুপরম্পরার তর্পণ করিবে। প্রথমে সহস্রারে নিজ গুরু ও গুরুপত্নীর তর্পণ করিয়া তৎপরে পরমগুরু, পরাপর গুরু ও পরমেষ্ঠী গুরুর তর্পণ করিবে। এই সময় অগ্রে ঐং বীজ, পশ্চাৎ গুরুচতুষ্টয়ের নাম উচ্চারণ করিবে। ৫০।

* হসক্ষমলবরয়ূং আনন্দভৈরবায় বষট্ আনন্দভৈরবং তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে আনন্দভৈরবের এবং সহক্ষমলবরয়ীং আনন্দভৈরব্যৈ বৌষট্ আনন্দভৈরবীং তর্পয়ামি স্বাহা এই মন্ত্রে আনন্দভৈরবীর তর্পণ করিতে হয়।

ততঃ স্বহৃদারবিন্দে ভোগপাত্রামৃতেন চ।
আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি নিজবীজপুরঃসরম্ ॥ ৫১
স্বাহান্তেন ত্রিধা মন্ত্রী তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্।
শক্তিপাত্রামৃতৈস্তদ্বদঙ্গাবরণতর্পণম্ ॥ ৫২
যোগিনীপাত্রসংস্থেন সায়ুধাং সপরীকরাম্।
সন্তর্প্য কালিকামাদ্যাং বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ ॥ ৫৩
স্ববামভাগে সামান্যং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ।
সংপূজ্য স্থাপয়েত্তত্র সামিষান্নং সুধান্বিতম্ ॥ ৫৪

---

অনন্তর আপন হৃদয়কমলে ভোগপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা নিজবীজ উচ্চারণ করত আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি এই মন্ত্র এবং তৎপরে স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করত তিনবার ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে। অনন্তর শক্তিপাত্রের অমৃত দ্বারা অঙ্গ ও আবরণদেবতার অর্চ্চনা করিবে। ৫১-৫২। পরে যোগিনীপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা আয়ুধধারিণী পরিবারসমন্বিতা আদ্যাকালিকাদেবীর তর্পণ করিয়া বটুকদিগকে বলিদান করিবে। (সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ মহাকালভৈরবসহিতায়াঃ শ্রীমদাদ্যাকালিকাদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা—ইহাই তর্পণমন্ত্র)। ৫৩। * প্রথমে আপনার বামভাগে সামান্য চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিবে, অনন্তর ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মণ্ডলায় নমঃ মন্ত্রে তাহা পূজা করিয়া

* তর্পণান্তে তত্ত্বশুদ্ধি, তত্ত্বস্বীকার ও বিন্দুস্বীকার করিতে হয়, তাহার মন্ত্র নিম্নে লিখিত হইল :—

তত্ত্বশুদ্ধিঃ। তদ্যথা,—ওঁ প্রাণাপানব্যানোদানসমানা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশানি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ প্রকৃত্যহঙ্কারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রাণি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ ত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবচাংসি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ পাণিপাদপায়ূপস্থশব্দা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ স্পর্শরসরূপগন্ধাকাশানি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ বায়ুতেজঃসলিলভূম্যাত্মানো মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৭ ॥ ইতি সপ্ত-ঋচা সপ্তবারং শ্রীপাত্রামৃতেন হস্তৌ সম্মার্জ্জয়েৎ।

তত্ত্বস্বীকারঃ। যথা—দক্ষিণহস্ততলে ত্রিকোণমালিখ্য কলায়সদৃশীং শুদ্ধিং ত্রিকোণস্য মধ্যে চ নিধায় বামহস্তাঙ্গুষ্ঠমধ্যমানামাযোগেনৈবধন্তাং শুদ্ধিং গৃহীত্বা হ্রীঁ শ্রীঁ শিবশক্তিসদাশিবেশ্বর বিদ্যাকলাত্মনে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ঐঁ (বীজ) আত্মতত্ত্বেন স্থূলদেহং শোধয়ামি স্বাহা ॥ ১ ॥ ইতি কুলকুণ্ডলিনীং আজিহ্বাং আত্মানং কুলকুণ্ডলিনীময়ং বিভাব্য মুখে সমর্প্য দক্ষহস্তাং গৃহীত্বা হ্রীঁ শ্রীঁ মায়াকলাত্মনে নিয়তিকলাশুদ্ধবিদ্যারাগপুরুষাত্মনে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং

বাগ্মায়াকমলাবঞ্চ বটুকায় নমঃ পদম্।
সংপূজ্য পূর্ব্বভাগে চ বটুকস্য বলিং হরেৎ ॥ ৫৫
ততস্তু যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা যাম্যাং হরেদ্বলিম্ ॥ ৫৬
ষড়্দীর্ঘযুক্তং সংবর্ত্তং ক্ষেত্রপালায় হৃন্মনুঃ।
অনেন ক্ষেত্রপালায় বলিং দদ্যাত্তু পশ্চিমে ॥ ৫৭
খান্তবীজং সমুদ্ধৃত্য ষড়্দীর্ঘস্বরসংযুতম্।
ঙেহন্তং গণপতিং চোক্ত্বা বহ্নিজায়াং ততো বদেৎ ॥ ৫৮

তাহাতে মাংসাদিবিমিশ্রিত সামিষান্ন স্থাপন করিবে। ৫৪। অগ্রে বাগ্মায়া কমলা (ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ) ও বং উচ্চারণ করত বটুকায় নমঃ মন্ত্রে মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে বটুকের পূজা করিয়া ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বঁ বটুকায় নমঃ এষ সুধামিষান্বিতান্নবলিঃ বটুকায় নমঃ মন্ত্রে বলি প্রদান করিবে। ৫৫। তৎপরে যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা এই মন্ত্রে মণ্ডলের যাম্যভাগে যোগিনীগণের উদ্দেশে এবং ষড়্দীর্ঘস্বরযুক্ত ক্ষ উচ্চারণ করিয়া ক্ষেত্রপালায় নমঃ এই শব্দপাঠ দ্বারা যে মন্ত্রোদ্ধার হইবে, তন্মন্ত্রে মণ্ডলের পশ্চিমে ক্ষেত্রপালের বলি প্রদান করিবে। (ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ এষ সুধামিষান্বিতান্নবলিঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ— ইহাই মন্ত্র)। ৫৬-৫৭। তৎপরে খ বর্ণের অন্ত্য বীজ (গ) সমুদ্ধার করত তাহাতে দীর্ঘস্বর ছয়টি ও চতুর্থীর একবচনযুক্ত গণপতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া স্বাহাপদ উচ্চারণ করিবে। ৫৮।

বং ক্লীঁ (বীজ) বিদ্যাতত্ত্বেন সূক্ষ্মদেহং শোধয়ামি স্বাহা ॥ ২ ॥ ইতি পূর্ব্ববৎ স্বীকৃত্য পুনর্ব্বামভাগং গৃহীত্বা হ্রীঁ শ্রীঁ প্রকৃত্যহঙ্কারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাকাশবায়ুতেজঃসলিলভূম্যাত্মনে যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং সৌঃ (বীজ) শিবতত্ত্বেন পরদেহং শোধয়ামি স্বাহা ॥ ৩ ॥ ইতি পূর্ব্ববৎ স্বীকৃত্য মধ্যাস্থাং গৃহীত্বা হ্রীঁ শ্রীঁ শিবশক্তিসদাশিবেশ্বরবিদ্যাকলাত্মনে মায়াকলাত্মনে নিয়তিকলাশুদ্ধবিদ্যারাগপুরুষাত্মনে প্রকৃত্যহঙ্কারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাকাশবায়ুতেজঃসলিলভূম্যাত্মনে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ (বীজ) সর্ব্বতত্ত্বেন তত্ত্বত্রয়াশ্রয়ং জীবং শোধয়ামি স্বাহা ॥ ৪ ॥ ইতি মধ্যাস্থাং স্বীকৃত্য বস্ত্রেণ হস্তৌ বিশোধ্য হস্তাভ্যাং সর্ব্বাঙ্গং মার্জ্জয়েৎ।

বিন্দুস্বীকারঃ যথা—মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং আজিহ্বাং আত্মানং তন্ময়ঞ্চ বিভাব্য বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া ভোগপাত্রাৎ বিন্দুং গৃহীত্বা দক্ষহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া শুদ্ধিযোগেন স্বীকুর্য্যাদনেন,—(বীজ) ওঁ আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি সোঽহমস্মি অহমেবাহং জুহোমি স্বাহা ১ ॥ পুনস্তথা,—(বীজ) ওঁ তমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ঋতং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু মামবতু বক্তারং স্বাহা ॥ ২ ॥ পুনস্তথা,—(বীজ) ওঁ ছন্দসামৃষভো বহুছন্দো হ্যমৃতাদ্বসামন্ত্রো মেধয়া স্পৃণোতু ভুবি শ্রবং মেণোপায়তু স্বাহা ॥ ৩ ॥ ইতি।

উত্তরস্যাং গণেশায় বলিমেতেন কল্পয়েৎ।
মধ্যে তথা সর্ব্বভূতবলিং দদ্যাদ্‌যথাবিধি ॥ ৫৯
হ্রীং শ্রীং সর্ব্বপদঞ্চোক্ত্বা বিঘ্নকৃদ্ভ্যস্ততো বদেৎ।
সর্ব্বভূতেভ্য ইত্যুক্ত্বা হুং ফট্ স্বাহা মনুর্ম্মতঃ ॥ ৬০
ততঃ শিবায়ৈ বিধিবৎ বলিমেকং প্রকল্পয়েৎ।
গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি ॥ ৬১

অনন্তর (গাং গীং গূং গৈং গৌং গঃ গণপতয়ে স্বাহা এষ সুধামিষান্বিতান্নবলিঃ গণেশায় নমঃ) উক্ত মন্ত্রে মণ্ডলের উত্তরদিকে গণেশের বলি প্রদান করিবে। মধ্যস্থলে যথাবিধিক্রমে সর্ব্বভূতের উদ্দেশে বলি দান করিবে। ৫৯। সর্ব্বভূতগণকে বলি দিবার মন্ত্র এই, -'হ্রীং শ্রীং সর্ব্ব' পদ উচ্চারণ করিয়া তদন্তে বিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ এই শব্দ পাঠ করিতে হইবে, পরে সর্ব্বভূতেভ্যঃ উচ্চারণ করিয়া হুং ফট্ স্বাহা উচ্চারণ করিবে, তাহা হইলেই হ্রীং শ্রীং সর্ব্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো হুং ফট্ স্বাহা এষ সুধামিষান্বিতান্নবলিঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ মন্ত্র হইবে। ৬০। * অনন্তর

* বলিমন্ত্র ও বলি-প্রদানের প্রয়োগ নিম্নে লিখিত হইল, -

বলিপ্রয়োগঃ। চক্রস্থ পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমোত্তরেষু ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রমণ্ডলং বিলিখ্য ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মণ্ডলায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে মণ্ডলায় নমঃ। ইতি পঞ্চাদিত গন্ধপুষ্পাভ্যাং মণ্ডলানি সংপূজ্য পূর্ব্বে বটুকং ধ্যায়েৎ যথা। --ওঁ পাণিখড়্গমসিখণ্ডকপালদণ্ডচণ্ডাতিচণ্ডভুজদণ্ডমতিপ্রচণ্ডম্। শ্রীকুণ্ডলদ্বয়বিমণ্ডিততুণ্ডনীচৈর্নীরং বটুং বটুকনাথমহং প্রণাম্য ॥ ইতি ধ্যাত্বা তন্মণ্ডলে বটুকং বাং ইতি বীজেন চ বলিপাত্রামৃতেন গন্ধাদ্যুপচারৈঃ সংপূজ্য তত্র সার্ঘ্যসলিলমীনমাংসমুদ্রা পুষ্পযুতং বলিং নিধায় বলিপাত্রামৃতেন বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং উৎসৃজেদনেন,—ওঁ এহ্যেহি দেবীপুত্র বটুকনাথ কপিলজটাভারভাস্বর ত্রিনেত্র জ্বালামুখ সর্ব্ববিঘ্নং নাশয় নাশয় সর্ব্বোপচার সহিতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা বাং এষ বলিঃ বটুকায় নমঃ। ইত্যুৎসৃজ্য প্রার্থয়েৎ,—ওঁ করকলিত কপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণিঃ তরুণতিমিরনীলো ব্যালযজ্ঞোপবীতী। ক্রতুসময়সপর্য্যাবিঘ্নবিচ্ছেদহেতু র্জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্ ॥

দক্ষিণে যোগিনীং ধ্যায়েৎ। ওঁ যোগিন্যঃ কামরূপাঃ সকলগুণযুতাস্তপ্তকার্ত্তস্বরাভা নগ্নাঃ কঙ্কালমালাকলিতললিতটাবদ্ধনব্রোত্তরীয়াঃ। শূলং পাশং কপালং স্থাণমণি বিধৃতাঃ সুস্মিতাঃ সুপ্রসন্না ভক্তানাং সাধকানামভিলষিতফলং দীয়মানাঃ সুবেশাঃ ॥ ইতি ধ্যাত্বা যাং ইতি বীজেন পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য দক্ষাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং পূর্ব্ববৎ বলিং দদ্যাদনেন—ওঁ ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণ্ডতো বা দিবি গগনতলে ভূতলে নিষ্কলে বা পাতালে বা বনে বা সলিলপবনয়োর্যত্র কুত্র স্থিতা বা। ক্ষেত্রে পীঠোপপীঠাদিষু চ কৃতপদা ধূপদীপাদিকেন প্রীতা দেব্যঃ সদা নঃ শুভবলিবিধিনা পান্তু বীরেন্দ্রবন্দ্যাঃ। যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা সর্ব্বযোগিনীভ্যো হুঁ ফট্ স্বাহা এষ বলিঃ যোগিনীভ্যো নমঃ।

পশ্চিমে ক্ষেত্রপালং ধ্যায়েৎ। ওঁ চক্রং কপালহস্তং পাশশূলদণ্ডমুদ্গরডমরু ডমড্ মণ্ডিতপাণিদণ্ডম্। নীলাঞ্জনপ্রচয়পুঞ্জমিব প্রসন্নং শ্রীক্ষেত্রনাথকমহং সততং ভজামি ॥ ইতি ধ্যাত্বা বলিপাত্রামৃতেন পাদ্যাদিভিঃ ক্ষাং ইতি বীজেন পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য বামহস্তকৃতমুষ্টিঃ সরলাকারতর্জ্জন্যা পূর্ব্ববৎ বলিং

শুভাশুভং ফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ণ বলিং তব।
মূলমেষ বলিঃ পশ্চাৎ শিবায়ৈ নম ইত্যপি।
চক্রানুষ্ঠানমেতত্তু তবাগ্রে কথিতং শিবে॥ ৬২
চন্দনাগুরুকস্তুরীবাসিতং সুমনোহরম্।
পুষ্পং গৃহীত্বা পাণিভ্যাং করকচ্ছপমুদ্রয়া॥ ৬৩
নীত্বা স্বহৃদয়াম্ভোজে ধ্যায়েদাত্মাং পরাৎপরাম্॥ ৬৪

যথাবিধি শিবাকে একটি বলি প্রদান করিবে, তৎকালে "গৃহ্ণ দেবি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে, * মন্ত্রার্থ এই--হে দেবি কালাগ্নিরূপিণি! তুমি এই বলি গ্রহণ কর। ৬১। আমার যে কিছু শুভ বা অশুভ ফল ঘটিবে, তুমি তাহা প্রকাশ করিয়া বল। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এষ বলিঃ শিবায়ৈ নমঃ বলিয়া বলি প্রদান করিবে। হে শিবে! আমি তোমার নিকটে চক্রানুষ্ঠানের অঙ্গ শ্রীপাত্রাদিস্থাপন-বিবরণ বলিলাম। ৬২। অনন্তর চন্দন, অগুরু ও কস্তুরীবাসিত মনোহর পুষ্প কচ্ছপমুদ্রা দ্বারা হস্তে ধারণ করিয়া উহা স্বকীয় হৃদয়কমলে স্থাপন পূর্ব্বক পরাৎপরা

ধ্যানেনেন—ওঁ নগ্নং মুক্তকেশং ত্রিশশিনয়নং পিঙ্গলং কেশভারং হস্তে দণ্ডং প্রচণ্ডং গলিতপলিত ..ং বামহস্তে কপালম্। কৌতুকং নাট্যকে কহকহহাসনং নাগগ্রীবো... ক্ষোভ সিদ্ধনাথং সহসিতবদন ... ক্ষেত্রপালম্॥ ওঁ ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষঃ হুঁ স্থান ক্ষেত্রপাল মুকুট... মণ্ডমালাবিভূষণ মহাভীমরূপধর ... কেশ ... নিবাস ... ভূতপরিবার সংত্রাসকর অগ্নি... মদ্যপানমদোন্মত্ত ত্রিশূলাদ্ধ শঙ্খাদিন... এহি এহি মম ... নাশয় সর্ব্বোপচার ... ইমং বলিং গৃহাণ হুঁ ফট্ স্বাহা। এষ বলিঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। ...নেন বলিং দত্ত্বা প্রার্থয়েৎ।—যোঽস্মিন্ ক্ষেত্রনিবাসী চ ক্ষেত্রপালস্তু কিঙ্কর। প্রীতোঽস্তু বলিদানেন সর্ব্বরক্ষাং করোতু মে॥

ততো গণেশং ধ্যায়েৎ যথা—সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং দণ্ডং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বীজপূরাভিরামম্। বালেন্দুদ্যোতমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্॥ ইতি ধ্যাত্বা গং ইতি বীজেন পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য ... মুদ্রয়া (দণ্ডাকারাঙ্গুলীমধ্যাঙ্গুষ্ঠযা) বলিদ্রব্যং দত্ত্বাদনেন—ওঁ গাং গীং গূং গৈং গৌং গঃ গণপতয়ে বরবরদ সর্ব্বজনং মে বশমানয় (মুদ্রাদিসহিতং) বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা, গং এষ বলিঃ গণেশায় নমঃ॥

স্ববামে মণ্ডলং কৃত্বা ওঁ ঐং হ্রীং ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ, ইতি মণ্ডলং সংপূজ্য তত্র সাধারবলিং নিধায় হ্রীং ইত্যভিমন্ত্র্য তত্র গন্ধপুষ্পধূপাদিনা হ্রীং সর্ব্বদেবেভ্যো নম, ইতি মন্ত্রেণ সংপূজ্য, হ্রীং সর্ব্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো হুঁ ফট্ নম, এষ বলিঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ। ইতি পূর্ব্ববৎ তত্তন্মুদ্রয়া উৎসৃজেৎ। ততঃ প্রার্থয়েৎ—ওঁ দেবাঃ স্থাবরজঙ্গমাদি দেবতা গণমুখাঃ ক্ষেত্রাধিপা ভৈরবা যোগিন্যো বটুকাশ্চ যক্ষপিতরো ভূতাঃ পিশাচা গ্রহাঃ। অন্যে খেচরভূচরা দিশিচরা বেতালকাস্তে গণাস্তুষ্টাঃ সন্তু কুলপুত্রকস্য পিবতঃ পানং সদীপং চরুম্॥

* মন্ত্র এই—ওঁ গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি। শুভাশুভং ফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ণ বলিং তব।"

সহস্রারে মহাপদ্মে সুষুম্নাব্রহ্মবর্ত্মনা।
নীত্বা সানন্দিতাং কৃত্বা বৃহন্নিশ্বাসবর্ত্মনা।
দীপাদ্দীপান্তরমিব তত্র পুষ্পে নিযোজ্য চ ॥ ৬৫
যন্ত্রে নিধাপয়েন্মন্ত্রী দৃঢ়ভক্তিসমন্বিতঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৬৬
দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে।
যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব ॥ ৬৭
ক্রীমাদ্যে কালিকে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহ।
ইহাগচ্ছ দ্বিধা প্রোক্ত্বা ইহ তিষ্ঠ দ্বিধা পুনঃ ॥ ৬৮
ইহ-শব্দাৎ সন্নিধেহি ইহ সন্নিপদাত্ততঃ।
রুধ্যস্বপদমাভাষ্য মম পূজাং গৃহাণ চ ॥ ৬৯
ইত্থমাবাহনং কৃত্বা দেব্যাঃ প্রাণান্ প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥ ৭০
আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ। শ্রীঁ বহ্নিজায়া প্রতিষ্ঠামন্ত্র ঈরিতঃ।
অমুষ্যা দেবতায়াশ্চ প্রাণা ইহ ততঃ পরম্।
প্রাণা ইতি ততঃ পঞ্চ বীজানি তদনন্তরম্ ॥ ৭১

আদ্যাকালীর ধ্যান করিবে। ৬৩-৬৪। অনন্তর সহস্রার-নামক মহাপদ্মে সুষুম্নারূপ ব্রহ্মবর্ত্ম দ্বারা হৃদয়স্থিত ভগবতীকে লইয়া বৃহন্নিশ্বাসবর্ত্মে তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া দীপ হইতে প্রজ্বালিত দীপান্তরের ন্যায় করস্থিত পুষ্পে দেবীকে স্থাপন করিবে। ৬৫। অনন্তর ভক্তির দৃঢ়তা সহকারে তাঁহাকে যন্ত্রে রক্ষা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবতার সম্মুখে এই প্রার্থনা করিবে, হে দেবেশি! হে ভক্তিসুলভে। আমি যতক্ষণ তোমার পূজা করি, তুমি ততক্ষণ সপরিবারে এই স্থানে স্থিরভাবে অবস্থিতি কর। ৬৬-৬৭। প্রথমে ক্রীঁ বীজোচ্চারণ করিয়া, 'আদ্যে কালিকে দেবি! পরিবারাদিভিঃ সহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 'ইহ সন্নিধেহি' এই মন্ত্র পাঠ করত 'ইহ সন্নিরুধ্যস্ব মম পূজাং গৃহাণ' এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। ৬৮-৬৯। এইরূপে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রায় দেবীর আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। ৭০। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ। শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণা উচ্চারণ করিয়া

অমুষ্যা জীব ইহ চ স্থিত ইত্যুচ্চরেৎ পুনঃ।
পঞ্চ বীজান্যমুষ্যাশ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি কীর্ত্তয়েৎ॥ ৭২
পুনস্তৎপঞ্চবীজানি অমুষ্যা-বচনাত্ততঃ।
বাঙ্‌মনোনয়নঘ্রাণশ্রোত্রত্বক্‌পদতো বদেৎ॥ ৭৩
প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরন্তিষ্ঠন্তু ঠদ্বয়ম্‌॥ ৭৪
ইতি ত্রিধা যন্ত্রমধ্যে লেলিহানাখ্যমুদ্রয়া।
সংস্থাপ্য বিধিবৎ প্রাণান্‌ কৃতাঞ্জলিপুটো বদেৎ॥ ৭৫
আদ্যে কালি স্বাগতন্তে সুস্বাগতমিদন্তব।
আসনঞ্চেদমত্র ত্বমাস্যতাং পরমেশ্বরি॥ ৭৬
ততো বিশেষার্ঘ্যজলৈস্ত্রিধা মূলং সমুচ্চরন্‌।
প্রোক্ষয়েদ্দেবশুদ্ধ্যর্থং ষডঙ্গৈঃ সকলীকৃতিঃ।
দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ।
ততঃ সংপূজয়েদ্দেবীং ষোড়শৈরুপচারকৈঃ॥ ৭৭

---

তদনন্তর উক্ত পঞ্চবীজ উচ্চারণ করিবে। ৭১। অনন্তর অমুষ্যা দেবতায়া জীব ইহ স্থিত ইহা উচ্চারণ করিয়া অমুষ্যা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ৭২। পুনর্ব্বার পঞ্চবীজ উচ্চারণ করিয়া আদ্যাকালীদেবতায়া বাঙ্‌মনোনয়ন-শ্রোত্রত্বক্‌ এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৭৩। অনন্তর প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ৭৪। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র বারত্রয় পাঠ করিয়া লেলিহানমুদ্রা* দ্বারা যন্ত্র স্পর্শ করত প্রাণপ্রতিষ্ঠা সমাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে, হে আদ্যে কালি! তোমার স্বাগত সুস্বাগত। পরমেশ্বরি! এখানে আসন আছে, তুমি এই আসনে উপবেশন কর। ৭৫-৭৬। অনন্তর দেবতাশুদ্ধির জন্য মূলমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য-জলে তিনবার দেবীকে প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর ষড়ঙ্গন্যাস দ্বারা † দেবতার অঙ্গে সকলীকরণ করিবে, পরে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিতে হয়। ৭৭।

---

* যাবতীয় দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতেই লেলিহান মুদ্রা আবশ্যক। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলীত্রয় ঋজু ও অধোমুখ করিবে। অনামার মূলে অঙ্গুষ্ঠ যুক্ত রাখিয়া কনিষ্ঠা দণ্ডাকৃতি ও উন্নত রাখিতে হয়। ইহাকেই লেলিহান মুদ্রা কহে।

† সাধারণের বিদিতার্থ ষড়ঙ্গন্যাসের মন্ত্র লিখিত হইল, যথা—হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীঁ শিরসে স্বাহা, হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্‌, হ্রৈঁ কবচায় হুঁ, হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌।

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসনভূষণে।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যাচমনে তথা ॥ ৭৮
অমৃতঞ্চৈব তাম্বূলং তর্পণঞ্চ নতিক্রিয়া।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংশ্চ ষোড়শ ॥ ৭৯
আদ্যাবীজমিদং পাদ্যং দেবতায়ৈ নমঃ পদম্।
পাদ্যঞ্চরণয়োর্দ্দদ্যাৎ শিরস্যর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৮০
স্বাহাপদেন মতিমান্ স্বধেত্যাচমনীয়কম্।
মুখে নিযোজয়েৎ মন্ত্রী মধুপর্কং মুখাম্বুজে।
বং স্বধেতি সমুচ্চার্য্য পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ৮১
স্নানীয়ং সর্ব্বগাত্রেষু বসনং ভূষণানি চ।
নিবেদয়ামি মনুনা দদ্যাদেতানি দেশিকঃ ॥ ৮২
মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ গন্ধন্দদ্যাদ্ধৃদম্বুজে।
নমোঽন্তেন চ মন্ত্রেণ বৌষড়ন্তেন পুষ্পকম্ ॥ ৮৩
ধূপদীপৌ চ পুরতঃ সংস্থাপ্য প্রোক্ষণাদিভিঃ।
নিবেদয়ামি মন্ত্রেণ উৎসৃজ্য তদনন্তরম্ ॥ ৮৪

ষোড়শ উপচার এই ;- পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, অমৃত, তাম্বূল, তর্পণ ও নমস্কার। ৭৮-৭৯। (উপচারদানপ্রণালী যথা)—প্রথমে আদ্যাবীজ উচ্চারণ করিয়া পরে ইদং পাদ্যং আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করত দেবীর চরণদ্বয়ে উহা প্রদান করিবে। অনন্তর স্বাহান্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য মস্তকে নিবেদন করিয়া স্বধান্ত মন্ত্রে আচমনীয় মুখে প্রদান করিবে, মধুপর্কও ঐ মন্ত্রে মুখে দিবার নিয়ম, পশ্চাৎ বং মন্ত্রের পর স্বধা পদ উচ্চারণ করিয়া দেবীর মুখে পুনরাচমনীয় প্রদান করিবে। ৮০-৮১। অনন্তর মন্ত্রান্তে নিবেদয়ামি এই বলিয়া দেবীর সর্ব্বাঙ্গে স্নানীয়জল প্রদান এবং বসনভূষণ প্রদান করিবে। ৮২। অনন্তর মন্ত্রের অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া মধ্যমা ও অনামিকার দ্বারা দেবীর হৃদয়াম্বুজে গন্ধ দান করিবে, ঐরূপ বৌষট্ মন্ত্রে পুষ্পদানের (বিল্বপত্র-দানের) বিধি। ৮৩। পশ্চাৎ সম্মুখে ধূপদীপ প্রজ্বালিত করিয়া পুরোভাগে স্থাপন পূর্ব্বক প্রোক্ষণাদি দ্বারা শোধিত করত মন্ত্রের শেষে নিবেদয়ামি এই

জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহেতিমন্ত্রপূর্ব্বকম্।
সংপূজ্য ঘণ্টাং বামেন বাদয়ন্ দক্ষিণেন তু ॥ ৮৫
ধূপং গৃহীত্বা মতিমান্ নাসিকাধো নিযোজয়েৎ।
দীপন্তু দৃষ্টিপর্য্যন্তং দশধা ভ্রাময়েৎ পুনঃ ॥ ৮৬
ততঃ পাত্রঞ্চ শুদ্ধিঞ্চ সমাদায় করদ্বয়ে।
মূলং সমুচ্চরন্ মন্ত্রী যন্ত্রমধ্যে নিবেদয়েৎ ॥ ৮৭
পরমং বারুণীকল্পং কোটিকল্পান্তকারিণি।
গৃহাণ শুদ্ধিসহিতং দেহি মে মোক্ষমব্যয়ম্ ॥ ৮৮

পদ উচ্চারণে উৎসর্গ করিবে। ৮৪। অনন্তর সাধক জয়ধ্বনি-মন্ত্রমাতঃ স্বাহা এই কথা বলিয়া ঘণ্টার পূজা করত বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণহস্তস্থিত ধূপঘ্রাণ দেবীর নাসিকার নিম্নে প্রদান করিবে। দীপ গ্রহণ করিয়া দেবীর চরণ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত দশবার ভ্রামিত করিতে হয় (পরে ঐ দীপ দেবীর দক্ষিণে স্থাপন করিবে)। ৮৫-৮৬। * অনন্তর পানপাত্র এবং শুদ্ধি হস্তদ্বয়ে ধারণ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দেবী কালিকাকে যন্ত্রমধ্যে নিবেদন করিবে। ৮৭। † (তদবসানে প্রার্থনা) জননি! তুমি কোটি কোটি কল্পের

* পাদ্যাদি দানের প্রণালী নিম্নে বিবৃত হইল, যথা—
'হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইদং পাদ্যং আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর চরণপদ্মে পাদ্য দিবে। পরে 'হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইদম্ অর্ঘ্যম্ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্রে মস্তকে অর্ঘ্য, 'হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইদম্ আচমনীয়ম্ আদ্যা-কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বধা' এই মন্ত্র দ্বারা মুখে আচমনীয়, উপচারদানে এইরূপে সর্ব্বত্র প্রথমে বীজমন্ত্র, পরে দেয় দ্রব্যের উল্লেখ, তৎপরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম ও পরিশেষে যথোক্ত দানাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিয়া সমর্পণ করিতে হইবে। এইরূপে 'এষ মধুপর্কঃ আদ্যাকালি-কায়ৈ দেবতায়ৈ স্বধা' এই মন্ত্রে দেবীর মুখপদ্মে মধুপর্ক, 'ইদং পুনরাচমনীয়ম্ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বং স্বধা' এই মন্ত্রে দেবীর মুখে পুনরাচমনীয়, 'ইদং স্নানীয়ম্ আদ্যাকালিকায়ৈ দেব-তায়ৈ নিবেদয়ামি' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্র, 'এতানি ভূষণানি আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ, 'এষ গন্ধঃ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারা দেবীর হৃদয়কমলে গন্ধ, 'ইদং সচন্দন-পুষ্পম্ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবীকে পুষ্প; 'ইদং সচন্দন-বিল্বপত্রম্ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্' এই মন্ত্রে বিল্বপত্র, 'এষ ধূপঃ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ, এষ দীপঃ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ-নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দেবীকে ধূপ-দীপ প্রদান করিবে।

† পানপাত্র ও শুদ্ধিদানের মন্ত্র এই—
হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইদং আসনং ইমাং শুদ্ধিঞ্চ আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ নিবেদয়ামি।

ততঃ সামান্যবিধিনা পুরতো মণ্ডলং লিখেৎ।
তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রং নৈবেদ্যপরিপূরিতম্ ॥ ৮৯
প্রোক্ষণঞ্চাবগুণ্ঠঞ্চ রক্ষণঞ্চামৃতীকৃতম্।
মূলেন সপ্তধামন্ত্র্য অর্ঘ্যাদ্ভির্বিনিবেদয়েৎ ॥ ৯০
মূলমেতত্তু সিদ্ধান্নং সর্ব্বোপকরণান্বিতম্।
নিবেদয়ামীষ্টদেব্যৈ জুষাণেদং হবিঃ শিবে ॥ ৯১
ততঃ প্রাণাদিমুদ্রাভিঃ পঞ্চভিঃ প্রাশয়েদ্ধবিঃ ॥ ৯২
বামে নৈবেদ্যমুদ্রাঞ্চ বিকচোৎপলসন্নিভাম্।
দর্শয়েন্মূলমন্ত্রেণ পানার্থং তীর্থপূরিতম্ ॥ ৯৩
কলশং বিনিবেদ্যাথ পুনরাচমনীয়কম্।
ততঃ শ্রীপাত্রসংস্থেনামৃতেন তর্পয়েৎ ত্রিধা ॥ ৯৪

সৃষ্টিস্থিতিসংহার করিয়া থাক, অতএব শুদ্ধির সহিত এই মন্ত্র তোমাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করিয়া আমাকে অক্ষয় মোক্ষপদ প্রদান কর। ৮৮। অনন্তর সামান্যবিধানানুসারে সম্মুখে একটি মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে নৈবেদ্যপূর্ণ পাত্র সংস্থাপন করিবে। ৮৯। পরে উহা ফট্‌মন্ত্রে প্রোক্ষণ, হুঁ-বীজে অবগুণ্ঠন, ফট্‌মন্ত্রে রক্ষণ ও ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করত অর্ঘ্যজল দ্বারা উহা দেবীকে নিবেদন করিবে। ৯০। মন্ত্র যথা —প্রথমে মূলমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া এতৎ সর্ব্বোপকরণান্বিতং সিদ্ধান্নং* আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিবে ইদং হবিঃ জুষাণ এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। ৯১। অনন্তর প্রাণাদি মুদ্রা দ্বারা প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা এই পঞ্চ মন্ত্রোচ্চারণে দেবীকে ঐ নৈবেদ্য ভোজন করাইবে। ৯২। † পশ্চাৎ বামকরে প্রফুল্ল-পঙ্কজসন্নিভ নৈবেদ্য-মুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া মূলমন্ত্রে মদ্যপূর্ণ কলশ পানার্থ নিবেদন করিবে। পরে পুনরাচনীয় দিবে। পশ্চাৎ শ্রীপাত্রস্থ অমৃত দ্বারা বারত্রয় তর্পণ করিবে। ৯৩-৯৪।

* আমান্ন স্থলে সিদ্ধান্ন এই শব্দের পরিবর্ত্তে আমান্ন বলিবে।

† অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে প্রাণায় স্বাহা; তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে অপানায় স্বাহা; কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে সমানায় স্বাহা, মধ্যমা, অনামিকা, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে উদানায় স্বাহা; সমুদায় অঙ্গুলীযোগে ব্যানায় স্বাহা বলিবে।

উত্তমাঙ্গ-হৃদাধারপাদসর্ব্বাঙ্গকেষু চ।
পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ৯৫
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্।
তবাবরণদেবাংশ্চ পূজয়ামি নমো বদেৎ ॥ ৯৬
অগ্নিনির্ঋতিবায়ীশপুরতঃ পৃষ্ঠতঃ ক্রমাৎ।
ষডঙ্গানি চ সংপূজ্য গুরুপংক্তীঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯৭
গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুস্তথা।
পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চৈব যজেৎ কুলগুরূনিমান্ ॥ ৯৮
গুরুপাত্রামৃতেনৈব ত্রিস্ত্রিস্তর্পণমাচরেৎ।
ততোঽষ্টদলমধ্যে তু পূজয়েদষ্টনায়িকাঃ ॥ ৯৯
মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরাজিতা।
নন্দিনী নারসিংহী চ কৌমারীত্যষ্টমাতরঃ ॥ ১০০

অবশেষে সাধক মূলমন্ত্রে দেবীর মস্তক, হৃদয়, মূলাধার, চরণ এবং সর্ব্বাঙ্গে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। ৯৫। তৎপরে কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবতার নিকটে প্রার্থনা করত 'তব আবরণদেবাংশ্চ পূজয়ামি নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৯৬। অনন্তর যন্ত্রের অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু, ঈশান, সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে যথাক্রমে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া * গুরুপংক্তির অর্চ্চনা করিবে। ৯৭। গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু, পরমেষ্ঠিগুরু, এই কুলগুরুচতুষ্টয়ের অর্চ্চনা করিবে। ৯৮। † তদনন্তর গুরুপাত্র-স্থিত অমৃত দ্বারা তিনবার গুরুর তর্পণ করিবে, পরে অষ্টদলমধ্যে অষ্টনায়িকার পূজা। ৯৯। তাঁহাদের নাম,—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা,

* ষড়ঙ্গের পূজা যথা—হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, হ্রীঁ শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, হ্রৈঁ কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

† এখানে গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠী গুরুকে কুলগুরু বলা হইল বটে, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে অনেক স্থলে কুলগুরুর নাম ভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। সহস্রারপদ্মে যথায় ব্রহ্মনাড়ীর শেষ হইয়াছে, সেইখানেই কুলমুখে কুলগুরুগণ অধিষ্ঠিত। তাঁহাদের নাম যথা—প্রহ্লাদানন্দনাথ, সনকানন্দনাথ, কুমারানন্দনাথ, বশিষ্ঠানন্দনাথ, ক্রোধানন্দনাথ, সুখানন্দনাথ, ধ্যানানন্দনাথ ও বোধানন্দনাথ।

দলাগ্রেষু যজেদষ্টভৈরবান্ সাধকোত্তমঃ ॥ ১০১
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারোঽষ্টৌ চ ভৈরবাঃ ॥ ১০২
ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালান্ ভূপুরান্তঃ প্রপূজয়েৎ।
তেষামস্ত্রাণি তদ্বাহ্যে পূজয়েৎ তর্পয়েত্ততঃ ॥ ১০৩
সর্ব্বোপচারৈঃ সংপূজ্য বলিং দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ১০৪
মৃগশ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শূকরস্তথা।
শল্লকী শশকো গোধা কূর্ম্মঃ খড্গী দশ স্মৃতাঃ ॥ ১০৫

---

নন্দিনী, নারসিংহী ও কৌমারী। ১০০। দলাগ্রে অষ্টভৈরবের পূজা করা বিজ্ঞ সাধকের কর্ত্তব্য। ১০১। ভৈরবগণের নাম ;—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ, সংহার এই অষ্ট ভৈরব। ১০২। অনন্তর প্রণবাদি নমোঽন্ত মন্ত্রে ভূপুরমধ্যে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণের অর্চ্চনা করিয়া * তদ্বাহ্যে তাঁহাদিগের অস্ত্রসমূহের পূজা ও তর্পণ করিবে। ১০৩। শেষে সর্ব্বোপচারে পূজা করিয়া সমাহিতচিত্তে বলি প্রদান করিবে। ১০৪। বলিদানের পক্ষে মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শল্লকী (সজারু), শশক,

---

* যে যে মন্ত্রে যেরূপে দশদিক্‌পালের পূজা ও তর্পণ করিতে হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। বীরপাত্রের অমৃত দ্বারা তর্পণ ও পূজা করা কর্ত্তব্য।

(ভূপুরের মধ্যে পূর্ব্বদিকে) ওঁ লং। ইন্দ্র-পীতবর্ণ-ঐরাবতবাহন-বজ্রহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-সুরাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। তর্পণসময়ে 'পূজয়ামি নমঃ' স্থলে 'তর্পয়ামি নমঃ'। (অগ্নিকোণে) ওঁ রং। অগ্নি-রক্তবর্ণ-মেষবাহন-শক্তিহস্ত-সশক্তিক সপরিবার-তেজোধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঐরূপ)... তর্পয়ামি নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ যাঁ। যম-কৃষ্ণবর্ণ-মহিষবাহন-দণ্ডহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার প্রেতাধিপতি আদ্যাকালিক পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (নৈঋতে) ওঁ ক্ষং। নিঋতি-ধূম্রবর্ণ অশ্ববাহন-খড্গহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-রাক্ষসাধিপতি আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (পশ্চিমে) ওঁ বং। বরুণ-শুক্লবর্ণ-মকরবাহন পাশহস্ত সশক্তিক সপরিবার-জলাধিপতি আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ যং। বায়ু-ধূম্রবর্ণ মৃগবাহন অঙ্কুশহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার প্রাণাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (উত্তরে) ওঁ কুং কুবের-শুক্লবর্ণ নরবাহন-গদাহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-যক্ষাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (ঈশানে) ওঁ হং। ঈশান-শুক্লবর্ণ-বৃষবাহন-শূলহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার গণাধিপতি আদ্যাকালিকা পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (অধঃ অর্থাৎ নৈঋত পশ্চিমমধ্যে) ওঁ হ্রীঁ অনন্ত-গৌরবর্ণ-গরুড়বাহন-চক্রহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-নাগাধিপতি আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (ঊর্দ্ধে বা ঈশান ও পূর্ব্বমধ্যে) ওঁ অং। ব্রহ্মারুণবর্ণ হংসবাহন-পদ্মহস্ত সশক্তিক-সপরিবার-প্রজাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ।

অন্যানপি পশূন্ দদ্যাৎ সাধকেচ্ছানুসারতঃ ॥ ১০৬
সুলক্ষণং পশুং দেব্যা অগ্রে সংস্থাপ্য মন্ত্রবিৎ।
অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য ধেনুমুদ্রামৃতীকৃতম্ ॥ ১০৭
কৃত্বা ছাগায় পশবে নম ইত্যমুনা সুধীঃ।
সংপূজ্য গন্ধসিন্দূর-পুষ্পনৈবেদ্যপাথসা।
গায়ত্রীন্দক্ষিণে কর্ণে জপেৎ পাপবিমোচনীম্ ॥ ১০৮
পশুপাশায় শব্দান্তে বিদ্মহে পদমুচ্চরেৎ।
বিশ্বকর্ম্মণে চ পদাৎ ধীমহীতি পদং বদেৎ ॥ ১০৯
ততশ্চোদীরয়েৎ মন্ত্রী তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ।
এষা তু পশুগায়ত্রী পশুপাশবিমোচনী ॥ ১১০
ততঃ খড়্গং সমাদায় কূর্চ্চবীজেন পূজয়েৎ।
তদগ্রমধ্যমূলেষু ক্রমশঃ পূজয়েদিমান্ ॥ ১১১
বাগীশ্বরীঞ্চ ব্রহ্মাণং লক্ষ্মীনারায়ণৌ ততঃ।
উমামহেশ্বরৌ মূলে পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১১২
অনন্তরং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্তিযুতায় চ।
খড়্গায় নম ইত্যন্তমনুনা খড়্গাপূজনম্ ॥ ১১৩

---

গোধা, কূর্ম্ম ও গণ্ডার এই দশবিধ পশুই প্রশস্ত। ১০৫। সাধক ইচ্ছা করিলে অপরাপর পশুও বলিদান করিতে পারে। ১০৬। মন্ত্রবিৎ সাধক সুলক্ষণ পশুকে দেবীর অগ্রে স্থাপন করিয়া, অর্ঘ্যজলে প্রোক্ষিত করিয়া, ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করত ছাগকে পশবে নমঃ এই মন্ত্রোচ্চারণে গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য ও জল দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর পশুর দক্ষিণ-কর্ণে পাপ-বিমোচনী গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে। ১০৭-১০৮। উক্ত গায়ত্রী এই প্রকার—প্রথমে পশুপাশায় বিদ্মহে শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরে বিশ্বকর্ম্মণে পদ যোজনা করিয়া ধীমহি পদ প্রয়োগ করত তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ১০৯-১১০। অনন্তর খড়্গ ধারণ করিয়া কূর্চ্চবীজে পূজা করত যথাক্রমে খড়্গের অগ্রে, মধ্যে ও মূলদেশে বক্ষ্যমাণপ্রণালীতে পূজা করিবে। ১১১। খড়্গের অগ্রভাগে বাগীশ্বরী ও ব্রহ্মার, মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণের এবং মূলে উমামহেশ্বরের পূজা করিতে হয়। ১১২। অনন্তর ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব শক্তিযুতায় খড়্গায় নমঃ মন্ত্রে খড়্গপূজা করিবে। ১১৩।

মহাবাক্যেন চোৎসৃজ্য কৃতাঞ্জলিপুটো বদেৎ।
যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম্ ॥ ১১৪
ইত্থং নিবেদ্য চ পশুং ভূমিসংস্থন্তু কারয়েৎ ॥ ১১৫
দেবীভাবপরো ভূত্বা হন্যাত্তীব্রপ্রহারতঃ।
স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্ব্বা ভ্রাত্রা বা সুহৃদৈব বা।
সপিণ্ডেনাথবা ছেত্তো নারিপক্ষং নিযোজয়েৎ ॥ ১১৬
ততঃ কবোষ্ণং রুধিরং বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ।
সপ্রদীপশীর্ষবলিন র্মো দেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ১১৭
এবং বলিবিধিঃ প্রোক্তঃ কৌলিকানাং কুলার্চ্চনে।
অন্যথা দেবতাপ্রীতির্জায়তে ন কদাচন ॥ ১১৮
ততো হোমং প্রকুর্ব্বীত তদ্বিধানং শৃণু প্রিয়ে ॥ ১১৯
স্বদক্ষিণে বালুকাভির্ম্মণ্ডলং চতুরস্রকম্।
চতুর্হস্তপরিমিতং কৃত্বা মূলেন বীক্ষণম্।
অস্ত্রেণ তাডয়িত্বা চ তেনৈব প্রোক্ষণং চরেৎ ॥ ১২০

---

পরে মহাবাক্য * উচ্চারণপূর্ব্বক পশু উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যথোক্ত বিধানানুসারে তুভ্যমস্তু সমর্পিতং এই মন্ত্র পাঠ করত পশুবলি প্রদান করিয়া, পশুকে ভূতলে স্থাপন করত দেবীভক্তিপরায়ণ হইয়া, তীব্র প্রহারে তাহার প্রাণবধ করিবে। স্বয়ং অথবা অসমর্থ হইলে সুহৃদ্ বা সপিণ্ডহস্তে অথবা ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারা পশুর প্রাণবধ করা কর্ত্তব্য; শত্রুহস্তে সংহার করা উচিত নহে। ১১৪-১১৬। অনন্তর ওঁ এষ কবোষ্ণরুধিরবলিঃ বটুকাদিভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে ঈষদুষ্ণ রুধিরবলি দিয়া বীজ পাঠ করত এষ সপ্রদীপশীর্ষবলিঃ শ্রীমদাদ্যাকালিকায়ৈ নমঃ বলিয়া দেবীকে সপ্রদীপ শীর্ষবলি নিবেদন করিবে। ১১৭। কৌলিক ব্যক্তিদিগের কুলার্চ্চনসম্বন্ধে এই বলিদানের বিধি বলিলাম, বলিদান ব্যতিরেকে অন্য প্রকার অনুষ্ঠানে দেবতার প্রীতিসাধন হয় না। ১১৮। হে প্রিয়ে! তদনন্তর হোমকার্য্য করিতে হইবে, তদ্বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১১৯। সাধক আপনার দক্ষিণদিকে বালুকা দ্বারা চতুর্হস্ত-পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা তদ্বীক্ষণ করত ফট্ মন্ত্রে

* মহাবাক্য যথা—শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্তামুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকদেবতাপ্রীতিকামনয়া (মূল) হ্রূঁ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ ক্লেঁ ভগবত্যৈ অমুক্যৈ বিশদেব বলিনর্মঃ ইমং ছাগপশুং বহ্নিদৈবতং অমুকদেব্যৈ অহং ঘাতয়িষ্যে।

কূর্চ্চবীজেনাবগুণ্ঠ্য দেবতানামপূর্ব্বকম্।
স্থণ্ডিলায় নম ইতি যজেৎ সাধকসত্তমঃ॥ ১২১
প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ রেখাঃ প্রাদেশসম্মিতাঃ।
তিস্রস্তিস্রো বিধাতব্যাস্তত্র সংপূজয়েদিমান্॥ ১২২
প্রাগগ্রাসু চ রেখাসু মুকুন্দেশপুরন্দরান্।
ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দূংশ্চ উত্তরাগ্রাসু পূজয়েৎ॥ ১২৩
ততঃ স্থণ্ডিলমধ্যে তু হ্সৌঃগর্ভং ত্রিকোণকম্।
ষট্কোণং তদ্বহির্বৃত্তং ততোঽষ্টদলপঙ্কজম্।
ভূপুরন্তদ্বহির্বিদ্বান্ বিলিখেদ্যন্ত্রমুত্তমম্॥ ১২৪
মূলেন পুষ্পাঞ্জলিনা সংপূজ্য প্রণবেন তু।
হোমদ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য কর্ণিকায়াং যজেৎ সুধীঃ।
মায়ামাধারশক্ত্যাদীন্ প্রত্যেকং বা প্রপূজয়েৎ॥ ১২৫

---

কুশদ্বারা তাড়িত করিয়া উক্ত মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে। ১২০। সাধকসত্তম কূর্চ্চবীজ (হুঁ) পাঠ পূর্ব্বক অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা অবগুণ্ঠন করত দেবতার নামোচ্চারণান্তে স্থণ্ডিলায় নমঃ এই বলিয়া পূজা করিবে। ১২১। অনন্তর স্থণ্ডিলমধ্যে প্রাদেশপরিমিত তিনটি প্রাগগ্র ও তিনটি উদগগ্র রেখা রচিত করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত দেবতাগণের অর্চ্চনা করিবে। ১২২। * প্রাগগ্র রেখা তিনটির উপবিভাগে যথাক্রমে মুকুন্দ, ঈশান ও পুরন্দর এবং উদগগ্র রেখা তিনটির উপবিভাগে ব্রহ্মা, বৈবশ্বত ও ইন্দুর অর্চ্চনা করিবে। ১২৩। † তৎপরে স্থণ্ডিলে ত্রিকোণমণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে হ্সৌঃ এই বীজ লিখিবে। অনন্তর ত্রিকোণের বহির্ভাগে ষট্কোণ ও তদ্বহির্ভাগে বৃত্ত রচনা করিয়া বহিঃপ্রদেশে অষ্টদলপদ্ম লিখিবে, তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ চতুর্দ্বার-বিশিষ্ট ভূপুর লিখিতে হয়। যন্ত্র অঙ্কনের ব্যবস্থা এই প্রকার। ১২৪। অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণবোচ্চারণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত হোমদ্রব্য সকল

---

* কুশ দ্বারা স্থণ্ডিলের উত্তরাংশে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব যাবৎ দীর্ঘ রেখার নাম প্রাগগ্র আর পূর্ব্বাংশে দক্ষিণ হইতে উত্তর যাবৎ দীর্ঘরেখার নাম উদগগ্র রেখা। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী বিস্তার করিলে একের অগ্রদেশ হইতে অন্য অঙ্গুলীর অগ্রদেশ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ হয়, তাহাকেই প্রাদেশ-পরিমিত কহে।

† ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মুকুন্দায় নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ঈশানায় নমঃ ইত্যাদি নিয়মে পূজা করিতে হয়।

অগ্ন্যাদিকোণে ধর্ম্মঞ্চ জ্ঞানং বৈরাগ্যমেব চ।
ঐশ্বর্য্যং পূজয়িত্বা তু পূর্ব্বাদিষু দিশাং ক্রমাৎ॥ ১২৬
অধর্ম্মমজ্ঞানমিতি অবৈরাগ্যমনন্তরম্।
অনৈশ্বর্য্যং যজেন্মন্ত্রী মধ্যেঽনন্তঞ্চ পদ্মকম্॥ ১২৭
কলাসহিতসূর্য্যস্য তথা সোমস্য মণ্ডলম্।
প্রাগাদিকেশরেষ্বেষু মধ্যে চৈতাঃ প্রপূজয়েৎ॥ ১২৮
পীতা শ্বেতারুণা কৃষ্ণা ধূম্রা তীব্রা তথৈব চ।
স্ফুলিঙ্গিনী চ রুচিরা জ্বলিনীতি তথা ক্রমাৎ॥ ১২৯
প্রণবাদিনমোঽন্তেন সর্ব্বত্র পূজনং চরেৎ।
রং বহ্নেরাসনায়েতি নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ॥ ১৩০
বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্।
বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ধ্যাত্বা মন্ত্রী তদাসনে॥ ১৩১
মায়য়া তৌ প্রপূজ্যাথ বিধিবদ্বহ্নিমানযেৎ।
মূলেন বীক্ষণং কৃত্বা ফটাবাহনমাচরেৎ॥ ১৩২

প্রোক্ষিত করিয়া অষ্টদলপদ্মের বীজকোষে মায়াবীজ উচ্চারণে আধার-শক্তিসকলের এককালে অথবা প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পূজা করিবে। ১২৫। যন্ত্রের অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে চতুকোণে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের পূজা করিয়া পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিকে যথাক্রমে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের পূজা করত মধ্যভাগে অনন্ত ও পদ্মের পূজা করিবে। ১২৬-১২৭। পশ্চাৎ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, এই মন্ত্রে কলাসহিত সূর্য্য ও সোমমণ্ডলের পূজা করিয়া প্রাগাদিকেশরে ও মধ্যে যথাক্রমে পীতা, শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা, ধূম্রা, তীব্রা, স্ফুলিঙ্গিনী, রুচিরা ও জ্বলিনীর পূজা করিবে। ১২৮-১২৯। পূজাস্থলে সর্ব্বত্রই দেবতার নামোচ্চারণের আদিতে প্রণব এবং অন্তে নমঃ ব্যবহার করিতে হয়, এই নিয়মে যন্ত্রমধ্যে রং এতে গন্ধপুষ্পে বহ্নেরা-সনায় নমঃ এই মন্ত্রে বহ্নির আসনপূজা করিবে। ১৩০। অনন্তর মন্ত্রজ্ঞ সাধক ঋতুস্নাতা নীলকমললোচনা বাগীশ্বরীকে বাগীশ্বরের সহিত বহ্নিপীঠে ধ্যান করিবে। ১৩১। পরে মায়াবীজে তাঁহাদের উভয়ের পূজা ও

প্রণবং চ ততো বহ্নের্যোগপীঠায় হৃন্মনুঃ।
যন্ত্রে পীঠং পূজয়িত্বা দিক্ষু চৈতাঃ প্রপূজয়েৎ।
বামা জ্যেষ্ঠা তথা রৌদ্রী অম্বিকেতি যথাক্রমাৎ॥ ১৩৩
ততোঽমুষ্যা দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ পদম্।
ইতি স্থণ্ডিলমাপূজ্য তন্মধ্যে মূলরূপিণীম্॥ ১৩৪
ধ্যাত্বা বাগীশ্বরীং দেবীং বহ্নিবীজপুরঃসরম্।
বহ্নিমুদ্ধৃত্য মূলান্তে কূর্চ্চমন্ত্রং সমুচ্চরন্॥ ১৩৫
ক্রব্যাদেভ্যো বহ্নিজায়াং ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ।
অস্ত্রেণ বহ্নিং সংবীক্ষ্য কূর্চ্চেনৈবাবগুণ্ঠয়েৎ॥ ১৩৬
ধেন্বা চৈবামৃতীকৃত্য হস্তাভ্যামগ্নিমুদ্ধরেৎ।
প্রদক্ষিণক্রমেণাগ্নিং ভ্রাময়ন্ স্থণ্ডিলোপরি॥ ১৩৭
ত্রিধা জানুস্পৃষ্টভূমিঃ শিববীজং বিচিন্তয়ন্।
আত্মনোঽভিমুখীকৃত্য যোনিযন্ত্রে নিযোজয়েৎ॥ ১৩৮

বহ্নি আনয়ন করিয়া যথাবিধি মূলমন্ত্রে অগ্নিবীক্ষণ করত ফট্ মন্ত্রে আবাহন করিবে। ১৩২। তদবসানে প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ ইহা উচ্চারণ করিয়া মণ্ডলমধ্যে বহ্নিপীঠের পূজা করিবে। পরে পীঠের পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী ও অম্বিকার পূজা করিবে। ১৩৩। অনন্তর শ্রীমদাদ্যাকালিকায়া দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ এই মন্ত্রে স্থণ্ডিলপূজা করিয়া তাহাতে মূলদেবতারূপিণী বাগীশ্বরীর পূজা করিবে। ১৩৪। উক্ত দেবীর ধ্যান করিয়া রং এই বহ্নিবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নি উদ্ধৃত করিবে। পরে উহা হইতে কিঞ্চিৎ অগ্নি লইয়া মূলমন্ত্রপাঠের পর কূর্চ্চবীজ পাঠ করিবে। ১৩৫। অনন্তর ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা উচ্চারণ করিয়া নৈর্ঋতকোণে রাক্ষসগণের দেয় অংশ পরিত্যাগ করিবে, পরে অস্ত্রবীজে অগ্নিবীক্ষণ করত কূর্চ্চবীজে অবগুণ্ঠনমুদ্রা দ্বারা বহ্নিবেষ্টন করিবে। ১৩৬। অনন্তর ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণপূর্ব্বক দুই হস্ত দ্বারা অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে উহাকে স্থণ্ডিলোপরি বারত্রয় ভ্রামিত করিবে। ১৩৭। তৎপরে সাধক জানু দ্বারা তিনবার ভূমিস্পর্শ করিয়া শিববীজ চিন্তা করত নিজাভিমুখে

ততো মায়াং সমুচ্চার্য্য বহ্নিমূর্ত্তিঞ্চ ঙেযুতাম্।
নমোঽন্তেন প্রপূজ্যাথ রং বহ্নিপরতঃ সুধীঃ।
চৈতন্যায় নমো বন্দ্যৈশ্চৈতন্যং পরিপূজয়েৎ ॥ ১৩৯
নমসা বহ্নিমূর্ত্তিঞ্চ চৈতন্যং পরিকল্প্য চ।
প্রজ্বালয়েত্ততো বহ্নিং মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ ॥ ১৪০
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য চিৎপিঙ্গলপদন্তথা।
হনদ্বয়ং দহ দহ পচ পচেতি ততো বদেৎ ॥ ১৪১
সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা বহ্নিপ্রজ্বালনে মনুঃ।
ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা প্রকুর্য্যাদগ্নিবন্দনম্ ॥ ১৪২
অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ১৪৩
ইত্যুপস্থাপ্য দহনং ছাদয়েৎ স্থণ্ডিলং কুশৈঃ।
স্বেষ্টনাম্না বহ্নিনাম কৃত্বাভ্যর্চ্চনমাচরেৎ ॥ ১৪৪

যোনিযন্ত্রোপরি উহাকে স্থাপিত করিবে। ১৩৮। পরে মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করত চতুর্থীবিভক্তির একবচনান্ত বহ্নিমূর্ত্তি শব্দোচ্চারণে তাঁহার পূজা করিবে এবং রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ বলিয়া বহ্নিচৈতন্যের অর্চ্চনা করিবে। ১৩৯। অনন্তর মন্ত্রবিৎ সাধক মনোমধ্যে নমঃ মন্ত্রে বহ্নিমূর্ত্তি ও বহ্নিচৈতন্যের কল্পনা করিয়া পশ্চাদুক্ত মন্ত্রে বহ্নি প্রজ্বালিত করিবে। ১৪০। প্রথমে প্রণবোদ্ধার করিয়া চিৎপিঙ্গল পদ, তৎপরে হন হন, পরে দহ দহ, অবশেষে পচ পচ মন্ত্র পাঠ করিবে। ১৪১। অনন্তর সর্ব্বাজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণে বহ্নি প্রজ্বালন করিবে, * পশ্চাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিকে বন্দনা করিবে। ১৪২। বন্দনার মন্ত্র এই;—অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ব্বতোমুখম্। অর্থ;—প্রজ্বলিত স্বর্ণতুল্য নির্ম্মল দীপ্তিমান্ ও সর্ব্বতোমুখ জাতবেদা হুতাশনকে বন্দনা করি। ১৪৩। অনন্তর বহ্নি স্থাপন করিয়া কুশ দ্বারা স্থণ্ডিলাচ্ছাদন করিবে।

* এই মন্ত্রোদ্ধার দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, "ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বাজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা" ইহাই সম্পূর্ণ মন্ত্র।

তারো বৈশ্বানরপদাৎ জাতবেদপদং বদেৎ।
ইহাবহাবহেত্যুক্ত্বা লোহিতাক্ষপদান্তরম্॥ ১৪৫
সর্ব্বকর্ম্মাণি পদতঃ সাধয়ান্তেঽগ্নিবল্লভা।
ইত্যভ্যর্চ্চ্য হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাঃ প্রপূজয়েৎ॥ ১৪৬
সহস্রার্চ্চিঃপদং ঙেঽন্তং হৃদয়ায় নমো বদেৎ। *
ষড়ঙ্গং পূজয়েদ্বহ্নেস্ততো মূর্ত্তীর্যজেৎ সুধীঃ॥ ১৪৭
জাতবেদঃপ্রভৃতয়ো মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৪৮
ততো যজেদষ্টশক্তীর্ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্তদনন্তরম্।
পদ্মাদ্যষ্টনিধীনিষ্ট্বা যজেদিন্দ্রাদিদিক্পতীন্॥ ১৪৯

পরে স্বকীয় ইষ্টদেবতার নামোচ্চারণ করিয়া বহ্নির নামকরণ করত অভ্যর্চ্চনা করিবে। ১৪৪। † এখন অর্চ্চনার মন্ত্র বলা যাইতেছে—প্রথমে প্রণব, পরে বৈশ্বানর, পশ্চাৎ জাতবেদ উচ্চারণ করিবে, তদনন্তর ইহাবহাবহ বলিয়া লোহিতাক্ষ পদের উচ্চারণ করিতে হইবে। ১৪৫। অনন্তর সর্ব্বকর্ম্মাণি এই পদ উচ্চারণ করিয়া তদন্তে সাধয় পদ যোজনা করত অগ্নিবল্লভা স্বাহার নামোচ্চারণ-পূর্ব্বক অভ্যর্চ্চনা করিয়া হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বার পূজা করিবে। ১৪৬। ‡ অনন্তর সুধী সাধক চতুর্থ্যন্ত একবচনান্ত সহস্রার্চ্চিঃ শব্দের অন্তে হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া বহ্নির হৃদয়াদি ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। ১৪৭। ¶ বহ্নির জাতবেদা ইত্যাদি অষ্টমূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ১৪৮। অনন্তর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে, পরে পদ্মাদি অষ্টনিধির অর্চ্চনা করিয়া ইন্দ্রাদি দশদিক্-

* বদন্—পাঠান্তরম্।

† নামকরণ করিতে হইলে "অগ্নে ত্বমাদ্যাকালিকাদেবতানামাসি" এই মন্ত্রে করিতে হয়। নামকরণান্তে পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক আবাহন করিবে। আবাহনের পর পূজা করিতে হয়। আবাহনের মন্ত্র এই—"আদ্যাকালিকাদেবতানামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব" মম পূজাং গৃহাণ।

‡ বহ্নির সপ্তজিহ্বার নাম যথা—হিরণ্যা, কনকা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা, অতিরিক্তা। পূজামন্ত্র যথা—ওঁ বহ্নেহিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ।

¶ ষড়ঙ্গপূজার মন্ত্র নিম্নে বিবৃত হইল;—

"ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে স্বস্তিপূর্ণায় শিরসে স্বাহা। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে উত্তিষ্ঠপুরুষায় শিখায়ৈ বষট্। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ধূমব্যাপিনে কবচায় হুঁ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সপ্তজিহ্বায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ধনুর্দ্ধরায় অস্ত্রায় ফট্।

বজ্রাদ্যস্ত্রাণি সংপূজ্য প্রাদেশপরিমাণকম্।
কুশপত্রদ্বয়ং নীত্বা ঘৃতমধ্যে নিধাপয়েৎ ॥ ১৫০
বামে ধ্যায়েদিড়াং নাড়ীং পিঙ্গলাং দক্ষিণে তথা।
মধ্যে সুষুম্নাং সঞ্চিন্ত্য দক্ষভাগাৎ সমাহিতঃ ॥ ১৫১
আজ্যং গৃহীত্বা মতিমান্ দক্ষনেত্রে হুতাশিতুঃ।
মন্ত্রেণানেন জুহুয়াৎ প্রণবাস্তেঽগ্নয়ে পদম্ ॥ ১৫২
স্বাহান্তো মনুরাখ্যাতো বামভাগাদ্ধবির্হরেৎ।
বামনেত্রে হুনেদ্বহ্নেরোংসোমায় দ্বিঠো মনুঃ ॥ ১৫৩
মধ্যাদাজ্যং সমানায় ললাটে হবনং চরেৎ।
অগ্নীষোমৌ সপ্রণবৌ তুর্য্যাদ্বিবচনান্বিতৌ ॥ ১৫৪
স্বাহান্তোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ পুনর্দ্দক্ষিণতো হবিঃ।
গৃহীত্বা নমসা মন্ত্রী প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধরেৎ ॥ ১৫৫

পালের পূজা করিবে। ১৪৯। পরে দিক্‌পালগণের বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়া ঘৃতমধ্যে এরূপে স্থাপিত করিবে, যেন ঘৃত সমান তিন ভাবে বিভক্ত হয়। ১৫০। ঘৃতের বামাংশে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্নার চিন্তা করিয়া সমাহিতমনে দক্ষিণভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া সুধী সাধক হুতাশনের দক্ষিণনেত্রে অগ্রে প্রণব, তদন্তে অগ্নয়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। * অনন্তর স্বাহা পদ উচ্চারণ করিতে হয়। পশ্চাৎ বামভাগ হইতে হবির্গ্রহণ পূর্ব্বক ওঁ সোমায় স্বাহা এই মন্ত্রোচ্চারণে অগ্নির বামনেত্রে আহুতি প্রদান করিবে। ১৫১-১৫৩। মধ্যভাগ হইতে ঘৃত লইয়া ললাটে হোম করিবে। আহুতিপ্রদানকালে ওঁকার সহিত চতুর্থী বিভক্তির দ্বিবচনান্ত অগ্নিসোম পদ উচ্চারণ করিবে। ১৫৪। পরে স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করিয়া নমঃ শব্দোচ্চারণে পুনর্ব্বার দক্ষিণভাগ হইতে

* অগ্নির কোন্ স্থান কোন্ অঙ্গ, তাহা অজ্ঞাত থাকিলে সুফল ফলিবার আশা নাই; এ জন্য উহা বিবৃত হইতেছে—যে স্থলে কাষ্ঠ, সেই স্থলকে অগ্নির কর্ণ বলে। ঐরূপ যথায় ধূম সেই স্থান নাসা; যেখানে অল্পমাত্র জ্বলন, সেই স্থান নয়ন; যে স্থানে অঙ্গার, সেই স্থান শিরোদেশ; যে স্থানে অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে, সেই স্থান জিহ্বা বলিয়া নিরূপিত।

অগ্নয়ে চ স্বিষ্টিকৃতে বহ্নিকান্তাং ততো বদেৎ।
অনেন বহ্নিবদনে জুহুয়াৎ সাধকোত্তমঃ।
ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ঠান্তেন ব্যাহৃত্যা হোমমাচরেৎ॥ ১৫৬
তারো বৈশ্বানরপদাৎ জাতবেদ ইহাবহ।
বহ লোহিপদান্তে চ তাক্ষ সর্ব্বপদং বদেৎ।
কর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা ত্রিধানেনাহুতীর্হরেৎ॥ ১৫৭
ততোঽগ্নৌ স্বেষ্টমাবাহ্য পীঠাদ্যৈঃ সহ পূজনম্।
কৃত্বা স্বাহান্তমমুনা মূলেন পঞ্চবিংশতীঃ॥ ১৫৮
হুত্বা বহ্ন্যাত্মনোর্দেব্যা ঐক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া।
একাদশাহুতীর্হুত্বা মূলেনৈবাঙ্গদেবতাঃ॥ ১৫৯
হুত্বা স্বকামমুদ্দিশ্য তিলাজ্যমধুমিশ্রিতৈঃ॥ ১৬০
পুষ্পৈর্ব্বিল্বদলৈর্বাপি যথাবিহিতবস্তুভিঃ।
যথাশক্ত্যাহুতিং দত্ত্বাষ্টন্যূনাং প্রকল্পয়েৎ॥ ১৬১

ঘৃত গ্রহণপূর্ব্বক অগ্রে প্রণবোচ্চারণ করিবে। ১৫৫। অনন্তর অগ্নয়ে, পরে স্বিষ্টিকৃতে এবং তৎপরে স্বাহা শব্দোচ্চারণ করিবে, এই মন্ত্রে সাধক অগ্নিমুখে আহুতি প্রদান করিবে। পরে প্রণবাদি স্বাহান্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাক্রমে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই পদত্রয় উচ্চারণ করত হোম করিবে। ১৫৬। তৎপরে প্রথমে প্রণব, পরে বৈশ্বানর পদ, শেষে জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহিতাক্ষ পদ উচ্চারণ করিবে, অনন্তর সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। ১৫৭। পরে অগ্নিতে আপনার ইষ্টদেবতার আবাহন করিয়া পীঠাদি সহিত তাঁহার পূজা করিবে এবং মূলমন্ত্রে স্বাহাপদ অন্তে যোগ করিয়া পঞ্চবিংশতি আহুতি প্রদান করিবে। ১৫৮। তদনন্তর মনে মনে বহ্নি, দেবী এবং আপনার আত্মা এই তিনের একত্ব চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্রে একাদশ আহুতি প্রদান করিবে, পশ্চাৎ অঙ্গদেবতার হোম করিবে। ১৫৯। অনন্তর আপনার কামনার উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প করিয়া * তিল, আজ্য ও মধুমিশ্রিত পুষ্প অথবা বিল্বদল কিংবা যথাবিহিত বস্তু দ্বারা যথাশক্তি আহুতি

* সঙ্কল্পবাক্য এইরূপ, যথা—বিষ্ণুর্ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকাভীষ্টসিদ্ধিকামঃ তিলাজ্যাদিমিশ্রিতৈঃ পুষ্পৈর্ব্বিল্বপত্রাদিভির্ব্বা বহ্ন্যাবাহুতিমহং দদে।

ততঃ পূর্ণাহুতিং দত্তাৎ ফলপত্রসমন্বিতাম্। *
স্বাহান্ত-মূলমন্ত্রেণ ততঃ সংহারমুদ্রয়া।
তস্মাদ্দেবীং সমানীয় স্থাপয়েৎ হৃদয়াম্বুজে ॥ ১৬২
ক্ষমস্বেতি চ মন্ত্রেণ বিসৃজেত্তং হুতাশনম্।
কৃতদক্ষিণকো মন্ত্রী অচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ ॥ ১৬৩
হুতশেষং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে ধারয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১৬৪
এষ হোমবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বত্রাগমকর্ম্মণি।
হোমকর্ম্ম সমাপৈপ্যবং সাধকো জপমাচরেৎ ॥ ১৬৫

---

প্রদান করিবে, অষ্টসংখ্যার ন্যূন আহুতি দিবার বিধি নাই। ১৬০-১৬১। অনন্তর ফলপত্র-সমন্বিত পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে, মূলমন্ত্র-পাঠের অন্তে স্বাহা পদ যোগ-পূর্ব্বক পূর্ণাহুতি দিতে হয়। † পরে সংহারমুদ্রা দ্বারা অগ্নি হইতে দেবীকে আনয়ন পূর্ব্বক হৃদয়কমলে রক্ষা করিবে। ১৬২। ‡ অনন্তর 'অগ্নে ক্ষমস্ব' এই মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জ্জন করিবে। তৎপরে দক্ষিণান্ত করিয়া 'কৃতমিদং হোমকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু' বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। ১৬৩। পশ্চাৎ সাধকসত্তম ললাটে হোমাবশেষ ভস্ম অর্থাৎ তিলক ধারণ করিবে। ১৬৪। ¶ সকল প্রকার আগমোক্ত বিধানে যেরূপ হোম করা কর্ত্তব্য, তাহা বর্ণন

* ফলতাম্রসমন্বিতাম্ ইতি বা পাঠঃ।

† পূর্ণাহুতিদানের মন্ত্র যথা—ওঁ ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীমদাদ্যাকালিকাচরণে সমর্পয়ে।

‡ সংহারমুদ্রা।—বাম কর অধোমুখে রাখিয়া তাহার উপর ঊর্দ্ধমুখ দক্ষিণ কর স্থাপন করত দুই হাতের কনিষ্ঠার সঙ্গে কনিষ্ঠা, অনামিকার সঙ্গে অনামিকা, মধ্যমার সঙ্গে মধ্যমা এবং তর্জ্জনীর সঙ্গে তর্জ্জনী গ্রথিত করিতে হয়। তদনন্তর সংযুক্ত দুই হস্ত পরিবর্ত্তিত করিবে। ইহারই নাম সংহারমুদ্রা। প্রমাণ যথা।—

"অধোমুখে বামহস্তে ঊর্দ্ধাস্যং দক্ষহস্তকম্।
ক্ষিপ্তাঙ্গুলীরঙ্গুলীভিঃ সংগ্রথ্য পরিবর্ত্তয়েৎ।
এষা সংহারমুদ্রা স্যাদ্বিসর্জ্জনবিধৌ স্মৃতা ॥"

বিসর্জ্জনে এই সংহারমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

¶ স্ত্রী-পুরুষভেদে তিলকধারণের মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন। পুরুষের পক্ষে তিলকধারণের মন্ত্র যথা—

"সং ব স্পৃশসি হস্তেন বং সং পশ্যসি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং যাতু গাত্রানে। তুষ্টদস্তন ॥"

যদি পুরুষে স্বয়ং তিলকধারণ করে, তবে এই মন্ত্রে ধারণ করিবে, যথা।—

বিধানং শৃণু দেবেশি যেন বিদ্যা প্রসীদতি।
দেবতাগুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়েদ্ধিয়া ॥ ১৬৬
মন্ত্রার্ণা দেবতা প্রোক্তা দেবতা গুরুরূপিণী।
অভেদেন যজেদ্‌যস্তু তস্য সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ১৬৭
গুরুং শিরসি সঞ্চিন্ত্য দেবতাং হৃদয়াম্বুজে।
রসনায়াং মূলবিদ্যাং তেজোরূপং বিচিন্ত্য চ।
ত্রয়াণাস্তেজসাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৬৮
তারেণ সংপুটীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ সপ্তধা।
জপ্ত্বা তু সাধকঃ পশ্চান্মাতৃকাপুটিতং স্মরেৎ ॥ ১৬৯
মায়াবীজং স্বশিরসি দশধা প্রজপেৎ সুধীঃ।
বদনে প্রণবং তদ্বৎ পুনর্মায়াং হৃদম্বুজে।
প্রজপ্য সপ্তধা মন্ত্রী প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ১৭০

করিলাম, হোমকর্ম্ম সমাপনের পর জপকার্য্য করিতে হয়। ১৬৫। হে দেবি! যাহার প্রভাবে বিদ্যা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমি সেই জপবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। জপকালে দেবতা, গুরু ও মন্ত্র ইঁহাদের অভিন্নভাব ভাবনা করা কর্ত্তব্য। ১৬৬। মন্ত্রোক্ত বর্ণ দেবতাস্বরূপ এবং দেবতা গুরুরূপিণী; যে ব্যক্তি গুরু, মন্ত্র ও দেবতা অভেদজ্ঞানে ভাবনা করে, তাহারই সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ১৬৭। মস্তকে গুরু, হৃদয়ে দেবতা এবং রসনামণ্ডলে তেজোরূপিণী মূল বিদ্যার ধ্যান করিবে। অনন্তর এই তিন পদার্থের তেজোদ্বারা একীভূত আত্মার চিন্তা করিতে থাকিবে। ১৬৮। তৎপরে প্রণব দ্বারা সংপুটিত করিয়া সপ্তবার মূলমন্ত্র জপ করত মাতৃকাপুটিত মূলমন্ত্র স্মরণ করিবে। ১৬৯। * সুধী ব্যক্তি

"ওঁ যং যং স্পৃশামি হস্তেন যো মাং পশ্যতি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং যাতু যাস্যনো দুষ্টসম্ভবঃ ॥"

স্ত্রীলোকের প্রতি তিলকের মন্ত্র যথা—

"ওঁ যং যং স্পৃশসি পাদেন যাস্তুং পশ্যতি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ ॥"

যদি নারীজাতি স্বয়ং তিলকধারণ করে, তবে মন্ত্র যথা —

"যং যং স্পৃশামি পাদেন যঞ্চ পশ্যামি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ ॥"

* প্রথমে ও শেষে কোন বর্ণ, বীজ বা মন্ত্রাদি বসাইলে সেই বর্ণ, বীজ বা মন্ত্রাদি দ্বারা

ততো মালাং সমাদায় প্রবালাদিসমুদ্ভবাম্।
মালে মালে মহামালে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি ॥ ১৭১
চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব।
ইতি সংপূজ্য তাং মালাং শ্রীপাত্রস্থামৃতেন চ ॥ ১৭২
ত্রিধা মূলেন সন্তর্প্য স্থিরচিত্তো জপঞ্চরেৎ।
অষ্টোত্তরসহস্রং বাপ্যথবাষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১৭৩
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা শ্রীপাত্রজলপুষ্পকৈঃ।
গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্ ॥ ১৭৪
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রাসাদান্মহেশ্বরি।
ইতি মন্ত্রেণ মতিমান্ দেব্যা বামকরাম্বুজে ॥ ১৭৫

আপনার মস্তকে মায়াবীজ ( হ্রীঁ ) দশধা জপ করিয়া নিজ বদনে দশবার প্রণব জপ করিবে। অনন্তর হৃৎকমলে পুনরায় মায়াবীজ সপ্তবার জপ করত প্রাণা-য়ামের অনুষ্ঠান করিবে। ১৭০। * অনন্তর প্রবালাদিসমুদ্ভূত মালা ধারণপূর্ব্বক "মালে মালে" ইত্যাদি অর্থাৎ হে মালে, হে মহামালে! তুমি সর্ব্বশক্তিরূপিণী; তোমাতে চতুর্ব্বর্গ সমর্পণ করিলাম, তুমি আমাকে সিদ্ধি দান কর, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মালার পূজা করিবে এবং "হ্রীঁ মালে মালে" ইত্যাদি মূলমন্ত্রোচ্চারণে শ্রীপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা মালার তিনবার তর্পণ করিবে, পরে স্থিরমনে অষ্টোত্তর-সহস্র বা অষ্টোত্তরশত জপ করিতে থাকিবে। ১৭১-১৭৩। অনন্তর প্রাণায়াম সমাধা করিয়া শ্রীপাত্রস্থিত জল ও পুষ্পাদি দ্বারা 'গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী ত্বং গৃহা-ণাস্মৎকৃতং জপম। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদন্মহেশ্বরি' এই মন্ত্রে জপ সমর্পণ

পুটিত বলা যায়। যেমন হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা এই মন্ত্রকে প্রণব দ্বারা পুটিত করিলে "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ওঁ" হয়।

* ওঙ্কারপুটিত মূলমন্ত্র জপ করাকে দীপনী বা অশৌচভঙ্গ বলে। ঐরূপ মাতৃকাপুটিত মূলমন্ত্র জপের নাম প্রাণতত্ত্ব; হৃদয়ে মায়াবীজ জপের নাম সেতু; মস্তকে মায়াবীজ জপের নাম কুল্লুকা; মুখে প্রণব জপের নাম মুখশোধন; কণ্ঠে সপ্তধা শ্রীঁ বীজ জপের নাম মহাসেতু; ঈঁ বীজপুটিত মূলমন্ত্র জপের নাম মন্ত্রচৈতন্য; দেবভাব রূপচিন্তার নাম মন্ত্রার্থভাবনা, ঈঁ বীজ-পুটিত মূলমন্ত্র সাতবার জপের নাম নিদ্রাভঙ্গ।

তেজোরূপং জপফলং সমর্প্য প্রণমেদ্ভুবি।
ততঃ কৃতাঞ্জলিভূর্ত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ ॥ ১৭৬
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য বিশেষার্ঘ্যেণ সাধকঃ।
বিলোমার্ঘ্যপ্রদানেন কুর্য্যাদাত্মসমর্পণম্ ॥ ১৭৭
ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যন্তে অবস্থাসু প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥ ১৭৮
মনসান্তে বদেদ্বাচা কর্ম্মণা তদনন্তরম্।
হস্তাভ্যাং পদতঃ পশ্চাদুদরেণ ততঃ পরম্ ॥ ॥ ১৭৯
শিশ্নয়া যৎ কৃতঞ্চোক্ত্বা যৎ স্মৃতং পদতো বদেৎ।
যদুক্তং তৎ সর্ব্বমিতি ব্রহ্মার্পণমুদীরয়েৎ।
তবস্তে মাং মদীয়ং সকলং তদনন্তরম্ ॥ ১৮০
আদ্যাকালীপদাম্ভোজে অর্পয়ামি পদং বদেৎ।
প্রণবং তৎ সদিত্যুক্ত্বা কুর্য্যাদাত্মসমর্পণম্ ॥ ১৮১
ততঃ কৃতাঞ্জলিভূর্ত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্।
মায়াবীজং সমুচ্চার্য্য শ্রীআদ্যে কালিকে বদেৎ ॥ ১৮২

---

করিয়া দেবীর বামকরে জপফল সমর্পণ করিবে। ১৭৪-১৭৫। অনন্তর তেজোরূপ জপফল সমর্পণপূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া প্রণাম করিবে, পশ্চাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব ও কবচ পাঠ করিবে। ১৭৬। অনন্তর সাধক প্রদক্ষিণ করিয়া বিলোমমন্ত্রে বিশেষার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিবে। ১৭৭। আত্মসমর্পণের মন্ত্র;—প্রথমে ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি, এই পদ উচ্চারণ করিয়া অবস্থাসু পদ উচ্চারণ করিবে। ১৭৮। অনন্তর মনসা, পরে বাচা, তৎপরে কর্ম্মণা, পরে হস্তাভ্যাং এই শব্দ উচ্চারণ করিবে, পশ্চাৎ পদ্‌ভ্যাং পদ, পরে উদরেণ এই পদ উচ্চারণ করিবে। ১৭৯। অনন্তর শিশ্নয়া যৎ কৃতং উচ্চারণ করত যৎ স্মৃতং পাঠ করিয়া যদুক্তং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ১৮০। অনন্তর আদ্যাকালিকাপদাম্ভোজে অর্পয়ামি এই পদ উচ্চারণ করিবে। তৎপরে প্রণব ও অন্তে তৎ সৎ পদ পাঠ করিয়া কালীকে আত্মসমর্পণ করিবে। ১৮১। * অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে

* ইহাতে এই মন্ত্র হইল—"ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্নয়া, যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং যদুক্তং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং

পূজিতাসি যথাশক্ত্যা ক্ষমস্বেতি বিসৃজ্য চ।
সংহারমুদ্রয়া পুষ্পমাঘ্রায় স্থাপয়েৎ হৃদি ॥ ১৮৩
ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা ত্রিকোণং সুপরিষ্কৃতম্।
তত্র সংপূজয়েদ্দেবীং নির্ম্মাল্যপুষ্পবারিণা। *
হ্রীঁ নির্ম্মাল্যপদস্যোক্ত্বা বাসিন্যৈ নম ইত্যপি ॥ ১৮৪
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভ্যঃ সর্ব্বদেবেভ্য এব চ।
নৈবেদ্যং বিতরেৎ পশ্চাৎ গৃহ্নীয়াৎ শক্তিসাধকঃ ॥ ১৮৫
স্বীয়শক্তিং বামভাগে সংস্থাপ্য পৃথগাসনে।
একাসনোপবিষ্টো বা পাত্রং কুর্য্যাৎ মনোরমম্ ॥ ১৮৬
পানপাত্রং প্রকুর্ব্বীত ন পঞ্চতোলকাধিকম্।
তোলকত্রিতয়ান্ন্যূনং স্বর্ণং রাজতমেব চ ॥ ১৮৭
অথবা কাচজনিতং নারিকেলোদ্ভবঞ্চ বা।
আধারোপরি সংস্থাপ্য শুদ্ধিপাত্রস্য দক্ষিণে ॥ ১৮৮

ইষ্টদেবতার নিকটে প্রার্থনা করিবে। প্রথমে হ্রীঁ উচ্চারণ করিয়া শ্রীআদ্যে কালিকে এই পদ পাঠ কবিবে। ১৮২। পশ্চাৎ যথাশক্ত্যা পূজিতাসি ক্ষমস্ব বলিয়া দেবতাকে বিসর্জ্জন করত সংহারমুদ্রা দ্বারা পুষ্পগ্রহণান্তে আঘ্রাণান্তে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। ১৮৩। পরে ঈশানকোণে সুপরিষ্কৃত ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে নির্ম্মাল্যপুষ্প ও বারিসংযোগে নির্ম্মাল্যবাসিনী দেবীর পূজা করিবে (হ্রীঁ নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিতে হয়)। ১৮৪। অনন্তর সশক্তিক সাধক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবতাকে নৈবেদ্য বিতরণপূর্ব্বক পশ্চাৎ স্বয়ং গ্রহণ করিবে। ১৮৫। বামভাগে পৃথগাসনে স্বীয় শক্তিকে সংস্থাপন অথবা একাসনে উপবেশন করাইয়া রমণীয় পাত্র স্থাপন করিবে। ১৮৬। পানপাত্র পঞ্চ তোলার অধিক করিবার নিয়ম নাই, অভাবে তিনতোলকে পর্য্যন্ত চলিতে পারে। স্বর্ণ, রৌপ্য, কাচ ও নারিকেলপাত্রই প্রশস্ত, পানপাত্র

ভবতু মাং মদীয়ং সকলমাদ্যাকালীপদাম্ভোজে অর্পয়ামি ওঁ তৎ সৎ। এই মন্ত্রমধ্যে 'ব্রহ্মার্পণং ভবতু' বাক্যের পর অনেকে 'স্বাহা', 'মদীয়ং', স্থলে 'মদীয়ঞ্চ', 'শিরসা' স্থলে শিরা' এবং 'অর্পয়ামি' স্থানে 'সমর্পয়ে' পাঠ করেন।

* নির্ম্মাল্যপুষ্পবাসিনীম্—পাঠান্তরম্।

মহাপ্রসাদমানীয় পাত্রেষু পরিবেশয়েৎ।
স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্বা জ্যেষ্ঠানুক্রমতঃ সুধীঃ ॥ ১৮৯
পানপাত্রে সুধা দেয়া শৌদ্ধে শুদ্ধ্যাদিকানি চ।
ততঃ সাময়িকৈঃ সার্দ্ধং পানভোজনমাচরেৎ ॥ ১৯০
আদাবাস্তরণার্থায় গৃহ্ণীয়াৎ শুদ্ধিমুত্তমাম্।
ততোঽতিহৃষ্টমনসা সমস্তঃ কুলসাধকঃ ॥ ১৯১ *
স্বস্বপাত্রং সমাদায় পরমামৃতপূরিতম্।
মূলাধারাদিজিহ্বান্তাং চিদ্রূপাং কুলকুণ্ডলীম্ ॥ ১৯২

শুদ্ধিপাত্রের দক্ষিণে আধারোপরি রক্ষা করিতে হয়। ১৮৭-১৮৮। অনন্তর মহাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া সাধক নিজে অথবা ভ্রাতৃপুত্র কিংবা জ্যেষ্ঠানুক্রমে পানপাত্রে পরিবেশন করিবে। ১৮৯। † পানপাত্রে সুধা এবং শুদ্ধিপাত্রে মাংস-মৎস্যাদি প্রদান করিবে। অনন্তর সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত পানভোজন সমাধা করিবে। ১৯০। প্রথমে আস্তরণের জন্য উত্তম শুদ্ধি গ্রহণ করিবে। ‡ অনন্তর কুলসাধক হৃষ্টমনে পরমামৃতপূর্ণ স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া, মূলাধার

* সমস্তাঃ কুলসাধকাঃ—পাঠান্তরম্।

† পরিবেশনের প্রণালী যথা—অগ্রে গুরুশক্তিকে, তৎপরে গুরুকে, পরে স্বশক্তিকে, অনন্তর ক্রমে ক্রমে দক্ষিণভাগে সমাসীন জ্যেষ্ঠ বীরদিগকে, তৎপরে যথাক্রমে বামভাগে সমাসীন কনিষ্ঠ বীরগণকে অমৃত পরিবেশনপূর্ব্বক স্বীয় পাত্রে লইয়া যথাবিধি পাত্র-বন্দনাদির শেষে পানাদি করিবে। এ সম্বন্ধে সময়াতন্ত্রকথিত প্রমাণ যথা—

"গুরুশক্তৌ চ গুরবে স্বশক্তৌ চ ততঃ পরম্।
ততো দক্ষস্থ-জ্যেষ্ঠেভ্যঃ কনিষ্ঠেভ্যস্ততঃ পরম্।
স্বপাত্রে চ সমদায় ততঃ সাময়িকৈঃ সহ।
ধ্যাত্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্য জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে ॥"

‡ এ স্থলে শুদ্ধিগ্রহণের কথা লিখিত হইল বটে, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় সাধকেরা অগ্রে শুদ্ধি-গ্রহণের বিরোধী। তাঁহারা বামকরে পানপাত্র, আর দক্ষিণকরে প্রথম পাত্রগ্রহণের সময় মাংস, দ্বিতীয় পাত্রগ্রহণের সময় মৎস্য, তৃতীয় পাত্রগ্রহণের সময় মুদ্রা এবং চতুর্থ পাত্রগ্রহণের সময় ঐ তিন বস্তু আর পঞ্চম পাত্রগ্রহণের সময় ইচ্ছামত শুদ্ধি গ্রহণ করেন; সুতরাং পানভোজনাদি এক সঙ্গেই হইয়া থাকে।

বিভাব্য তন্মুখাম্ভোজে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
পরম্পরাজ্ঞামাদায় জুহুয়াৎ * কুণ্ডলীমুখে ॥ ১৯৩
অতিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণম্।
সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৯৪
অতিপানাৎ কুলীনানাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥ ১৯৫
যাবন্ন চালয়েৎ দৃষ্টিং যাবন্ন চালয়েন্মনঃ।
তাবৎ পানং প্রকুর্ব্বীত পশুপানমতঃ পরম্ ॥ ১৯৬
পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্যস্ত ঘৃণা চ শক্তিসাধকে।
স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূয়াদাদ্যাং কালীং ভজাম্যহম্ ॥ ১৯৭
যথা ব্রহ্মার্পিতেঽন্নাদৌ স্পৃষ্টদোষো ন বিদ্যতে।
তথা তব প্রসাদেঽপি জাতিভেদং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৯৮
এবমেব বিধানেন কুর্য্যাৎ পানঞ্চ ভোজনম্।
হস্তপ্রক্ষালনং নাস্তি তব নৈবেদ্যসেবনে।
লেপাপনোদনং কুর্য্যাদ্বস্ত্রেণ পাথসাপি বা ॥ ১৯৯

---

হইতে আরম্ভ করিয়া, জিহ্বান্ত পর্য্যন্ত কুলকুণ্ডলিনীর চিন্তা করত মুখকমলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরস্পরের আজ্ঞাগ্রহণান্তে কুণ্ডলী-মুখে পরমামৃত প্রদান করিবে। ১৯১-১৯৩। কুলস্ত্রীগণ কেবল সুধার আঘ্রাণমাত্র স্বীকার করিবে, পান করিবে না, পঞ্চপাত্র মদ্যপান কেবল গৃহস্থ সাধকের পক্ষে ব্যবস্থেয় হইয়াছে। ১৯৪। যদি অতিরিক্ত সুরাপান ঘটে, তাহা হইলে কুলধর্ম্মাবলম্বীদিগের সিদ্ধির হানি হইয়া থাকে। ১৯৫। যে কাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি ঘূর্ণিত ও মন চঞ্চল না হয়, তাবৎ সুরাপানের নিয়ম, ইহার অতিরিক্ত পান পশুপান সদৃশ। ১৯৬। সুরাপানে যাহার ভ্রান্তি উপস্থিত হয় এবং শক্তিসাধককে যে ঘৃণা করে, সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, "আমি আদ্যাকালীর উপাসক" এ কথা কিরূপে মুখ দিয়া বলিবে? ১৯৭। যেরূপ ব্রহ্মনিবেদিত অন্নাদিতে স্পর্শদোষ নাই, সেইরূপ তোমার প্রসাদেও জাতিভেদ পরিত্যাগ করিবে। ১৯৮। এই প্রকার নিয়মেই পানভোজন করিবে। দেবি! তোমার নৈবেদ্য সেবন করিয়া সাধককে শুদ্ধির জন্য হস্ত প্রক্ষালন করিতে হয় না; বস্ত্র ও জল দ্বারা

---

* জুহুয়ু—পাঠান্তরম্।

ততো নির্ম্মাল্যকুসুমং বিধৃত্য শিরসা সুধীঃ।
যন্ত্রলেপং কূর্চ্চদেশে বিহরেদ্দেববদ্ভুবি ॥ ২০০ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে শ্রীপাত্রস্থাপনহোমচক্রানুষ্ঠান-
কথনং নাম ষষ্ঠোল্লাসঃ।

## সপ্তমোল্লাস

শ্রুত্বাদ্যাকালিকাদেব্যা মন্ত্রোদ্ধারং মহাফলম্।
সৌভাগ্যমোক্ষজননং ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধনম্ ॥ ১
প্রাতঃকৃত্যং তথা স্নানং সন্ধ্যাং সংবিদ্বিশোধনম্।
ন্যাসপূজাবিধানঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ ॥ ২
বলিপ্রদানং হোমঞ্চ চক্রানুষ্ঠানমেব চ।
মহাপ্রসাদস্বীকারং পার্ব্বতী হৃষ্টমানসা।
বিনয়াবনতা দেবী প্রোবাচ শঙ্করং প্রতি ॥ ৩

---

হস্তলেপাপনোদন করিলেই শুদ্ধি। ১৯৯। অনন্তর সুধী সাধক দেবীর নির্ম্মাল্য-পুষ্প মস্তকে এবং কূর্চ্চদেশে (ভ্রূদ্বয়মধ্যে) যন্ত্রমধ্যস্থ পদার্থ দ্বারা যন্ত্রলেপ ধারণ করিবে, অর্থাৎ তিলক করিবে। এই অনুষ্ঠানে সাধক দেবতার ন্যায় ইহসংসারে বিচরণ করিতে পারে। ২০০

অনন্তর দেবী শঙ্করী সৌভাগ্য-মোক্ষদায়ক ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির কারণস্বরূপ, মহাফলজনক আদ্যাকালিকা দেবীর মন্ত্রোদ্ধার শ্রবণ করিয়া প্রাতঃকৃত্য, স্নান, সন্ধ্যা, সংবিদাশোধন, বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে ন্যাস, পূজাবিধান, বলিপ্রদান, হোম, চক্রানুষ্ঠান ও মহাপ্রসাদগ্রহণ প্রভৃতি অবগত হইয়া আনন্দিতমনে বিনয়নম্রবচনে শঙ্করকে কহিলেন। ১-৩।

শ্রীদেব্যুবাচ।

সদাশিব জগন্নাথ জগতাং হিতকারক।
কৃপয়া কথিতং দেব পরাপ্রকৃতিসাধনম্॥ ৪
সর্ব্বপ্রাণিহিতকরং ভোগমোক্ষৈককারণম্।
বিশেষতঃ কলিযুগে জীবানামাশু সিদ্ধিদম্॥ ৫
তব বাগমৃতাম্ভোধৌ নিমজ্জন্মম মানসম্।
নোত্থাতুমীহতে স্বৈরং ভূয়ঃ প্রার্থয়তেঽচিরাৎ॥ ৬
পূজাবিধৌ মহাদেব্যাঃ সূচিতং ন প্রকাশিতম্।
স্তোত্রঞ্চ কবচং দেব তদিদানীং প্রকাশয়॥ ৭

শ্রীসদাশিব উবাচ।

শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যে স্তোত্রমেতদনুত্তমম্।
পঠনাৎ শ্রবণাদ্যস্ত সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ ৮
অসৌভাগ্যপ্রশমনং সুখসম্পদ্বিবর্দ্ধনম্।
অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বাপদ্বিনিবারণম্॥ ৯
শ্রীমদাদ্যাকালিকায়াঃ সুখসান্নিধ্যকারণম্।
স্তবস্যাস্য প্রসাদেন ত্রিপুরারিরহং শিবে॥ ১০

---

পার্ব্বতী কহিলেন, হে সদাশিব! তুমি জগতের নাথ ও জগতের হিতকর। তুমি কৃপাপরবশ হইয়া আমার নিকটে পরাৎপরা প্রকৃতিসাধন বর্ণন করিয়াছ। ৪। ইহা সর্ব্বজীবের হিতকর ও ভোগমোক্ষের অদ্বিতীয় কারণ-স্বরূপ; বিশেষতঃ কলিযুগে জীবগণের পক্ষে ইহা আশু সিদ্ধিদায়ক। ৫। (বলিতে কি), আমার অন্তঃকরণ তোমার বচনামৃতসাগরে মগ্ন হওয়াতে উত্থান প্রার্থনীয় হইলেও বারংবার ইহা তোমার বচনামৃতে মগ্ন হইতে প্রার্থনা করিতেছে। ৬। দেব! তুমি মহাদেবীর পূজাবিধিপ্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছ, কিন্তু স্তবকবচ প্রকাশ কর নাই, এক্ষণে উহা বর্ণন কর। ৭।

সদাশিব কহিলেন, হে জগদ্বন্দ্যে দেবি! সেই অনুপম স্তোত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা পাঠমাত্রে লোক সকল সিদ্ধির অধীশ্বর হইয়া থাকে। ৮। ইহাতে দুর্ভাগ্যনিবৃত্তি, সুখসম্পত্তি-বৃদ্ধি, অকালমৃত্যুবিনাশ এবং সকল প্রকার আপদ্ নিবারিত হয়। ৯। হে শিবে! শ্রীআদ্যাকালিকার এই স্তোত্র সুখোৎপত্তির কারণ; ইহারই প্রসাদে আমি ত্রিপুরারি হইয়াছি। ১০।

স্তোত্রস্যাস্য ঋষির্দেবি সদাশিব উদাহৃতঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুপ্‌ দেবতাদ্যাকালিকা পরিকীর্ত্তিতা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১
হ্রীঁ কালী শ্রীঁ করালী চ ক্রীঁং কল্যাণী কলাবতী।
কমলা কলিদর্পঘ্নী কপর্দ্দীশকৃপান্বিতা ॥ ১২
কালিকা কালমাতা চ কালানলসমদ্যুতিঃ।
কপর্দ্দিনী করালাস্যা করুণামৃতসাগরা ॥ ১৩
কৃপাময়ী কৃপাধারা কৃপাপারা কৃপাগমা।
কৃশানুঃ কপিলা কৃষ্ণা কৃষ্ণানন্দবিবর্দ্ধিনী ॥ ১৪
কালরাত্রিঃ কামরূপা কামপাশবিমোচনী।
কাদম্বিনী কলাধারা কলিকল্মষনাশিনী ॥ ১৫
কুমারীপূজনপ্রীতা কুমারীপূজকালয়া।
কুমারীভোজনানন্দা কুমারীরূপধারিণী ॥ ১৬

এই স্তোত্রের ঋষি সদাশিব, ছন্দ অনুষ্টুপ্‌, দেবতা আদ্যাকালিকা এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে ইহার বিনিয়োগ। ১১। (অনন্তর স্তোত্রারম্ভ)- তুমি হ্রীঁরূপিণী কালী, শ্রীঁরূপা করালী এবং ক্রীঁংরূপিণী কল্যাণী, * তুমি কলাবতী, কমলা, কলিদর্পহারিণী ও কপর্দ্দীর প্রতি দয়াময়ী। ১২। তুমি কালিকা ও কালমাতা, তোমার তেজ কালাগ্নি তুল্য; তুমি কপর্দ্দীর শক্তি, করালবদনা ও করুণামৃতসাগররূপিণী। ১৩। তুমি কৃপাময়ী, কৃপাধারা, কৃপাপারা ও কৃপাগমা; তুমি কৃশানু, কপিলা, কৃষ্ণা ও কৃষ্ণানন্দবিবর্দ্ধিনী। ১৪। তুমি কালরাত্রি, কামরূপিণী ও কামপাশবিমোচনী; তুমি কাদম্বিনী, কলাধারা এবং কলিকল্মষবিনাশিনী। ১৫। তুমি কুমারীপূজায় পরম প্রীতা, কুমারীপূজকের আলয়বাসিনী, কুমারীভোজনে তোমার অপার আনন্দ এবং

* ক, র, ঈ, ঁ, ং এই পাঁচটি বর্ণ মিলিত হইয়া 'ক্রীঁং' বীজ হইয়াছে। তন্মধ্যে ক দ্বারা কালী, র দ্বারা ব্রহ্ম, ঈ দ্বারা মহামায়া, ঁ দ্বারা বিশ্বজননী এবং ং দ্বারা দুঃখহারিণী বুঝায়। এই হেতু সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও মোক্ষলাভার্থ ক্রীঁ বীজ দ্বারা পূজা করিতে হয়।

কদম্ববনসঞ্চারা কদম্ববনবাসিনী।
কদম্বপুষ্পসন্তোষা কদম্বপুষ্পমালিনী ॥ ১৭
কিশোরী কলকণ্ঠা চ কলনাদনিনাদিনী।
কাদম্বরীপানরতা তথা কাদম্বরীপ্রিয়া ॥ ১৮
কপালপাত্রনিরতা কঙ্কালমাল্যধারিণী।
কমলাসনসন্তুষ্টা কমলাসনবাসিনী ॥ ১৯
কমলালয়মধ্যস্থা কমলামোদমোদিনী।
কলহংসগতিঃ ক্লৈব্য-নাশিনী কামরূপিণী ॥ ২০
কামরূপকৃতাবাসা কামপীঠবিলাসিনী।
কমনীয়া কল্পলতা কমনীয়বিভূষণা ॥ ২১
কমনীয়গুণারাধ্যা কোমলাঙ্গী কৃশোদরী।
কারণামৃতসন্তোষা কারণানন্দসিদ্ধিদা ॥ ২২
কারণানন্দজাপেষ্টা কারণার্চ্চনহর্ষিতা।
কারণার্ণবসংমগ্না কারণব্রতপালিনী ॥ ২৩
কস্তূরীসৌরভামোদা কস্তূরীমৃগতোষিণী।
কস্তূরীপূজনরতা কস্তূরীপূজকপ্রিয়া ॥ ২৪

তুমি কুমারীরূপধারিণী। ১৬। তুমি কদম্ববনচারিণী ও কদম্ববনবাসিনী, কদম্বপুষ্পে তোমার অতিশয় প্রীতি; তুমি কদম্বমাল্যে সুশোভিনী। ১৭। তুমি কিশোরী, কলকণ্ঠা ও কলনাদনিনাদিনী, তুমি কাদম্বরীপাননিরতা এবং কাদম্বিনীমদিরাপ্রিয়া। ১৮। তুমি নরকপালপাত্রনিরতা অর্থাৎ সন্তুষ্টা ও কঙ্কালমাল্য ধারণ করিয়া থাক, কমলাসনে তোমার প্রীতি, তুমি কমলাসনবাসিনী। ১৯। তুমি কমলালয়মধ্যে অবস্থিতি কর এবং কমলা-মোদমোদিনী, তুমি কলহংসগামিনী, ক্লৈব্যনাশিনী (ভক্তার্ত্তিহারিণী) ও কামরূপিণী। ২০। তুমি কামরূপকৃতাবাসা, কামপীঠনিবাসিনী, কমনীয়া, কল্পলতা এবং কমনীয়বিভূষণা। ২১। কমনীয়গুণপ্রভাবে তোমাকে আরাধনা করা যায়, তুমি কোমলাঙ্গী, কৃশোদরী, কারণামৃততৃপ্তা এবং মদ্যপানে তৃপ্তচিত্তা। ২২। যে কারণ দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করে, তুমি তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাক, তুমি কারণার্ণবসংমগ্না ও কারণব্রতপালিনী। ২৩। তুমি কস্তূরীগন্ধে আনন্দিত হইয়া থাক, তুমি কস্তূরীতিলকোজ্জ্বলা, তুমি কস্তূরী-

কস্তূরীদাহজননী কস্তূরীমৃগতোষিণী।
কস্তূরীভোজনপ্রীতা কর্পূরামোদমোদিতা।
কর্পূরমালাভরণা কর্পূরচন্দনোক্ষিতা ॥ ২৫
কর্পূরকারণাহ্লাদা কর্পূরামৃতপায়িনী।
কর্পূরসাগরস্নাতা কর্পূরসাগরালয়া ॥ ২৬
কূর্চ্চবীজজপপ্রীতা কূর্চ্চজপপরায়ণা।
কুলীনা কৌলিকারাধ্যা কৌলিকপ্রিয়কারিণী ২৭
কুলাচারা কৌতুকিনী কুলমার্গপ্রদর্শিনী।
কাশীশ্বরী কষ্টহর্ত্রী কাশীশবরদায়িনী ॥ ২৮
কাশীশ্বরকৃতামোদা কাশীশ্বরমনোরমা ॥ ২৯
কলমঞ্জীরচরণা ক্বণৎকাঞ্চীবিভূষণা।
কাঞ্চনাদ্রিকৃতাগারা কাঞ্চনাচলকৌমুদী ৩০
কামবীজজপানন্দা কামবীজস্বরূপিণী।
কুমতিঘ্নী কুলীনার্ত্তিনাশিনী কুলকামিনী ॥ ৩১

পূজনরতা ও কস্তূরীপূজকপ্রিয়া। ২৪। তুমি কস্তূরীদাহজননী ও * কস্তূরীমৃগতোষিণী, কস্তূরীভোজনে তোমার প্রীতি হয় এবং তুমি কর্পূরচন্দনে চর্চ্চিত। ২৫। তুমি কর্পূরকারণে আনন্দিত, কর্পূরামৃতপায়িনী ও কর্পূরসাগরস্নাতা, কর্পূরসাগর তোমার আলয়। ২৬। তুমি হুংবীজজপপ্রীতা, কূর্চ্চজপপরায়ণা, † কুলীনা, কৌলিকারাধ্যা এবং কৌলিকপ্রিয়কারিণী। ২৭। তুমি কুলাচারা, কৌতুকিনী এবং কুলমার্গপ্রদর্শিনী; তুমি কাশীশ্বরী এবং কাশীশ্বরের বরদায়িনী। ২৮। তুমি কাশীশ্বরের আমোদদায়িনী ও কাশীশ্বরমনোরমা। ২৯। তোমার পদযুগলে মঞ্জীরদ্বয় গম্ভীর-শব্দ-পূর্ণ, তুমি কনককাঞ্চী-বিভূষণা, কাঞ্চনগিরিতে তোমার বাস এবং তুমি কাঞ্চনাচলকৌমুদী। ৩০। তুমি ক্লীঁ বীজজপে অতিশয় সন্তুষ্ট, তুমি কামবীজস্বরূপিণী, তুমি কুমতিনাশিনী,

* কস্তূরীদাহজননী—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি তোমার পূজার সময় কস্তূরীর ধূম প্রদান করে, তুমি জননীবৎ তাহাকে পরিপালন করিয়া থাক।

† কূর্চ্চজপপরায়ণা—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তুমি যখন দৈত্যদিগকে দলন কর, তখন অনবরত কূর্চ্চ অর্থাৎ হুঙ্কার দ্বারা তাহাদিগের তেজঃ হরণ করিয়া থাক।

ক্রীঁ হ্রীঁ শ্রী মন্ত্রবর্ণেন কালকণ্টকঘাতিনী।
ইত্যাদ্যাকালিকাদেব্যাঃ শতনাম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩২
ককারকূটঘটিতং কালীরূপস্বরূপকম্ ॥ ৩৩
পূজাকালে পঠেদ্‌যশ্চ কালিকাকৃতমানসঃ।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদাশু তস্য কালী প্রসীদতি ॥ ৩৪
বুদ্ধিং বিদ্যাঞ্চ লভতে গুরোরাদেশমাত্রতঃ।
ধনবান্ কীর্ত্তিমান্ ভূয়াদ্দানশীলো দয়ান্বিতঃ ॥ ৩৫
পুত্রপৌত্রসুখৈশ্বর্য্যৈর্মোদতে সাধকো ভুবি ॥ ৩৬
ভৌমাবাস্যানিশাভাগে মপঞ্চকসমন্বিতঃ।
পূজয়িত্বা মহাকালীমাদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৩৭
পঠিত্বা শতনামানি সাক্ষাৎ কালীময়ো ভবেৎ।
নাসাধ্যং বিদ্যতে তস্য ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ॥ ৩৮
বিদ্যায়াং বাক্‌পতিঃ সাক্ষাৎ ধনে ধনপতির্ভবেৎ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে বলে চ পবনোপমঃ ॥ ৩৯
তিগ্মাংশুরিব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ শশীব শুভদর্শনঃ।
রূপে মূর্ত্তিধরঃ কামো যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ ॥ ৪০

---

কুলীনার্ত্তিনাশিনী এবং কুলকামিনী। ৩১। তুমি ক্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই ত্রিবর্ণ-রূপিণী এবং কালকণ্টকনাশিনী, এই আমি তোমার নিকটে ককাররাশি সংবলিত কালীর রূপস্বরূপ আদ্যাকালিকা দেবীর শতনাম-স্তোত্র বর্ণন করিলাম। ৩২-৩৩। যে ব্যক্তি কালিকার প্রতি সংসক্তচিত্ত হইয়া পূজাকালে এই স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে এবং কালিকা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ৩৪। গুরুর আদেশে তাঁহার বুদ্ধি ও বিদ্যালাভ হয়, সেই ব্যক্তি ধনী, কীর্ত্তিমান্, দাতা ও দয়াবান্ হয়। ৩৫। সেই সাধক অবনীতলে পুত্রপৌত্রাদির সহিত মনের সুখে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। ৩৬। যে ব্যক্তি মঙ্গলবারে অমাবস্যা তিথিতে মহানিশাকালে পঞ্চতত্ত্বসমন্বিত হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী আদ্যা মহাকালীর পূজা করিয়া কালিকার শতনাম পাঠ করে, সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ কালীময় হইয়া থাকে; অধিক কি, ত্রিলোকে তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ৩৭-৩৮। সে ব্যক্তি বিদ্যাতে সাক্ষাৎ বাক্‌পতি, ধনে অর্থে ধনপতি, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র এবং বলে পবনতুল্য হইয়া থাকে। ৩৯। তাহার তেজ

সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ।
যং যং কামং পুরস্কৃত্য স্তোত্রমেতদুদীরয়েৎ ॥ ৪১
তং তং কামমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যাপ্রসাদতঃ।
রণে রাজকুলে দ্যূতে বিবাদে প্রাণসঙ্কটে ॥ ৪২
দস্যুগ্রস্তে গ্রামদাহে সিংহব্যাঘ্রাবৃতে তথা ॥ ৪৩
অরণ্যে প্রান্তরে দুর্গে গ্রহরাজভয়েঽপি বা।
জ্বরদাহে চিরব্যাধৌ মহারোগাদিসঙ্কুলে ॥ ৪৪
বালগ্রহাদিরোগে চ তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
দুস্তরে সলিলে বাপি পোতে বাপি বিপদ্‌গতে ॥ ৪৫
বিচিন্ত্য পরমাং মায়ামাদ্যাং কালীং পরাৎপরাম্।
যঃ পঠেচ্ছতনামানি দৃঢ়ভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৪৬
সর্ব্বাপদ্‌ভ্যো বিমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ।
ন পাপেভ্যো ভয়ন্তস্য ন রোগেভ্যো ভয়ং ক্বচিৎ ॥ ৪৭
সর্ব্বত্র বিজয়স্তস্য ন কুত্রাপি পরাভবঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে বিপদ্‌গণাঃ ॥ ৪৮

সূর্য্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য এবং সে চন্দ্রের ন্যায় শুভদর্শন হইয়া থাকে। সে মূর্ত্তিমান্ কামের ন্যায় স্ত্রীজনের হৃদয়বিহারী হয়। ৪০। এই স্তবের প্রসাদে সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্র জয়লাভ করে; (অধিক কি,) সে যে যে কামনা করিয়া এই স্তব পাঠ করে, আদ্যাশক্তির প্রসাদে তাহার তত্তৎকামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। রণ, রাজকুল, দ্যূত, বিবাদ, প্রাণসঙ্কট ব্যাপার, দস্যুর আক্রমণ, গ্রামদাহ এবং সিংহ-ব্যাঘ্রাদির উপদ্রব, সকলই এই স্তবপ্রসাদে নিবারিত হইয়া থাকে। ৪১-৪২। অরণ্যে, প্রান্তরে, দুর্গে, গ্রহভয়ে, জ্বরদাহে, চিরব্যাধি এবং মহারোগাদির আক্রমণে, বালগ্রহাদি রোগে, দুঃস্বপ্নদর্শনে, দুষ্পার সমুদ্রে, প্রবল বাত্যাহত পোতের উপর বিপদে যে ব্যক্তি পরাৎপরা আদ্যাকালিকার ধ্যান করত আন্তরিক ভক্তির সহিত এই স্তোত্র পাঠ করে, সত্য সত্যই তাহার সকল বিপদ্ দূরীভূত হয়; তাহার পাপ বা রোগভয় কিছুই থাকে না। ৪৩-৪৭। তাহার সর্ব্বত্রই জয়লাভ ঘটে, কোন স্থানে পরাভব হয় না, তাহাকে দর্শনমাত্র বিপৎসমূহ

স বক্তা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং স ভোক্তা সর্ব্বসম্পদাম্।
স কর্ত্তা জাতিধর্ম্মাণাং জ্ঞাতীনাং প্রভুরেব সঃ॥ ৪৯
বাণী তস্য বসেদ্বক্ত্রে কমলা নিশ্চলা গৃহে।
তন্নাম্না মানবাঃ সর্ব্বে প্রণমন্তি সসম্ভ্রমাঃ॥ ৫০
দৃষ্ট্যা তস্য তৃণায়ন্তে হ্যণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ।
আদ্যাকালীস্বরূপাখ্যং শতনাম প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৫১
অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা পুরশ্চর্য্যাস্য গীয়তে।
পুরস্ক্রিয়ান্বিতং স্তোত্রং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্॥ ৫২
শতনামস্তুতিমিমামাদ্যাকালীস্বরূপিণীম্।
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি শৃণুয়াৎ শ্রাবয়েদপি॥ ৫৩
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৫৪

শ্রীসদাশিব উবাচ।

কথিতং পরমং-ব্রহ্ম-প্রকৃতেঃ স্তবনং মহৎ।
আদ্যায়াঃ শ্রীকালিকায়াঃ কবচং শৃণু সাম্প্রতম্॥ ৫৫

পলাইয়া যায়। ৪৮। সে ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রের বক্তা, সর্ব্বসম্পত্তির ভোক্তা, জাতি-ধর্ম্মের কর্ত্তা এবং জ্ঞাতিগণের প্রভু হইয়া থাকে। ৪৯। তাহার মুখমণ্ডলে বাগ্-দেবীর অধিষ্ঠান হয় ও কমলা তাহার গৃহে চিরস্থায়িনী হইয়া থাকেন, (অধিক কি কহিব) লোকে তাহার নাম শ্রবণমাত্র প্রণাম করে। ৫০। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি তাহার দর্শনমাত্র তৃণতুল্য হইয়া থাকে। আমি তোমার নিকটে আদ্যা-কালিকার স্বরূপাখ্য শতনাম কীর্ত্তন করিলাম। ৫১। এই স্তোত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে ইহা অষ্টোত্তরশতবার পাঠে পর্য্যাপ্ত হইবে। ইহা পুরস্ক্রিয়া-সমন্বিত হইলে সর্ব্বাভীষ্টফললাভ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৫২। যে ব্যক্তি আদ্যাকালীস্বরূপিণী এই শতনামস্তুতি স্বয়ং পাঠ করে এবং অন্যকে পাঠে নিযুক্ত করে, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে এবং অন্যকে শ্রবণ করাইয়া থাকে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। ৫৩-৫৪।

সদাশিব কহিলেন, আমি তোমার নিকটে পরব্রহ্মস্বরূপ প্রকৃতিস্তোত্র বর্ণন করিলাম; এক্ষণে আদ্যাকালিকার কবচের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৫।

ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুব্‌দেবতা চ আদ্যাকালী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫৬
মায়াবীজং বীজমিতি রমা শক্তিরুদাহৃতা।
ক্রীঁ কীলকং কাম্যসিদ্ধৌ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৭
হ্রীমাদ্যা মে শিরঃ পাতু শ্রীঁ কালী বদনং মম।
হৃদয়ং ক্রীঁ পরাশক্তিঃ পায়াৎ কণ্ঠং পরাৎপরা ॥ ৫৮
নেত্রং পাতু জগদ্ধাত্রী কর্ণৌ রক্ষতু শঙ্করী।
ঘ্রাণং পাতু মহামায়া রসনাং সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৫৯
দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী কপোলৌ কমলালয়া।
ওষ্ঠাধরৌ ক্ষমা রক্ষেৎ চিবুকং চারুহাসিনী ॥ ৬০
গ্রীবাং পায়াৎ কুলেশানী ককুৎ পাতু কৃপাময়ী।
দ্বৌ বাহূ বাহুদা রক্ষেৎ করৌ কৈবল্যদায়িনী ॥ ৬১
স্কন্ধৌ কপর্দ্দিনী পাতু পৃষ্ঠং ত্রৈলোক্যতারিণী।
পার্শ্বে পায়াদপর্ণা মে কটিং মে কমঠাসনা ॥ ৬২

ত্রৈলোক্যবিজয়াখ্য এই কবচের ঋষি শিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্‌, আদ্যা কালী দেবতা, হ্রীঁ বীজ, শ্রীঁ শক্তি, ক্রীঁ কীলক এবং কাম্যসিদ্ধিতে ইহার বিনিয়োগ। ৫৬-৫৭। * কবচ এই,- হ্রীঁ স্বরূপিণী আদ্যাশক্তি আমার শিরোদেশ এবং শ্রীঁ রূপিণী কালী আমার বদন রক্ষা করুন, ক্রীঁ স্বরূপিণী পরাশক্তি আমার হৃদয় এবং পরাৎপরা আমার কণ্ঠ রক্ষা করুন। ৫৮। জগদ্ধাত্রী আমার নেত্রদ্বয় এবং শঙ্করী আমার কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন, মহামায়া আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বমঙ্গলা আমার রসনেন্দ্রিয় রক্ষা করুন্। ৫৯। কৌমারী আমার দশনাবলী এবং কমলালয়া আমার কপোলদেশ রক্ষা করুন, ক্ষমা আমার ওষ্ঠাধর এবং চারুহাসিনী আমার চিবুক রক্ষা করুন। ৬০। কুলেশানী আমার গ্রীবা ও কৃপাময়ী ককুৎ রক্ষা করুন, বাহুদা আমার বাহুদ্বয় এবং কৈবল্যদায়িনী করদ্বয় রক্ষা করুন। ৬১। কপর্দ্দিনী আমার স্কন্ধদেশ এবং ত্রৈলোক্যতারিণী

* মন্ত্রোদ্ধারের নিয়মানুসারে ঋষ্যাদিন্যাস এইরূপ হইল, যথা—অস্য ত্রৈলোক্যবিজয়স্য কবচস্য শিবঋষিরনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ আদ্যাকালী দেবতা হ্রীঁ বীজং শ্রীঁ শক্তিঃ ক্রীঁ কীলকং কাম্যসিদ্ধার্থে কবচপাঠে বিনিয়োগঃ। শিরসি শিবায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দসে নমঃ, হৃদি আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ, মূলাধারে হ্রীঁ বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ শ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ক্রীঁ কীলকায় নমঃ, কাম্যসিদ্ধৌ বিনিয়োগঃ।

নাভৌ পাতু বিশালাক্ষী প্রজাস্থানং প্রভাবতী।
উরূ রক্ষতু কল্যাণী পাদৌ মে পাতু পার্ব্বতী ॥ ৬৩
জয়দুর্গাবতু প্রাণান্ সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বসিদ্ধিদা।
রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন চ ॥ ৬৪
তৎ সর্ব্বং মে সদা রক্ষেদাদ্যাকালী সনাতনী।
ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্ ॥ ৬৫
কবচং কালিকাদেব্যা আদ্যায়াঃ পরমাদ্ভুতম্।
পূজাকালে পঠেদ্যস্তু আদ্যাধিকৃতমানসঃ ॥ ৬৬
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি তস্যাদ্যা সুপ্রসীদতি।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদাশু কিঙ্করাঃ ক্ষুদ্রসিদ্ধয়ঃ ॥ ৬৭
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ধনম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং কামী কামমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৮
সহস্রাবৃত্তপাঠেন বর্ম্মণোঽস্য পুরস্ক্রিয়া।
পুরশ্চরণসম্পন্নো যথোক্তফলদো ভবেৎ ॥ ৬৯

আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন, অপর্ণা আমার পার্শ্বদেশ এবং কমঠাসনা আমার কটিদেশ রক্ষা করুন। ৬২। বিশালাক্ষী আমার নাভি এবং প্রভাবতী আমার প্রজাস্থান (উপস্থ) রক্ষা করুন, কল্যাণী আমার উরুদেশ এবং পার্ব্বতী আমার পদদ্বয় রক্ষা করুন। ৬৩। জয়দুর্গা আমার প্রাণ এবং সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। যে স্থান রক্ষাহীন এবং যাহা কবচবর্জ্জিত, আদ্যা সনাতনী কালিকা সেই সেই স্থান রক্ষা করুন। হে দেবি! তোমার নিকট আমি ত্রৈলোক্যবিজয় নামক দিব্য কবচ কীর্ত্তন করিলাম। ৬৪ ৬৫। যে ব্যক্তি পূজার সময়ে দেবীর প্রতি স্থিরচিত্ত হইয়া আদ্যাকালিকার এই পরমাদ্ভুত কবচ পাঠ করে, তাহার সকল কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং দেবী আদ্যাশক্তিও তাহার প্রতি প্রসন্না হন। (অধিক কি,) তাহার আশু মন্ত্রসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং ক্ষুদ্রসিদ্ধিসমূহ তাহার নিকট ভৃত্যবৎ অবস্থিতি করে। ৬৬-৬৭। (এই কবচের প্রসাদে) অপুত্র ব্যক্তি পুত্রবান্, ধনার্থী ধনবান্, বিদ্যার্থী বিদ্যাবান্ এবং কামী পূর্ণকাম হইয়া থাকে। ৬৮। যদি এই কবচের পুরশ্চরণ করিতে হয়, তাহা হইলে সহস্রবার পাঠ করিতে হইবে, ইহার পুরশ্চরণ

চন্দনাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমৈ রক্তচন্দনৈঃ।
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্‌যদি॥ ৭০
শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা সাধকঃ কটৌ।
তস্যাদ্যাকালিকা বশ্যা বাঞ্ছিতার্থং প্রযচ্ছতি॥ ৭১
ন কুত্রাপি ভয়ং তস্য সর্ব্বত্র বিজয়ী কবিঃ।
অরোগী চিরজীবী স্যাদ্‌বলবান্‌ ধারণক্ষমঃ॥ ৭২
সর্ব্ববিদ্যাসু নিপুণঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
বশে তস্য মহীপালা ভোগমোক্ষৌ করস্থিতৌ॥ ৭৩
কলিকল্মষযুক্তানাং নিঃশ্রেয়সকরং পরম্‌॥ ৭৪

শ্রীদেব্যুবাচ।

কথিতং কৃপয়া নাথ স্তোত্রং কবচমেব চ।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি পুরশ্চর্য্যাবিধিং বিভো॥ ৭৫

ঘটিলে যথোক্ত ফললাভ হইয়া থাকে। ৬৯। যে সাধক অগুরু, চন্দন, কস্তূরী, কুঙ্কুম ও রক্তচন্দন দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া স্বর্ণনির্ম্মিত গুটিকাতে পূরিয়া শিখা, দক্ষিণ-বাহু, কণ্ঠ বা কটিদেশে ধারণ করে, আদ্যা-কালিকা বশ্যা হইয়া তাহাকে বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। ৭০-৭১। তাঁহার কোন স্থানে বিভীষিকা ঘটে না, তিনি সর্ব্বত্র বিজয়ী, কবি, অরোগী, চিরজীবী, বলী ও ধারণক্ষম হইয়া অবস্থিতি করেন। ৭২। তাঁহার সকল বিদ্যায় পাণ্ডিত্য ও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা হইয়া থাকে, (অন্য কথা কি,) রাজারা তাঁহার বশ্য এবং ভোগমোক্ষ তাঁহার করতলস্থ হয়। ৭৩। এই কবচ কলিকল্মষযুক্ত জীবগণের পক্ষে মুক্তিবিধায়ক। ৭৪। *

দেবী কহিলেন, নাথ! কৃপা করিয়া আমার নিকটে স্তোত্র ও

* যথাবিধানে কবচ-সংস্কার না করিয়া ধারণ করিলে ফললাভের আশা নাই। এ জন্য কবচসংস্কারের সংক্ষেপ প্রণালী এ স্থলে লিখিত হইল। অষ্টোত্তরশতবার কবচ পাঠ করিয়া তাহার দশাংশ হোম; তদ্দশাংশ অভিষেক ও তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। ইহা ব্যতীত আদ্যন্তে মহতী পূজা করিতে হয়। অষ্টোত্তরসহস্র পাঠে ইহার পুরশ্চরণ হয়। তৎপরে মাদুলী-মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক পঞ্চগব্যে ও পঞ্চামৃতে স্নান করাইবে। অবশেষে কবচে তত্তদ্দেবতার আবাহন ও জীবন্যাসাদি করত তাহার উপর মহতী পূজা করিতে হয়। পূজান্তে যথাযথ হোম করা কর্ত্তব্য।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

যো বিধিব্র্ব্রহ্মমন্ত্রাণাং পুরশ্চরণকর্ম্মণি।
স এবাদ্যাকালিকায়া মন্ত্রাণাং বিধিরুচ্যতে ॥ ৭৬ *
অশক্তে সাধকে দেবি জপপূজাহুতাদিষু।
পূজা সংক্ষেপতঃ কার্য্যা † পুরশ্চরণমেব চ ॥ ৭৭
যতো হি নিরনুষ্ঠানাৎ স্বল্পানুষ্ঠানমুত্তমম্।
সংক্ষেপপূজনং ভদ্রে তত্রাদৌ শৃণু কথ্যতে ॥ ৭৮
আচম্য মূলমন্ত্রেণ ঋষিন্যাসং সমাচরেৎ।
করশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাৎ ন্যাসঞ্চ করদেহয়োঃ ॥ ৭৯
সর্ব্বাঙ্গব্যাপকং কৃত্বা প্রাণায়ামং চরেৎ সুধীঃ।
ধ্যানং পূজাং জপঞ্চেতি সংক্ষেপপূজনে বিধিঃ ॥ ৮০

কবচ প্রকাশিত করিলে, এক্ষণে আমি পুরশ্চরণবিধি শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি। ৭৫।

সদাশিব কহিলেন, ব্রহ্মমন্ত্রের পুরশ্চরণ-কার্য্যে যে বিধি, আদ্যাকালিকা-মন্ত্রের বিধিও তাহাই। ৭৬। ‡ দেবি! সাধক যদি জপ, হোম ও পূজাদিতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে সংক্ষেপে পূজা ও পুরশ্চরণ করা তাহার কর্ত্তব্য অর্থাৎ হোমাদিকার্য্যে সমর্থ না হইলে যথাযথ সংখ্যার দ্বিগুণ জপ কর্ত্তব্য। ৭৭। অনুষ্ঠান না করা অপেক্ষা স্বল্পানুষ্ঠানও উত্তম। ভদ্রে! অগ্রে সংক্ষেপ-পূজার বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৭৮। প্রথমে মূলমন্ত্র দ্বারা আচমন করিয়া তৎপরে ঋষিন্যাস করিবে, পরে করশুদ্ধি-সমাপনান্তে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। ৭৯। অনন্তর সুধী সাধক সর্ব্বাঙ্গব্যাপিন্যাসের পর প্রাণা-য়াম করিবে, তাহার পর ধ্যান, পরে পূজা, পশ্চাৎ জপ, সংক্ষেপে পূজার বিধি

* বিধিরিষ্যতে বা পাঠঃ।
† পূজাং সংক্ষেপতঃ কুর্য্যাৎ—পাঠান্তরম্।
‡ আদ্যাকালিকাদেবীর মন্ত্রের পুরশ্চরণের নিয়ম এই যে, দ্বাত্রিংশৎসহস্র জপ, তদ্দশাংশ হোম, তদ্দশাংশ তর্পণ, তদ্দশাংশ অভিষেক ও তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন নিষ্পাদন করিতে হয়। হোমতর্পণাদি করিতে অসমর্থ হইলে তদনুকল্প তত্তৎসংখ্যার দ্বিগুণ জপ ব্যবস্থা।

পুরশ্চক্রিয়ায়াং মন্ত্রাণাং যত্র যো বিহিতো জপঃ।
তস্মাচ্চতুর্গুণজপাৎ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে ॥ ৮১
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে।
কৃষ্ণাং চতুর্দ্দশীং প্রাপ্য কৌজে বা শনিবাসরে।
পঞ্চতত্ত্বং সমানীয় পূজয়িত্বা জগন্ময়ীম্ ॥ ৮২
মহানিশায়াং যুতং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
ভোজয়িত্বা ব্রহ্মনিষ্ঠান্ পুরশ্চরণকৃদ্ভবেৎ ॥ ৮৩
কুজবাসরমারভ্য যাবৎকুজবাসরম্।
প্রত্যহং প্রজপেন্মন্ত্রং সহস্রপরিসংখ্যয়া ॥ ৮৪
বসুসংখ্যজপেনৈব ভবেন্মন্ত্রপুরক্রিয়া ॥ ৮৫
শ্রীআদ্যাকালিকামন্ত্রাঃ সিদ্ধমন্ত্রাঃ সুসিদ্ধিদাঃ।
সদা সর্ব্বযুগে দেবি কলিকালে বিশেষতঃ ॥ ৮৬
কালীরূপাণি বহুধা কলৌ জাগ্রতি পার্ব্বতি।
প্রবলে কলিকালে তু রূপমেতজ্জগদ্ধিতম্ ॥ ৮৭
নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্।
নিয়মানিয়মো নাপি জপান্নাদ্যাং প্রসাদয়েৎ ॥৮৮

এই প্রকার। ৮০। মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে, যে মন্ত্রে যত জপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার চতুর্গুণ জপ করিলে সংক্ষেপে পুরশ্চরণ হইয়া থাকে। ৮১। অথবা অন্য প্রকারে পুরশ্চরণ হইয়া থাকে, শনি বা মঙ্গলবারে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী-যোগে রাত্রিকালে পঞ্চতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া জগন্ময়ীর অর্চ্চনা করিবে। ৮২। সেই মহানিশায় একমনে অযুত মন্ত্র জপ করিবে, অনন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পুরশ্চরণ শেষ করিবে। ৮৩। (অপর পুরশ্চরণ এই প্রকার)—এক মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ করিয়া অপর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সহস্রসংখ্যক জপ করিবে। এইরূপে অষ্টাহ অষ্ট সহস্র জপ সমাধা হইলে মন্ত্রের পুরশ্চরণ হইয়া থাকে। ৮৪-৮৫। শ্রীআদ্যাকালিকার মন্ত্র সিদ্ধিময়, উহা সর্ব্বকালে সুসিদ্ধ, বিশেষতঃ ইহা কলিকালে আশু ফলদান করিয়া থাকে। ৮৬। পার্ব্বতি! প্রবল কলির অধিকারে বিবিধ কালীমূর্ত্তি দৃষ্ট হইতে থাকিবে সত্য, কিন্তু সর্ব্বমূর্ত্তিতে তিনি জাগরিত থাকিবেন; এই কালীমূর্ত্তি কলিজীবের কল্যাণকারিণী। ৮৭। এই কালিকামন্ত্রে সিদ্ধ ও

ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যাপ্রসাদতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥ ৮৯
ন চ প্রয়াসবাহুল্যং কায়ক্লেশোঽপি ন প্রিয়ে।
আদ্যাকালীসাধকানাং সাধনং সুখসাধনম্॥ ৯০
চিত্তসংশুদ্ধিরেবাত্র মন্ত্রিণাং ফলদায়িনী॥ ৯১
যাবন্ন চিত্তকলিলং হাতুমুৎসহতে ব্রতী।
তাবৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত কুলভক্তিসমন্বিতঃ॥ ৯২
যথাবিহিতং কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধৌ হি * কারণম্।
আদৌ মন্ত্রং গুরোর্ব্বক্ত্রাদ্‌গৃহ্নীয়াদ্‌ব্রহ্মমন্ত্রবৎ॥ ৯৩
প্রাতঃকৃত্যাদিনিয়মান্ কৃত্বা কুর্য্যাৎ পুরস্ক্রিয়াম্।
চিত্তে শুদ্ধে মহেশানি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে কৃত্যাকৃত্যং ন বিদ্যতে॥ ৯৪

পার্ব্বত্যুবাচ।

কুলং কিং পরমেশান কুলাচারশ্চ কিং বিভো।
লক্ষণং পঞ্চতত্ত্বস্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ৯৫

ও অসিদ্ধের অপেক্ষা বা শত্রু-মিত্রের আশঙ্কা নাই; অর্থাৎ ইহাদের দোষে দূষিত হয় না, ইহার নিয়ম ও অনিয়মের চিন্তা নাই, আদ্যা-শক্তিকে জপ করিলেই তিনি প্রসন্না হন। ৮৮। এই মন্ত্র জপে আদ্যাশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ ঘটে, ব্রহ্মজ্ঞানী লোক যে জীবন্মুক্ত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৮৯। প্রিয়ে! আদ্যা-কালীর সাধন অতিশয় সুখকর, ইহাতে পরিশ্রম বা কায়-ক্লেশের সম্ভাবনা নাই। ৯০। এই মন্ত্রে চিত্তশুদ্ধি ঘটিলেই জীব সিদ্ধ হইতে পারে। ৯১। যত কাল মনের মালিন্য দূর না হয়, তত কাল কুলভক্তি সহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ৯২। যথাবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই চিত্তশুদ্ধির কারণ। ব্রহ্মমন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্র প্রথমে গুরুর মুখ হইতে গ্রহণ করিতে হয়। ৯৩। অনন্তর প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি নিত্যানুষ্ঠান করত পুরশ্চরণ করিবে। চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে কিছুই কৃত্যাকৃত্য থাকে না। ৯৪।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে পরমেশ! কুল কি, কুলাচার কাহার নাম এবং

* চিত্তশুদ্ধের্হি—পাঠান্তরম্।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সম্যক্ পৃষ্টং কুলেশানি সাধকানাং হিতৈষিণী।
কথয়ামি তব প্রীত্যৈ যথাবদবধারয় ॥ ৯৬
জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্কালাকাশমেব চ।
ক্ষিত্যপ্‌তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে ॥ ৯৭
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পমেতেম্বাচরণঞ্চ যৎ।
কুলাচারঃ স এবাদ্যে ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ ॥ ৯৮
বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈস্তপোদানদৃঢব্রতৈঃ।
ক্ষীণাঘানাং সাধকানাং কুলাচারে মতির্ভবেৎ ॥ ৯৯
কুলাচারগতা বুদ্ধির্ভবেদাশু সুনির্ম্মলা।
তদাদ্যাচরণাম্ভোজে মতিস্তেষাং প্রজায়তে ॥ ১০০
সদ্‌গুরোঃ সেবয়া প্রাপ্য বিদ্যামেনাং পরাৎপরাম্।
কুলাচাররতো ভূত্বা পঞ্চতত্ত্বৈঃ কুলেশ্বরীম্ ॥ ১০১

পঞ্চতত্ত্বের লক্ষণ কি, আমি তোমার নিকট হইতে তাহার যাথার্থ্য শুনিতে ইচ্ছা করি। ৯৫।

সদাশিব কহিলেন, কুলেশ্বরি! তুমি সাধকগণের হিতৈষিণী, তুমি উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি তোমার প্রীতিসাধনের জন্য যথাযথ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৯৬। জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু, এই নয়টি কুল বলিয়া কীর্ত্তিত। ৯৭। এই নয়টি কুলে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক কল্পনাশূন্য কর্ম্মানুষ্ঠানই কুলাচার বলিয়া অভিহিত। ৯৮। যাহাদের তপস্যা, দান ও দৃঢ় ব্রতানুষ্ঠানে এবং জন্মান্তরীণ সুকৃতিসঞ্চয়ে নিষ্পাপভাব দাঁড়াইয়াছে, সেই সকল সাধকদিগের কুলাচারে মতি হইয়া থাকে। ৯৯। যদি বুদ্ধি কুলাচারের অনুগামিনী হয়, তাহা হইলে তাহার নির্ম্মলভাব ঘটে, সুতরাং সে সময়ে অনায়াসে সেই বুদ্ধি আদ্যাদেবীর চরণকমলে প্রধাবিত হয়। ১০০। যে সকল ব্যক্তি সদ্‌গুরুর সেবা দ্বারা পরাৎপরা ব্রহ্মবিদ্যা * লাভ করত কুলাচারে রত ও পঞ্চতত্ত্বে স্থিরচিত্ত হইয়া কুলেশ্বরী কালিকার পূজা করে, তাঁহারা

* পুংদেবতার মন্ত্রকে মন্ত্র এবং স্ত্রীদেবতার মন্ত্রকে বিদ্যা কহে। সারদাতিলকে ইহার যে প্রমাণ আছে, তাহা উদ্ধৃত হইল, যথা—

"মন্ত্রাঃ পুংদেবতা জ্ঞেয়া বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ।"

যজন্তঃ কালিকামাদ্যাং কুলজ্ঞাঃ সাধকোত্তমাঃ
ইহ ভুক্ত্বাখিলান্ ভোগান্ ব্রহ্মণ্যন্তে * নিরাময়ম্ ॥ ১০২
মহৌষধং যজ্জীবানাং দুঃখবিস্মারকং মহৎ।
আনন্দজনকং যচ্চ তদাদ্যতত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৩
অসংস্কৃতঞ্চ যত্তত্ত্বং মোহনং ভ্রমকারণম্।
বিবাদরোগজননং ত্যাজ্যং কৌলৈঃ সদা প্রিয়ে ॥ ১০৪
গ্রাম্যবায়ব্যবন্যানামুদ্ভূতং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
বুদ্ধিতেজোবলকরং দ্বিতীয়তত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৫
জলোদ্ভবং যৎ কল্যাণি কমনীয়ং সুখপ্রদম্।
প্রজাবৃদ্ধিকরঞ্চাপি তৃতীয়তত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৬
সুলভং ভূমিজাতঞ্চ জীবানাং জীবনঞ্চ যৎ।
আয়ুর্ম্মূলং ত্রিজগতাং চতুর্থতত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৭
মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্।
অনাদ্যন্তজগন্মূলং শেষতত্ত্বস্য লক্ষণম্ ॥ ১০৮
আদ্যতত্ত্বং বিদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে।
অপস্তৃতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবীং শিবে ॥ ১০৯

---

কুলজ্ঞ ও সাধকশ্রেষ্ঠ; তাঁহারা ইহসংসারে নিখিল ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া চরমে নিরাময় ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। ১০১ ১০২। আদ্য তত্ত্বের লক্ষণ এই—ইহা মহৌষধিস্বরূপ, ইহার আশ্রয়ে জীবগণ নিখিল দুঃখ-ভোগ বিস্মৃত হয় এবং ইহা অতিশয় আনন্দবিধান করিয়া থাকে। ১০৩। যদি আদ্য তত্ত্ব সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে উহা হইতে মোহ ও ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে প্রিয়ে! কৌলগণের পক্ষে অসংস্কৃত তত্ত্ব পরিত্যাগ করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। ১০৪। দ্বিতীয় তত্ত্ব;—গ্রাম্য—ছাগাদি, বায়ব্য—তিত্তিরি প্রভৃতি পক্ষী, বন্য—মৃগাদি; দ্বিতীয়তত্ত্বলক্ষণ,—ইহাদের দেহোৎপন্ন মাংস পুষ্টি-কর, বুদ্ধি, তেজ ও বলবিধায়ক। ১০৫। কল্যাণি! তৃতীয় তত্ত্ব;—প্রজাবৃদ্ধিকর, জীবের জীবনস্বরূপ, ভূমিজাত এবং সুখপ্রদ। চতুর্থ তত্ত্ব,—ত্রিজগতের আয়ুর মূলকারণ। দেবি! শেষ তত্ত্ব;—মহান্ আনন্দজনক, প্রাণিসৃষ্টিকারক আদ্যন্ত-রহিত জগতের মূল। প্রিয়ে! তেজ আদ্য তত্ত্ব, দ্বিতীয় পবন, তৃতীয় জল,

---

* তে ব্রজন্তে—পাঠান্তরম্।

পঞ্চমং জগদাধারং * বিয়দ্বিদ্ধি বরাননে ॥ ১১০
ইত্থং জ্ঞাত্বা কুলেশানি কুলতত্ত্বানি পঞ্চ চ।
আচারং কুলধর্ম্মস্য জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১১১

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে স্তোত্রকবচকুলতত্ত্বলক্ষণ-
কথনং নাম সপ্তমোল্লাসঃ।

# অষ্টমোল্লাসঃ

শ্রুত্বা ধর্ম্মান্ বহুবিধান্ ভবানী ভবমোচনী।
হিতায় জগতাং মাতা ভূয়ঃ শঙ্করমব্রবীৎ ॥ ১

শ্রীদেব্যুবাচ।

শ্রুতং বহুবিধং ধর্ম্মমিহামুত্র সুখপ্রদম্।
ধর্ম্মার্থকামদং বিঘ্নহরং নির্ব্বাণকারণম্ ॥ ২
সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি বৃত্তিং বর্ণাশ্রমান্ বিভো।
তত্র † যে বিহিতাচারঃ কৃপয়া বদ তানপি ॥ ৩

চতুর্থ পৃথিবী। হে বরাননে। পঞ্চতত্ত্বকে জগতের আধার বলিয়া জানিও। হে কুলেশ্বরি! যে লোক এই প্রকারে কুল, পঞ্চতত্ত্ব, কুলাচার পরিজ্ঞাত হইয়া ধর্ম্মে রত হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ১০৬-১১১।

অনন্তর ভবমোচনকারিণী ভবানী ভবের মুখে বহুবিধ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া জগতের হিতের উদ্দেশে পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ১।

দেবী কহিলেন, হে প্রভো! আমি তোমার নিকট হইতে ইহ ও পর-লোকে সুখদায়ক বহুবিধ ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলাম, এই সকল ধর্ম্মার্থদায়ক, বিঘ্নহর ও নির্ব্বাণের কারণ। ২। এক্ষণে আমি বর্ণাশ্রমধর্ম্মশ্রবণের জন্য সমুৎসুক হইয়াছি, তাহাতে যে সকল আচার বিহিত আছে, তাহা কৃপা করিয়া আমাকে জানাইয়া দেও। ৩।

* জগদাধারা ইতি বা পাঠঃ।
† যত্র—পাঠান্তরম্।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

চত্বারঃ কথিতা বর্ণা আশ্রমা অপি সুব্রতে।
আচারশ্চাপি বর্ণানামাশ্রমাণাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪
কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ ॥ ৫
এতেষাং সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমৌ দ্বৌ মহেশ্বরি।
তেষামাচারধর্ম্মাংশ্চ শৃণুষ্বাদ্যে বদামি তে ॥ ৬
পূর্ব্বৈব কথিতং তাবৎ কলিসম্ভবচেষ্টিতম্।
তপঃস্বাধ্যায়হীনানাং নৃণামল্পায়ুষামপি।
ক্লেশপ্রয়াসাশক্তানাং কুতো দেহপরিশ্রমঃ ॥ ৭
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব * আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে ॥ ৮
গৃহস্থস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা আগমোক্তাঃ কলৌ শিবে। †
নান্যমার্গৈঃ ক্রিয়াসিদ্ধিঃ কদাপি গৃহমেধিনাম্ ॥ ৯

সদাশিব কহিলেন, হে সুব্রতে! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে চতুর্ব্বর্ণ, চতুরাশ্রম এবং সেই সকল বর্ণ ও আশ্রমের আচারাদি পৃথগ্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ৪। কলিকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সাধারণ এই পাঁচ প্রকার বর্ণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৫। হে মহেশ্বরি! এই সমুদয় বর্ণাশ্রমের দুই প্রকার বিভাগ আছে, আমি সেই সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের আচারাদির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬। দেবি! কলির জীবগণের অবস্থার বিষয় আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহারা তপস্যা এবং বেদজ্ঞানবিহীন, বিশেষতঃ তাহারা দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ক্লেশকর কার্য্যে অসমর্থ ও অল্পায়ুঃ হইবে, সুতরাং তাহাদের দৈহিক শ্রমের সম্ভাবনা কোথায়? ৭। প্রিয়ে! কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্য বা বানপ্রস্থের ব্যবহার প্রচলিত নাই। এই যুগে কেবল গার্হস্থ্য ও ভিক্ষুক এই দ্বিবিধ আশ্রমের ব্যবহার অবধারিত আছে। ৮। হে শিবে! কলিযুগে আগমোক্ত ক্রিয়াই গৃহস্থের পক্ষে করণীয়; কারণ, অন্য পথে প্রস্থিত হইলে গৃহিগণের

* ভৈক্ষুকশ্চৈব ইতি বা পাঠঃ।
† কলৌ যুগে—পাঠান্তরম্।

ভৈক্ষুকেঽপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তং দণ্ডধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞে যতস্তৎ শ্রৌতসংস্কৃতিঃ ॥ ১০
শৈবসংস্কারবিধিনাবধূতাশ্রমধারণম্।
তদেবং কথিতং ভদ্রে সন্ন্যাসগ্রহণং কলৌ ॥ ১১
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা ॥ ১২
সর্ব্বেষামেব সংস্কারাঃ কর্ম্মাণি শৈববর্ত্মনা।
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ কর্ম্মলিঙ্গং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৩
জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্যাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ।
গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্য্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরি ॥ ১৪
তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদা।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ ১৫
বিদ্যামুপার্জ্জয়েদ্বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্মাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ ॥ ১৬
মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ ॥ ১৭

---

ক্রিয়াসিদ্ধি ঘটে না। ৯। হে দেবি। কলিকালে ভৈক্ষ্যকাশ্রমে বেদোক্ত দণ্ডধারণের ব্যবস্থা নাই, কারণ, উহা বৈদিক সংস্কারের অনুগত। ১০। হে ভদ্রে। কলিযুগে শৈবসংস্কারে বিধিমতে অবধূতাশ্রমগ্রহণের নামই সন্ন্যাস। ১১। কলি প্রবল হইলে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই এই উভয় আশ্রমে অধিকারী হইয়া থাকে। ১২। যদিও সকল বর্ণের শৈবমতানুসারে সংস্কারাদির অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি সকল বর্ণের কর্ম্মচিহ্ন পৃথগ্‌ভাবে সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য। ১৩। মনুষ্য জন্মমাত্রে গৃহী, পরে সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আশ্রমী হইয়া থাকে। হে মহেশ্বরি! এই কলিতে প্রথমে যথাবিধি গৃহী হওয়া লোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ১৪। যখন তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইয়া বৈরাগ্য প্রকাশিত হইবে, সেই সময় সমস্ত পরিহার পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। ১৫। বাল্যকালে বিদ্যালাভ, যৌবনে ধন ও দারপরিগ্রহ, প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং শেষবয়সে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ১৬। বৃদ্ধ পিতা-মাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা ও শিশু সন্তান

মাতৄন্ পিতৄন্ শিশূন্ দারান স্বজনান্ বান্ধবানপি।
যঃ প্রব্রজতি হিত্বৈতান্ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ১৮
মাতৃহা পিতৃহা স স্যাৎ স্ত্রীবধা ব্রহ্মঘাতকঃ।
অসন্তর্প্য স্বপিত্রাদীন্ যো গচ্ছেদ্ভিক্ষুকাশ্রমে ॥ ১৯
ব্রাহ্মণো বিপ্রভিন্নশ্চ স্বস্ববর্ণোক্তসংক্রিয়াম্।
শৈবেন বর্ত্মনা কুর্য্যাদেষ ধর্ম্মঃ কলৌ যুগে ॥ ২০

শ্রীদেব্যুবাচ।

কো বা ধর্ম্মো গৃহস্থস্য ভিক্ষুকস্য চ কিং বিভো।
বিপ্রস্য বিপ্রভিন্নানাং সংস্কারাদীনি মে বদ ॥ ২১

শ্রীসদাশিব উবাচ।

গার্হস্থ্যং প্রথমং ধর্ম্মং সর্ব্বেষাং মনুজন্মনাম্।
তদেব কথয়াম্যাদৌ শৃণু কৌলিনি তত্ত্বতঃ ॥ ২২
ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥ ২৩

পরিত্যাগ করিয়া অবধূতপথে প্রস্থিত হইতে নাই। ১৭। যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, স্ত্রী, শিশু, সন্তান, স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি মহাপাতকী হইয়া থাকে। ১৮। যে ব্যক্তি পিতামাতার সন্তোষসাধন না করিয়া ভিক্ষুকাশ্রমে প্রবেশ করে, সে ব্যক্তি মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। ১৯। ব্রাহ্মণ ও অপরাপর বর্ণ শৈবমতে আপনাদের বর্ণাশ্রমবিহিত সংস্কারের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই কলিযুগের ধর্ম্ম। ২০।

দেবী কহিলেন, বিভো! গৃহস্থ ও ভিক্ষুকের ধর্ম্ম কি এবং ব্রাহ্মণ ও তদিতর বর্ণের সংস্কারই বা কি, তাহা আমার নিকটে বল। ২১।

সদাশিব কহিলেন, হে কৌলিনি! গার্হস্থ্যধর্ম্ম মনুষ্যের প্রথম ধর্ম্ম, অতএব আমি তৎসম্বন্ধে তত্ত্বতঃ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২২। গৃহীর ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। গৃহী যে যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মে

ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ ॥ ২৪
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥ ২৫
তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি।
তব প্রীতির্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥ ২৬
ত্বমাদ্যে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরম্।
যুবয়োঃ প্রীণনং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং গৃহিণাস্তপঃ ॥ ২৭
আসনং শয়নং বস্ত্রং পানং ভোজনমেব চ।
তত্তৎসময়মাজ্ঞায় * মাত্রে পিত্রে নিযোজয়েৎ ॥ ২৮
শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥ ২৯
ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণম্।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥ ৩০

অর্পণ করিতে হইবে। ২৩। গৃহস্থ লোকে মিথ্যা কথা বা শঠতার বশীভূত হইবে না, দেবতা ও অতিথিপূজায় সতত নিযুক্ত থাকিবে। ২৪। মাতা-পিতা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাতুল্য; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে নিরন্তর তাঁহাদের সেবা করা কর্ত্তব্য। ২৫। যাহার প্রতি মাতা ও পিতা তুষ্ট থাকেন, হে পার্ব্বতি! তুমিও তাহার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাক। দেবি! (অন্য কথা কি,) তোমার প্রীতি ঘটিলে পরব্রহ্মও প্রীত হইয়া থাকেন। ২৬। হে আদ্যে! তুমি জগতের মাতা এবং পরাৎপর ব্রহ্ম জগতের পিতা, যে সকল গৃহস্থ লোক মাতৃপিতৃস্বরূপ তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করে, তাহাদের তপস্যার প্রয়োজন কি? ২৭। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মাতাপিতাকে আসন, শয়ন, বসন, পান ও ভোজন প্রভৃতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। ২৮। তাঁহাদের প্রতি মধুরবাক্যপ্রয়োগ এবং প্রিয় ব্যবহার করিতে হয়। যে পুত্র মাতাপিতার আজ্ঞানুসারী, সেই পুত্রই সৎ ও কুলপাবন। ২৯। যে ব্যক্তি স্বীয় হিতকামনা করে, পিতা-মাতার সমক্ষে ঔদ্ধত্য, পরিহাস, তর্জ্জন ও কটূক্তি করা তাহার কর্ত্তব্য

* তত্তৎসময়মাদায়—পাঠান্তরম্।

মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে॥ ৩১
বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনম্।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ৩২
মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥ ৩৩
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্ক্তে স্বোদরম্ভরঃ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোহসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ॥ ৩৪
গৃহস্থো গোপয়েদ্দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৩৫
জনন্যা বর্দ্ধিতো দেহো জনকেন প্রযোজিতঃ। *
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোঽধমস্তান্ পরিত্যজেৎ॥ ৩৬
এষামর্থে মহেশানি কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্ম্মো হ্যেষ সনাতনঃ॥ ৩৭

নহে। ৩০। পিতামাতাকে সসম্ভ্রমে প্রণাম পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিতে হয়, তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া আসনে বসিতে নাই, (অধিক কি,) সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের শাসনে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য। ৩১। যে পুত্র বিদ্যামদে বিমোহিত হইয়া মাতা-পিতাকে অবহেলা করে, সে সকল ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হয়। ৩২। যদি নিজের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তাহা হইলেও মাতা, পিতা, পুত্র, ভার্য্যা, অতিথি ও সহোদরদিগকে না দিয়া আপনি আহার করিবে না। ৩৩। যে উদরপরায়ণ ব্যক্তি মাতা-পিতা প্রভৃতি গুরু, বন্ধুবান্ধব ও স্বজনদিগকে বঞ্চিত করিয়া আপনি ভোজন করে, তাহার কেবল ইহলোকেই নিন্দাপ্রচার হয় না, পরকালেও তাহার নরকবাস হইয়া থাকে। ৩৪। পরিবারপ্রতিপালন, সন্তানগণকে শিক্ষাদান এবং স্বজনগণের ভরণপোষণই গৃহীর সনাতন ধর্ম্ম। ৩৫। এই শরীর জননীর স্নেহে বর্দ্ধিত, জনকের কৃপায় উৎপাদিত, স্বজনের প্রেমে শিক্ষিত, যে ব্যক্তি ঘোর নরাধম, সেই-ই ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে। ৩৬। হে মহেশ্বরি! ইঁহাদের জন্য শত কষ্টস্বীকার করিয়াও যথাশক্তি ইঁহাদের

* জনকেন প্রপোষিত ইতি বা পাঠঃ।

স ধন্যঃ পুরুষো লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ।
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যো ভবেদ্ভুবি মানবঃ॥ ৩৮
ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥ ৩৯
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বানন্যথা নারকী ভবেৎ॥ ৪০
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যং ন দর্শয়েৎ॥ ৪১
ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ॥ ৪২
উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষন্যনিকেতনে।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবর্জ্জিতাম্॥ ৪৩
যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবতীপ্রিয় এব সঃ॥ ৪৪

তুষ্টিসাধন করাই (গৃহীর) সনাতন ধর্ম্ম। ৩৭। যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যসন্ধ ও পরমার্থবিৎ, সেই ব্যক্তি এই সংসারে ধন্য ও কৃতী। ৩৮। ভার্য্যাকে তাড়না করা দূরে থাকুক, মাতৃবৎ পালন করা কর্ত্তব্য। ঘোরকষ্টে পতিত হইলেও সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে না। ৩৯। আপনার গৃহলক্ষ্মী বর্ত্তমানে অন্য রমণীকে স্পর্শ করিতে নাই; দূষিত অন্তঃকরণে পরনারী-স্পর্শ-কল্পনাতেও নরকনিবাস ঘটিয়া থাকে। ৪০। পরস্ত্রীর সহিত বিরলে শয়ন ও বাস করা প্রাজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে, স্ত্রীর প্রতি অনুচিত বাক্য প্রয়োগ বা শৌর্য্য প্রদর্শন করিতে নাই। ৪১। অর্থ, বসন, প্রেম, শ্রদ্ধা ও অমৃতবাক্যে স্ত্রীর মনস্তুষ্টি করা কর্ত্তব্য, কদাচ স্ত্রীলোককে অপ্রিয় কথা বলিবে না। ৪২। পুত্র অথবা আত্মীয়সঙ্গ ব্যতিরেকে উৎসবে, লোকযাত্রায় ও তীর্থস্থলে বা পরগৃহে পত্নীকে একাকিনী প্রেরণ করা বুদ্ধিমান্ পতির কর্ত্তব্য নহে। ৪৩। হে মহেশ্বরি! যে পতির প্রতি পতিব্রতা পত্নী তুষ্ট থাকে, তাহার সকল প্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠিত এবং সে ব্যক্তি তোমার প্রিয় হইয়া থাকে। ৪৪।

চতুর্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥ ৪৫
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেষয়েদ্‌গৃহকর্ম্মসু।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ॥ ৪৬
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥ ৪৭
এবংক্রমেণ ভ্রাতৄংশ্চ স্বসৃভ্রাতৃসুতানপি। *
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্‌গৃহী॥ ৪৮
ততঃ স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ॥ ৪৯
যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ॥ ৫০

চতুর্ব্বর্ষ পর্য্যন্ত শিশু-সন্তানের লালন-পালন করা পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তদনন্তর ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত তাহাকে বিদ্যা ও গুণশিক্ষা দান করিতে হয়। ৪৫। যখন পুত্রের বয়স বিংশতিবর্ষ দাঁড়াইবে, তখন তাহাকে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিবে, অনন্তর আত্মতুল্যজ্ঞানে পুত্রের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে। ৪৬। পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও যত্নপূর্ব্বক লালন-পালন ও শিক্ষাদান করিতে হয়, পরে (যোগ্যকালে) ধনরত্নে বিভূষিত করিয়া জ্ঞানবান্ বরকে সম্প্রদান করিবে ৪৭। † এইরূপে যথাক্রমে ভ্রাতা, ভগিনী, ‡ ভ্রাতুষ্পুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যদিগকে পালন করা গৃহীর কর্ত্তব্য। ৪৮। অনন্তর স্বধর্ম্মানুরক্ত একগ্রামবাসী, অভ্যাগত, অতিথি ও উদাসীনগণের প্রতিপালন করা গৃহীর পক্ষে বিধেয়। ৪৯। হে দেবি! বিভবসম্পন্ন হইয়াও যে গৃহী এরূপ কর্ম্ম না করে, সে লোকে

* স্বস্বভ্রাতৃসুতানপি—পাঠান্তরম্।

† এখানে পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও শিক্ষাদান করিতে বলা হইল বটে, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। কন্যা যাহাতে পতিমর্য্যাদা ও পতিসেবা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে ধর্ম্মশাসন বুঝিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষা দেওয়াই পিতার কর্ত্তব্য। এই জন্যই স্মৃতিশাস্ত্রের আদেশ আছে—

"অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥"

‡ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভ্রাতৃভগিনীদিগকে পুত্র কন্যাবৎ লালন পালন করিতে হয়। তৎপরে ষোড়শবর্ষ যাবৎ বিদ্যাশিক্ষা ও গুণশিক্ষা দিবে, তদনন্তর বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম যাবৎ গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিত করা কর্ত্তব্য।

নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেব চ।
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ ॥ ৫১
যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্মিতমৈথুনঃ।
স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দ্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫২
শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ।
জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ ॥ ৫৩
সৌহার্দ্দ্যং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ ॥ ৫৪
ত্রসেদ্দ্বেষ্টুরপি ক্ষুদ্রাৎ সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্।
প্রদর্শয়েদাত্মভাবান্নৈব ধর্ম্মং বিলঙ্ঘয়েৎ ॥ ৫৫
স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ ॥ ৫৬
জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেঽপি পরাজয়ে।
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ ॥ ৫৭

নিন্দিত, পাপী ও পশু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ৫০। অতিরিক্তভাবে নিদ্রা, আলস্য, দেহযত্ন, কেশবিন্যাস ও অশনবসনে অনুরাগ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ৫১। পরিমিত আহার, পরিমিত নিদ্রা, পরিমিত কথা ও পরিমিত মৈথুন করা গৃহস্থের পক্ষে উচিত। সর্ব্বদা নির্ম্মল, পবিত্র, কার্য্যপটু ও নম্র হওয়া কর্ত্তব্য। ৫২। শত্রুর প্রতি শূর, বন্ধু ও গুরুর নিকটে বিনীত হইতে হয়, ঘৃণিত ব্যক্তিকে ঘৃণা এবং মানী ব্যক্তিকে অবমাননা করিতে নাই। ৫৩। সহবাস ও তর্কপ্রসঙ্গে লোকের স্বভাব, ব্যবহার, প্রবৃত্তি ও সৌহৃদ্যের পরিচয় পাইয়া বিশ্বাস করিতে হয়। ৫৪। শত্রু ব্যক্তি সামান্য হইলেও তাহাকে ভয় এবং সময়ে আত্মপ্রভাব প্রদর্শন করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য, কিন্তু ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিতে নাই। ৫৫। অন্যের উপকার করিয়া তাহা প্রকাশ করা, স্বীয় যশ ও পৌরুষের পরিচয় দেওয়া বা কাহারও নিকটে অন্যের গুপ্তকথা ব্যক্ত করা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। ৫৬। জয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও লোকগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যশস্বী ব্যক্তির অকর্ত্তব্য এবং গুরু বা লঘুর সহিত বিবাদ করাও সঙ্গত নহে। ৫৭।

বিদ্যাধনযশোধর্ম্মান্ যত্নমান উপার্জ্জয়েৎ।
ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ ॥ ৫৮
অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৫৯
যোগক্ষেমরতো দক্ষো ধার্ম্মিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ।
মিতবাঙ্ মিতহাসঃ স্যান্মান্যাগ্রে তু বিশেষতঃ ॥ ৬০
জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সুচিন্তঃ স্যাদ্দৃঢ়ব্রতঃ।
অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্রাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ ॥ ৬১
সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষন্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬২
জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি।
সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৩
সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যাস্মিন্নুরক্তাঃ সুহৃদ্গণাঃ।
গায়ন্তি যদ্যশো লোকাস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৪

---

যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা, ধন, যশ ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে; ব্যসন, কুসঙ্গ, মিথ্যাকথন ও দ্রোহ পরিত্যাগ করিবে। ৫৮। কার্য্যচেষ্টা অবস্থার অনুগামিনী এবং ক্রিয়া সময়ের অধীন; অতএব অবস্থা ও সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত রাখিয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। ৫৯। যোগ ও ক্ষেমে* অনুরক্ত হওয়া, ধার্ম্মিক দক্ষের ন্যায় কার্য্য করা, বন্ধুগণের প্রতি সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করা, মাননীয় লোকের সাক্ষাতে মিতভাষী ও মিতহাস্য হওয়া গৃহীর কর্ত্তব্য। ৬০। গৃহস্থ ব্যক্তির জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্নাত্মা, শুচি, দৃঢ়ব্রত, অপ্রমত্ত ও দীর্ঘদর্শী হওয়া কর্ত্তব্য এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিসম্বন্ধে সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া কোন কর্ম্ম করা উচিত নহে। ৬১। ধীর ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিবে, আত্মশ্লাঘা ও পরকুৎসা কর্ত্তব্য নহে। ৬২। যে ব্যক্তি পথিমধ্যে জলাশয় প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষরোপণ, বিশ্রামভবননির্ম্মাণ ও সেতু রচনা করে, সেই ব্যক্তি ত্রিলোক জয় করিয়া থাকে। ৬৩। যাহার প্রতি মাতাপিতা সন্তুষ্ট

---

* যে বিষয় উপার্জ্জিত হয় নাই তাহা উপার্জ্জন করা এবং উপার্জ্জিত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করা গৃহীর কর্ত্তব্য। যোগ—অপ্রাপ্তবিষয়ের উপার্জ্জন। ক্ষেম—প্রাপ্তবিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৬৫

বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৬৬

ন বিভেতি রণাদ্যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৬৭

অসংশয়াত্মা সুশ্রদ্ধঃ শাম্ভবাচারতৎপরঃ।
মচ্ছাসনে স্থিতো যশ্চ তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৬৮

জ্ঞানিনা লোকযাত্রার্থৈ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিনা।
ক্রিয়ন্তে যেন কর্ম্মাণি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৬৯

শৌচন্তু দ্বিবিধং দেবি বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মার্পণং যত্তৎ শৌচমান্তরিকং স্মৃতম্॥ ৭০

অদ্ভির্ব্বা ভস্মনা বাপি মলানামপকর্ষণম্।
দেহশুদ্ধির্ভবেদ্যেন বহিঃশৌচং তদুচ্যতে॥ ৭১

থাকেন, সুহৃদ্‌গণ যাহার প্রতি অনুরক্ত, লোকে যাহার যশোগান করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি ত্রিলোক জয় করিয়া থাকে। ৬৪। সত্যই যাহার ব্রত, যে ব্যক্তি দীনজনে দয়াপ্রকাশ করিয়া থাকে, কাম-ক্রোধ যাহার বশীভূত, সেই ব্যক্তিই ত্রিলোক জয় করিয়া থাকে। ৬৫। যে পরস্ত্রীতে বিরক্ত, পরবস্তুতে নিস্পৃহ, যে ব্যক্তি দম্ভ-মাৎসর্য্যবিহীন, সেই ব্যক্তিই ত্রিলোক জয় করিয়া থাকে। ৬৬। যে রণভূমি হইতে পলায়ন করে না, যে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয় না, যে ধর্ম্মযুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই ত্রিলোক জয় করিয়া থাকে। ৬৭। যাহার আত্মা অসন্দিগ্ধ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধালু এবং শৈবাচারপরায়ণ, যে ব্যক্তি আমার শাসনের অনুগত, সেই ব্যক্তি ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে। ৬৮। যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি লোকযাত্রার উদ্দেশে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি থাকিয়া ক্রিয়ানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে। ৬৯। হে দেবি! বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে শৌচ দ্বিবিধ, ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করার নাম আন্তরিক শৌচ। ৭০। জল, ভস্ম ও মলাপকর্ষণে যে দেহশুদ্ধি ঘটে, তাহার নাম বহিঃশৌচ। ৭১।

গঙ্গা নদ্যো হ্রদা বাপ্যস্তথা কূপাশ্চ ক্ষুল্লকাঃ।
সর্ব্বঃ পবিত্রজননং স্বর্ণদী ক্রমতঃ প্রিয়ে॥ ৭২
ভস্মাত্র যাজ্ঞিকং শ্রেষ্ঠং মৃৎস্না তু মলবর্জ্জিতা।
বাসোঽজিনতৃণাদীনি মৃদ্বজ্জানীহি সুব্রতে॥ ৭৩
কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ শিবে।
মনঃপূতং ভবেদ্যেন গৃহস্থস্তত্তদাচরেৎ॥ ৭৪
নিদ্রান্তে মৈথুনস্যান্তে ত্যাগান্তে মলমূত্রয়োঃ।
ভোজনান্তে মলে স্পৃষ্টে বহিঃশৌচং বিধীয়তে॥ ৭৫
সন্ধ্যা ত্রৈকালিকী কার্য্যা বৈদিকী তান্ত্রিকী ক্রমাৎ
উপাসনায়া ভেদেন পূজাং কুর্য্যাদ্যথাবিধি॥ ৭৬
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং গায়ত্রীং জপতাং * প্রিয়ে।
জ্ঞানাদ্‌ব্রহ্মেতি তদ্বাচ্যং সন্ধ্যা ভবতি বৈদিকী॥ ৭৭
অন্যেষাং বৈদিকী সন্ধ্যা সূর্য্যোপস্থানপূর্ব্বকম্।
অর্ঘ্যদানং দিনেশায় গায়ত্রীজপনস্তথা॥ ৭৮

হে প্রিয়ে! গঙ্গা, নদী, হ্রদ, বাপী, কূপ, স্বর্গনদী এবং সরোবর, এই সকলে স্নান করিলে † শরীর পবিত্র হইয়া থাকে। ৭২। হে সুব্রতে! ভস্ম দ্বারা যাজ্ঞিক-স্নানই বাহ্যশৌচবিষয়ে প্রশস্ত। নির্ম্মল মৃত্তিকাতেও ঐরূপ স্নান হইতে পারে, বস্ত্র, অজিন ও তৃণাদিও মৃত্তিকার ন্যায় পবিত্র। ৭৩। হে শিবে! অধিক কি বলিব, যাহাতে মন পূত হয়, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করাই গৃহস্থের পক্ষে কর্ত্তব্য। ৭৪। নিদ্রা, মৈথুন, মলমূত্রত্যাগ, ভোজনান্ত ও মলস্পর্শকাল, এই সকল সময়ে বহিঃশৌচ করা বিধেয়। ৭৫। যথাক্রমে ত্রৈকালিকী, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য এবং উপাসনাভেদে যথাবিধানে পূজা করা উচিত। প্রিয়ে! যাহারা ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, তাঁহাদের গায়ত্রীজপকালে জ্ঞান হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তি, এই বোধ হইলেই বৈদিকী সন্ধ্যা করা হয়। ৭৬-৭৭। অন্যের পক্ষে সন্ধ্যোপাসনাকালে সূর্য্যোপস্থান পূর্ব্বক সূর্য্যার্ঘ্য দান ও গায়ত্রী জপ করা

* গায়ত্রীজপতাং ইতি, গায়ত্রীজপনাৎ ইতি চ পাঠান্তরম্।

† তন্ত্রশাস্ত্রের মতে স্নান সাত প্রকার;—ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ, যৌগিক (আত্যন্তিক)।

অষ্টোত্তরং সহস্রং বা শতং বা দশধাপি বা।
জপানাং নিয়মো তন্ত্রে সর্ব্বত্রাহ্নিককর্ম্মণি ॥ ৭৯
শূদ্রসামান্যজাতীনামধিকারোঽস্তি কেবলম্।
আগমোক্তবিধৌ দেবি সর্ব্বসিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥ ৮০
প্রাতঃ সূর্য্যোদয়ঃ কালো মধ্যাহ্নস্তদনন্তরম্।
সায়ং সূর্য্যাস্তসময়স্ত্রিকালানাময়ং ক্রমঃ ॥ ৮১

শ্রীদেব্যুবাচ।

বিপ্রাদিসর্ব্ববর্ণানাং বিহিতা তান্ত্রিকী ক্রিয়া।
ত্বয়ৈব কথিতা নাথ সম্প্রাপ্তে প্রবলে কলৌ ॥ ৮২
তদিদানীং কথং দেব বিপ্রান্ বৈদিককর্ম্মণি।
নিযোজয়সি তৎ সর্ব্বং বিশেষাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৮৩

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সত্যং ব্রবীষি তত্ত্বজ্ঞে সর্ব্বেষাং তান্ত্রিকী ক্রিয়া।
লোকানাং ভোগমোক্ষায় সর্ব্বকর্ম্মসু সিদ্ধিদা ॥ ৮৪
ইয়ন্তু ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতি বৈদিকী।
তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয়কর্ম্মণি ॥ ৮৫

কর্ত্তব্য। ৭৮। হে দেবি! আহ্নিককার্য্যে অষ্টোত্তর-সহস্রবার, শতবার অথবা দশবার জপ করিতে হয়। ৭৯। শূদ্র ও সামান্য জাতিদিগের কেবল আগমোক্ত বিধিতে অধিকার আছে, যদি আগমবিধি সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সমুদয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৮০। ত্রিকালীন সন্ধ্যার সময় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—সূর্য্যোদয়ের সময় প্রাতঃকাল, তদনন্তর মধ্যাহ্নকাল ও সূর্য্যের অস্তগমনকাল সায়ংকাল। ৮১।

দেবী কহিলেন, নাথ! প্রবল কলির অধিকারে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের একমাত্র তন্ত্রানুষ্ঠান বিহিত বলিয়া তুমি বর্ণনা করিয়াছ। ৮২। হে দেব! এক্ষণে কি জন্য কেবল ব্রাহ্মণগণকে বৈদিক কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ, এই বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন কর। ৮৩।

সদাশিব কহিলেন, হে তত্ত্বজ্ঞে! তুমি যথার্থই বলিয়াছ, কলিকালে সকল লোকের পক্ষে তান্ত্রিকী ক্রিয়াই প্রশস্ত এবং উহা সকল কার্য্যে সিদ্ধিদায়ক ও ভোগমোক্ষবিধায়ক। ৮৪। পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মসাবিত্রী যেরূপ বৈদিকী, সেইরূপ

অতোঽত্র * কথিতং দেবি দ্বিজানাং প্রবলে কলৌ।
গায়ত্র্যামধিকারোঽস্তি নান্যমন্ত্রেষু কর্হিচিৎ ॥ ৮৬
তারাদ্যা কমলাদ্যা চ বাগ্‌ভবাদ্যা যথাক্রমাৎ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সাবিত্রী কথিতা কলৌ ॥ ৮৭
দ্বিজাদীনাং প্রভেদার্থং শূদ্রেভ্যঃ পরমেশ্বরি।
সন্ধ্যেয়ং বৈদিকী প্রোক্তা প্রাগেবাহ্নিককর্ম্মণাম্ ॥ ৮৮
অন্যথা শাম্ভবৈর্ম্মার্গৈঃ কেবলৈঃ সিদ্ধিভাগ্‌ভবেৎ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৮৯
কালাত্যয়েঽপি সন্ধ্যেয়ং কর্ত্তব্যা দেববন্দিতে।
ওঁ তৎসৎ ব্রহ্ম চোচ্চার্য্য মোক্ষেপ্সুভিরনাতুরৈঃ ॥ ৯০ †
আসনং বসনং পাত্রং শয্যাং যানং নিকেতনম্।
গৃহকং বস্তুজাতঞ্চ স্বচ্ছাৎ স্বচ্ছং প্রশস্যতে ॥ ৯১

তান্ত্রিকীও বলা যাইতে পাবে, ঐ গায়ত্রী উভয় পক্ষেই প্রশস্ত। ৮৫। হে দেবি! আমি এই জন্য এ স্থলে বলিয়াছি যে, প্রবল কলির অধিকারে কেবল একমাত্র দ্বিজগণেরই গায়ত্রীতে অধিকার, এরূপ অধিকার অন্য বৈদিক মন্ত্রে নাই। ৮৬। ‡ কলিকালে ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর অগ্রে ওঁ, ক্ষত্রিয়গণের শ্রীঁ, বৈশ্যগণের ঐঁ সন্নিবেশ করিতে হয়। ৮৭। হে পরমেশ্বরি! দ্বিজগণকে শূদ্র হইতে পৃথক্ রাখিবার নিমিত্ত তাহাদিগর আহ্নিকের পূর্ব্বে বৈদিকী সন্ধ্যার ব্যবস্থা হইয়াছে। ৮৮। যদি বৈদিকী সন্ধ্যা সমাহিত না হয়, তবে একমাত্র শিবোক্ত পথানুসার সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, ইহা সম্পূর্ণ সত্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৮৯। হে দেববন্দিতে! মুক্তি যাঁহাদেব কামনা, সন্ধ্যার কাল অতিক্রান্ত হইলেও তাঁহারা 'ওঁ তৎসৎ ব্রহ্ম' এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বৈদিকী সন্ধ্যোপাসনা করিবেন, তবে আতুরের পক্ষে কোন নিয়ম নাই। ৯০। আসন, বসন, পাত্র, শয্যা, যান, নিকেতন ও গৃহসামগ্রী এগুলি যত পরিষ্কৃত হইবে, ততই

* ততোঽত্র—পাঠান্তরম্।
† মোক্ষেচ্ছুভিরনাতুরৈঃ ইতি বা পাঠঃ।
‡ বৈদিক গায়ত্রী ও বৈদিক কতকগুলি মন্ত্র পুনর্ব্বার মহাদেবের বদনপদ্ম হইতে নির্গত হওয়ায় সেগুলি তন্ত্রোক্ত বলিয়া গণনীয় হইয়াছে।

সমাপ্যাহ্নিককর্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্ম্ম বা।
গৃহস্থো নিয়তং কুর্য্যান্নৈব তিষ্ঠেন্নিরুদ্যমঃ॥ ৯২
পুণ্যতীর্থে * পুণ্যতিথৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
জপং দানং প্রকুর্ব্বাণঃ শ্রেয়সাং নিলয়ো ভবেৎ॥ ৯৩
কলাবন্নগতপ্রাণা নোপবাসঃ প্রশস্যতে।
উপবাসপ্রতিনিধাবেকং দানং বিধীয়তে॥ ৯৪
কলৌ দানং মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ।
তৎপাত্রং কেবলং জ্ঞেয়ো দরিদ্রঃ সৎক্রিয়ান্বিতঃ॥ ৯৫
মাসবৎসরপক্ষাণামারম্ভদিনমম্বিকে।
চতুর্দ্দশ্যষ্টমী শুক্লা তথৈবৈকাদশী কুহূঃ॥ ৯৬
নিজজন্মদিনঞ্চৈব পিত্রোর্ম্মরণবাসরঃ।
বৈধোৎসবদিনঞ্চৈব পুণ্যকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৯৭
গঙ্গানদীমহানদ্যৌ গুরোঃ সদনমেব চ।
প্রসিদ্ধং দেবতাক্ষেত্রং পুণ্যতীর্থং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৯৮

প্রশস্ত। ৯১। গৃহস্থ ব্যক্তির আহ্নিককার্য্য সমাধা করিয়া বেদাধ্যয়ন বা গৃহকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, কোন সময় নিরুদ্যম হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। ৯২। পুণ্যতীর্থ, পুণ্যতিথি ও চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে জপ ও দান করিলে মঙ্গলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৯৩। কলিযুগের মনুষ্যগণ অন্নগতপ্রাণ, এ যুগে উপবাস প্রশস্ত নহে, একমাত্র দানই উপবাসের প্রতিনিধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৯৪। † হে মহেশ্বরি! কলিকালে একমাত্র দানই সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক হইয়া থাকে, সৎক্রিয়ান্বিত দরিদ্রই সেই দানের উপযুক্ত পাত্র। ৯৫। হে অম্বিকে! মাসের প্রথমদিন, বৎসরের আরম্ভদিন, পক্ষের আরম্ভদিন, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও শুক্লা একাদশী, অমাবস্যা, আপনার জন্মদিন, পিতৃমরণদিন, বৈধ উৎসবদিন, এইগুলি পুণ্যকাল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৯৬-৯৭। গঙ্গানদী, মহানদী, গুরুর ভবন, প্রসিদ্ধ

* পুণ্যক্ষেত্রে—পাঠান্তরম্।

† ইহার তাৎপর্য্য এই বুঝিতে হইবে যে, যিনি উপবাসক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ, তিনিই উপবাস না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কিছু দান করিবেন, কিন্তু যিনি উপবাসক্লেশসহিষ্ণু, তিনি জন্মাষ্টম্যাদি নির্দ্দিষ্ট দিনে উপবাস করিবেন।

ত্যক্ত্বা স্বাধ্যায়নং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দাররক্ষণম্।
নরকায় ভবেৎ তীর্থং তীর্থায় ব্রজতাং নৃণাম্ ॥ ৯৯
ন তীর্থসেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
নৈব ব্রতানাং নিয়মো ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা ॥ ১০০
ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপো দানং ব্রতং গুরুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ ॥ ১০১
পত্যুঃ প্রিয়ং সদা কুর্য্যাৎ বচসা পরিচর্য্যয়া।
তদাজ্ঞানুচরী ভূত্বা তোষয়েৎ পতিবান্ধবান্ ॥ ১০২
নেক্ষেৎ পতিং ক্রূরদৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ।
নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেদ্ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা ॥ ১০৩
কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয়কর্ম্মভিঃ।
যা প্রীণয়তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেৎ ॥ ১০৪

দেবতাক্ষেত্র এইগুলিই পুণ্যতীর্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৯৮। অধ্যয়ন, মাতা-পিতার সেবা, পরিবাররক্ষা, এ সকল পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি তীর্থগমন করে, সেই ব্যক্তির তীর্থ নরকের কারণ হইয়া থাকে। ৯৯। নারীদিগের পক্ষে তীর্থসেবা ও উপবাসাদি ক্রিয়া বা ব্রতাদি নিয়ম কিছুই নাই। ১০০। * স্বামীই স্ত্রীলোকের তীর্থ, তপস্যা, দান ও ব্রত। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র গুরু, অতএব সম্যক্‌প্রকারে স্বামিসেবা করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ১০১। বাক্য দ্বারা পরিচর্য্যা ও স্বামীর প্রিয়কার্য্য করা এবং সতত আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিয়া স্বামীর ও তাঁহার বান্ধবগণের তুষ্টিসাধন করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। ১০২। ক্রূরদৃষ্টিতে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা বা স্বামীকে দুর্ব্বাক্য বলা অথবা মনে মনে অপ্রিয় কামনা করা পতিব্রতা নারীর ধর্ম্ম নহে। ১০৩। যে স্ত্রী বাক্য, মন এবং শরীর দ্বারা সর্ব্বদা প্রিয়ানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বামীর তুষ্টিসাধন করে, সেই স্ত্রী ব্রহ্মপদ লাভ করিতে

* ভর্ত্তৃশুশ্রূষা ত্যাগ করিয়া ব্রতাদি করা নারীজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ; তাহাতে পুণ্যফল দূরে থাকুক, অনিষ্টই ঘটে। পূর্ব্বকালে অসুরগণের রমণীরা একাগ্রচিত্তে স্বামিসেবা করিত বলিয়া সেই পুণ্যফলে অসুরেরা যুদ্ধে দেবগণকে পরাজয় করিতে পারিত। অবশেষে নারদের প্ররোচনায় অসুর-পত্নীরা যখন ভর্ত্তৃসেবা ছাড়িয়া নানারূপ ব্রতনিয়মে প্রবৃত্ত হইল, তখন হইতেই অসুরেরা দেবগণের নিকট পরাভূত হইতে আরম্ভ করিল।

নান্যবক্ত্রং নিরীক্ষেত নান্যৈঃ সম্ভাষণঞ্চরেৎ।
ন চাঙ্গং দর্শয়েদন্যান্ ভর্ত্তুরাজ্ঞানুসারিণী ॥ ১০৫
তিষ্ঠেৎ পিত্রোর্বশে বাল্যে ভর্ত্তুঃ সম্প্রাপ্তযৌবনে।
বার্দ্ধক্যে পতিবন্ধূনাং স্বতন্ত্রা ন ভবেৎ কচিৎ ॥১০৬
অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্ ॥ ১০৭
নরমাংসং ন ভুঞ্জীয়াৎ নবাকৃতিপশূংস্তথা।
বহুপকারকান্ গাশ্চ মাংসাদান্ রসবর্জ্জিতান্ ॥ ১০৮
ফলানি গ্রাম্যবন্যানি মূলানি বিবিধানি চ।
ভূমিজাতানি সর্ব্বাণি ভোজ্যানি স্বেচ্ছয়া শিবে ॥ ১০৯
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ বিপ্রাণাং ব্রতমুত্তমম্।
অশক্তৌ ক্ষত্রিয়বিশাং বৃত্তৈর্নির্ব্বাহমাচরেৎ ॥ ১১০
রাজন্যানাঞ্চ যদ্‌বৃত্তং সংগ্রামো ভূমিশাসনম্।
অত্রাশক্তৌ বণিগ্‌বৃত্তং শূদ্রবৃত্তমথাশ্রয়েৎ ॥ ১১১

পারে। ১০৪। অন্য পুরুষের মুখদর্শন, অন্যের সহিত সম্ভাষণ ও অন্যকে নিজশরীর প্রদর্শন না করিয়া ভর্ত্তার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হওয়া স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। ১০৫। স্ত্রীজাতির বাল্যকালে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা এবং বৃদ্ধাবস্থায় স্বামীর বন্ধুর অধীনে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য, ইহাদের কোন কালে স্বাধীন থাকিবার নিয়ম নাই। ১০৬। যে স্ত্রী পতির মর্য্যাদা অবগত নহে, যে পতিসেবা বিদিত নহে, যে নারী ধর্ম্মশাসনে অনভিজ্ঞ, এতাদৃশী নারীর বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ১০৭। নরমাংস, নরাকার জন্তুর মাংস, বহুপকারক গোজাতির মাংস ও মাংসভোজীদিগের নীরস (বিস্বাদ) মাংস ভোজন করিতে নাই। ১০৮। হে শিবে! স্বেচ্ছানুসারে ভূমি, গ্রাম ও বনজাত বিবিধ ফলমূল ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। ১০৯। যাজন ও অধ্যাপন এই দুইটি কার্য্য ব্রাহ্মণের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যদি এই বৃত্তিতে জীবিকানির্ব্বাহ না ঘটে, তাহা হইলে ক্ষাত্র ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। ১১০। যুদ্ধবিদ্যা ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান বৃত্তি, যদি এই বৃত্তিতে জীবনোপায় না ঘটে, তাহা হইলে বণিগ্‌বৃত্তি, অভাবে শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিবে। ১১১।

বাণিজ্যাশক্তবৈশ্যানাং শূদ্রবৃত্তমদূষণম্।
শূদ্রাণাং পরমেশানি সেবাবৃত্তির্বিধীয়তে ॥ ১১২
সামান্যানান্তু বর্ণানাং বিপ্রবৃত্ত্যান্যবৃত্তিষু।
অধিকারোঽস্তি দেবেশি দেহযাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ১১৩
অদ্বেষ্টা নির্ম্মমঃ শান্তঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ম্মৎসরো নিষ্কপটঃ স্ববৃত্তো ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ১১৪
অধ্যাপয়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা শিষ্যান্ সন্মার্গবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বলোকহিতৈষী স্যাৎ পক্ষপাতবিনির্ম্মুখঃ ॥ ১১৫
মিথ্যালাপমসূয়াঞ্চ ব্যসনাপ্রিয়ভাষণম্।
নীচৈঃ প্রসক্তিং দম্ভঞ্চ সর্ব্বথা ব্রাহ্মণস্ত্যজেৎ ॥ ১১৬ ॥
যুযুৎসা গর্হিতা সন্ধৌ সম্মানৈঃ সন্ধিরুত্তমা।
মৃত্যুর্জ্জয়ো বা যুদ্ধেষু রাজন্যানাং বরাননে ॥ ১১৭ ॥
অলোভী স্যাৎ প্রজাবিত্তে গৃহ্নীয়াৎ সম্মিতং করম্।
রক্ষন্নঙ্গীকৃতং ধর্ম্মং পুত্রবৎ পালয়েৎ প্রজাঃ ॥ ১১৮

যে সকল বৈশ্য বাণিজ্যকার্য্য দ্বারা জীবকা-নির্ব্বাহে অসমর্থ, তাহারা নির্দ্দোষ শূদ্র-বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে। হে পরমেশ্বরি! শূদ্রের সেবাবৃত্তি তাহাদের পক্ষে অপ্রশস্ত নহে। ১১২। হে দেবেশি! সামান্য মানবের দেহযাত্রানির্ব্বাহের জন্য ব্রাহ্মণবৃত্তি ব্যতিরেকে অন্যান্য বৃত্তি-গ্রহণের অধিকার আছে। ১১৩। ব্রাহ্মণজাতির দ্বেষহীন, মমতাহীন, শান্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, নির্মৎসর ও নিষ্কপট হইয়া নিজের বৃত্তির অনুবর্ত্তী হওয়া কর্ত্তব্য। ১১৪। তাহারা সর্ব্বলোকহিতৈষী ও অপক্ষপাতী হইয়া সৎপথাশ্রয়ী শিষ্যগণকে পুত্রের ন্যায় শিক্ষা প্রদান করিবে। ১১৫। মিথ্যালাপ, অসূয়া, ব্যসন, অপ্রিয়ভাষণ, নীচসংসর্গ ও দম্ভ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ১১৬। হে বরাননে! সন্ধি স্থিরীকৃত হইলে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে, সসম্মানে সন্ধি স্থির করা কর্ত্তব্য, যুদ্ধে জয় বা মৃত্যু উভয়ই তাঁহাদের পক্ষে প্রশস্ত। ১১৭। প্রজার অর্থে নির্লোভ হওয়া, সময়ে পরিমিত কর গ্রহণ করা, প্রতিশ্রুতিপালন করা ও পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন

ন্যায়যুদ্ধং তথা সন্ধিং কর্ম্মাণ্যন্যানি যানি চ।
মন্ত্রিভিঃ সহ কুর্ব্বীত বিচার্য্য সর্ব্বথা নৃপঃ ॥ ১১৯
ধর্ম্মযুদ্ধেন যোদ্ধব্যং ন্যায়দণ্ডপুরস্ক্রিয়াঃ। *
করণীয়া যথাশাস্ত্রং সন্ধিং কুর্য্যাদ্‌যথাবলম্‌ ॥ ১২০
উপায়ৈঃ সাধয়েৎ কার্য্যং যুদ্ধং সন্ধিঞ্চ শত্রুভিঃ।
উপায়ানুগতাঃ সর্ব্বা জয়ক্ষেমবিভূতয়ঃ ॥ ১২১
স্যান্নীচসঙ্গাদ্‌বিরতঃ সদা বিদ্বজ্জনপ্রিয়ঃ।
ধীরো বিপত্তৌ দক্ষশ্চ শীলবান্‌ সম্মিতব্যয়ী ॥ ১২২
নিপুণো দুর্গসংস্কারে শস্ত্রশিক্ষাবিচক্ষণঃ।
স্বসৈন্যভাবান্বেষী স্যাৎ শিক্ষয়েদ্রণকৌশলম্‌ ॥ ১২৩
ন হন্যান্‌মূর্চ্ছিতান্‌ যুদ্ধে ত্যক্তশস্ত্রান্‌ পরাঙ্মুখান্‌।
বলানীতান্‌ বিপূন্‌ দেবি রিপুদারশিশূনপি ॥ ১২৪
জয়লব্ধানি বস্তূনি সন্ধিপ্রাপ্তানি যানি চ।
বিতরেত্তানি সৈন্যেভ্যো যথাযোগ্যবিভাগতঃ ॥ ১২৫

করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। ১১৮। কি যুদ্ধ, কি সন্ধি, কি অন্যান্য কার্য্য সকল বিষয়েই মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করা রাজার কর্ত্তব্য। ১১৯। ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ, ন্যায়মতে দণ্ড ও পুরস্কার এবং বল বুঝিয়া সন্ধিতে সম্মত হওয়াই রাজধর্ম্ম। ১২০। তাঁহারা উপায় দ্বারা কার্য্যসাধন এবং উপায়ে শত্রুগণের সহিত সন্ধিবিগ্রহ করিবেন। জয়, ঐশ্বর্য্য ও মঙ্গল এ সমস্তই উপায়সাধ্য। ১২১। নীচের সঙ্গ হইতে বিরত, সতত বিদ্বান্‌ ব্যক্তিগণের প্রিয়, বিপৎকালে ধীর, সুশীল ও মিতব্যয়ী হওয়া ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। ১২২। দুর্গসংস্কারে দক্ষ, শস্ত্রশিক্ষায় নিপুণ, স্বপক্ষীয় সৈন্যের মনোগত ভাববিৎ ও যুদ্ধকৌশলপারদর্শী হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ১২৩। হে দেবি! যাহারা মূর্চ্ছিত, পলায়িত, অস্ত্রশস্ত্রপরিত্যাগী, যাহারা বলপূর্ব্বক আনীত হইয়াছে, তাহাদিগকে এবং শত্রু-পক্ষীয়-স্ত্রী-পুত্রদিগকে বিনাশ করিতে নাই। ১২৪। যে সকল বস্তু জয় বা সন্ধি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তত্তাবৎ যথাযোগ্য বিভাগমতে

* ন্যায়যুদ্ধপুরস্ক্রিয়া—পাঠান্তরম্‌।

শৌর্য্যং বৃত্তঞ্চ যোদ্ধৃণাং জ্ঞেয়ং রাজ্ঞা পৃথক্ পৃথক্।
বহুসৈন্যাধিপং নৈকং কুর্য্যাদাত্মহিতে রতঃ॥ ১২৬
নৈকস্মিন্ বিশ্বসেদ্রাজা নৈকং ন্যায়ে নিযোজয়েৎ।
সাম্যং ক্রীড়োপহাসঞ্চ নীচৈঃ সহ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১২৭
বহুশ্রুতঃ স্বল্পভাষী জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানবানপি।
বহুমানোঽপি নির্দ্দম্ভো ধীরো দণ্ডপ্রসাদয়োঃ॥ ১২৮
স্বয়ং বা চরদৃষ্ট্যা বা প্রজাভাবান্ বিলোকয়েৎ।
এবং স্বজনভৃত্যানাং ভাবান্ পশ্যেন্নরাধিপঃ॥ ১২৯
ক্রোধাদ্দম্ভাৎ প্রমাদাদ্বা সম্মানং শাসনং তথা।
সহসা নৈব কর্ত্তব্যং স্বামিনা তত্ত্বদর্শিনা॥ ১৩০
সৈন্যসেনাধিপামাত্য-বনিতাপত্যসেবকাঃ।
পালনীয়াঃ সদোষাশ্চেৎ দণ্ড্যা রাজ্ঞা যথাবিধি॥ ১৩১
উন্মত্তানসমর্থাংশ্চ বালাংশ্চ মৃতবান্ধবান্।
জরাভিভূতান্ বৃদ্ধাংশ্চ রক্ষয়েৎ পিতৃবন্নৃপঃ॥ ১৩২

সৈন্যগণকে বিতরণ করিতে হইবে। ১২৫। যোদ্ধৃগণের শৌর্য্য ও চরিত্র পৃথক্ পৃথক্ অবগত হওয়া রাজার কর্ত্তব্য। যিনি আপনার হিতকামনায় রত, এক ব্যক্তিকে বহু সৈন্যের নায়ক করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। ১২৬। রাজা এক ব্যক্তির প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন না, এক জনকে বিচারকার্য্যে নিয়োজিত করিবেন না, নীচলোকের সঙ্গে বয়স্যভাব, ক্রীড়া-কৌতুক ও উপহাস প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। ১২৭। রাজা শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, মিতভাষী, জ্ঞানবান্ হইয়াও, জিজ্ঞাসু ও বহুসম্মানাস্পদ হইয়াও দম্ভবর্জ্জিত হইবেন এবং দণ্ডদান ও প্রসন্নতার সময় ধীরভাবে অবস্থিতি করিবেন। ১২৮। রাজা নিজে বা চরমুখে প্রজাগণের মনের ভাব অবগত হইবেন এবং এইরূপে স্বজন ও ভৃত্যগণের ভাবও দর্শন করিবেন। ১২৯। তত্ত্বদর্শী নৃপতির পক্ষে ক্রোধ, দম্ভ বা অনবধানতা নিবন্ধন কাহাকেও সম্মানপ্রদর্শন বা শাসন করা কর্ত্তব্য নহে। ১৩০। সৈন্য, সেনাধিপ ও অমাত্যগণের স্ত্রী-পুত্র ও ভৃত্যদিগকে প্রতিপালন করা রাজার কর্ত্তব্য। যদি ইহারা দোষের কার্য্য করে, তাহা হইলে রাজার দণ্ড দিবার নিয়ম আছে। ১৩১। উন্মত্ত, অসমর্থ, বালক, মৃতবান্ধব,

বৈশ্যানাং কৃষিবাণিজ্যং বৃত্তং বিদ্ধি সনাতনম্ ।
যেনোপায়েন লোকানাং দেহযাত্রা প্রসিধ্যতি ॥ ১৩৩
অতঃ সর্ব্বাত্মনা দেবি বাণিজ্যকৃষিকর্ম্মসু ।
প্রমাদব্যসনালস্যং মিথ্যা শাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৩৪
নিশ্চিত্য বস্তুতন্মূল্যমুভয়োঃ সম্মতৌ শিবে ।
পরস্পরাঙ্গীকরণং ক্রয়সিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥ ১৩৫
মত্তবিক্ষিপ্তবালানাং*অরিগ্রস্তনৃণাং প্রিয়ে ।
রোগবিভ্রান্তবুদ্ধীনামসিদ্ধৌ দানবিক্রয়ৌ ॥ ১৩৬
ক্রয়সিদ্ধিরদৃষ্টাণাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ ।
বিপর্য্যয়ে তদ্গুণানামন্যথা ভবতি ক্রয়ঃ ॥ ১৩৭
কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গাণাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ ।
বিপর্য্যয়ে তদ্গুণানামন্যথা ভবতি ক্রয়ঃ ॥ ১৩৮
কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গাণাং গুপ্তদোষপ্রকাশনাৎ ।
বর্ষাতীতেঽপি তৎক্রয়মন্যথা হীনবৎসরে ॥ ১৩৯ †

পীড়িত ও বৃদ্ধজনকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। ১৩২। যেরূপ উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, সেইরূপ কৃষিবাণিজ্যই বৈশ্যের সনাতন ব্যবসায়। ১৩৩। হে দেবি! এই কারণে কৃষি ও বাণিজ্যবিষয়ে প্রমাদ, ব্যসন, আলস্য, মিথ্যা ও শঠতা সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগ করা বৈশ্যের কর্ত্তব্য। ১৩৪। হে শিবে! ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিক্রমে বস্তু ও তন্মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া যখন পরস্পরের অঙ্গীকার ঘটিবে, তখনই ক্রয়বিক্রয় সিদ্ধ হইবে। ১৩৫। হে প্রিয়ে! মত্ত, বিক্ষিপ্ত, বালক, শত্রুহস্তে অবরুদ্ধ ও রোগে উদ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি দান-বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহা অসিদ্ধ। ১৩৬। গুণশ্রবণমাত্র অদৃষ্ট বস্তুর ক্রয় সিদ্ধ হয়, কিন্তু গুণের বিপর্য্যয় ঘটিলে বিক্রয় অসিদ্ধ হইয়া থাকে। ১৩৭। হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্রের গুণশ্রবণে ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু যদি বর্ণিত গুণ না থাকে, তাহা হইলে ক্রয়-বিক্রয় অসিদ্ধ হয়। ১৩৮। যদি হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্রের গুপ্তদোষ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে এক বৎসর

* মত্তাবিক্ষিপ্তবালানাং—পাঠান্তরম্।
† অন্যথা কর্ত্তুমর্হতি ইতি বা পাঠঃ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ভাজনং মানবং বপুঃ।
অতঃ কুলেশি তৎক্রেয়ো ন সিধ্যেন্মম শাসনাৎ ॥ ১৪০
যবগোধূমধান্যানাং লাভো বর্ষে শতে প্রিয়ে।
সুবর্ণচতুর্থো ধাতূনামষ্টমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪১
ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।
যদ্যদঙ্গীকৃতং মর্ত্ত্যৈস্তৎ কার্য্যং শাস্ত্রসম্মতম্ ॥ ১৪২
দক্ষঃ শুচিঃ সত্যভাষী জিতনিদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অপ্রমত্তো নিরালস্যঃ সেবাবৃত্তৌ ভবেন্নরঃ ॥ ১৪৩
প্রভুর্বিষ্ণুসমো মান্যস্তজ্জায়া জননীসমা।
মান্যাস্তদ্বান্ধবা ভৃত্যৈরিহামুত্র সুখেপ্সুভিঃ ॥ ১৪৪
ভর্ত্তুর্মিত্রাণি মিত্রাণি জানীয়াত্তদরীনরীন্।
সভীতিঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠেৎ প্রভোরাজ্ঞাং প্রতীক্ষয়ন্ ॥ ১৪৫
অপমানং গৃহচ্ছিদ্রং গুপ্তার্থং কথিতঞ্চ যৎ।
ভর্ত্তুর্গ্লানিকরং যচ্চ গোপয়েদতিযত্নতঃ ॥ ১৪৬

উত্তীর্ণ হইলেও ক্রয়-বিক্রয় অন্যথা হইতে পারে। ১৩৯। হে কুলেশ্বরি! মনুষ্যের শরীর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের আস্পদ, অতএব আমার শাসন নিবন্ধন কাহারও এই শরীর ক্রয় করিবার অধিকার নাই এবং কোন কার্য্য করিলেও তাহা সিদ্ধ হয় না। ১৪০। হে প্রিয়ে! ঋণ করিলে যব, গোধূম ও ধান্যের এক-অষ্টমাংশ লাভ বৃদ্ধি (সুদ) দিতে হইবে, যদি ধাতু ঋণ করিতে হয়, তাহা হইলে বৎসরে এক-অষ্টমাংশ সুদ দিতে হইবে। ১৪১। ঋণ, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য এবং অন্যান্য কার্য্যে যেরূপ প্রতিশ্রুতি, তাহা দিতে হইবে, ইহা শাস্ত্রীয় অভিপ্রায়। ১৪২। যাহারা সেবাবৃত্তিপরায়ণ, তাহাদিগকে দক্ষ, নির্ম্মল, সত্যবাদী, নিদ্রার অনধীন, জিতেন্দ্রিয়, অপ্রমাদ ও আলস্যবিহীন হইতে হয়। ১৪৩। ইহ ও পরকালে যাহাদের সুখকামনা, সেই সকল ভৃত্যদিগের প্রভুকে বিষ্ণু ও তৎপত্নীকে জননী তুল্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। ১৪৪। প্রভুর মিত্রকে মিত্র ও শত্রুকে শত্রু জ্ঞান করা ভৃত্যের কর্ত্তব্য; প্রভুর আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় সভয়ে অবস্থিতি করা ভৃত্যের উচিত। ১৪৫। অপমান, গৃহচ্ছিদ্র, গুপ্ত

অলোভঃ স্যাৎ স্বামিধনে সদা স্বামিহিতে রতঃ।
তৎসন্নিধাবসম্ভাষং ক্রীড়াং হাস্যং পরিত্যজেৎ ॥ ১৪৭
ন পাপমনসা পশ্যেদপি তদ্‌গৃহকিঙ্করীঃ।
বিবিক্তশয্যাং হাস্যঞ্চ তাভিঃ সহ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৪৮
প্রভোঃ শয্যাসনং যানং * বসনং ভাজনানি চ।
উপানদ্ভূষণং শস্ত্রং নাত্মার্থং বিনিযোজয়েৎ॥ ১৪৯
ক্ষমাং কৃতাপরাধশ্চেৎ প্রার্থয়েদগ্রতঃ প্রভোঃ। †
প্রাগল্‌ভ্যং প্রৌঢ়বাদঞ্চ সাম্যাচারং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৫০
সর্ব্বে বর্ণাঃ স্বস্ববর্ণৈর্ব্রাহ্মোদ্বাহং তথাশনম্। ‡
কুর্ব্বীরন্ ভৈরবীচক্রাত্তত্ত্বচক্রাদৃতে শিবে ॥ ১৫১
উভয়ত্র মহেশানি শৈবোদ্বাহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তথাদানে চ পানে চ বর্ণভেদো ন বিদ্যতে ॥ ১৫২

কর্ম্ম এবং প্রভুর গ্লানিকর বিষয় সম্বন্ধে গোপন করিবে। ১৪৬। স্বামীর ধনে নিস্পৃহ ও স্বামিহিতে রত হওয়া ভৃত্যের কর্ত্তব্য, তাঁহার নিকটে ভৃত্য কুবাক্য-প্রয়োগ, ক্রীড়া ও হাস্য এ সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। ১৪৭। পাপদৃষ্টিতে স্বামিগৃহের কিঙ্করীগণকে দর্শন করিবে না, তাহাদের সহিত নির্জ্জনে বাস, একশয্যায় শয়ন ও হাস্যকৌতুক করিবে না। ১৪৮। প্রভুর শয্যা, আসন, যান, বসন, ভাজন, পাদুকা, ভূষণ ও শস্ত্র ভৃত্যের এ সমুদয় নিজে ব্যবহার করিতে নাই। ১৪৯। প্রভুর নিকটে কৃতাপরাধ ভৃত্যের ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, প্রভুর সমীপে প্রগল্‌ভতা বা প্রৌঢ়তা এবং সাম্যাচার প্রদর্শন করিতে নাই। ১৫০। হে শিবে! যদি তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান না হয়, তাহা হইলে সর্ব্বজাতীয় মনুষ্যই আপনাপন বর্ণের সহিত ব্রাহ্মবিবাহ ও ভোজন ভৈরবীচক্রে নির্ব্বাহ করিবে। হে পরমেশ্বরি! তত্ত্ব ও ভৈরবচক্র উভয়মতেই শৈববিবাহ ঘটিতে পারে, উক্ত চক্রদ্বয়ে ভোজন ও পানের সময় বর্ণভেদবিচার নাই। ১৫১-১৫২। ¶

* শয্যাসনং দানং—পাঠান্তরম্।
† প্রার্থয়েন্নম্রতঃ প্রভোঃ—পাঠান্তরম্।
‡ তথাসনম্—ইতি বা পাঠঃ।
¶ শৈববিবাহে ব্রাহ্মণ সকল জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিতে পারে এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণী ভিন্ন অন্যজাতীয়া কন্যা আর বৈশ্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কন্যা ব্যতীত অন্যজাতীয়া কন্যা ও শূদ্র কেবলমাত্র শূদ্রকন্যাই বিবাহ করিবে, ইহাই সকল তন্ত্রের বিধি। এখানে সে কথার উল্লেখ নাই।

শ্রীদেব্যুবাচ।

কিমিদং ভৈরবীচক্রং তত্ত্বচক্রঞ্চ কীদৃশম্।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া বক্তুমর্হসি॥ ১৫৩

শ্রীসদাশিব উবাচ।

কুলপূজাবিধৌ দেবি চক্রানুষ্ঠানমীরিতম্।
বিশেষপূজাসময়ে তৎ কার্য্যং সাধকোত্তমৈঃ॥ ১৫৪
ভৈরবীচক্রবিষয়ে ন তাদৃঙ্ নিয়মঃ প্রিয়ে। *
যথাসময়মাসাদ্য কুর্য্যাচ্চক্রমিদং শুভম্॥ ১৫৫
বিধানমস্য বক্ষ্যামি সাধকানাং শুভাবহম্।
আরাধিতা যেন দেবী তূর্ণং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্॥ ১৫৬
কুলাচার্য্যো রম্যভূমাবাস্তীর্য্যাসনমুত্তমম্।
কামাদ্যেনাস্ত্রবীজেন সংশোধ্যোপবিশেত্ততঃ॥ ১৫৭
সিন্দূরেণ কুসীদেন কেবলেন জলেন বা।
ত্রিকোণঞ্চতুরস্রঞ্চ মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ॥ ১৫৮
বিচিত্রঘটমানীয় দধ্যক্ষতবিভূষিতম্।
ফলপল্লবসংযুক্তং সিন্দূরতিলকান্বিতম্॥ ১৫৯

দেবী কহিলেন, ভৈরবচক্র কিরূপ? তত্ত্বচক্র কাহার নাম? তুমি আমাকে কৃপা করিয়া জানাইয়া দাও, আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১৫৩।

সদাশিব কহিলেন, দেবি, কুলপূজাবিধানের সময় আমি চক্রানুষ্ঠানের কথা বলিয়াছি। যাহারা সাধকশ্রেষ্ঠ, বিশেষ পূজায় তাঁহাদের তাদৃশ চক্রানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ১৫৪। হে প্রিয়ে! ভৈরবীচক্রবিষয়ে তাদৃশ কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই, যে কোন সময়ে এই শুভচক্রের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। ১৫৫। আমি সাধকদিগের শুভাবহ ভৈরবীচক্রবিধি বলিতেছি, এই চক্রে দেবীকে আরাধনা করিলে আশু অভীষ্টফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৫৬। কুলাচার্য্য রম্যভূমিতে উৎকৃষ্ট আসন পাতিয়া ক্রীঁ ফট্ মন্ত্রে শোধনপূর্ব্বক তাহাতে উপবেশন করিবে। ১৫৭। অনন্তর সুধী সাধক সিন্দুর, চন্দন অথবা জল দ্বারা ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ মণ্ডল প্রস্তুত করিবে। ১৫৮। তাহাতে বিচিত্র ঘট স্থাপনপূর্ব্বক

* শিবে—পাঠান্তরম্।

সুবাসিতজলৈঃ পূর্ণং মণ্ডলে তত্র সাধকঃ।
প্রণবেন তু সংস্থাপ্য ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ॥ ১৬০
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং চিন্তয়েদিষ্টদেবতাম্।
সংক্ষেপপূজাবিধিনা তত্র পূজাং সমাচরেৎ ১৬১
বিশেষমন্ত্র বক্ষ্যামি শৃণুষ্বামরবন্দিতে।
গুর্ব্বাদিনবপাত্রাণাং নাত্র স্থাপনমিষ্যতে॥ ১৬২
যথেষ্টতত্ত্বমাদায় সংস্থাপ্য পুরতো ব্রতী।
প্রোক্ষয়েদস্ত্রমন্ত্রেণ দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ॥ ১৬৩
অলিযন্ত্রে গন্ধপুষ্পং দত্ত্বা তত্র বিচিন্তয়েৎ।
আনন্দভৈরবীং দেবীং * আনন্দভৈরবস্তথা॥ ১৬৪
নবযৌবনসম্পন্নাং তরুণারুণবিগ্রহাম্।
চারুহাসামৃতাভাসোল্লসদ্বদনপঙ্কজাম্॥ ১৬৫ †
নৃত্যগীতকৃতামোদাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
বিচিত্রবসনাং ধ্যায়েৎ বরাভয়করাম্বুজাম্॥ ১৬৬

তদুপরি দধি ও অক্ষত প্রদান করিবে এবং ঐ ঘটে সিন্দুরাক্ত তিলক প্রদান করিয়া তাহাতে ফল ও পল্লব প্রদান করিবে। ১৫৯। সাধক ঐ ঘট সুবাসিত জলে পূর্ণ করিয়া প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বক মণ্ডলোপরি স্থাপন করত ধূপ-দীপ প্রদর্শন করিবে। ১৬০। অনন্তর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া উহাতে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে এবং সংক্ষেপপূজার বিধানানুসারে পূজা করিতে থাকিবে। ১৬১। হে অমরবন্দিতে। বিশেষ পূজার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই পূজাতে গুরুপাত্র প্রভৃতি নয়টি পাত্র স্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই। ১৬২। সাধক এই পূজায় সময় অভিলাষানুরূপ তত্ত্ব সংস্থাপন করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণপূর্ব্বক দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিবে। ১৬৩। অনন্তর অলিযন্ত্রে (মদ্যপাত্রে) গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া তাহাতে দেবী আনন্দভৈরবী ও আনন্দভৈরবের ধ্যান করিবে। ১৬৪। যিনি নবযৌবনে সুশোভিত, যাঁহার মধুর হাস্যামৃতে বদন-কমল প্রফুল্ল হইয়াছে, যিনি নৃত্যগীতে উল্লাসিত, যিনি

* আনন্দভৈরবীং তত্র—ইতি বা পাঠঃ।
† চারুহাসামৃতাভাবোল্লসদ্বদনপঙ্কজাং ইতি বা পাঠঃ।

ইত্যানন্দময়ীং ধ্যাত্বা স্মরেদানন্দভৈরবম্ ॥ ১৬৭

কর্পূরপূরধবলং কমলায়তাক্ষং,
দিব্যাম্বরাভরণভূষিতদেহকান্তিম্ ।
বামেন পাণিকমলেন সুধাঢ্যপাত্রং,
দক্ষেণ শুদ্ধিগুটিকাং দধতং স্মরামি ॥ ১৬৮

ধ্যাত্বৈবমুভয়ং তত্র সামরস্যং বিচিন্তয়ন্ ।
প্রণবাদিনমোহন্তেন নামমন্ত্রেণ দেশিকঃ ।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং শোধয়েৎ কারণং ততঃ ॥ ১৬৯
পাশাদিত্রিকবীজেন স্বাহান্তেন কুলার্চ্চকঃ ।
অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা জপন্ হেতুং বিশোধয়েৎ ॥ ১৭০
গৃহকার্য্যৈকচিত্তানাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ ।
আদ্যতত্ত্বপ্রতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরত্রয়ম্ ॥ ১৭১
দুগ্ধং সিতা মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ম্ ।
অলিরূপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ ॥ ১৭২

নানালঙ্কারধারিণী, যাঁহার হস্তে বর ও অভয়, পরিধান বিচিত্র বসন; সেই আনন্দময়ীর ধ্যান করিবে। অনন্তর আনন্দভৈরবের ধ্যান করিবে । ১৬৬-১৬৭। যাঁহার শরীর কর্পূরপ্রবাহের ন্যায় ধবলবর্ণ, চক্ষু কমলদলের ন্যায় আয়ত, যিনি দিব্য বসন ও ভূষণে বিভূষিত, যাঁহার বাম-হস্তে সুধাপূর্ণ পাত্র এবং দক্ষিণ-হস্তে মাংস, মৎস্য ও মুদ্রা শোভা পাইতেছে, সেই আনন্দভৈরবকে স্মরণ করি। ১৬৮। সাধক এই প্রকারে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিয়া সুরাপাত্রে উভয়ের সামরস্য চিন্তা করত অগ্রে প্রণব, পরে নমঃ উচ্চারণপূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা * করিয়া সুরা শোধন করিবে। ১৬৯। কুল-পূজক আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা এই মন্ত্র অষ্টোত্তর-শতবার জপ করিয়া কারণ শোধন করিবে। ১৭০। যখন প্রবল কলির অধিকারে লোক সকল গৃহকার্য্যে রত হইবে, তখন আদ্যতত্ত্বের প্রতিনিধিস্বরূপ মধুরত্রয়ই বিধেয়। ১৭১। † দুগ্ধ, শর্করা ও মধু, এই তিন পদার্থ মধুরত্রয় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, ইহাকে

* "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আনন্দভৈরবায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আনন্দভৈরব্যৈ নমঃ" এইরূপ মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

† গৃহস্থ সাধক পঞ্চপাত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে, পূর্ব্বে এই কথা বলা হইয়াছে, এখন

স্বভাবাৎ কলিজন্মানঃ কামবিভ্রান্তচেতসঃ। *
তদ্রূপেণ ন জানন্তি শক্তিং সামান্যবুদ্ধয়ঃ॥ ১৭৩
অতস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্ব্বতি।
ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা॥ ১৭৪
ততস্তু প্রাপ্ততত্ত্বানি পললাদীনি † যানি চ।
প্রত্যেকং শতধানেন মনুনা চাভিমন্ত্রয়েৎ॥ ১৭৫
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ধ্যাত্বা নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্।
নিবেদ্য পূর্ব্ববৎ কাল্যৈ পানভোজনমাচরেৎ॥ ১৭৬
ইদন্তু ভৈরবীচক্রং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্।
তবাগ্রে কথিতং ভদ্রে সারাৎসারং পরাৎপরম্॥ ১৭৭

মন্তস্বরূপ মনে করিয়া দেবতার নিকট নিবেদন করিবে। ১৭২। কলির মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ সামান্যবুদ্ধি এবং কাম দ্বারা উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত, সেই সকল সামান্যবুদ্ধি জীব নারীকে শক্তিরূপিণী বলিয়া জানিতে পারিবে না। ১৭৩। হে পার্ব্বতি! কলির লোকদিগের পক্ষে শেষ অর্থাৎ মৈথুনতত্ত্বের প্রতিনিধিস্থলে দেবীর পাদপদ্ম চিন্তা ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হইবে। ১৭৪। ‡ অনন্তর মাংস প্রভৃতি তত্ত্বের প্রত্যেককে আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ। স্বাহা এই মন্ত্রে শতধা অভিমন্ত্রিত করিবে। ১৭৫। পশ্চাৎ সমুদয় ব্রহ্মময় ধ্যান করিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করত পূর্ব্ববৎ সমুদয় পদার্থ নিবেদন করিয়া অবশেষে পানভোজন করিবে। ১৭৬। হে ভদ্রে! এই ভৈরবীচক্র সর্ব্বতন্ত্রমধ্যে গূঢ়ভাবে রক্ষিত আছে, ইহা সারাৎসার ও পরাৎপর, আমি তোমারই নিকটে প্রকাশ

আবার মধুরত্রয়ের বিধান দেখিয়া অনেকের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে। পরন্তু সন্দেহের কারণ নাই। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ণাভিষিক্ত গৃহীর পক্ষে, আর এখন যাহা বলা হইল, ইহা অনভিষিক্ত গৃহীর পক্ষে অনুকল্পস্বরূপ।

* কামে বিভ্রান্তচেতসঃ—পাঠান্তরম্।

† লবণাদীনি—ইতি বা পাঠঃ।

‡ তন্ত্রের মধ্যে অনেক স্থানে পরকীয়া শক্তি লইয়া সাধনেরও বিধি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা সকলের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় শিশু যেরূপ নির্ব্বিকার থাকে, সেইরূপ নির্ব্বিকারভাবে যিনি সাধন করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষেই পরকীয়া শক্তিগ্রহণ প্রশস্ত। স্বকীয়া শক্তি লইয়াই সাধন করিবে। শৈবমতে বিবাহিতা শক্তিকেও গ্রহণ করা যায়, তাহাতে দোষ নাই।

বিবাহো ভৈরবীচক্রে তত্ত্বচক্রেঽপি পার্ব্বতি।
সর্ব্বথা সাধকেন্দ্রেণ কর্ত্তব্যঃ শৈববর্ত্মনা ॥ ১৭৮
বিনা পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্। *
পরস্ত্রীগামিনাং পাপং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭৯
সম্প্রাপ্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮০
নাত্র জাতিবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্। †
চক্রমধ্যগতা বীরা মম রূপা ন চান্যথা ॥ ১৮১ ‡
ন দেশকালনিয়মো ন বা পাত্রবিচারণম্।
যেন কেনাহৃতং দ্রব্যং চক্রেঽস্মিন্ বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৮২

করিলাম। ১৭৭। হে পার্ব্বতি! তত্ত্বচক্রে ও ভৈরবীচক্রে শিবমতানুসারে পরিণীত হওয়া সাধকের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ১৭৮। যদি কোন বীরপুরুষ পরিণয় ব্যতিরেকে অপর শক্তির আরাধনা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পরস্ত্রীগমনের পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৭৯। যখন ভৈরবীচক্র প্রবর্ত্তিত হয়, তখন সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তি দ্বিজোত্তম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, যখন উহা নিবৃত্ত হয়, তখন সকল জাতিই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৮০। এই ভৈরবীচক্রে জাতি বা উচ্ছিষ্টাদি-বিচার নাই ; ¶ (অধিক কি,) যে সকল বীর উক্ত চক্রমধ্যে অবস্থিতি করে, তাহারা যে আমার স্বরূপ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৮১। ভৈরবীচক্রে দেশকালাদির নিয়ম বা পাত্রাপাত্র-বিচার নাই, যে কোন ব্যক্তি চক্রের উপযুক্ত যে কিছু আনয়ন করিবে, তাহাই চক্রমধ্যে ব্যবহৃত হইবে। ১৮২।

* সমাচরেৎ—পাঠান্তরম্।
† বিচারণম্ ইতি বা পাঠঃ।
‡ নরাখ্যয়া—পাঠান্তরম্।
¶ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন চক্রমধ্যে দ্রব্যাদি পরিবেশন করা হয়, তৎকালে উচ্ছিষ্টবোধ হইলে করপ্রক্ষালনাদি করিবে না। অর্থাৎ চক্রের বহির্দেশে করপ্রক্ষালনাদি করিবে। সাধক নিজের পশ্চাদ্দিকে কোন পাত্রে জল রাখিবে, যথাকালে তাহাতেই হস্তপ্রক্ষালন করত লেপাপনোদন করিতে হয়। তৎপরে পুনর্ব্বার পরিবেশন করিবে।

দূরদেশাৎ সমানীতং পক্বং বাপক্বমেব বা।
বীরেণ পশুনা বাপি চক্রমধ্যগতং শুচি ॥ ১৮৩
চক্রারম্ভে মহেশানি বিঘ্নাঃ সর্ব্বে ভয়াকুলাঃ।
বিভীতাস্তে পলায়ন্তে বীরাণাং ব্রহ্মতেজসা ॥ ১৮৪
পিশাচা গুহ্যকা যক্ষা বেতালাঃ ক্রূরজাতয়ঃ।
শ্রুত্বাত্র ভৈরবীচক্রং দূরং গচ্ছন্তি সাধ্বসম্ ॥ ১৮৫
তত্র তীর্থানি সর্ব্বাণি মহাতীর্থাদিকানি চ।
সেন্দ্রামরগণাঃ সর্ব্বে তত্রাগচ্ছন্তি সাদরম্ ॥ ১৮৬
চক্রস্থানং মহাতীর্থং সর্ব্বতীর্থাধিকং শিবে।
ত্রিদশা যত্র বাঞ্ছন্তি তব নৈবেদ্যমুত্তমম্ ॥ ১৮৭
ম্লেচ্ছেন শ্বপচেনাপি কিরাতেনাপি হূণুনা।
আমং পক্বং সদানীতং বীরহস্তার্পিতং শুচি ॥ ১৮৮
দৃষ্ট্বা তু ভৈরবীচক্রং মম রূপাংশ্চ সাধকান্।
মুচ্যন্তে পশুপাশেভ্যঃ * কলিকল্মষদূষিতাঃ ॥ ১৮৯

যদি কোন দ্রব্য দূরদেশ হইতে আনীত হয়, যদি উহার পক্ব বা অপক্ব অবস্থা হয়, যদি পশু বা বীর লোক উহা আনয়ন করে, চক্রমধ্যে আনীত হইলেই সমুদয় বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ১৮৩। যখন ভৈরবীচক্রের প্রবর্ত্তনা হয়, হে মহেশ্বরি! তৎকালে বিঘ্নরাশি চক্রমধ্যস্থিত বীরগণের ব্রহ্মতেজ দর্শনে শঙ্কিত হইয়া ভয়ব্যাকুলান্তঃকরণে পলায়ন করে। ১৮৪। পিশাচ, গুহ্যক, যক্ষ, বেতাল ও অন্যান্য ক্রূর জন্তুগণ ভৈরবীচক্রের নাম শ্রবণমাত্র সভয়ে দূরে পলায়ন করে। ১৮৫। যেখানে ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়, সেই স্থানে সমুদয় তীর্থ, মহাতীর্থ ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সাদরে আগমন করেন। ১৮৬। হে শিবে! চক্রস্থান মহাতীর্থস্বরূপ, সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। দেবগণ এই চক্রমধ্যে উৎকৃষ্ট নৈবেদ্যের আশা করিয়া থাকেন। ১৮৭। ম্লেচ্ছ, শ্বপচ, কিরাত অথবা হূণ যে কোন জাতি আম বা পক্ব দ্রব্য আনয়ন করিলেই বীরহস্তে সমর্পিত হইবামাত্র শুচি হইবে। ১৮৮। যাহারা কলিকল্মষসমাচ্ছন্ন, তাহারা আমার সাধকদিগকে এবং ভৈরবীচক্রকে দর্শন করিলেই পশুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১৮৯।

* পাপপাশেভ্যঃ ইতি বা পাঠঃ।

প্রবলে কলিকালে তু ন কুর্য্যাচ্চক্রগোপনম্।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বীরঃ সাধয়েৎ কুলসাধনম্॥ ১৯০
চক্রমধ্যে বৃথালাপং চাঞ্চল্যং বহুভাষণম্।
নিষ্ঠীবনমধোবায়ুং বর্ণভেদং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৯১
ক্রূরান্ খলান্ পশূন্ পাপান্ নাস্তিকান্ কুলদূষকান্।
নিন্দকান্ কুলশাস্ত্রাণাং চক্রাৎ দূরতরং ত্যজেৎ॥ ১৯২
স্নেহাদ্ভয়াদানুরক্ত্যা পশূংশ্চক্রে প্রবেশয়ন্।
কুলধর্ম্মাৎ পরিভ্রষ্টো বীরোঽপি নরকং ব্রজেৎ॥ ১৯৩
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ সামান্যজাতয়ঃ।
কুলধর্ম্মাশ্রিতা যে বৈ পূজ্যাস্তে দেববৎ সদা॥ ১৯৪
বর্ণাভিমানাচ্চক্রে তু বর্ণভেদং করোতি যঃ।
স যাতি ঘোরনিরয়মপি বেদান্তপারগঃ॥ ১৯৫
চক্রান্তর্গতকৌলানাং সাধূনাং শুদ্ধচেতসাম্।
সাক্ষাচ্ছিবস্বরূপাণাং পাপাশঙ্কা ভবেৎ কুতঃ॥ ১৯৬
যাবত্তসন্তি চক্রেষু বিপ্রাদ্যাঃ শৈবমার্গিণঃ।
তাবত্তু শাম্ভবাচারাংশ্চরেয়ুঃ শিবশাসনাৎ॥ ১৯৭

---

কলির প্রবলভাবদর্শনে চক্রানুষ্ঠান গোপন করা কর্ত্তব্য নহে, সকল স্থানেই কুলসাধন করা বীরপুরুষের কর্ত্তব্য। ১৯০। চক্রমধ্যে বৃথালাপ, চাঞ্চল্য, বাচালতা, নিষ্ঠীবন বা অধোবায়ু পরিত্যাগ করিবে না এবং বর্ণভেদবিষয়ে দৃষ্টি থাকিবে না। ১৯১। ক্রূর, খল, পশু, পাপাত্মা, নাস্তিক, কুলদূষক ও কুলশাস্ত্রের কুৎসাকারী লোকদিগকে চক্র হইতে দূরে রাখিয়া দিবে। ১৯২। যদি কোন বীরসাধক কুলশাস্ত্রের কুৎসাকারী পশুকে চক্রমধ্যে লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাকে কুলধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া নরকে বাস করিতে হইবে। ১৯৩। যাঁহারা কুলধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা সামান্য জাতি হইলেও সতত দেবতার ন্যায় পূজ্য হইয়া থাকেন। ১৯৪। বর্ণাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া যিনি চক্রমধ্যে জাতিভেদ বিচার করিবেন, বেদান্তপারগ হইলেও তাঁহাকে ঘোর নরকে অবস্থান করিতে হইবে। ১৯৫। যাঁহারা চক্রমধ্যস্থিত কৌল, তাঁহারা নির্ম্মলহৃদয়, সাধু ও সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ; সুতরাং তাঁহাদের পাপের আশঙ্কা কিরূপে সম্ভবে? ১৯৬। শিবের শাসন

চক্রাদ্বিনিঃসৃতাঃ সর্ব্বে স্বস্ববর্ণাশ্রমোদিতম্।
লোকযাত্রাপ্রসিদ্ধ্যর্থং কুর্য্যুঃ কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৯৮
পুরশ্চর্য্যাশতেনাপি শবমুণ্ডচিতাসনাৎ।
চক্রমধ্যে সকৃৎ জপ্ত্বা তৎফলং লভতে সুধীঃ ॥ ১৯৯
ভৈরবীচক্রমাহাত্ম্যং কো বা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ।
সকৃদেতৎ প্রকুর্ব্বাণঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২০০
ষণ্মাসং ভূমিপালঃ স্যাৎ বর্ষং মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্।
নিত্যং সমাচরন্ মর্ত্ত্যো ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০১
বহুনা কিমিহোক্তেন সত্যং জানীহি কালিকে।
ইহামুত্র সুখাবাপ্ত্যৈ কুলমার্গো হি নাপরঃ ॥ ২০২
কলেঃ প্রাবল্যসময়ে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে।
গোপনাৎ কুলধর্ম্মস্য কৌলোঽপি নারকী ভবেৎ ॥ ২০৩

এই প্রকার যে, দ্বিজ প্রভৃতি সর্ব্বজাতীয় শৈবোপাসকগণ যতক্ষণ চক্রমধ্যে অবস্থিতি করিবে, ততক্ষণ তাঁহাদিগকে শাস্তবাচারের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। ১৯৭। যখন ইঁহারা চক্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন, তখনই লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে আপনাপন বর্ণাশ্রমানুসারে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিতে হইবে। ১৯৮। শত শত পুরশ্চরণ ও চিতাসনে আরোহণ করিয়া জপ করিলে যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, চক্রে একবারমাত্র জপ করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সেই ফল লাভ করিতে পারেন। ১৯৯। কোন্ ব্যক্তি ভৈরবীচক্রের মাহাত্ম্য-বর্ণনে সমর্থ হইতে পারে? কারণ একবারমাত্র ইহার অনুষ্ঠান করিলে লোক সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ২০০। যে ব্যক্তি ষণ্মাসকাল ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি ভূপতি হইয়া থাকে, বর্ষমাত্র অনুষ্ঠানে মৃত্যুঞ্জয় এবং নিত্যকাল ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২০১। হে কালিকে! তোমাকে অধিক আর কি বলিব, আমি সত্যই বলিতেছি, কুলাচার ব্যতীত ইহ ও পরলোকে সুখপ্রাপ্তির অন্য উপায় নাই। ২০২। যে সময়ে প্রবল কলির অধিকারে সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইবে, যদি সে সময়ে কৌলব্যক্তি কুলধর্ম্ম গোপন

কথিতং ভৈরবীচক্রং ভোগমোক্ষৈকসাধনম্।
তত্ত্বচক্রং কুলেশানি সাম্প্রতং বচ্মি তৎ শৃণু ॥ ২০৪ *
তত্ত্বচক্রং চক্ররাজং দিব্যচক্রং তদুচ্যতে ।
নাত্রাধিকারঃ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মজ্ঞান্ সাধকান্ বিনা ॥ ২০৫
পরব্রহ্মোপাসকা যে ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মতৎপরাঃ ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শান্তাঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতাঃ ॥ ২০৬
নির্ব্বিকারা নির্ব্বিকল্পা দয়াশীলা দৃঢ়ব্রতাঃ ।
সত্যসঙ্কল্পকা ব্রাহ্মাস্ত এবাত্রাধিকারিণঃ ॥ ২০৭
ব্রহ্মভাবেন তত্ত্বজ্ঞে যে পশ্যন্তি চরাচরম্ । †
তেষামুৎপন্নতে দেবি তত্ত্বচক্রেঽধিকারিতা ॥ ২০৮
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ভাবশ্চক্রেঽস্মিংস্তত্ত্বসংজ্ঞকে ।
যেষামুৎপন্নতে দেবি ত এব তত্ত্বচক্রিণঃ ॥ ২০৯
ন ঘটস্থাপনাত্রাস্তি ন বাহুল্যেন পূজনম্ ।
সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবেন সাধয়েৎ তত্ত্বসাধনম্ ॥ ২১০

করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নরকগামী হইতে হয়। ২০৩। হে কুলেশানি! ভোগমোক্ষের সাধনস্বরূপ ভৈরবীচক্রের বিবরণ বলিলাম, এক্ষণে তত্ত্বচক্রের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২০৪। তত্ত্বচক্রের নাম দিব্যচক্র, ইহা সকল চক্রের শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞানী সাধক ভিন্ন ইহাতে সকলের অধিকার নাই। ২০৫। যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসক, ব্রহ্মজ্ঞানতৎপর, যাঁহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, যাঁহারা সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধন করেন, যাঁহারা বিকারশূন্য, নির্ব্বিকল্প, দয়াশীল, ধৃতব্রত, সত্যসঙ্কল্প ও ব্রাহ্ম, তাঁহারাই এই তত্ত্বচক্রের অধিকারী। ২০৬-২০৭। হে তত্ত্বজ্ঞে দেবি! যাঁহারা চরাচর জগৎ ব্রহ্মভাবে দর্শন করেন, এই চক্রে তাঁহাদেরই অধিকার হয়। ২০৮। হে দেবি! এই তত্ত্বচক্রের মধ্যে যাঁহারা সমুদয়ই ব্রহ্মময় ভাবনা করেন, তাঁহাদেরই এই চক্রে অধিকার আছে। ২০৯। এই চক্রে ঘটস্থাপন বা পূজাবাহুল্য নাই, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম বিরাজমান, এই ভাবে তত্ত্বসাধন করিবে। ২১০।

* তে শৃণু—পাঠান্তরম্।
† তত্ত্বজ্ঞো যঃ পশ্যতি চরাচরম্—পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মমন্ত্রা ব্রহ্মনিষ্ঠো ভবেচ্চক্রেশ্বরঃ প্রিয়ে।
ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকৈঃ সার্দ্ধং তত্ত্বচক্রং সমারভেৎ॥ ২১১ *
রম্যে সুনির্ম্মলে দেশে সাধকানাং সুখাবহে।
বিচিত্রাসনমানীয় কল্পয়েদ্বিমলাসনম্॥ ২১২
তত্রোপবিশ্য চক্রেশঃ সহিতো ব্রহ্মসাধকৈঃ।
আসাদয়েত্তু তত্ত্বানি স্থাপয়েদগ্রতঃ শিবে॥ ২১৩
তারাদি-প্রাণবীজান্তং শতাবৃত্ত্যা জপন্ মনুম্।
সর্ব্বতত্ত্বেষু চক্রেশ ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ২১৪
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ ২১৫
সপ্তধা বা ত্রিধা জপ্ত্বা তানি সর্ব্বাণি শোধয়েৎ॥ ২১৬
ততো ব্রাহ্মেণ মনুনা সমর্প্য পরমাত্মনে।
ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকৈঃ সার্দ্ধং বিদধ্যাৎ পানভোজনম্॥ ২১৭
ব্রহ্মচক্রে মহেশানি বর্ণভেদং বিবর্জ্জয়েৎ।
ন দেশকালনিয়মো ন পাত্রনিয়মস্তথা॥ ২১৮

---

হে প্রিয়ে! যিনি ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই চক্রেশ্বর হইয়া থাকেন, ব্রহ্মজ্ঞ সাধকগণের সহিত তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ২১১। যে স্থান রমণীয় ও সাধকের সুখাবহ, সাধক সেই স্থানে বিচিত্র উৎকৃষ্ট আসন আনিয়া উপবেশনস্থান কল্পনা করিবেন। ২১২। হে শিবে! চক্রেশ্বর সেই স্থানে ব্রহ্মসাধকগণের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া তত্ত্বসমুদয় আনয়ন করত সম্মুখে স্থাপন করিবে। ২১৩। চক্রের সকল তত্ত্বের উপরিভাগে ওঁ হংসঃ এই মন্ত্র সাতবার জপ করত বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ২১৪। যাহা অর্পণ করিতেছি, যাহা দ্বারা অর্পণ করিতেছি, যাহাতে অর্পণ করিতেছি, যিনি অর্পণ করিতেছেন, তিনিই ব্রহ্ম; এইরূপ ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শতবার ও তিনবার এই মন্ত্র জপ দ্বারা সমুদয় তত্ত্বশোধন করিবে। পরে ব্রহ্মমন্ত্রে পরমাত্মাকে সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ সাধকদিগের সহিত তাহা পান ও ভোজন করিবেন। ২১৫-২১৭। হে মহেশানি! ব্রহ্মচক্রে জাতি-ভেদ পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে দেশকাল বা পাত্রাপাত্রের বিচার নাই। ২১৮।

* সমাচরেৎ ইতি বা পাঠঃ।

যে কুর্ব্বন্তি নরা মূঢ়া দিব্যচক্রে প্রমাদতঃ।
কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২১৯

অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকোত্তমৈঃ।
তত্ত্বচক্রমনুষ্ঠেয়ং ধর্ম্মকামার্থমুক্তয়ে ॥ ২২০

শ্রীদেব্যুবাচ।

গৃহস্থানামশেষেণ ধর্ম্মান্ কথয় হে প্রভো।
সংন্যাসবিহিতান্ ধর্ম্মান্ কৃপয়া বক্তুমর্হসি ॥ ২২১

শ্রীসদাশিব উবাচ।

অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সংন্যাস উচ্যতে।
বিধিনা যেন কর্ত্তব্যস্তৎ সর্ব্বং শৃণু সাম্প্রতম ॥ ২২২

ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সংন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ ২২৩

বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাম্।
ত্যক্ত্বাহসমর্থান্ বন্ধূংশ্চ প্রব্রজন্নারকী ভবেৎ ॥ ২২৪

---

অজ্ঞানবশতঃ যে মূঢ় ব্যক্তি এই দিব্যচক্রে জাতিভেদ বা কুলভেদ বিবেচনা করে, সেই ব্যক্তি অধমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২১৯। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ সাধকসত্তমদিগের পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির জন্য সর্ব্ব প্রযত্নে তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ২২০।

দেবী কহিলেন, হে প্রভো! আপনি সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থধর্ম্ম বলিলেন, এক্ষণে কৃপা করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম বলুন। ২২১।

সদাশিব কহিলেন, দেবি! কলিযুগে অবধূতাশ্রমই সন্ন্যাস, যেরূপে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২২২। যখন ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইবে, যখন সকল প্রকার ধর্ম্মবহিত হইবে, তৎকালে অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে। ২২৩। যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা-মাতা, শিশু সন্তান, পতিব্রতা ভার্য্যা ও অসমর্থ পোষ্যবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অববম্বন করেন, তিনি নরকগামী হইয়া থাকেন। ২২৪। *

---

* অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন যে, যখনই বৈরাগ্যোদয় হইবে, তখনই সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে. ইহাই বেদোক্তি, কিন্তু এখানে বলা হইল যে, বৃদ্ধ মাতা-পিতা, শিশুসন্তান প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে না, ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তর এই যে, সামান্যরূপ

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ।
কুলাবধূতসংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা॥ ২২৫
সম্পাদ্য গৃহকর্ম্মাণি পরিতোষ্য পরানপি।
নির্ম্মমো নিলয়াদগচ্ছেন্নিষ্কামো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২২৬
আহূয় স্বজনান্ বন্ধূন্ গ্রামস্থান্ প্রতিবাসিনঃ।
প্রীত্যানুমতিমন্বিচ্ছেৎ গৃহাজ্জিগমিষুর্জ্জনঃ॥ ২২৭
তেষামনুজ্ঞামাদায় প্রণম্য পরদেবতাম্।
গ্রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য নিরপেক্ষো গৃহাদিয়াৎ॥ ২২৮
মুক্তঃ সংসারপাশেভ্যঃ পরমানন্দনির্ব্বৃতঃ।
কুলাবধূতং ব্রহ্মজ্ঞং গত্বা সংপ্রার্থয়েদিদম্॥ ২২৯
গৃহাশ্রমে পরব্রহ্মন মমৈতদ্বিগতং বয়ঃ।
প্রসাদং কুরু মে নাথ সন্ন্যাসগ্রহণং প্রতি॥ ২৩০
নির্ব্বৃত্তগৃহকর্ম্মাণং বিচার্য্য বিধিবদ্গুরুঃ।
শান্তং বিবেকিনং বীক্ষ্য দ্বিতীয়াশ্রমমাদিশেৎ॥ ২৩১

কুলাবধূতসংস্কারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য জাতিরও অধিকার আছে। ২২৫। গৃহকর্ম্ম-সম্পাদনের পর আত্মীয়-স্বজনের সন্তোষসম্পাদন করত মমতাশূন্য, কামনারহিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে। ২২৬। যিনি গৃহস্থাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে অভিলাষী হইবেন, তাঁহাকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী ও গ্রামস্থ লোকজনকে আহ্বান করিয়া প্রীতিপূর্ণমনে অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে। ২২৭। তাঁহাদের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অভীষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া গ্রামপ্রদক্ষিণান্তে নিরপেক্ষভাবে গৃহ হইতে নির্গত হইবে। ২২৮। অনন্তর সংসারপাশ হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দিতমনে পবিত্রহৃদয়ে কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ২২৯। হে পরব্রহ্মন্! গৃহস্থাশ্রমে আমার এই বয়স অতিক্রান্ত হইয়াছে, নাথ! এক্ষণে আমার সন্ন্যাসগ্রহণবিষয়ে প্রসন্ন হউন। ২৩০। অনন্তর তাহার গৃহস্থাশ্রমের কার্য্য-সমুদয় সমাপিত হইয়াছে কি না, ইহা বিবেচনাপূর্ব্বক গুরু তাহাকে শান্ত ও বিবেকী দেখিয়া দ্বিতীয় আশ্রমে দীক্ষিত করিবেন। ২৩১।

---

বৈরাগ্যোদয় হইলে মাতা-পিতা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে নাই; কিন্তু যদি গৌরাঙ্গদেব, শুকদেব শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মগণের ন্যায় তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, তবে অনায়াসে তৎক্ষণাৎ মাতা, পিতা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে।

ততঃ শিষ্যঃ কৃতস্নানো * যতাত্মা বিহিতাহ্নিকঃ।
ঋণত্রয়বিমুক্ত্যর্থং দেবর্ষীনর্চ্চয়েৎ পিতৄন্॥ ২৩২
দেবা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স্বগণৈঃ সহ।
ঋষয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ দেবব্রহ্মর্ষয়স্তথা॥ ২৩৩
অত্র যে পিতরঃ পূজ্যা বক্ষ্যামি শৃণু তানপি॥ ২৩৪
পিতা পিতামহশ্চৈব প্রপিতামহ এব চ।
মাতা পিতামহী দেবি তথৈব প্রপিতামহী।
মাতামহাদয়োঽপ্যেবং মাতামহ্যাদয়োঽপি চ॥ ২৩৫
প্রাচ্যামৃষীন্ যজেদ্দেবান্ দক্ষিণস্যাং পিতৄন্ যজেৎ।
মাতামহান্ প্রতীচ্যাঞ্চ পূজয়েন্ন্যাসকর্ম্মণি॥ ২৩৬
পূর্ব্বাদিক্রমতো দদ্যাদাসনানাং দ্বয়ং দ্বয়ম্।
দেবাদীন্ ক্রমতস্তত্রাবাহ্য পূজাং সমাচরেৎ॥ ২৩৭
সমর্চ্চ্য বিধিবত্তেভ্যঃ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ পৃথক্ পৃথক্।
পিণ্ডপ্রদানবিধিনা দত্ত্বা পিণ্ডং যথাক্রমম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ পিতৃদেবতাঃ॥ ২৩৮

---

তৎপরে শিষ্য কৃতস্নান ও যতাত্মা হইয়া আহ্নিককার্য্য সমাধা করিবে, পরে তিনটি ঋণ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। ২৩২। দেবগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, রুদ্রানুচরগণ, ঋষিগণ, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ, সনক, সনাতন প্রভৃতি ঋষিগণ এবং পিতৃগণের যেরূপ পূজা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৩৩-২৩৪। হে দেবি! পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, প্রপিতামহ, প্রপিতামহী, মাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহ, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, ইঁহারা এ স্থলে পিতৃগণের অন্তর্ভুক্ত। ২৩৫। সন্ন্যাসগ্রহণকালে পূর্ব্বদিকে দেবগণ ও ঋষিগণ, দক্ষিণদিকে পিতৃপক্ষ এবং পশ্চিমে মাতামহপক্ষের পূজা করা বিধি। ২৩৬। পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের নিমিত্ত দুই দুই আসন স্থাপন করা এবং সেই আসনে যথাক্রমে দেবতা প্রভৃতির আবাহনপূর্ব্বক পূজা করা কর্ত্তব্য। ২৩৭। অনন্তর যথাবিধি সকলের অর্চ্চনা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। এইরূপে পিতৃপিণ্ডদান-বিধিক্রমে পিণ্ডদান করিয়া পিতৃ ও দেবগণের নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিবে। ২৩৮।

---

* কৃতস্নায়ী ইতি বা পাঠঃ।

তৃপ্যন্ত্বং পিতরো দেবা দেবর্ষিমাতৃকাগণাঃ।
গুণাতীতপদে যূয়মনৃণীকুরুতাচিরাৎ ॥ ২৩৯
ইত্যানৃণ্যং প্রার্থয়িত্বা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
ঋণত্রয়বিনির্মুক্ত আত্মশ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৪০
পিতা হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষা° তৎপিতা প্রপিতামহঃ।
আত্মন্যাত্মার্পণার্থায় কুর্য্যাদাত্মক্রিয়াং সুধীঃ ॥ ২৪১
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা পূর্ব্ববৎ কল্পিতাসনে।
আবাহ্যাত্মপিতৄন্ দেবি দত্ত্বাৎ পিণ্ডং সমর্চ্চয়ন্ ॥ ২৪২
প্রাগগ্রান্ দক্ষিণাগ্রাংশ্চ পশ্চিমাগ্রান্ যথাক্রমাৎ।
পিণ্ডার্থমাস্তরেদ্দর্ভানুদগগ্রান্ স্বকর্ম্মণি ॥ ২৪৩
সমাপ্য শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি গুরুর্দ্দক্ষিণবর্ত্মনা।
মুমুক্ষুশ্চিত্তশুদ্ধ্যর্থমিমং মন্ত্রং শতং জপেৎ ॥ ২৪৪
হ্রীং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধি° পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ ॥ ২৪৫

---

হে পিতৃগণ, মাতৃগণ, দেবগণ, দেবর্ষিগণ। আমি গুণাতীতপদে গমন করিতেছি, আপনারা আমাকে আশু অঋণী করুন্। ২৩৯। এই প্রকারে আনৃণ্য প্রার্থনা করত বার বার প্রণামপূর্ব্বক ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া আত্মশ্রাদ্ধ করিবে। ২৪০। পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ সকলেই আত্মস্বরূপ, অতএব পরমাত্মাতে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আপনার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা জ্ঞানী লোকের কর্ত্তব্য। ২৪১। হে দেবি! পরে পূর্ব্ববৎ আসনকল্পনা করিয়া উত্তরাভিমুখে উপবেশনপূর্ব্বক আবাধনানন্তর পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া তদুদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। ২৪২। দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের পিণ্ডদানার্থে যথাক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমাভিমুখে কুশ আস্তীর্ণ করিয়া আপনার জন্য উদগগ্র কুশ আস্তীর্ণ করিবে। ২৪৩। মুমুক্ষু ব্যক্তি গুরুপ্রদর্শিত পথানুসারে শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপন করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য 'হ্রীঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং' ইত্যাদি মন্ত্র শতবার (অথবা অষ্টোত্তর শতবার) জপ করিবে। ২৪৪-২৪৫। *

* "ওঁ ত্র্যম্বকং" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ যথা—যিনি সুগন্ধি (যাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি চারিদিকে বিস্তৃত), যিনি পুষ্টিবর্দ্ধন (বিশ্বের বীজস্বরূপ বা যিনি উপাসকগণের দেহ, মন ইত্যাদি বিষয় সকল বর্দ্ধিত করেন), আমরা সেই ত্র্যম্বকের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের) উপাসনা করি।

উপাসনানুসারেণ বেদ্যাং মণ্ডলপূর্ব্বকম্।
সংস্থাপ্য কলসং তত্র গুরুঃ পূজাং সমারভেৎ ॥ ২৪৬ *
ততস্তু পরমং ব্রহ্ম ধ্যাত্বা শাম্ভববর্ত্মনা।
বিধায় পূজাং ব্রহ্মজ্ঞো বহ্নিস্থাপনমাচরেৎ ॥ ২৪৭
প্রাগুক্তসংস্কৃতে বহ্নৌ স্বকল্পোক্তাহুতিং গুরুঃ।
দত্ত্বা শিষ্যং সমাহূয় সাকল্যং হাবয়েত্তু তম্ ॥ ২৪৮ †
আদৌ ব্যাহৃতিভির্হুত্বা প্রাণহোমং প্রকারয়েৎ।
প্রাণাপানৌ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ ॥ ২৪৯
তত্ত্বহোমং ততঃ কুর্য্যাদ্দেহাত্মাধ্যাসমুক্তয়ে।
পৃথিবী সলিলং বহ্নির্ব্বায়ুরাকাশমেব চ ॥ ২৫০
গন্ধো রসশ্চ রূপঞ্চ স্পর্শঃ শব্দো যথাক্রমাৎ।
ততো বাক্‌পাণিপাদাশ্চ পায়ূপস্থৌ ততঃ পরম্ ॥ ২৫১

---

অনন্তর গুরু উপাসনানুসারে বেদীর উপর মণ্ডল রচনা করিয়া তদুপরি কলস সংস্থাপনপূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করিবে। ২৪৬। তদনন্তর ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শিব-প্রদর্শিত পদ্ধতিমতে পরমব্রহ্মের ধ্যান করত পূজান্তে বহ্নিস্থাপন করিবে। ২৪৭। পরে গুরুদেব পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত বহ্নিমধ্যে স্বকল্পোক্ত আহুতি প্রদানপূর্ব্বক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া সাকল্য হোম করাইবে। ২৪৮। ‡ অগ্রে ব্যাহৃতি, পশ্চাৎ প্রাণহোম করিবে, এই সময় প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণের প্রত্যেকের উদ্দেশেই আহুতি দিবে। ২৪৯। ¶ অনন্তর দেহে আত্মারঅধ্যাসনিবৃত্তির § জন্য তত্ত্বহোম করা কর্ত্তব্য। পৃথিবী, সলিল, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, শ্রোত্র,

---

উর্ব্বারুক (কর্কটিফল) যেমন নিজে নিজেই বিশ্লিষ্ট হয়, তদ্রূপ যাবৎ আমাদের সাযুজ্যমুক্তি না ঘটে, তাবৎ আমাদিগকে তিনি মৃত্যু (ভববন্ধন) হইতে মুক্ত করুন।

* সমাচরেৎ—পাঠান্তরম্।

† সাকল্যং হারয়েত্তু তম্ ইতি বা পাঠঃ।

‡ যাবতীয় তত্ত্ব আহুতি দেওয়া বা সমষ্টি আহুতি দেওয়াকে সাকল্য হোম কহে।

¶ ক্রমান্বয়ে ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা এই কয়টি মন্ত্রে আহুতি দেওয়াকেই ব্যাহৃতিহোম কহে।

§ স্থূল বা সূক্ষ্মশরীরই আত্মা, এই প্রকার সংস্কারের নাম দেহাত্মাধ্যাস। দেহের উপাদান চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও দৈহিক ক্রিয়ার আহুতি দিলেই দেহের নাশ হয়, সুতরাং দেহাত্মাধ্যাসও নিরাকৃত হইয়া থাকে।

শ্রোত্রং ত্বঙ্‌নয়নং জিহ্বাং ঘ্রাণং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
মনো বুদ্ধিশ্চ চিত্তঞ্চাহঙ্কারো দেহজাঃ ক্রিয়াঃ॥ ২৫২
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি যানি চ॥ ২৫৩ *
এতানি যে পদান্তে চ শুধ্যন্তাং পদমুচ্চরেৎ।
হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং দ্বিঠ ইত্যপি॥ ২৫৪
চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি কর্ম্মাণি দৈহিকানি চ।
হুত্বাগ্নৌ নিষ্ক্রিয়ো দেহং মৃতবচ্চিন্তয়েত্ততঃ॥ ২৫৫
বিভাব্য মৃতবৎ কায়ং রহিতং সর্ব্বকর্ম্মণা।
স্মরন্তং পরমং ব্রহ্ম যজ্ঞসূত্রং সমুদ্ধরেৎ॥ ২৫৬
ঐঁ ক্লীঁ হংস ইতি মন্ত্রেণ স্কন্ধাদুত্তার্য্য তত্ত্ববিৎ। †
যজ্ঞসূত্রং করে কৃত্বা পঠিত্বা ব্যাহৃতিত্রয়ম্।
বহ্নিজায়াং সমুচ্চার্য্য ঘৃতাক্তমনলে ক্ষিপেৎ॥ ২৫৭
হুত্বৈবমুপবীতঞ্চ কামবীজং সমুচ্চরন্।
ছিত্বা শিখাং করে কৃত্বা ঘৃতমধ্যে নিযোজয়েৎ॥ ২৫৮

ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বুদ্ধীন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ইত্যাদি দেহজ ক্রিয়া, সমুদায় ইন্দ্রিয়কার্য্য, প্রাণকার্য্য এই সকল পদ উচ্চারণপূর্ব্বক অন্তে শুদ্ধ্যন্তাং অর্থাৎ শুদ্ধ হউক এই পদ উচ্চারণ করিবে, পরে হ্রীঁ জ্যোতির হং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ২৫০-২৫৪। এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও সমস্ত দৈহিক কর্ম্ম অগ্নিতে হোম করত নিষ্ক্রিয় হইয়া তদনন্তর নিজ শরীরকে মৃতবৎ ভাবনা করিবে। ২৫৫। অনন্তর আপনাকে সর্ব্বকর্ম্মাচাররহিত ভাবনা করিয়া পরমব্রহ্মের স্মরণপূর্ব্বক গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র উন্মোচন করিবে। ২৫৬। মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি ঐঁ ক্লীঁ হংস এই মন্ত্রে স্কন্ধ হইতে যজ্ঞসূত্র অবতারণ করিয়া তিনবার ব্যাহৃতি পাঠ করত স্বাহা এই পদ উচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃতাক্ত যজ্ঞোপবীত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ২৫৭। এইরূপে যজ্ঞোপবীতহোম করিয়া ক্লীঁ এই বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক শিখাচ্ছেদন করত হস্তে ধারণ করিয়া ঘৃতে স্থাপন করিবে। ২৫৮।

* প্রাণিকর্ম্মাণি যানি চ—পাঠান্তরম্।
† তত্ত্ববিৎ ইত্যত্র মন্ত্রবিৎ, হংস ইত্যত্র হুঁ ইতি চ পাঠঃ।

ব্রহ্মপুত্রি শিখে ত্বং হি বালরূপা তপস্বিনী।
দীয়তে পাবকে স্থানং গচ্ছ দেবি নমোঽস্তু তে ॥ ২৫৯
কামং মায়াং কূর্চ্চমস্ত্রং বহ্নিজায়ামুদীরয়ন্।
তস্মিন্ সুসংস্কৃতে বহ্নৌ শিখাহোমং সমাচরেৎ ॥ ২৬০
শিখামাশ্রিত্য পিতরো দেবা দেবর্ষয়স্তথা।
সর্ব্বাণ্যাশ্রমকর্ম্মাণি নিবসন্তি শিখোপরি ॥ ২৬১
অতঃ সন্তর্প্য তাঃ সর্ব্বা দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ।
শিখাসূত্রপরিত্যাগাদ্দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ২৬২
যজ্ঞসূত্রশিখাত্যাগাৎ সংন্যাসঃ স্যাৎ দ্বিজন্মনাম্।
শূদ্রাণামিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংক্রিয়া ॥ ২৬৩
ততো মুক্তশিখাসূত্রঃ প্রণমেৎ দণ্ডবদ্গুরুম্।
গুরুরুত্থাপ্য তং শিষ্যং * দক্ষকর্ণে বদেদিদম্ ॥ ২৬৪
তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর ॥ ২৬৫

অনন্তর হে ব্রহ্মপুত্রি! হে শিখে! তুমি বালাস্বরূপিণী তপস্বিনী। হে দেবি! তোমাকে অগ্নিতে স্থান সমর্পণ করিতেছি, তুমি গমন কর, তোমাকে নমস্কার, এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ২৫৯। পরে "ক্লীং হ্রীং হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে সেই সংস্কৃত অগ্নিমধ্যে শিখাহোম করিবে। ২৬০। পিতৃগণ, দেবগণ, দেবর্ষিগণ এবং সমুদয় আশ্রমের কর্ম্ম সকল শিখা আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করেন। ২৬১। অতএব দেহী শিখা ও যজ্ঞসূত্র-পরিত্যাগ নিবন্ধন দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মময় হইয়া থাকে। ২৬২ দ্বিজাতিগণের যজ্ঞসূত্র ও শিখা-পরিত্যাগ হইলেই সন্ন্যাস হইয়া থাকে। শূদ্র ও সামান্য জাতির শিখা-হোমেই সন্ন্যাসগ্রহণ হয়। ২৬৩। শিখাত্যাগের পর গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হয়। (তখন) গুরু শিষ্যকে উত্থাপিত করিয়া তাহার দক্ষিণ-কর্ণে এই মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন। ২৬৪। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমিই তত্ত্বমসি—অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম, তুমি সোঽহং ও হংস এই মন্ত্রোচ্চারণ কর এবং নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া ব্রহ্মভাবে অবস্থান করত সুখে

* তচ্ছিষ্যং—পাঠান্তরম্।

ততো ঘটঞ্চ বহ্নিঞ্চ বিসৃজ্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ।
আত্মস্বরূপং তং মত্বা প্রণমেচ্ছিরসা গুরুঃ॥ ২৬৬ *
নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
ত্বমেব তৎ তত্ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তু তে॥ ২৬৭
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং তত্ত্বজ্ঞানাং জিতাত্মনাম্।
স্বমন্ত্রেণ শিখাচ্ছেদাৎ সংন্যাসগ্রহণং ভবেৎ॥ ২৬৮
ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং কিং যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধপূজনৈঃ।
স্বেচ্ছাচারপরাণাঞ্চ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে॥ ২৬৯
ততো নির্দ্বন্দ্বরূপোঽসৌ নিষ্কামঃ স্থিরমানসঃ।
বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া শিষ্যঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ো ভুবি॥ ২৭০
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সদ্রূপেণ বিভাবয়ন্।
বিস্মরেন্নামরূপাণি † ধ্যায়ন্নাত্মানমাত্মনি॥ ২৭১

বিচরণ করিতে থাক। ২৬৫। অনন্তর ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ গুরু কটু মন্ত্রে ঘট ও অগ্নিকে বিসর্জ্জন দিয়া শিষ্যকে আত্মস্বরূপ মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবেন। ২৬৬। তাহার মন্ত্র—তোমাকে নমস্কার, আমাকেও নমস্কার, তোমাকে এবং আমাকে বার বার নমস্কার, হে বিশ্বরূপ! তুমিই এই জগৎ এবং এই জগৎই তুমি, তোমাকে নমস্কার। ২৬৭। ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক জিতেন্দ্রিয় ও তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি নিজমন্ত্র উচ্চারণ করত শিখাচ্ছেদন করিলে তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ হইয়া থাকে। ২৬৮। ‡ যাঁহাদের অন্তঃকরণ ব্রহ্ম-জ্ঞান-প্রভাবে মার্জ্জিত হইয়াছে, যজ্ঞ, পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিবার তাঁহাদের প্রয়োজন নাই এবং স্বেচ্ছাচারী হইলেও তাঁহাদের কোন প্রত্যবায় হয় না। ২৬৯। অনন্তর শিষ্য সুখদুঃখাদিরূপদ্বন্দ্বরহিত, নিষ্কাম ও স্থিরচিত্ত হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ভুবনে বিচরণ করিবেন। ২৭০। তিনি ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় সংসারকে (ব্রহ্মময়) সৎস্বরূপ বিবেচনা করেন এবং নাম ও রূপ বিস্মৃত হইয়া আত্মাতে আত্মার ধ্যান

* গুরুম্ ইতি বা পাঠঃ।
† বিস্মরন্নামরূপাণি—পাঠান্তরম্।
‡ ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকেরা সন্ন্যাসগ্রহণসময়ে যে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শিখাচ্ছেদন সাধারণ করিয়া থাকেন, তাহা এই—"নিত্যোঽহং নিরঞ্জনোঽহম্।"

নিকেতঃ ক্ষমাবৃন্তো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সংন্যাসী বিহরেৎ * ক্ষিতৌ॥ ২৭২
মুক্তো বিধিনিষেধেভ্যো নির্যোগক্ষেম আত্মবিৎ।
সুখদুঃখসমো ধীরো জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ॥ ২৭৩
স্থিরাত্মা প্রাপ্তদুঃখোঽপি সুখে প্রাপ্তেঽপি নিস্পৃহঃ।
সদানন্দঃ শুচিঃ শান্তো নিরপেক্ষো নিরাকুলঃ॥ ২৭৪
নোদ্বেজকঃ স্যাজ্জীবানাং সদা প্রাণিহিতে রতঃ।
বিগতামর্ষভীর্দান্তো নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ॥ ২৭৫
শোকদ্বেষবিমুক্তঃ স্যাৎ শত্রৌ মিত্রে সমো ভবেৎ।
শীতবাতাতপসহঃ সমো মানাপমানয়োঃ॥ ২৭৬
সমঃ শুভাশুভে তুষ্টো যদৃচ্ছাপ্রাপ্তবস্তুনা।
নিস্ত্রৈগুণ্যো নির্ব্বিকল্পো নির্লোভঃ স্যাদসঞ্চয়ী॥ ২৭৭
যথা সত্যমুপাশ্রিত্য মৃষা † বিশ্বং প্রতিষ্ঠতি।
আত্মাশ্রিতস্তথা দেহো জানন্নেবং সুখী ভবেৎ॥ ২৭৮

---

করেন। ২৭১। তাঁহাকে আবাসশূন্য, ক্ষমাশীল, নিঃশঙ্কহৃদয়, সঙ্গরহিত, মমতাহীন, অহঙ্কারবর্জ্জিত ও সন্ন্যাসী হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে হয়। ২৭২। তিনি বিধিনিষেধ হইতে উন্মুক্ত, নির্যোগক্ষেম অর্থাৎ সুখদুঃখে সমবোধ, ধীর, জিতেন্দ্রিয় ও নিস্পৃহ হইয়া থাকেন। ২৭৩। দুঃখে তাঁহার ক্লেশ বা সুখে তাঁহার হর্ষসঞ্চার হয় না, তিনি শান্ত, সদানন্দ, নিরপেক্ষ ও নিরাকুল হইয়া থাকেন। ২৭৪। কোন জীবের উদ্বেগ উৎপাদন করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে, সতত সকল প্রাণীর হিতসাধন, ক্রোধ ও ভয় পরিত্যাগ, সঙ্কল্পশূন্যতা, উদ্যমহীনতা, শোকদ্বেষ রাহিত্য, শত্রুমিত্রে সমান জ্ঞান করা, শীতাতপে ক্লেশশূন্যতা এবং মানাপমানে সমান জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। ২৭৫-২৭৬। যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতে পরিতুষ্ট হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য এবং ত্রিগুণাতীত, নির্ব্বিকল্প, নির্লোভ ও সঞ্চয়হীন হওয়া তাঁহার পক্ষে উচিত। ২৭৭। যেরূপ মিথ্যা হইলেও জগৎ সত্যস্বরূপ একমাত্র পরমেশ্বরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় এই দেহ আত্মাশ্রয়ে অবস্থিত আছে, ইহা জানিতে পারিলেই দেহী সুখী হইয়া থাকে। ২৭৮।

---

* 'বিচরেৎ' ইতি বা পাঠান্তরম্।
† বৃথা ইতি বা পাঠঃ।

ইন্দ্রিয়াণ্যেব কুর্ব্বন্তি স্বং স্বং কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্।
আত্মা সাক্ষী বিনির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাগ্‌ভবেৎ ॥ ২৭৯
ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া।
রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সংন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৮০
সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ২৮১
বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্।
দেশং কালং তথা পাত্রমশ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥ ২৮২
অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ।
অবধূতো নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ ॥ ২৮৩
সংন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ ॥ ২৮৪
অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যানাং সদা কামাভিলাষিণাম্।
স্বভাবাজ্জায়তে দেবি প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মসঙ্কলে ॥ ২৮৫

ইন্দ্রিয়গণ আপনাপন কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্‌রূপে সম্পাদন করিতেছে বটে, কিন্তু আত্মা সাক্ষী ও নির্লিপ্ত, সন্ন্যাসী ইহা জানিতে পারিলেই মুক্তির ভাজন হইয়া থাকেন। ২৭৯। সন্ন্যাসিগণের পক্ষে ধাতুদ্রব্যগ্রহণ, পর-নিন্দা, মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া ও রেতস্ত্যাগ এবং অসূয়া এই সকল পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ২৮০। যে ব্যক্তি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, কি কীট, কি নর, কি দেবতা, সকল বস্তুতে সমদৃষ্টি হওয়া এবং সকল বস্তুই ব্রহ্মময় মনে করা তাঁহার কর্ত্তব্য। ২৮১। ব্রাহ্মণ বা চণ্ডালের অন্ন বা যে কোন ব্যক্তির অন্ন প্রাপ্তিমাত্র ভোজন করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য, ইহাতে দেশ, কাল ও পাত্রের বিচার করিতে নাই। ২৮২। অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়ন ও সতত তত্ত্ববিচারণ দ্বারা স্বেচ্ছাপরায়ণ হওয়া অবধূতের কর্ত্তব্য। ২৮৩। সন্ন্যাসীর মৃতদেহ কখনও দাহ করিবে না, উহা হয় গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ভূমিতলে নিখাত অথবা জলে নিমগ্ন করিবে। ২৮৪। হে দেবি! যাহারা যোগপথে প্রস্থিত ও ব্রহ্মজ্ঞানে সুশোভিত হয় নাই, অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ হয় নাই, প্রত্যুত যাহারা সর্ব্বদা কামনার কিঙ্কর, কর্ম্মকাণ্ডে স্বভাবতঃ তাহাদের

তত্রাপি তে সানুরক্তা ধ্যানার্চ্চাজপসাধনে।
শ্রেয়স্তদেব জানন্ত তত্রৈব * দৃঢ়নিশ্চয়াঃ ॥ ২৮৬
অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে।
নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া ॥ ২৮৭
ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কর্ম্মসংন্যসনং বিনা।
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেন্মুক্তিভাগ্ জনঃ ॥ ২৮৮
কুলাবধূতস্তত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্তো নরাকৃতিঃ।
সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮৯
যতের্দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ।
তীর্থব্রত-তপোদান-সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ২৯০

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে-সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মকথনং নাম অষ্টমোল্লাসঃ।

---

প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ২৮৫। যাহা হউক, কর্ম্মানুবর্ত্তী হইলেও তাঁহারা ধ্যান, পূজা, জপ প্রভৃতি সাধনার বাধ্য হইয়া থাকেন। তাঁহারা উক্ত সাধনায় স্থিরচিত্ত হইয়া উহাদিগকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া জানুন। ২৮৬। (বাস্তবিক) এই কারণে চিত্তশুদ্ধির জন্য আমি কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা এবং আমার বহুবিধ নাম ও রূপের কল্পনা করিয়াছি। ২৮৭। হে দেবি! ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ম্মসন্ন্যাস ব্যতিরেকে শত কর্ম্ম করিলেও লোকে মুক্তির মুখ দেখিতে পায় না। ২৮৮। ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন কুলাবধূত নরাকার ধারণ করিলেও জীবন্মুক্ত, তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ মনে করিয়া পূজা করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য। ২৮৯। যতিকে দর্শন করিলেই জীবের সর্ব্বপাতক বিনষ্ট হয় এবং তীর্থগমন, ব্রতানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ও সমুদয় যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। ২৯০।

* জানন্তত্রৈব—পাঠান্তরম্।

# নবমোল্লাসঃ

শ্রীসদাশিব উবাচ।

বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মাঃ কথিতাস্তব সুব্রতে।
সংস্কারান্ সর্ব্ববর্ণানাং শৃণুষ্ব গদতো মম ॥ ১

সংস্কারেণ বিনা দেবি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে।
ন সংস্কৃতোঽধিকারী স্যাৎ দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি ॥

অতো বিপ্রাদিভির্ব্বর্ণৈঃ স্বস্ববর্ণোক্তসংক্রিয়াঃ।
কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বথা যত্নৈরিহামুত্র হিতেপ্সুভিঃ ॥ ৩

জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।
জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণমন্নাশনমতঃ পরম্।
চূড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ ॥ ৪

শূদ্রাণাং শূদ্রভিন্নানামুপবীতং ন বিদ্যতে।
তেষাং নবৈব সংস্কারা দ্বিজাতীনাং দশ স্মৃতাঃ ॥ ৫

নিত্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি তথা নৈমিত্তিকানি চ।
কাম্যান্যপি বরারোহে কুর্য্যাচ্ছাম্ভববর্ত্মনা ॥ ৬

যানি যানি বিধানানি যেষু যেষু চ কর্ম্মসু।
পুরৈব ব্রহ্মরূপেণ তান্যুক্তানি ময়া প্রিয়ে ॥ ৭

সদাশিব কহিলেন, হে সুব্রতে! সমুদয় বর্ণ, আশ্রম ও ধর্ম্মতত্ত্ব তোমার নিকট বলিয়াছি, এক্ষণে সর্ব্ববর্ণের সংস্কারের কথা বলিতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ১। হে দেবি! সংস্কার ব্যতিরেকে দেহশুদ্ধি ঘটে না এবং যাহার সংস্কার হয় নাই, সেই ব্যক্তি দৈব বা পৈত্র কোন কর্ম্মে অধিকারী হয় না। ২। ইহ ও পরকালের হিতকামনা যাহাদের লক্ষ্য, তাদৃশ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদির কর্ত্তব্য যে, সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বপ্রযত্নে আপনাদিগের বর্ণবিহিত সংস্কার করেন। ৩। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নাশন, নিষ্ক্রামণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ, সংস্কার এই দশবিধ। ৪-৫। হে বরারোহে! সমুদয় নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম শিবোক্তপদ্ধতিমতে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। ৬। হে প্রিয়ে! মনুষ্যের যে যে কর্ম্মে যে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আমি পিতামহরূপে পূর্ব্বেই তাহা

সংস্কারেষু চ সর্ব্বেষু তথৈবান্যেষু কর্ম্মসু।
বিপ্রাদিবর্ণভেদেষু ক্রমান্মন্ত্রাশ্চ দর্শিতাঃ ॥ ৮
সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু ক্রতুৎকর্ম্মসু কালিকে।
প্রণবাদ্যাংস্তু তান্ মন্ত্রান্ প্রয়োগেষু নিযোজয়েৎ ;
কলৌ তু পরমেশানি তৈরেব মনুভির্নরাঃ।
মায়াদ্যৈঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ শঙ্করশাসনাৎ ॥ ১০
নিগমাগমতন্ত্রেষু বেদেষু সংহিতাসু চ।
সর্ব্বে মন্ত্রা ময়ৈবোক্তাঃ প্রয়োগো যুগভেদতঃ ॥ ১১
কলাবন্নগতপ্রাণাঃ মানবা হীনতেজসঃ।
তেষাং হিতায় কল্যাণি কুলধর্ম্মো নিরূপিতঃ ॥ ১২
কলিদুর্ব্বলজীবানাং প্রয়াসাশক্তচেতসাম্। *
সংস্কারাদি-ক্রিয়াস্তেষাং সংক্ষেপেণাপি বচ্যতে ॥ ১৩
সর্ব্বেষাং শুভকার্য্যাণামাদিভূতা কুশণ্ডিকা।
তস্মাদাদৌ প্রবক্ষ্যামি শৃণু ত্বং দেববন্দিতে ॥ ১৪

ব্যক্ত করিয়াছি। ৭। দশবিধ সংস্কার ও অন্যান্য কার্য্যে বিপ্রাদি বর্ণভেদে যাহা কর্ত্তব্য ও বৈধ, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছি। ৮। হে কালিকে! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগে ঐ সমুদয় অনুষ্ঠানকালে মন্ত্রের অব্যবহিতপূর্ব্বে প্রণবযোগের ব্যবস্থা ছিল। ৯। হে পরমেশ্বরি! শঙ্করের শাসনক্রমে কলিযুগে উক্ত মন্ত্রের পূর্ব্বে হ্রীঁ যোগ করিয়া সকল কার্য্য করিতে হয়। ১০। নিগম, আগম, তন্ত্র, বেদ ও সংহিতার মধ্যে যে সকল মন্ত্রের কথা আছে, আমি যদিও তাহা ব্যক্ত করিয়াছি, কিন্তু যুগভেদে উহা বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১১ হে কল্যাণি! কলির জীবগণ অন্নগতপ্রাণ, তাহাদের তেজ অতি সামান্য আমি তাহাদের মঙ্গলের জন্য কুলধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছি। ১২। কলির জীব একে অতিশয় দুর্ব্বল, তাহাতে তাহারা পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ; সুতরাং তাহাদের দশবিধ সংস্কারক্রিয়া আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিতেছি। ১৩। হে দেববন্দনীয়ে! কুশণ্ডিকা সকল শুভকার্য্যের

* প্রয়াসাশক্ততেজসাম—পাঠান্তরম

রম্যে পরিষ্কৃতে দেশে তুষাঙ্গারাদিবর্জ্জিতে।
হস্তমাত্রপ্রমাণেন স্থণ্ডিলং রচয়েৎ সুধীঃ॥ ১৫
তিস্রো রেখা বিধাতব্যা প্রাগগ্রাস্তত্র মণ্ডলে।
কুর্চ্চেনাভ্যুক্ষ্য তাঃ সর্ব্বা বহ্নিনা বহ্নিমাহরেৎ। ১৬
আনীয় বহ্নিং তৎপার্শ্বে স্থাপয়েদ্বাগ্‌ভবং স্মরন্॥ ১৭
ততস্তস্মাজ্জ্বলদ্দারু গৃহীত্বা দক্ষপাণিনা।
হ্রীঁ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ স্বাহা ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ॥ ১৮
ইত্থং প্রতিষ্ঠিতং বহ্নিং পাণিভ্যামাত্মসংমুখম্।
উদ্ধৃত্য তাসু রেখাসু মায়াদ্যাং ব্যাহৃতিং স্মরন্॥ ১৯
সংস্থাপ্য তৃণদারুভ্যাং প্রবলীকৃত্য পাবকম্।
সমিধে দ্বে ঘৃতাক্তে চ হুত্বা তস্মিন্ হুতাশনে।
স্বকর্ম্মবিহিতং নাম কৃত্বা ধ্যায়েদ্ধনঞ্জয়ম্॥ ২০

মূল, অতএব সর্ব্বাগ্রে তদ্বিবরণ শ্রবণ কর। ১৪। এই কার্য্যে প্রথমে তুষ ও অঙ্গারাদিবর্জ্জিত পরিষ্কৃত রমণীয় স্থানে এক হস্ত-পরিমিত স্থণ্ডিল রচনা করা জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। ১৫। সেই মণ্ডলের উপরিভাগে পূর্ব্বাভিমুখে তিনটি রেখা অঙ্কিত করিয়া হূঁ এই মন্ত্রোচ্চারণে বহ্নিবীজ অর্থাৎ রং উচ্চারণপূর্ব্বক বহ্নি আনয়ন করিবে। ১৬। অনন্তর ঐঁ বীজ স্মরণপূর্ব্বক তাহা মণ্ডলের পার্শ্বে স্থাপন করিবে। ১৭। অনন্তর দক্ষিণ-হস্তে একখানি প্রজ্বলিত কাষ্ঠ লইয়া হ্রীঁ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ স্বাহা, এই মন্ত্রোচ্চারণ করত দক্ষিণদিকে রাক্ষসের অংশ পরিত্যাগ করিবে। ১৮। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত অগ্নি দুই হস্তে উত্থাপিত করিয়া হ্রীঁ এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক ব্যাহৃতিপাঠান্তে রেখাত্রয়ের উপরিভাগে অগ্নিস্থাপন করত তৃণকাষ্ঠ দ্বারা তাহা উজ্জ্বল করিবে। অনন্তর সেই অগ্নিতে দুইটি সমিধ্ আহুতিপ্রদান করিয়া কর্ম্মানুসারী নামকরণ করত *

* সংস্কারভেদে অগ্নির পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্দিষ্ট আছে যথা।—ঋতুসংস্কারে মারুতনামা বহ্নি, পুংসবনে চন্দ্রনামা বহ্নি, সীমন্তোন্নয়নে শিবনামা বহ্নি, জাতকর্ম্মে প্রগল্ভনামা বহ্নি, নামকরণে পার্থিবনামা বহ্নি, অন্নপ্রাশনে শুচিনামা বহ্নি, চূড়াকরণে সত্যনামা বহ্নি, উপনয়নে সমুদ্ভবনামা। শাস্ত্র ও বিবাহে যোজকনামা অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। ষট্‌কর্ম্মান্তর্গত কাম্যকর্ম্মেও অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ নির্দ্দিষ্ট আছে যথা।—পূর্ণাহুতিকালে মৃড়নামক, শান্তিকর্ম্মে বরদনামক, পুষ্টিকর্ম্মে

বালার্কারুণসঙ্কাশং সপ্তজিহ্বং দ্বিমস্তকম্।
অজারূঢ়ং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্॥ ২১
ধ্যাত্বৈবং প্রাঞ্জলির্ভূত্বাবাহয়েদ্ধব্যবাহনম্॥ ২২
মায়ামেহ্যেহি পদতঃ সর্ব্বামর বদেৎ প্রিয়ে।
হব্যবাহপদান্তে চ মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহ।
অধ্বরং রক্ষ রক্ষেতি নমঃ স্বাহা ততো বদেৎ॥ ২৩
ইত্যাবাহ্য হব্যবাহমগ্নং তে যোনিরুচ্চরন্।
যথোপচারৈঃ সংপূজ্য সপ্তজিহ্বাং প্রপূজয়েৎ॥ ২৪
কালী করালী * চ মনোজবা চ, সুলোহিতা চৈব সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বনিরূপিণী চ, লেলায়মানেতি চ সপ্তজিহ্বাঃ॥ ২৫

ধনঞ্জয় নামক অগ্নির ধ্যান করিবে। ১৯-২০। ধ্যান এই ;—"যিনি বালার্ক সদৃশ অরুণবর্ণ, যাঁহার সাতটি জিহ্বা, দুইটি মস্তক, যিনি ছাগে আরূঢ়, যাঁহার শক্তি অসীম, মস্তক জটা ও মুকুটে সুশোভিত, সেই অগ্নির ধ্যান করি।" অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নির আবাহন করিবে। ২১-২২। প্রিয়ে! প্রথমে হ্রীঁ উচ্চারণ করিয়া এহ্যেহি এই শব্দ পাঠপূর্ব্বক সর্ব্বামর পদ উচ্চারণ করিবে, অনন্তর হব্যবাহ পদের অবসানে মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহ অধ্বরং রক্ষ রক্ষ নমঃ এই সকল পদ উচ্চারণ করিবে। ২৩। † এইরূপে আবাহনের পর "বহ্নে! অয়ং তে যোনি" এই পদ উচ্চারণ করিয়া যথোপচারে অর্চ্চনা করত সপ্তজিহ্বার অর্চ্চনা করিবে। ২৪। সপ্তজিহ্বার নাম,—কালী, করালী,

বরদনামক, অভিচারে ক্রোধনামক, বশীকরণে কামদনামক বরদানে চূড়কনামক, লক্ষহোমে বহ্নিনামক ও কোটিহোমে হুতাশননামক অগ্নির নামকরণ নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রমাণ যথা,—

"পূর্ণাহুত্যাং মৃড়ো নাম শান্তিকে বরদস্তথা।
পৌষ্টিকে বরদশ্চৈব ক্রোধোঽগ্নিশ্চাভিচারকে।
বশ্যার্থে কামদো নাম বরদানে চ চূড়কঃ।
লক্ষহোমে বহ্নিনাম কোটিহোমে হুতাশনঃ॥"

* কপালী ইতি বা পাঠঃ।

† মন্ত্রটির অর্থ এই হইল যে, হে অগ্নে! তুমি এই স্থানে আইস, তুমি হ্রীঁস্বরূপ, তুমি যাবতীয় সুরগণের হব্য বহন করিয়া থাক, তুমি মুনিগণের সঙ্গে ও নিজ নিজ আবরণদিগের সঙ্গে আসিয়া যজ্ঞ রক্ষা কর, যজ্ঞ রক্ষা কর। তোমাকে প্রণাম। মন্ত্রোদ্ধার করিয়া পূর্ণমূর্ত্তি এইরূপ হইল—"হ্রীঁ এহ্যেহি সর্ব্বামর হব্যবাহ মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহ অধ্বরং রক্ষ রক্ষ নমঃ স্বাহা।"

ততোঽগ্নেঃ পূর্ব্বমারভ্য সহ কীলালপাণিনা।
উত্তরান্তং মহেশানি ত্রিধা প্রোক্ষণমাচরেৎ ॥ ২৬
তথৈব যাম্যমারভ্য কৌবেরান্তং হুতাশিতুঃ।
ত্রিধা পর্য্যুক্ষণং কুর্য্যাত্ততো যজ্ঞীয়বস্তুনঃ ॥ ২৭
পরিস্তরেত্ততো দর্ভৈঃ পূর্ব্বস্মাদুত্তরাবধি।
উদক্‌সংস্থৈরুত্তরাগ্রৈঃ প্রাগগ্রৈরন্যদিক্‌স্থিতৈঃ ॥ ২৮
অগ্নিং দক্ষিণতঃ কৃত্বা গত্বা ব্রহ্মাসনান্তিকম্।
বামাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং ব্রহ্মণঃ কল্পিতাসনাৎ ॥ ২৯
গৃহীত্বা কুশপত্রৈকং হ্রীঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।
ইত্যুক্ত্বাগ্নের্দক্ষিণস্যাং নিক্ষিপেদুৎকরাদিনা ॥ ৩০
সাদ যজ্ঞপতে ব্রহ্মন্নিদন্তে কল্পিতাসনম্।
সীদামীতি বদন্ ব্রহ্মা বিশেত্তত্রোত্তরামুখঃ ॥ ৩১

মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বনিরূপিণী এই সাতটি অগ্নির লেলায়মানা (হবির্গ্রহণার্থা) জিহ্বা। ২৫। * হে মহেশ্বরি! অনন্তর অগ্নির পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত তিনবার অগ্নিকে প্রোক্ষিত করিবে। ২৬। এইরূপে অগ্নির দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত বারত্রয় প্রোক্ষিত করত সমুদয় উপকরণগুলিকে তিনবার প্রোক্ষিত করিবে। অনন্তর মণ্ডলের পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ যাবৎ স্থণ্ডিলের চারিদিকে কুশ বিস্তারিত করিবে। উত্তরদিকের কুশগুলি উত্তরাগ্র করিয়া অন্যদিকের কুশগুলি পূর্ব্বমুখে স্থাপন করিতে হয়। ২৭-২৮। অনন্তর অগ্নিকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া ব্রহ্মাসনের নিকটে যাইয়া বাম-হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা ব্রহ্মার উদ্দেশে কল্পিত আসন হইতে একটি কুশপত্র গ্রহণ করিয়া হ্রীঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ এই মন্ত্রে উৎকরাদির † সহিত অগ্নির দক্ষিণভাগে তাহা নিক্ষিপ্ত করিবে। ২৯-৩০। পরে এই কথা বলিতে হইবে, হে যজ্ঞপতে ব্রহ্মন্! তোমার জন্য আসন কল্পনা করিয়াছি, তুমি এখানে

* অগ্নির অর্চ্চনা অথবা সপ্তজিহ্বার অর্চ্চনার সময় উপচারদানকালে মন্ত্রের আদিতে [illegible] ব্যবহৃত হয়।

† অনবধানতা হেতু হস্তভ্রষ্ট হইয়া যে সকল কুশ ইতস্ততঃ পতিত হয়, তাহাই 'উৎকর' [illegible] কথিত।

সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ব্রহ্মাণং প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ৩২
গোপায় যজ্ঞং যজ্ঞেশ যজ্ঞং পাহি বৃহস্পতে।
মাঞ্চ যজ্ঞপতিং পাহি কর্ম্মসাক্ষিন্নমোঽস্তু তে ॥ ৩৩
গোপয়ামি বদেদ্‌ব্রহ্মা ব্রহ্মাভাবে স্বয়ং বদেৎ।
অত্র দর্ভময়ং বিপ্রং কল্পয়েৎ যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪
ততো ব্রহ্মন্নিহাগচ্ছাগচ্ছেত্যাবাহ্য সাধকঃ।
পাদ্যাদিভিশ্চ সংপূজ্য যাবদ্‌যজ্ঞসমাপনম্।
তাবত্ত্বয়াত্র স্থাতব্যমিতি প্রার্থ্য নমেত্ততঃ ॥ ৩৫
সোদকেন করেণাগ্নেরীশানাদ্‌ব্রহ্মণোঽন্তিকম্।
ত্রিধা পর্য্যুক্ষ্য বহ্নিঞ্চ ত্রিঃ প্রোক্ষ্য তদনন্তরম্ ॥ ৩৬
আগত্য বর্ত্মনা তেন সূপবিশ্য নিজাসনে।
স্থণ্ডিলস্যোত্তরে দর্ভানুদগগ্রান্ পরিস্তরেৎ ॥ ৩৭

উপবেশন কর। ব্রহ্মাও বলিবেন—সীদামি (বসিতেছি), এই কথা বলিয়া উত্তরাভিমুখে তাহাতে উপবেশন করিবেন। ৩১। অনন্তর গন্ধ-পুষ্প দ্বারা ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা করিবে। ৩২। হে যজ্ঞেশ্বর! এই যজ্ঞ রক্ষা কর, হে বৃহস্পতে! এই যজ্ঞ রক্ষা কর, যজ্ঞপতি আমাকে রক্ষা কর। হে কর্ম্মসাক্ষিন্! তোমাকে নমস্কার। ৩৩। ব্রহ্মা বলিবেন, আমি রক্ষা করিতেছি। ব্রহ্মা না থাকিলে নিজে ঐ কথা বলিবেন এবং যজ্ঞ-রক্ষার জন্য ব্রহ্মার স্থানে দর্ভময় ব্রাহ্মণ-কল্পনা করিতে হইবে। ৩৪। অনন্তর সাধক 'হে ব্রহ্মন্! ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ' এই মন্ত্র বলিয়া আবাহন করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা সম্পাদনপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে যে, যতক্ষণ যজ্ঞশেষ না হয়, ততক্ষণ তুমি এখানে অবস্থিতি করিবে, এই কথা বলিয়া নমস্কার করিবে। ৩৫। অনন্তর হস্তে জলগ্রহণপূর্ব্বক অগ্নির ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনবার ব্রহ্মার নিকট পর্য্যন্ত জলসেক করিবে এবং ঐরূপে তিনবার অগ্নিকে প্রোক্ষিত করিবে। ৩৬। অনন্তর যে পথে ব্রহ্মার আসনের নিকটে যাওয়া হইয়াছিল, সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিবে এবং মণ্ডলের উত্তরে কতকগুলি কুশ উত্তরাভিমুখে বিস্তীর্ণ

তেষু যজ্ঞীয়বস্তূনি সর্ব্বাণ্যাসাদয়েৎ সুধীঃ।
সোদকং প্রোক্ষণীপাত্রমাজ্যস্থালীসমিৎকুশান্॥ ৩৮
আসাদ্য স্রুক্‌স্রুবাদীনি হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁমিতি মন্ত্রকৈঃ।
দিব্যদৃষ্ট্যা প্রোক্ষণেন সংস্কৃত্য তদনন্তরম্॥ ৩৯
পৃথিব্যাং দক্ষিণং জানু পাতয়িত্বা স্রুচা স্রুবম্।
ঘৃতমানীয় মতিমাংশ্চিন্তয়ন্ হিতমাত্মনঃ।
হ্রীঁ বিষ্ণবে স্বাহেত্যনেন প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্॥ ৪০
তথৈব ঘৃতমাদায় ধ্যায়ন্ দেবং প্রজাপতিম্।
বায়ব্যাদগ্নিকোণান্তং জুহুয়াদাজ্যধারয়া॥ ৪১
পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যায়ন্ দেবং পুরন্দরম।
নৈর্ঋতাদীশকোণান্তং জুহুয়াদাজ্যধারয়া॥ ৪২
ততোঽগ্নেরুত্তরে যাম্যে মধ্যে চ পরমেশ্বরি।
অগ্নিং সোমমগ্নীষোমৌ সমুল্লিখ্য যথাক্রমাৎ॥ ৪৩

করিবে। ৩৭। পরে সাধক সজল প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, সমিৎ, কুশ প্রভৃতি যজ্ঞীয় বস্তু দর্ভাস্তরণের উপর স্থাপিত করিবে। ৩৮। অনন্তর স্রুক্, স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞপাত্রসমুদয় দর্ভাস্তরণে সংস্থাপনপূর্ব্বক হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ এই মন্ত্র পাঠ করত দিব্যদৃষ্টি * ও প্রোক্ষণ দ্বারা সমুদয় শোধন করিবে। ৩৯। তৎপরে মতিমান্ সাধক ভূমিতে দক্ষিণ জানু পাতিয়া স্রুক্ দ্বারা স্রুব-নামক যজ্ঞপাত্রের ঘৃত গ্রহণ করত আপনার মঙ্গলোদ্দেশে হ্রীঁ বিষ্ণবে স্বাহা এই মন্ত্রে তিনবার আহুতি প্রদান করিবে। ৪০। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঘৃত গ্রহণ করিয়া প্রজাপতির ধ্যান করত বায়ু হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা এই মন্ত্রে ঘৃতধারা দ্বারা হোম করিবে। ৪১। পরে পুনর্ব্বার আজ্য গ্রহণ করিয়া পুরন্দরকে ধ্যান করত নৈর্ঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দ্বারা হ্রীঁ পুরন্দরায় স্বাহা এই মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। ৪২। হে পরমেশ্বরি! অনন্তর অগ্নির উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যদেশে যথাক্রমে অগ্নি, সোম ও অগ্নিসোমের উদ্দেশে হ্রীঁ

* দিব্যদৃষ্টি—নিমেষশূন্যনেত্রে দৃষ্টি।

সচতুর্থীনমোঽন্তেন মায়াদ্যেনাহুতিত্রয়ম্।
তথা বিধেয়কর্ম্মোক্তং * হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। ৪৪
আহুতিত্রয়দানান্তং ধারাহোমং প্রচক্ষতে॥ ৪৫
যদ্দিশ্যাহুতিং দদ্যাৎ দেয়োদ্দেশোঽপি † তৎকৃতে।
সমাপ্য প্রকৃতং কর্ম্ম স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরেৎ॥ ৪৬ ‡
প্রায়শ্চিত্তাত্মকো হোমঃ কলৌ নাস্তি বরাননে।
স্বিষ্টিকৃতা ব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥ ৪৭
পূর্ব্ববদ্ধবিরাদায় ব্রহ্মাণং মনসা স্মরন্।
অস্মিন্ কর্ম্মণি দেবেশ প্রমাদাদ্ভ্রমতোঽপি বা॥ ৪৮
ন্যূনাধিকং কৃতং যচ্চ সর্ব্বং স্বিষ্টিকৃতং কুরু।
মায়াদ্যেনামুনা দেবি স্বাহান্তেনাহুতিং হনেৎ॥ ৪৯

অগ্নয়ে, হ্রীঁ সোমায়, এবং হ্রীঁ অগ্নীষোমায় নমঃ এই মন্ত্রে তিনবার আহুতি প্রদান করিবে; ¶ বিচক্ষণ ব্যক্তি এইরূপে ধারাহোম সম্পন্ন করিয়া ঋতুসংস্কারাদি বিধেয় কর্ম্মের হোম করিবে। ৪৩-৪৪। আহুতিত্রয়দান পর্য্যন্তের নাম ধারা হোম। ৪৫। যে দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিবে, দেয় বস্তুতেও সেই দেবতার উল্লেখ করিতে হইবে; এইরূপে প্রকৃত হোমকর্ম্ম সমাধা করিয়া স্বকীয় ইষ্টসাধনোদ্দেশে স্বিষ্টিকৃৎ হোম করাই বিধি। ৪৬। হে বরাননে! কলিকালে প্রায়শ্চিত্ত-হোমের § অনুষ্ঠান নাই বলিয়া স্বিষ্টিকৃৎ ও ব্যাহৃতি-হোম দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। ৪৭। পরে স্রুক নামক যজ্ঞপাত্র দ্বারা স্রুবে পূর্ব্ববৎ ঘৃত গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাকে স্মরণ করত 'হে দেবেশ! এই কার্য্যে ভ্রম বা প্রমাদ বশতঃ যদি কিছু ন্যূনাধিক্য হইয়া

* হুত্বা বিধায় কর্ম্মোক্তং—পাঠান্তরম্।
† দেবোদ্দেশোঽপি ইতি বা পাঠঃ।
‡ স্বিষ্টকৃদ্ধোমমাচরেৎ—পাঠান্তরম্।
¶ তন্ত্রান্তরে স্বাহান্তমন্ত্রে আহুতি দিবার বিধি দৃষ্ট হয়। যেমন—'অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদি।
§ প্রায়শ্চিত্তহোম—যাহা দ্বারা অঙ্গবৈগুণ্যাদিজনিত পাতকের ক্ষালন হয়।

অমগ্নে সর্ব্বলোকানাং পাবনং স্বিষ্টিকৃৎ প্রভুঃ।
যজ্ঞসাক্ষী ক্ষেমকর্ত্তা সর্ব্বান্ কামান্ প্রপূরয়।
অনেন হবনং কুর্য্যাৎ মায়য়া বহ্নিজায়য়া॥ ৫০
ইত্থং স্বিষ্টিকৃতং হোমং সমাপ্য ক্রতুসাধকঃ।
কর্ম্মণোঽস্ত পরব্রহ্মন্নযুক্তং বিহিতঞ্চরেৎ॥ ৫১
তচ্ছান্ত্যৈ যজ্ঞসম্পত্ত্যৈ ব্যাহৃত্যা হুয়তে বিভো।
মায়াদিবহ্নিজায়ান্তৈর্ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রিভিঃ॥ ৫২
আহুতিত্রিতয়ং দত্ত্বাৎ ত্রিতয়েন তথৈব চ।
হুত্বাগ্নৌ যজমানেন দত্ত্বাৎ পূর্ণাহুতিং বুধঃ॥ ৫৩
স্বয়ং চেৎ কর্ম্মকর্ত্তা স্যাৎ স্বয়মেবাহুতিং ক্ষিপেৎ। *
অভিষেকবিধানাদাবেবমেব বিধিঃ স্মৃতঃ। ৫৪

থাকে, তাহা হইলে আমাকে সুফল করিয়া দাও। ৪৮-৪৯। † অগ্নে! তুমি সর্ব্বলোকের পাবন এবং সকলের ইষ্টদায়ক প্রভু। হে দেব! তুমি সর্ব্বযজ্ঞের সাক্ষী ও মঙ্গলকারী; ইদানীং তুমি আমার যাবতীয় কামনা পূর্ণ কর। এই মন্ত্রপাঠান্তে প্রথমে মায়াবীজ, পরে স্বাহা পদ উচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে। ৫০। ‡ যজ্ঞকর্ত্তা এইরূপে স্বিষ্টিকৃৎ হোম সমাধা করিয়া এই প্রকার প্রার্থনা করিবে যে, হে পরব্রহ্মন্! এই যজ্ঞে যে কিছু অযুক্ত কার্য্য হইয়াছে, তচ্ছান্তি এবং যজ্ঞসম্পত্তির জন্য আমি ব্যাহৃতি-হোম করিতেছি। অনন্তর হ্রীঁ ভূঃ স্বাহা, হ্রীঁ ভুবঃ স্বাহা, হ্রীঁ স্বঃ স্বাহা এই তিন মন্ত্রে তিনবার আহুতি প্রদান করিবে। পরে হ্রীঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা এই মন্ত্রে একবার আহুতি দিয়া যজমানের হিতসাধক যজ্ঞকর্ত্তা হুত হুতাশনে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। ৫১-৫৩। যজমান কর্ম্মকর্ত্তা হইলে অগ্নিতে স্বয়ং আহুতি প্রদান

* জন্যাৎ—পাঠান্তরম্।

† মন্ত্রোদ্ধার দ্বারা পূর্ণমন্ত্র এই হইল—"হ্রীঁ অস্মিন্ কর্ম্মণি দেবেশ প্রমাদাদ্ভ্রমতোঽপি বা। ন্যূনাধিকং কৃতং যচ্চ সর্ব্বং স্বিষ্টিকৃতং কুরু স্বাহা।"

‡ মন্ত্রটি এই হইল, যথা—"হ্রীঁ অমগ্নে সর্ব্বলোকানাং পাবনঃ স্বিষ্টিকৃৎ প্রভুঃ। যজ্ঞসাক্ষী ক্ষেমকর্ত্তা সর্ব্বান্ কামান্ প্রপূরয় স্বাহা।"

আদৌ মায়াং সমুচ্চার্য্য ততো যজ্ঞপতে বদেৎ।
পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে হৃষ্যন্ত যজ্ঞদেবতাঃ।
ফলানি সম্যগ্ যচ্ছন্তু বহ্নিকান্তাবধির্ম্মনুঃ॥ ৫৫
মন্ত্রেণানেন মতিমানুত্থায় সুসমাহিতঃ।
ফলতাম্বূলসহিতাহুতিং দদ্যাৎ হুতাশনে॥ ৫৬
দত্তপূর্ণাহুতির্ব্বিদ্বান্ শান্তিকর্ম্ম সমাচরেৎ।
প্রোক্ষণীপাত্রতোয়েন কুশৈঃ সম্মার্জ্জয়েচ্ছিরঃ॥ ৫৭
আপঃ সুমিত্রিয়াঃ সন্তু ভবন্ত্বোষধয়ো মম।
আপো রক্ষন্তু মাং নিত্যমাপো নারায়ণঃ স্বয়ম্॥ ৫৮
আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতনঃ।
ইত্যাভ্যাং মার্জ্জনং কৃত্বা ভূমৌ বিন্দূন্ বিনিঃক্ষিপেৎ॥ ৫৯
যে দ্বিষন্তি চ মাং নিত্যং যাংশ্চ দ্বিষ্মো নরান্ বয়ম্।
আপো দুর্ম্মিত্রিয়াস্তেষাং সন্তু ভক্ষন্তু তানপি॥ ৬০

---

করিবে, অভিষেকবিধানেও এইরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। ৫৪। প্রথমে মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞপতে এই পদ উচ্চারণ করিবে। পরে বলিবে, আমার যজ্ঞ পূর্ণ হউক, দেবগণ প্রীত হইয়া সম্যক ফল প্রদান করুন। অনন্তর এই মন্ত্রের শেষে স্বাহা পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। ৫৫। * মতিমান্ ব্যক্তি সুসমাহিতচিত্তে এই মন্ত্র দ্বারা ফলতাম্বূলসহিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবে। ৫৬। পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া শান্তিকর্ম্ম করা বিদ্বান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। প্রথমে কুশ দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্র হইতে জল লইয়া "আপঃ সুমিত্রিয়াঃ সন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে শির সম্মার্জ্জনা করিবে ৫৭। মন্ত্রার্থ এই:— সলিল আমার উত্তম বন্ধু ও ওষধিস্বরূপ, জল নারায়ণস্বরূপ; অতএব আমাদিগকে সতত রক্ষা করুন্। ৫৮। হে জল। তুমি আমাদিগকে সুখ প্রদান করিয়া থাক, তুমি আমাদিগকে ঐহিক বিষয়ও প্রদান কর; এই মন্ত্রোচ্চারণে মস্তক সিক্ত করিয়া ভূমিতে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিবে। ৫৯। পরে 'যে দ্বিষন্তি' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্থাৎ যাহারা সতত আমাদের দ্বেষ করে, আমরা যে সকল লোকের দ্বেষ করি, এই জল তাহাদিগকে ভক্ষণ করুক। ৬০।

* সম্পূর্ণ মন্ত্র এই—হ্রীঁ যজ্ঞপতে পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে হৃষ্যন্ত যজ্ঞদেবতাঃ। ফলানি সম্যগ্ যচ্ছন্ত স্বাহা।

অনেনেশানদিগ্‌ভাগে বিন্দূন্ প্রক্ষিপ্য তান্ কুশান্।
হিত্বা কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা প্রার্থয়েদ্ধব্যবাহনম্॥ ৬১
বুদ্ধিং বিদ্যাং বলং মেধাং প্রজ্ঞাং শ্রদ্ধাং যশঃ শ্রিয়ম্।
আরোগ্যং তেজ আয়ুষ্যং দেহি মে হব্যবাহন॥ ৬২
ইতি প্রার্থ্য বীতিহোত্রং বিসৃজেদমুনা শিবে॥ ৬৩
যজ্ঞ যজ্ঞপতিং গচ্ছ যজ্ঞং গচ্ছ হুতাশন।
স্বাং যোনিং গচ্ছ যজ্ঞেশ পূরয়াস্মন্মনোরথম্॥ ৬৪
অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহেতি মন্ত্রেণাগ্নেরুদগ্‌দিশি।
দত্ত্বা দধ্যাহুতিং বহ্নিং দক্ষিণস্যাং বিচালয়েৎ॥ ৬৫
ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দত্ত্বা ভক্ত্যা নত্বা বিসর্জ্জয়েৎ।
ততস্তু তিলকং কুর্য্যাৎ স্রুবসংলগ্নভস্মনা॥ ৬৬
মায়াং কামং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বশান্তিকরং ভব।
ললাটে তিলকং কুর্য্যাৎ মন্ত্রেণানেন যাজ্ঞিকঃ॥ ৬৭

এই মন্ত্রে কুশ দ্বারা ঈশানকোণে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিয়া কুশগুলিকে পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নির নিকটে প্রার্থনা করিবে। ৬১। হে হব্যবাহন! আমাকে বুদ্ধি, বিদ্যা, বল, মেধা, প্রজ্ঞা, * যশ, শ্রদ্ধা, শ্রী, আরোগ্য, তেজ ও আয়ুঃ এই সকল প্রদান কর। ৬২। হে শিবে! অগ্নির নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া এই মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জ্জন করিবে। ৬৩। হে যজ্ঞ! তুমি যজ্ঞপতির (বিষ্ণুর) নিকট গমন কর, হে হুতাশন! যজ্ঞকে প্রাপ্ত হও। হে যজ্ঞেশ্বর! তুমি স্বকীয় যোনি প্রাপ্ত হও এবং আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। ৬৪। অনন্তর 'অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহা' মন্ত্র পাঠ করত অগ্নির উত্তরদিকে দধি দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া অগ্নিকে দক্ষিণমুখে চালিত করিবে। ৬৫। অনন্তর ব্রহ্মাকে দক্ষিণা দিয়া ভক্তিভরে নমস্কারপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবে অর্থাৎ দর্ভবটুর দর্ভগ্রন্থি মোচন করিবে। পরে স্রুব নামক যজ্ঞপাত্রলগ্ন ভস্ম দ্বারা তিলক করিবে। ৬৬। পরে 'হ্রীঁ ক্লীঁ সর্ব্বশান্তিকরং ভব' এই মন্ত্রে

* বুদ্ধি—শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণশক্তি। বিদ্যা—আত্মজ্ঞান। বল—দৈহিক শক্তি। মেধা—ধারণাশক্তি। প্রজ্ঞা—সারাসারবিবেকনিপুণতা।

শান্তিরস্তু শিবং চাস্তু বাসবাগ্নিপ্রসাদতঃ।
মরুতাং ব্রহ্মণশ্চৈব বসুরুদ্রপ্রজাপতেঃ॥ ৬৮
অনেন মনুনা পুষ্পং ধারয়েন্মস্তকোপরি।*
স্বশক্ত্যা দক্ষিণাং দত্বাৎ হোমপ্রকৃতকর্ম্মণোঃ॥ ৬৯
ইতে তে কথিতা দেবি সর্ব্বকর্ম্মকুশণ্ডিকা।
প্রযোজ্যা শুভকর্ম্মাদৌ যত্নতঃ কুলসাধকৈঃ॥ ৭০
প্রকৃতে কর্ম্মণি শিবে চক্রর্যেষাং কুলাগমঃ।
সিদ্ধ্যর্থং কর্ম্মণাস্তেষাং চক্রকর্ম্ম নিগদ্যতে॥ ৭১
চক্রস্থালী প্রকর্ত্তব্যা তাম্রী বা মৃত্তিকোদ্ভবা॥ ৭২
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা দ্রব্যসংস্করণাবধি।
কৃত্বা কর্ম্ম চক্রস্থালীমানয়েদাত্মসম্মুখে॥ ৭৩
অক্ষতামব্রণাং দৃষ্ট্বা প্রাদেশপরিমাণকম্।
পবিত্রকুশমেকঞ্চ স্থালীমধ্যে নিযোজয়েৎ॥ ৭৪

যজ্ঞকর্ত্তাকে ললাটে তিলক ধারণ করিতে হইবে। ৬৭। পরে ইন্দ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বসুগণ, রুদ্রগণ ও মরুদ্‌গণের প্রসাদে শান্তি ও মঙ্গল হউক। ৬৮। এই মন্ত্রে মস্তকের উপরি আয়ুষ্কর পুষ্প ধারণ করিয়া হোম ও প্রকৃতকর্ম্মের যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে। ৬৯। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকটে সর্ব্বসৎকর্ম্মের কুশণ্ডিকার বিষয় বলিলাম। কুলসাধকদিগের পক্ষে শুভকর্ম্মের অগ্রে সযত্নে ইহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ৭০। হে শিবে! বংশক্রমে প্রকৃত-কর্ম্মে যাঁহাদের চক্র করিবার নিয়ম আছে, তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য চক্র-কর্ম্ম বলিতেছি। ৭১। তাম্র বা মৃত্তিকা-পাত্রই চক্রস্থালীর পক্ষে প্রশস্ত। ৭২। কুশণ্ডিকোক্ত বিধানানুসারে দ্রব্যসংস্কার অবধি সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আত্মসম্মুখে চক্রস্থালী আনয়ন করিবে। ৭৩। চক্রস্থালী অক্ষত ও অব্রণ দেখিয়া প্রাদেশ-পরিমিত একটি পবিত্র (কুশ) † স্থালীমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ৭৪।

* অনেন মনুনায়ুষ্যং ধারয়ন্ মস্তকোপরি—পাঠান্তরম্।

† নির্গর্ভ প্রাদেশপরিমিত সাগ্র কুশপত্রযুগল কুশান্তর দ্বারা যথানিয়মে বেষ্টন করিলে তাহাকেই 'পবিত্র' কহে। প্রমাণ যথা—

"অনন্তর্গর্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেব চ।
প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্রকুত্রচিৎ॥"

আনীয় তণ্ডুলাংস্তত্র সংস্থাপ্য স্থণ্ডিলান্তিকে।
যস্মিন্ কর্ম্মণি যে দেবাঃ পূজনীয়াঃ সুরার্চ্চিতে ॥ ৭৫
তত্তন্নাম চতুর্থ্যন্তমুক্ত্বা ত্বা জুষ্টমীরয়ন্।
গৃহ্লামি নির্ব্বপামীতি প্রোক্ষয়ামি ক্রমাদ্বদন্ ॥ ৭৬ *
গৃহীত্বা নির্ব্বপেৎ স্থাল্যাং প্রোক্ষয়েজ্জলবিন্দুনা।
প্রত্যেকঞ্চতুরো মুষ্টীন্ দেবমুদ্দিশ্য তণ্ডুলান্ ॥ ৭৭
ততো দুগ্ধং সিতাঞ্চৈব দত্ত্বা পাকবিধানতঃ।
সুপচেৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ সাবধানেন সুব্রতে ॥ ৭৮
সুপক্বং কোমলং জ্ঞাত্বা দদ্যাৎ তত্র ঘৃতস্রুবম্ ॥ ৭৯
অগ্নেরুত্তরতঃ পাত্রং বিনিধায় কুশোপরি।
পুনস্ত্রিধা ঘৃতং দত্ত্বা স্থালীমাচ্ছাদয়েৎ কুশৈঃ ॥ ৮০
ততঃ স্রুবে চরুস্থাল্যা ঘৃতাধাবণপূর্ব্বকম্।
কিঞ্চিচ্চরুং সমাদায় জানুহোমং সমাচরেৎ ॥ ৮১

হে সুরার্চ্চিতে! তদনন্তর যজ্ঞস্থলে তণ্ডুল আনয়ন করিয়া স্থণ্ডিলের নিকটে স্থাপনপূর্ব্বক যে কার্য্যে যে দেবতার অর্চ্চনার রীতি আছে, সেই নামে চতুর্থ্যন্ত উল্লেখ করিয়া 'ত্বা জুষ্টম্' এই কথা বলিয়া ক্রমশঃ গৃহ্লামি, নিপর্ব্বামি ও প্রোক্ষয়ামি এই কথা উল্লেখ করত লইতেছি, স্থালীতে রাখিতেছি ও জলসেক করিতেছি বলিবে। ৭৫-৭৬। প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে চারি চারি মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া স্থালীতে রক্ষা ও তাহাতে জলসেক করিবে। ৭৭। † হে সুব্রতে! অনন্তর তাহাতে দুগ্ধ ও শর্করা প্রদান করিয়া সমাহিতচিত্তে সুসংস্কৃত অগ্নিতে যথাবিধি সুন্দররূপে পাক করিবে। ৭৮। যখন উহা কোমল ও সুপক্ক হইয়াছে দেখিবে, তখন ঘৃতাক্ত স্রুব তাহাতে প্রদান করিবে। ৭৯। তৎপরে অগ্নির উত্তরভাগে কুশোপরি চরুস্থালী স্থাপন করিয়া তাহাতে পুনরায় তিনবার ঘৃত প্রদানপূর্ব্বক কুশ দ্বারা চরুস্থালী আচ্ছাদন করিবে। ৮০। অনন্তর চরুস্থালী হইতে স্রুব নামক যজ্ঞপাত্রে কিঞ্চিৎ চরু লইয়া তাহাতে ঘৃত

---

* ক্রমাৎ বদেৎ ইতি বা পাঠঃ।

† তণ্ডুলগ্রহণের মন্ত্র—অমুক দেবায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্লামি। স্থালীতে তণ্ডুলস্থাপনের মন্ত্র—অমুকদেবায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি। তণ্ডুলে জলদানের মন্ত্র—অমুকদেবায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি।

ধারাহোমং ততঃ কৃত্বা প্রধানীভূতকর্ম্মণি।
যত্র যে বিহিতা দেবাস্তন্মন্ত্রৈরাহুতিং চরেৎ ॥ ৮২ *
সমাপ্য প্রকৃতং হোমং স্বিষ্টিকৃদ্ধোমপূর্ব্বকম্।
প্রায়শ্চিত্তাত্মকং হুত্বা কুর্য্যাৎ কর্ম্মসমাপনম্ ॥ ৮৩
সংস্কারেষু প্রতিষ্ঠাসু বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিধেয়ঃ শুভকর্ম্মাদৌ কর্ম্মসংসিদ্ধিহেতবে ॥ ৮৪
অথোচ্যতে মহামায়ে গর্ভাধানাদিকাঃ † ক্রিয়াঃ।
তত্রাদাবৃতুসংস্কারঃ কথ্যতে ক্রমতঃ শৃণু ॥ ৮৫
কৃতনিত্যক্রিয়ঃ শুদ্ধঃ পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
ব্রহ্মা দুর্গা গণেশশ্চ গ্রহা দিকপতয়স্তথা ॥ ৮৬
স্থণ্ডিলস্যেন্দ্রদিগ্ভাগে ঘটেঽেতান্ প্রপূজয়েৎ।
ততস্তু মাতৃকাঃ পূজ্যা গৌর্য্যাদ্যাঃ ষোড়শ ক্রমাৎ ॥ ৮৭

প্রদান করিয়া জানুহোম ‡ করিবে। ৮১। পরে ধারাহোম ¶ করিয়া প্রধানীভূত কর্ম্মে যে যে স্থলে যে দেবতা পূজ্য, তত্তৎদেবতার মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে। ৮২। প্রকৃত হোমসমাপনের পর স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিবে। অনন্তর প্রায়শ্চিত্তহোম সমাধা করিবে। পরে প্রায়শ্চিত্তহোম সমাধা করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিতে হয়। ৮৩। দশবিধ সংস্কার ও প্রতিষ্ঠাকালে এই বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কর্ম্মসংসিদ্ধির জন্য শুভকার্য্যের অগ্রে এইরূপ বিধিতে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ৮৪। হে মহামায়ে! অনন্তর গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়া-কলাপের কথা বলিতেছি। অগ্রে ঋতুসংস্কারের কথা বলি, শ্রবণ কর। ৮৫। নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া শুদ্ধশরীরে প্রথমে ব্রহ্মা, দুর্গা, গণেশ, নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণ এই পঞ্চদেবতার পূজা করিবে। ৮৬। স্থণ্ডিলের পূর্ব্বদিকে ঘটের উপরি উক্ত দেবতাগণের পূজা করিয়া যথাক্রমে গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা

* তন্মন্ত্রৈরাহুতীশ্চরেৎ—পাঠান্তর।
† গর্ভাধানোদিতাঃ—পাঠান্তর।
‡ দক্ষিণজানু ভূতলে পাতিয়া যে হোম করা হয়, তাহাকে জানুহোম বলে।
¶ ধারাহোম—মন্ত্রোচ্চারণকালে স্রুবদ্বারা কোন এক দিক্ হইতে অন্য কোন দিক্ যাবৎ যে হোম করা হয়।

গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তিঃ পুষ্টির্ধৃতিঃ ক্ষমা।
আত্মনো দেবতা চৈব তথৈব কুলদেবতাঃ ॥ ৮৮
আয়ান্তু মাতরঃ সর্ব্বাস্ত্রিদশানন্দকারিকাঃ।
বিবাহব্রতযজ্ঞানাং সর্ব্বাভীষ্টং প্রকল্পতাম্ ॥ ৮৯
যানশক্তিসমারূঢাঃ সৌম্যমূর্ত্তিধরাঃ সদা।
আয়ান্তু মাতরঃ সর্ব্বা যজ্ঞোৎসবসমৃদ্ধয়ে ॥ ৯০
ইত্যাবাহ্য মাতৃগণান্ যথাশক্ত্যা প্রপূজ্য চ।
দেহল্যাং নাভিমাত্রায়াং প্রাদেশপরিমাণতঃ।
সপ্ত বা পঞ্চ বা বিন্দূন্ দদ্যাৎ সিন্দূরচন্দনৈঃ ॥ ৯১
প্রত্যেকবিন্দুং মতিমান্ কামং মায়াং রমাং স্মরন্।
ঘৃতধারামবিচ্ছিন্নাং দত্ত্বা তত্র বসূন্ যজেৎ ॥ ৯২
বসুধারাং প্রকল্প্যেবং যথোক্তেনৈব বর্ত্মনা।
বিরচ্য স্থণ্ডিলং ধীরো বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বকম্।
হোমদ্রব্যাণি সংস্কৃত্য পঞ্চচক্রকমগ্রতঃ ॥ ৯৩

করিবে। ৮৭। তাঁহাদের নাম এই—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, ক্ষমা, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা। ৮৮। 'আয়ান্তু মাতরঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্থাৎ ত্রিদশানন্দকারিণী এই সকল মাতৃগণ আগমন করুন, ইঁহারা বিবাহ, ব্রত ও যজ্ঞকার্য্যে অভিপ্রেত ফল প্রদান করুন ইঁহারা আপনাপন যান ও শক্তিতে সমারূঢ়, সকলেই সৌম্যমূর্ত্তিধারিণী, এই সকল মাতৃগণ যজ্ঞোৎসবসমৃদ্ধির জন্য আগমন করুন। ৮৯-৯০। এই বলিয়া মাতৃগণকে আবাহন এবং যথাশক্তি অর্চ্চনা করিয়া দেহলীতে নাভিপরিমিত উচ্চ প্রাদেশ-প্রমাণ স্থানে সিন্দূর ও চন্দন দ্বারা সাত বা পাঁচটি বিন্দু অঙ্কিত করিবে। ৯১। মতিমান ব্যক্তি ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই তিনটি বীজ স্মরণ করিয়া প্রত্যেক বিন্দুর উপরিভাগে অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা প্রদান পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা বসুর পূজা করিবে। ৯২। ধীর ব্যক্তি যথোক্ত মতানুসারে এইরূপে বসুধারা প্রস্তুত করিয়া স্থণ্ডিল রচনা করত তাহাতে বহ্নিস্থাপন

প্রাজাপত্যশ্চরুশ্চাত্র বায়ুনামা হুতাশনঃ ।
সমাপ্য ধারাহোমান্তং কৃত্যমার্ত্তবমারভেৎ ॥ ৯৪
হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা চরুণৈবাহুতিত্রয়ম্ ।
প্রদায়ৈকাহুতিং দত্তাদিমং মন্ত্রমুদীরয়ন্ ॥ ৯৫
বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু ।
আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ ৯৬
আজ্যেন চরুণা বাপি সাজ্যেন চরুণাপি বা ।
সূর্য্যং প্রজাপতিং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতিমুৎসৃজেৎ ॥ ৯৭
গর্ভং ধেহি সিনীবালী * গর্ভং ধেহি সরস্বতী ।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥ ৯৮
ধ্যাত্বা দেবীং সিনীবালীং সরস্বত্যশ্বিনৌ তথা ।
স্বাহান্তং মনুনানেন দত্তাদাহুতিমুত্তমাম্ ॥ ৯৯
ততঃ কামং বধূং † মায়াং রমাং কূর্চ্চং সমুচ্চরন্ ।
অমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি সস্থিতম্ ।
উক্ত্বা ধ্যাত্বা রবিং বিষ্ণুং জুহুয়াৎ সংস্কৃতেঽনলে ॥ ১০০

পূর্ব্বক হোমদ্রব্য সংস্কার করিয়া উৎকৃষ্ট চরু পাক করিবে । ৯৩ । ঋতুসংস্কারকার্য্যে যে চরু প্রস্তুত হয়, তাহার নাম প্রাজাপত্য চরু, ইহার অগ্নির নাম বায়ু । পূর্ব্বোক্ত বিধানে ধারাহোম পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া ঋতুকর্ম্ম আরম্ভ করিবে । ৯৪ । হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা এই মন্ত্রে চরু দ্বারা প্রজাপতির উদ্দেশে তিনটি আহুতি দিবে, পরে বিষ্ণুর্যোনিং ইত্যাদি মন্ত্রে একটি আহুতি দিবে অর্থাৎ বিষ্ণু উৎপাদক, ত্বষ্টা রূপবিধায়ক, প্রজাপতি নিষেককর্ত্তা এবং ধাতা এই গর্ভ-সম্পাদনকর্ত্তা হউন্ বলিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে । ৯৫-৯৬ । এই আহুতি-দানকালে সূর্য্য, প্রজাপতি ও বিষ্ণুর ধ্যান করিতে করিতে ঘৃত দ্বারা অথবা চরু দ্বারা কিংবা সঘৃত চরু দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে । ৯৭ । অনন্তর তুমি দেবী সিনীবালীরূপিণী হইয়া গর্ভধারণ কর, তুমি সরস্বতীরূপে গর্ভধারণ কর, পুষ্করমালাধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার গর্ভাধান করুন, এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্বাহা উচ্চারণ করিয়া সুন্দর আহুতি প্রদান করিবে । ৯৮-৯৯ । পরে ক্লীঁ স্ত্রীঁ

* সিনীবালী ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে ।
† বধূং—পাঠান্তরম্ ।

যথেয়ং পৃথিবী দেবী হ্যুত্তানা গর্ভমাদধে।
তথা ত্বং গর্ভমাধেহি দশমে মাসি সূতয়ে।
স্বাহান্তেনামুনা বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতিমাচরেৎ॥ ১০১ *
পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যাত্বা বিষ্ণুং পরাৎপরম্।
বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন রূপেণ নার্য্যামস্যাং বরীয়সম্।
সুতমাধেহি ঠদ্বয়যুক্ত্বা বহ্নৌ হবিস্ত্যজেৎ॥ ১০২
কামেন পুটিতাং মায়াং মায়য়া পুটিতাং বধূম্।
পুনঃ কামঞ্চ মায়াঞ্চ পঠিত্বাস্যাঃ শিরঃ স্পৃশেৎ॥ ১০৩
পতিপুত্রবতীভিশ্চ নারীভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
শিরশ্চালভ্য হস্তাভ্যাং বধ্বাঃ ক্রোড়াঞ্চলে পতিঃ॥ ১০৪
বিষ্ণুং দুর্গাং বিধিং সূর্য্যং ধ্যাত্বা দদ্যাৎ ফলত্রয়ম্।
ততঃ স্বিষ্টিকৃতং হুত্বা প্রায়শ্চিত্ত্যা সমাপয়েৎ॥ ১০৫ †

হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রূঁ বীজ উচ্চারণ করিয়া অমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি স্বাহা, এই মন্ত্রে সূর্য্য ও বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া সংস্কৃত বহ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। ১০০। পরে বিষ্ণুধ্যান করত 'যথেয়ং পৃথিবী' ইত্যাদি অর্থাৎ এই সুবিস্তীর্ণ ধরণী যেরূপ গর্ভ ধারণ করে, তুমিও সেইরূপ দশম মাসে সন্তানপ্রসবের জন্য গর্ভ ধারণ কর, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহার পর স্বাহা পদ উচ্চারণান্তে আহুতি প্রদান করিবে। ১০১। অনন্তর পুনর্ব্বার ঘৃত লইয়া পরাৎপর বিষ্ণুর ধ্যান করিবে, হে বিষ্ণো! তুমি প্রধানরূপ দ্বারা এই নারীতে শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপাদন কর, এই মন্ত্র পাঠ করত স্বাহা পদ উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। ১০২। পরে কামপুটিত মায়া ও মায়াপুটিত বধূ ও কাম এবং মায়া পাঠ করিয়া সেই স্ত্রীর শিরোদেশ স্পর্শ করিবে। ১০৩। ‡ অনন্তর পতি-পুত্রবতী নারীসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া পতি দুই হস্তে পত্নীর মস্তক স্পর্শ করত বিষ্ণু, দুর্গা, বিধি ও সূর্য্যকে ধ্যান করত তাহার ক্রোড়াঞ্চলে ফলত্রয় প্রদানপূর্ব্বক স্বিষ্টিকৃৎ ও প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া কর্ম্ম

* ধ্যায়ন্নাহুতিমাহরেৎ—পাঠান্তরম্।
† প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ইতি বা পাঠঃ।
‡ অর্থাৎ ক্লীঁ স্ত্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ পাঠ করিয়া স্পর্শ করিবে।

যদ্বা প্রদোষসময়ে গৌরীশঙ্করপূজনাৎ।
ভাস্করার্ঘ্যপ্রদানাচ্চ দম্পত্যোঃ শোধনং ভবেৎ॥ ১০৬
আর্ত্তবং কথিতং কর্ম্ম গর্ভাধানমথো শৃণু॥১০৭
তত্রাত্রাবন্তরাত্রৌ বা যুগ্মায়াং নিশি ভার্য্যয়া।
সদনাভ্যন্তরং গত্বা দেবং ধ্যাত্বা প্রজাপতিম্॥ ১০৮
স্পৃশন্ পত্নীং পঠেদ্ভর্ত্তা মায়াবীজপুরঃসরম্।
আবয়োঃ সুপ্রজায়ৈ ত্বং শয্যে শুভকরী ভব॥ ১০৯
আরুহ্য ভার্য্যয়া শয্যাং প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।
উপবিশ্য স্ত্রিয়ং পশ্যন্ হস্তমাধায় * মস্তকে।
বামেন পাণিনালিঙ্গ্য স্থানে স্থানে মনুং জপেৎ॥ ১১০
শীর্ষে কামং শতং জপ্ত্বা চিবুকে বাগ্‌ভবং শতম্।
কণ্ঠে রমাং বিংশতিধা স্তনদ্বন্দ্বে শতং শতম্॥ ১১১॥
হৃদয়ে দশধা মায়াং নাভৌ তাং পঞ্চবিংশতিম্।
জপ্ত্বা যোনৌ করং দত্ত্বা কামেন সহ বাগ্‌ভবম্॥ ১১২

---

শেষ করিবে। ১০৪-১০৫। অথবা প্রদোষকালে হরগৌরীর পূজা করিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক দম্পতির শোধন হইতে পারে। ১০৬। আমি তোমার নিকটে ঋতুশোধন-মন্ত্র বলিলাম, এক্ষণে গর্ভাধানের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১০৭। ঋতুসংস্কারের সেই রাত্রি অথবা অন্য কোন যুগ্মরাত্রিতে ভার্য্যার সহিত ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক দেব প্রজাপতির ধ্যান করিয়া পত্নীকে স্পর্শ করত মায়াবীজ উচ্চারণপূর্ব্বক 'আবয়োঃ সুপ্রজায়ৈ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে, অর্থাৎ হে শয্যে! আমাদের সুসন্তান উৎপত্তির জন্য তুমি শুভকরী হও, ইহা বলিবে। ১০৮-১০৯। অনন্তর ভার্য্যার সহিত শয্যাতে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করত ভার্য্যাকে দর্শনপূর্ব্বক তদীয় মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিবে এবং বাম হস্তে ভার্য্যাকে আলিঙ্গন করত স্থানে স্থানে মন্ত্রজপ করিবে। ১১০। মস্তকে ক্লীঁ শতবার, চিবুকে ঐঁ শতবার, কণ্ঠে শ্রীঁ বিংশতিবার এবং স্তনদ্বয়ে শ্রীঁ বীজ এক এক শতবার জপ করিবে। ১১১। হৃদয়ে মায়াবীজ দশবার, নাভিতে হ্রীঁ বীজ পঞ্চবিংশতিবার জপ করিয়া যোনিতে কর প্রদান করত ক্লীঁ ঐঁ এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশত

* হস্তমাধায়—পাঠান্তরম্।

শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা লিঙ্গেহপ্যেবং সমাচরন্।
বিকাশ্য মায়য়া যোনিং স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ সুতাপ্তয়ে ॥ ১১৩
রেতঃসম্পাতসময়ে ধ্যাত্বা বিশ্বকৃতং পতিঃ। *
নাভেরধস্তাৎ চিৎকুণ্ডে রক্তিকায়াং † প্রপাতয়েৎ ॥ ১১৪
শুক্রসেকান্তরে বিদ্বানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১১৫
যথাগ্নিনা সগর্ভা ভূর্দ্যৌর্যথা বজ্রধারিণী।
বায়ুনা দিগ্‌গর্ভবতী তথা গর্ভবতী ভব ॥ ১১৬
জাতে গর্ভে ঋতৌ তস্মিন্নন্যস্মিন্ বা মহেশ্বরি।
তৃতীয়ে গর্ভমাসে তু চরেৎ পুংসবনং গৃহী ॥ ১১৭
কৃতনিত্যক্রিয়ো ভর্ত্তা পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
গৌর্য্যাদিমাতৃকাশ্চৈব বসোর্দ্ধারাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১৮
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কৃত্বা পূর্ব্বোক্তবিধিনা সুধীঃ।
ধারাহোমান্তমাপাদ্য কুর্য্যাৎ পুংসবনক্রিয়াম্ ॥ ১১৯
প্রাজাপত্যশ্চরুস্তত্র চন্দ্রনামা হুতাশনঃ ॥ ১২০

জপ করিয়া লিঙ্গে ঐরূপ জপ করিবে। অনন্তর হ্রীঁ এই মন্ত্রোচ্চারণে যোনির বসননিকাশন পূর্ব্বক সন্তানপ্রাপ্তির জন্য স্ত্রী-সহবাস করিবে। ১১২-১১৩। রেতঃক্ষরণকালে পতি প্রজাপতির ধ্যান করিয়া নাভির অধোদেশে চিৎকুণ্ডে রক্তিকা নাড়ীতে বীজ নিপাতিত করিবে। ১১৪। শুক্রনিঃসারণসময়ে স্বামীকে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। ১১৫। পৃথিবী যেরূপ অগ্নিকে ধারণ করিয়া গর্ভবতী হইয়াছে, বজ্রধারীকে ধারণ করিয়া সুরপুরী যেরূপ গর্ভিণী হইয়াছে, বায়ুদ্বারা দিক্ যেরূপ গর্ভবতী হইয়াছে, তুমিও সেইরূপ গর্ভবতী হও। ১১৬। হে পরমেশ্বরি! সেই ঋতুতে বা অন্য ঋতুতে গর্ভসঞ্চার হইলে গৃহী ব্যক্তি, গর্ভাধান হইতে তৃতীয় মাসে পুংসবন নামক সংস্কার করিবে। ১১৭। পুংসবনকালে ভর্ত্তা নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা করত গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজান্তে বসুধারা দিবে। ১১৮। অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে ধারাহোম পর্য্যন্ত শেষ করত পুংসবনকার্য্য করিবে। ১১৯। এই সংস্কারের চরুর নাম প্রাজাপত্য এবং অগ্নির নাম

* পতিম্—পাঠান্তরম্।
† রক্তিকায়াং—ইতি বা পাঠঃ।

গব্যে দধি যবৈকৈকং দ্বৌ মাষাবপি নিক্ষিপেৎ।
পতিঃ পৃচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং ভদ্রে কিং ত্বং পিবসি ত্রিঃ কৃতম্॥ ১২১
ততঃ সীমন্তিনী ব্রূয়াৎ মায়া-পুংসবনং ত্রিধা। *
প্রসূতীংস্ত্রীন্ পিবেন্নারী যবমাষযুতং দধি॥ ১২২
জীবৎসুতাভির্বনিতাং যাগস্থানং সমানয়েৎ।
সংস্থাপ্য বামভাগে তাং চরুহোমং সমাচরেৎ॥ ১২৩
পূর্ব্ববচ্চরুমাদায় মায়া-কূর্চ্চং সমুচ্চরন্।
যে গর্ভবিঘ্নকর্ত্তারো যে চ গর্ভবিনাশকাঃ॥ ১২৪
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালা বালঘাতকাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয় দ্বন্দ্বং গর্ভরক্ষাং কুরু দ্বিঠঃ॥ ১২৫
মন্ত্রেণানেন রক্তোয়ং চিন্তয়িত্বা হুতাশনম্।
রুদ্রং প্রজাপতিং ধ্যায়ন্ প্রদদ্যাৎ দ্বাদশাহুতীঃ॥ ১২৬
ততো মায়াচন্দ্রমসে স্বাহেত্যাহুতিপঞ্চকম্।
দত্ত্বা ভার্য্যাহৃদি স্পৃষ্ট্বা মায়াং লক্ষ্মীং শতং জপেৎ॥ ১২৭

চরু। ১২০। পরে স্বামীও গব্য দধিতে একটি যব এবং দুইটি মাষকলায় নিক্ষেপ করিয়া পত্নীকে এই কথা তিনবার জিজ্ঞাসা করিবে, ভদ্রে! তুমি কি পান করিতেছ? পত্নী উত্তর করিবে, আমি পুত্রপ্রসবের কারণীভূত সামগ্রী পান করিতেছি। এই বলিয়া যব ও মাষকলায়যুক্ত দধি তিনবার পান করিবে। ১২১-১২২। পরে পতিপুত্রবতী কুলকামিনীগণ পত্নীকে যাগস্থানে আনয়ন করাইয়া পতির বামদিকে বসাইয়া চরুহোম আরম্ভ করিবে। ১২৩। প্রথমে পূর্ব্বের ন্যায় চরু লইয়া হ্রীঁ হুঁ উচ্চারণপূর্ব্বক যাহারা গর্ভের বিঘ্নকর্ত্তা ও গর্ভবিনাশক এবং যে সকল ভূত, প্রেত, পিশাচ ও বেতাল বালকের প্রাণসংহারক, তাহাদিগকে বিনষ্ট কর, গর্ভ রক্ষা কর, এই মন্ত্রের পর স্বাহা পদ উচ্চারণ করিবে। তাহা হইলে 'হ্রীঁ হুঁ যে গর্ভবিঘ্নকর্ত্তারো যে চ গর্ভবিনাশকাঃ। ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালা বালঘাতকাঃ। তান্ সর্ব্বান্ নাশয় নাশয় গর্ভরক্ষাং কুরু স্বাহা' এই মন্ত্রোদ্ধার হইবে। ১২৪-১২৫। এই মন্ত্রোচ্চারণে রক্তাকার হুতাশনের ধ্যান করিয়া রুদ্র ও প্রজাপতির ধ্যান করত দ্বাদশবার আহুতি প্রদান করিবে। ১২৬। অনন্তর হ্রীঁ চন্দ্রমসে স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করত

* মায়া পুংসবনং ত্রিধা—পাঠান্তরম্।

ততঃ স্বিষ্টিকৃতং হুত্বা প্রায়শ্চিত্তা * সমাপয়েৎ।
ততস্তু পঞ্চমে মাসি দদ্যাৎ পঞ্চামৃতং স্ত্রিয়ৈ ॥ ১২৮
শর্করা মধু দুগ্ধঞ্চ ঘৃতং দধি সমাংশকম্।
পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং দেহশুদ্ধৌ বিধীয়তে ॥ ১২৯
বাগ্‌ভবং মদনং লক্ষ্মীং মায়াং কূর্চ্চং পুরন্দরম্।
পঞ্চদ্রব্যোপরি শিবে প্রজপ্য পঞ্চ পঞ্চধা।
একীকৃত্যামৃতাঙ্গত্র প্রাশয়েদ্দয়িতাং পতিঃ ॥ ১৩০ †
সীমন্তোন্নয়নং কুর্য্যান্মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমেঽপি বা।
যাবন্ন জায়তেঽপত্যং তাবৎ সীমন্তনক্রিয়া ॥ ১৩১
পূর্ব্বোক্তধারাহোমান্তং কর্ম্ম কৃত্বা স্ত্রিয়া সহ।
উপবিশ্যাসনে প্রাজ্ঞঃ প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্।
বিষ্ণবে ভাস্বতে ধাত্রে বহ্নিজায়াং সমুচ্চরন্ ॥ ১৩২
ততশ্চন্দ্রসরং ধ্যাত্বা শিবনাম্নি হুতাশনে।
সপ্তধা হবনং কুর্য্যাৎ সোমমুদ্দিশ্য মানবঃ ॥ ১৩৩

পঞ্চ আহুতি প্রদান করিয়া স্ত্রীর হৃদয় স্পর্শ করত একশতবার হ্রীঁ শ্রীঁ মন্ত্র জপ করিবে। ১২৭। পরে স্বিষ্টিকৃৎ হোম সমাপন করিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যাহৃতি-হোম দ্বারা প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে। অনন্তর গর্ভের পঞ্চমমাসে ভার্য্যাকে পঞ্চামৃত পান করাইতে হয়। ১২৮। দেহশুদ্ধির জন্য দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি এই পাঁচটি দ্রব্য সমান ভাগ করিয়া পঞ্চামৃত প্রস্তুত করিয়া লইবে। ১২৯। হে শিবে! পতি পূর্ব্বোক্ত পাঁচ দ্রব্যের প্রত্যেকের উপরি পাঁচবার ঐঁ ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ লঁ এই কয়েকটি বীজ জপ করত পঞ্চামৃত একত্র করিয়া পত্নীকে পান করাইবে। ১৩০। গর্ভের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসেই সীমন্তোন্নয়নের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, যাবৎ অপত্য না জন্মে, তাবৎকালেই সীমন্তনক্রিয়ার সময়। ১৩১। জ্ঞানী স্বামী ধারাহোম সমাধা করিয়া পত্নীর সহিত আসনে উপবেশন করত বিষ্ণবে স্বাহা, ভাস্বতে স্বাহা ও ধাত্রে স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিনবার আহুতি প্রদান করিবে। ১৩২। পরে চন্দ্রের ধ্যান করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শিব নামক হুতাশনে

* প্রায়শ্চিত্তং ইতি বা পাঠঃ।
† প্রাশয়েদপি তাং পতিঃ—পাঠান্তরম্।

অশ্বিনৌ বাসবং বিষ্ণুং শিবং দুর্গাং প্রজাপতিম্।
ধ্যাত্বা প্রত্যেকতো দত্তাদাহুতীঃ পঞ্চধা শিবে ॥ ১৩৪
স্বর্ণকঙ্কতিকাং ভর্ত্তা গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।
সীমন্তোদ্বদ্ধকেশান্তঃ কেশপাশে নিবেশয়েৎ ॥ ১৩৫
শিবং বিষ্ণুং বিধিং ধ্যায়ন্ মায়াবীজং সমুচ্চরন্ ॥ ১৩৬
ভার্য্যে কল্যাণি সুভগে দশমে মাসি সুব্রতে।
সুপ্রসূতা ভব প্রীতা প্রসাদাদ্বিশ্বকর্ম্মণঃ ॥ ১৩৭
আয়ুষ্মতী কঙ্কতিকা বর্চ্চস্বী তে শুভং কুরু।
ততঃ সমাপয়েৎ কর্ম্ম স্বিষ্টিকৃদ্ধবনাদিভিঃ ॥ ১৩৮
জাতমাত্রং সুতং দৃষ্ট্বা দত্ত্বা স্বর্ণং গৃহান্তরে।
পূর্ব্বোক্তবিধিনা ধীরো ধারাহোমং সমাপয়েৎ ॥ ১৩৯
ততঃ পঞ্চাহুতীর্দদ্যাৎ অগ্নিমিন্দ্রং প্রজাপতিম্।
বিশ্বান্ দেবাংশ্চ ব্রহ্মাণমুদ্দিশ্য তদনন্তরম্ ॥ ১৪০
মধুসর্পিঃ কাংস্যপাত্রে সমানীয় সমাংশকম্।
বাগ্ভবং শতধা জপ্ত্বা প্রাশয়েত্তনয়ং পিতা ॥ ১৪১

সপ্তধা আহুতি প্রদান করিবে। ১৩৩। হে শিবে! অনন্তর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা ও প্রজাপতির ধ্যান করত প্রত্যেকের উদ্দেশে পাঁচটি আহুতি প্রদান করিবে। ১৩৪। পরে পতি দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণকঙ্কতিকা (চিরুণী) গ্রহণান্তে পত্নীর সীমন্ত (স্বাপ্টা) হইতে বদ্ধকেশ (খোঁপা) পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া সেই বদ্ধকেশে চিরুণী সমেত নিবদ্ধ করিয়া দিবে। ১৩৫। সীমন্তোন্নয়নে শিব, বিষ্ণু ও বিধির ধ্যান করিয়া হ্রীঁ বীজ উচ্চারণ করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে, হে কল্যাণি! হে সুভগে ভার্য্যে! তুমি বিশ্বকর্ম্মার প্রসাদে দশম মাসে সুসন্তান প্রসব করিয়া প্রীত ও আয়ুষ্মতী হও। এই কঙ্কতিকা তোমার তেজোবৃদ্ধি করুক, তুমি শুভকার্য্য সম্পন্ন কর। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সীমন্তোন্নয়ন সমাধার পর স্বিষ্টিকৃৎ হোমাদি দ্বারা কর্ম্ম শেষ করিবে। ১৩৬-১৩৮। সন্তান জন্মিবামাত্র সুবর্ণ প্রদান পূর্ব্বক পুত্রমুখ দর্শন করিয়া সূতিকা ব্যতিরিক্ত অন্তগৃহে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ধারাহোম সম্পাদন করা জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ১৩৯। পরে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বদেবগণ ও ব্রহ্মার উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। ১৪০। পরে পিতা

দক্ষহস্তানামিকয়া মন্ত্রমিদং সমুচ্চরন্ ।
আয়ুর্বর্চো বলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদা শিশো ॥ ১৪২
ইত্যায়ুর্জননং কৃত্বা গুপ্তং নাম প্রকল্পয়েৎ ।
কৃতোপনয়নে পুত্রে তেন নাম্না সমাহ্বয়েৎ ॥ ১৪৩
প্রায়শ্চিত্তাদিকং কৃত্বা জাতকর্ম্ম সমাপয়েৎ ।
নালচ্ছেদং ততো ধাত্রী কুর্য্যাদুৎসাহপূর্ব্বকম্ ॥ ১৪
যাবন্ন ছিদ্যতে নালং তাবচ্ছৌচং ন বাধতে ।
প্রাগেব নাড়িকাচ্ছেদাদ্দৈবীং পৈত্রীং ক্রিয়াঞ্চরেৎ ॥ ১৪৫
কুমার্য্যাশ্চাপি কর্ত্তব্যমেবমেবমমন্ত্রকম্ ।
ষষ্ঠে বা চাষ্টমে মাসি নাম কুর্য্যাৎ প্রকাশতঃ ॥ ১৪৬
স্নাপয়িত্বা শিশুং মাতা পরিধাপ্যাম্বরে শুভে ।
ভর্ত্তুঃ পার্শ্বং সমাগত্য প্রাঙ্মুখং স্থাপয়েৎ সুতম্ ॥ ১৪৭
অভিষিঞ্চেৎ শিশোর্ম্মূর্দ্ধ্নি সহিরণ্যকুশোদকৈঃ ।
জাহ্নবী যমুনা রেবা সুপবিত্রা সরস্বতী ॥ ১৪৮

কাংস্যপাত্রে মধু ও ঘৃত সমানভাগ করিয়া তাহাতে একশতবার ঐঁ বীজ জপ করিয়া উহা পুত্রকে পান করাইবেন। ১৪১। বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্র পাঠ করিবে, হে শিশো। তোমার আয়ু, তেজ, বল ও মেধা বর্দ্ধিত হউক, এই বলিয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা দ্বারা শিশুকে উহা পান করাইবে। ১৪২। এইরূপে আয়ুষ্করকার্য্য করিয়া শিশুর গুপ্ত নাম রক্ষা করিবে, উপনয়নের সময় শিশুকে সেই নামে আহ্বান করিতে হইবে। ১৪৩। পরে প্রায়শ্চিত্তাদি সমাপন করিয়া জাতকর্ম্ম শেষ করিবে। অনন্তর ধাত্রী পরমোৎসাহে নাড়ীচ্ছেদ করিবে। ১৪৪। যতক্ষণ নাড়ীচ্ছেদ না ঘটে, ততক্ষণ অশৌচ হয় না, সুতরাং ইহার মধ্যে দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। ১৪৫। কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে এই সমুদয় কার্য্য মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতিরেকে হইয়া থাকে। পরে ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে নামকরণ করাই বিধি। ১৪৬। নামকরণকালে শিশুকে স্নান ও সুন্দর বস্ত্র পরিধান করাইয়া স্বামীর নিকটে আনয়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইতে হইবে। ১৪৭। অনন্তর পিতা স্বর্ণ সহিত কুশোদকে শিশুর মস্তকে অভিষেক করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে। জাহ্নবী, যমুনা, রেবা, সুপবিত্রা সরস্বতী,

নর্ম্মদা বরদা কুন্তী সাগরাশ্চ সরাংসি চ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৪৯
ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন।
মহেরণায় চক্ষসে ॥ ১৫০
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ ॥ ১৫১
ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১৫২
অভিষিচ্য ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈঃ পূর্ব্ববদ্‌বহ্নিসংক্রিয়াম্।
কৃত্বা সম্পাদ্য ধারান্তং দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীঃ সুধীঃ ॥ ১৫৩
অগ্নয়ে প্রথমাং দত্ত্বা বাসবায় ততঃ পরম্।
ততঃ প্রজানাম্পতয়ে বিশ্বদেবেভ্য এব চ।
ব্রহ্মণে চাহুতিং দদ্যাদ্বহ্নৌ পার্থিবসংজ্ঞকে ॥ ১৫৪
ততোঽঙ্কে পুত্রমাদায় শ্রাবয়েৎ দক্ষিণশ্রুতৌ।
মন্ত্রাক্ষরং সুখোচ্চার্য্যং শুভং নাম বিচক্ষণঃ ॥ ১৫৫
শ্রাবয়িত্বা ত্রিধা নাম ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদ্য চ।
ততঃ সমাপয়েৎ কর্ম্ম কৃত্বা স্বিষ্টিকৃদাদিকম্ ॥ ১৫৬

নর্ম্মদা, বরদা, কুন্তী, সাগর ও সরোবরসকল ইঁহারা ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধির জন্য তোমাকে অভিষিক্ত করুন্। ১৪৮-১৪৯। হে জলসকল! তোমরা সুখবিধাতা, অতএব আমাদের ইহলোকে অন্নসংস্থান কর ও পরলোকে আমাদিগকে পরমব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত কর। ১৫০। হে জলসকল! তোমরা মাতার ন্যায় স্নেহপূর্ণ, সেই জন্য আমাদিগকে উত্তম মঙ্গলময় রস প্রদান কর। ১৫১। হে জলসকল! তোমরা যে রস দ্বারা জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছ, সেই রস আমাদিগকে পান করাও, আমরা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হই। ১৫২। জ্ঞানবান্ পিতা এই তিনটি মন্ত্রে পুত্রের অভিষেক করিয়া পূর্ব্ববৎ বহ্নিসংস্কার করিবে এবং ধারাহোম পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। ১৫৩। অনন্তর পার্থিব নামক অগ্নিতে যথাক্রমে অগ্নি, বাসব, প্রজাপতি, বিশ্বদেবগণ ও ব্রহ্মার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিবে। ১৫৪। পরে বিচক্ষণ পিতা পুত্রকে অঙ্কে গ্রহণ করিয়া তাহার দক্ষিণ-কর্ণে মন্ত্রাক্ষর এবং সুখোচ্চার্য্য মঙ্গলকর নাম শ্রবণ করাইবেন। ১৫৫। এইরূপে তিনবার নাম শ্রবণ করাইয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোম

কন্যায়া নিষ্ক্রমো নাস্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে।
নামান্নপ্রাশনং চূড়াং কুর্য্যাদ্ধীমানমন্ত্রকম্ ॥ ১৫৭
চতুর্থে মাসে ষষ্ঠে বা কুর্য্যান্নিষ্ক্রামণং শিশোঃ ॥ ১৫৮
কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্নাতঃ সম্পূজ্য গণনায়কম্।
স্নাপয়িত্বা তু তনয়ং বস্ত্রালঙ্কারভূষিতম্।
সংস্থাপ্য পুরতো বিদ্বানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥১৫৯
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবো দুর্গা গণেশো ভাস্করস্তথা।
ইন্দ্রো বায়ুঃ কুবেরশ্চ বরুণোঽগ্নির্বৃহস্পতিঃ।
শিশোঃ শুভং প্রকুর্ব্বন্তু রক্ষন্তু পথি সর্ব্বদা ॥ ১৬০
ইত্যুক্ত্বাঙ্কে সমাদায় গীতবাদ্যপুরঃসরম্।
বহির্নিষ্ক্রাময়েদ্বিদ্বান্ সানন্দঃ স্বজনৈঃ সহ।
গত্বাধ্বনি কিয়দ্দূরং শিশুং সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥ ১৬১
ওঁ হ্রীং তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাৎ শুক্রমুচ্চরৎ।
পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্ ॥ ১৬২

প্রভৃতি সমাধা-করণানন্তর ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। ১৫৬। কন্যা-সন্তানের নিষ্ক্রমণ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নাই। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মন্ত্রপাঠ ব্যতিরেকে তাহাদের নামকরণ, অন্নাশন ও চূড়াকরণ সম্পন্ন করিবেন। ১৫৭। চতুর্থ বা ষষ্ঠ মাসে শিশুর নিষ্ক্রমণ-সংস্কার করিতে হয়। ১৫৮। এই সময় পিতা নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক পুত্রকে স্নান ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করাইয়া গণেশের পূজা করিবেন, পরে সম্মুখে স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। ১৫৯। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, গণেশ, ভাস্কর, ইন্দ্র, বায়ু কুবের, বরুণ, অগ্নি ও বৃহস্পতি ইঁহারা সকলেই এই শিশুর মঙ্গলবিধান করুন এবং পথে ইহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে থাকুন। ১৬০। পিতা এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দিতচিত্তে স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া গীতবাদ্যপুরঃসর তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবেন। কিয়দ্দূরে গমন করিয়া পথে শিশুকে সূর্য্য দর্শন করাইবেন। ১৬১। তৎকালের মন্ত্র 'ওঁ হ্রীং তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং' ইত্যাদি অর্থাৎ শুক্রকে অতিক্রম করিয়া দেবগণেরও হিতকর সূর্য্যরূপ যে চক্ষু বর্ত্তমান, তাহা আমরা এক শত বৎসর দর্শন করি এবং তদ্দর্শনে আমরা শতবৎসর জীবনধারণ

ইত্যাদিত্যং দর্শয়িত্বা নবাগত্য নিজালয়ম্।
অর্থ্যং দত্বা দিনেশায় স্বজনান্ ভোজয়েৎ পিতা ॥ ১৬৩
ষষ্ঠে মাসি কুমারস্ত মাসি বাপ্যষ্টমে শিবে।
পিতৃভ্রাতা পিতা বাপি কুর্য্যাদন্নাশনক্রিয়াম্ ॥ ১৬৪
পূর্ব্ববদ্দেবপূজাদিবহ্নিসংস্করণং তথা। *
এবং ধারান্তকর্ম্মাণি সম্পাদ্য বিধিবৎ পিতা ॥ ১৬৫
দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীস্তত্র শুচিনাম্নি হুতাশনে।
অগ্নিমুদ্দিশ্য প্রথমাং দ্বিতীয়াং বাসবং স্মরন্ ॥ ১৬৬
ততঃ প্রজাপতিং দেবং বিশ্বান্ দেবান্ ততঃ পরম্।
ব্রহ্মাণঞ্চ সমুদ্দিশ্য পঞ্চমীমাহুতীং ত্যজেৎ ॥ ১৬৭
ততোঽগ্নাবন্নদাং ধ্যাত্বা দত্তপঞ্চাহুতীঃ পিতা।

করিয়া থাকি। ১৬২। এইরূপে শিশুকে সূর্য্যদর্শন করাইয়া ভবনে প্রত্যাগমন-করণানন্তর সূর্য্যার্ঘ্যপ্রদানাবসানে স্বজনগণকে ভোজন করাইতে হইবে। ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে পিতা বা পিতৃভ্রাতা তাহার অন্নাশনসংস্কার সম্পাদন করিবেন। ১৬৩-১৬৪। † তৎকালে পূর্ব্ববৎ দেবপূজা ও বহ্নিসংস্কার সমাধা করিয়া যথাবিধানে ধারাহোম পর্য্যন্ত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। ১৬৫। অনন্তর শুচিনামা অগ্নিতে পঞ্চাহুতি প্রদান করিবেন; অগ্নিকে প্রথম, ইন্দ্রকে দ্বিতীয়, প্রজাপতিকে তৃতীয়, বিশ্বদেবগণকে চতুর্থ ও ব্রহ্মাকে পঞ্চম আহুতি দিতে হইবে। ১৬৬-১৬৭। ‡ পরে অগ্নিতে অন্নদা দেবীর ধ্যান করিয়া তদুদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান করত

* বহ্নিসংস্করণক্রিয়া—পাঠান্তরম্।

† ষষ্ঠ মাসে বা অষ্টম মাসে পুত্রের এবং পঞ্চম মাসে বা সপ্তম মাসে কন্যার অন্নপ্রাশন শাস্ত্রবিহিত। ফল কথা, পুত্রের পক্ষে মুখ্যকাল ষষ্ঠ মাস এবং কন্যার পক্ষে পঞ্চম মাসই বুঝিতে হইবে। তবে কোন কারণে মুখ্যকালে না হইলে পুত্রের অষ্টম মাসে ও কন্যার সপ্তম মাসে অন্নাশন সংস্কার করিবে। প্রমাণ যথা—

"অন্নপ্রাশনং কার্য্যং মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমে বুধৈঃ।
স্ত্রীণাস্তু পঞ্চমে মাসি সপ্তমে প্রজগৌ মুনিঃ।"

‡ আহুতিদানের মন্ত্র যথা—ওঁ (অথবা হ্রীঁ) অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ (অথবা হ্রীঁ) বাসবায় স্বাহা, ওঁ (অথবা হ্রীঁ) প্রজাপতয়ে স্বাহা, ওঁ (অথবা হ্রীঁ) বিশ্বেদেবেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ (অথবা হ্রীঁ) ব্রহ্মণে স্বাহা।

তত্রাথবা গৃহেঽন্যস্মিন্ বস্ত্রালঙ্কারশোভিতম্।
ক্রোড়ে নিধায় তনয়ং প্রাশয়েৎ পায়সামৃতম্॥ ১৬৮
পঞ্চপ্রাণাহুতৈর্মন্ত্রৈর্ভোজয়িত্বা তু পঞ্চধা।
ততোঽন্নব্যঞ্জনাদীনাং দত্ত্বা কিঞ্চিৎ শিশোর্মুখে॥ ১৬৯
শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষেণ প্রায়শ্চিত্ত্যা সমাপয়েৎ। *
ইত্যন্নপ্রাশনং প্রোক্তং চূড়াবিধিমতঃ শৃণু॥ ১৭০
তৃতীয়ে পঞ্চমে বর্ষে কুলাচারানুসারতঃ।
চূড়াকর্ম্ম শিশোঃ কুর্য্যাদ্বালসংস্কারসিদ্ধয়ে॥ ১৭১
দেবপূজাদিধারান্তং কর্ম্ম নিষ্পাদ্য সাধকঃ।
সত্যাগ্নেরুত্তরে দেশে বৃষগোময়পূরিতম্॥ ১৭২
তিলগোধূমসংযুক্তং শরাবং স্থাপয়েদ্বুধঃ।
কবোষ্ণং সলিলঞ্চাপি ক্ষুরমেকং সুশাণিতম্॥ ১৭৩
আসাদ্য তনয়ং তত্র জনকঃ স্বীয়বামতঃ।
সংস্থাপ্য জননীক্রোড়ে কবোষ্ণসলিলৈশ্চ তৈঃ। ১৭৪
বারুণং দশধা জপ্ত্বা † সম্মার্জ্জ্য শিশুমূর্দ্ধজান্।
মায়য়া কুশপত্রাভ্যাং জুষ্টিমেকাং প্রকল্পয়েৎ॥ ১৭৫

---

সেই গৃহ বা অন্য গৃহে কুমারকে বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করাইয়া, ক্রোড়ে গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহার মুখে পায়সামৃত পান করাইবেন। ১৬৮। অনন্তর শিশুকে পায়স ভোজন করাইয়া, শিশুর মুখে কিঞ্চিৎ অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিবে। ১৬৯। পরে শঙ্খ ও তূর্য্যাদি শব্দের সহিত প্রায়শ্চিত্তহোম সমাধা করিয়া ক্রিয়া সমাধা করিবেন। আমি তোমার নিকটে অন্নাশনবিধি বর্ণন করিলাম, এক্ষণে চূড়াকরণবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭০। কুলাচারক্রমে জন্মকালের তৃতীয় বা পঞ্চম বর্ষে সংস্কার-সিদ্ধির জন্য শিশুর চূড়াকর্ম্ম করিবে। ১৭১। বিচক্ষণ সাধক দেবপূজা হইতে ধারাহোম পর্য্যন্ত সমুদয় কার্য্য শেষ করিয়া সত্য নামক অগ্নির উত্তরদিকে বৃষগোময়পূরিত তিলগোধূমযুক্ত একটি শরাবে উষ্ণ জল এবং একখানি সুশাণিত ক্ষুর স্থাপন করিবেন। ১৭২-১৭৩। অনন্তর পিতা সেই স্থানে আপনার বাম-দিকে মাতৃক্রোড়ে বালককে রাখিয়া, বরুণবীজ দশবার জপ করত ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা শিশুর মস্তক সম্মার্জ্জন করিয়া হ্রীঁ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দুইটি কুশপত্র দ্বারা

* প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ইতি বা পাঠঃ।
† বারুণ্যাং দশধা জপ্ত্বা—পাঠান্তরম্।

মায়াং লক্ষ্মীং ত্রিধা জপ্ত্বা গৃহীত্বা লৌহজং ক্ষুরম্।
ছিত্বা তু চূড়িকামূলং মাতৃহস্তে * নিবেশয়েৎ ॥ ১৭৬
কুমারমাতা হস্তাভ্যামাদায় গোময়ান্বিতে।
শরাবে স্থাপয়েচ্চূড়িং নাপিতায় পিতা বদেৎ ॥ ১৭৭
ক্ষুরমুণ্ডিন্ শিশোঃ ক্ষৌরং সুখং সাধয় ঠদ্বয়ম্।
পঠিত্বা নাপিতং পশ্যন্ সত্যনামনি পাবকে।
প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্ ॥ ১৭৮
নাপিতেন কৃতক্ষৌরং স্নাপয়িত্বা শিশুং ততঃ।
বস্ত্রালঙ্কারমাল্যেন ভূষয়িত্বাগ্নিসন্নিধৌ ॥ ১৭৯
স্ববামভাগে সংস্থাপ্য স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং পিতা ॥ ১৮০
মায়া শিশো তে কুশলং কুরুতাং বিশ্বকৃদ্বিভুঃ।
পঠিত্বৈনং শিশোঃ কর্ণে স্বর্ণময্যা শলাকয়া।
রাজত্যা লৌহময্যা বা কর্ণবেধং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৮১

মস্তকে একটি চূড়িকা বন্ধন করিবে। ১৭৪-১৭৫। অনন্তর তিনবার হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া লৌহক্ষুর ধারণপূর্ব্বক চূড়িকার মূলভাগ ছেদন করত মাতৃহস্তে স্থাপন করিবে। ১৭৬। মাতা দুই হস্তে চূড়িকা গ্রহণ করিয়া গোময়যুক্ত নব শরাবে স্থাপন করিবে; পরে পিতা নাপিতকে বলিবেন, 'ক্ষুরমুণ্ডিন্! শিশোঃ ক্ষৌরং সুখং সাধয় স্বাহা' অর্থাৎ হে ক্ষুরমুণ্ডিন্! তুমি সুখে শিশুর ক্ষৌরকার্য্য কর, ইহা বলিয়া স্বাহা পদ উচ্চারণ করিবে। পিতা এই মন্ত্র পাঠ করত নাপিতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রজাপতির উদ্দেশে সত্য নামক অগ্নিতে তিনবার আহুতি প্রদান করিবে। ১৭৭-১৭৮। নাপিত বালকের ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিলে পিতা বালককে স্নান করাইয়া তাহাকে বস্ত্রালঙ্কার ও মাল্যে শোভিত করত অগ্নির সম্মুখে আত্মবামে স্থাপন করিয়া, স্বিষ্টিকৃৎ হোম শেষ করিবে। পরে প্রায়শ্চিত্তহোমাবসানে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। ১৭৯-১৮০। অনন্তর 'হ্রীঁ শিশো তে কুশলং কুরুতাং বিশ্বকৃদ্বিভুঃ' অর্থাৎ বিশ্বকৃৎ বিভু তোমার মঙ্গলসাধন করুন, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বর্ণ, রজত

---

* ছিত্বা তু চূড়িকাং দদ্যান্মাতৃহস্তে—পাঠান্তরম্।

আপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রেণ অভিষিচ্য সুতং ততঃ।
শান্ত্যাদিদক্ষিণাং কৃত্বা চূড়াকর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৮২
গর্ভাধানাদিচূড়ান্তং সমানং সর্ব্বজাতিষু।
শূদ্রসামান্তজাতীনাং সর্ব্বমেতদমন্ত্রকম্ ॥ ১৮৩
জাতকর্ম্মাদিচূড়ান্তং কুমার্য্যাশ্চাপ্যমন্ত্রকম্।
কর্ত্তব্যং পঞ্চভির্ব্বর্ণৈরেকং নিক্রমণং বিনা ॥ ১৮৪
অথোচ্যতে দ্বিজাতীনামুপবীতক্রিয়াবিধিঃ।
যস্মিন্ কৃতে দ্বিজন্মানো দৈবপৈত্রাধিকারিণঃ ॥ ১৮৫
গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে কুর্য্যাদুপনয়ং শিশোঃ।
ষোড়শাব্দাধিকো নোপনেতব্যো নিষ্ক্রিয়োঽপি সঃ ॥ ১৮৬
কৃতনিত্যক্রিয়ো বিদ্বান্ পঞ্চদেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
গৌর্য্যাদিমাতৃকাশ্চৈব বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৮৭

বা লৌহশলাকা দ্বারা শিশুর কর্ণবেধ করিবে। ১৮১। পরে 'আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুব' ইত্যাদি মন্ত্রে পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া শান্তিকর্ম্ম সমাধার পর, দক্ষিণা-প্রদানান্তে চূড়াকর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৮২। গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কারে সকল জাতিরই অধিকার, কেবল শূদ্রাদি সামান্ত জাতির পক্ষে এই সংস্কারেব সময় মন্ত্র পাঠ করিতে নাই। ১৮৩। কন্যা-সন্তানের পক্ষে জাতকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সমুদয় সংস্কা-কারে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পঞ্চবর্ণ মন্ত্রপাঠ ব্যতিরেকে এই সকল সংস্কার করিবেন, কেবল কন্তার পক্ষে নিক্রমণের ব্যবস্থা নাই। ১৮৪। এক্ষণে দ্বিজাতিগণের উপনয়নবিধি বলিতেছি, উপনয়নকার্য্য সমাহিত হইলে দ্বিজগণ দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যে অধিকারী হইয়া থাকেন। ১৮৫। গর্ভাষ্টমে বা অষ্টম বৎসরে উপনয়ন হওয়াই বিধি, ষোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে উপনয়ন দিতে নাই এবং সেই অনুপনীত বালকের দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মে অধিকার থাকে না। ১৮৬। * বিদ্বান্ ব্যক্তি নিত্যক্রিয়া সমাধাপূর্ব্বক পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া গৌর্য্যাদি ষোড়শ

* অষ্টম বৎসর বয়সেই উপনয়ন সংস্কার বিধিবিহিত; উহাকেই মুখ্যকাল বলা যায়। অনন্তর ষোড়শবর্ষ যাবৎ গৌণকাল জানিতে হয়। ষোড়বর্ষমধ্যে যাহার উপনয়ন না হয়, তাহাকে ব্রাত্য কহে। যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্তকরণান্তে পুনরায় উপনয়ন সংস্কার হইলে তবে ব্রাত্য ব্যক্তি 'দ্বিজ' আখ্যায় আখ্যাত হইতে পারে। প্রমাণ যথা—

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কুর্য্যাৎ দেবতাপিতৃতৃপ্তয়ে।
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা ধারাহোমান্তমাচরেৎ॥ ১৮৮
প্রাতঃ কৃতাশনং বালং স্নাতং সমলঙ্কৃতম্।
শিখাং বিনা কৃতক্ষৌরং ক্ষৌমাম্বরবিভূষিতম্॥ ১৮৯
ছায়ামণ্ডপমানীয় সমুদ্ভবহুতাশিতুঃ।
সমীপে চাত্মনো বামে সংস্থাপ্য বিমলাসনে॥ ১৯০
শিষ্যং বদেদ্‌ব্রহ্মচর্য্যং কুরু বৎস ততঃ শিশুঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং করোমীতি গুরবে বিনিবেদয়েৎ॥ ১৯১
ততো গুরুঃ প্রসন্নাত্মা শিশবে শান্তচেতসে।
কাষায়বাসসী দদ্যাৎ দীর্ঘায়ুষ্টায় বর্চ্চসে॥ ১৯২
মৌঞ্জীং কুশময়ীং বাপি ত্রিবৃতাং গ্রন্থিসংযুতাম্।
তূষ্ণীং চ মেখলাং দদ্যাৎ কাষায়াম্বরধারিণে॥ ১৯৩

মাতৃকার পূজান্তে বসুধারা দিবে। ১৮৭। অনন্তর দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া কুশণ্ডিকাবিধিক্রমে ধারাহোম পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ১৮৮। প্রাতঃকালে বালককে স্নান ও ভোজন করাইয়া অলঙ্কার ও পট্টবস্ত্র পরাইবে, * বালকের শিখামাত্র রাখিয়া মস্তকমুণ্ডন করিতে হইবে। ১৮৯। অনন্তর বালককে ছায়ামণ্ডপে আনয়ন করিয়া সমুদ্ভব নামক অগ্নির সম্মুখে আত্মবামে বিমল আসনে উপবেশন করাইবে। ১৯০। পরে গুরু ঐ শিষ্যকে বলিবেন, বৎস! তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। শিষ্য বলিবে, আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেছি। ১৯১। অনন্তর গুরু প্রসন্নবদনে প্রশান্তচিত্ত শিষ্যকে তেজোবৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ুর জন্য কাষায় বস্ত্রযুগল প্রদান করিবেন। ১৯২। তখন গুরু মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক কষায়বসনধারী শিষ্যকে মুঞ্জ বা

† "দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥"

* যে বালক উপবাসে অসমর্থ, তাহাকেই ভোজন করাইতে হয়; কিন্তু কেবলমাত্র ফলমূলাদি ও দুগ্ধ লঘু আহার করাইবে। প্রমাণ যথা—
"ইক্ষুরাপঃ পয়শ্চৈব তাম্বুলং ফলমৌষধম্।
ভক্ষয়িত্বা তু কর্ত্তব্যা স্নানদানাদিকা ক্রিয়া॥"

মায়াবৃচ্চার্য্য সুভগা মেখলা স্তাৎ শুভপ্রদা।
ইত্যুক্ত্বা মেখলাং বদ্ধা মৌনী তিষ্ঠেৎ গুরোঃ পুরঃ ॥ ১৯৪
যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতির্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ ॥ ১৯৫
মন্ত্রেণানেন শিশবে দদ্যাৎ কৃষ্ণাজিনান্বিতম্।
যজ্ঞোপবীতং দণ্ডঞ্চ বৈণবং খাদিরঞ্চ বা ॥ ১৯৬
পালাশমথবা দদ্যাৎ ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভবম্ ॥ ১৯৭
আপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রেণ মায়য়া পুটিতেন চ।
ত্রিরাবৃত্ত্যা কুশাম্ভোভির্ভিষিঞ্চেত্তদনন্তরম্।
অভিষিচ্য ততস্তোয়ৈঃ পূরয়েদ্বালকাঞ্জলিম্ ॥ ১৯৮
তদঞ্জলিং দিনেশায় দাতারং ব্রহ্মচারিণম্। *
তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রেণ দর্শয়েদ্ভাস্করং গুরুঃ ॥ ১৯৯

কুশময়ী গ্রন্থিযুক্ত ত্রিবৃতা ( তিন হালি মেখলা ) প্রদান করিবেন। ১৯৩। শিষ্য হ্রীঁ উচ্চারণ করিয়া, এই সুভগা মেখলা আমার শুভদায়িনী হউক, এই কথা বলিয়া কটিদেশে উহা ধারণপূর্ব্বক মৌনভাবে গুরুর সম্মুখে অবস্থিতি করিবে। ১৯৪। পরে গুরু 'যজ্ঞোপবীতং' প্রভৃতি অর্থাৎ এই যজ্ঞোপবীত পরম পবিত্র, পূর্ব্বে বৃহস্পতি এই সহজ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছিলেন। এই আয়ুর্ব্বর্দ্ধক শ্রেষ্ঠ শুভ্র যজ্ঞোপবীত ধারণ কর। তোমার বল ও তেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। ১৯৫। গুরু এই মন্ত্রপাঠে বালককে কৃষ্ণাজিনযুক্ত যজ্ঞোপবীত এবং বেণু, খদির, পলাশ অথবা অন্য ক্ষীরবৃক্ষনির্ম্মিত † দণ্ড প্রদান করিবেন। ১৯৬-১৯৭। অনন্তর গুরু হ্রীঁ বীজ দ্বারা পুটিত আপো হি ষ্ঠা এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করত কুশজলে বালককে অভিষিক্ত করিবেন এবং কুশ দ্বারা জল লইয়া বালকের অঞ্জলি পূর্ণ করিবেন। ১৯৮। ব্রহ্মচারী সেই জলাঞ্জলি সূর্য্যকে প্রদান করিলে পর গুরু 'তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং' এই মন্ত্র পাঠ করত তাহাকে সূর্য্যদর্শন

* দাতব্যং ব্রহ্মচারিণম্—পাঠান্তরম্।
† অশ্বত্থ, বট, পলাশ, পাকুড় ও যজ্ঞডুমুর এই পঞ্চবৃক্ষকে ক্ষীরবৃক্ষ কহে। অনেকে ক্ষীরিবৃক্ষও বলিয়া থাকেন।

ধৃত্বা তাঙ্করমাচার্য্যো বদেন্মাণবকং ততঃ।
মম ব্রতে মনো ধেহি মম চিত্তং দদামি তে।
জুষস্বৈকমনা বৎস মম বাচোঽস্তু তে শিবম্॥ ২০০
হৃদি স্পৃষ্ট্বা পঠিত্বৈনং কিন্নামাসীতি তং বদেৎ।
শিষ্যস্ত্বমুকশর্ম্মাহং ভবন্তমভিবাদয়ে॥ ২০১
কস্য ত্বং ব্রহ্মচারীতি গুরৌ পৃচ্ছতি পার্ব্বতি। *
শিষ্যঃ সাবহিতো ব্রূয়াদ্ভবতো ব্রহ্মচার্য্যহম্॥ ২০২
ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচারী ত্বমাচার্য্যস্তে হুতাশনঃ।
ইত্যুক্ত্বা সদ্‌গুরুঃ পশ্চাদ্দেবেভ্যস্তং সমর্পয়েৎ॥ ২০৩
ত্বাং প্রজাপতয়ে বৎস সবিত্রে বরুণায় চ।
পৃথিব্যৈ বিশ্বদেবেভ্যঃ সর্ব্বদেবেভ্য এব চ।
সমর্পয়ামি তে সর্ব্বে রক্ষন্তু ত্বাং নিরন্তরম্॥ ২০৪
ততো মাণবকো বহ্নিং দক্ষিণাবর্ত্তযোগতঃ।
গুরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য স্বাসনে পুনরাবিশেৎ॥ ২০৫

করাইবেন। ১৯৯। অনন্তর গুরু "মম ব্রতে" ইত্যাদি শিষ্যকে বলিবেন, অর্থাৎ তুমি আমার ব্রতানুষ্ঠানে মনঃসংযোগ কর, আমি তোমাকে আমার মন সমর্পণ করিতেছি। বৎস! তুমি একমনে আমার ব্রত আচরণ কর, আমার উক্তি তোমার কল্যাণদায়িনী হউক। ২০০। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গুরু শিষ্যের হৃদয় স্পর্শ করত বলিবেন, বৎস! তোমার নাম কি? শিষ্য উত্তর দিবে, আমি আপনার শিষ্য, আমার নাম অমুক শর্ম্মা, আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। ২০১। হে পার্ব্বতি! অনন্তর গুরু জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি কাহার ব্রহ্মচারী? উত্তরে অবহিতচিত্তে শিষ্য বলিবে, আমি আপনারই ব্রহ্মচারী। ২০২। অনন্তর সদ্‌গুরু শিষ্যকে বলিবেন, তুমি ইন্দ্রের ব্রহ্মচারী, হুতাশন তোমার আচার্য্য, এই কথা বলিয়া তিনি শিষ্যকে দেবগণের নিকট অর্পণ করিবেন। ২০৩। তৎকালে 'ত্বাং প্রজাপতয়ে' ইত্যাদি মন্ত্র অর্থাৎ বৎস! তোমাকে প্রজাপতি, সবিতা, বরুণ, পৃথিবী, বিশ্বদেবগণ ও সমস্ত দেবতাগণের নিকটে সমর্পণ করিতেছি, তাঁহারা নিরন্তর তোমাকে রক্ষা করুন, ইহা পাঠ করিবেন। ২০৪। অনন্তর মাণবক দক্ষিণাবর্ত্তযোগে অগ্নি ও গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার

* গুরুঃ পৃচ্ছতি পার্ব্বতি ইতি বা পাঠঃ।

গুরুঃ শিষ্যেণ সংস্পৃষ্টঃ সমুদ্ভবহুতাশনে।
পঞ্চদেবান্ সমুদ্দিশ্য দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীঃ প্রিয়ে ॥ ২০৬
প্রজাপতিস্তথা শক্রো বিষ্ণুর্ব্রহ্মা শিবস্তথা ॥ ২০৭
মায়াদিবহ্নিজায়ান্তৈর্জুহুয়াৎ স্বস্বনামভিঃ।
অনুক্তমন্ত্রে সর্ব্বত্র বিধিরেষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২০৮
ততো দুর্গা মহালক্ষ্মীঃ সুন্দরী ভুবনেশ্বরী।
ইন্দ্রাদিদশদিক্পালা ভাস্করাদিনবগ্রহাঃ ॥ ২০৯
প্রত্যেকনাম্না হুত্বৈতান্ বাসসাচ্ছাদ্য বালকম্।
পৃচ্ছেন্মাণবকো প্রাজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যাভিমানিনম্।
কো বাশ্রমস্তে তনয় * ব্রূহি কিন্তে মনোগতম্ ॥ ২১০
ততঃ শিষ্যঃ সাবহিতো ধৃত্বা গুরুপদদ্বয়ম্।
করোতু মামাশ্রমিণং ব্রহ্মবিদ্যোপদেশতঃ ॥ ২১১
এবং প্রার্থয়মানস্য দক্ষকর্ণে শিশোস্তদা।

স্বকীয় আসনে উপবেশন করিবে। ২০৫। হে প্রিয়ে! শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমুদ্ভব নামক অগ্নিতে পঞ্চ দেবতার উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। ২০৬। পরে প্রজাপতি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই সকল দেবতার নাম করিয়া আদিতে হ্রীঁ ও অন্তে স্বাহা উচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে।† যে মন্ত্রে কোন বিধি উল্লিখিত হয় নাই, সে মন্ত্রেও ঐরূপ হ্রীঁ স্বাহা বলিতে হইবে। ২০৭-২০৮। অনন্তর দুর্গা, মহালক্ষ্মী, সুন্দরী, ভুবনেশ্বরী, ইন্দ্রাদি দিক্পাল ও সূর্য্যাদি নবগ্রহের প্রত্যেকের নামোল্লেখপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে।‡ পরে প্রাজ্ঞ গুরু ব্রহ্মচর্য্যাভিমানী বালকের মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, হে পুত্র! এক্ষণে কোন্ আশ্রম তোমার বাঞ্ছনীয় এবং তোমার মনোগত ভাব কি? ২০৯-২১০। শিষ্য সাবহিতচিত্তে গুরুর পাদপদ্ম ধারণপূর্ব্বক বলিবে, আপনি ব্রহ্মোপদেশ দ্বারা আমাকে গৃহস্থাশ্রমী করুন। ২১১। হে শিবে! শিশু এইরূপ প্রার্থনা

* কো বাশ্রমস্তে তনয়—পাঠান্তরম্।

† হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, হ্রীঁ পুরন্দরায় স্বাহা, হ্রীঁ বিষ্ণবে স্বাহা, হ্রীঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, হ্রীঁ শিবায় স্বাহা এইরূপ মন্ত্রে আহুতি দিতে হয়।

‡ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা, হ্রীঁ মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা, হ্রীঁ সুন্দর্য্যৈ স্বাহা, হ্রীঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ স্বাহা, হ্রীঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্পালেভ্যঃ স্বাহা, হ্রীঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ স্বাহা এইরূপ মন্ত্রে আহুতি দিবে।

শ্রাবয়িত্বা ত্রিধা তারং সর্ব্বমন্ত্রময়ং শিবে।
ব্যাহৃতিত্রয়মুচ্চার্য্য সাবিত্রীং শ্রাবয়েদ্‌গুরুঃ ॥ ২১২
ঋষিঃ সদাশিবঃ প্রোক্তশ্ছন্দস্ত্রিষ্টুবুদাহৃতম্।
অধিষ্ঠাত্রী তু সাবিত্রী মোক্ষার্থে বিনিয়োগিতা ॥ ২১৩
আদৌ তৎসবিতুঃ পশ্চাদ্বরেণ্যং পদমুচ্চরেৎ।
ভর্গঃ পদান্তে দেবস্য ধীমহীতি পদং বদেৎ ॥ ২১৪
ততস্তু পরমেশানি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
পুনঃ প্রণবমুচ্চার্য্য সাবিত্র্যর্থং গুরুর্ব্বদেৎ ॥ ২১৫
ত্র্যক্ষরাত্মকতারেণ পরেশঃ প্রতিপাদ্যতে।
পাতা হর্ত্তা চ সংস্রষ্টা যো দেবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ২১৬
অসৌ দেবস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
অতো বিশ্বময়ং ব্রহ্ম বাচ্যং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ২১৭

করিলে গুরু তাহার দক্ষিণকর্ণে সর্ব্বমন্ত্রময় প্রণব তিনবার শ্রবণ করাইয়া, ভূর্ভুবঃস্বঃ এই তিনটি ব্যবহৃতি উচ্চারণপূর্ব্বক গায়ত্রীর উপদেশ দিবেন। ২১২। এই সাবিত্রীর ঋষি সদাশিব, ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ, সাবিত্রী দেবী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও মোক্ষার্থে বিনিয়োগ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২১৩। * আদৌ তৎসবিতুঃ এই পদ পাঠ করিয়া পশ্চাৎ বরেণ্যং উচ্চারণ করত, তদনন্তর ভর্গ পদোচ্চারণের পর, দেবস্য ধীমহি এই পদ পাঠ করিবে। ২১৪। হে পরমেশ্বরি! তৎপশ্চাৎ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, ইহা উচ্চারণ করিয়া গুরু শিষ্যকে গায়ত্রীর অর্থ জানাইয়া দিবেন। ২১৫। † ত্র্যক্ষরাত্মক প্রণব দ্বারা যে পরম পদার্থ প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে, যে দেবতা প্রকৃতি হইতেও প্রধান, যিনি সৃষ্টি, পালন ও সংহারকর্ত্তা, তিনিই ত্রিলোকাত্মা এবং ত্রিগুণ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন, অতএব তিনটি ব্যাহৃতি দ্বারা বিশ্বময় ব্রহ্ম অভিহিত

* গায়ত্রীর ঋষ্যাদিন্যাস এই, যথা—"অস্যা গায়ত্র্যাঃ সদাশিবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সাবিত্র্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মোক্ষার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ, হৃদি সাবিত্র্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, মোক্ষাবাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ।

† জপের সময় আদ্যন্তে প্রণবযোগ করত ব্যাহৃতি সমেত গায়ত্রী জপ করাই বিধি। সমগ্র গায়ত্রী যথা—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

তারব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ।
জগদ্রূপস্ত সবিতুঃ সংস্রষ্টুর্দীব্যতো বিভোঃ॥ ২১৮
অন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ।
ধ্যায়েম তৎ পরং সত্যং সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্॥ ২১৯
যো ভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি নঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ॥ ২২০
ইত্থমর্থযুতাং ব্রহ্মবিদ্যামাদিশ্য সদ্গুরুঃ।
শিষ্যং নিযোজয়েদ্দেবি গৃহস্থাশ্রমকর্ম্মসু॥ ২২১
ব্রহ্মচর্য্যোচিতং বেশং বৎসেদানীং পরিত্যজ।
শাম্ভবোদিতমার্গেণ দেবান্ পিতৄন্ সমর্চ্চয়॥ ২২২
ব্রহ্মবিদ্যোপদেশেন পবিত্রং তে কলেবরম্।
প্রাপ্তা গৃহস্থাশ্রমিতা তদুক্তং কর্ম্ম কল্পয়॥ ২২৩

হইতেছেন। ২১৬-২১৭। যিনি প্রণব ও ব্যাহৃতিত্রয়ের বাচ্য, তিনি সাবিত্রীর দ্বারা জ্ঞেয় হইয়া থাকেন, তিনি জগতের সবিতা, দীপ্ত্যাদিক্রিয়ার আশ্রয়স্বরূপ বিভু। ২১৮। তদন্তর্গত যোগিগণেরও বরণীয় মহা জ্যোতিঃ আমরা ধ্যান করি, তিনিই পরম সত্য, সর্ব্বব্যাপী ও সনাতন। ২১৯। যিনি মহাজ্যোতিঃ, সর্ব্বসাক্ষী ও ঈশ্বর, তিনিই আমাদের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকলকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে বিনিয়োগ করিয়া থাকেন। ২২০। * সদ্গুরু এইরূপ অর্থযুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়া শিষ্যকে গৃহস্থাশ্রম-কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। ২২১। তিনি বলিবেন, বৎস! এক্ষণে তুমি ব্রহ্মচর্য্যোপযোগী বেশ পরিত্যাগ কর, শম্ভু-প্রদর্শিত পথানুসারে দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা কর। ২২২। তোমার শরীর এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে পবিত্র হইয়াছে, তুমি গৃহস্থাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছ; অতএব তদ্বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান

* অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, গায়ত্রী দেবী সাবিত্রী নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা—

"সর্ব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা স তু কীর্ত্ত্যতে।
যতস্তদ্দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ।
বেদপ্রসবনাচ্চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥"

'গায়ত্রী শব্দের সাধারণতঃ অর্থ এই যে, যাঁহার দ্বারা পাঠকারী উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, তিনিই গায়ত্রী। প্রমাণ যথা—

"গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা।"

উপবীতদ্বয়ং দিব্যবস্ত্রালঙ্করণানি চ।
গৃহাণ পাদুকাচ্ছত্রং গন্ধমাল্যানুলেপনম্॥ ২২৪
ততঃ কাষায়বসনং কৃষ্ণাজিনসমন্বিতম্।
যজ্ঞসূত্রং মেখলাঞ্চ দণ্ডং ভিক্ষাকরণ্ডকম্॥ ২২৫
আচারাদর্জ্জিতাং ভিক্ষাং সমর্প্য গুরবে শিবে।
শুদ্ধোপবীতযুগলং পরিধায়াম্বরে শুভে॥ ২২৬
গন্ধমাল্যধরস্তূষ্ণীং তিষ্ঠেদাচার্য্যসন্নিধৌ।
ততো গৃহস্থাশ্রমিণং শিষ্যমেতদ্বদেদ্গুরুঃ॥ ২২৭
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব।
স্বাধ্যায়াশ্রমকর্ম্মাণি যথাধর্ম্মেণ সাধয়॥ ২২৮
ইত্যাদিশ্য দ্বিজং পশ্চাৎ সমুদ্ভবহুতাশনে।
মায়াদিপ্রণবান্তেন ভূর্ভুবঃস্বমন্ত্রেণ চ॥ ২২৯
হাবয়িত্বা ত্রিধাচার্য্যঃ স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরন্।
দত্বা পূর্ণাহুতিং ভদ্রে ব্রতকর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ২৩০

কর। ২২৩। হে বৎস! তুমি এক্ষণে উপবীতদ্বয়,* দিব্য বস্ত্র, অলঙ্কার, পাদুকা, ছত্র, গন্ধমাল্য ও অনুলেপন গ্রহণ কর। ২২৪। অনন্তর কষায়রঞ্জিত বস্ত্র, কৃষ্ণাজিন, যজ্ঞসূত্র, মেখলা, দণ্ড, ভিক্ষাপাত্র ও আচারানুযায়ী অর্জ্জিত ভিক্ষাদ্রব্য গুরুকে সমর্পণ করিয়া, কেবল শুদ্ধ উপবীত এবং সুন্দর বস্ত্রযুগল পরিধান করত গন্ধমাল্য ধারণপূর্ব্বক নীরবে আচার্য্য-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, আচার্য্য শিষ্যকে বলিবেন, তুমি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ হইয়া যথাবিধি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি অনুসারে অধ্যয়ন ও গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্মসমুদয় সম্পন্ন কর। ২২৫-২২৮। গুরু দ্বিজ শিষ্যকে এইরূপ আদেশ দিয়া প্রথমে মায়া, শেষে প্রণব পাঠ করত ভূর্ভুবঃস্বঃ এই তিন মন্ত্রে তিনবার হোম করিয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোম সমাধা করিবেন। হে ভদ্রে! অনন্তর পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া ব্রতকর্ম্ম

---

* এই যে দুইটি উপবীতের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে একটি যজ্ঞার্থ ধৃত হইয়া থাকে, অবশিষ্টটি মনোবাক্যকায় দ্বারা সংযমের চিহ্নস্বরূপ ধারণ করা হয়। সম্প্রদায় ও বেদের অধিকারী অনুসারে এই উপবীতের প্রত্যেকটি ত্রিগুণিতসূত্রে গায়ত্র্যাদি পাঠ সহকারে, গ্রন্থি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জীবসেকাদিসংস্কারা ব্রতান্তাঃ পিতৃতো নব।
উদ্বাহঃ পিতৃতো বাপি স্বতোঽপি সিধ্যতি প্রিয়ে ॥ ২৩১
বিবাহাহ্নি কৃতস্নানঃ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ কৃতী।
পঞ্চদেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য গৌর্য্যাদিমাতৃকাস্তথা।
বসোর্ধারাং কল্পয়িত্বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥ ২৩২
রাত্রৌ প্রতিশ্রুতং পাত্রং গীতবাদ্যপুরঃসরম্।
ছায়ামণ্ডপমানীয় উপবেশ্য বরাসনে ॥ ২৩৩
বাসবাভিমুখং দাতা পশ্চিমাভিমুখো বিশেৎ।
আচম্য স্বস্তিমৃদ্ধিঞ্চ কথয়েদ্‌ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥ ২৩৪
সাধুপ্রশ্নং বরং পৃচ্ছেদর্চ্চনাপ্রশ্নমেব চ।
বরাৎ প্রশ্নোত্তরং নীত্বা পাদ্যাদ্যৈর্ব্বরমর্চ্চয়েৎ ॥ ২৩৫

সমাপন করিবেন। ২২৯-২৩০। জীবসেকাদি উপনয়ন পর্য্যন্ত এই নয়টি সংস্কার পিতাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন, পরিণয়সংস্কার স্বয়ং অথবা পিতা নিষ্পন্ন করিতে পারেন। ২৩১। কৃতী ব্যক্তি বিবাহদিবসে স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া পঞ্চ দেবতার অর্চ্চনা করত গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিবে, অনন্তর বসুধারাদানের পর বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়। ২৩২। প্রতিশ্রুত পাত্র গীতবাদ্যপুরঃসর রাত্রিকালে উপস্থিত হইলে ছায়ামণ্ডপে আনিয়া তাহাকে বরের আসনে উপবেশন করাইতে হইবে। ২৩৩। পূর্ব্বাভিমুখে পাত্র এবং পশ্চিমাভিমুখে দাতাকে উপবেশন করিতে হইবে। পরে কন্যাদাতা আচমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করিবেন। ২৩৪। * পরে কন্যাদাতা পাত্রকে সাধুপ্রশ্ন ও অর্চ্চনাপ্রশ্ন করিয়া তদুত্তর গ্রহণপূর্ব্বক

* স্বস্তিবাচন-ঋদ্ধিবাচনাদির প্রণালী যথা—"হ্রীঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুকগোত্রস্যামুকস্য শুভবিবাহকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্ত" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত বারত্রয় "হ্রীঁ পুণ্যাহং হ্রীঁ পুণ্যাহং হ্রীঁ পুণ্যাহং" বলিতে হয়। এই বলিয়া নাবাচমুদ্রাযোগে তিনবার তণ্ডুল বিকিরণ করিতে হয়। এই ভাবে "হ্রীঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্" প্রভৃতি বলিয়া "ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্ত" বলিবে। পর "হ্রীঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্" প্রভৃতি বলিয়া "স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্ত" বলিতে হয়। পরে হ্রীঁ স্বস্তি "হ্রীঁ স্বস্তি" বলিয়া পূর্ব্ববৎ তণ্ডুল বিকিরণ করিবে। তদনন্তর এই সূক্ত পাঠ করিবে, যথা—

"হ্রীঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদা স্বস্তি
নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।"
সূক্তপাঠান্তে 'হ্রীঁ স্বস্তি হ্রীঁ স্বস্তি হ্রীঁ স্বস্তি' উচ্চারণপূর্ব্বক তণ্ডুল বিকিরণ করিতে হয়।

সমর্পয়ামি বাক্যেন দেয়দ্রব্যং সমর্পয়েৎ।
পাদয়োরর্পয়েৎ পাদ্যং শিরস্যর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ২৩৬
আচম্য বদনে দত্তাৎ গন্ধং মাল্যং সুবাসসী।
দিব্যাভরণরত্নানি যজ্ঞসূত্রং সমর্পয়েৎ ॥ ২৩৭
ততস্তু ভাজনে কাংস্যে কৃত্বা দধি ঘৃতং মধু।
সমর্পয়ামি বাক্যেন মধুপর্কং করেঽর্পয়েৎ ॥ ২৩৮
বরোঽপি পাত্রমাদায় বামে পাণৌ নিধায় চ।
দক্ষাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং প্রাণাহুত্যুক্তমন্ত্রকৈঃ ॥ ২৩৯ *
পঞ্চধাঘ্রায় তৎ পাত্রমুদীচ্যাং দিশি ধারয়েৎ।
মধুপর্কং সমর্প্যৈবং পুনরাচাময়েদ্বরম্ ॥ ২৪০
দূর্ব্বাক্ষতাভ্যাং জামাতুর্ব্বিধৃত্য জানু দক্ষিণম্।
স্মৃত্বা বিষ্ণুং তৎসদিতি মাসপক্ষতিথীস্ততঃ ॥ ২৪১

পাদ্যাদি দ্বারা বরকে অর্চ্চনা করিবেন। ২৩৫। † পাদ্যদানকালে 'তোমাকে উহা সমর্পণ করিতেছি' এই কথা বলিয়া দেয় দ্রব্যসকল সমর্পণ করিবে। ‡ পাদ্য চরণে এবং অর্ঘ্য মস্তকে সমর্পণ করিতে হয়। ২৩৬। অনন্তর মুখে আচমনীয় প্রদান করিয়া, বস্ত্রযুগল, গন্ধ, মাল্য, যজ্ঞসূত্র, সুন্দর আভরণ ও রত্নাদি সমর্পণ করিবে। ২৩৭। পরে কাংস্য-পাত্রে দধি, ঘৃত ও মধু রাখিয়া, 'সমর্পণ করিতেছি' বলিয়া মধুপর্ক অর্পণ করিবে। ২৩৮। পাত্রও মধুপর্কপাত্র গ্রহণ ও বামহস্তে স্থাপনপূর্ব্বক প্রাণাহুতিমন্ত্রপাঠে ¶ দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা পাঁচবার আঘ্রাণ লইয়া সেই পাত্র উত্তরদিকে রাখিবে, মধুপর্কের পর বরকে পুনরাচমনীয় দিতে হইবে। ২৩৯-২৪০। অনন্তর অক্ষত ও দূর্ব্বা হস্তে লইয়া জামাতার দক্ষিণ-জানু ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণু স্মরণ করত তৎ সৎ এই বাক্য

* প্রাণায়েত্যুক্তমন্ত্রকৈঃ—পাঠান্তরম্।

† 'ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্'—ইহাই কন্যাদাতার প্রশ্ন। 'ওঁ সাধ্বহমাসে'—পাত্রের উত্তর। 'ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্'—প্রশ্ন। 'ওঁ অর্চ্চয়'—উত্তর।

‡ সমুদয় দেয়দ্রব্যই এই নিয়মে দিবে, যথা—'হ্রীঁ পাদ্যং সমর্পয়ামি, হ্রীঁ অর্ঘ্যং সমর্পয়ামি' ইত্যাদি।

¶ 'প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, ইহাই প্রাণাহুতির মন্ত্র।

সমুল্লিখ্য নিমিত্তানি বৃণুয়াদ্বরমুত্তমম্ ।
গোত্রপ্রবরনামানি প্রত্যেকং প্রপিতামহাৎ ॥ ২৪২

ষষ্ঠ্যন্তানি সমুচ্চার্য্য বরস্য জনকাবধি ।
দ্বিতীয়ান্তং বরং ব্রূয়াৎ গোত্রপ্রবরনামভিঃ ॥ ২৪৩

তথৈব কন্যামুল্লিখ্য ব্রাহ্মোদ্বাহেন পণ্ডিতঃ ।
দাতুং ভবন্তমিত্যুক্ত্বা বৃণেঽহমিতি কীর্ত্তয়েৎ ॥ ২৪৪

বৃতোঽস্মীতি বরো ব্রূয়াৎ ততো দাতা বদেদ্বরম্ ।
যথাবিহিতমিত্যুক্ত্বা বিবাহকর্ম্ম কুর্ব্বিতি ।
বরো ব্রূয়াৎ যথাজ্ঞানং করবাণি তদুত্তরম্ ॥ ২৪৫

ততঃ কন্যাং সমানীয় বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাম্ ।
বস্ত্রান্তরেণ সংচ্ছাদ্য স্থাপয়েদ্বরসম্মুখম্ ॥ ২৪৬

উচ্চারণ করিয়া মাস, পক্ষ ও তিথির উল্লেখপূর্ব্বক বরের প্রপিতামহ হইতে পিতা পর্য্যন্ত প্রত্যেকের গোত্র, প্রবর ও ষষ্ঠ্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া, ঐরূপ গোত্র ও প্রবরাদি সহিত দ্বিতীয়ান্ত বরের নাম উল্লেখ করত তাহাকে বরণ করিবে। ২৪১-২৪৩। * বরের ন্যায় কন্যারও গোত্রপ্রবরাদি উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত কন্যাদাতা বলিবে যে, ব্রাহ্মোদ্বাহ দ্বারা কন্যাদানের জন্য তোমাকে আমি বরণ করিতেছি। ২৪৪। † বর বলিবে, আমি বৃত হইলাম ; কন্যাদাতা বলিবেন, যথাবিধানে বিবাহকার্য্য কর, বর বলিবে, আমার যেরূপ জ্ঞান, তদনুরূপ করিতেছি। ২৪৫। অনন্তর বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা কন্যাকে আনয়ন

* যে নামের দ্বারা পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম 'গোত্র। গোত্রকৃৎ ঋষিই বংশের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ঐ ঋষিবংশের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী যাঁহারা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নামেই প্রবর প্রচলিত হয়। শূদ্রের প্রবরোল্লেখ নাই। যাঁহারা উত্তম কার্য্য দ্বারা বরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই সেই সেই গোত্রের প্রবর হন। এই কারণেই এক এক গোত্রে এক, তিন বা পাঁচ প্রবর দৃষ্ট হয়।

† যেরূপ বাক্যে বরণ করিবে, তাহা এই—"শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য প্রপৌত্রং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য পৌত্রং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য পুত্রং অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং অমুকং বরং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং অমুকীং কন্যাং (শুভ) ব্রাহ্মোদ্বাহেন দাতুং (বরত্বেন) ভবন্তমহং বৃণে।

পুনর্ব্বরং সমভ্যর্চ্চ্য বাসোঽলঙ্করণাদিভিঃ।
বরস্য দক্ষিণে পাণৌ কন্যাপাণিং নিযোজয়েৎ॥ ২৪৭

তন্মধ্যে পঞ্চরত্নানি ফলতাম্বূলমেব বা।
দত্ত্বার্চ্চয়িত্বা তনয়াং বরায় বিদুষেঽর্পয়েৎ॥ ২৪৮

প্রাগ্‌ভ্রিপুরুষাখ্যানং * নিমিত্তাখ্যানমেব চ।
আত্মনঃ কামমুদ্দিশ্য চতুর্থ্যন্তং বরং বদেৎ॥ ২৪৯

কন্যাভিধাং দ্বিতীয়ান্তামর্চ্চিতাং সমলঙ্কৃতাম্।
সাচ্ছাদনাং প্রজাপতিদেবতাকামুদীরয়ন্॥ ২৫০

তুভ্যমহমিতি প্রোচ্য দদ্যাৎ সম্প্রদদে বদন্।
বরঃ স্বস্তীতি স্বীকুর্য্যাৎ সম্প্রদাতা বরং বদেৎ॥ ২৫১

করিয়া অন্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক বরের সম্মুখে স্থাপন করিবে। ২৪৬। পরে পুনর্ব্বার কন্যাদাতা বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বরের অর্চ্চনা করিয়া, তাহার দক্ষিণ-হস্তে কন্যার (দক্ষিণ) হস্ত স্থাপিত করিবেন। ২৪৭। সেই হস্তমধ্যে পঞ্চরত্ন, ফল ও তাম্বূল প্রদান করিয়া অর্চ্চনা করত বিদ্বান্ বরের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ২৪৮। কন্যা-সম্প্রদানকালে প্রথমে আপনার কামনা ও তিন পুরুষের নামোল্লেখ করিয়া, চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত বরের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। ২৪৯। কন্যার দ্বিতীয়ান্ত নাম উচ্চারণ করিবার কালে অর্চ্চিতা, অলঙ্কৃতা, সাচ্ছাদনা, প্রজাপতিদেবতাকা এই কয়েকটি বিশেষণপদ প্রয়োগ করিতে হইবে। ২৫০। অনন্তর তুভ্যমহং সম্প্রদদে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কন্যা দান করিবে, † বর স্বস্তি

* প্রাগুক্তপুরুষাখ্যানং—পাঠান্তরম্।

† সম্প্রদানবাক্য যথা—"শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রস্য অমুক-প্রবরস্য অমুকস্য প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুক-প্রবরস্য অমুকস্য পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকায় বরায় অর্চ্চিতায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুক-প্রবরস্য অমুকস্য পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং অমুকীং অর্চ্চিতাং সাচ্ছাদনালঙ্কৃতাং প্রজাপতি-দেবতাকাং এনাং কন্যাং তুভ্যমহং সংপ্রদদে। জলপ্রোক্ষণ করত সম্প্রদান করাই বিধি। অনেকে এই বাক্যটি তিনবার পাঠের ব্যবস্থা দেন। সম্প্রদানবাক্য বলিবার পূর্ব্বে কন্যাদাতা বামকর দ্বারা কন্যাকে স্পর্শ ও দক্ষিণকর দ্বারা ত্রিপত্র লইয়া জলস্পর্শপূর্ব্বক সেই ত্রিপত্র দ্বারা জল-সিক্ত করিতে করিতে 'অর্চ্চনা করিবেন। তিনবার 'এতস্যৈ সাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ' বলিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক 'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে প্রজাপতয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ-সম্প্রদানায় বরায় নমঃ' বাক্যে অর্চ্চনা করত জলাধারে তিল-তুলসী-ফল-পুষ্প-সহ কুশ লইয়া সম্প্রদান করিতে হয়।

ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ ভবতা ভার্য্যয়া সহ।
বর্ত্তিতব্যং বরো বাঢ়মুক্ত্বা কামস্তুতিং পঠেৎ ॥ ২৫২
দাতা কামো গ্রহীতাপি কামায়াদাচ্চ কামিনীম্।
কামেন ত্বাং প্রগৃহ্ণামি কামঃ পূর্ণোঽস্তু চাবয়োঃ ॥ ২৫৩
ততো বদেৎ সম্প্রদাতা কন্যাং জামাতরং প্রতি।
প্রজাপতিপ্রসাদেন যুবয়োরভিবাঞ্ছিতম্।
পূর্ণমস্তু শিবঞ্চাস্তু ধর্ম্মং পালয়তং যুবাম্ ॥ ২৫৪
তত আচ্ছাদ্য বস্ত্রেণ সম্প্রদাতা সুমঙ্গলৈঃ।
পরস্পরশুভালোকং কারয়েদ্বরকন্যয়োঃ ॥ ২৫৫
ততো হিরণ্যরত্নানি যথাশক্ত্যনুসারতঃ।
জামাত্রে দক্ষিণাং দত্ত্বাদচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ ॥ ২৫৬
বরস্তু ভার্য্যয়া সার্দ্ধং তদ্রাত্রৌ দিবসেঽপি বা।
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা বহ্নিস্থাপনমাচরেৎ ॥ ২৫৭

---

বলিয়া কন্যাকে ভার্য্যাস্বরূপ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবে। তখন সম্প্রদাতা বরকে বলিবেন, তুমি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামবিষয়ে ভার্য্যার সহিত একত্র সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে, বর বাঢ়ং অর্থাৎ তথাস্তু * বলিয়া এইরূপ কামস্তুতি পাঠ করিবে। ২৫১-২৫২। কাম সম্প্রদাতা, কাম প্রতিগ্রহীতা, কামই কামকে কামিনী দান করিতেছেন, ভার্য্যে! আমি কাম হেতু তোমাকে গ্রহণ করিতেছি, এক্ষণে আমাদের উভয়ের কাম পূর্ণ হউক। ২৫৩। পরে কন্যাদাতা কন্যা ও জামাতাকে বলিবেন যে, প্রজাপতিপ্রসাদে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা মিলিত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে থাক। ২৫৪। অনন্তর কন্যাদাতা মঙ্গলবাদ্যাদি দ্বারা বরকন্যাকে শুভবসনে আচ্ছাদন করত পরস্পরের শুভদৃষ্টি করাইবেন। ২৫৫। অনন্তর জামাতাকে যথাশক্তি সুবর্ণ ও রত্ন দক্ষিণা † দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। ২৫৬। সেই রাত্রি বা পরদিবস ভার্য্যার সহিত বরের কুশণ্ডিকাবিধানানুসারে বহ্নিস্থাপন করা কর্ত্তব্য। ২৫৭।

---

* বাঢ়ম্—দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সহকারে কোন বিষয়ে স্বীকার করিলেই তথায় এই শব্দ প্রযুক্ত হয়।

† "শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ সাচ্ছাদনালঙ্কৃতকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং অগ্নিদৈবতং অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকায় বরায় অহং দদানি" এই বাক্যে দক্ষিণা দিতে হয়।

যোজকাখ্যঃ পাবকোঽত্র প্রাজাপত্যশ্চরুঃ স্মৃতঃ।
ধারান্তং কর্ম্ম সম্পাদ্য দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীর্ব্বরঃ॥ ২৫৮
শিবং দুর্গাং তথা বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং বজ্রধারিণম্।
ধ্যাত্বৈকৈকং সমুদ্দিশ্য জুহুয়াৎ সংস্কৃতেঽনলে। ২৫৯
ভার্য্যায়াঃ পাণিযুগলং গৃহ্ণীয়াদিত্যুদীরয়ন্।
পাণিং গৃহ্নামি সুভগে গুরুদেবরতা ভব।
গার্হস্থ্যং কর্ম্ম ধর্ম্মেণ যথাবদনুশীলয়॥ ২৬০
ঘৃতেন স্বামিদত্তেন লাজৈর্ভ্রাত্রাহৃতৈঃ শিবে।
প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য দদ্যাৎ বেদাহুতীর্ব্বধূঃ॥ ২৬১ *
প্রদক্ষিণীকৃত্য বহ্নিমুত্থায় ভার্য্যয়া সহ।
দুর্গাং শিবং রমাং বিষ্ণুং ব্রাহ্মীং ব্রহ্মাণমেব চ।
যুগ্মং যুগ্মং সমুদ্দিশ্য ত্রিস্ত্রিধা হবনং চরেৎ॥ ২৬২
অশ্মমণ্ডলিকাসপ্তারোহৌ কুর্য্যাদমন্ত্রকম্।
নিশায়াং চেৎ তদা স্ত্রীভিঃ পশ্যেদ্ধ্রুবমরুন্ধতীম্॥ ২৬৩

কুশণ্ডিকান্থলে যোজকনামক অগ্নি এবং প্রাজাপত্য নামক চরুর ব্যবস্থা আছে, ধারাহোম পর্য্যন্ত সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া পঞ্চ আহুতি প্রদান করা বরের কর্ত্তব্য। ২৫৮। এই আহুতি দিবার সময় শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র এই পঞ্চদেবতার ধ্যান করিয়া প্রত্যেককে সংস্কৃত বহ্নিতে এক এক আহুতি প্রদান করিবে। ২৫৯। † অনন্তর বর কন্যার পাণিযুগল ধারণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে, হে সুভগে! আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি, তুমি গুরু ও দেবতার প্রতি ভক্তিমতী হও এবং ধর্ম্মানুসারে গৃহস্থধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাক। ২৬০। হে শিবে! অনন্তর বধূ স্বামিপ্রদত্ত ঘৃত ও ভ্রাতৃ-আহৃত লাজ দ্বারা প্রজাপতির উদ্দেশে চারিবার আহুতি প্রদান করিবে। ২৬১। তৎপরে বর বধূর সহিত উত্থিত হইয়া, অগ্নিপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক দুর্গা, শিব, রমা, বিষ্ণু, ব্রাহ্মী ও ব্রহ্মা ইঁহাদের যুগ্ম যুগ্ম উদ্দেশ করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। ২৬২। অনন্তর মন্ত্রপাঠব্যতিরেকে শিলারোহণ ও সপ্তপদীগমন করিবে,

* দদ্যাদ্বেদাহুতীর্বধূঃ—পাঠান্তরম্।
† হ্রীঁ শিবায় স্বাহা, হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা, হ্রীঁ বিষ্ণবে স্বাহা, হ্রীঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, হ্রীঁ ইন্দ্রায় স্বাহা এই প্রণালীতে আহুতি দিবে।

প্রত্যাবৃত্যাসনে সম্যগুপবিশ্য বরস্তদা।
স্বিষ্টিকৃদ্ধোমতঃ পূর্ণাহুত্যন্তেন সমাপয়েৎ ॥ ২৭৪
ব্রাহ্ম-বিবাহো বিহিতো দোষহীনঃ সবর্ণয়া।
কুলধর্ম্মানুসারেণ গোত্রভিন্নাসপিণ্ডয়া ॥ ২৭৫
ব্রাহ্মোদ্বাহেন যা গ্রাহ্যা সৈব পত্নী গৃহেশ্বরী।
তদনুজ্ঞাং বিনা ব্রাহ্মবিবাহং নাচরেৎ পুনঃ ॥ ২৭৬
তস্যা অপত্যে তদ্বংশে বিদ্যমানে কুলেশ্বরি।
শৈবোদ্বাহাপত্যানি দায়ার্হাণি ভবন্তি ন ॥ ২৭৭
শৈবাস্তদ্বয়াশ্চৈব লভেরন্ ধনভাগিনঃ।
যথাবিত্তং গ্রাসাচ্ছাদং গ্রাসঞ্চ পরমেশ্বরি ॥ ২৭৮
শৈবো বিবাহো দ্বিবিধঃ কুলচক্রে বিধীয়তে।
চক্রস্য নিয়মেনৈকো দ্বিতীয়ো জীবনাবধি ॥ ২৭৯

কুশণ্ডিকাকার্য্য বিবাহরাত্রিতে হইলে পুরনারীগণের সহিত একত্র হইয়া বর ও বধূ ধ্রুব ও অরুন্ধতী দর্শন করিবে। ২৭৩। পরে বর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসনে সম্যক্‌প্রকার উপবেশন করিয়া, স্বিষ্টিকৃৎ হোম হইতে পূর্ণাহুতি পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে। ২৭৪। যদি স্বজাতীয় গোত্র ভিন্ন অসপিণ্ডা কন্যার সহিত কুলধর্ম্মানুসারে বিবাহ হয়, তাহাই নির্দোষ ব্রাহ্মবিবাহ। ২৭৫। যে ভার্য্যা ব্রাহ্ম-বিবাহে * পরিগৃহীত হয়, সেই ভার্য্যাই পত্নী ও গৃহেশ্বরী হইয়া থাকে, তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি পুনর্ব্বার ব্রাহ্মবিবাহ করিতে পারিবে না। ২৭৬। হে কুলেশ্বরি! ব্রাহ্মবিবাহোৎপন্ন পুত্র বা তদ্বংশীয় কেহ বিদ্যমান থাকিতে, শৈববিবাহ দ্বারা বিবাহিত ভার্য্যার গর্ভজ পুত্র ধনাধিকারী হইতে পারে না। ২৭৭। হে পরমেশ্বরি! শৈববিবাহজনিত সন্তান বা তদ্বংশীয় পুত্রগণ ধনাধিকারীর নিকটে সম্পত্তিমত গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৭৮। শৈববিবাহ দুই প্রকার,—প্রথম, কুলচক্রে এই বিবাহ সম্পাদিত হইয়া থাকে; চক্রের নিয়মানুসারে চক্রনিবৃত্তি পর্য্যন্ত ঐ বিবাহ স্থায়ী, দ্বিতীয় প্রকার বিবাহ

* গুণশালী বরকে আহ্বানপূর্ব্বক সালঙ্কারা কন্যা দান করিলেই তাহাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলে।

চক্রানুষ্ঠানসময়ে স্বগণৈঃ শক্তিসাধকৈঃ।
পরস্পরেচ্ছয়োদ্বাহং কুর্য্যাদ্বীরঃ সমাহিতঃ॥ ২৭০
ভৈরবী বীরবৃন্দেষু স্বাভিপ্রায়ং নিবেদয়েৎ।
আবয়োঃ শাম্ভবোদ্বাহে ভবদ্ভিরনুমন্যতাম্॥ ২৭১
তেষামনুজ্ঞামাদায় জপ্ত্বা সপ্তাক্ষরং মনুম্।
অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা প্রণমেৎ কালিকাং পরাম্॥ ২৭২
ততো বদেৎ তাং রমণীং কৌলানাং সন্নিধৌ শিবে।
অকৈতবেন চিত্তেন পতিভাবেন মাং বৃণু॥ ২৭৩
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্ব্বদ্ধা সা কৌলা দয়িতং ততঃ। *
শ্রদ্ধয়ান্বিতা দেবেশি করৌ দদ্যাৎ করোপরি॥ ২৭৪
ততোঽভিষিঞ্চেৎ চক্রেশো মন্ত্রেণানেন দম্পতী।
তদা চক্রস্থিতাঃ কৌলা ব্রূয়ুঃ স্বস্তীতি সাদরম্॥ ২৭৫
রাজরাজেশ্বরী কালী তারিণী ভুবনেশ্বরী।
বগলা কমলা নিত্যা যুবাং রক্ষন্তু ভৈরবী॥ ২৭৬

যাবজ্জীবনস্থায়ী হইয়া থাকে। ২৬৯। বীর ব্যক্তি চক্রানুষ্ঠানসময়ে সমাহিতচিত্তে শক্তিসাধক স্বজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শক্তি ও নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করিবেন। ২৭০। প্রথমতঃ ভৈরবী বীরগণের সমক্ষে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন এবং বলিবেন, আমাদের উভয়ের শৈববিবাহবিষয়ে আপনারা অনুমতি করুন। ২৭১। অনন্তর বীর বীরগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সপ্তাক্ষর মন্ত্র (পরমেশ্বরি স্বাহা) একশত আটবার জপ করত পরমা শক্তি কালিকাকে প্রণাম করিবে। ২৭২। হে শিবে! অনন্তর বীর কৌলবর্গের সমক্ষে সেই রমণীকে বলিবেন, আমাকে অকপটহৃদয়ে পতিভাবে বরণ কর। ২৭৩। হে দেবেশি! সেই কৌলা কামিনী গন্ধপুষ্প ও অক্ষত দ্বারা শ্রদ্ধান্বিতহৃদয়ে প্রিয় পতির অর্চনা করিয়া তাঁহার হস্তের উপর হস্ত প্রদান করিবে। ২৭৪। অনন্তর চক্রেশ্বর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই দম্পতির অভিষেক করিবেন, তখন চক্রস্থ বীরগণ সমাদরে স্বস্তি এই কথা বলিবেন। ২৭৫। অভিষিক্ত করিবার মন্ত্র এই,—রাজরাজেশ্বরী, কালী, তারিণী, ভুবনেশ্বরী, বগলা, কমলা, নিত্যা ও

* কৌলার্চ্চ্য তং ততঃ ইতি বা পাঠঃ।

অভিষিঞ্চেৎ দ্বাদশধা মধুনা বার্ঘ্যপাথসা।
ততস্তৌ প্রণতৌ বিদ্বান্ শ্রাবয়েদ্বাগ্‌ভবং রমাম্ ॥ ২৭৭
যদ্যদঙ্গীকৃতং তত্র তাভ্যাং পাল্যং প্রযত্নতঃ।
শাম্ভবোক্তবিধানেন কুলীনাভ্যাং কুলেশ্বরি ॥ ২৭৮
বয়োবর্ণবিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে।
অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ ॥ ২৭৯
পরিণীতা শৈবধর্ম্মে চক্রনির্দ্ধারণেন যা।
অপত্যার্থী ঋতুং দৃষ্ট্বা চক্রাতীতে তু তাং ত্যজেৎ ॥ ২৮০
শৈবভার্য্যোদ্ভবাপত্যমনুলোমেন মাতৃবৎ।
সমাচরেদ্বিলোমেন তত্তু সামান্যজাতিবৎ ॥ ২৮১

ভৈরবী, ইঁহারা তোমাদের দুই জনকেই রক্ষা করুন। ২৭৬। চক্রেশ্বর এই মন্ত্রে মধু বা অর্ঘ্যজল দ্বারা উভয়ের অভিষেক করিবেন। তদনন্তর দম্পতি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইলে চক্রেশ্বর তাঁহাদিগকে বাগ্‌ভববীজ (ঐঁ) ও রমাবীজ (শ্রীঁ) শ্রবণ করাইবেন। ২৭৭। হে কুলেশ্বরি। সেই দম্পতি শৈব-বিবাহে যাহা যাহা প্রতিশ্রুত হইবেন, শিবোক্ত বিধানানুসারে তাঁহা-দিগকে তত্তাবৎ পালন করিতে হইবে। ২৭৮। শৈবোদ্বাহে বয়স বা বর্ণবিচার নাই, ভর্ত্তৃহীন ও অসপিণ্ডারও বিবাহ হইবে, ইহা শম্ভুর শাসন। ২৭৯। * শৈবধর্ম্মক্রমে চক্রনিয়ম দ্বারা যাহাকে বিবাহ করা হইয়াছে, অপত্যার্থী বীর তাহার নিয়মমত ঋতুকাল দেখিয়া চক্রনিবৃত্তিসময়ে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ২৮০। অনুলোমক্রমে বিবাহিতা ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্র মাতৃতুল্য হইবে অর্থাৎ মাতার যে জাতি, সেই জাতি প্রাপ্ত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে। যদি বিলোমবিবাহ ঘটে, তাহা হইলে তদ্‌গর্ভজ পুত্র সামান্যজাতির ন্যায় হইবে অর্থাৎ সামান্য জাতিবৎ আচার-ব্যবহার

* নীচজাতীয় পুরুষ যদি উচ্চজাতীয়া কন্যা বিবাহ করে, তবে তাহাকে বিলোমবিবাহ কহে। এই বিবাহের সন্তান নীচজাতীয় বলিয়া গণ্য হয়। এরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ। অনুলোম-বিবাহই আমাদের দেশে শাস্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সকলজাতীয় কন্যাকে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকল জাতীয় কন্যাকে, বৈশ্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যজাতীয় কন্যাকে এবং শূদ্র স্বজাতীয় ও সামান্যজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিবে। সামান্যজাতীয় পুরুষ কেবল সামান্য-জাতীয় কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারে। ইহারই নাম অনুলোমবিবাহ।

এষাং সঙ্করজাতীনাং সর্ব্বত্র পিতৃকর্ম্মসু।
ভোজ্যপ্রদানং কৌলানাং ভোজনং বিহিতং ভবেৎ ॥ ২৮২
নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজনমৈথুনম্।
সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্ম্মে নিরূপিতম্ ॥ ২৮৩
অতএব মহেশানি শৈবধর্ম্মনিষেবণাৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রভুর্ভবতি নান্যথা ॥ ২৮৪

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে কুশণ্ডিকাদশবিধসংস্কার-বিধির্নাম নবমোল্লাসঃ।

করিবে। ২৮১। এই সকল সঙ্করজাতির পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে কৌল ব্যক্তিকে ভোজ্য প্রদান ও ভোজন করাইতে হইবে। ২৮২। হে দেবি! মানবগণের পক্ষে ভোজন ও মৈথুন স্বভাবতঃ প্রিয় বস্তু, অতএব তাহার সংক্ষেপার্থ এবং হিতসাধনার্থ শৈবধর্ম্মে তাহার সীমা নিরূপিত হইয়াছে। ২৮৩। হে মহেশ্বরি! শৈবধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে লোক যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ২৮৪।

# দশমোল্লাসঃ

কুশণ্ডিকাবিধির্নাথ সংস্কারাশ্চ দশ শ্রুতাঃ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিধিং দেব কৃপয়া মে প্রকাশয় ॥ ১
কস্মিন্ কস্মিংশ্চ সংস্কারে প্রতিষ্ঠাস্থ চ কাস্বপি।
কুশণ্ডিকাবিধানঞ্চ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ শঙ্কর ॥ ২
কর্ত্তব্যং বা ন কর্ত্তব্যং তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ।
মৎপ্রীতয়ে মহেশান জীবানাং মঙ্গলায় চ ॥ ৩

শ্রীসদাশিব উবাচ।

জীবসেকাদিবিবাহান্তদশসংস্কারকর্ম্মসু।
যত্র যদ্বিহিতং ভদ্রে সবিশেষং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪
তদেব কার্য্যং মনুজৈস্তত্তজ্জ্ঞৈর্হিতমিচ্ছুভিঃ।
অন্যত্র যদ্বিধাতব্যং তৎ শৃণুষ্ব বরাননে ॥ ৫
বাপীকূপতড়াগানাং দেবপ্রতিকৃতেস্তথা।
গৃহারামব্রতাদীনাং প্রতিষ্ঠাকর্ম্মসু প্রিয়ে ॥ ৬

দেবী কহিলেন, হে নাথ! আমি আপনার নিকট হইতে কুশণ্ডিকাবিধি ও দশবিধ সংস্কার শুনিলাম, এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার নিকটে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিধি বর্ণন করুন্। হে শঙ্কর! কোন্ কোন্ সংস্কার ও কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠাতে কুশণ্ডিকা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, তাহা আমার প্রীতি ও জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত যথার্থতঃ বর্ণন করুন্। ১-৩।

সদাশিব কহিলেন, হে ভদ্রে! গর্ভাধান অবধি বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কারের মধ্যে যে কার্য্য বিধিবিহিত, তাহা সবিশেষ বলিয়াছি। ৪। হে বরাননে! আমি উক্তরূপে যে স্থলে যাদৃশ বিধির ব্যবস্থা করিয়াছি. হিতাকাঙ্ক্ষী মানবগণের পক্ষে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; এতদ্ভিন্ন অন্য স্থানে যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫। হে প্রিয়ে! বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবপ্রতিমা, গৃহ, উদ্যান ও ব্রতপ্রতিষ্ঠাকালে পঞ্চদেবতার ও

সর্ব্বত্র পঞ্চদেবানাং মাতৄণামপি পূজনম্ ।
বসোর্ধারা চ কর্ত্তব্যা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকুশণ্ডিকে ॥ ৭
স্ত্রীণাং বিধেয়কৃত্যেষু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে ।
দেবতাপিতৃতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যমেকং সমুৎসৃজেৎ ॥ ৮
দেবমাত্রার্চ্চনং তত্র বসুধারা কুশণ্ডিকা ।
ভক্ত্যা ক্রিয়া বিধাতব্যা ঋত্বিজা কমলাননে ॥ ৯
পুত্রশ্চ পৌত্রো দৌহিত্রো জ্ঞাতয়ো ভগিনীসুতঃ ।
জামাতর্ত্ত্বিগ্‌দৈবপিত্রে শস্তাঃ প্রতিনিধৌ শিবে ॥ ১০
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ শৃণু কালিকে ॥ ১১
কৃত্বা নিত্যোদিতং কর্ম্ম মানবঃ সুসমাহিতঃ ।
গঙ্গাং যজ্ঞেশ্বরং বিষ্ণুং বাস্তীশং ভূপতিং যজেৎ ॥ ১২
ততো দর্ভময়ান্ বিপ্রান্ কল্পয়েৎ প্রণবং স্মরন্ ।
পঞ্চভির্নবভির্ব্বাপি সপ্তভিস্ত্রিভিরেব বা ॥ ১৩
নির্গর্ভৈশ্চ কুশৈঃ সাগ্রৈর্দক্ষিণাবর্ত্তযোগতঃ ।
সার্দ্ধদ্বয়াবর্ত্তনেন উর্দ্ধাগ্রৈ রচয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ১৪

মাতৃগণের পূজা, বসুধারা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকা করিতে হইবে। ৬-৭। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ স্ত্রীজাতির পক্ষে কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিধি নহে, কেবল দেব ও পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য একটি ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হইবে। ৮। হে কমলাননে! সেরূপ স্থলে পুরোহিত দ্বারা ভক্তিসহকারে দেবতার অর্চ্চনা, বসুধারা ও কুশণ্ডিকাবিধির অনুষ্ঠান করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। ৯। হে শিবে! স্ত্রীলোকের প্রতিনিধিতে পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, জ্ঞাতি, ভাগিনেয়, জামাতা ও পুরোহিত ইহারাই দৈব ও পৈত্রকর্ম্মে প্রশস্ত। ১০। হে কালিকে! আমি তোমার নিকট যথাযথরূপে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১১। লোক সুসমাহিতচিত্তে নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া গঙ্গা, যজ্ঞেশ্বর, বিষ্ণু, বাস্তুদেব ও ভূস্বামীর অর্চ্চনা করিবে। ১২। পরে প্রণবোচ্চারণ করিতে করিতে দর্ভময় ব্রাহ্মণ কল্পনা করিবে; পঞ্চ, নব, সপ্ত অথবা ত্রিসংখ্যক ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে হয়। ১৩। গর্ভশূন্য সাগ্র উর্দ্ধাগ্র কুশ দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তযোগে সার্দ্ধদ্বয় বেষ্টনপূর্ব্বক

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পার্ব্বণাদৌ ষড়্বিপ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
একোদ্দিষ্টে তু কথিত এক এব দ্বিজঃ শিবে ॥ ১৫
ততো বিপ্রান্ কুশময়ানেকস্মিন্নেব ভাজনে।
কৌবেরাভিমুখান্ কৃত্বা স্নাপয়েদমুনা সুধীঃ ॥ ১৬
হ্রীঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভিস্রবন্তু নঃ ॥ ১৭
ততস্তু গন্ধপুষ্পাভ্যাং পূজয়েৎ কুশভূসুরান্ ॥ ১৮
পশ্চিমে দক্ষিণে চৈব যুগ্মযুগ্মক্রমাৎ সুধীঃ।
ষট্পাত্রাণি সদর্ভাণি স্থাপয়েত্তুলসীতিলৈঃ ॥ ১৯
পাত্রদ্বয়ে পশ্চিমায়াং যাম্যে পাত্রচতুষ্টয়ে। *
পূর্ব্বস্যামুত্তরমুখান্ ষড়্বিপ্রানুপবেশয়েৎ ॥ ২০
দৈবপক্ষং পশ্চিমায়াং দক্ষিণে বামবাম্যয়োঃ।
পিতুর্মাতামহস্যাপি পক্ষৌ যৌ বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥ ২১

উক্ত ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইবে। ১৪। হে শিবে! বৃদ্ধি ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে ছয়টি এবং একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে একটিমাত্র ব্রাহ্মণ-কল্পনার আবশ্যক। ১৫। অনন্তর সুধী ব্যক্তি কুশময় ব্রাহ্মণদিগকে একপাত্রে উত্তরাস্যে স্থাপন করিয়া 'হ্রীঁ শন্নো দেবী' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্নান করাইবে অর্থাৎ জল-দেবতা আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, জল-দেবতা আমাদের পানের নিমিত্ত এবং জল-দেবতা আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সম্যক্প্রকারে মঙ্গলবিধান করুন্। ১৬-১৭। অনন্তর কুশময় ব্রাহ্মণগণকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। ১৮। তৎপরে সুধী ব্যক্তি পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে তিল, তুলসীপত্র ও দর্ভের সহিত দুইটি দুইটি একত্র করিয়া ছয়টি পাত্র স্থাপন করিবে। ১৯। পশ্চিমদিকে স্থাপিত পাত্রদ্বয়ে দুইটি ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ এবং দক্ষিণদিক্স্থাপিত চারিটি পাত্রে চারিটি ব্রাহ্মণকে উত্তরমুখ করিয়া উপবেশন করাইবে। ২০। হে পার্ব্বতি! পশ্চিমদিকে দেবপক্ষ, দক্ষিণদিকের বামভাগে পিতৃপক্ষ এবং দক্ষিণদিকের

* পাত্রচতুষ্টয়ম্—পাঠান্তরম্।

নান্দীমুখাশ্চ পিতরো নান্দীমুখ্যশ্চ মাতরঃ।
মাতামহাদয়োঽপ্যেবং মাতামহ্যাদয়োঽপি চ।
শ্রাদ্ধে নাম্নাভ্যুদয়িকে * সমুল্লেখ্যা বরাননে ॥ ২২
দক্ষাবর্ত্তেনোত্তরাস্যো দৈবং কর্ম্ম সমাচরেৎ। †
বামাবর্ত্তেন দক্ষাস্যঃ পিতৃকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ২৩
সর্ব্বং কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত দৈবাদিক্রমতঃ শিবে।
লঙ্ঘনাম্মাতৃমাতৃণাং শ্রাদ্ধং তন্নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ২৪
কৌবেরাভিমুখোঽনুজ্ঞাবাক্যং দৈবে প্রকল্পয়েৎ।
যাম্যাস্যঃ কল্পয়েদ্বাক্যং পিত্রে মাতামহেঽপি চ।
তত্রাদৌ দৈবপক্ষে তু বাক্যং শৃণু শুচিস্মিতে ॥ ২৫
কালাদীনি নিমিত্তানি সমুল্লিখ্য ততঃ পরম্।
তত্তৎকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থমুক্ত্বা সাধকসত্তমঃ ॥ ২৬

দক্ষিণভাগে মাতামহপক্ষ কল্পনা করিবে। ২১। হে বরাননে! আভ্যুদয়িক নামক শ্রাদ্ধে নান্দীমুখ পিতৃগণ, নান্দীমুখ মাতৃগণ, নান্দীমুখ মাতামহ প্রভৃতিরও নামের উল্লেখ করিবে। ২২। ‡ দক্ষিণাবর্ত্ত দ্বারা উত্তরাস্য হইয়া দৈবকর্ম্ম এবং বামাবর্ত্ত দ্বারা দক্ষিণাস্য হইয়া পিতৃকর্ম্ম সাধন করিবে। ২৩। হে শিবে! আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে দৈবাদিক্রমে সমুদয় কর্ম্ম করিবে, বামাবর্ত্ত না হইয়া মাতৃপিতৃগণকে লঙ্ঘনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে। ২৪। দৈবকর্ম্মে উত্তরাস্য এবং পৈত্র ও মাতামহাদির কার্য্যে দক্ষিণাস্য হইয়া অনুজ্ঞা-বাক্য বলিবে। হে শুচিস্মিতে! প্রথমে দৈবপক্ষের বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৫। অনন্তর সাধকসত্তম, কাল অর্থাৎ মাস, পক্ষ, তিথি ও নিমিত্তের অর্থাৎ বিধেয় সংস্কারের উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ তত্তৎকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থ এই কথা

* নাম্নাভ্যুদয়িকে—পাঠান্তরম্।
† সমাপয়েৎ ইতি বা পাঠঃ।
‡ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুঃ ইত্যাদি নিয়মে নান্দীমুখ শব্দটি পিতৃপিতামহাদির এবং মাতামহাদির বিশেষণস্বরূপে প্রত্যেকের অগ্রে ব্যবহৃত হইবে। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধভোজী পিতৃপিতামহ প্রভৃতিকে নান্দীমুখ কহে। এই জন্য এই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নান্দীমুখশ্রাদ্ধ নামে কথিত।

পিত্রাদীনাং ত্রয়াণাং তু মাত্রাদীনাং তথৈব চ।
মাতামহানাঞ্চ মাতামহ্যাদীনামপি প্রিয়ে ॥ ২৭
ষষ্ঠ্যন্তং কীর্ত্তয়েন্নাম গোত্রোচ্চারণপূর্ব্বকম্।
বিশ্বেষাঞ্চৈব দেবানাং শ্রাদ্ধং পদমুদীরয়েৎ ॥ ২৮
কুশনির্ম্মিতয়োঃ পশ্চাৎ বিপ্রয়োরহমিত্যপি।
করিষ্যে পরমেশানীত্যনুজ্ঞাবাক্যমীরিতম্ ॥ ২৯
বিশ্বান্ দেবান্ পরিত্যজ্য পিতৃপক্ষে তু পার্ব্বতি।
তথা মাতামহস্যাপি পক্ষেঽনুজ্ঞা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩০
ততো জপেদ্‌ব্রহ্মবিদ্যাং গায়ত্রীং দশধা শিবে ॥ ৩১ *

---

বলিয়া পিতৃ প্রভৃতি তিন পুরুষ, মাতৃ প্রভৃতি তিন পুরুষ, মাতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষ এবং মাতামহী প্রভৃতি তিন ব্যক্তির গোত্র উচ্চারণ করিয়া ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত নামোল্লেখ করিবে। পশ্চাৎ 'বিশ্বেষাং দেবানাং শ্রাদ্ধং' এই পদ উচ্চারণ করিবে।২৭-২৮। হে পরমেশ্বরি! তৎপরে 'কুশনির্ম্মিতয়োর্ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে' এই বাক্য পাঠ করিবে, ইহারই নাম অনুজ্ঞাবাক্য।২৯। † হে পার্ব্বতি! পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষে 'বিশ্বেষাং দেবানাং' এই পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য সমস্ত দেবপক্ষবৎ অনুজ্ঞাবাক্য বলিবে।৩০। ‡ হে শিবে! অনন্তর

* জপেৎ—পাঠান্তরম্।

† এই স্থলে যেরূপে অনুজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা লিখিত হইল, যথা—

বিষ্ণুরোং তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থমমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতা-মহ্যা অমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রস্য নান্দী-মুখস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ অমুকীগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রমাতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যা অমুকীদেব্যা বিশ্বেষাং দেবানাম্ আভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধং কুশনির্ম্মিতয়োর্ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।

‡ অনুজ্ঞাবাক্য যথা—

ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক অমুকগোত্রস্য অমুকস্য শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থমমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মনঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যা অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকীদেব্যা

দেবাতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্থিতি ॥ ৩২
পঠিত্বৈবং ত্রিধা হস্তে জলমাদায় সত্তমঃ।
বঁ হুঁ ফড়িতি মন্ত্রেণ শ্রাদ্ধদ্রব্যাণি শোধয়েৎ ॥ ৩৩
আগ্নেয্যাং পাত্রমেকন্তু সংস্থাপ্য কুলনায়িকে।
রক্ষোঘ্নমমৃতং প্রোচ্য যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ মে।
ইত্যুক্ত্বা ভাজনে তস্মিংস্তুলসীযবসংযুতম্ ॥ ৩৪ *
নিধায় সলিলং দেবি দেবাদিক্রমতঃ সুধীঃ।
দ্বিপ্রেভ্যো জলগণ্ডূষং দত্ত্বা দত্ত্বাৎ কুশাসনম্ ॥ ৩৫

ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রী দশবার জপ করিবে। ৩১। অনন্তর "দেবতাভ্যঃ" প্রভৃতি মন্ত্র অর্থাৎ দেবগণ, মহাযোগিগণ, পুষ্টি এবং স্বাহাকে নমস্কার, আমাদের এইরূপ আভ্যুদয়িক কার্য্য নিত্য হউক, এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৩২। সাধু ব্যক্তি এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হস্তে জলগ্রহণ করিয়া বঁ হুঁ ফট্ এই মন্ত্রোচ্চারণে তিনবার শ্রাদ্ধদ্রব্যাদি প্রোক্ষিত করিয়া শোধন করিবে। ৩৩। হে কুলনায়িকে! পরে অগ্নিকোণে একটি পাত্র স্থাপন করিয়া 'রক্ষোঘ্নমমৃতমসি মম যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ' এই মন্ত্র পাঠ করত সেই পাত্রে তুলসীপত্রের সহিত যব রাখিয়া সুধী ব্যক্তি দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া কুশময় ব্রাহ্মণগণকে জলগণ্ডুষ প্রদান করিবে, অনন্তর দৈবাদিক্রমে

অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যা আভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধং কুশনির্ম্মিতয়ো-ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।

মাতামহপক্ষেঽপি এবম্ ওঁ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকস্য এবং প্রমাতামহস্য এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য এবং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ মাতামহ্যাঃ অমুক্যাঃ এবং প্রমাতামহ্যাঃ এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যাঃ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে। সর্ব্বত্রৈব কুরুষ ইতি প্রতিবচনম্। পিতৃপক্ষে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এই তিন পুরুষের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধতন আর এক পুরুষ ধরিয়া তিন পুরুষের শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। মাতামহপক্ষেও ঐরূপ বিধি। মাতা প্রভৃতি বা মাতামহী প্রভৃতির মধ্যেও কেহ জীবিতা থাকিলে, তাঁহারও নাম উল্লেখ হইবে না। যদি পিতা প্রভৃতি অথবা মাতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষই জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ হইবে না; পরন্তু ঐ জীবিত তিন পুরুষকে বস্ত্র, পেয় প্রভৃতি দান করিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইবে।

* তুলসীযবসংযুতম্—পাঠান্তরম্।

ততঃ আবাহয়েদ্বিদ্বান্ বিশ্বান্ দেবান্ পিতৄংস্তথা।
মাতৄর্মাতামহাংশ্চাপি তথা মাতামহীঃ শিবে ॥ ৩৬
আবাহ্য পূজয়েদাদৌ বিশ্বান্ দেবাংস্ততো যজেৎ।
পিতৃত্রয়ং তথা মাতৃত্রয়ং মাতামহত্রয়ম্ ॥ ৩৭

কুশাসন প্রদান করিবে। ৩৪-৩৫। * অনন্তর হে শিবে! বিদ্বান্ ব্যক্তি বিশ্বদেবগণ, পিতৃগণ, মাতৃগণ, মাতামহগণ ও মাতামহীগণকে আবাহন করিবে। ৩৬। † আবাহনান্তে প্রথমে বিশ্বদেবগণের পূজা করিয়া পরে পিতৃত্রয়, মাতৃত্রয়

* কুশাসনদানের মন্ত্র এই স্থানে লিখিত হইল, যথা—

হ্রীঁ বিশ্বেদেবা এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দৈবব্রাহ্মণ-দক্ষিণপার্শ্বে কুশাসন দিবে। পরে পিতৃপক্ষে অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকী-দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকী-দেবি এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ, এই বাক্যে পিতৃব্রাহ্মণবামপার্শ্বে আসন দিবে। অনন্তর মাতামহ-পক্ষে অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহি অমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রমাতামহি অমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতা-মহি অমুকীদেবি এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ, এই মন্ত্রে মাতামহব্রাহ্মণবামপার্শ্বে আসন দিতে হয়।

† আবাহনের অগ্রে প্রশ্ন ও তাহার উত্তর গ্রহণ করিতে হয়। প্রথমে দৈবে প্রশ্ন করিবে—"ওঁ বিশ্বান্ দেবান আবাহয়িষ্যে।" উত্তর—"ওঁ আবাহয়।" পরে এই বাক্যে আবাহন করিবে যথা—

'বিশ্বেদেবা ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত ইহ তিষ্ঠত ইহ তিষ্ঠত ইহ সন্নিহিতা ভবত ইহ সন্নিহিতা ভবত ইহ সন্নিরুদ্ধা ভবত ইহ সন্নিরুদ্ধা ভবত ইহ সম্মুখীভবত ইহ সম্মুখীভবত মম পূজাং গৃহ্লীত, এই বলিয়া বিশ্বদেবগণকে কুশাসনে আবাহন করিবে। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেব-শর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব মম পূজাং গৃহাণ' এই বাক্যে পিতাকে কুশাসন দান করিবে। অনন্তর 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্যে পিতামহকে, 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' বাক্যে প্রপিতা-মহকে, 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্যে মাতাকে, 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্যে পিতামহীকে, 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্যে প্রপিতামহীকে, 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতা-মহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্যে মাতামহকে, 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্যে প্রমাতামহকে, 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্যে বৃদ্ধপ্রমাতামহকে, 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্যে মাতামহীকে, 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রমাতামহি অমুকী-দেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্যে প্রমাতামহীকে, 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহি অমুকী-দেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্যে বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে কুশাসনে আবাহন করিতে হয়। স্ত্রীলোক-দিগের আবাহনে সন্নিহিতো ও সন্নিরুদ্ধো এই স্থলে সন্নিহিতা ও সন্নিরুদ্ধা উচ্চার্য্য।

মাতামহীত্রয়ং চাপি পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ।
ধূপৈর্দীপৈশ্চ বাসোভিঃ পূজয়িত্বা বরাননে।
পাত্রাণাং পাতনপ্রশ্নং * কুর্য্যাচ্চৈব ক্রমাৎ শিবে ॥ ৩৮
মণ্ডলং রচয়েদেকং মায়য়া চতুরস্রকম্।
দ্বে দ্বে চ মণ্ডলে কুর্য্যাৎ তদ্বৎ পক্ষদ্বয়োরপি ॥ ৩৯ †
বারুণপ্রোক্ষিতেষ্বেষু পাত্রাণ্যাসাদ্য সাধকঃ।
তেন ক্ষালিতপাত্রেষু সর্ব্বোপকরণৈঃ সহ।
পানার্থপাথসান্নানি ক্রমেণ পরিবেশয়েৎ ॥ ৪০

এবং মাতামহত্রয়কে পূজা করিবে। ৩৭। হে বরাননে! হে শিবে! অনন্তর মাতামহীত্রয়কে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া দৈব হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে পাত্রপাতনপ্রশ্ন করিবে। ৩৮। ‡ পরে মায়া-বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক দেবপক্ষে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিয়া মাতামহ ও পিতৃপক্ষে হ্রীঁ উচ্চারণপূর্ব্বক দুইটি করিয়া ঐরূপ মণ্ডল রচনা করিবে। ৩৯। অনন্তর বরুণবীজে (বঁ) উহা প্রোক্ষিত করিয়া তাহাতে পাত্রগুলি স্থাপনপূর্ব্বক

* পাত্রাণাং পাতনং প্রশ্নঃ ইতি বা পাঠঃ।
† তদ্বৎপক্ষদ্বয়োরপি—পাঠান্তরম্।
‡ এই স্থানে যথাক্রমে পূজার্থ বাক্য ও পাত্রপাতনপ্রশ্নোত্তর লিখিত হইল। পূজার্থ বাক্য যথা—

দৈবে—হ্রীঁ বিশ্বেদেবাঃ এতানি পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি বো নমঃ, এই বাক্যে অগ্রে বিশ্বদেবগণের অর্চ্চনা করিবে। পরন্তু পূজাদ্রব্যসকল একত্র নিবেদন পূর্ব্বক পশ্চাৎ পৃথক্ পৃথক্ অর্পণ করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—এতদ্বঃ পাদ্যম্। এষ বোঽর্ঘ্যঃ। এতদ্ব আচমনীয়ম্। এষ বো গন্ধঃ। এতদ্ব পুষ্পম্। এষ বো ধূপঃ। এষ বো দীপঃ। এতদ্ব আচ্ছাদনম্। পরে পিতৃপক্ষে অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুক, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক এবং প্রপিতামহ এবং অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি এবং পিতামহি এবং প্রপিতামহি অমুকি এতানি পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি বো নমঃ এই বাক্যে অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রদান করিবে। অনন্তর মাতামহপক্ষে অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক এবং প্রমাতামহ এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহ এবং অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহি অমুকি এবং প্রমাতামহি এবং বৃদ্ধ-প্রমাতামহি, এতানি পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি বো নমঃ এই মন্ত্রে দিবে অর্থাৎ এতদ্বঃ পাদ্যম্। এষ বোঽর্ঘ্য ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। কিংবা অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতানি তে পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি স্বধা (নমঃ)। এতৎ তে পাদ্যম্। এষ তে অর্ঘ্যঃ। এতৎ তে আচমনীয়ম্। এষ তে গন্ধঃ। এতৎ তে পুষ্পম্। এষ তে ধূপঃ। এষ তে দীপঃ। এতৎ তে আচ্ছাদনম্। এই মন্ত্রে পিতার অর্চ্চনান্তে ঐরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী প্রভৃতি প্রত্যেকেরও পৃথক্ পৃথক্ অর্চ্চনা করিতে পারা যায়।

পাত্রপাতনপ্রশ্নোত্তর যথা—পাত্রপাতনমহং করিষ্যে, ইহাই প্রশ্ন। উত্তর—কুরুষ।

ততো মধুযবান্ দত্ত্বা হ্রাঁ হ্রূঁ ফড়িতি মন্ত্রকৈঃ ।*
সংপ্রোক্ষ্যান্নানি সর্ব্বাণি বিশ্বান্ দেবাংস্তথা পিতৄন্ ॥ ৪১
মাতৄর্ম্মাতামহান্ মাতামহীরন্নিধ্য তত্ত্ববিৎ ।
নিবেদ্য দেবীং গায়ত্রীং দেবতাভ্যস্ত্রিধা পঠেৎ ॥ ৪২
শেষান্নপিণ্ডয়োঃ প্রশ্নৌ কুর্য্যাদান্তে ততঃ পরম্ ॥ ৪৩

বঁবীজ দ্বারা প্রক্ষালিত সেই সকল পাত্রে দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় উপকরণ, পানার্থজল এবং অন্ন ক্রমশঃ পরিবেশন করিবে। ৪০। পরে অন্নাদিতে মধু ও যবপ্রদানান্তে হ্রাঁ হ্রূঁ ফট্ এই মন্ত্রে সমুদয় অন্ন প্রোক্ষিত করিয়া বিশ্বদেবগণ, পিতৃগণ, মাতৃগণ, মাতামহগণ ও মাতামহীগণকে উল্লেখপূর্ব্বক তদুদ্দেশে সমুদয় অন্ন যথাক্রমে নিবেদন করিবে। † পশ্চাৎ দশবার গায়ত্রী ও দেবতাভ্য এই মন্ত্র ‡ তিনবার পাঠ করিবে। ৪১-৪২। হে আদ্যে! অনন্তর শেষান্ন ও

* হ্রীঁ হুঁ ফড়িতি মন্ত্রকৈঃ—পাঠান্তরম্।

† যেরূপ মন্ত্রে নিবেদন করিতে হয়, তাহা লিখিত হইল, যথা—

বিশ্বেদেবাঃ পানার্ঘোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণসহিতমেতদন্নং বো নমঃ, এই মন্ত্র দ্বারা বিশ্বদেবগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। পরে, অমুকগোত্রা নান্দীমুখাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ অমুকামুকামুকদেবশর্ম্মাণঃ পানার্ঘোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধা, এই বাক্যে পিতৃগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। অনন্তর অমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যঃ মাতৃপিতামহীপ্রপিতামহ্যো-ঽমুক্যমুক্যমুক্যো দেব্যঃ পানার্ঘোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধা, এই বাক্যে মাতৃগণকে অন্ন দিবে। তদনন্তর অমুকগোত্রা নান্দীমুখ, মাতামহপ্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহাঃ অমুকামুকামুকদেবশর্ম্মাণঃ এতৎ পানার্ঘোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমন্নং বঃ স্বধা, এই মন্ত্র দ্বারা মাতামহগণকে অন্ন দিবে। পরে অমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতামহীপ্রমাতামহীবৃদ্ধপ্রমাতামহ্যঃ অমুকামুকামুক্যো দেব্যঃ এতৎ পানার্ঘোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমন্নং বঃ স্বধা, এই বাক্যে মাতামহীগণকে অন্ন দিবে। অথবা অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ পানার্ঘোদক-মধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমন্নং বঃ স্বধা, এই মন্ত্রে পিতৃগণের প্রত্যেককে সম্বোধন পূর্ব্বক দিতে হয়। এইরূপে মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহীকে অন্ন নিবেদন করিবার সময় প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্বোধন করিতে হইবে। মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের অন্ন নিবেদনের সময় এবং মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীর একত্র অন্ন নিবেদনের কালে ঐ নিয়মে ক্রমে প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্বোধন করিতে হইবে। অথবা পিতা প্রভৃতি দ্বাদশ ব্যক্তিকে পৃথক্ পৃথক্ অন্ন নিবেদন করিবে। তথায় অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে পানার্ঘো-দকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমন্নং স্বধা এইরূপ বাক্য হইবে। পিতামহ প্রভৃতির অন্ন নিবেদনের কালেও এইরূপ বাক্য জানিবে।

‡ দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি মন্ত্র যথা—"দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তিতি।"

দত্তশেষৈরক্ষতাদ্যৈর্ব্বীজপূরফলসন্নিভান্ ।
দ্বিজাৎ প্রাপ্তোত্তরঃ পিণ্ডান্ রচয়েদ্দ্বাদশ প্রিয়ে ॥ ৪৪
অন্যং তু রচয়েদেকং পিণ্ডং তৎসমমম্বিকে ।
আস্তরেন্নৈর্ঋতে দর্ভান্ মণ্ডলে যবসংযুতান্ ॥ ৪৫
যে যে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ ।
অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেঽপি ব্যালব্যাঘ্রহতাশ্চ যে ॥ ৪৬
যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ ।
মদ্দত্তপিণ্ডতোয়াভ্যাং তে যান্তু তৃপ্তিমক্ষয়াম্ ॥ ৪৭
দত্ত্বা পিণ্ডমপিণ্ডেভ্যো মন্ত্রাভ্যাং সুরবন্দিতে ।
প্রক্ষাল্য হস্তাবাচান্তঃ সাবিত্রীং প্রজপংস্ততঃ ।
দেবতাভ্যস্ত্রিধা জপ্ত্বা মণ্ডলানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৮
উচ্ছিষ্টপাত্রপুরতঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা বুধঃ ।
যে যে চ মণ্ডলে দেবি রচয়েৎ পিতৃতঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৯

পিণ্ডপ্রশ্ন করিবে। ৪৩। * হে প্রিয়ে! ব্রাহ্মণের নিকট হইতে প্রশ্নের উত্তর পাইয়া দত্তাবশেষ অক্ষতাদি দ্বারা বিল্বাকার দ্বাদশটি পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। ৪৪। হে অম্বিকে! বিল্বফল সদৃশ অন্য একটি পিণ্ড রচনা করিয়া নৈর্ঋতকোণে মণ্ডলের উপরিভাগে যবসংযুক্ত কুশ বিস্তারিত করিবে। ৪৫। পিণ্ডপ্রদানের মন্ত্র এই ;—"ওঁ যে যে কুলে" ইত্যাদি অর্থাৎ আমার বংশে যাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র নাই এবং পিণ্ড লোপ পাইয়াছে, যাঁহারা অগ্নিতে দগ্ধ, সর্প বা অন্য কোন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, যাঁহারা আমার বান্ধব বা শত্রু, যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে আমাদের বান্ধব ছিলেন, মদ্দত্ত পিণ্ড ও জল গ্রহণ করিয়া তাঁহারা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করুন্। ৪৬-৪৭। হে সুরবন্দিতে! এই দুইটি মন্ত্রে অপিণ্ডদিগকে পিণ্ডদান করিয়া হস্তপ্রক্ষালন ও আচমনপূর্ব্বক দশবার গায়ত্রী জপ করত 'দেবতাভ্য' মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া মণ্ডল রচনা করিবে। ৪৮। হে দেবি! বিচক্ষণ শ্রাদ্ধকর্ত্তা পিতৃপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া

* "ওঁ শেষান্নমপাস্তি ক দেয়ম্।"—ইহাই শেষান্নপ্রশ্ন। "ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাম্" ইহাই ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক উত্তর। "ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে"—ইহা পিণ্ডপ্রশ্ন। ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক উত্তর—"ওঁ কুরুষ্ব।"

পূর্ব্বমন্ত্রেণ সংপ্রোক্ষ্য কুশাংস্তেষাস্তরেৎ কৃতী। *
অভ্যুক্ষ্য বায়ুনা দর্ভান্ পিতৃদর্ভক্রমাৎ শিবে।
ঊর্দ্ধে মূলে চ মধ্যে চ ত্রীংস্ত্রীন্ পিণ্ডান্নিবেদয়েৎ॥ ৫০
আমন্ত্রণেন প্রত্যেকং নামোচ্চার্য্য মহেশ্বরি।
স্বধয়া বিতরেৎ পিণ্ডং যবমাধ্বীকসংযুতম্॥ ৫১
পিণ্ডান্তে পিণ্ডশেষঞ্চ বিকীর্য্য লেপভাজিনঃ।
প্রীণয়েৎ করলেপেন নৈকোদ্দিষ্টেম্বয়ং বিধিঃ॥ ৫২

উচ্ছিষ্ট পাত্রের সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে দুই দুইটি করিয়া মণ্ডল প্রস্তুত করিবে। ৪৯। হে শিবে! অনন্তর বরুণবীজে মণ্ডল চারিটি প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃপক্ষ হইতে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণাস্তে তাহাতে কুশ আস্তীর্ণ করিবে, পরে (যঁ) বায়ুবীজে দর্ভ অভ্যুক্ষিত করিয়া পিতৃদর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধে, মূলে এবং মধ্যে তিনটি তিনটি পিণ্ড প্রদান করিবে অর্থাৎ ঊর্দ্ধে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহকে, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহীকে, মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে এবং মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধ-প্রমাতামহীকে যথাক্রমে এক একটি করিয়া এক এক মণ্ডলে তিন তিনটি পিণ্ড দিবে। ৫০। হে মহেশ্বরি! আমন্ত্রণযুক্ত প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ করিয়া, স্বধা পাঠ করত প্রত্যেককে যবমধুমিশ্রিত পিণ্ড প্রদান করিবে। ৫১। † পিণ্ডপ্রদানান্তে পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে পিণ্ডশেষ বিকীর্ণ করিবে।

---

* কুশাংস্তেষাস্তরেৎ কৃতী—পাঠান্তরম্।

† পিণ্ডদানের বাক্য এইরূপ :—

"অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এব তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্যে পিতৃমণ্ডলের দর্ভমূলে পিতার উদ্দেশে পিণ্ড দিবে। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেব শর্ম্মন্ এব তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্যে পিতৃমণ্ডলের দর্ভমধ্যে পিতামহের পিণ্ড দিতে হয়। অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এব তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্যে পিতৃমণ্ডলীর দর্ভের ঊর্দ্ধভাগে প্রপিতামহের পিণ্ড দিবে। অনন্তর অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকীদেবি এব তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্যে মাতৃমণ্ডলের দর্ভমূলে মাতার উদ্দেশে, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকীদেবি এব তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্যে মাতৃমণ্ডলের দর্ভমধ্যে পিতামহীর উদ্দেশে, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকীদেবি এব তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্যে মাতৃমণ্ডলীর দর্ভের অগ্রভাগে প্রপিতামহীর উদ্দেশে, অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এব তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্যে মাতামহমণ্ডলের দর্ভমূলে মাতামহের উদ্দেশে, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ এব তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্যে মাতামহমণ্ডলের দর্ভের মধ্যভাগে প্রমাতামহের উদ্দেশে, অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এব তে মধুযবসমন্বিতঃ

দেবতাপিতৃতৃপ্ত্যর্থং সাবিত্রীং দশধা জপেৎ।
দেবতাত্যস্ত্রিধা জপ্ত্বা পিণ্ডান্ সংপূজয়েত্ততঃ ॥ ৫৩
প্রজ্বাল্য ধূপং দীপং চ নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্।
দিব্যদেহধরান্ পিতৄনগ্রতঃ কব্যমশ্নতঃ।
বিভাব্য প্রণমেদ্ধীমানিমং মন্ত্রমুদীরয়ন্ ॥ ৫৪ *
পিতা মে পরমো ধর্ম্মঃ পিতা মে পরমং তপঃ।
স্বর্গঃ পিতা মে তত্তৃপ্তৌ তৃপ্তমস্ত্বখিলং জগৎ ॥ ৫৫
ততো নির্ম্মাল্যমাদায় প্রার্থয়েদাশিষং পিতৄন্ ॥ ৫৬
আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং পিতরঃ করুণাময়াঃ।
বেদাঃ সন্ততয়ো নিত্যং বর্দ্ধন্তাং বান্ধবা মম ॥ ৫৭

অনন্তর কুশলগ্ন অন্ন দ্বারা লেপভোজী পুরুষগণকে প্রীত করিবে। এই বিধি একোদ্দিষ্টে নাই। ৫২। (পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ পিণ্ডভোজী; বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ও অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ লেপভোজী। মাতৃপক্ষে, মাতামহ-পক্ষে ও মাতামহীপক্ষেও এই প্রকার) পরে দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া দেবতাভ্য মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। পশ্চাৎ গন্ধপুষ্প দ্বারা পিণ্ডপূজা করিবে। ৫৩। অনন্তর ধূপদীপ প্রজ্বালিত করিয়া দুই চক্ষু নিমীলন করত যজ্ঞস্থলে পিতৃগণ স্ব স্ব দেহ ধারণ পূর্ব্বক কব্যভোজন করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। ৫৪। মন্ত্র এই,—পিতাই আমার পরম ধর্ম্ম, পিতাই আমার পরম তপস্যা, পিতাই আমার স্বর্গ, পিতৃলোক তৃপ্ত হইলেই অখিল জগৎ তৃপ্ত হইয়া থাকে। ৫৫। অনন্তর নির্ম্মাল্য গ্রহণপূর্ব্বক পিতৃগণের নিকটে এই প্রার্থনা করিবে। ৫৬। করুণাময় পিতৃগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমার বেদ (জ্ঞান),

---

পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্যে মাতামহমণ্ডলীর দর্ভের অগ্রভাগে বৃদ্ধপ্রমাতামহের উদ্দেশে, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা এই বাক্যে মাতামহীমণ্ডলের দর্ভমূলে মাতামহীর উদ্দেশে, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রমাতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্যে মাতামহীমণ্ডলের দর্ভমধ্যদেশে, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্যে মাতামহীমণ্ডলীর দর্ভের অগ্রভাগে বৃদ্ধপ্রমাতামহীর উদ্দেশে পিণ্ড দিবে।

সামবেদী শ্রাদ্ধের সময় পিণ্ড শব্দ পুংলিঙ্গে ও পূজার সময় অর্ঘ্য শব্দ ক্লীবলিঙ্গে এবং যজুর্বেদীরগণ পিণ্ড শব্দ ক্লীবলিঙ্গে ও অর্ঘ্য শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহার করিবেন।

* মন্ত্রমুদীরয়েৎ—পাঠান্তরম্।

দাতারো নো বিবর্দ্ধন্তাং বহুত্বন্নানি সন্তু নে।
যাচিতারঃ সদা সন্তু মা চ যাচামি কঞ্চন ॥ ৫৮
দৈবাদিতো দ্বিজান্ পিণ্ডান্ বিসৃজেত্তদনন্তরম্।
তথৈব দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ পক্ষেষু ত্রিষু তত্ত্ববিৎ ॥ ৫৯
গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা দেবতাত্ত্যোঽপি পঞ্চধা।
দৃষ্ট্বা বহ্নিং রবিং বিপ্রমিদং পৃচ্ছেৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬০

সন্তান ও বান্ধবেরা নিত্য বর্দ্ধিত হউক। ৫৭। আমার দাতাসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন্, আমাদের প্রচুর অন্নসংস্থান ঘটুক, অনেকে আমার নিকটে প্রার্থনা করুক, কিন্তু আমি যেন কাহারও নিকটে প্রার্থনা না করি। ৫৮। পরে দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ও পিণ্ডসমূহকে বিসর্জ্জন দিবে। ("ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব" এই বলিয়া দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করত যাবতীয় ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিতে হয়। অনন্তর "পিণ্ড গয়াং গচ্ছ" বাক্যে পিত্রাদিক্রমে পিণ্ড বিসর্জ্জন করিবে) অনন্তর তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি দেবপক্ষ, পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষের দক্ষিণা দিবে। ৫৯। * অনন্তর দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া পাঁচবার দেবতাত্ত্য মন্ত্র

* যেরূপ বাক্যে দক্ষিণা দিতে হয়, তাহা লিখিত হইল, যথা—

"ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং কৃতৈতদ্দেবপক্ষ-পিতৃপক্ষ-মাতামহপক্ষ-পবিতৃপ্ত্যাদেশ্যকাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং কাঞ্চনমূল্যং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় দাতুমহমুৎসৃজে। এই বাক্যে যথাশক্তি কাঞ্চনাদি দক্ষিণা দিবে। যদি তিন পক্ষের পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণান্ত হয়, তবে—(দেবপক্ষে) ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি—অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুখস্য এবং পিতামহস্য অমুকস্য এবং প্রপিতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যা এবং পিতামহ্যা অমুকীদেব্যা এবং প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যা এবং মাতামহাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহীপর্য্যান্তানাং যথাক্রমং ষষ্ঠ্যন্ত নাম উল্লিখ্য আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে কৃতে বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে। (পিতৃপক্ষে) ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া কৃতৈতৎ-আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ হইবে। (মাতামহপক্ষে) ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দী-মুখস্য মাতামহস্য অমুকস্য এইরূপ বৃদ্ধপ্রমাতামহী পর্য্যন্ত যথাক্রমে ষষ্ঠ্যন্ত নাম উল্লেখ করিয়া, কৃতৈতৎ-আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ ইত্যাদি অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ হইবে।

ইদং শ্রাদ্ধং সমুচ্চার্য্য সাঙ্গং জাতমুদীরয়েৎ।
দ্বিজো বদেৎ সম্যগেব সাঙ্গং জাতং বিধানতঃ ॥ ৬১
অঙ্গবৈগুণ্যশান্ত্যর্থং * প্রণবং দশধা জপন্।
অচ্ছিদ্রাভিবিধানেন কুর্য্যাৎ কর্ম্মসমাপনম্। †
পাত্রীয়ান্নানি পিণ্ডাংশ্চ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৬২
বিপ্রাভাবে গবাজেভ্যঃ সলিলে বা বিনিঃক্ষিপেৎ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধমিদং প্রোক্তং নিত্যসংস্কারকর্ম্মণি ॥ ৬৩
শ্রাদ্ধে পর্ব্বণি কর্ত্তব্যে পার্ব্বণত্বেন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৬৪
দেবতাদিপ্রতিষ্ঠাসু তীর্থযাত্রা-প্রবেশয়োঃ।
পার্ব্বণেন বিধানেন শ্রাদ্ধমেতদুদীরয়েৎ ॥ ৬৫
নৈত্তেষু শ্রাদ্ধকৃত্যেষু পিতৄন্নান্দীমুখান্ বদেৎ।
নমোঽস্তু পুষ্ট্যাস্মিত্যত্র স্বধায়ৈ পদমুচ্চরেৎ ॥ ৬৬

পাঠ করিবে; পশ্চাৎ অগ্নি ও সূর্য্যদর্শনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, 'ইদং শ্রাদ্ধং সাঙ্গং জাতং'; উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিবেন, 'বিধানতঃ সম্যগেব সাঙ্গং জাতম্।' ৬০-৬১। অনন্তর অঙ্গবৈগুণ্যদোষশান্তির জন্ম দশবার প্রণব জপ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ দ্বারা কর্ম্ম শেষ করিবে, অর্থাৎ "কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত" এই কথা করপুটে বলিবে। ব্রাহ্মণও উত্তর দিবেন—"দেবগুরুপ্রসাদাৎ অচ্ছিদ্রমস্ত।" পাত্রান্ন ও পিণ্ড ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবে। ৬২। শ্রাদ্ধভোজী বিপ্রের অভাবে গাভী বা ছাগকে প্রদান অথবা জলে নিক্ষেপ করিতে হয়, নিত্যসংস্কারকার্য্যে যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, তাহা বলিলাম। ৬৩। যদি অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্বাহে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তবে তাহার নাম পার্ব্বণশ্রাদ্ধ। ৬৪। দেবপ্রতিষ্ঠা, তীর্থযাত্রা ও গৃহপ্রবেশসময়ে পার্ব্বণশ্রাদ্ধের বিধিক্রমে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। ৬৫। এই সমুদায় শ্রাদ্ধে নান্দীমুখান্ পিতৄন্ এই শব্দ বলিবে না, নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈ

* অঙ্গবৈগুণ্যসিদ্ধ্যর্থং ইতি বা পাঠঃ।
† কুর্য্যাৎ সর্ব্বসমাপনম্—পাঠান্তরম্।

পিত্রাদিত্রয়মধ্যে তু যো জীবতি বরাননে।
তস্যোর্দ্ধতনমুল্লিখ্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৬৭
জনকাদিষু জীবৎসু ত্রিষু শ্রাদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ।
তেষু প্রীতেষু দেবেশি শ্রাদ্ধযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ৬৮
জীবৎপিতরি কল্যাণি নাস্তশ্রাদ্ধাধিকারিতা।
মাতুঃ শ্রাদ্ধং বিনা পত্ন্যাস্তথা নান্দীমুখং বিনা ॥ ৬৯
একোদ্দিষ্টে তু কৌলেশি বিশ্বদেবান্ন পূজয়েৎ।
একমেব সমুদ্দিশ্যানুজ্ঞাবাক্যং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭০
দক্ষিণাভিমুখো দদ্যাদন্নং পিণ্ডং চ মানবঃ।
যবস্থানে তিলা দেয়াঃ সর্ব্বমন্যত্র পূর্ব্ববৎ ॥ ৭১
প্রেতশ্রাদ্ধে বিশেষোঽয়ং গন্ধাদ্যর্চ্চাং বিবর্জ্জয়েৎ।
মৃতং সমুল্লিখেৎ প্রেতং বাক্যে দানেঽন্নপিণ্ডয়োঃ ॥ ৭২
একমুদ্দিশ্য যৎ শ্রাদ্ধমেকোদ্দিষ্টং তদুচ্যতে।
প্রেতস্থানে চ পিণ্ডে চ মৎস্যং মাংসং নিযোজয়েৎ ॥ ৭৩

ইহার পরিবর্ত্তে নমঃ স্বধায়ৈ এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। ৬৬। হে বরাননে! পিতা প্রভৃতি তিন পুরুষের মধ্যে যিনি জীবিত থাকিবেন, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার ঊর্দ্ধতন পুরুষের উল্লেখ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ৬৭। যদি তিন পুরুষই জীবিত থাকে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। দেবি! পূর্ব্বোক্ত তিন পুরুষ প্রীত হইলে শ্রাদ্ধফল ও যজ্ঞফললাভ হইয়া থাকে। ৬৮। হে কল্যাণি! পিতার জীবদ্দশায় মাতৃশ্রাদ্ধ, পত্নীর শ্রাদ্ধ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ব্যতিরেকে শ্রাদ্ধের অধিকার ঘটে না। ৬৯। হে কুলেশ্বরি! একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধস্থলে বিশ্বদেবগণের পূজাবিধি নাই, সুতরাং সে স্থলে কেবল এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়াই অনুজ্ঞা কল্পনা করিবে। ৭০। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবার সময় দক্ষিণাস্যে অন্ন ও পিণ্ড দান করিতে হয়, ইহার কার্য্য প্রায়ই পূর্ব্ববৎ, কেবল যবস্থলে তিল দান করিতে হয়। ৭১। প্রেতশ্রাদ্ধে বিশেষ এই যে, ইহাতে গন্ধাদির অর্চ্চনা করিবে না, কেবল বাক্যকল্পনা, অন্ন ও পিণ্ডের সময় মৃত ব্যক্তিকে প্রেত বলিয়া উল্লেখ করিবে। ৭২। একের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা হয় বলিয়া ইহার নাম

অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহ্নি যৎ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
প্রেতশ্রাদ্ধং বিজানীহি তদেব কুলনায়িকে ॥ ৭৪
গর্ভস্রাবাজ্জাতমৃতাদন্তত্র মৃতজাতয়োঃ।
কুলাচারানুসারেণ মানবোঽশৌচমাচরেৎ ॥ ৭৫
দ্বিজাতীনাং দশাহেন দ্বাদশাহেন পক্ষতঃ।
শূদ্রসামান্যয়োর্দ্দেবি মাসেনাশৌচকল্পনা ॥ ৭৬
অসপিণ্ডমৃতজ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রাশৌচমিষ্যতে।
শৃণ্বতোঽপি গতাশৌচে সপিণ্ডস্য মৃতিং শিবে ॥ ৭৭
অশুচির্নাধিকারী স্যাদ্দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি।
ঋতে কুলার্চ্চনাদাদ্যে তথা প্রারব্ধকর্ম্মণঃ ॥ ৭৮
পঞ্চবর্ষাধিকান্ মর্ত্ত্যান্ দাহয়েৎ পিতৃকাননে।
ভর্ত্রা সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্ ॥ ৭৯

একোদ্দিষ্ট, প্রেতশ্রাদ্ধে প্রেতের অন্ন ও পিণ্ডে মৎস্যমাংস প্রদানের ব্যবহার আছে। ৭৩। হে কুলনায়িকে! লোকে অশৌচান্তে দ্বিতীয়দিনে যে শ্রাদ্ধ করে, তাহার নাম প্রেতশ্রাদ্ধ। ৭৪। গর্ভস্রাব, জাতমৃত বা অন্তত্র জাত বা মৃত হইলে কুলাচারানুসারে মনুষ্যের অশৌচ হইয়া থাকে (যদি নবম বা দশম মাসে মৃতসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে সপিণ্ডগণের পূর্ণ জননাশৌচ হইয়া থাকে। সন্তান জন্মিয়া সেই দিনই যদি মরে বা গর্ভস্রাব হয়, তবে জননীর পূর্ণাশৌচ এবং সপিণ্ডগণের সত্তঃশৌচ হয়)। ৭৫। হে দেবি! ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ, বৈশ্যের পঞ্চদশ এবং শূদ্র ও সামান্য বর্ণের এক মাস অশৌচ হইয়া থাকে। ৭৬। হে শিবে! অসপিণ্ড জ্ঞাতির মৃত্যুতে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়, যদি অশৌচকালান্তে সপিণ্ডের মৃত্যু শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেও তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। ৭৭। হে আদ্যে! অশুচি ব্যক্তি কুলপূজা ও প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন কোন প্রকার দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারে না। ৭৮। হে কুলেশ্বরি! পঞ্চবর্ষাধিক শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে শ্মশানে দগ্ধ করিবে, (পঞ্চবর্ষ বয়সের মধ্যে মরিলে ভূগর্ভে নিখাত করিতে হয়) কুলকামিনীকে স্বামীর সহিত দগ্ধ করিবে না। ৭৯।

ত্বৎস্বরূপা রমণী চ জগত্যাচ্ছন্নবিগ্রহা।
মোহাদ্ভর্ত্তুশ্চিতারোহাৎ ভবেন্নরকগামিনী ॥ ৮০
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকাংস্তু তেষামাজ্ঞানুসারতঃ।
প্রবাহয়েদ্বা নিখনেদ্দাহয়েদ্বাপি কালিকে ॥ ৮১
পুণ্যক্ষেত্রে চ তীর্থে বা দেব্যাঃ পার্শ্বে বিশেষতঃ।
কুলীনানাং সমীপে বা মরণং শস্তমম্বিকে ॥ ৮২
বিভাবয়ন্ সত্যমেকং বিস্মরন্ জগতাং ত্রয়ম্।
পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্ স স্বরূপে প্রতিষ্ঠতি ॥ ৮৩
প্রেতভূমৌ শবং নীত্বা স্নাপয়িত্বা ঘৃতোক্ষিতম্।
উত্তরাভিমুখং কৃত্বা শায়য়েত্তং চিতোপরি ॥ ৮৪
সম্বোধনান্তং তদ্গোত্রং প্রেতাখ্যানং সমুচ্চরন্।
দত্বা পিণ্ডং প্রেতমুখে দহেদ্বহ্নিমনুং স্মরন্ ॥ ৮৫
পিণ্ডন্তু রচয়েত্তত্র সিদ্ধান্নৈস্তণ্ডুলৈশ্চ বা।
যবগোধূমচূর্ণৈর্ব্বা ধাত্রীফলসমং প্রিয়ে ॥ ৮৬
স্থিতেষু প্রেতপুত্রেষু জ্যেষ্ঠে শ্রাদ্ধাধিকারিতা।
তদভাবেঽন্যপুত্রাদৌ জ্যেষ্ঠানুক্রমতো ভবেৎ ॥ ৮৭

স্ত্রীজাতি তোমার স্বরূপ, তুমি জগতে রমণীরূপে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছ। মোহপ্রযুক্ত যে স্ত্রী স্বামীর চিতারোহণ করে, সে নরকগামিনী হইয়া থাকে। ৮০। যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে তাঁহাদের মৃতশরীর জলে ভাসাইয়া দিবে অথবা মৃত্তিকাতে নিখাত বা দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ৮১। হে অম্বিকে! পুণ্যক্ষেত্র, তীর্থ, ভগবতীর পার্শ্ব অথবা কৌলিকদিগের সমীপে মৃত্যুই প্রশস্ত। ৮২। মরণকালে যে ব্যক্তি ত্রিজগৎ বিস্মৃত হইয়া সত্যস্বরূপ ভাবনা করিতে করিতে মৃত হন, তিনি পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ৮৩। শবকে প্রেতভূমিতে লইয়া গিয়া ঘৃত মাখাইয়া স্নান করাইবে। পরে উত্তরাস্তে চিতার উপর শয়ন করাইয়া দিবে। ৮৪। পরে সম্বোধনান্ত তদ্গোত্রসহিত প্রেতনাম (ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে পিণ্ডঃ স্বধা) উল্লেখ করিয়া তন্মুখে পিণ্ড প্রদান করত বহ্নিবীজ (রঁ) স্মরণপূর্ব্বক দাহ করিবে। ৮৫। হে প্রিয়ে! এই স্থলে সিদ্ধান্ন, তণ্ডুল, যব বা গোধূমচূর্ণ দ্বারা ধাত্রীফলবৎ পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। ৮৬। প্রেত ব্যক্তির অপরাপর

অশৌচান্তাদ্ভদিবসে কৃতস্নানো নরঃ শুচিঃ।
মৃতপ্রেতত্বমুক্ত্যর্থমুৎসৃজেত্তিলকাঞ্চনম্ ॥ ৮৮
গাং ভূমিং বসনং যানং পাত্রং ধাতুবিনির্ম্মিতম্।
ভোজ্যং বহুবিধং দদ্যাৎ প্রেতস্বর্গায় তৎসুতঃ ॥ ৮৯ *
গন্ধং মাল্যং ফলং তোয়ং † শয্যাং প্রিয়করীং তথা।
যৎ যৎ প্রেতপ্রিয়ং দ্রব্যং তৎ স্বর্গায় সমুৎসৃজেৎ ॥ ৯০
ততস্তু বৃষভঞ্চৈকং ত্রিশূলাঙ্কেন লাঞ্ছিতম্।
স্বর্ণেনালঙ্কৃতং কৃত্বা ত্যজেৎ তৎস্বরবাপ্তয়ে ॥ ৯১
প্রেতশ্রাদ্ধোক্তবিধিনা শ্রাদ্ধং কৃত্বাতিভক্তিতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞান্ ব্রাহ্মণান্ কৌলান্ ক্ষুধিতানপি ভোজয়েৎ ॥ ৯২

পুত্র বর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠেরই শ্রাদ্ধে অধিকার, জ্যেষ্ঠের অভাবে অন্য পুত্রাদির জ্যেষ্ঠানুক্রমে অধিকার দাঁড়ায়। ৮৭। অশৌচান্তে দ্বিতীয়দিনে কৃতস্নান ও শুচি হইয়া মৃত লোকের প্রেতত্ব দূর করিবার জন্য তিল-কাঞ্চন উৎসর্গ করা কর্ত্তব্য। ৮৮। ‡ মৃতের স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশে গাভী, ভূমি, বস্ত্র, যান, ধাতুপাত্র ও বহুবিধ ভোজ্য দান করা পুত্রের কর্ত্তব্য। ৮৯। ¶ গন্ধ, মাল্য, ফল, প্রিয়করী শয্যা এবং অন্য যে বস্তু প্রেতলোকের প্রিয়, প্রেতের স্বর্গকামনায় তাহা উৎসর্গ করিবে। ৯০। প্রেতের স্বর্গলাভ জন্য একটি বৃষ ত্রিশূলাঙ্কে চিহ্নিত ও স্বর্ণালঙ্কারে সুশোভিত করিয়া উৎসর্গ করত ছাড়িয়া দিবে। ৯১। অনন্তর অতিশয় ভক্তিসহকারে প্রেতশ্রাদ্ধোক্ত বিধিক্রমে শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কৌল ও

* সংসুতঃ—পাঠান্তরম্।

† গন্ধং মাল্যং তথা তোয়ং—পাঠান্তরম্।

‡ তিলকাঞ্চন উৎসর্গের বাক্য যথা—ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতত্ববিমুক্তিপূর্ব্বক-অক্ষয়স্বর্গকামঃ কাঞ্চন-সহিতানেতান্ তিলান্ অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।

¶ গো, ভূমি, বস্ত্র প্রভৃতি উৎসর্গ করিবার বাক্য যথা—

"ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অক্ষয়স্বর্গকামঃ অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় গাং অহং সম্প্রদদানি। (গাং স্থলে ভূমিং, যান ইত্যাদি উৎসর্গের সময় তত্তৎদ্রব্যের নাম উচ্চার্য্য)।

দানেষশক্তো মনুজঃ কুর্ব্বন্ শ্রাদ্ধং যথাশক্তিতঃ।
বুভুক্ষিতান্ ভোজয়িত্বা প্রেতত্বং মোচয়েৎ পিতুঃ॥ ১৩
আদ্যৈকোদ্দিষ্টমেতত্তু প্রেতত্বামুক্তিকারণম্।
বর্ষে বর্ষে মৃততিথৌ দদ্যাদন্নং গতাসবে॥ ১৪
বহুভির্ব্বিধিভিঃ কিংবা কর্ম্মভির্ব্বহুভিশ্চ কিম্।
সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি মানবঃ কৌলিকার্চ্চনাৎ॥ ১৫
বিনা হোমাজ্জপাৎ শ্রাদ্ধাৎ সংস্কারেষু চ কর্ম্মসু।
সম্পূর্ণকার্য্যসিদ্ধিঃ স্যাদেকয়া কৌলিকার্চ্চয়া॥ ১৬
শুক্লাং চতুর্থীমারভ্য শুভকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
অসিতাং পঞ্চমীং যাবৎ বিধিরেষঃ শিবোদিতঃ॥ ১৭
অন্যত্রাপি বিরুদ্ধেঽহ্নি গুর্ব্বৃত্বিক্কৌলিকাজ্ঞয়া।
কর্ম্মাণ্যপরিহার্য্যাণি কর্ম্মার্থী কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৮
গৃহারম্ভঃ প্রবেশশ্চ যাত্রারত্নাদিধারণম্।
সংপূজ্যাদ্যাং পঞ্চতত্ত্বৈঃ কুর্য্যাদেতানি কৌলিকঃ॥ ১৯

অপরাপর ক্ষুধিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। ১২। যে ব্যক্তি ভূমি ও শয্যা প্রভৃতি দান করিতে অশক্ত, যথাশক্তি শ্রাদ্ধ করিয়া বুভুক্ষিতগণকে ভোজন করাইয়া পিতার প্রেতত্ব মোচন করা তাহার কর্ত্তব্য। ১৩। এই প্রেতশ্রাদ্ধ আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ নামে কথিত। ইহা প্রেতত্বমুক্তির কারণ। প্রতিবর্ষে মৃততিথিতে মৃতোদ্দেশে অন্নপ্রদান করিতে হয়। ১৪। বহুবিধ বিধি ও কর্ম্মানুষ্ঠানে কি ফললাভ হয়? যদি কৌলিক ব্যক্তির অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ১৫। যদি কোন সংস্কারে ও পৌষ্টিককর্ম্মে হোম, জপ ও শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধ করা না হয়, তথাপি একমাত্র কৌলিকের অর্চ্চনায় সমস্তই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১৬। শিবের উক্তি এই যে, শুক্লপক্ষের চতুর্থী হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে সমুদয় শুভকর্ম্ম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। ১৭। যে ব্যক্তি কর্ম্মার্থী, সে ব্যক্তি গুরু, ঋত্বিক্ ও কৌলিক ব্যক্তির আজ্ঞায় অন্য বিরুদ্ধ দিবসেও অপরিহার্য্য কার্য্য করিতে পারে। ১৮। পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা আদ্যা শক্তির অর্চ্চনা করিয়া কৌলিক ব্যক্তি গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ,

সংক্ষেপযাত্রামথবা কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ।
ধ্যায়ন্ দেবীং জপন্ মন্ত্রং নত্বা গচ্ছেদ্যথামতি॥ ১০০
সর্ব্বাসু দেবতার্চ্চাসু শারদীয়োৎসবাদিষু।
তত্তৎকল্পোক্তবিধিনা ধ্যানপূজাং সমাচরেৎ॥ ১০১
আদ্যাপূজোক্তবিধিনা বলিহোমং প্রযোজয়েৎ।
কৌলার্চ্চনং দক্ষিণাঞ্চ কৃত্বা কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ১০২
গণেশং বিষ্ণুং শিবং সূর্য্যং ব্রহ্মাণং পরিপূজ্য চ।
উদ্দিষ্টমর্চ্চয়েদ্দেবং সামান্যো বিধিরীরিতঃ॥ ১০৩
কৌলিকঃ পরমো ধর্ম্মঃ কৌলিকঃ পরদেবতা।
কৌলিকঃ পরমং তীর্থং তস্মাৎ কৌলং সদার্চ্চয়েৎ॥ ১০৪
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানি ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
বসন্তি কৌলিকে দেহে কিন্ন স্যাৎ কৌলিকার্চ্চনাৎ॥ ১০৫
পূর্ণাভিষিক্তঃ সৎকৌলো যস্মিন্ দেশে বিরাজতে।
ধন্যো মান্যঃ পুণ্যতমঃ স দেশঃ প্রার্থ্যতে সুরৈঃ॥ ১০৬

যাত্রা ও শখ্যরত্ন প্রভৃতি ধারণ করিতে পারে অথবা সাধকশ্রেষ্ঠ দেবী ভগবতীর ধ্যান, মন্ত্রজপ ও নমস্কার করিয়া যথা ইচ্ছা যাইবেন; এইরূপ গমনের নাম সংক্ষেপযাত্রা। ৯৯-১০০। সমুদয় দেবতার পূজা ও শারদীয় প্রভৃতি উৎসবস্থলে তত্তৎকল্পোক্ত বিধানানুসারে ধ্যান ও পূজা করিবে। ১০১। পরন্তু আদ্যা কালিকার পূজা-বিধিমতে বলিদান ও হোম করা কর্ত্তব্য, শেষে কৌলিক ব্যক্তির অর্চ্চনা ও দক্ষিণান্ত করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১০২। সামান্যবিধি অনুসারে পূজা করিতে হইলে গণেশ, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য ও ব্রহ্মা এই সকল দেবতার অর্চ্চনা করিয়া উদ্দেশ্য দেবতার পূজা করা কর্ত্তব্য। ১০৩। কৌলিক ব্যক্তিই পরম ধর্ম্ম, কৌলিক ব্যক্তিই পরম দেবতা, কৌলিক ব্যক্তিই পরম তীর্থ, অতএব সর্ব্বদা কৌল ব্যক্তির অর্চ্চনা করিবে। ১০৪। সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থ এবং ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতা কৌলিক-দেহে আবির্ভূত থাকেন, সুতরাং কৌলিক-অর্চ্চনায় কি না লাভ হইয়া থাকে? ১০৫। যে দেশে পূর্ণাভিষিক্ত সৎকৌল অবস্থিতি করেন, সেই দেশ সুরগণের প্রার্থনীয় এবং তাহা ধন্য ও পুণ্যতম বলিয়া

কৃতপূর্ণাভিষেকস্য সাধকস্য শিবাত্মনঃ।
পুণ্যপাপবিহীনস্য প্রভাবং বেত্তি কো ভুবি ॥ ১০৭
কেবলং নররূপেণ তারয়ন্নিখিলং জগৎ।
শিক্ষয়ন্ লোকযাত্রাঞ্চ কৌলো বিহরতি ক্ষিতৌ ॥ ১০৮

শ্রীদেব্যুবাচ।

পূর্ণাভিষিক্তকৌলস্য মাহাত্ম্যং কথিতং প্রভো।
বিধানমভিষেকস্য কৃপয়া শ্রাবয়স্ব মাম্ ॥ ১০৯

শ্রীসদাশিব উবাচ।

বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমাসীদ্‌জগত্রয়ে।
গুপ্তভাবেন কুর্ব্বন্তো নরা মোক্ষং যযুঃ পুরা ॥ ১১০
প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্ত্তিনঃ।
নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ সপ্রকাশাভিষেচনম্ ॥ ১১১
নাভিষেকং বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্যসেবনাৎ।
পূর্ণাভিষেকাৎ * কৌলঃ স্যাৎ চক্রাধীশঃ কুলার্চ্চকঃ ॥ ১১২

কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ১০৬। পূর্ণাভিষিক্ত সাধক সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ও পাপ-পুণ্যবিবর্জ্জিত, সংসারে কোন্ ব্যক্তি এতাদৃশ মহাপুরুষের প্রভাব বিদিত হইতে পারে? ১০৭। কৌলব্যক্তি কেবলমাত্র সমগ্র ভুবনগুলের উদ্ধার এবং লোকযাত্রাশিক্ষার জন্য নররূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। ১০৮।

দেবী কহিলেন, প্রভো! আপনি পূর্ণাভিষিক্ত কৌলের মাহাত্ম্যবিবরণ বলিলেন, এক্ষণে অভিষেকের বিধি কি প্রকার, কৃপা করিয়া জানাইয়া দিউন। ১০৯।

সদাশিব কহিলেন, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই ব্যাপারবিধি অতিশয় গুপ্ত ছিল; তৎকালীন ব্যক্তিগণ গুপ্তভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১১০। যে সময় কলির প্রবল অধিকার, সেই সময়ে কি দিবা, কি রাত্রি প্রকাশ্যভাবে অভিষেক করাই কৌল ব্যক্তিগণের কার্য্য হইয়া উঠিবে। ১১১। অভিষিক্ত না হইয়া কেবল মদ্যপান করিলেই তাহাকে কৌল বলি না; যিনি পূর্ণাভিষিক্ত, তিনি কুলপূজক, চক্রের অধিপতি ও কৌল

* পূর্ণাভিষিক্তঃ—পাঠান্তরম্।

ততোঽভিষেকপূর্ব্বেঽহ্নি সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।
যথাশক্ত্যুপচারেণ বিঘ্নেশং পূজয়েদ্গুরুঃ ॥ ১১৩
গুরুশ্চেন্নাধিকারী স্যাৎ শুভপূর্ণাভিষেচনে।
তদাভিষিক্তকৌলেন সংস্কারং সাধয়েৎ প্রিয়ে ॥ ১১৪
খান্তার্ণং বিন্দুসংযুক্তং বীজমস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১১৫
গণকোঽস্য ঋষিশ্ছন্দো নীবৃৎ বিঘ্নস্তু দেবতা।
কর্ত্তব্যকর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগিতা ॥ ১১৬
ষড়্দীর্ঘযুক্তমূলেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েদ্গণপতিং শিবে ॥ ১১৭

---

হইতে পারেন। ১১২। অভিষেকের পূর্ব্বদিনে সর্ব্ববাধা-শান্তির জন্য যথাবিধি উপচারে বিঘ্নরাজের পূজা করা গুরুর কর্ত্তব্য। ১১৩। হে প্রিয়ে! গুরু যদি শুভপূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হন, তাহা হইলে পূর্ণাভিষিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত সংস্কারসাধন করিবে। ১১৪। * খ এই বর্ণের অন্তিম বর্ণে অর্থাৎ গকারে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে গণপতির বীজ (গঁ) হইবে। ১১৫। এই গণপতি-মন্ত্রের ঋষি গণক, ছন্দ নীবৃৎ, দেবতা বিঘ্নরাজ, কর্ত্তব্যকর্ম্মের (পূর্ণাভিষেক কার্য্যের) বিঘ্নশান্তির জন্য বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে। ১১৬। ছয়টি দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট মূলমন্ত্র দ্বারা (করন্যাস এবং) ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। † হে শিবে! তৎপরে (গঁ এই বীজমন্ত্র জপ সহকারে) প্রাণায়ামান্তে গণপতির

---

* এস্থলে অনেকের এই সন্দেহ জন্মিতে পারে যে, গুরুত্যাগ করিবে কি প্রকারে? কারণ; তন্ত্রসারে ও অন্যান্য তন্ত্রের অনেক স্থলে লিখিত আছে যে, গুরু ও গুরুমন্ত্র ত্যাগ করিলে রৌরবনরকে গমন করিতে হয়। ইহার উত্তর এই যে, গুরু যদি যথাযথ সংস্কারে সংস্কৃত না হন, তাহা হইলে পূর্ণাভিষেক, ক্রমদীক্ষা। প্রভৃতি সংস্কারাভিলাষী ব্যক্তি সে গুরুকে ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করিতে পারেন, তাহাতে কোনরূপ দোষস্পর্শের সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়েরও প্রমাণ তন্ত্রসারে ধৃত আছে, যথা—

"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ ॥"

† যেরূপে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিতে হয়, তাহা এই—

অস্য গণপতিমন্ত্রস্য গণকঋষিঃ নীবৃচ্ছন্দো বিঘ্নরাজো দেবতা মকর্ত্তব্যশুভপূর্ণাভিষেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। "শিরসি গণকায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে বিঘ্নরাজায় দেবতায়ৈ নমঃ।" ইতি ঋষ্যাদিন্যাসঃ। "গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, গৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।" ইতি করন্যাসঃ। "গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা, গূং শিখায়ৈ বষট্, গৈং কবচায় হুঁ, গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।" ইতি অঙ্গন্যাসঃ।

সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দ্দধানং,
শঙ্খং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুবরবিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভম্।
বালেন্দুদীপ্তমৌলিং করিপতিবদনং বীজপূরার্দ্রগণ্ডং,
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্॥ ১১৮
ধ্যাত্বৈবং মানসৈরিষ্ট্বা পীঠশক্তীঃ প্রপূজয়েৎ॥ ১১৯
তীব্রা চ জ্বালিনী নন্দা ভোগদা কামরূপিণী।
উগ্রা তেজস্বতী সত্যা মধ্যে বিঘ্নবিনাশিনী।
পূর্ব্বাদিতোঽর্চ্চয়িত্বৈতাঃ পূজয়েৎ কমলাসনম্॥ ১২০
পুনর্ধ্যাত্বা গণেশানং পঞ্চতত্ত্বোপচারকৈঃ।
অভ্যর্চ্চ্য তচ্চতুর্দ্দিক্ষু গণেশং গণনায়কম্॥ ১২১

ধ্যান করিবে। ১১৭। যাঁহার বর্ণ সিন্দূরের ন্যায়, যিনি ত্রিনয়ন, যাঁহার জঠর স্থূলতর, যিনি চতুর্ভুজে শঙ্খ, পাশ, অঙ্কুশ ও বর ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহার বিশাল শুণ্ডে বারুণীপূর্ণ কুম্ভ বিরাজিত, যাঁহার মস্তকে শশিকলা শোভমান, যাঁহার মুখ গজেন্দ্র তুল্য, যাঁহার গণ্ডস্থল মদস্রাবে আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে, সর্পরাজ দ্বারা যাঁহার শরীর সুশোভিত, যিনি রক্তবসন ও রক্ত অঙ্গরাগ ধারণ করিয়াছেন, সেই দেব গণপতিকে ভজনা কর। ১১৮। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চ্চনা করত পীঠশক্তিপূজা করিবে। ১১৯। পীঠশক্তিদিগের নাম এই—তীব্রা, জ্বালিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী, উগ্রা, তেজস্বতী ও সত্যা; পূর্ব্বাদিক্রমে এই অষ্টশক্তির পূজা করিয়া মধ্যস্থলে বিঘ্ন-বিনাশিনীর পূজা করিবে। * পরে (ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কমলাসনায় নমঃ মন্ত্রে) কমলাসনের পূজা করিবে। ১২০। কৌলিকশ্রেষ্ঠ পুনরায় ধ্যান করিয়া পঞ্চতত্ত্বোপচারে গণেশের পূজা করিবে,

* যে দিকে যে মন্ত্রে পূজা করিতে হয়, তাহা লিখিত হইল, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ (পূর্ব্বদিকে)। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ (অগ্নিকোণে)। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ (দক্ষিণে)। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভোগদায়ৈ নমঃ (নৈঋ‌র্তে)। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কামরূপিণ্যৈ নমঃ (পশ্চিমে)। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ (বায়ুকোণে)। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তেজস্বত্যৈ নমঃ (উত্তরে)। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ (ঈশানকোণে)। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিঘ্নবিনাশিন্যৈ নমঃ (মধ্যে)।

গণনাথং গণক্রীড়ং যজেৎ কৌলিকসত্তমঃ।
একদন্তং রক্তভুণ্ডং লম্বোদরগজাননৌ ॥ ১২২
মহোদরঞ্চ বিকটং ধূম্রাভং বিঘ্ননাশনম্ ॥ ১২৩
ততো ব্রাহ্মীমুখাঃ শক্তীর্দ্দিক্‌পালাংশ্চ প্রপূজয়ন্। *
তেষামস্ত্রাণি সংপূজ্য বিঘ্নরাজং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ১২৪
এবং সংপূজ্য বিঘ্নেশমধিবাসনমাচরেৎ।
ভোজয়েচ্চ পঞ্চতত্ত্বৈর্ব্রহ্মজ্ঞান্ কুলসাধকান্ ॥ ১২৫
ততঃ পরদিনে স্নাতঃ কৃতনিত্যোদিতক্রিয়ঃ।
আজন্মকৃতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনম্।
উৎসৃজেৎ কৌলতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যঞ্চৈকমপি প্রিয়ে ॥ ১২৬
অর্ঘ্যং দত্ত্বা দিনেশায় ব্রহ্মবিষ্ণুশিবগ্রহান্।
অর্চ্চয়িত্বা মাতৃগণান্ বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১২৭

পরে তাঁহার চতুর্দ্দিকে গণেশ, গণনায়ক, গণনাথ, গণক্রীড়, একদন্ত, রক্তভুণ্ড, (অথবা বক্রতুণ্ড), লম্বোদর, গজানন, মহোদর, বিকট, ধূম্রাভ ও বিঘ্ননাশন ইঁহাদের পূজা করিবে। ১২২-১২৩। অনন্তর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিয়া দিক্‌পালগণের অস্ত্রসকলের পূজা করত (বিঘ্নরাজ ক্ষমস্ব বলিয়া) বিঘ্নরাজকে বিসর্জ্জন দিবে। ১২৪। পরে বিঘ্নরাজের পূজাবসানে অধিবাস করিবে এবং পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা কুলসাধকদিগকে ভোজন করাইবে। ১২৫। হে প্রিয়ে! পরদিন স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া আজন্মকৃত পাপসমূহের ক্ষয়ের নিমিত্ত তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে। হে প্রিয়ে! কৌলদিগের তৃপ্তির জন্য একটি ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হয়। ১২৬। † অনন্তর সূর্য্যকে অর্ঘ্যপ্রদানানন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ ও মাতৃকাগণ ইঁহাদের

* প্রপূজয়েৎ ইতি বা পাঠঃ।

† তিলকাঞ্চন উৎসর্গের ও কৌলভোজনের বাক্য যথা—

"ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আজন্মকৃতজ্ঞাতাজ্ঞাতাশেষদুষ্কৃতপুঞ্জক্ষয়কামঃ যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতান্ তিলানহং সমুৎসৃজে।" ইহা তিলকাঞ্চন উৎসর্গের বাক্য।

"ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৌলপরিতুষ্টিকামঃ পরব্রহ্মগোত্রায় শ্রীঅমুকানন্দনাথায় কৌলায় দাতুং ভোজ্যমহং সমুৎসৃজে।" ইহাই কৌলকে দানের ভোজ্য উৎসর্গের বাক্য।

কর্ম্মণোঽভ্যুদয়ার্থায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।
ততো গত্বা গুরোঃ পার্শ্বং প্রণম্য প্রার্থয়েদিদম্॥ ১২৮
ত্রাহি নাথ কুলাচার-নলিনীকুলবল্লভ।
ত্বৎপাদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি কৃপানিধে॥ ১২৯
আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ শুভপূর্ণাভিষেচনে।
নির্ব্বিঘ্নং কর্ম্মণঃ সিদ্ধিমুপৈমি ত্বৎপ্রসাদতঃ॥ ১৩০
শিবশক্ত্যাজ্ঞয়া বৎস কুরু পূর্ণাভিষেচনম্।
মনোরথময়ী সিদ্ধির্জায়তাং শিবশাসনাৎ॥ ১৩১
ইত্থমাজ্ঞাং গুরোঃ প্রাপ্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে।
আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যাবাপ্ত্যৈ সংকল্পমাচরেৎ॥ ১৩২
ততস্তু কৃতসংকল্পো বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ।
কারণৈঃ শুদ্ধিসহিতৈরভ্যর্চ্চ্য বৃণুয়াদ্‌গুরুম্ ১৩৩

পূজান্তে বসুধারা দিবে। ১২৭। অনন্তর কর্ম্মের অভ্যুদয়ের জন্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে। পরে গুরুর নিকটে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা করিবে, হে নাথ! আপনি কুলাচাররূপ কমলবনের বল্লভ; হে কৃপানিধে! এক্ষণে আপনি আমার মস্তকোপরি আপনার পাদপদ্মচ্ছায়া প্রদান করুন্। ১২৮-১২৯। হে মহাভাগ! আমার শুভ পূর্ণাভিষেকপক্ষে অনুমতি প্রদান করুন, আপনি প্রসন্ন হইলে আমি নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিব। ১৩০। হে বৎস! শিবশক্তির (মায়োপহিত চৈতন্তের) আজ্ঞায় তুমি পূর্ণাভিষিক্ত হও, শিবের শাসনানুসারে তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হউক্। ১৩১। গুরুর নিকট হইতে এইরূপ আজ্ঞালাভ করিয়া সকল প্রকার উপদ্রবশান্তি এবং আয়ু, বল ও আরোগ্য-প্রাপ্তির জন্ত সংকল্প করা শিষ্যের কর্ত্তব্য। ১৩২। * অনন্তর কৃতসঙ্কল্প

* যেরূপে সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিবেঃ তাহা লিখিত হইল, যথা—

"ওঁ তৎ সদন্ত অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা নিঃশেষোপদ্রবশান্তিকামঃ আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যকামশ্চ শুভপূর্ণাভিষেকমহং করিষ্যে।"

সাধকসম্প্রদায়-প্রচলিত সঙ্কল্পবাক্য এই—"ওঁ তৎ সদন্ত অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (সপত্নীসহিতঃ। অমুকী-দেবী বপতিসহিতা) সর্ব্বোপদ্রবশান্তি-সর্ব্বরোগনিবারণ-ধনকীর্ত্ত্যায়ুর্বৃদ্ধি-সর্ব্বসৌভাগ্যপ্রাপ্তি-পুত্রসৌভাগ্য-প্রবর্দ্ধন-সর্ব্বপাতকাপনয়ন-সর্ব্বাশাপূরণ-যমলোক-নিবারণ-সর্ব্বার্থসাধন-সর্ব্বতীর্থফলা-বাপ্তি-

গুরুর্ম্মনোহরে গেহে গৈরিকাদিবিচিত্রিতে।
চিত্রধ্বজপতাকাঢ্যৈঃ ফলপল্লবশোভিতে॥ ১৩৪

কিঙ্কিণীজালমালাভিশ্চন্দ্রাতপবিভূষিতে।
ঘৃতপ্রদীপাবলিভিস্তমোলেশবিবর্জ্জিতে॥ ১৩৫

কর্পূরসহিতৈর্ধূপৈর্গন্ধধূপৈঃ সুবাসিতে।
ব্যজনৈশ্চামরৈর্ব্বর্হৈর্দর্পণাদ্যৈরলঙ্কৃতে॥ ১৩৬

সার্দ্ধহস্তমিতাং বেদীমুচ্চৈশ্চতুরঙ্গুলাম্।
রচয়েন্মৃণ্ময়ীং তত্র চূর্ণৈরক্ষতসম্ভবৈঃ॥ ১৩৭

পীতরক্তাসিতশ্বেতশ্যামলৈঃ সুমনোহরম্।
মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রং বিদধ্যাৎ শ্রীগুরুস্ততঃ॥ ১৩৮

হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও শুদ্ধির সহিত কারণ দ্বারা গুরুর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে বরণ করিবে। ১৩৩। * গুরু গৈরিকাদি-বিচিত্রিত মনোহর গৃহে উপবেশন করিবেন, ঐ গৃহ মনোহর ধ্বজপতাকা, ফল ও পল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত থাকিবে। ১৩৪। কিঙ্কিণীজালবিজড়িত বিচিত্রিত চন্দ্রাতপে গৃহ সুশোভিত হইবে এবং ঘৃতপ্রদীপাবলী দ্বারা অন্ধকার বিদূরিত হইবে। ১৩৫। কর্পূর-সহিত ধূপ ও শালনির্য্যাসসুবাসিত ধূপে ঐ স্থান সৌরভময় হইবে; ব্যজন, ময়ূরবর্হ, চামর ও দর্পণাদি দ্বারা গৃহ সুসজ্জিত থাকিবে। ১৩৬। গুরু এই গৃহাভ্যন্তরে অক্ষতচূর্ণ দ্বারা চতুরঙ্গুলপরিমিত উচ্চ, দীর্ঘে ও প্রস্থে সার্দ্ধহস্ত মৃন্ময়ী বেদী রচনা করিবেন। ১৩৭। অনন্তর গুরু পীত, রক্ত, অসিত, শ্বেত ও

শত্রুকৃতাভিচারপ্রশমন-সর্ব্বগ্রহদোষ-নিবারণ-ভূতরোগাদিশমন-ডাকিন্যাদিভয়-বিধ্বংসন-বিষাদিকৃত-দোষখণ্ডন-স্ত্রীকৃতাদিদোষশান্তি-নিদান-( কুলদীক্ষাশ্রবণ )-পাদুকামন্ত্রগ্রহণ-দশার্ণমন্ত্রশ্রবণ-দণ্ডকমণ্ডলু-ধারণ-ব্রহ্মমন্ত্রগ্রহণদ্বারা সর্ব্বমন্ত্রোপদেশকত্বরূপসদ্গুরুত্ব-সর্ব্বমন্ত্রজপাধিকারিত্ব-সর্ব্বাপজ্জাতি-সর্ব্ববিজয়-পরমৈশ্বর্য্য-পরদেবতমন্ত্রসিদ্ধ্যাদি-ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-শিবত্ব-সিদ্ধ্যৈ. শুদ্ধাবধূতভাবেন কৌলধর্ম্ম-প্রচারার্থং গুরুদ্বারা (কৌলদ্বারা) মৎকর্ত্তব্য-শুভপূর্ণাভিষেকাঙ্গীভূত-অমুকদেবতামুকমন্ত্রদ্বারা অমুকদেবতায়া যথাসম্ভবোপচারার্চ্চনানন্তরমষ্টোত্তরশতসাজ্য-কুলদ্রব্যাখিত-বিষপত্রকারক-হোম-পূর্ব্বকং 'গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ' ইত্যাদি মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্তমন্ত্রদ্বারা (ওঁ রাজ-রাজেশ্বরী শক্তিঃ ইত্যাদ্যুত্তরতন্ত্রোক্তমন্ত্রদ্বারা) অমুকদেবতার্চ্চিত-ঘটস্থকুলদ্রব্যেণ শুভপূর্ণাভিষেক-কর্ম্মাহং করিষ্যে।"

* গুরুবরণের সঙ্কল্পবাক্য, যথা—

"ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা 'মৎসঙ্কল্পিতার্থসিদ্ধয়ে অমুকতন্ত্রোক্ত অমুকমন্ত্রদ্বারা অমুকদেবতার্চ্চিত-ঘটস্থ কুলদ্রব্যেণ শুভপূর্ণাভিষেকার্থং পরমব্রহ্মগোত্রং সশক্তিকং শ্রীঅমুকানন্দনাথং কলকং গুরুত্বেন অহং বৃণে।"

স্বস্বকল্পোক্তবিধিনা মানসার্চাদিকক্রিয়াম্ । *
কৃত্বা পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ ॥ ১৩৯
সংশোধ্য পঞ্চতত্ত্বানি পুরঃকল্পিতমণ্ডলে ।
স্বার্ণং বা রাজতং তাম্রং মৃন্ময়ং ঘটমেব বা ॥ ১৪০
ক্ষালিতঞ্চাস্ত্রবীজেন দধ্যক্ষতবিচর্চ্চিতম্ ।
স্থাপয়েদ্ব্রহ্মবীজেন সিন্দূরেণাঙ্কয়েৎ শ্রিয়া ॥ ১৪১
ক্ষকারাদ্যৈরকারান্তৈর্বর্ণৈর্ব্বিন্দুবিভূষিতৈঃ ।
মূলমন্ত্রত্রিজাপেন পূরয়েৎ কারণেন তম্ ॥ ১৪২
অথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পাথসাপি বা ।
নবরত্নং সুবর্ণং বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ১৪৩
পনসোডুম্বরাশ্বত্থবকুলাম্রসমুদ্ভবম্ । †
পল্লবং তন্মুখে দদ্যাৎ বাগ্‌ভবেন কৃপানিধিঃ ॥ ১৪৪

শ্যামলবর্ণ দ্বারা মনোহর সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কন করিবেন। ১৩৮। পরে স্ব স্ব কল্পোক্ত বিধানমতে মানসপূজা আরম্ভ করিয়া সমুদয় কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধন কবিবে। ১৩৯। তৎপরে পূর্ব্বকল্পিত মণ্ডলের উপরিভাগে সুবর্ণ, রজত, তাম্র অথবা মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট আনয়নপূর্ব্বক ফট্ এই মন্ত্রে তাহা প্রক্ষালিত করিয়া তাহাতে দধি ও অক্ষত প্রদান করত তাহা ব্রহ্মবীজ (প্রণব) দ্বারা স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীঁ বীজে সিন্দূরাঙ্কিত করিবে। পরে চন্দ্রবিন্দুবিভূষিত ক্ষ অবধি অ পর্য্যন্ত একপঞ্চাশবর্ণের সহিত মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণ দ্বারা ঘট পূর্ণ করিবে। ১৪০-১৪২। অথবা তীর্থজল বা বিশুদ্ধ সলিলে ঘট পূর্ণ করিয়া নবরত্ন বা সুবর্ণ ঘটমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ১৪৩। ‡ তৎপরে কৃপানিধি গুরু ঐঁ বীজ উচ্চারণে কলসমুখে পনস, অশ্বত্থ, বকুল ও আম্র এই পঞ্চপল্লব স্থাপন করিবে। ১৪৪। ¶

* মানসার্চ্চাবিধিক্রিয়াম্—পাঠান্তরম্ ।
† পনসোডুম্বরাশ্বত্থবকুলাম্রসমুদ্ভবম্—পাঠান্তরম্ ।
‡ শাস্ত্রে কথিত আছে—“কর্ষং সুবর্ণস্য সুবর্ণসংজ্ঞম্” অর্থাৎ এক-ভরি সুবর্ণই সুবর্ণ পদবাচ্য। সুতরাং ঘটে এক ভরি সুবর্ণ দেওয়াই কর্ত্তব্য ।
¶ তন্ত্রান্তরে পনস, বট, অশ্বত্থ, বকুল ও আম্র এবং কোন কোন তন্ত্রে বট, অশ্বত্থ, আম্র, উডুম্বর ও পাকুড় পঞ্চপল্লব বলিয়া গণ্য ।

শরাবং মার্ত্তিকং বাপি ফলাক্ষতসমন্বিতম্।
রমাং মায়াং সমুচ্চার্য্য স্থাপয়েৎ পল্লবোপরি ॥ ১৪৫
বস্ত্রোয়াজযুগ্মেন গ্রীবাং তস্য বরাননে।
শক্তৌ রক্তং শিবে বিষ্ণৌ শ্বেতবাসঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৬
হ্যাং হ্রীং মায়াং রমাং স্মৃত্বা স্থিরীকৃত্য ঘটান্তরে।
নিঃক্ষিপ্য পঞ্চতত্ত্বানি নবপাত্রাণি বিন্যসেৎ ॥ ১৪৭
রাজতং শক্তিপাত্রং স্যাৎ গুরুপাত্রং হিরণ্ময়ম্।
শ্রীপাত্রন্তু মহাশঙ্খং তাম্রাণ্যন্যানি কল্পয়েৎ ॥ ১৪৮
পাষাণদারুলৌহানাং পাত্রাণি পরিবর্জ্জয়েৎ।
শক্ত্যা প্রকল্পয়েৎ পাত্রং মহাদেব্যাঃ প্রপূজনে ॥ ১৪৯
পাত্রাণাং স্থাপনং কৃত্বা গুরূন্ দেবীং প্রতর্পয়েৎ।
ততস্তমৃতসম্পূর্ণঘটমভ্যর্চ্চয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৫০
দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ সর্ব্বভূতবলিং হরেৎ।
পীঠদেবান্ পূজয়িত্বা ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥ ১৫১

পরে শ্রীঁ হ্রীঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আতপতণ্ডুল ও ফলযুক্ত সুবর্ণ, রজত, তাম্র বা মৃন্ময় শরাব পল্লবোপরি স্থাপন করিবে। ১৪৫। হে বরাননে! বস্ত্রযুগল দ্বারা ঘটের গ্রীবাবন্ধন করা কর্ত্তব্য। হে শিবে! শক্তিমন্ত্রে রক্ত এবং শিব ও বিষ্ণুমন্ত্রে শ্বেত বস্ত্রই প্রশস্ত। ১৪৬। পরে 'হ্যাং হ্যীং হ্রীঁ শ্রীঁ স্থিরীভব' এই মন্ত্রপাঠে ঐ ঘট স্থিরীকৃত করিয়া অন্য ঘটে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপন করত নবপাত্র বিন্যাস করিবে। ১৪৭। শক্তিপাত্র রজত, গুরুপাত্র সুবর্ণ, শ্রীপাত্র মহাশঙ্খ ও অন্য পাত্র (যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র, পাদ্যপাত্র প্রভৃতি) তাম্রে নির্ম্মিত করিতে হয়। ১৪৮। পাষাণ, কাষ্ঠ বা লৌহনির্ম্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া যথাশক্তি অন্য পদার্থে মহাদেবীর পূজাকালে পাত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ১৪৯। অনন্তর পাত্র স্থাপন করিয়া গুরুদিগের ও ভগবতীর তর্পণ করিবে। পরে জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত অমৃত-পূর্ণ ঘটের অর্চ্চনা করিবে। ১৫০। তৎপরে ধূপদীপ প্রদর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে সর্ব্বভূতবলি প্রদান করিবে। * অনন্তর পীঠদেবতাগণের পূজান্তে ষড়ঙ্গন্যাস

* এই স্থানে বটুক, যোগিনী, ক্ষেত্রপাল ও গণেশের বলি দিবার বিধি আছে। তাহাতে সমর্থ না হইলে সর্ব্বভূতবলি দিতে হয়।

প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যাত্বাবাহ্য মহেশ্বরীম্।
যথাশক্ত্যা পূজয়েদিষ্টাং বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৫২
হোমান্তকৃত্যং নিষ্পাদ্য কুমারীশক্তিসাধকান্।
পুষ্পচন্দনবাসোভিঃর্চ্চয়েৎ সদ্গুরুঃ শিবে ॥ ১৫৩
অনুগৃহ্নন্তু কৌলা মে শিষ্যং প্রতি কুলব্রতাঃ।
পূর্ণাভিষেকসংস্কারে ভবন্তিরনুমন্যতাম্ ॥ ১৫৪।
এবং পৃচ্ছতি চক্রেশে তং ব্রয়ুর্গুরুমাদরাৎ।
মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ।
শিষ্যো ভবতু পূর্ণস্তে পরতত্ত্বপরায়ণঃ ॥ ১৫৫
শিষ্যেণ চ গুরুর্দ্দেবীমর্চ্চয়িত্বার্চ্চিতে ঘটে।
কামং মায়াং রমাং জপ্ত্বা চালয়েদ্বিমলং ঘটম্ ॥ ১৫৬
উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলশ দেবতাত্মক সিদ্ধিদ।
ত্বত্তোয়পল্লবৈঃ সিক্তঃ শিষ্যো ব্রহ্মরতোঽস্তু মে ॥ ১৫৭
ইত্থং সঞ্চাল্য কলশমুত্তরাভিমুখং গুরুঃ।
মন্ত্রৈরেতৈর্ব্বক্ষ্যমাণৈরভিষিঞ্চেৎ কৃপান্বিতঃ ॥ ১৫৮

করিবে। ১৫১। পরে প্রাণায়াম করত মহেশ্বরীর ধ্যান ও আবাহন করিয়া যথাশক্তি অভীষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিবে, কোনমতে বিত্তশাঠ্য করিবে না। ১২৫। হে শিবে! হোম পর্য্যন্ত সমুদয় কর্ম্ম করিয়া পুষ্প-চন্দন ও বস্ত্র দ্বারা কুমারীগণকে ও শক্তিসাধকদিগকে পূজা করিবে। ১৫৩। "অনুগৃহ্নন্তু কৌল" ইত্যাদি মন্ত্রে অনুমতি লইবে অর্থাৎ হে কুলব্রত কৌলগণ! আপনারা আমার শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্, এই পূর্ণাভিষেকসম্বন্ধে আপনারা অনুমতি প্রদান করুন্। ১৫৪। চক্রেশ্বর এই প্রকার প্রশ্ন করিলে কৌলগণ সমাদরে বলিবেন, মহামায়াপ্রসাদে এবং পরমাত্মার প্রভাবে আপনার শিষ্য পরতত্ত্বপরায়ণ ও পূর্ণ হউন। ১৫৫। পরে গুরু শিষ্য দ্বারা ভগবতীর পূজা করিয়া অর্চ্চিত ঘটের উপরিভাগে ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র জপ করত 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলশ' ইত্যাদি মন্ত্রে বিমল ঘট চালনা করিবেন। ১৫৬। মন্ত্রার্থ এই ;—হে ব্রহ্মকলশ! তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবস্বরূপ, উত্থিত হও, আমার শিষ্য তোমার জল ও পল্লবে সিক্ত হইয়া ব্রহ্মনিরত হউন্। ১৫৭। গুরু এই মন্ত্রে কলশ চালিত করিয়া করুণাহৃদয়ে উত্তরাভ

শুভপূর্ণাভিষেকস্য সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ দেবতাদ্যা প্রণবং বীজমীরিতম্।
শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৫৯
গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
দুর্গালক্ষ্মীভবান্যস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মাতরঃ॥ ১৬০
ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দ্দিনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৬১
জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ সরস্বতী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বগলা বরদা শিবা॥ ১৬২
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী।
ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষিঞ্চন্তু শক্তয়ঃ॥ ১৬৩
ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা।
শ্রদ্ধা কান্তির্দয়া শান্তিরভিষিঞ্চন্তু তে সদা॥ ১৬৪
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহানীলসরস্বতী।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥ ১৬৫

শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবেন; সে সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। ১৫৮। এই শুভ পূর্ণাভিষেকের ঋষি সদাশিব, ছন্দ অনুষ্টুপ্, দেবতা আদ্যাকালী, বীজ প্রণব, শুভ পূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে। ১৫৯। * গুরুগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, ভবানী ও মাতৃগণ এবং ষোড়শী, তারিণী, নিত্যা, স্বাহা ও মহিষমর্দ্দিনী, ইঁহারা মন্ত্রপূতজলে তোমাকে অভিষিক্ত করুন্। ১৬০-১৬১। জয়দুর্গা, বিশালাক্ষী, ব্রহ্মাণী, সরস্বতী, বগলা, বরদা ও শিবা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬২। নারসিংহী, বারাহী, বৈষ্ণবী, বনমালিনী, ইন্দ্রাণী, বারুণী ও রৌদ্রী এই সকল শক্তি তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬৩। ভৈরবী, ভদ্রকালী, তুষ্টি, পুষ্টি, উমা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, কান্তি, দয়া ও শান্তি ইঁহারা সতত তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬৪। মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহানীলসরস্বতী, উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬৫। মৎস্য, কূর্ম,

* ন্যাসাদি যথা—এষাং শুভপূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিবঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আদ্যাকালী দেবতা প্রণবো বীজং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। এ স্থানে "শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ" ইত্যাদি ন্যাস কর্ত্তব্য নহে।

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো ভার্গবরামস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা ॥ ১৬৬
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চ ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা ॥ ১৬৭
কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তা মহোগ্রা ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥ ১৬৮
ইন্দ্রোঽগ্নিঃ শমনো রক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা।
ধনদশ্চ মহেশানঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং দিগীশ্বরাঃ ॥ ১৬৯
রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ সিতঃ শনিঃ।
রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহাঃ ॥ ১৭০
নক্ষত্রং করণং যোগো বারাঃ পক্ষৌ দিনানি চ।
ঋতুর্ম্মাসো হায়নস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥ ১৭১
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দ্দধিদুগ্ধজলান্তকাঃ।
সমুদ্রাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১৭২
গঙ্গা সূর্য্যসুতা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১৭৩

বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম ও পরশুরাম, ইঁহারা জল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬৬। অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী ও ভীষণ অর্থাৎ অসিতাঙ্গ ভৈরব, রুরু ভৈরব, চণ্ড ভৈরব, ক্রোধ ভৈরব, উন্মত্ত ভৈরব, কপালী ভৈরব, ভীষণ ভৈরব ও সংহার ভৈরব ইঁহারা জল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬৭। কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা ও মহোগ্রা ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬৮। ইন্দ্র, অগ্নি, শমন, রক্ষ, বরুণ, পবন, কুবের ও মহেশান এই অষ্ট দিক্‌পাল তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬৯। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, নক্ষত্র ও গ্রহগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৭০। নক্ষত্র, করণ, যোগ, বার, পক্ষ, দিন, ঋতু, মাস ও বৎসর ইঁহারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৭১। লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত সমুদ্র মন্ত্রপূত জল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৭২। গঙ্গা, যমুনা, রেবা, চন্দ্রভাগা,

অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সুপর্ণাদ্যাঃ পতত্রিণঃ।
তরবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং মহীধরাঃ॥ ১৭৪
পাতালভূতলব্যোমচারিণঃ ক্ষেমকারিণঃ।
পূর্ণাভিষেকসন্তুষ্টাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু পাথসা॥ ১৭৫
দৌর্ভাগ্যং দুর্যশো রোগা দৌর্মনস্যং তথা শুচঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ পরব্রহ্মতেজসা॥ ১৭৬
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ ডাকিন্যো যোগিনীগণাঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ॥ ১৭৭
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যেঽনিষ্টকারকাঃ।
বিদ্রুতাস্তে বিনশ্যন্তু রমাবীজেন তাড়িতাঃ॥ ১৭৮
অভিচারকৃতা দোষা বৈরিমন্ত্রোদ্ভবাশ্চ যে।
মনোবাক্‌কায়জা দোষা বিনশ্যন্ত্বভিষেচনাৎ॥ ১৭৯
নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেণ পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ॥ ১৮০

সরস্বতী, সরযূ, গণ্ডকী, কুন্তী, শ্বেতগঙ্গা ও কৌশিকী, ইঁহারা মন্ত্রপূত জল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৭৩। অনন্তাদি মহানাগগণ, গরুড় প্রভৃতি পক্ষিগণ, কল্পতরু প্রভৃতি বৃক্ষগণ ও পর্ব্বত সকল তোমাকে অভিষিক্ত করুক্। ১৭৪। পাতাল, ভূতল ও ব্যোমচারী জীবগণ তোমার মঙ্গলবিধান করুক্ এবং পূর্ণাভিষেকে সন্তুষ্ট হইয়া জল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুক্। ১৭৫। পূর্ণাভিষেক ও পরব্রহ্মের তেজ দ্বারা তোমার দুর্ভাগ্য, অপযশ, রোগ, দৌর্মনস্য ও শোক সমুদয় প্রশমিত হউক। ১৭৬। অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, ডাকিনী ও যোগিনীগণ ইহারা অভিষেক ও কালীবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হউক্। ১৭৭। ভূত, প্রেত, পিশাচ, গ্রহ ও অন্যান্য অনিষ্টকারী সকলে রমাবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া পলায়ন করুক্ ও তাহারা নষ্ট হউক্। ১৭৮। অভিচার-কল্পিতদোষ, বৈরিমন্ত্রজাতদোষ, মানসিক, বাচিক ও কায়িক দোষ এ সকলই তোমার অভিষেকে দূরীভূত হউক। ১৭৯। তোমার নিখিল বিপদের অবসান হউক্, সম্পদ্ স্থিরতর থাকুক, (অধিক কি,) এই পূর্ণাভিষেকে তোমার

ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মন্ত্রৈঃ সংসিক্তসাধকম্।
পশোর্মুখাল্লব্ধমন্ত্রং পুনঃ সংশ্রাবয়েদ্‌গুরুঃ ॥ ১৮১
পূর্ব্বোক্তনাম্না সম্বোধ্য জ্ঞাপয়ন্ শক্তিসাধকান্।
দত্তাদানন্দনাথান্তমাখ্যানং কৌলিকো গুরুঃ ॥ ১৮২
শ্রুতমন্ত্রো গুরোর্যন্ত্রে সংপূজ্য নিজদেবতাম্।
পঞ্চতত্ত্বোপচারেণ গুরুমভ্যর্চ্চয়েত্ততঃ ॥ ১৮৩
গোভূহিরণ্যবাসাংসি পানালঙ্করণানি চ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা যজেৎ কৌলান্ শিবাত্মকান্ ॥ ১৮৪
কৃতকৌলার্চ্চনো ধীরঃ শান্তোহতিবিনয়ান্বিতঃ।
শ্রীগুরোশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নত্বেদমর্থয়েৎ ॥ ১৮৫
শ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্নাথ করুণানিধে।
পরমামৃতদানেন পূরয়াস্মন্মনোরথম্ ॥ ১৮৬
আজ্ঞাং মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ।
সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদামি পরমামৃতম্ ॥ ১৮৭

সমুদয় মনোরথ সিদ্ধ হউক। ১৮০। সাধক এই একবিংশতি মন্ত্রে অভিষিক্ত হইবে, পশুর নিকট দীক্ষিত হইলে, গুরু শিষ্যকে পুনর্ব্বার সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। ১৮১। * কৌলিক গুরু শক্তিসাধকদিগকে জানাইয়া পূর্ব্বনাম গ্রহণ পূর্ব্বক শিষ্যকে সম্বোধন করত আনন্দনাথ নাম প্রদান করিবেন। ১৮২। † গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া পঞ্চতত্ত্বোপচারে যন্ত্রমধ্যে অভীষ্টদেবতার পূজা করত পরে গুরুর পূজা করিবে। ১৮৩। গাভী, ভূমি, সুবর্ণ, বস্ত্র, পেয়-পদার্থ ও অলঙ্কার এইগুলি দক্ষিণার সহিত গুরুকে প্রদান করিয়া শিবরূপী কৌলদিগের অর্চনা করিবে। ১৮৪। অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি শান্ত ও বিনীত-ভাবে ভক্তিসহকারে শ্রীগুরুর পাদপদ্ম স্পর্শ করত নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিবে, হে শ্রীনাথ! হে জগন্নাথ! আপনি আমারও নাথ, দয়ার নিধি, আপনি পরমামৃতপ্রদানে আমার বাসনা পূর্ণ করুন্। গুরু বলিবেন, কৌলগণ!

---

* আদ্যাকালী শ্রীকুলের অন্তর্গত; সুতরাং মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের যাবতীয় ব্যাপারই শ্রীকুলের ন্যায়। শ্রীকুলে যে মন্ত্রে অভিষেক করিতে হয়, তাহাই এ স্থলে লিখিত হইল।

† প্রণালী এইরূপঃ—গুরু বলিবেন, "বৎস অমুক! "অদ্যপ্রভৃতি ত্বং শ্রীঅমুকানন্দ-নাথনামাসি।" ফল কথা, নিজ নিজ অভীষ্টদেবের কোন আখ্যানের নাম এবং তাঁহার শেষে আনন্দনাথ শব্দ যোগ করিয়া নাম দেওয়াই বিধি।

চক্রেশ পরমেশান কৌলপঙ্কজভাস্কর।
কৃতার্থং কুরু সৎশিষ্যং দেহ্যস্মৈ কুলামৃতম্ ॥ ১৮৮
আজ্ঞামাদায় কৌলানাং পরমামৃতপূরিতম্।
সশুদ্ধিকং পানপাত্রং শিষ্য-হস্তে সমর্পয়েৎ ॥ ১৮৯
হৃত্তাকৃষ্য গুরুর্দ্দেবীং স্তবসংলগ্নভস্মনা।
স্বস্য শিষ্যস্য কৌলানাং কুর্চ্চে চ তিলকং ন্যসেৎ ॥ ১৯০
ততঃ প্রসাদতত্ত্বানি কৌলেভ্যঃ পরিবেশয়ন্।
চক্রানুষ্ঠানবিধিনা বিদধ্যাৎ পানভোজনম্ ॥ ১৯১
ইতি তে কথিতং দেবি শুভপূর্ণাভিষেচনম্।
ব্রহ্মজ্ঞানৈকজননং শিবত্বফলসাধনম্ ॥ ১৯২
নবরাত্রং সপ্তরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রকম্।
অথবাপ্যেকরাত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনম্ ॥ ১৯৩
সংস্কারেঽস্মিন্ কুলেশানি পঞ্চ কল্পাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নবরাত্রে বিধাতব্যং সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্ ॥ ১৯৪
নবনাভং সপ্তরাত্রে পঞ্চাব্জং পঞ্চরাত্রকে।
ত্রিরাত্রে চৈকরাত্রে চ পদ্মমষ্টদলং প্রিয়ে ॥ ১৯৫

আপনারা সাক্ষাৎ শিবরূপী, আপনাদের আজ্ঞা পাইলে আমি বিনয়াম্বিত এই সৎশিষ্যকে পরমামৃত প্রদান করি। ১৮৫-১৮৭। তাঁহারা বলিবেন, হে চক্রেশ্বর! আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, আপনি কৌলরূপ কমলের ভাস্করতুল্য, আপনি সৎশিষ্যকে কৃতার্থ করুন, ইহা কুলামৃতাকে প্রদান করুন। ১৮৮। অনন্তর গুরু কৌলগণের অনুমতিগ্রহণান্তে শুদ্ধিসমন্বিত পরমামৃতপূর্ণ পানপাত্র শিষ্য-হস্তে প্রদান করিবেন।১৮৯। অনন্তর গুরু ভগবতীকে হৃদয়ে স্থাপনপূর্ব্বক স্তবসংলগ্ন ভস্ম দ্বারা আপনার, সৎশিষ্যের ও কৌলগণের ললাটে তিলক প্রদান করিবেন। ১৯০। পরে কৌলগণকে তত্ত্ববিতরণ করিয়া চক্রানুষ্ঠানবিধিক্রমে পানভোজন করিবেন। ১৯১। হে দেবি! আমি তোমার নিকটে এই পূর্ণাভিষেক বর্ণন করিলাম, ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান ও শিবত্বলাভ হইয়া থাকে। ১৯২। নব, সপ্ত, পঞ্চ, ত্রি অথবা একরাত্রি পূর্ণাভিষেক করা কর্ত্তব্য। ১৯৩। হে কুলেশ্বরি! নবরাত্রি করিতে হইলে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল রচনা করিতে হইবে। অভিষেকসংস্কারে পাঁচটি কল্প আছে। ১৯৪। হে প্রিয়ে! সপ্তরাত্রি অভিষেককালে নবনাভ,

## নবনাভমণ্ডলম্

## অষ্টদলপদ্মম্

মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে নবনাভেঽপি সাধকৈঃ।
স্থাপনীয়া নব ঘটাঃ পঞ্চাব্জে পঞ্চসংখ্যকাঃ॥ ১৯৬
নলিনেঽষ্টদলে দেবি ঘটস্ত্বেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অঙ্গাবরণদেবাংশ্চ কেশরাদিষু পূজয়েৎ॥ ১৯৭
পূর্ণাভিষেকসিদ্ধানাং কৌলানাং নির্ম্মলাত্মনাম্।
দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্ঘ্রাণাৎ দ্রব্যশুদ্ধির্বিধীয়তে॥ ১৯৮
শাক্তৈর্ব্বা বৈষ্ণবৈঃ শৈবৈঃ সৌরৈর্গাণপতৈরপি।
কৌলধর্ম্মাশ্রিতঃ সাধুঃ পূজনীয়োঽতিযত্নতঃ॥ ১৯৯
শাক্তে শাক্তো গুরুঃ শস্তঃ শৈবে শৈবো গুরুর্মতঃ।
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবঃ সৌরে সৌরো গুরুরুদাহৃতঃ॥ ২০০
গাণপে গাণপশ্চৈব কৌলঃ সর্ব্বত্র সদ্গুরুঃ।
অতঃ সর্ব্বাত্মনা ধীমান্ কৌলাদ্দীক্ষাং সমাচরেৎ॥ ২০১
পঞ্চতত্ত্বেন যত্নেন ভক্ত্যা কৌলান্ যজন্তি যে।
উদ্ধৃত্য পুরুষান্ সর্ব্বাংস্তে যান্তি পরমাং গতিম্॥ ২০২

পঞ্চরাত্রিস্থলে পঞ্চাব্জ, ত্রিরাত্রি ও একরাত্রিস্থলে অষ্টদল পদ্ম রচনা করিতে হয়। ১৯৫। * সাধকগণ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে এবং নবনাভমণ্ডলে নয়টি ঘট এবং পঞ্চাব্জমণ্ডলে পাঁচটি ঘট স্থাপন করিবে। ১৯৬। হে দেবি! অষ্টদলপদ্মমধ্যে একটিমাত্র ঘটস্থাপনের ব্যবস্থা, এই পদ্মের কেশরাদিতে অঙ্গদেবতা ও আবরণদেবতাগণের অর্চ্চনা করিতে হইবে। ১৯৭। যে সকল কৌল পূর্ণাভিষিক্ত, যাঁহাদের হৃদয় নির্ম্মল, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন বা ঘ্রাণ দ্বারা দ্রব্যশুদ্ধি হইয়া থাকে। ১৯৮। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ও গাণপত, যে কোন উপাসক হউক না, সযত্নে কৌলধর্ম্মাবলম্বী সাধুর পূজা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। ১৯৯। শাক্তের শাক্ত, শৈবের শৈব, বৈষ্ণবের বৈষ্ণব, সৌরের সৌর গুরু হইয়া থাকে। ২০০। এইরূপ গাণপতদিগের পক্ষে গাণপত গুরুই প্রশস্ত, কিন্তু কৌল ব্যক্তি সকলের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কৌলের নিকটে দীক্ষিত হওয়াই কর্ত্তব্য। ২০১। ভক্তি সহকারে যত্নপূর্ব্বক পঞ্চতত্ত্বসংযোগে যাঁহারা কৌলগণের পূজা করেন, তাঁহারা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের

* গ্রাহকগণের বিদিতার্থ এই স্থলে পৃথক্ কাগজে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল, অষ্টদলপদ্ম, পঞ্চাব্জমণ্ডল ও নবনাভমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া প্রদর্শিত হইল।

পশোর্মন্ত্রগ্রাহকমন্ত্রঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ।
বীরাগ্রকমন্ত্রুর্ব্বীরঃ কৌলাদ্ভবতি ব্রহ্মবিৎ॥ ২০৩
শাক্তাভিষেকী বীরঃ স্যাৎ পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ।
ইষ্টপূজাবিধাবেব ন তু চক্রেশ্বরো ভবেৎ॥ ২০৪
বীরঘাতী বৃথাপায়ী বীরাণাং স্ত্রীগমস্তথা।
স্তেয়ী মহাপাতকিনস্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ॥ ২০৫
কুলবর্ত্ম কুলদ্রব্যং কুলসাধকমেব চ।
যে নিন্দন্তি দুরাত্মানস্তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০৬
নৃত্যন্তি রুদ্রডাকিন্যো নৃত্যন্তি রুদ্রভৈরবাঃ।
মাংসাস্থিচর্ব্বণানন্দাঃ স্বরাকৌলদ্বিষাং নৃণাম্॥ ২০৭
দয়ালবঃ সত্যশীলাঃ সদা পরহিতৈষিণঃ।
তান্ গর্হয়ন্তো নরকান্নিষ্কৃতিং যান্তি ন কচিৎ॥ ২০৮
উক্তা প্রয়োগা বহবঃ কর্ম্মাণি বিবিধানি চ।
ব্রহ্মৈকনিষ্ঠকৌলস্য ত্যাগানুষ্ঠানয়োঃ সমম্॥ ২০৯

উদ্ধারসাধন করিয়া থাকেন এবং নিজেরাও পরমাগতি প্রাপ্ত হন। ২০২। পশুর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিলে পশু এবং বীরের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকে। যিনি কৌলের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, তিনি ব্রহ্মবিৎ হন। ২০৩। যিনি শাক্তাভিষেকী, তিনি বীর, তিনি আপনার ইষ্টদেবতার পূজার সময় পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিতে পারিবেন, কিন্তু চক্রেশ্বর হইবার শক্তি ঘটিবে না। ২০৪। যিনি বীরঘাতী, যিনি বৃথাপায়ী, বীরপত্নীগামী ও চৌর, যিনি এই চতুর্ব্বিধ মহাপাতকে লিপ্ত ও তৎ-সংসর্গী, তাঁহারা সকলেই মহাপাতকী বলিয়া গণ্য। ২০৫। যে দুরাত্মা কুলবর্ত্ম, কুলদ্রব্য ও কুলসাধকের নিন্দা করে, তাহার অধোগতি ঘটিয়া থাকে। ২০৬। রুদ্রডাকিনী ও রুদ্রভৈরবগণ সেই স্বরাদ্বেষী ও কৌলদ্বেষী-দিগের মাংস ও অস্থিচর্ব্বণের জন্য আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকে। ২০৭। যাঁহারা দয়ালু, সত্যশীল, সতত পরহিতৈষী, কৌলগণকে নিন্দা করিলে, তাঁহারাও কোনরূপেই নরকযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পান না। ২০৮। আমি নানা তন্ত্রে বহুবিধ প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছি, নানারূপ কর্ম্মানুষ্ঠানেরও বিধান করিয়াছি; পরন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ কৌলদিগের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠান

একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্বার্চ্চয়া তদর্চ্চা স্যাৎ যতঃ সর্ব্বং তদন্বিতম্ ॥ ২১০
ফলাসক্তাঃ কামপরাঃ কর্ম্মজালরতাঃ প্রিয়ে।
পৃথক্ত্বেন যজন্তোঽপি তৎ প্রয়ান্তি বিশন্তি চ ॥ ২১১
সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি।
জ্ঞেয়ঃ স এব সৎকৌলো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ২১২

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদিমৃতক্রিয়াপূর্ণাভিষেক-কথনং নাম দশমোল্লাসঃ।

এই উভয়ই সমান। ২০৯। একমাত্র পরব্রহ্ম জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব জগতের যে কোন বস্তুর পূজা করিলেই ব্রহ্মের পূজা করা হয়। কারণ, জগতের কোন বস্তুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ২১০। যাঁহারা কামনার দাস, কর্ম্মজালে জড়ীভূত ও কর্ম্মফলে আসক্তচিত্ত, হে প্রিয়ে! তাঁহারা পৃথগ্‌ভাবে অন্য দেবতার পূজা করিয়াও যথাসময়ে ব্রহ্মপ্রাপ্ত ও ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। ২১১। যিনি সকল বস্তুতেই ব্রহ্মের অবস্থিতি এবং ব্রহ্মে সমুদয় বস্তুর অধিষ্ঠান দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই যে প্রকৃত সৎকৌল ও জীবন্মুক্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ২১২।

# একাদশোল্লাস

শ্রুত্বা শাম্ভবধর্ম্মাণি বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ।
অপর্ণা পরয়া প্রীত্যা পপ্রচ্ছ শঙ্করং প্রতি ॥ ১

শ্রীদেব্যুবাচ।

বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মাঃ সংস্কারা লোকশিক্ষয়ে।
কথিতাঃ কৃপয়া মহ্যং সর্ব্বজ্ঞেন ত্বয়া প্রভো ॥ ২
কলৌ দুর্ব্বৃত্তয়ো লোকাঃ কামক্রোধান্ধচেতসঃ।
নাস্তিকাঃ সংশয়াত্মানঃ সদেন্দ্রিয়সুখৈষিণঃ ॥ ৩
ত্বয়িগদিতং বর্ত্ম * নানুষ্ঠাস্যন্তি দুর্ধিয়ঃ।
তেষাং কা গতিরীশান বিশেষাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৪

শ্রীসদাশিব উবাচ

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি লোকানাং হিতকারিণী।
ত্বং জগজ্জননী দুর্গা জন্মসংসারমোচনী ॥ ৫

ভগবতী অপর্ণা † বর্ণাশ্রমভেদে শিবোক্ত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১।

দেবী কহিলেন, হে প্রভো। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকটে লোকব্যবহারোপযোগী বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সংস্কারের বিষয় বলিয়াছেন। ২। কলির মনুষ্যগণ কামক্রোধাদির দ্বারা অন্ধ, দুর্ব্বৃত্ত, নাস্তিক, সংশয়াপন্ন ও সতত ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী হইবে। ৩। হে ঈশান! সেই সকল দুর্ব্বুদ্ধি লোক আপনার উক্ত পথের অনুবর্ত্তী হইবে না; সুতরাং তাহাদের দশা কি হইবে, আমাকে সবিশেষ জানাইয়া দিউন। ৪।

সদাশিব কহিলেন, দেবি! তুমি লোকের হিতকারিণী; জন্ম ও সংসার-ক্লেশমোচনী; তুমি জগতের জননী দুর্গা; তুমি আমাকে সুন্দর প্রশ্ন

---

* ত্বয়িগদিতং বর্ত্ম—পাঠান্তরম্।

† অপর্ণা পার্ব্বতীর একটি নাম। পূর্ব্বে মহাদেবকে পতিলাভ করিবার জন্য দেবী যখন তপস্যা করেন, তখন তিনি পর্ণাহার অর্থাৎ পত্রভোজনও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এই জন্যই তিনি অপর্ণা নামে খ্যাত।

ত্বমাদ্যা জগতাং ধাত্রী পালয়িত্রী পরাৎপরা।
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে দেবি বিশ্বমেতচ্চরাচরম্‌॥ ৬
ত্বমেব পৃথ্বী ত্বং বারি ত্বং বায়ুস্ত্বং হুতাশনঃ।
ত্বং বিয়ত্ত্বমহঙ্কারস্ত্বং মহত্তত্ত্বরূপিণী॥ ৭
ত্বমেব জীবো লোকেঽস্মিংস্ত্বং বিদ্যা পরদেবতা।
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধির্বিবেবাং ত্বং গতিঃ স্থিতিঃ॥ ৮
ত্বমেব বেদাঃ প্রণবঃ স্মৃতয়স্ত্বং হি সংহিতাঃ।
নিগমাগমতন্ত্রাণি সর্ব্বশাস্ত্রময়ী শিবা॥ ৯
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহানীলসরস্বতী।
মহোদরী মহামায়া মহারৌদ্রী মহেশ্বরী॥ ১০
সর্ব্বজ্ঞা ত্বং জ্ঞানময়ী কিং তবাজ্ঞাতমম্বিকে।
তথাপি পৃচ্ছসি প্রাজ্ঞে প্রীতয়ে কথয়ামি তে॥ ১১
সত্যমুক্তং ত্বয়া দেবি মনুজানাং বিচেষ্টিতম্‌।
জানন্তোঽপি হিতং * মর্ত্তাঃ পাপৈরাশুসুখপ্রদৈঃ॥ ১২

হয়াছ। ৫। তুমি জগতের আদ্যা, ধাত্রী, পালয়িত্রী, পরাৎপরা। হে দেবি! তুমিই এই চরাচর বিশ্ব ধারণ করিয়া আছ। ৬। তুমি পৃথিবী, বারি, বায়ু ও হুতাশন; তুমি আকাশ, অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বরূপিণী। ৭। তুমি এই জীবলোকে জীব, তুমি বিদ্যা ও পরমদেবতা, তুমি সমুদয় ইন্দ্রিয়, তুমি মন, তুমি বুদ্ধি, তুমি জগতের গতি ও স্থিতিরূপিণী। ৮। তুমিই বেদ, প্রণব, স্মৃতি ও সংহিতা; তুমি নিগম, আগম ও তন্ত্র; * তুমি সর্ব্বশাস্ত্রময়ী ও কল্যাণময়ী। ৯। তুমি মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহানীলসরস্বতী; তুমি মহোদরী, মহামায়া, মহারৌদ্রী ও মহেশ্বরী। ১০। তুমি সর্ব্বজ্ঞা, জ্ঞানময়ী; সুতরাং তোমার অপরিজ্ঞাত কি আছে? হে প্রাজ্ঞে! তুমি সকল বিষয় জানিয়াও যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন আমি তোমার প্রীতির জন্য বলিতেছি। ১১। হে দেবি!

* হিতান্‌—পাঠান্তরম্‌।

তন্ত্র দ্বিবিধ;—আগম ও নিগম। শিবকথিত তন্ত্রকে আগম এবং ভগবতী-কথিত তন্ত্রকে নিগম কহে। আগম শব্দের 'আ' এবং 'গ' ও 'ম' এই তিনটি বর্ণের অর্থ অতি গূঢ়। যাহা সদাশিবের বদন হইতে আগত (বহির্গত) হইয়াছে, তাহাকে 'আ', যাহা দেবীর মুখে গমন করিয়াছে, তাহাকে 'গ' কহে। 'ম' এই বর্ণের অর্থে বাসুদেবসম্মত বুঝায়। যাহা পার্ব্বতীর মুখপদ্ম হইতে নির্গত হইয়া সদাশিবের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে ও যাহা শ্রীবাসুদেবের সম্মত, তাহাকেই নিগম কহে।

নাচরিষ্যন্তি সবর্ম্ম হিতাহিতবহিষ্কৃতাঃ।
তেষাং নিঃশ্রেয়সার্থায় কর্ত্তব্যং বক্ষ্যুচ্যতে ॥ ১৩
অনুষ্ঠানং নিষিদ্ধস্য ত্যাগো বিহিতকর্ম্মণঃ।
নৃণাং জনয়তঃ পাপং ক্লেশশোকাময়প্রদম্ ॥ ১৪
স্বানিষ্টমাত্রজননাৎ পরানিষ্টোপপাদনাৎ।
তদেব পাপং দ্বিবিধং জানীহি কুলনায়িকে ॥ ১৫
পরানিষ্টকরাৎ পাপাৎ মুচ্যতে রাজশাসনাৎ।
অন্যস্মান্মুচ্যতে মর্ত্ত্যঃ প্রায়শ্চিত্তাৎ সমাধিনা ॥ ১৬
প্রায়শ্চিত্তাণবা দণ্ডৈর্ন পূতা যে কৃতাংহসঃ।
নরকায় নিবর্ত্তন্তে ইহামুত্র বিগর্হিতাঃ ॥ ১৭
তত্রাদৌ কথয়াম্যাদ্যে নৃপশাসননির্ণয়ম্।
যল্লঙ্ঘনান্মহেশানি রাজা যাত্যধমাং গতিম্ ॥ ১৮
ভৃত্যান্ পুত্রানুদাসীনান্ প্রিয়ানপি তথাপ্রিয়ান্।
শাসনে চ তথা ন্যায়ে সমদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৯

কলির জীবের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ, তাহা যথার্থই বলিয়াছ, তাহারা আপনাদের হিতকর বিষয় অবগত হইয়াও আশু-সুখদায়ক পাপে লিপ্ত হইবে। ১২। তাহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া সৎপথে বিচরণ করিবে না, তাহাদের মুক্তির নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি বলিতেছি। ১৩। নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, বৈধকর্ম্ম ত্যাগ, এই উভয় ব্যাপারে মনুষ্যের পাপসংঘটন হয়; ঐ পাপে ক্লেশ ও পীড়া প্রকাশ পায়। ১৪। হে কুলনায়িকে! আপনার অনিষ্ট ও অন্যের অপকার নিবন্ধন পাপ দ্বিবিধ আকারে প্রাদুর্ভূত হয়। ১৫। রাজশাসন হইতে পরের অনিষ্টকরণজনিত পাপ নিবারিত হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত ও চিত্তনিরোধ দ্বারা অন্য প্রকার পাপ অর্থাৎ স্বীয় অনিষ্টকর পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ১৬। যে সকল পাপী রাজশাসন ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পবিত্র হয় নাই, তাহারা ইহলোকে নিন্দনীয় ও পরলোকে নরকগামী হইয়া থাকে। ১৭। হে আদ্যে! রাজশাসনের কথা অগ্রে বলিতেছি। হে মহেশ্বরি! রাজা যদি ইহার অন্যথাচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নরকগামী হইতে হয়। ১৮। রাজা শাসন ও দণ্ডপ্রদানকালে ভৃত্য, পুত্র, উদাসীন,

স্বয়ং চেৎ কৃতপাপঃ স্যাৎ পীড়য়েদকৃতাংহসঃ।
উপবাসৈশ্চ দানৈস্তান্ পরিতোষ্য বিশুধ্যতি ॥ ২০
যথার্হং মন্যমানঃ স্বং কৃতপাপো নরাধিপঃ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনং প্রাপ্য তপসাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ২১
গুরুদণ্ডং নৈব রাজা বিদধ্যাল্লঘুপাপিষু।
ন লঘুং গুরুপাপেষু বিনা হেতুবিপর্য্যয়ে ॥ ২২
তস্মিন্ যৎশাসনে শাস্তা অনেকোন্মার্গবর্ত্তিনঃ।
পাপেভ্যো নির্ভয়ে শস্তো লঘুপাপে গুরুর্দমঃ ॥ ২৩
সকৃৎকৃতাপরাধেন সন্তপে বহুমানিনি।
পাপাভীরৌ প্রশস্তঃ স্যাদ্গুরুপাপে লঘুর্দমঃ ॥ ২৪
স্বল্পাপরাধী কৌলশ্চেৎ ব্রাহ্মণো লঘুপাপকৃৎ।
বহুমান্যোঽপি দণ্ড্যঃ স্যাদ্বচোভিরবনীভৃতা ॥ ২৫
ন্যায্যং দণ্ডং প্রসাদং চ বিচার্য্য সচিবৈঃ সহ।
যো ন কুর্য্যান্মহীপালঃ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ২৬

প্রিয় ও অপ্রিয় সকলকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করিবেন। ১৯। রাজা যদি স্বয়ং পাপকার্য্যে রত হন, কিংবা নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রতি দণ্ডবিধান করেন, তাহা হইলে উপবাস ও দান দ্বারা নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ২০। যদি তিনি যথার্হ পাপে লিপ্ত হন, তাহা হইলে রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন ও তপশ্চরণ দ্বারা তাঁহাকে আপনার উদ্ধারসাধন করা কর্ত্তব্য। ২১। বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে গুরু দোষে লঘু এবং লঘু পাপে গুরুদণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে; বিশেষ কারণ ঘটিলে এই নিয়মেরও ব্যভিচার ঘটিতে পারে। ২২। যাহার গুরুতর শাসন না করিলে অনেকে কুপথ-গামী হয় এবং যাহার গুরুতর দণ্ডবিধান দেখিলে অনেকে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা, এরূপ স্থলে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ডই প্রশস্ত। ২৩। একবার পাপ করিয়া যে মানী ব্যক্তি পাপানুষ্ঠানে ভীত ও লজ্জিত হয়, এরূপ ব্যক্তির গুরুতর অপরাধ হইলেও লঘুদণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য। ২৪। যদি বহুসম্মানপাত্র কৌল বা তাদৃক ব্রাহ্মণ লঘু দণ্ডের কার্য্য করেন, তাহা হইলে কেবল বাগ্দণ্ড (ভর্ৎসনা) করাই রাজার কর্ত্তব্য। ২৫। অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যে রাজা ন্যায়মতে দণ্ড ও পুরস্কার প্রদান না করেন, তাঁহাকে মহাপাতকে মগ্ন

ন ত্যজেৎ পিতরৌ পুত্রো ন ত্যজেন্নৃপং প্রজা.।
ন ত্যজেৎ স্বামিনং ভার্য্যা বিনাত্যন্তবিপাপিনঃ॥ ২৭
রাজ্যং ধনং জীবনং চ ধার্ম্মিকস্য মহীপতেঃ।
সংরক্ষেয়ুঃ প্রজা যত্নৈরন্যথা যাত্যধোগতিম্॥ ২৮
মাতরং ভগিনীঞ্চাপি তথা দুহিতরং শিবে।
গন্তারো জ্ঞানতো যে চ মহাগুরুনিপাতকঃ॥ ২৯
কুলধর্ম্মং সমাশ্রিত্য পুনস্ত্যক্তকুলক্রিয়াঃ।
বিশ্বাসঘাতিনো লোকা অতিপাতকিনঃ স্মৃতাঃ॥ ৩০
মাতরং ভগিনীং কন্যাং গচ্ছতো নিধনং দমঃ।
তাসামপি সকামানাং তদেব বিহিতং শিবে। ৩১
মাতাপিতৃস্বসৃতরং স্নুষাং শ্বশ্রূং গুরুপ্রিয়ম্।
পিতামহস্য বনিতাং তথা মাতামহস্য চ॥ ৩২
পিত্রোর্ভ্রাতুঃ সুতাং জায়াং ভ্রাতুঃ পত্নীং সুতামপি।
ভাগিনেয়ীং প্রভোঃ পত্নীং তনয়াঞ্চ কুমারিকাম্॥ ৩৩
গচ্ছতাং পাপিনাং লিঙ্গচ্ছেদো দণ্ডো বিধীয়তে।

হইতে হয়। ২৬। পুত্র পিতামাতাকে, প্রজালোক রাজাকে এবং বনিতা পতিকে পরিত্যাগ করিবে না, কিন্তু যদি ইঁহারা অতিপাপের কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিনয়সম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে বাধা নাই। ২৭। রাজা ধার্ম্মিক হইলে সযত্নে তাঁহার রাজ্য,ধন ও জীবন রক্ষা করা প্রজার কর্ত্তব্য; অন্যথা নিরয়গামী হইতে হয়। ২৮। হে শিবে! যাহারা জ্ঞানতঃ মাতা, ভগিনী ও কন্যাভিগমন করে, যাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক মহাগুরুনিপাত করে, যাহারা কুলধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহার অনুষ্ঠানে জলাঞ্জলি দেয়, যাহারা লোকের নিকটে বিশ্বাস-ঘাতক, তাহারা অতিপাতকী বলিয়া গণ্য। ২৯-৩০। হে শিবে! যে ব্যক্তি মাতা, ভগিনী বা কন্যাতে অভিগমন করে, তাহাকে নিধন করাই শ্রেয়ঃ। যদি কামের বশবর্ত্তিনী হইয়া মাতা, ভগিনী বা কন্যা এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও তাহাদিগের পক্ষে এইরূপ দণ্ডদান করিতে হইবে। ৩১। যে ব্যক্তি মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, পুত্রবধূ, শ্বশ্রূ, গুরুপত্নী, পিতামহী, মাতামহী, পিতৃব্যকন্যা, মাতুলপত্নী, ভ্রাতৃপত্নী, ভ্রাতৃকন্যা, ভাগিনেয়ী, প্রভুর কন্যা ও কুমারী

আসামপি সকামানাং দমো নাসানিকৃন্তনম্ ।
গৃহান্নির্ব্বাপণং চৈব পাপাদস্মাদ্বিমুক্তয়ে ॥ ৩৪
সপিণ্ডদারতনয়াং স্ত্রিয়ং বিবাসিনামপি ।
সর্ব্বস্বহরণং কেশবপনং গচ্ছতো দমঃ ॥ ৩৫
স্ত্রীভিরেতাভিরজ্ঞানাদ্ভবেৎ পরিণয়ো যদি ।
ব্রাহ্মেণ বাপি শৈবেন জ্ঞাত্বা তাস্তৎক্ষণং ত্যজেৎ ॥ ৩৬
সবর্ণদারান্ যো গচ্ছেৎ অনুলোমপরস্ত্রিয়ম্ ।
দমস্তস্য ধনাদানং মাসৈকং কণভোজনম্ ॥ ৩৭
রাজন্যবৈশ্যশূদ্রাণাং সামান্যানাং বরাননে ।
ব্রাহ্মণীং গচ্ছতাং জ্ঞানাল্লিঙ্গচ্ছেদো দমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮
ব্রাহ্মণীং বিকৃতাং কৃত্বা দেশান্নির্ব্বাপয়েন্নৃপঃ ।
বীরস্ত্রীগামিনাং তাসামেবমেব দমো বিধিঃ ॥ ৩৯

কন্যাতে উপগত হয়, সেই পাপীর লিঙ্গচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য ; পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীগণ ইচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নাসিকাচ্ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে গৃহ হইতে দূরীভূত করা কর্ত্তব্য। ৩২-৩৪। যে ব্যক্তি কোন সপিণ্ডের পত্নী বা কন্যাতে আসক্ত হয়, তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণপূর্ব্বক মস্তক-মুণ্ডন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য। ৩৫। যদি অজ্ঞান বশতঃ পূর্ব্বোক্ত কুমারীদিগের মধ্যে কাহারও সহিত ব্রাহ্ম বা শৈব কোন প্রকার বিবাহ হয়, তাহা হইলে জানিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে। ৩৬। যদি কোন ব্যক্তি সজাতীয় পরস্ত্রীতে উপগত হয়, অথবা অপেক্ষাকৃত হীনজাতীয়া পর-রমণীর সহিত সহবাস করে, তাহা হইলে যথাসম্ভব অর্থদণ্ড করিয়া তাহাকে একমাস কণভোজন করান কর্ত্তব্য। ৩৭। হে বরাননে! যদি কোন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা সামান্য জাতি জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণীতে উপগত হয়, তাহা হইলে তাহার লিঙ্গচ্ছেদ কর্ত্তব্য। ৩৮। ব্রাহ্মণীর পক্ষে কোন প্রকার অঙ্গচ্ছেদ বা মস্তকমুণ্ডনাদি দ্বারা বিকৃত করিয়া নির্ব্বাসিত করাই রাজার কর্ত্তব্য। যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরা বীরপত্নীতে উপগত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগেরও ঐ প্রকার লিঙ্গচ্ছেদ এবং সকামা হইলে ঐ বীরনারীদিগকে ঐরূপ নাসাকর্ণচ্ছেদাদি দণ্ড দিতে হইবে। ৩৯।

দুরাত্মা যস্তু রমতে প্রতিলোমপরস্ত্রিয়া।
দণ্ডস্তস্য ধনাদানং ত্রিমাসং কণভোজনম্ ॥ ৪০
সকামায়াঃ স্ত্রিয়শ্চাপি দণ্ডস্তদ্বিধীয়তে।
বলাৎকারগতা ভার্য্যা ত্যাজ্যা পাল্যা ভবেৎ শিবে ॥ ৪১
ব্রাহ্মী ভার্য্যাথবা শৈবী কামতো বাপ্যকামতঃ।
সর্ব্বথা হি পরিত্যাজ্যা স্যাচ্চেৎ পরগতা সকৃৎ ॥ ৪২
গচ্ছতাং বারনারীষু গবাদিপশুযোনিষু।
শুদ্ধির্ভবতি দেবেশি ত্রিরাত্রং কণভোজনাৎ ॥ ৪৩
গচ্ছতাং কামতঃ পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ পায়ুং দুরাত্মনাম্।
বধ এব বিধাতব্যো ভূভৃতা শম্ভুশাসনাৎ ॥ ৪৪
বলাৎকারেণ যো গচ্ছেদপি চাণ্ডালযোষিতম্।
বধস্তস্য বিধাতব্যো ন ক্ষন্তব্যঃ কদাপি সঃ ॥ ৪৫
পরিণীতাস্তু যা নার্য্যো ব্রাহ্মৈর্ব্বা শৈববর্ত্মভিঃ।
তা এব দারা বিজ্ঞেয়া অন্যাঃ সর্ব্বাঃ পরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৬ *

যে দুরাত্মা প্রতিলোম-পরস্ত্রীতে উপগত হয়, তাহার সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক তাহাকে তিন মাস কণভোজন করাইয়া রাখিতে হইবে। ৪০। ঐ সকল নারী সকামা হইলে, তাহাদেরও ঐরূপ দণ্ডদান করিতে হয়। হে শিবে! যদি কাহারও স্ত্রীর প্রতি অন্যে বলাৎকার করে, তাহা হইলে ঐ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিবে বটে, কিন্তু তাহার ভরণপোষণের উপায় করিতে হইবে। ৪১। ভার্য্যা শৈবী বা ব্রাহ্মী হউক, তাহার ইচ্ছা হউক বা না হউক, একবারমাত্র পরপুরুষসংসর্গ ঘটিলে তাহাকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ৪২। হে দেবেশি! যে ব্যক্তি বেশ্যা, অথবা গো, ছাগী প্রভৃতি পশুযোনিতে উপগত হয়, ত্রিরাত্র কণভোজন করিয়া পাপমুক্ত হওয়া তাহার কর্ত্তব্য। ৪৩। যদি কোন কামুক ইচ্ছাক্রমে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের গুহ্যদেশে রমণ করে, তাহা হইলে শিবের শাসনক্রমে তাহার প্রাণদণ্ড করা রাজার কর্ত্তব্য। ৪৪। যদি কেহ বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক চণ্ডালকন্যাতে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বধ করা কর্ত্তব্য, কদাপি তাহাকে ক্ষমা করিতে নাই। ৪৫। ব্রাহ্ম বা

* জ্ঞেয়া অন্যাঃ পরস্ত্রিয়ঃ—পাঠান্তরম্।

কামাৎ পরস্ত্রিয়ং পশ্যন্ রহঃ সম্ভাষয়ন্ স্পৃশন্।
পরিষজ্যোপবাসেন বিশুধ্যেদ্দ্বিগুণক্রমাৎ॥ ৪৭
কুর্ব্বন্ত্যেবং সকামা যা পরপুংসা কুলাঙ্গনা।
উক্তোপবাসবিধিনা স্বাত্মানং পরিশোধয়েৎ॥ ৪৮
ব্রুবন্নিন্দ্যং বচঃ স্ত্রীষু পশ্যন্ গুহ্যং পরস্ত্রিয়াঃ।
হসন্ শুক্রতরং মর্ত্ত্যঃ শুধ্যেদ্দ্বিরুপবাসতঃ॥ ৪৯
দর্শয়ন্নগ্নমাত্মানং কুর্ব্বন্নঙ্গং তপাপরম্।
ত্রিরাত্রমশনং ত্যক্ত্বা শুদ্ধো ভবতি মানবঃ॥ ৫০
পত্ন্যাঃ পরাভিগমনং প্রমাণয়তি চেৎ পতিঃ।
নৃপস্তদা তাং তজ্জারং শাস্তাৎ শাস্ত্রানুসারতঃ॥ ৫১
প্রমাণে ষত্নশক্তঃ স্যাৎ দরিতোপপত্তেঃ পতিঃ।
ত্যক্ত্বা তাং পোষয়েদ্গ্রাসৈস্তিষ্ঠেচ্চেৎ পতিশাসনে॥ ৫২

শৈববিবাহে যাহারা বিবাহিত হইয়াছে, সেই সকল স্ত্রীই ভার্য্যা, এতদ্ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রী পরস্ত্রী বলিয়া গণ্য। ৪৬। যে ব্যক্তি কামভাবে পরস্ত্রী দর্শন করে, এক দিনমাত্র উপবাসে তাহার শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সকাম হইয়া নির্জ্জনে পরনারীর সহিত আলাপ করে, তাহার পক্ষে দুই দিন; যে পরস্ত্রী স্পর্শ করে, তাহার চারি দিন, যে উহাকে আলিঙ্গন করে, তাহার অষ্টাহ উপবাসে শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ৪৭। যে কুলস্ত্রী সকামা হইয়া পরপুরুষ দর্শন, তাহার সহিত কথোপকথন, তাহাকে স্পর্শ অথবা আলিঙ্গন করে, সেই স্ত্রী উক্ত প্রকারে এক, দুই, চারি ও আট দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ৪৮। স্ত্রীলোককে দেখিয়া যে ব্যক্তি অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ, উপহাস-পরিহাস ও তাহার গুহ্যস্থান দর্শন করে, দুই দিনমাত্র উপবাসে তাহার শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ৪৯। যে ব্যক্তি কাহারও সাক্ষাতে নগ্নমূর্ত্তি হয় বা কাহারও অঙ্গ উপদ্রব করে, ত্রিরাত্রি উপবাসে তাহার শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ৫০। পত্নীর পরপুরুষসংসর্গ যদি সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে রাজা শাস্ত্রানুসারে সেই স্ত্রী এবং তাহার উপপতিকে শাসন করিয়া থাকেন। ৫১। যদি স্ত্রীর ব্যভিচার সপ্রমাণ না হয়, তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে, যদি স্ত্রী আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীকে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। ৫২।

রমমাণামুপপত্যৌ পশ্যন্ পত্নীং পতিস্তদা।
নিঘ্নন্ বনিতয়া জারং বধার্হো নৈব ভূভৃতঃ ॥ ৫৩
ভর্ত্তুর্নিবারণং যত্র গমনে যেন ভাষণে।
প্রয়াণাত্তারণাত্তত্র ত্যাগার্হা স্যাৎ কুলাঙ্গনা ॥ ৫৪
মৃতে পত্যৌ স্বধর্ম্মেণ পতিবন্ধুবশে স্থিতা।
অভাবে পিতৃবন্ধূনাং তিষ্ঠন্তী দায়মর্হতি ॥ ৫৫
দ্বির্ভোজনং পরান্নং চ মৈথুনামিষভূষণম্।
পর্য্যঙ্কং রক্তবাসশ্চ বিধবা পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৬
গন্ধসুবর্ত্তয়েদ্বাসৈর্গ্রাম্যালাপমপি ত্যজেৎ।
দেবব্রতা নয়েৎ কালং বৈধব্যং ধর্ম্মমাশ্রিতা ॥ ৫৭
ন বিদ্যতে পিতা যস্য শিশোর্ম্মাতা পিতামহঃ।
নিয়তং পালনে তস্য মাতৃবন্ধুঃ প্রশস্যতে ॥ ৫৮
মাতুর্ম্মাতা পিতা ভ্রাতা মাতুর্ভ্রাতুঃ সুতাস্তথা।
মাতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ ॥ ৫৯

যদি স্বামী আপনার স্ত্রীকে উপপতির সহিত রতিক্রীড়ায় রত দেখে এবং যদি সে সময়ে পত্নী ও তাহার উপপতিকে পতি বিনষ্ট করে, তাহা হইলে রাজা তাহার বধজন্য (অথবা অন্য কোন) দণ্ড করিবেন না। ৫৩। স্বামীর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যদি স্ত্রী কোন স্থানে গমন বা কাহারও সহিত আলাপ করে, তাহা হইলে পতি সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে। ৫৪। স্বামীর অবর্ত্তমানে বিধবা পত্নী যদি স্বামীর বন্ধুগণের বশতাপন্ন হইয়া স্বধর্ম্মে অবস্থিতি করে, কিংবা পতিবন্ধুর অভাবে পিতৃবন্ধুগৃহে বাস করত স্বধর্ম রক্ষা করে, তাহা হইলে সে স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ৫৫। দ্বির্ভোজন, পরান্নভোজন, আমিষভোজন, মৈথুন, পর্য্যঙ্কে শয়ন, রক্তবস্ত্র (রঞ্জিত বস্ত্র) পরিধান এই সমস্ত পরিত্যাগ করা বিধবার কর্ত্তব্য। ৫৬। সুগন্ধি দ্রব্য মর্দ্দন ও গ্রাম্য আলাপ (বৃথা বাক্য) পরিত্যাগ করা বিধবার কর্ত্তব্য; বৈধব্যধর্ম্মানুষ্ঠানে দেবপূজা ও ব্রতপরায়ণ হইয়া কালাতিপাত করা তাহার কর্ত্তব্য। ৫৭। যে শিশুর পিতা, মাতা বা পিতামহ নাই, তাহার মাতৃবন্ধু দ্বারা লালনপালনই তাহার পক্ষে প্রশস্ত। ৫৮। মাতামহী, মাতামহ, মাতুলপুত্র, মাতুল এবং মাতামহসহোদর; ইহারাই মাতৃবন্ধু। ৫৯।

পিতুর্মাতা পিতা ভ্রাতা পিতুর্ভ্রাতুঃ খসুঃ সুতাঃ।
পিতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ ॥ ৭০
পত্যুর্মাতা পিতা ভ্রাতা পত্যুর্ভ্রাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
পত্যুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পতিবান্ধবাঃ ॥ ৭১
পিত্রে মাত্রে পিতুঃ পিত্রে পিতামহ্যৈ তথা স্ত্রিয়ৈ।
অযোগ্যতনয়ে পুত্রহীনমাতামহায় চ ॥ ৭২
মাতামহ্যৈ দরিদ্রেভ্যঃ * এভ্যো বাসস্তথাশনম্।
দাপয়েন্নৃপতিঃ পুংসা যথাবিভবমম্বিকে ॥ ৭৩
দুর্ব্বাচ্যং কথয়ন্ পত্নীমেকাহমশনং ত্যজেৎ।
ত্র্যহং সন্তাড়য়ন্ রক্তং পাতয়ন্ সপ্ত বাসরান্ ॥ ৭৪
ক্রোধাদ্বা মোহতো ভার্য্যাং মাতরং ভগিনীং সুতাম্।
বদন্নুপোষ্য সপ্তাহং বিশুধ্যেচ্ছিবশাসনাৎ ॥ ৭৫
ষণ্ঢেনোদ্বাহিতাং কন্যাং কালাতীতেঽপি পার্থিবঃ।
জ্ঞাত্বোদ্বাহয়েৎ ভূয়ো বিধিরেষঃ শিবোদিতঃ ॥ ৭৬

---

পিতামহী, পিতামহ, পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র, পিতৃষসের ও পিতামহসহোদর ইঁহারা পিতৃবন্ধু।৭০। স্বামীর মাতা, শ্বশুর, দেবর, ভ্রাতৃশ্বশুর, (ভাশুর), দেবরপুত্র, ভ্রাতৃশ্বশুরপুত্র, ভর্ত্তার ভাগিনেয়, শ্বশুরসহোদর পতিবান্ধব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।৭১। হে অম্বিকে! পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, পত্নী, অযোগ্য পুত্র, পুত্রহীনমাতামহ, পুত্রহীনমাতামহী ইঁহারা যদি দরিদ্র হন, তাহা হইলে বিবেচনাবত রাজা বিভব অনুসারে তাঁহাদের অন্নবস্ত্র-প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।৭২-৭৩। পত্নীকে কটূক্তি করিলে এক দিন উপবাস করা পতির কর্ত্তব্য, প্রহার করিলে ত্রিরাত্রি এবং নিদারুণ আঘাতে রক্তপাত করিলে স্বামীর সপ্তরাত্রি উপবাসে শুদ্ধ হইবার ব্যবস্থা।৭৪। যদি কোন ব্যক্তি ক্রোধ বা মোহ প্রযুক্ত স্ত্রীকে জননীসম্বোধন করে, ভগিনী বা কন্যা বলে, তাহা হইলে শিবের শাসনক্রমে সপ্তরাত্রি উপবাস করা স্বামীর কর্ত্তব্য।৭৫। শিববিধিতে প্রকাশ যে, যদি কোন কন্যার নপুংসকের সহিত বিবাহ ঘটে এবং বহুকালের পর তাহা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে রাজা সেই কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়াইতে পারেন।৭৬।

---

* দরিদ্রায়—পাঠান্তরম্।

পরিণীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ।
সাপ্যুদ্বাহ্যা পুনঃ পিত্রা শৈবধর্ম্মেষ্বয়ং বিধিঃ ॥ ৬৭
উদ্বাহাদ্দশমে পক্ষে পত্যুস্ত্যাগদশহায়নে।
প্রসূতে তনয়ং যোগ্যং ন সা পত্নী ন বা সুতঃ ॥ ৬৮
আগর্ভাৎ পঞ্চমাসান্তর্গর্ভং বা স্রাবয়েৎস্ত্রিয়া।
তদুপায়কৃতং তাঞ্চ * ঘাতয়েত্তীব্রতাড়নৈঃ ॥ ৬৯
পঞ্চমাৎ পরতো মাসাৎ যা স্ত্রী ভ্রূণং প্রপাতয়েৎ।
তৎপ্রযোক্তুশ্চ তস্যাশ্চ পাতকং ভ্রূণঘাতজম্ ॥ ৭০
যে হন্তি জ্ঞানতো মর্ত্ত্যং মানবঃ ক্রূরচেষ্টিতঃ।
বধস্তস্য বিধাতব্যঃ সর্ব্বথা ধরণীভৃতা ॥ ৭১
প্রমাদাদ্ভ্রমতোঽজ্ঞানাদ্ঘ্নন্তং নরমরিন্দমঃ।
দ্রবিণাদানতস্তীব্রতাড়নৈস্তং বিশোধয়েৎ ॥ ৭২
স্বতো বা পরতো বাপি যথোপায়ং প্রকুর্ব্বতঃ।
অজ্ঞানবধিনাং দণ্ডো বিহিতস্তস্য পাপিনঃ ॥ ৭৩

বিবাহিতা কন্যা যদি স্বামিসহবাসের পূর্ব্বে বিধবা হয়, তাহা হইলে তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে, শৈবধর্ম্মে এই বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। ৬৭। বিবাহের পর ছয় মাসে অথবা পতিবিয়োগের পর এক বৎসরান্তে যে স্ত্রী যোগ্যপুত্র প্রসব করে, সে পত্নী পতির প্রকৃত পত্নী বা সে পুত্র পতির ঔরসজ-পুত্রপদবাচ্য হইতে পারে না। ৬৮। গর্ভাধান অবধি পঞ্চম মাসের মধ্যে যে স্ত্রী জ্ঞানতঃ গর্ভস্রাব করে এবং তাহাকে যে ব্যক্তি গর্ভস্রাবের উপায় নির্দ্দেশ করে, এই উভয়কে কঠিন দণ্ড দ্বারা তাড়না করা রাজার কর্ত্তব্য। ৬৯। পঞ্চম মাস গর্ভের পর যে স্ত্রী গর্ভপাত করে বা যে ব্যক্তি গর্ভস্রাবের উপায় নির্দ্দেশ করে, তাহাদের উভয়কে নরহত্যাজনিত পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। ৭০। যদি কোন ক্রূরকর্ম্মা দুরাত্মা জ্ঞানতঃ নরহত্যা করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড করা রাজার কর্ত্তব্য। ৭১। প্রমাদ, ভ্রম বা অজ্ঞান-প্রযুক্ত যদি কেহ নরহত্যা করে, তাহা হইলে তাহার অর্থদণ্ড ও তীব্র তাড়না দ্বারা শাসন করা কর্ত্তব্য। ৭২। যদি কোন ব্যক্তি নিজে বা অন্যের দ্বারা আপনার বা

* তদুপায়কৃতং তুচ্ছঃ—পাঠান্তরম্।

মিথঃ সংগ্রামযোদ্ধারমাততায়িনমাগতম্।
নিহত্য পরমেশানি ন পাপার্হো ভবেন্নরঃ ॥ ৭৪
অঙ্গচ্ছেদে বিধাতব্যং ভূভৃতাঙ্গনিকৃন্তনম্।
প্রহারে চ প্রহরণং নৃনু পাপং চিকীর্ষুষু ॥ ৭৫
বিপ্রান্ গুরূনবগুরেৎ প্রহরেদ্‌যো দুরাসদঃ। *
ধনাদানাদ্ধস্তদাহাৎ ক্রমতস্তং বিশোধয়েৎ ॥ ৭৬
শস্ত্রাদিক্ষতকায়স্ত ষণ্মাসাৎ পরতো মৃতৌ।
প্রহর্ত্তা দণ্ডনীয়ঃ স্যাদ্‌বধার্হো ন হি ভূভৃতঃ ॥ ৭৭
রাজবিপ্লাবিনো রাজ্যং জিহীর্ষূন্ পরবৈরিণাম্।
রহো হিতৈষিণো ভৃত্যান্ ভেদকান্ পসৈন্তয়োঃ ॥ ৭৮
যোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রজা রাজ্ঞা শস্ত্রিণঃ পান্থপীড়কান্।
হত্বা নরপতিস্তেতান্ নৈব কিল্বিষভাগ্ ভবেৎ ॥ ৭৯

বধোপায় করে, তাহা হইলে অজ্ঞানকৃত নরহত্যার যে দণ্ড বিহিত, ঐ পাপাত্মারও তদনুরূপ দণ্ডভোগ হইবে। ৭৩। হে পরমেশ্বরি! যে ব্যক্তি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত এবং আততায়িভাবে উপস্থিত, তাহার জীবনবিনাশে কোন পাপ নাই। ৭৪। পাপানুষ্ঠানরত লোক যদি অন্যের অঙ্গচ্ছেদ করে, তাহা হইলে রাজা তাহারও তদ্রূপ অঙ্গচ্ছেদন করিবেন, যদি কোন পাপাত্মা অন্যকে প্রহার করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকেও প্রহার করিবেন। ৭৫। যে দুরাচার ব্রাহ্মণ বা গুরুকে প্রহার করিবার জন্য দণ্ড উত্তোলন কিংবা প্রহার করে, রাজা তাহার ধনসম্পত্তি হরণ করিবেন এবং শেষোক্ত অপরাধে তাহার হস্তদ্বয় দগ্ধ করিয়া দিবেন। ৭৬। যদি শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষতশরীর হইয়া কোন ব্যক্তির ছয় মাসের পর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে প্রহারকের দণ্ড হইবে, কিন্তু তা বলিয়া সে বধদণ্ড প্রাপ্ত হইবে না। ৭৭। যাহারা রাজদ্রোহী, রাজ্যহরণাভিলাষী, যাহারা ভৃত্য হইয়াও গোপনে বিপক্ষ রাজাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষা করে, যাহারা রাজার সহিত সৈন্যগণের ভেদ করাইয়া দেয়, সে সমস্ত প্রজা নৃপতির সহিত যুদ্ধেচ্ছু, যাহারা শস্ত্রধারণ পূর্ব্বক পান্থগণের প্রতি অত্যাচার করে, ইহাদিগের বিনাশে রাজার কোন পাপ স্পর্শিতে পারে না। ৭৮-৭৯।

* প্রহরেদ্‌যো দুরাসদঃ—পাঠান্তরম্।

যো হন্ত্যাজ্ঞানবং ভর্ত্তুরাজ্ঞয়াঽপরিহার্য্যয়া।
ভর্ত্তুরেব বধস্তত্র প্রহর্ত্তুর্ন শিবাজ্ঞয়া॥ ৮০
অযত্নপুংসঃ পশুনা শস্ত্রৈর্ব্বা ম্রিয়তে নরঃ।
ধনদণ্ডেন বা কায়দমেনাস্ত বিশোধনম্॥ ৮১
বহির্মুখান্ নৃপাজ্ঞাসু নৃপাগ্রে পৌরুষবাদিনঃ।
দূষকান্ কুলধর্ম্মাণাং শাস্তাদ্রাজা বিগর্হিতান্॥ ৮২
স্বাপ্যাপহারিণং ক্রূরং বঞ্চকং ভেদকারিণম্।
বিবাদয়ন্তং লোকাংশ্চ দেশান্নির্ব্বাপয়েন্নৃপঃ॥ ৮৩
শুল্কেন কন্যাং দাতৄংশ্চ পুত্রং ষণ্ঢে প্রযচ্ছতঃ।
দেশান্নির্ব্বাপয়েদ্রাজা পতিতান্ দুষ্কৃতাত্মনঃ॥ ৮৪
মিথ্যাপবাদব্যাজেন পরানিষ্টং চিকীর্ষবঃ।
যথাপরাধং * তে শাস্যা ধর্ম্মজ্ঞেন মহীভৃতা॥ ৮৫
যো যৎপরিমিতানিষ্টং কুর্য্যাত্তৎসম্মিতং ধনম্।
নৃপতির্দ্দাপয়েত্তেন জনায়ানিষ্টভাগিনে॥ ৮৬

যে ব্যক্তি প্রভুর অপরিহার্য্য আজ্ঞায় কোন লোকের প্রাণহত্যা করে, তাহার নরহত্যার পাপ ঘটিবে না, প্রত্যুত যাহার আজ্ঞায় নরহত্যা ঘটিয়াছে, সেই ব্যক্তিই পাপভাগী, ইহা শিবের শাসন। ৮০। যদি কাহারও অনবধানতাবশতঃ অস্ত্র বা পশু দ্বারা কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে আর্থিক বা কায়িক দণ্ডবিধানে তাহার পাপক্ষালন হইয়া থাকে। ৮১। যাহারা রাজার আদেশপালনে বিমুখ, যাহারা রাজার সমক্ষে ধৃষ্টতা-প্রদর্শনে তৎপর, যাহারা কুলধর্ম্মের দ্বেষ্টা, সেই সকল নিন্দিত ব্যক্তিকে রাজা শাসন করিবেন। ৮২। যে ব্যক্তি ন্যস্তধনাপহারী, ক্রূর, যে ব্যক্তি লোকদিগের মধ্যে পরস্পরের মনোমালিন্য ও বিবাদ উৎপাদন করে, তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা রাজার কর্ত্তব্য। ৮৩। যাহারা পণ লইয়া পুত্র বা কন্যা দান করে, কিংবা ষণ্ঢের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করে, রাজা সেই দুষ্ক্রিয়াম্বিত পতিতদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। ৮৪। যাহারা মিথ্যাপবাদ প্রচার পূর্ব্বক অন্যের অনিষ্টসাধনে তৎপর, অপরাধ বিবেচনায় তাহাদের দণ্ডবিধান করা ধার্ম্মিক নৃপতির কর্ত্তব্য। ৮৫। যে যে পরিমাণে অনিষ্টকারী, তাহার অনুরূপ

* যথাপরাধং—পাঠান্তরম্।

মণিমুক্তাহিরণ্যাদিধাতূনাং স্তেয়কারিণঃ।
করস্য বাহ্বোশ্ছেদং বা কুর্য্যাৎ মূল্যং বিচারয়ন্॥ ৮৭ *
মহিষাশ্বগবাদীনাং রত্নাদীনাং তথা শিশোঃ।
বলেনাপহরতাং † নৃণাং স্তেয়বিহিতো দমঃ॥ ৮৮
অল্পানামল্পমূল্যস্য বস্তুনঃ স্তেয়িনং নৃপঃ।
বিশোধয়েত্তং পক্ষৈকং সপ্তাহং বাশয়ন্ কণম্॥ ৮৯
বিশ্বাসঘাতকে পুংসি কৃতঘ্নে সুরবন্দিতে।
যজ্ঞৈর্ব্রতৈস্তপোদানৈঃ প্রায়শ্চিত্তৈর্ন নিষ্কৃতিঃ॥ ৯০
যে কূটসাক্ষিণো মর্ত্ত্যা মধ্যস্থাঃ পক্ষপাতিনঃ।
শাস্তাস্তাংস্তীব্রদণ্ডেন দেশান্নির্য্যাপয়েন্নৃপঃ॥ ৯১
ষট্ সাক্ষিণঃ প্রমাণাঃ স্যুশ্চত্বারস্ত্রয় এব বা।
অভাবে দ্বাবপি শিবে প্রসিদ্ধৌ যদি ধার্ম্মিকৌ॥ ৯২

অর্থদণ্ড করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাহা প্রদান করা রাজার কর্ত্তব্য। ৮৬। যাহারা মণি, মুক্তা বা সুবর্ণাদি ধাতু অপহরণ করে, মূল্য বিচার পূর্ব্বক তাহাদের হস্ত বা বাহুচ্ছেদ করা রাজার কর্ত্তব্য অর্থাৎ অল্পমূল্য দ্রব্য হরণ করিলে হস্তের কিয়দংশ এবং বহুমূল্য দ্রব্য হরণ করিলে বাহুচ্ছেদ করিবেন। ৮৭। যাহারা বলপ্রকাশ পূর্ব্বক মহিষ, অশ্ব ও ধেনু প্রভৃতি পশু, সুবর্ণাদি ধাতুদ্রব্য বা শিশুসন্তান অপহরণ করিবে, চৌর্য্যবৎ তাহাদের দণ্ডবিধান করিতে হইবে। ৮৮। যে ব্যক্তি অন্ন বা অল্পমূল্য কোন দ্রব্য অপহরণ করে, রাজা একপক্ষ বা সপ্তাহকাল কণভোজন করাইয়া তাহার শোধন করিবেন। ৮৯। হে দেববন্দিতে! বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন ব্যক্তি যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা, দান বা প্রায়শ্চিত্ত করুক, কিছুতেই তাহার নিষ্কৃতি নাই। ৯০। যাহারা কূটসাক্ষী অথবা যাহারা মধ্যস্থ হইয়া পক্ষপাতী হয়, তীব্র দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা রাজার কর্ত্তব্য। ৯১। হে শিবে! ছয়, চারি অথবা তিন জন সাক্ষী প্রমাণে গণ্য হইয়া থাকে, তিন জনের অভাব হইলে দুই জন প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিকের সাক্ষ্যও সপ্রমাণ হইতে পারে। ৯২।

* করস্য বাহ্বোশ্ছেদো বা কার্য্যো মূল্যং বিচারয়ন্—পাঠান্তরম্।
† বলে অপহরতাং ইতি বা পাঠঃ।

দেশতঃ কালতো বাপি তথা বিষয়তঃ প্রিয়ে।
পরস্পরমযুক্তং চেদগ্রাহ্যং সাক্ষিণাং বচঃ॥ ৯৩
অন্ধানাং বাক্ প্রমাণং স্যাদ্বধিরাণাং তথা প্রিয়ে।
মূকানামেড়মূকানাং শিরসাঙ্গীকৃতির্লিপিঃ॥ ৯৪
লিপিঃ প্রমাণং সর্ব্বেষাং সর্ব্বত্রৈব প্রশস্যতে।
বিশেষাদ্ব্যবহারেষু ন বিনশ্যেচ্চিরং যতঃ॥ ৯৫
স্বীয়ার্থমপরার্থং চেৎ কুর্ব্বতঃ কল্পিতাং লিপিম্।
দণ্ডস্তস্য বিধাতব্যো দ্বিগুণং কূটসাক্ষিণঃ॥ ৯৬
অভ্রমস্যাপ্রমত্তস্য যদঙ্গীকরণং সকৃৎ।
স্বীয়ার্থে তৎ প্রমাণং স্যাদ্বচসো বহুসাক্ষিণাম্॥ ৯৭
যথা তিষ্ঠন্তি পুণ্যানি সত্যমাশ্রিত্য পার্ব্বতি।
তথানৃতং সমাশ্রিত্য পাতকান্যখিলান্যপি॥ ৯৮
অতঃ সত্যবিহীনস্য সর্ব্বপাপাশ্রয়স্য চ।
তাড়নাদ্দমনাদ্রাজা ন পাপার্হঃ শিবাজ্ঞয়া॥ ৯৯

সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলে যদি তাহারা দেশ, কাল ও বিষয়বিশেষের বিরুদ্ধ বাক্য বলে, তাহা হইলে তাহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে। ৯৩। যাহারা অন্ধ ও বধির, হে প্রিয়ে! তাহাদের কথা প্রমাণস্থলে গ্রাহ্য হইবে, যাহারা মূক এবং এড়মূক—অর্থাৎ কালা, বোবা, শিরঃসঞ্চালনে স্বীকার করা জানিতে পারিলে লিপিপ্রমাণে তাহা বলবৎ হইবে। ৯৪। সর্ব্বত্র সকলের পক্ষে লিপিপ্রমাণই প্রশস্ত, বিশেষতঃ ব্যবহারস্থলে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত প্রশস্ত, কারণ, বহুকালেও ইহার বিনাশ নাই। ৯৫। যে ব্যক্তি আপনার বা পরের নিমিত্ত কল্পিত লিপি প্রস্তুত করে, সেই ব্যক্তির মিথ্যাসাক্ষ্যের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ৯৬। যে লোক ভ্রম ও প্রমাদশূন্য, যদি সে ব্যক্তি নিজের বিষয় একবারমাত্র স্বীকার করে, তাহা হইলে বহুসাক্ষীর সাক্ষ্য অপেক্ষা তদ্বাক্য প্রবলতর প্রমাণ হইবে। ৯৭। হে পার্ব্বতি! যেরূপ সত্যকে আশ্রয় করিয়া পুণ্যের অবস্থিতি, সেইরূপ একমাত্র মিথ্যার আশ্রয়ে নিখিল পাতকের অবস্থান। ৯৮। যে ব্যক্তি সত্যবিহীন, সে সকল প্রকার পাপের আশ্রয়স্থলস্বরূপ; এরূপ পাপাত্মার তাড়ন ও শাসন করিলে রাজার কোন পাপ স্পর্শে না, ইহা শিবের আজ্ঞা। ৯৯।

সত্যং ব্রবীমি সঙ্কল্প্য স্পৃষ্ট্বা কৌলং গুরুং দ্বিজম্।
গঙ্গাতোয়ং দেবমূর্ত্তিং কুলশাস্ত্রং কুলামৃতম্॥ ১০০

দেবনির্ম্মাল্যমথবা * কথনং শপথো ভবেৎ।
তত্রানৃতং বদন্ মর্ত্ত্যঃ কল্পান্তং নরকং ব্রজেৎ॥ ১০১

অপাপজনিকার্য্যাণাং ত্যাগে চ গ্রহণেঽপি বা।
তৎ কার্য্যং সর্ব্বথা মর্ত্ত্যৈঃ স্বীকৃতং শপথেন যৎ॥ ১০২

স্বীকারোল্লঙ্ঘনাচ্ছুদ্ধ্যেৎ পক্ষমেকমভোজনৈঃ।
ভ্রমেণাপি তমুল্লঙ্ঘ্য দ্বাদশাহং কণাশনৈঃ॥ ১০৩

কুলধর্ম্মোঽপি সত্যেন বিধিনা চেন্ন সেবিতঃ।
মোক্ষায় শ্রেয়সে ন স্যাৎ কৌলে পাপায় কেবলম্॥ ১০৪

'আমি সত্য বলিব' এই সঙ্কল্প করিয়া কৌল, গুরু, ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল, দেবমূর্ত্তি, কুলশাস্ত্র, কুলামৃত ও দেবনির্ম্মাল্য এই সমুদয় স্পর্শ করত যাহা বলা হইবে, তাহাই শপথ বলিয়া গণ্য; যে ব্যক্তি এইরূপ শপথ করিয়া মিথ্যা কথা কহে, তাহার এক কল্পকাল নরকবাস হইয়া থাকে। ১০০-১০১। যে কার্য্য পাপজনক নহে, সেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানবিষয়েই হউক কিংবা তাহা হইতে নিবৃত্তিবিষয়েই হউক, শপথ পূর্ব্বক যেরূপ অঙ্গীকার করা হইবে, সর্ব্বথা তদনুরূপ কার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য। ১০২। † অগ্রে অঙ্গীকার করিয়া যে ব্যক্তি পরে তাহা লঙ্ঘন করে, তাহার পক্ষে এক পক্ষ অনাহারের ব্যবস্থা, কিন্তু যে ব্যক্তি ভ্রমক্রমে অঙ্গীকার লঙ্ঘন করে, সেই ব্যক্তি দ্বাদশ দিন কণভোজন করিয়া শুদ্ধ হইয়া থাকে। ১০৩। যে কৌল ব্যক্তি সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া কুলধর্ম্মের সেবা করে, তাহার কুলধর্ম্মে মোক্ষলাভ ঘটে না, প্রত্যুত সে পাপভাগী হইয়া থাকে অর্থাৎ কৌল ব্যক্তিও তদ্রূপ করিলে তাহার কুলধর্ম্ম মোক্ষপ্রদ ও মঙ্গলকর

* দেবীনির্ম্মাল্যমথবা ইতি বা পাঠঃ।

† ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহা পাপজনক কার্য্য, তাহা হইতে নিবৃত্তিবিষয়ে যদি শপথ সহকারে অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহাও ঐ প্রকার পালন করিতে হয়; কিন্তু পাপকর কার্য্যের অনুষ্ঠানবিষয়ে অর্থাৎ আমি প্রত্যহ জীবহত্যা বা দস্যুতা করিয়া জীবিকাপাত করিব প্রভৃতি কর্ম্মে যদি শপথ সহকারে অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে দোষ নাই।

সুরা দ্রবময়ী তারা জীবনিস্তারকারিণী।
জননী ভোগমোক্ষাণাং নাশিনী বিপদাং রুজাম্॥ ১০৫
দাহিনী পাপসংঘানাং পাবিনী জগতাং প্রিয়ে।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যাবিবর্দ্ধিনী॥ ১০৬
মুক্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ সিদ্ধৈঃ সাধকৈঃ ক্ষিতিপালকৈঃ।
সেব্যতে সর্ব্বদা দেবৈরাদ্যে স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে॥ ১০৭
সম্যগ্‌বিধিবিধানেন সুসমাহিতচেতসা।
পিবন্তি মদিরাং মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যা এব তে ক্ষিতৌ॥ ১০৮
প্রত্যেকতত্ত্বস্বীকারাদ্বিধিনা স্যাচ্ছিবো নরঃ।
ন জানে পঞ্চতত্ত্বানাং সেবনাৎ কিং ফলং ভবেৎ॥ ১০৯
ইয়ক্তেদ্বারুণী দেবী নিপীতা বিধিবর্জ্জিতা।
নৃণাং বিনাশয়েৎ সর্ব্বং বুদ্ধিমায়ুর্যশোধনম্॥ ১১০
অত্যন্তপানান্মত্তস্য চতুর্ব্বর্গপ্রসাধনী।
বুদ্ধির্ব্বিনশ্যতি প্রায়ো লোকানাং মত্তচেতসাম্॥ ১১১

হয় না, বরং পাপজনক হইয়া থাকে। ১০৪। সুরা দ্রবময়ী, সাক্ষাৎ জীবনিস্তারকারিণী তারাস্বরূপ, ইহা ভোগ ও মোক্ষের জননী এবং রোগ ও বিপদ্‌সমূহের নাশকারিণী। ১০৫। হে প্রিয়ে! সুরা দ্বারা পাপসমূহ দগ্ধ হয়, সুরা জগৎকে পবিত্র করে, সুরা দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হয় এবং ইহার প্রভাবে মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা এই সমস্তই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ১০৬। হে আদ্যে! (অন্য কথা কি) মুক্ত, মুমুক্ষু, সিদ্ধ, সাধক, নৃপতি ও দেবগণ পর্য্যন্ত আপনাপন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সর্ব্বদা ইহার সেবা করিয়া থাকেন। ১০৭। যাঁহারা সুসমাহিতচিত্তে যথাবিধি মদিরা পান করেন, তাঁহারা মনুষ্য হইলেও ভূতলবাসী দেবতাস্বরূপ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১০৮। যদি কেহ পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে এক তত্ত্বও যথাবিধি সেবন করেন, তিনি যে সাক্ষাৎ শিব, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ফল কথা, পঞ্চতত্ত্বসেবনে যে কি ফল ঘটে, তাহা বলিবার নহে। ১০৯। যদি বিধিপূর্ব্বক বারুণীদেবীর সেবা করা না হয়, তাহা হইলে লোকের বুদ্ধি, আয়ু, যশ ও ধন নষ্ট হইয়া যায়। ১১০। যাহারা ঘোরতর সুরাপায়ী, তাহারা মত্ত ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া চতুর্ব্বর্গের সাধনরূপ বুদ্ধিকে কলুষিত ও বিকৃত করিয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১১১।

বিভ্রান্তবুদ্ধের্মনুজাৎ কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
স্বানিষ্টং চ পরানিষ্টং জায়তেঽস্মাৎ পদে পদে॥ ১১২
অতো নৃপো বা চক্রেশো মত্তে মাদকবস্তুনু।
অত্যাসক্তজনান্ কায়ধনদণ্ডেন শোধয়েৎ॥ ১১৩
সুরাভেদাৎ ব্যক্তিভেদাৎ ন্যূনেনাপ্যধিকেন বা।
দেশকালবিভেদেন বুদ্ধিভ্রংশো ভবের্ণাম্॥ ১১৪
অতএব সুরামানাদতিপানং ন লক্ষ্যতে।
স্খলবাক্‌পাণিপাদদৃগ্‌ভিরতিপানং বিচারয়েৎ॥ ১১৫
নেন্দ্রিয়াণি বশে যস্য মদবিহ্বলচেতসঃ।
দেবতাগুরুমর্য্যাদোল্লঙ্ঘিনো ভয়রূপিণঃ॥ ১১৬
নিখিলানর্থযোগ্যস্য পাপিনঃ শিবঘাতিনঃ।
দহেজ্জিহ্বাং হরেদর্থান্ তাড়য়েত্তং চ পার্থিবঃ॥ ১১৭ *
বিচলৎপাদবাক্‌পাণিং ভ্রান্তমুন্মত্তমুদ্ধতম্।
তমুগ্রং ঘাতয়েদ্রাজা দ্রবিণং চাহরেত্ততঃ॥ ১১৮ †

বিভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণের কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান থাকে না, সুতরাং তাহারা পদে পদে আপনাদের ও অন্যের অনিষ্টসংঘটন করে। ১১২। অতএব যাহারা মদ্য বা মাদক বস্তুতে অতিশয় আসক্ত, তাহাদিগকে রাজা বা চক্রেশ্বর শারীরিক বা আর্থিক দণ্ড দ্বারা শোধন করিবেন। ১১৩। সুরা অধিক বা অল্পপরিমাণেই ব্যবহৃত হউক, উহা ব্যক্তিভেদে ও দেশ-কালভেদে লোকের বুদ্ধিভ্রংশকর হইয়া থাকে। ১১৪। স্খলিতবাক্য, স্খলিতপদ, স্খলিতহস্ত ও স্খলিতদৃষ্টি দেখিলেই অতিরিক্ত পান বলিয়া জানিতে পারিবে। যদি পরিমাণ স্থির থাকে, তাহা হইলে উহার অতিপানদোষ লক্ষিত হয় না। ১১৫। ইন্দ্রিয়সকল যাহার বশীভূত নহে, যে ব্যক্তি মদ্যপানে বিহ্বলচিত্ত, মত্ততাপ্রযুক্ত যে ব্যক্তি দেবতা ও গুরুজনের মর্য্যাদাতিক্রম করে, যাহার মত্তাবস্থা দর্শনে ভয়সঞ্চার হয়, যে ব্যক্তি নানাবিধ অনর্থের মূল, সেই ব্যক্তি অতিশয় পাপাত্মা ও শিবঘাতী, তাহার অর্থ হরণ, তাড়ন ও জিহ্বা দাহন করা রাজার কর্তব্য। ১১৬-১১৭। অতিপান দ্বারা যাহার বাক্, পাণি ও পাদ বিচলিত, যে ব্যক্তি ভ্রান্ত, উন্মত্ত ও উদ্ধত, রাজা সেই

* তাড়য়েত্তং পার্থিবঃ—পাঠান্তরম্।
† দ্রবিণক হরেত্ততঃ ইতি বা পাঠঃ।

অপবাগ্বাদিনং মত্তং লজ্জাভয়বিবর্জ্জিতম্।
ধনদানেন তং শাস্তাৎ প্রজাপ্রীতিকরো নৃপঃ ॥ ১১৯
শতাভিষিক্তঃ কৌলশ্চেৎ অতিপানাৎ কুলেশ্বরি।
পশুরেব স মন্তব্যঃ কুলধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ১২০
পিবন্নতিশয়ং মত্তং শোধিতং ব্যপ্যশোধিতম্।
ত্যাজ্যো ভবতি কৌলানাং দণ্ডনীয়োঽপি ভূভৃতঃ ॥ ১২১
ব্রাহ্মীং ভার্য্যাং সুরাং মত্তাঃ পায়য়ন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
শুধ্যেয়ুর্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পঞ্চাহং কণভোজনাৎ ॥ ১২২
অসংস্কৃতসুরাপানাৎ শুধ্যেত্ত্রুপবসংস্ত্র্যহম্।
ভুক্ত্বাপ্যশোধিতং মাংসমুপবাসদ্বয়ং চরেৎ ॥ ১২৩
অসংস্কৃতে মীনমুদ্রে খাদন্নুপবসেদহঃ।
অবৈধং পঞ্চমং কুর্ব্বন্ রাজ্ঞো দণ্ডেন শুধ্যতি ॥ ১২৪
ভুঞ্জানো মানবং মাংসং গোমাংসং জ্ঞানতঃ শিবে।
উপোষ্য পক্ষং শুদ্ধঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্ ॥ ১২৫

উগ্রব্যক্তিকে কঠোর দণ্ডদান করিবেন এবং তদীয় সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিবেন। ১১৮। যে ব্যক্তি মত্ততাবস্থায় অশ্লীল বা অনুপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করে, লজ্জাভয়শূন্য হয়, প্রজারঞ্জক রাজা উহার ধন গ্রহণ পূর্ব্বক শাসন করিবেন।১১৯। হে কুলেশ্বরি! শতাভিষিক্ত কৌল ব্যক্তিও যদি অতিপানদোষে লিপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি কুলধর্ম্মচ্যুত হইয়া পশুমধ্যে গণ্য হইবেন। ১২০। যে ব্যক্তি শোধিত বা অশোধিত মদ্য অতিশয় পান করে, সে ব্যক্তি কৌলগণের ত্যাজ্য ও রাজার নিকটে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। ১২১। যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মী ভার্য্যাকে মদ্যপানে প্রবৃত্ত করে, তাহা হইলে ভার্য্যার সহিত তাহাকে পাঁচ দিন কণভোজনে শুদ্ধিলাভ করিতে হইবে। ১২২। যদি কোন ব্যক্তি অশোধিত সুরা পান করে, তিন দিন উপবাসে তাহার শুদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু অশোধিত মাংস সেবন করিলে তাহাকে দুই দিন উপবাসী থাকিতে হইবে। ১২৩। কেহ অসংস্কৃত মৎস্য বা মুদ্রা ভক্ষণ করিলে তাহাকে এক দিবস উপবাস করিতে হইবে, যদি কেহ বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক পঞ্চম তত্ত্বের সেবা (স্ত্রীসেবা) করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে পাপমোচনের জন্ত দণ্ডদান করিবেন। ১২৪। হে শিবে! যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানতঃ গোমাংস বা নরমাংস

নরাকৃতিপশোর্ম্মাংসং মাংসং মাংসাদনস্য চ।
অত্ত্বা শুধ্যেন্নরঃ পাপাত্ত্রুপবাসৈস্ত্রিভিঃ প্রিয়ে॥ ১২৬
ম্লেচ্ছানাং শ্বপচানাং চ পশূনাং কুলবৈরিণাম্।
খাদন্নন্নং বিশুদ্ধঃ স্যাৎ পক্ষমেকমুপোষিতঃ॥ ১২৭
উচ্ছিষ্টং যদি ভুঞ্জীত অজ্ঞানাদেষাং কুলেশ্বরি।
শুধ্যেন্মাসোপবাসেনাজ্ঞানাৎ পক্ষোপবাসতঃ॥ ১২৮
অনুলোমেন বর্ণানামন্নং ভুক্ত্বা সকৃৎ প্রিয়ে।
দিনত্রয়োপবাসেন বিশুদ্ধঃ স্যান্মমাজ্ঞয়া॥ ১২৯
পশুশ্বপচম্লেচ্ছানামন্নং চক্রার্পিতং যদি।
বীরহস্তার্পিতং বাপি তদশ্নন্নৈব পাপভাক্॥ ১৩০
অন্নাভাবে চ দৌর্ভিক্ষ্যে বিপদি প্রাণসঙ্কটে।
নিষিদ্ধেনাদনেনাপি রক্ষন্ প্রাণান্ন পাতকী॥ ১৩১

ভক্ষণ করে, তবে এক পক্ষ উপবাস দ্বারা সে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। ১২৫। হে প্রিয়ে! যে লোক নরাকার পশুমাংস বা মাংসাশী জীবের মাংস ভোজন করে, তিন দিন উপবাসে তাহার শুদ্ধিলাভ ঘটিবে। ১২৬। যে ব্যক্তি ম্লেচ্ছ, যবন, চণ্ডাল, অথবা কুলধর্ম্মদ্বেষী পশুর অন্ন ভোজন করে, সে ব্যক্তি এক পক্ষ উপবাসী থাকিলে তাহার পাপমুক্তি ঘটিবে। ১২৭। হে কুলেশ্বরি! অজ্ঞান প্রযুক্ত যদি কোন ব্যক্তি ইহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহা হইলে সেই পাপক্ষয়ের জন্য তাহাকে এক পক্ষ উপবাসী থাকিতে হইবে, যদি জ্ঞানতঃ উচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়, তাহা হইলে এক মাস উপবাসে শুদ্ধ হইবে। ১২৮। হে প্রিয়ে! যদি একবারমাত্র কোন ব্যক্তি অনুলোম অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নীচজাতির অন্ন ভোজন করে,তাহা হইলে তিন দিন উপবাসে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, ইহা আমার আজ্ঞা। ১২৯। যদি পশু, চণ্ডাল বা ম্লেচ্ছের অন্ন চক্রের উপরি সমর্পিত হয় এবং বীর ব্যক্তি যদি তাহা প্রদান করেন, তবে তাহা ভোজন করিলে কেহ পাপী হইবে না। ১৩০। যে সময় অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ, বিপৎকাল, (এমন কি) প্রাণসঙ্কটকাল সমুপস্থিত হইবে, যদি তৎকালে কেহ নিষিদ্ধ অন্ন-ভোজনে প্রাণরক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার পাপ

করিপৃষ্ঠে তথানেকোদ্বাহ্যপাষাণদারুষু।
অলক্ষিতেঽপি দূষ্যাণাং ভক্ষ্যদোষো ন বিদ্যতে॥ ১৩২
পশূনভক্ষ্যমাংসাংশ্চ ব্যাধিযুক্তানপি প্রিয়ে।
ন হন্যাদ্দেবতার্থেঽপি হত্বা চ পাতকী ভবেৎ॥ ১৩৩
কৃচ্ছ্রব্রতং নরঃ কুর্য্যাদ্‌গোবধে বুদ্ধিপূর্ব্বকে।
অজ্ঞানাদাচরেদর্দ্ধং ব্রতং শঙ্করশাসনাৎ॥ ১৩৪
ন কেশবপনং কুর্য্যাৎ ন নখচ্ছেদনং তথা।
ন ক্ষারযোগং বসনে যাবন্ন ব্রতমাচরেৎ॥ ১৩৫
উপবাসৈর্নয়েৎ মাসং মাসমেকং কণাশনৈঃ।
মাসং ভৈক্ষান্নমশ্নীয়াৎ কৃচ্ছ্রব্রতমিদং শিবে॥ ১৩৬
ব্রতান্তে বাপিতশিরাঃ কৌলান্ জ্ঞাতীংশ্চ বান্ধবান্।
ভোজয়িত্বা বিমুক্তঃ স্যাদ্‌জ্ঞানগোবধপাতকাৎ॥ ১৩৭
অপালনবধাদ্‌গোশ্চ শুধ্যেদষ্টোপবাসতঃ।
বাহুজাদ্যা বিশুধ্যেযুঃ পাদন্যূনক্রমাৎ শিবে॥ ১৩৮ *

ঘটিবে না। ১৩১। পাষাণ বা যে কাষ্ঠ একের বহনীয় নহে, তাদৃশ বৃহৎ কাষ্ঠ ও পাষাণাদির উপর, হস্তিপৃষ্ঠ এবং যেখানে দূষ্য সংসর্গ দৃষ্ট হয় না, সেখানে ভোজন করিলে স্পর্শদোষ ঘটে না। ১৩২। হে প্রিয়ে! যে সকল পশুমাংস অভক্ষ্য, যে সকল জীব রুগ্ন, দেবোদ্দেশে এরূপ পশু বলি দিতে নাই, যদি কেহ এরূপ কার্য্যে কোন পশুর প্রাণবধ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পাতকগ্রস্ত হইবে। ১৩৩। জ্ঞানতঃ যদি কেহ গোহত্যা করে, তাহা হইলে তাহাকে কৃচ্ছ্রব্রত করিতে হইবে; যদি অজ্ঞান প্রযুক্ত গোহত্যা ঘটে, তাহা হইলে অর্দ্ধকৃচ্ছ্রব্রত করিতে হইবে, ইহা শিবের শাসন। ১৩৪। যতক্ষণ ঐ ব্রত অনুষ্ঠিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেশমুণ্ডন, নখচ্ছেদন বা বস্ত্রধৌতকরণ করিতে নাই। ১৩৫। হে শিবে! একমাস উপবাস, একমাস কণভোজন ও একমাস ভিক্ষান্নভোজনে দিনপাতের নাম কৃচ্ছ্রব্রত। ১৩৬। ব্রতসমাপনের পর মস্তকমুণ্ডন করিয়া কৌল, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণকে ভোজন করাইলে জ্ঞানকৃত গোহত্যা-জনিত পাপ হইতে মুক্তি ঘটিতে পারিবে। ১৩৭। হে শিবে! অপালনকৃত-গোবধজনিত

* মিত্যে ইতি বা পাঠঃ

গজোষ্ট্রমহিষাশ্বাংশ্চ হত্বা কৌলিনি কামতঃ।
উপবাসৈস্ত্রিভিঃ শুধ্যেন্মানবঃ কৃতকিল্বিষঃ॥ ১৩৯
মৃগমেষাজমার্জারান্ নিঘ্নন্ পবসেদহঃ।
ময়ূরশুকহংসাংশ্চ সদ্যোভিন্নশনং ত্যজেৎ॥ ১৪০
নিহত্য সাস্থিজন্তূংশ্চ নক্তমদ্যাৎ নিরামিষম্।
নিরস্থিজীবিনো হত্বা মনস্তাপেন শুধ্যতি॥ ১৪১
পশুমীনাণ্ডজান্ নিঘ্নন্ মৃগয়ায়াং মহীপতিঃ।
ন পাপার্হো ভবেদ্দেবি রাজ্ঞো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১৪২
দেবোদ্দেশং বিনা ভদ্রে হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ।
কৃতায়াং বৈধহিংসায়াং নরঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে॥ ১৪৩
সঙ্কল্পিতব্রতাপূর্ত্তৌ * দেবনির্ম্মাল্য-লঙ্ঘনে।
অশুচৌ দেবতাস্পর্শে গায়ত্রীজপমাচরেৎ॥ ১৪৪

পাপ ঘটিলে (ব্রাহ্মণজাতির) আট দিন উপবাসে শুদ্ধিলাভ ঘটিবে; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ছয় দিন, বৈশ্যের চারি দিন ও শূদ্রের দুই দিন মাত্র উপবাসে পূর্ব্বোক্ত পাপ হইতে মুক্তি ঘটিয়া থাকে। ১৩৮। হে কুলনায়িকে! হস্তী, উষ্ট্র, মহিষ ও অশ্বকে ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা করা হেতু মনুষ্যের পাতক ঘটিলে, ঐ পাপ তিন দিন উপবাসে ক্ষয় হইয়া থাকে। ১৩৯। যদি কোন ব্যক্তি মৃগ, মেষ, ছাগ ও মার্জ্জারের প্রাণবধ করে কিংবা ময়ূর, শুক বা হংসের প্রাণবিনাশ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত উপবাস করিবে। ১৪০। যদি অস্থিশালী জীবের প্রাণ-হত্যা ঘটে, তাহা হইলে এক রাত্রি নিরামিষভোজনে শুদ্ধি ঘটে, অস্থিহীন জীব-বধের পক্ষে অনুতাপ করিলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। ১৪১। হে দেবি! মৃগয়াকালে যদি রাজা কোন পশু, মীন বা অণ্ডজ জীবের প্রাণবধ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পাপ ঘটিবে না; কারণ, ইহা রাজাদিগের সনাতন ধর্ম্ম। ১৪২। হে ভদ্রে! দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে কুত্রাপি হিংসা করিতে নাই, যদি কেহ দেবোদ্দেশে বা শ্রাদ্ধকালাদিতে কুলাচারা বা শাস্ত্রমতে বৈধহিংসা করে, তাহা হইলে তাহার পাতক ঘটিবে না। ১৪৩। যদি কাহারও সঙ্কল্পিত ব্রতসমাপ্তি না ঘটে, যদি কেহ দেবতার নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করে, যদি কেহ অশৌচাবস্থায় দেবমূর্ত্তি স্পর্শ করে, তাহা হইলে গায়ত্রী জপ

* সঙ্কল্পিতাব্রতাপূর্ণে—পাঠান্তরম্।

মাতা পিতা ব্রহ্মদাতা মহান্তো গুরবঃ স্মৃতাঃ।
নিন্দয়েত্তান্ বদন্ ক্রূরং শুধ্যেৎ পঞ্চোপবাসতঃ॥ ১৪৫
এবমন্যান্ গুরূন্ কৌলান্ বিপ্রান্ গর্হয়ন্নপি প্রিয়ে।
সার্দ্ধদ্বয়োপবাসেন মুক্তো ভবতি পাতকাৎ॥ ১৪৬
বিত্তার্থী মানবো দেশানখিলান্ গন্তুমর্হতি।
নিষিদ্ধকৌলিকাচারং দেশং শাস্ত্রমপি ত্যজেৎ॥ ১৪৭
গচ্ছংস্তু স্বেচ্ছয়া দেশে নিষিদ্ধকুলবর্ত্মনি।
কুলধর্ম্মাৎ পতেদ্ভূয়ঃ শুধ্যেৎ পূর্ণাভিষেকতঃ॥ ১৪৮
তপনোদয়মারভ্য যামাষ্টকমভোজনম্।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তে বিধীয়তে॥ ১৪৯
পিবংস্তোয়াঞ্জলিঞ্চৈকং ভক্ষয়ন্নপি সমীরণম্। *
মানবঃ প্রাণরক্ষার্থং ন ভ্রশ্যেদুপবাসতঃ॥ ১৫০
উপবাসাসমর্থশ্চেদ্রুজা বা জরসাপি বা।
তদা প্রত্যুপবাসঞ্চ ভোজয়েদ্দ্বাদশ দ্বিজান্॥ ১৫১

করা তাহার কর্ত্তব্য। ১৪৪। মাতা, পিতা ও ব্রহ্মদাতা ইঁহারা মহাগুরু, যে ব্যক্তি ইঁহাদের নিন্দা বা ইঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ করে, সে ব্যক্তি পাঁচ দিন উপবাসে শুদ্ধ হইতে পারিবে। ১৪৫। হে প্রিয়ে! যে এইরূপ অন্য কোন গুরুজন, কৌলব্যক্তি বা ব্রাহ্মণকে নিন্দা করে, সার্দ্ধদ্বয়দিন উপবাসে তাহার পাপমুক্তি ঘটিবে। ১৪৬। ধনোপার্জ্জনের জন্য লোকে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিবে, কেবল যে দেশে বা যে শাস্ত্রে কৌলাচার নিষিদ্ধ, সেই দেশ ও সেই শাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। ১৪৭। যে দেশে কুলধর্ম্ম ও কৌলিকাচার নিষিদ্ধ, যদি কেহ স্বেচ্ছাক্রমে তথায় গমন করে, তাহা হইলে তাহাকে কুলধর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে; পুনর্ব্বার পূর্ণাভিষেক ব্যতিরেকে তাহার শুদ্ধি ঘটিবে না। ১৪৮। যদি প্রায়শ্চিত্তের জন্য উপবাসী থাকিতে হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টপ্রহর অনাহারে থাকিতে হইবে। ১৪৯। প্রাণধারণের জন্য এক অঞ্জলি জল পান বা বায়ু ভক্ষণ করিলে উপবাস-ভ্রষ্ট হইবে না। ১৫০। যদি কেহ বার্দ্ধক্য বা পীড়া বশতঃ

* সমীরিতঃ ইতি চ পাঠঃ

পরনিন্দাং নিজোৎকর্ষং ব্যসনাযুক্তভাষণম্।
অযুক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো মনস্তাপৈর্বিশুধ্যতি ॥ ১৫২
অন্যানি যানি পাপানি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতান্যপি।
নশ্যন্তি জপনাদ্দেব্যাঃ সাবিত্র্যাঃ কৌলভোজনাৎ ॥ ১৫৩
সামান্যনিয়মান্ পুংসাং স্ত্রীষু ষণ্ঢেষু যোজয়েৎ।
যোষিতাস্তু বিশেষোঽয়ং পতিরেকো মহাগুরুঃ ॥ ১৫৪
মহারোগান্বিতা যে চ যে নরাশ্চিররোগিণঃ।
স্বর্ণদানেন পূতাঃ স্যুর্দৈবে পৈত্র্যেঽধিকারিণঃ ॥ ১৫৫
অপঘাতমৃতেনাপি দূষিতং বিদ্যুদগ্নিনা।
গৃহং বিশোধয়েদ্ধোমৈর্ব্যাহৃত্যা শতসংখ্যকৈঃ ॥ ১৫৬
বাপীকূপতড়াগেষু সাস্থ্যং শবনিরীক্ষণাৎ।
উদ্ধৃত্য কুণপং তেভ্যস্তত্তান্ পরিশোধয়েৎ ॥ ১৫৭

উপবাসে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উপবাসের অনুকল্পস্বরূপ দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। ১৫১। যদি কেহ পরকুৎসা ও নিজের প্রশংসা করে, কিংবা অনুচিত অনুষ্ঠান ও অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অনুতাপ দ্বারা তাহার শুদ্ধি ঘটিতে পারিবে। ১৫২। * এতদ্ব্যতীত আর যে সকল পাপ আছে, তাহা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ অনুষ্ঠিত হইলে গায়ত্রীজপ ও কৌলভোজন করাইলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৫৩। † যে সমুদয় সাধারণ বিধির উল্লেখ করা গেল, তাহা স্ত্রীজাতি ও নপুংসকদিগের প্রতিও বর্ত্তিবে; বিশেষের মধ্যে এই যে, স্ত্রীজাতির ভর্ত্তাই পরম গুরু। ১৫৪। যাহারা মহাব্যাধিগ্রস্ত, যাহারা চিররুগ্ন, সুবর্ণদান করিয়া দৈব ও পৈত্র্যকর্ম্মে তাহারা অধিকারী হইতে পারিবে। ১৫৫। যদি কোন গৃহ অপঘাতমৃত দ্বারা অর্থাৎ সর্পাঘাত, উদ্বন্ধন বা বিদ্যুৎপতনে দূষিত হয়, তাহা হইলে শতসংখ্যক ব্যাহৃতিহোম দ্বারা ঐ গৃহের শোধন করা কর্ত্তব্য। ১৫৬। যদি কোন বাপী, কূপ বা তড়াগমধ্যে অস্থিবিশিষ্ট জীবদেহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহা উদ্ধৃত করিয়া উক্ত জলাশয়াদির শোধন

* এখানে অনুতাপ দ্বারা শুদ্ধি ঘটিবে বলা হইল বটে, কিন্তু 'এতাদৃশ কর্ম্মে আর প্রবৃত্ত হইব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞা সহকারে নিবৃত্ত হওয়া চাই, নচেৎ ফল নাই।

† দীক্ষিত শূদ্রের পক্ষে স্বীয় দেবতার গায়ত্রীপাঠ কর্ত্তব্য।

পূর্ণাভিষেকমন্ত্রৈর্ভিমন্ত্রিতৈঃ শুদ্ধবারিভিঃ ।
পূর্ণৈস্ত্রিগুণকুম্ভৈস্তান্ প্লাবয়েদিতি শোধনম্ ॥ ১৫৮
যদি স্বল্পজলাস্তে স্যুঃ শবদুর্গন্ধদূষিতাঃ ।
সপঙ্কং সলিলং সর্ব্বমুদ্ধৃত্যাপ্লাবয়েত্তু তান্ ॥ ১৫৯
সন্তি ভূরীণি তোয়ানি গজমানানি তেষু চেৎ । *
শতকুম্ভজলোদ্ধারৈরভিষেকেণ শোধয়েৎ ॥ ১৬০
যদ্যেবং শোধিতা ন স্যুর্ভস্পৃষ্টজলাশয়াঃ ।
অপেয়সলিলাস্তেষাং প্রতিষ্ঠামপি নাচরেৎ ॥ ১৬১
স্নানমেষু জলৈরেষাং কুর্ব্বন্ কর্ম্ম বৃথা ভবেৎ ।
দিনমেকং নিরাহারঃ † শুধ্যেৎ পঞ্চামৃতাশনাৎ ॥ ১৬২
যাচকং ধনিনং দৃষ্ট্বা বীরং যুদ্ধপরাঙ্মুখম্ ।
দূষকং কুলধর্ম্মাণাং মদ্যপাঞ্চ কুলস্ত্রিয়ম্ ॥ ১৬৩

করিতে হইবে। ১৫৭। একবিংশতি কুম্ভ বিশুদ্ধ জল পূর্ণাভিষেক-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ঐ জলাশয়ে নিক্ষেপ করার নাম জলশোধনবিধি। ১৫৮। যদি উক্ত জলাশয় স্বল্পসলিল এবং শবের দুর্গন্ধে দূষিত হয়, তাহা হইলে পঙ্ক সহিত সমুদয় জল উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ণাভিষেকমন্ত্রে একবিংশতি কুম্ভ সলিল উহাতে নিক্ষেপ করিবে। ১৫৯। যদি গজপরিমাণ অধিক জল উক্ত জলাশয়ে থাকে, তাহা হইলে শতকুম্ভ জল উদ্ধার করিয়া অভিষেক-মন্ত্রে শোধন করিতে হইবে। ১৬০। যদি এরূপে শবসংযুক্ত জলাশয় শোধিত না হয়, তাহা হইলে তাহার জলপান এবং জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করা নিষেধ আছে। ১৬১। যদি কেহ ঐ জলাশয়ে স্নান বা উহার জলে কোন কর্ম্ম করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত কার্য্য ব্যর্থ হইয়া যায়, এই জলে স্নান বা কোন কার্য্য করিলে এক দিন অনাহারে থাকিয়া পঞ্চামৃতভোজনে শুদ্ধিলাভ ঘটিবে। ১৬২। যদি ধনী হইয়া কেহ অন্যের নিকট যাচ্ঞা করে, যদি কেহ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয়, কেহ যদি কুলধর্ম্মের দ্বেষ করে, যদি কোন কুলবতী নারী সুরাপান করে, যদি কেহ পণ্ডিত হইয়া পাপকার্য্য করে, তাহা হইলে

---

* তেষু চ—পাঠান্তরম্।

† দিনমেকং বিনাহারঃ—পাঠান্তরম্।

মিত্রদ্রোহকরং মর্ত্ত্যং খরং পাপরতং বুধম্।
পশ্যন্ সূর্য্যং স্মরন্ বিষ্ণুং সচেলঃ স্নানমাচরেৎ॥ ১৬৪
খরকুক্কুটকোলাংশ্চ বিক্রীণন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
নীচবৃত্তিং চরন্তোঽপি শুধ্যেয়ুস্ত্রিদিনব্রতাৎ॥ ১৬৫
দিনমেকং নিরাহারো দ্বিতীয়ং কণভোজনঃ।
অপরন্তু নয়েদদ্ভিস্ত্রিদিনব্রতমম্বিকে॥ ১৬৬
গৃহেঽনুদ্ঘাটিতদ্বারেঽনাহুতঃ প্রবিশন্নরঃ।
বারিতার্থপ্রবক্তাপি পঞ্চাহমশনং ত্যজেৎ॥ ১৬৭
আগচ্ছতো গুরূন্ দৃষ্ট্বা নোত্তিষ্ঠেদ্‌যো মদান্বিতঃ।
তথৈব কুলশাস্ত্রাণি শুধ্যেদেকোপবাসতঃ॥ ১৬৮
এতস্মিন্ শাম্ভবে শাস্ত্রে ব্যক্তার্থপদবৃংহিতে।
কূটেনার্থং কল্পয়ন্তঃ পতিতা যান্ত্যধোগতিম্॥ ১৬৯

যে তাহাকে দর্শন করে, বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক সূর্য্যদর্শনান্তে সচেল স্নান করিয়া সে পাপমুক্ত হইতে পারিবে। ১৬৩-১৬৪। যে সকল দ্বিজাতি গর্দ্দভ, কুক্কুট অথবা শূকর বিক্রয় করে, কিংবা অন্য কোন নীচকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের তিন দিন ব্রতানুষ্ঠান করিলে শুদ্ধিলাভ ঘটিবে। ১৬৫। হে অম্বিকে! এইরূপে তিন দিন ব্রত করিতে হয়;—প্রথম দিন অনাহার, দ্বিতীয় দিন কণভোজন এবং শেষ দিন জলপান করিয়া থাকিবার নিয়ম। ইহাই ত্রিদিনব্রত। ১৬৬। যে গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত নাই, যদি আহ্বান না করিলে কেহ তাহাতে প্রবেশ করে, কিংবা কোন নিষিদ্ধ কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাকে পঞ্চদিন উপবাসী থাকিয়া পাপক্ষয় করিতে হইবে। ১৬৭। যে ব্যক্তি মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়া গুরুজনকে আসিতে দেখিয়া গাত্রোত্থান না করে অথবা কুলশাস্ত্র আসিতে দেখিয়া তাহার প্রতি সম্মান না করে, তাহার পাপক্ষয়ের জন্য এক দিন উপবাস করিতে হইবে। ১৬৮। শিবোক্ত এই শাস্ত্রে সকল পদ ও যাবতীয় বাক্যের অর্থ ব্যক্ত আছে, যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি ইহার কূটার্থ প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদিগকে পতিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হইবে। ১৬৯।

ইদং তে কথিতং দেবি সারাৎসারং পরাৎপরম্।
ইহামুত্রার্থদং ধর্ম্মং পাবনং হিতকারকম্॥ ১৭০

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে স্বপরানিষ্টজনকপাপপ্রায়শ্চিত্ত-কথনং নাম একাদশোল্লাসঃ।

## দ্বাদশোল্লাসঃ

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ভূয়স্তে কথয়াম্যাদ্যে ব্যবহারান্ সনাতনান্।
যান্ রক্ষন্ প্রবিদন্ রাজা স্বচ্ছন্দং পালয়েৎ প্রজাঃ॥ ১
নিয়মেন বিনা রাজ্ঞো মানবা ধনলোলুপাঃ।
মিথস্তে বিবদিষ্যন্তি গুরুস্বজনবন্ধুভিঃ॥ ২
ব্যতিয়ন্তি তদা দেবি স্বার্থিনো বিত্তহেতবে।
পাপাশ্রয়া ভবিষ্যন্তি হিংসয়া চ জিহীর্ষয়া॥ ৩

---

হে দেবি! তোমার নিকটে আমি যাহা বলিলাম, তাহা পরাৎপর ও সারাৎসার ধর্ম্ম, ইহা যেরূপ পবিত্র ও হিতকারক, সেইরূপ ইহ ও পরকালে শুভফলদায়ক। ১৭০।

---

সদাশিব কহিলেন, হে আদ্যে! আমি পুনর্ব্বার তোমার নিকটে সনাতন ব্যবহারের কথা বলিতেছি। রাজা যদি বিবেচনা পূর্ব্বক এই ব্যবহারের বশবর্ত্তী হইয়া চলেন, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে প্রজাগণকে পালন করিতে পারেন। ১। রাজা যদি নিয়মানুসারে না চলেন, তাহা হইলে মনুষ্যেরা ধনলোভী হইয়া গুরু, স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বিবাদ-বিসংবাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ২। হে দেবি! রাজনিয়মের অভাবে লোকে ধনাশায় পরস্পরকে প্রহার ও বিনাশ করিবে এবং হিংসানিবন্ধন তাহারা ধনহরণে প্রবৃত্ত

অতস্তেষাং হিতার্থায় নিয়মো ধর্ম্মসম্মতঃ।
নিযোজ্যতে যমাশ্রিত্য ন ব্রজেয়ুঃ শুভাম্বয়াঃ ॥ ৪
দণ্ডয়েৎ পাপিনো রাজা যথা পাপাপনুত্তয়ে।
তথৈব বিভজেদ্দায়ান্ নৃণাং সম্বন্ধভেদতঃ ॥ ৫
সম্বন্ধো দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো বিবাহাজ্জন্মনস্তথা।
তত্রৌদ্বাহিকসম্বন্ধাদপরো বলবত্তরঃ ॥ ৬
দায়ে তূর্দ্ধতনাজ্জ্যায়ান্ সম্বন্ধোঽধস্তনঃ শিবে।
অধ-উর্দ্ধক্রমাৎ স্ত্রীতঃ * পুমান্ মুখ্যতরঃ স্মৃতঃ ॥ ৭
তত্রাপি সন্নিকর্ষেণ সম্বন্ধী দায়মর্হতি।
অনেন বিধিনা ধায়া বিভজেয়ুঃ ক্রমাদ্ধনম্ ॥ ৮
মৃতস্য পুত্রে পৌত্রে চ কন্যাসু পিতরি স্থিতে।
ভার্য্যায়ামপি দায়ার্হঃ পুত্র এব ন চাপরঃ ॥ ৯

হইয়া নানাপ্রকার পাপকার্য্য করিতে থাকিবে।৩। আমি এই কারণে লোকের হিতসাধনের জন্য ধর্ম্মানুগত রাজনিয়ম বিধিবদ্ধ করিতেছি, এই নিয়মের অনুসরণ করিলে মনুষ্যকে কখনও অমঙ্গলের মুখ দেখিতে হইবে না।৪। পাপনিবারণের জন্য রাজা যেরূপ দণ্ডবিধান করিবেন, সেইরূপ লোকের সম্বন্ধভেদে দায়াদির † বিভাগ ও ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।৫। সম্বন্ধ দুই প্রকার ;—বিবাহবন্ধন ও জন্মানুসারে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। (বিবেচনা করিয়া দেখিলে) বিবাহসম্বন্ধ অপেক্ষা জন্মাধীন সম্বন্ধ সমধিক বলবান্।৬। হে শিবে! ধনাধিকারে উর্দ্ধতন পুরুষ অপেক্ষা অধস্তন পুরুষই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ যদি পিতা, পিতামহ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকেন, তাহা হইলে পুত্র-পৌত্রাদিই ধনাধিকারী হয়। এই প্রকার অধ-উর্দ্ধক্রমে নারীজাতি অপেক্ষা পুরুষই মুখ্য অর্থাৎ অধস্তন স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অধস্তন পুরুষজাতি আর উর্দ্ধতন নারীজাতি অপেক্ষা উর্দ্ধতন পুরুষজাতিই মুখ্য। কিন্তু অধস্তন নারীজাতি (কন্যাদি) অপেক্ষা উর্দ্ধতন পুরুষজাতি (পিতা প্রভৃতি) মুখ্য হইবে না।৭। যে ব্যক্তির সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই ব্যক্তিই মৃতের দায়াধিকারী হইয়া থাকে, পণ্ডিতেরা এই নিয়মে ধন বিভাগ করিয়া থাকেন।৮। মৃতের পুত্র, পৌত্র, কন্যা,

---

* অধ-উর্দ্ধক্রমাদ্যে—পাঠান্তরম্।
† দায়—যে স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকারিস্বরূপে প্রাপ্য, তাহাকেই 'দায়' কহে।

বহবস্তনয়া যত্র সর্ব্বে তত্র সমাংশিনঃ।
জ্যেষ্ঠে রাজ্যাধিকারিত্বং তত্তু বংশানুসারতঃ॥ ১০
ঋণং যৎ পৈতৃকং তচ্চ শোধয়েৎ পৈতৃকৈর্ধনৈঃ।
তস্মিন্ স্থিতে বিভাগার্হং ন ভবেৎ পৈতৃকং বসু॥ ১১
বিভজ্য যদি গৃহ্নীয়ুর্বিভবং পৈতৃকং নরাঃ।
তেভ্যস্তদ্ধনমাহৃত্য পিতৃণং দাপয়েন্নৃপঃ॥ ১২
যথা স্বকৃতপাপেন নিরয়ং যান্তি মানবাঃ।
ঋণেনাপি তথা বদ্ধঃ স্বয়মেব ন চাপরঃ॥ ১৩
সাধারণং ধনং যচ্চ স্থাবরং স্থাবরেতরম্।
অংশিনঃ প্রাপ্তুমর্হন্তি স্বং স্বমংশং বিভাগতঃ॥ ১৪
অংশিনাং সমভাবেন * বিভাগঃ পরিসিধ্যতি।
তেষামসমতো রাজা সমদৃষ্ট্যাংশমাচরেৎ॥ ১৫ †

পিতা ও ভার্য্যা বর্ত্তমান থাকিলে পুত্রই ধনাধিকারী, অন্যে ধনাধিকারী হইতে পারিবে না। ৯। লোকের অনেকগুলি পুত্র থাকিলে সকলে তুল্যাংশভাগী। পরন্তু রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে কুলানুক্রমে কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হইবে; অপরাপর পুত্রেরা কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের ভাগী। ফল কথা, পৈতৃক ঋণ থাকিতে উক্ত ধন বিভক্ত হইতে পারিবে না। ১০। পৈতৃক ঋণ থাকিলে পৈতৃক সম্পত্তি দ্বারা পরিশোধ ঘটিবে, পৈতৃক ঋণ থাকিতে পৈতৃক ধনের বিভাগ ঘটিবে না। ১১। পৈতৃক ঋণ থাকিতে যদি পুত্রেরা উক্ত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লয়, তাঁহা হইলে রাজা তাহাদের নিকট হইতে উক্ত ধন গ্রহণ করিয়া পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন, ঋণ-পরিশোধের পর অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহা পুত্রাদিকে দেওয়াইবেন। ১২। লোকে যেরূপ আত্মকৃত পাপানুষ্ঠানে আপনিই নরকগামী হয়, সেইরূপ সকলেই আত্মকৃত ঋণে আবদ্ধ, অন্যে তাহাতে আবদ্ধ হইবে না। ১৩। স্থাবর ও অস্থাবর যাহা কিছু সাধারণ সম্পত্তি থাকিবে, অংশিগণ বিভাগমত তাহা হইতে আপনাপন অংশ গ্রহণ করিবে। ১৪। যে স্থলে সমান বা অসমান অংশ বিভাগ করা

---

* অংশিনঃ সমভাগেন—পাঠান্তরম্।
† সমবৃত্তিং সমাচরেৎ—পাঠান্তরম্।

স্থাবরস্য চরস্যাপি বিভাগানর্হবস্তুনঃ।
মূল্যং বা তদুপস্বত্বমংশিনাং বিভজেন্নৃপঃ ॥ ১৬
বিভক্তেঽপি ধনে যত্র স্বীয়াংশং প্রতিপাদয়েৎ।
পুনর্বিভজ্য তদ্দ্রব্যমপ্রাপ্তাংশায় দাপয়েৎ ॥ ১৭
কৃতে বিভাগে দ্রব্যাণামংশিনাং সম্মতৌ শিবে।
পুনর্বিবাদয়ংস্তত্র শাস্যো ভবতি ভূভৃতঃ ॥ ১৮
স্থিতে প্রেতস্য পৌত্রে চ ভার্য্যায়াঞ্চ পিতর্য্যপি।
পৌত্র এব ধনার্হঃ স্যাদধস্তাজ্জন্মগৌরবাৎ ॥ ১৯
অপুত্রস্য স্থিতে তাতে সোদরে চ পিতামহে।
জন্মতঃ সন্নিকর্ষেণ পিতৈবাস্য ধনং হরেৎ ॥ ২০
বিদ্যমানাসু কন্যাসু সন্নিকৃষ্টাস্বপি প্রিয়ে।
মৃতস্য পৌত্রো ধনভাগ্যতো মুখ্যতরঃ পুমান্ ॥ ২১
ধনং মৃতেন পুত্রেণ পৌত্রং যাতি পিতামহাৎ।
অতোঽস্য গীয়তে লোকৈঃ পুত্ররূপঃ স্বয়ং পিতা ॥ ২২

সকল অংশীর অভিপ্রায়, সে স্থলে তাহাই সিদ্ধ হইবে, অংশিগণের অসম্মতি থাকিলে রাজা সকলের তুল্যাংশের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ১৫। যদি স্থাবর বা অবস্থার বিভাগ করা না ঘটে, তাহা হইলে রাজা তাহার মূল্য অথবা উপস্বত্ব অংশিগণকে বিভাগ করিয়া দিবেন। ১৬। ধনবিভাগ করিবার পর যদি ঐ ধনে অন্যের অংশ আছে, ইহা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে রাজা পুনর্ব্বার বিভাগ করিয়া ঐ অপ্রাপ্ত অংশীকে ও যাহারা অংশ পাইয়াছিল, তাহাদিগকে দিবেন। ১৭। হে শিবে! সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে স্থলে সম্পত্তিবিভাগ ঘটিয়াছে, যদি পরে তদ্বিষয়ে কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বিবাদ করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে শাসন করিবেন। ১৮। মৃত ব্যক্তির ( পুত্র অবর্ত্তমানে ) পৌত্র, ভার্য্যা ও পিতা বর্ত্তমান থাকিলে পৌত্রই ধনাধিকারী হইবে, কারণ, অধস্তন জন্মনিবন্ধন পৌত্রেরই গৌরব অধিকতর। ১৯। অপুত্র মৃত ব্যক্তির পিতা, সহোদর বা পিতামহ বর্ত্তমান থাকিলে জন্মানুসারে সন্নিকর্ষ নিবন্ধন পিতাই মৃত পুত্রের ধনাধিকারী হইবে। ২০। হে প্রিয়ে! জন্মসম্বন্ধানুসারে অধিকতর সন্নিকৃষ্টা কন্যার বিদ্যমানতায় পৌত্র ধনাধিকারী হইবে; কারণ, পুরুষ স্ত্রীজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ২১। অগ্রে পুত্রের মৃত্যু ঘটিলে ধনীর সেই পিতামহধনে পৌত্রের অধিকার, এই কারণে পিতা পুত্রস্বরূপ বলিয়া

ঔদ্বাহিকেঽপি সম্বন্ধে ব্রাহ্মী ভার্য্যা গরীয়সী।
অপুত্রস্য হরেদৃক্থং * পত্ন্যর্দ্ধেহার্দ্ধহারিণী ॥ ২৩
পতিপুত্রবিহীনা তু সংপ্রাপ্য স্বামিনো ধনম্।
নৈব দাতুং ন বিক্রেতুং সমর্থা স্বধনং বিনা ॥ ২৪
পিতৃভিঃ শ্বশুরৈর্ব্বাপি দত্তং বদর্থসম্মতম্।
স্বকৃত্যোপার্জ্জিতং যচ্চ স্ত্রীধনং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৫
তস্যাং মৃতায়াং ঋক্থং তৎ পুনঃ স্বামিপদং ব্রজেৎ।
তদাসন্নতরো ঋক্থমধ-ঊর্দ্ধক্রমাদ্ধরেৎ ॥ ২৬
মৃতে পত্যৌ স্বধর্ম্মেণ পতিবন্ধুবশে স্থিতা।
তদভাবে পিতৃবন্ধোস্তিষ্ঠন্তী দায়মর্হতি ॥ ২৭

কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২২। † বিবাহসম্বন্ধে ব্রাহ্মবিধানানুসারে বিবাহিতা ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠ; ধনী অপুত্র অবস্থায় মরিলে ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী ব্রাহ্মী পত্নীই ধনাধিকারিণী হইবে। ২৩। পতি-পুত্রহীনা পত্নী পতিধন প্রাপ্ত হইলে দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না; কিন্তু যদি তাহা উত্তরাধিকারিস্বরূপে লব্ধধন না হইয়া স্ত্রীধন (যৌতুকলব্ধ ধন) বা স্বীয় উপার্জ্জিত ধন হয়, তাহা হইলে দান বা বিক্রয় করিতে পারে। ২৪। ‡ পিতৃমাতৃদত্ত ও শ্বশুর প্রভৃতি দত্ত অথবা স্বকৃত পরিশ্রম-লব্ধ অর্থের নামই স্ত্রীধন। ২৫। ¶ যে স্ত্রী মৃত-স্বামিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মৃত্যু হইলে ঐ ধন পুনর্ব্বার স্বামিধনস্বরূপ হইবে এবং তাহার স্বামীর অধস্তন বা ঊর্দ্ধতন আসন্নবর্ত্তী উত্তরাধিকারী তাহা প্রাপ্ত হইবে। ২৬। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া পতিবন্ধুগণের বশবর্ত্তিনী রহিবে, তদভাবে পিতৃবন্ধুদিগের § আশ্রয় গ্রহণ করিবে, অন্যথা

* অপুত্রস্য হরেয়ুঃ বং—পাঠান্তরম্।

† ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে পুত্র ও মৃতপিতৃক পৌত্র সমান অধিকারী।

‡ যদি ভরণপোষণের অভাব হয় অথবা তীর্থযাত্রাদি করিবার ইচ্ছা জন্মে কিংবা স্বামীর ঋণ থাকে, তবে পতির বিষয় বিক্রয় করিতে পারিবে। ইহাই দায়ভাগের মত।

¶ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জনকজননী প্রভৃতি কর্ত্তৃক দত্ত ধন, শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, পুত্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক দত্ত ধন, মাতামহ, মাতামহী প্রভৃতি কর্ত্তৃক দত্ত ধন অথবা অন্য কোন লোক কর্ত্তৃক দত্ত ধন এবং স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ ধনকেই স্ত্রীধন বলা যায়।

§ পিতৃবন্ধুগণের অভাবে মাতৃবন্ধুগণের বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবে, ইহাই মর্ম্মার্থ।

শঙ্কিতব্যভিচারাপি ন পত্যুর্দায়ভাগিনী।
লভতে জীবনং মাত্রং ভর্ত্তুর্বিভবহারিণঃ॥ ২৮
বহ্ব্যশ্চেদনিতাস্তস্ত ধর্ম্মাস্থধর্ম্মতৎপরাঃ।
ভজেরন্ স্বামিনো বিত্তং সমাংশেন শুচিস্মিতে॥ ২৯
পত্যুর্ধনহরায়াশ্চ মৃতৌ ভর্ত্তৃসুতান্বিতৌ।
পুনঃ স্বামিপদং গত্বা ধনং দুহিতরং ব্রজেৎ॥ ৩০
এবং স্থিতায়াং কন্যায়াম্নকথং পুত্রবধূগতম্।
তন্মৃতৌ * স্বামিনং প্রাপ্য শ্বশুরাত্তৎসুতামিয়াৎ॥ ৩১
তথা পিতামহে সত্বে বিত্তং মাতৃগতং শিবে।
তস্যাং মৃতায়াং পুত্রেণ ভর্ত্রা শ্বশুরগং ভবেৎ॥ ৩২
মৃতস্যোর্দ্ধগতং বিত্তং যথা প্রাপ্নোতি তৎপিতা।
জননাপি তথাপ্নোতি পতিহীনা ভবেদ্যদি॥ ৩৩
অতঃ সত্যাং জনন্যাং তু বিমাতা ন ধনং হরেৎ।
মৃতে জনন্যাস্তং প্রাপ্য পিত্রা গচ্ছেদ্বিমাতরম্॥ ৩৪

ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না। ২৭। যাহার প্রতি ব্যভিচারের আশঙ্কা, সেই স্ত্রী স্বামিধন প্রাপ্ত হইবে না; সে কেবল পতির বিভবানুসারে জীবিকামাত্র (গ্রাসাচ্ছাদন) প্রাপ্ত হইবে। ২৮। হে শুচিস্মিতে! স্বর্গগত ব্যক্তির যদি অনেকগুলি স্ত্রী থাকে এবং সকলেই ধর্ম্মপরায়ণা হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলে তুল্যাংশ করিয়া উক্ত ধন বিভাগ করিয়া লইবে। ২৯। যদি স্বামিধন-ভাগিনী এই সকল স্ত্রীর পরলোক ঘটে ও যদি তাহাদের কন্যা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সেই সম্পত্তি স্বামিধনস্থানীয় হইয়া দুহিতৃগামী হইয়া থাকে। ৩০। কন্যা বর্ত্তমানে যদি (পুত্রের মৃত্যু হইলে) পুত্রবধূ ধনাধিকারিণী হয়, তাহা হইলে উক্ত ধন পুত্রবধূর মৃত্যুর পর ভর্ত্তৃধনস্বরূপ হইয়া পিতৃকন্যা অর্থাৎ মৃত পুত্রবধূর ভর্ত্তার ভগিনীর অধিকারে দাঁড়াইবে। ৩১। হে শিবে! পিতামহ বর্ত্তমান থাকিতে যদি ঐ ধন মাতৃগামী হয়, তাহা হইলে মাতার মৃত্যুর পর উহা পুত্রধনস্থানীয় হইয়া তৎপিতৃসম্বন্ধে পিতামহগামী হইবে। ৩২। যেরূপ মৃতের ঊর্দ্ধগত ধনে পিতার অধিকার, পতিহীনা মাতাও তদ্রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৩। গর্ভধারিণী মাতার বিদ্যমানে বিমাতার ধনাধিকার ঘটিবে না, যদি

* তন্মৃতে—পাঠান্তরম্।

অধস্তনানাং বিরহাদ্যথা রিক্থং ন যাত্যধঃ। *
যেনৈবাধস্তনং প্রাপ্তং তেনৈবোর্দ্ধং তদা ব্রজেৎ ॥ ৩৫
অতঃ স্থিতৌ পিতৃব্যস্য ধনং স্বসৃগতঞ্চ সৎ।
পত্যৌ স্থিতেঽনপত্যায়া মৃতৌ পিতৃব্যমাশ্রয়েৎ ॥ ৩৬
ঊর্দ্ধ্বাদ্বিত্তমধঃ প্রাপ্য পুমাংসমবলম্বতে।
অতঃ সত্যাং সোদরায়াং বৈমাত্রেয়ো ধনং হরেৎ ॥ ৩৭
স্থিতায়াং সোদরায়াঞ্চ বিমাতুঃ পুত্রসন্ততৌ।
বৈমাত্রেয়গতং বিত্তং বৈমাত্রেয়ান্বয়ো ভজেৎ ॥ ৩৮
মৃতস্য সোদরো ভ্রাতা বৈমাত্রেয়স্তথা শিবে।
ধনং পিতৃগতত্বেন বিভজেতাং সমাংশিনৌ ॥ ৩৯

মাতার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পিতৃসম্বন্ধে বিমাতারও ধনাধিকার ঘটিবে। ৩৪। অধস্তন উত্তরাধিকারী না থাকিলে ধন অধোগামী হয় না, যে নিয়মে অধোগামী হইবার কথা, সেই নিয়মেই ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। ৩৫। † পিতৃব্য বর্ত্তমানে যদি ধনীর ভগিনী ধনাধিকারিণী হয় এবং পুত্র প্রসব না করিয়া পতি বিদ্যমানে বা অবিদ্যমানে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পিতৃসম্বন্ধে ঐ ধন পিতৃব্যেরই অধিকারে দাঁড়াইবে। ৩৬। ঊর্দ্ধগামী হইয়া যখন ধন অধোগামী হয়, তখন উহা প্রথমে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এই কারণে সহোদরা ভগিনী বর্ত্তমানে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধনাধিকারী হইয়া থাকে। ৩৭। সহোদরা ভগিনী ও বিমাতৃপুত্র বিদ্যমান থাকিতেও বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃগত সম্পত্তিতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃবংশীয়েরা অধিকারী হইবে। ৩৮। ‡ হে শিবে! যদি মৃতের সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ঐ ধন পিতৃগত হইবে। পিতৃসম্বন্ধে তুল্যসম্বন্ধী সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তুল্যাংশে বিভাগ

---

* নরত্যধঃ—পাঠান্তরম্।

† ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষ দ্বারা যে নিয়মে ধন অধোগামী হইয়াছিল, পুনরায় তাহাকেই অবলম্বন পূর্ব্বক সেই পুরুষের উত্তরাধিকারসূত্রে সেই নিয়মেই ঊর্দ্ধগামী হইবে অর্থাৎ ঊর্দ্ধতনগণের মধ্যে যে ব্যক্তি জন্মসম্বন্ধে নিকটবর্ত্তী পুরুষ বা তদভাবে তদ্রূপ স্ত্রী, তাঁহাকেই ধনাধিকার ঘটিবে।

‡ ইহার বিশদ অর্থ এই যে, যদি সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বর্ত্তমানে ধনীর মৃত্যু ঘটে, তবে ধনীর পিতা হইতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও সোদরার জন্ম বলিয়া দুই জনেরই তুল্য সন্নিকর্ষতা, তথাপি পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন ধনাধিকার বৈমাত্রেয় ভ্রাতারই হইবে।

কন্যায়াং জীবিতায়াঞ্চ তদপত্যং ন দায়ভাক্।
যত্র যথাস্থিতং বিত্তং তস্য ভাবপত্নং ব্রজেৎ ॥ ৪০
বিভজেয়ুর্দুহিতরঃ পুত্রাভাবে পিতুর্ধনম্।
উদ্বাহয়েয়ুরনূঢ়াস্তু * পিতুঃ সাধারণৈর্ধনৈঃ ॥ ৪১
অসন্তত্যা মৃতায়াশ্চ স্ত্রীধনং স্বামিনং ব্রজেৎ। †
অন্যত্তু দ্রবিণং যস্মাদাপ্তং তৎপদমাশ্রয়েৎ ॥ ৪২
প্রেতভর্ত্তৃধনৈর্নারী বিদধ্যাদাত্মপোষণম্।
পুণ্যঞ্চ তদুপস্বত্বৈর্ন শক্তা দানবিক্রয়ে ॥ ৪৩
পিতামহস্য যাবাঞ্চ সত্যাং তাতবিমাতরি।
পিতামহগতং রিক্থং তৎপুত্রেণ স্নুষাং ব্রজেৎ ॥ ৪৪

করিয়া লইবে। ৩৯। কন্যা জীবিত থাকিতে তদ্‌গর্ভজ পুত্র ধনাধিকারী হইবে না। কারণ, এ স্থলে কন্যাই প্রতিবন্ধক, এই বাধকস্বরূপা কন্যার মৃত্যুতে ঐ ধন তদ্‌গর্ভজ পুত্রই প্রাপ্ত হইবে। ৪০। পুত্র না থাকিলে কন্যাগণ পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে, কিন্তু অগ্রে ঐ সাধারণ ধনে অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। ৪১। ‡ পুত্রহীনা নারীর মৃত্যু হইলে তদীয় স্বামী স্ত্রীধন প্রাপ্ত হইবে, স্ত্রীধন ভিন্ন যে ধন উত্তরাধিকারিণীস্বরূপে প্রাপ্ত, তাহা তদ্‌গত হইয়া উত্তরাধিকারীই প্রাপ্ত হইবে। ৪২। উত্তরাধিকারিক্রমে স্ত্রী যে ধন প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আপনার ভরণপোষণ চলিবে এবং উপস্বত্ব দ্বারা পুণ্যকর্ম্ম করিতে পারিবে, কিন্তু উহাতে দানবিক্রয়ের কোন স্বত্ব থাকিবে না। ৪৩। ¶ যেখানে পিতৃব্য-পত্নী ও পিতৃ-বিমাতা

---

* উদ্বাহয়েয়োঽনূঢ়াস্তু—পাঠান্তরম্।

† ভবেৎ ইতি বা পাঠঃ।

‡ দায়ভাগের নির্দ্দিষ্ট বিধি এই যে, প্রথমতঃ অনূঢ়া কন্যারই অধিকার; তাহার অভাবে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার তুল্যাধিকার। বন্ধ্যা বা অপুত্রা কন্যা ধনের অধিকারিণী নহে। প্রথমে অনূঢ়া কন্যার বিবাহ দিয়া যে ধন উদ্বৃত্ত থাকিবে, সকল ভগিনীই তাহা তুল্যাংশে পাইবে। পুত্রেরা পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইলেও প্রথমতঃ সেই ধন হইতে অনূঢ়া ভগিনীর বিবাহ দিবে।

¶ ইহার তাৎপর্য্যে এই বুঝা যায় যে, স্থাবর সম্পত্তির যে উপস্বত্ব হইবে, তদ্দ্বারা ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবে। তাহার পরও যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয়; তাহা দ্বারা পুণ্যকর্ম্ম-তীর্থাদি করিতে পারে। স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা দান করিবার অধিকার নাই। উপস্বত্ব দ্বারা ভরণপোষণ নির্ব্বাহ না হইলে তখন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে।

পিতামহে পিতৃব্যে চ তথা ভ্রাতরি জীবতি।
অধোভবানাং মুখ্যত্বাৎ ভ্রাতৈব ধনভাগ্‌ভবেৎ ॥ ৪৫
পিতৃব্যাৎ সন্নিকর্ষেহত্র তুল্যৌ ভ্রাতৃপিতামহৌ।
ধনং পিতৃপদং গত্বা প্রয়াতুর্ভ্রাতরং ব্রজেৎ ॥ ৪৬
স্থিতেহপ্যপত্যে দুহিতুঃ প্রেতস্য পিতরি স্থিতে।
দুহিত্রপত্যং ধনভাগ্‌ধনং যস্মাদধোমুখম্ ॥ ৪৭
স্বঃপ্রয়াতুঃ স্থিতে তাতে তথা মাতরি কালিকে।
পুংসো মুখ্যতরত্বেন ধনহারী ভবেৎ পিতা ॥ ৪৮
স্থিতঃ সপিতৃসাপিণ্ড্যো বর্ত্তমানেঽপি মাতুলে।
প্রেতস্য ধনহারী স্যাৎ পিতুঃ সম্বন্ধগৌরবাৎ ॥ ৪৯
অধস্তাদগমনাভাবে ধনমূর্দ্ধভবং গতম্।
তত্রাপি পুংসাং মুখ্যত্বাদিতং পিতৃকুলং শিবে।
অতোঽত্র সন্নিকৃষ্টোঽপি মাতুলো নাপ্নুয়াদ্ধনম্ ॥ ৫০

বর্ত্তমান, যদি সে স্থলে ধন পিতামহগামী হইয়া পরে পিতৃব্যগামী হয়, তাহা হইলে সেই ধনে পিতৃব্যপত্নীরই অধিকার। ৪৪। * যদি পিতামহ, পিতৃব্য ও ভ্রাতা জীবিত থাকে, তাহা হইলে অধস্তন পুরুষের প্রাধান্য হেতু ভ্রাতাই ধনভাগী হইবে। ৪৫। পিতৃব্য হইতে নৈকট্যসম্বন্ধ নিবন্ধন ভ্রাতা ও পিতামহ উভয়েই সমান আসন্নবর্ত্তী, এরূপ স্থলে মৃত ব্যক্তির ধন পিতৃস্থানীয় হইয়া পিতামহগামী না হইয়া ভ্রাতৃগামী হইবে। ৪৬। মৃতের দৌহিত্র ও পিতা বর্ত্তমান থাকিলে দৌহিত্রেরই ধনাধিকার; কারণ, ধন স্বভাবতঃ অধোগামী। ৪৭। হে কালিকে! যদি মৃত ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে পুরুষের মুখ্যত্ব প্রযুক্ত পিতাই ধনাধিকারী। ৪৮। মৃত ব্যক্তির পিতৃসপিণ্ড ও মাতুল জীবিত থাকিতে পিতৃসম্বন্ধের গৌরবনিবন্ধন পিতৃসপিণ্ডই ধনাধিকারী হইবে। ৪৯। হে শিবে! যেখানে ধন অধোগামী না হয়, সেখানে তৎপরিবর্ত্তে ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে, তন্মধ্যে পুরুষের প্রাধান্য হেতু ধন অগ্রে পিতৃকুলে গমন করে; এই কারণে, এ স্থলে মাতুল আসন্নবর্ত্তী

* তন্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পুত্রহীন মৃত ব্যক্তির ধন কর্ত্তা। বর্ত্তমানেও পুত্রবধূ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু দায়ভাগের বিধানে পুত্রবধূ প্রাপ্ত হয় না।

অজীবৎপিতৃকঃ পৌত্রঃ পিতৃব্যৈঃ সহ পার্ব্বতি।
পিতামহস্ত দ্রবিণাৎ স্বপিতুর্ভাগমর্হতি ॥ ৫১
ভ্রাতৃহীনা তথা পৌত্রী পিতৃব্যৈঃ সমভাগিনী।
পিতামহধনং সৌম্যা হরেচ্চেন্মৃতমাতৃকা ॥ ৫২
সত্যাং পৌত্র্যাঃ পিতামহ্যাং পৌত্র্যাঃ পিতৃস্বসর্য্যপি।
বিত্তে পিতৃগতে দেবি! পৌত্রী তত্রাধিকারিণী ॥ ৫৩
অধোগামিষু বিত্তেষু পুমান্ জ্যায়ানধস্তনঃ। *
উর্দ্ধগামিধনে শ্রেষ্ঠঃ পুমানূর্দ্ধোদ্ভবো ভবেৎ ॥ ৫৪
অতঃ স্নুষায়াং পৌত্র্যাঞ্চ সত্যাং দুহিতরি প্রিয়ে।
প্রেতস্য বিভবং হর্ত্তুং নৈব শক্নোতি তৎপিতা ॥ ৫৫
যদা পিতৃকুলে ন স্যান্মৃতস্য ধনভাজনম্।
পূর্ব্বোক্তবিধিনা রিক্থং মাতামহকুলং ভজেৎ ॥ ৫৬
মাতামহগতং † বিত্তং মাতুলৈস্তৎসুতাদিভিঃ।
অধ-উর্দ্ধক্রমেণৈবং পুমাংসং স্ত্রিয়মাশ্রয়েৎ ॥ ৫৭

হইলেও ধন ভাগী হয় না। ৫০। হে পার্ব্বতি! মৃতপিতৃক পৌত্র ও পুত্র উভয় বর্ত্তমান থাকিলে তথায় মৃতপিতৃক পৌত্র পিতামহ-ধন হইতে তাহার পিতার নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইবে। ৫১। যদি ভ্রাতৃহীনা ও পিতৃমাতৃহীনা পৌত্রী স্বধর্ম্মানুসরণ করে, তবে পিতামহ-সম্পত্তিতে ঐ পৌত্রী পিতৃব্যের সহিত তুল্যাংশ প্রাপ্ত হইবে। ৫২। হে দেবি! যদি পিতামহী ও পিতৃস্বসা জীবিত থাকে, তাহা হইলে পিতৃগত পৈতামহ ধনে পৌত্রীই অধিকারিণী। ৫৩। ধন অধোগামী হইলে অধস্তন এবং উর্দ্ধগামী হইলে উর্দ্ধতন পুরুষের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। ৫৪। হে প্রিয়ে! এই কারণে পুত্রবধূ, পৌত্রী ও দুহিতার জীবিতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির ধনে তৎপিতার অধিকার ঘটিবে না। ৫৫। যদি মৃতের পিতৃকুলে কেহ ধনাধিকারী না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে ঐ ধন মাতামহকুলে আশ্রয় করিবে। ৫৬। ধন মাতামহকুলে যাইলে মাতামহ হইতে মাতুল ও মাতুল-পুত্রাদি ক্রমশঃ তাহা প্রাপ্ত হইবে। এ স্থলেও অধ ও উর্দ্ধক্রমে স্ত্রী-পুরুষের অধিকারপ্রাধান্য-অপ্রাধান্য হেতু দাঁড়াইবে অর্থাৎ অগ্রে পুরুষজাতি ও পরে নারীজাতি

---

* জ্যায়ানধস্ততঃ—পাঠান্তরম্।
† মাতামহকুলং—পাঠান্তরম্।

ব্রাহ্ম্যন্বয়ে বিদ্যমানে পিত্রোঃ সাপিণ্ডনে স্থিতে।
মৃতস্য শৈবীতনয়ো পিতুর্দায়ভাগ্ ভবেৎ ॥ ৫৮

শৈবী পত্নী চ তৎপুত্রা লভেরন্ ধনভাগিনঃ।
গ্রাসমাচ্ছাদনং ভদ্রে! স্বঃপ্রয়াতুর্যথাধনম্ ॥ ৫৯

শৈবোদ্বাহং প্রকুর্ব্বন্তীং শৈবভর্ত্তৈব পালয়েৎ।
সৌম্যাক্ষেত্রাধিকারোঽস্যাঃ পিত্রাদীনাং ধনে প্রিয়ে ॥ ৬০

অতঃ সৎকুলজাং কন্যাং শৈবৈরুদ্বাহয়ন্ পিতা।
ক্রোধাদ্বা লোভতো বাপি স ভবেল্লোকগর্হিতঃ ॥ ৬১

শৈবী তদন্বয়াভাবে সোদকো ব্রহ্মদো নৃপঃ।
হরেয়ুঃ ক্রমতো বিত্তং মৃতস্য শিবশাসনাৎ ॥ ৬২

পিণ্ডদাৎ সপ্ত পুরুষাঃ সপিণ্ডাঃ কথিতাঃ প্রিয়ে।
সোদকা দশমান্তাঃ স্যুস্ততঃ কেবলগোত্রজাঃ ॥ ৬৩

বিভক্তং দ্রবিণং যচ্চ সংসৃষ্টং স্বেচ্ছয়া তু চেৎ।
অভিক্তবিধানেন ভজেরংস্তদ্ধনং পুনঃ ॥ ৬৪

পাইবে। ৫৭। ব্রাহ্মী পত্নীর গর্ভজাত পুত্র এবং পিতৃসপিণ্ড বা মাতৃসপিণ্ড বর্ত্তমান থাকিতে শৈববিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ধনভাগী হইতে পারিবে না। ৫৮। হে ভদ্রে! শৈববিবাহিত পত্নী ও তদ্গর্ভজাত পুত্রগণ উত্তরাধিকারী না হইলেও মৃতের বিত্তানুসারে গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র প্রাপ্ত হইবে। ৫৯। * শৈববিবাহিতা ভার্য্যার পালনভার (ব্যভিচারিণী না হইলে) শৈবভর্ত্তার উপর নির্ভর, যদি ঐ নারী দুশ্চরিত্রা হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে পালন করিবেন না, এই ভার্য্যার পিত্রাদি ধনে অধিকার ঘটিবে না, এই কারণে ক্রোধ বা লোভ হেতু যদি পিতা সৎকুলজা কন্যার শৈববিবাহ দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে লোকসমাজে নিন্দিত হইতে হইবে। ৬০-৬১। শিবের শাসন এই প্রকার যে, শৈবী পত্নী বা তদ্গর্ভজ পুত্র না থাকিলে যথাক্রমে সমানোদক, ব্রহ্মদাতা ও নৃপতি মৃতের ধন গ্রহণ করিবে। ৬২। হে প্রিয়ে! পিণ্ডদাতা হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড বলিয়া গণ্য, অষ্টম হইতে দশম পর্য্যন্ত পুরুষের নাম সমানোদক, যাহারা দশম পুরুষের বহির্ভূত, তাহারা সগোত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। ৬৩। যদি একবার বিভাগ

* এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, ব্রাহ্মী পত্নী বা তৎপুত্রাদি না থাকিলে আর পিতৃমাতৃ সপিণ্ড না থাকিলে শৈবী পত্নী ও তৎপুত্রেরা ধনাধিকার লাভ করিবে।

অবিভক্তে বিভক্তে বা যস্য যাদৃগ্বিভাগিতা।
মৃতেঽপি তস্য দায়াদাস্তাদৃগ্বিভবভাগিনঃ ॥ ৭৫
যে যস্য ধনহর্ত্তারো ভবেয়ুর্জীবনাবধি।
দদ্যুঃ পিণ্ডং ত এবাস্য শৈবভার্য্যাসুতং বিনা ॥ ৭৬

করিয়া উক্ত ধন পুনর্ব্বার স্বেচ্ছাক্রমে মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে উহা অবিভক্ত ধন হইয়া থাকে। ধন-বিভাগীয় বিধিক্রমে ঐ অবিভক্ত ধন পুনর্ব্বার বিভক্ত হইতে পারিবে। ৭৪। বিভক্ত বা অবিভক্ত ধনে যাহার যেরূপ অংশ অবধারিত আছে, সে ব্যক্তির পরলোক ঘটিলে তদ্রূপ স্বত্বাধিকারীরা ঐ অংশের অধিকারী হইবে। ৭৫। * মৃত ব্যক্তির ধনে যে ব্যক্তি অধিকারী হইবে, তাহাকে তাহার

* দায়াধিকার সম্বন্ধে পুংধন ও স্ত্রীধন সম্বন্ধে আমাদের দেশে যাহার যেরূপ অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে, সংক্ষেপতঃ তাহা এ স্থলে বিবৃত হইল, যথা—

পুংধনাধিকারক্রম।—পুত্র, পুত্রাভাবে পৌত্র, পৌত্রাভাবে প্রপৌত্র যথাক্রমে ধনের অধিকারী হইয়া থাকে। মৃতপিতৃক পৌত্র ও মৃতপিতৃপিতামহক প্রপৌত্রও পুত্রের সঙ্গে তুল্য অংশভাগী। যদি প্রপৌত্র পর্য্যন্ত না থাকে, তবে পত্নী ধনের অধিকার প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু কথা এই যে, পত্নী দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না, কেবল সম্পত্তি ভোগ করিবে। সম্পত্তির আয় দ্বারা যদি জীবিকানির্ব্বাহ না হয়, তবে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে। যদি স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের জন্য আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় বা দান করিতে পারে। পতির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যার্থ কিছু দান করিতে হইলে, মাতুল, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, সপিণ্ড বা গুরুকে দান করিতে হয়। উঁহাদের মধ্যে কেহ বর্ত্তমান না থাকিলে পিতৃকুলে দিতে পারে। পত্নীর অভাবে কন্যা ধনের অধিকারিণী। কন্যার মধ্যে আবার প্রথমতঃ অনূঢ়া কন্যার অধিকার। অনূঢ়া কন্যা ধনাধিকার পাইয়া বিবাহান্তে অপুত্রা হইয়া যদি দেহত্যাগ করে, তবে সেই পিতৃধনে তাহার পুত্রবতী বা সম্ভাবিত-পুত্রা ভগিনী অধিকারিণী হইবে। অবিবাহিতা কন্যা না থাকিলে সম্ভাবিত-পুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা অধিকারিণী হইবে। যে কন্যা বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা, সে অধিকারিণী হইবে না। কন্যাদিগের অভাবে দৌহিত্র অধিকারী হইবে। দৌহিত্র না থাকিলে ধন ঊর্দ্ধগামী হয় অর্থাৎ পিতার অধিকারে আইসে। পিতা না থাকিলে মাতা অধিকারিণী। মাতার অভাবে সহোদর, সহোদরের অভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তদভাবে সহোদরভ্রাতৃপুত্রগণ অধিকারী। ভ্রাতৃপুত্রগণের মধ্যে যদি সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট উভয়ই থাকে, তবে সংসৃষ্ট সহোদর ভ্রাতৃপুত্রগণই অধিকারী হইবে। বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র সংসৃষ্ট এবং সহোদরভ্রাতৃপুত্র অসংসৃষ্ট হইলে দুইয়েরই তুল্য অধিকার। যাহারা একবার ভিন্ন হইয়া পুনরায় এই নিয়মে একত্র হইয়াছে যে, 'যাহা আমার ধন, তাহা [illegible] ধন এবং যাহা তোমার ধন, তাহা আমার,' তাহারাই সংসৃষ্ট শব্দে অভিহিত।

ভ্রাতৃপুত্রের অবিদ্যমানে ভ্রাতৃপৌত্রের অধিকার। তদভাবে পিতৃ-দৌহিত্র অধিকারী। এখানে [illegible]-ভগিনীপুত্র ও বৈমাত্রেয়-ভগিনীপুত্র তুল্যাধিকারী। পিতৃ-দৌহিত্রের অভাবে পিতামহ অধিকারী। তদভাবে পিতামহী, তদভাবে পিতৃব্য, তদভাবে পিতৃব্যপুত্র, [illegible]

লোকেঽস্মিন্ জন্মসম্বন্ধাদ্‌যথাশৌচং বিধীয়তে।
ধনভাগিত্বসম্বন্ধাৎ ত্রিরাত্রং বিহিতং তথা ॥ ৬৭
পূর্ণেঽশৌচেঽথবাপূর্ণে তৎকালাভ্যন্তরে শ্রুতে।
শ্রবণাচ্ছেষদিবসৈর্ব্বিশুধ্যেয়ুর্ব্বিজাদয়ঃ ॥৬৮

জীবদ্দশা পর্য্যন্ত মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া শৈব ভার্য্যার গর্ভজ পুত্র পিণ্ডদান করিতে পারিবে না। ৬৬। জন্মসম্বন্ধে যেরূপ অশৌচের ব্যবস্থা, উত্তরাধিকারিত্বসম্বন্ধেও সেইরূপ ত্রিরাত্রি অশৌচ বিহিত। ৬৭। যদি অশৌচ পূর্ণ বা খণ্ড হয়, এবং যদি নির্দ্দিষ্ট অশৌচ-

পিতৃব্যপৌত্র, তদভাবে পিতামহ-দৌহিত্র, তদভাবে পিতৃব্য-দৌহিত্র অধিকারী হইবে। পিতৃব্য শব্দে পিতার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উভয় ভ্রাতাই বোদ্ধব্য। পিতামহসন্তানের অভাবে ঊর্দ্ধগামী ধনে প্রপিতামহ অধিকারী হইবে। প্রপিতামহের অভাবে যথাক্রমে প্রপিতামহী, পিতামহ-ভ্রাতা, পিতামহভ্রাতৃপুত্র, পিতামহভ্রাতৃপৌত্র, প্রপিতামহদৌহিত্র ও পিতামহ-ভ্রাতৃদৌহিত্র অধিকারী। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং তৎসন্তানের অবিদ্যমানে ধন মাতামহকুলে যায়। অগ্রে মাতামহ, তদভাবে মাতুল, তদভাবে মাতৃস্বস্রীয়, তদভাবে মাতুলপুত্র, তদভাবে মাতুলপৌত্র ধনের অধিকার পাইবে। মাতামহকুলে কেহ না থাকিলে সকুল্য ব্যক্তি ধনের অধিকার পাইবে। সকুল্যের অভাবে সমানোদক ব্যক্তির অধিকার। সমানোদকের অভাবে যথাক্রমে আচার্য্য, শিষ্য, সহাধ্যায়ী, গ্রামস্থ সগোত্র, গ্রামস্থ সমান-প্রবর, গ্রামস্থ কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ অধিকারী হইবে। এই সকলের অভাবে রাজা ধনাধিকারী হইবেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের ধনে নহে।

স্ত্রীধনাধিকারক্রম।—অনূঢ়ার ধনে সহোদর ভ্রাতা, তদভাবে গর্ভধারিণী, তদভাবে পিতা অধিকারী। যৌতুক-ধনে অগ্রে অনূঢ়া কন্যা, তদভাবে বাগ্‌দত্তা কন্যা, তদভাবে বিবাহিতা সম্ভাবিত-পুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার অধিকার। তদভাবে বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা বিধবা দুহিতার সমান অধিকার। তন্মধ্যে কুমারী ও বাগ্‌দত্তা কন্যা মাতৃধনে অধিকার পাইয়া, পুত্রপ্রসব না করিয়া যদি বিধবা হইয়া লোকান্তরিত হয়, তবে তৎসংক্রান্ত মাতৃধনে তাহার সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী ভগিনী তুল্যাধিকারিণী হইবে। তদভাবে বন্ধ্যা ও বিধবাও তুল্যাধিকারিণী। যদি একেবারে কন্যার অবিদ্যমানতা ঘটে, তবে যৌতুকধনে পুত্র অধিকারী হইবে। তদভাবে যথাক্রমে দৌহিত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, সপত্নী-পুত্র, সপত্নী-পৌত্র, সপত্নী-প্রপৌত্র অধিকারী। ঐ সমস্তের অভাবে ব্রাহ্মবিবাহলব্ধ যৌতুক-ধনে ভর্ত্তার অধিকার। তদভাবে যথাক্রমে ভ্রাতা, মাতা ও পিতা অধিকারী। পতিদত্ত স্থাবর ভিন্ন আর সমস্ত স্ত্রীধন স্ত্রীলোকে দান অথবা বিক্রয় করিতে পারে।

স্ত্রীধন কাহাকে বলে, তাহাও এ স্থলে লিখিত হইল। স্ত্রীধন ত্রয়োদশবিধ;—বিবাহ-সময়ে যৌতুকলব্ধ ধন, শ্বশুর-গৃহে গমনকালে পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে লব্ধ ধন, পতিদত্ত ধন, ভ্রাতৃদত্ত ধন, পিতৃদত্ত ধন, মাতৃদত্ত ধন, অন্য নারীকে বিবাহের ইচ্ছায় পূর্ব্বস্ত্রীর সন্তোষার্থ পতিকর্ত্তৃক দত্ত ধন, গ্রাসাচ্ছাদনার্থ দত্ত ধন, অলঙ্কারার্থ দত্ত ধন, পতিকে কর্ম্ম করাইবার জন্য অপর কর্ত্তৃক উৎকোচস্বরূপ প্রাপ্ত ধন, পুত্রদত্ত ধন, মাতুলাদিদত্ত ধন এবং বিবাহান্তে পতি বা রক্ষকারী প্রভৃতির নিকট কোন সময়ে প্রাপ্ত ধন।

কালাতীতে তু বিজ্ঞাতে খণ্ডাশৌচং ন বিদ্যতে। *
পূর্ণে ত্রিরাত্রং বিহিতং ন চেৎ সংবৎসরাৎ পরম্॥ ৬৯
বর্ষাতীতেঽপি চেন্মাতুঃ পিতুর্ব্বা মরণশ্রুতৌ।
ত্রিরাত্রমশুচিঃ পুত্রস্তথা ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা॥ ৭০
অশৌচাভ্যন্তরে যস্মিন্নশৌচান্তরমাপতেৎ।
গুর্ব্বশৌচেন মর্ত্ত্যানাং শুদ্ধিস্তত্র বিধীয়তে॥ ৭১
অশৌচানাং গুরুত্বঞ্চ কালব্যাপিত্বগৌরবাৎ।
ব্যাপ্যব্যাপকয়োর্ম্মধ্যে গরীয়ো ব্যাপকং স্মৃতম্॥ ৭২
যদ্যশৌচান্তদিবসে পতেদপরমুত্তকম্।
পূর্ব্বাশৌচেন শুদ্ধিঃ স্যাদাত্তবৃদ্ধ্যা দিনদ্বয়ম্॥ ৭৩
তাবৎ পিতৃকুলাশৌচং যাবন্নোদ্বহনং স্ত্রিয়াঃ।
জাতে পরিণয়ে পিত্রোর্ম্মৃতৌ ত্র্যহমুদাহৃতম্॥ ৭৪

কালের মধ্যে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে যে কয়দিন অশৌচের অবশিষ্ট থাকিবে, দ্বিজাদি সকলে সেই কয়েক দিনেই শুদ্ধ হইতে পারিবে। ৬৮। যদি অশৌচকাল গত হইলে সংবৎসরমধ্যে খণ্ডাশৌচকারণ শ্রবণ করা যায়, তাহাতে অশৌচ হয় না, এইরূপে সংবৎসরমধ্যে পূর্ণমৃতাশৌচকারণ শ্রবণ করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, সংবৎসরের পর শ্রবণ করিলে অশৌচ হয় না। ৬৯। এক বৎসর গত হইলে যদি পুত্র পিতামাতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করে অথবা পতিব্রতা পত্নী পতির মরণসংবাদ জানিতে পারে, তাহা হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। ৭০। যদি এক অশৌচের মধ্যে অপর অশৌচ হয়, তাহা হইলে গুরু অশৌচ দ্বারা লোক শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ৭১। দীর্ঘকালব্যাপী অশৌচের নাম গুরু অশৌচ এবং অল্পকালস্থায়ী অশৌচের নাম লঘু। ব্যাপ্য ও ব্যাপক অশৌচের মধ্যে ব্যাপকেরই গুরুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ৭২। যদি অশৌচান্তদিবসে অহোরাত্রমধ্যে অপর কোন জন্ম বা মরণজনিত খণ্ডাশৌচ ঘটে, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচ দ্বারা সেই অশৌচের নিবৃত্তি হইবে, কিন্তু যদি পূর্ণাশৌচ হয়, তবে দুই দিনমাত্র অশৌচ বৃদ্ধি পাইবে। ৭৩। † যে পর্য্যন্ত

---

* খণ্ডেঽশৌচং ন বিদ্যতে ইতি বা পাঠঃ।

† স্মার্ত্তগণ এইরূপ ব্যবস্থা দেন যে, একটি জননাশৌচ বা মরণাশৌচের মধ্যে ঐরূপ অন্য একটি অশৌচ ঘটিলে পূর্ব্বাশৌচ দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায়। কিন্তু পূর্ণজননাশৌচের বা পূর্ণমরণাশৌচের শেষদিনে ঐরূপ অন্য একটি পূর্ণাশৌচ ঘটিলে পূর্ব্বাশৌচের

বিবাহানন্তরং নারী পতিগোত্রেণ গোত্রিণী।
তথা গ্রহীতৃগোত্রেণ * দত্তপুত্রস্ত গোত্রিতা ॥ ৭৫
সুতদানায় সম্মত্যা জনন্যা জনকস্য চ।
স্বগোত্রনামাদ্যুল্লিখ্য সংস্কুর্য্যাৎ স্বজনৈঃ সহ ॥ ৭৬
ঔরসেঽপি যথা পিত্রোর্ধনে পিণ্ডেঽধিকারিতা।
আদাত্রোর্দত্তকে তদ্বত্তোহস্ত পিতরৌ হি তৌ ॥ ৭৭
আপঞ্চাব্দং শিশুং গৃহ্লন্ সবর্ণাৎ পরিপালয়েৎ।
পঞ্চবর্ষাধিকো বালো দত্তকো ন প্রশস্যতে ॥ ৭৮

---

বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতির পিতৃকুলে অশৌচ হইয়া থাকে, বিবাহিতা হইলে কেবলমাত্র পিতামাতার মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। ৭৪। বিবাহের পর স্ত্রী পতিগোত্র প্রাপ্ত হইবে, দত্তকপুত্রও এইরূপ দত্তক-গ্রহীতার গোত্রাধিকারী হইবে। ৭৫। জননী ও জনকের সম্মতিক্রমে দত্তক-গ্রহণ করা হইলে, গ্রহীতা আপনার গোত্র ও নাম উল্লেখ পূর্ব্বক স্বজনগণের সমভিব্যাহারে উহার সমুদয় সংস্কার করিবে। ৭৬। ঔরসপুত্র যেরূপ পিতামাতার ধনাধিকারী ও পিণ্ডাধিকারী, দত্তকপুত্রও সেইরূপ দত্তকগ্রহীতার ধন ও পিণ্ডের অধিকারী। কারণ, দত্তকগ্রহীতারাই দত্তকের পিতা-মাতা। ৭৭। † সবর্ণ হইতে পঞ্চম-

শেষ দিনের পর আর দুই দিন অশৌচবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অশৌচান্তদিনের পরদিন সূর্য্যোদয়ের অগ্রে ঐরূপ পূর্ণাশৌচ শ্রুত হইলে সূর্য্যোদয় হইতে তিন দিন অশৌচের বৃদ্ধি হয়। এই বর্দ্ধিত অশৌচের দুই বা তিন দিনের মধ্যে অন্য কোন অশৌচ শ্রুত হইলে আর অশৌচবৃদ্ধি হইবে না। পরন্তু ঐ সময়ে পুত্র জন্মিলে জনকজননীর অথবা কোন নারীর পতির মৃত্যু ঘটিলে তদ্দিন হইতে পূর্ণাশৌচ গ্রহণীয়।

* গৃহীতগোত্রেণ—পাঠান্তরম্।

† এক পুত্রস্থলে দত্তকরূপে পুত্রদান বিধিসিদ্ধ নহে। বহুপুত্রবান্ ব্যক্তিই দত্তকরূপে পুত্র দান করিতে পারে। এ বিষয়ে শৌনকোক্ত প্রমাণ যথা—

"নৈকপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং কদাচন।
বহুপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ॥"

দত্তক-পুত্রগ্রহণকালে বন্ধুবান্ধবকে আহ্বানপূর্ব্বক রাজার নিকট জানাইয়া গৃহে ব্যাহৃতি-হোম করিয়া তদনন্তর যথাবিধি বসন-ভূষণাদি দ্বারা আচার্য্যকে বরণ করিতে হয়। অগ্ন্যাধানাদি যাবতীয় হোমক্রিয়ার পর পুত্রদাতৃসমীপে যাইয়া বলিবে, "আমাকে পুত্রদান কর।" তখন দাতা যথাযথ পঞ্চমন্ত্র পাঠ সহকারে পুত্রদান করিবেন। গ্রহীতাও যথাযথ মন্ত্রপাঠ সহকারে দুই হস্ত দ্বারা দত্তকপুত্রকে গ্রহণ করিবেন। তৎপরে আনন্দের সহিত দত্তকে যথাযথ বস্ত্রদানের পর তাহাকে বসন-ভূষণে বিভূষিত করিতে হয়। পরে নৃত্যগীতাদি

ভ্রাতৃপুত্রোঽপি দত্তশ্চেদ্‌গ্রহীতৈব ভবেৎ পিতা।
উৎপাদকঃ পিতৃব্যঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু কালিকে ॥ ৭৯
যো যস্য ধনহর্ত্তা স্যাৎ স তদ্ধর্ম্মাণি পালয়েৎ।
সংরক্ষেন্নিয়মান্‌ তস্য তদ্বন্ধূন্‌ পরিতোষয়েৎ ॥ ৮০
কানীনা গোলকাঃ কুণ্ডা অতিপাতকিনশ্চ যে।
নাশৌচং মরণে তেষাং নৈব দায়াধিকারিতা ॥ ৮১
লিঙ্গচ্ছেদো দমো যেষাং যাসাং নাসানিকৃন্তনম্‌।
মহাপাতকিনাঞ্চাপি মৃতৌ নাশৌচমাচরেৎ ॥ ৮২

বর্ষীয় অথবা তদপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুকে দত্তক লইয়া প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। পঞ্চম বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক দত্তকগ্রহণপক্ষে প্রশস্ত নহে। ৭৮। হে কালিকে! যদি ভ্রাতৃপুত্র দত্তক হয়, তাহা হইলে দত্তকগ্রহীতা দত্তকের পিতা হইবে এবং পিতা সকল কার্য্যে পিতৃব্যস্বরূপ হইবে। ৭৯। যে যাহার ধনাধিকারী, ধনস্বামীর ধর্ম্ম ও নিয়ম রক্ষা করা এবং সম্যক্‌ প্রকারে ধনস্বামীর বন্ধুগণকে তুষ্ট করা তাহার কর্ত্তব্য। ৮০। যাহারা কানীন, গোলক, কুণ্ড * ও অতিপাতকী, এরূপ ব্যক্তিদিগের মরণে অশৌচ হইবে না এবং তাহারা ধনাধিকারীও হইতে পারিবে না। ৮১। যাহাদের লিঙ্গচ্ছেদরূপ দণ্ড হইয়াছে অথবা রাজদণ্ডে যে সকল নারীর নাসিকাচ্ছেদন ঘটিয়াছে কিংবা যাহারা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাতকে

সহকারে বালককে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া চরুপাক ও চরুহোম সমাপনান্তে দক্ষিণান্ত করিবে।

অর্থ লইয়া পুত্রদান করিলে তাহাকে ক্রীতপুত্র কহে, দত্তকপুত্র বলা যায় না। পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিতে দত্তকগ্রহণ নিষিদ্ধ। পতির অনুমতি-অনুসারে অথবা পতির নিষেধ না থাকিলে স্ত্রীলোকেও দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারে। ভাগিনেয়, দৌহিত্র ও মাতৃস্বস্রীয়কে দত্তকরূপে গ্রহণ নিষিদ্ধ। শূদ্রেরা ভাগিনেয়কে বা পৌত্রকে দত্তকরূপে লইতে পারে। স্বজাতীয় বালকই দত্তকরূপে গ্রহণীয়; তদভাবে বিজাতীয়কেও লইতে পারে; কিন্তু ধনাধিকারী বা পিণ্ডদাতা হইতে পারিবে না। ঔরসজাত পুত্র বিদ্যমানে দত্তক গ্রহণ করিলে সে ধনভাগী হয় না। দত্তক গ্রহণের পর ঔরসপুত্র জন্মিলে সম্পত্তির চারি অংশের এক অংশ দত্তকপুত্র পাইবে। শূদ্রজাতির দত্তক গ্রহণের পর ঔরসপুত্র জন্মিলে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের ভাগী দত্তকপুত্র হইবে।

* কানীন—অনূঢ়া কুমারীর গর্ভজাত পুত্র। গোলক—উপপতির ঔরসে বিধবার গর্ভজাত পুত্র। কুণ্ড—পতি বিদ্যমানে উপপতির ঔরসজাত পুত্র।

নৃণামুদ্দেশহীনানাং পরিবারান্ ধনান্যপি।
পালয়েদ্রক্ষয়েদ্রাজা যাবদ্দ্বাদশবৎসরম্ ॥ ৮৩
দ্বাদশাব্দে গতে তেষাং দর্ভদেহান্ বিদাহয়েৎ।
ত্রিরাত্রান্তে তৎসুতাদ্যৈঃ প্রেতত্বং পরিমোচয়েৎ ॥ ৮৪
ততস্তৎপরিবারেভ্যঃ পুত্রাদিক্রমতো ধনম্।
বিভজ্য নৃপতির্দদ্যাদন্যথা পাতকী ভবেৎ ॥ ৮৫
ন কোঽপি রক্ষিতা যস্য দীনস্যাপদ্গতস্য চ।
তস্যৈব নৃপতিঃ পাতা যতো ভূপঃ প্রজাপ্রভুঃ ॥ ৮৬
যদ্যাগচ্ছেদনুদ্দিষ্টো বিভাগান্তেঽপি কালিকে।
তস্যৈব দারাঃ পুত্রাশ্চ ধনং তস্যৈব নান্যথা ॥ ৮৭
ন সমর্থঃ পুমান্ দাতুং পৈতৃকং স্থাবরঞ্চ যৎ।
স্বজনায়াথবান্যস্মৈ দায়াদানুমতিং বিনা ॥ ৮৮
যত্তু স্বোপার্জ্জিতং রিক্থং স্থাবরং স্থাবরেতরম্।
অস্থাবরং পৈতৃকং চ স্বেচ্ছয়া দাতুমর্হতি ॥ ৮৯

লিপ্ত, তাহাদের মৃত্যুতে অশৌচ গ্রহণীয় নহে। ৮২। যাহারা অনুদ্দিষ্ট, তাহাদের পরিবার ও অর্থাদি দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজা রক্ষা করিবেন। ৮৩। দ্বাদশ বৎসরাবসানে অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির কুশ-নির্ম্মিত দেহ দগ্ধ করাইতে হইবে, তাহার পুত্রাদি ত্রিরাত্র অশৌচগ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধাদির দ্বারা প্রেতত্বমোচন করিবে। ৮৪। রাজা অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ধন যথাযথ অংশ করিয়া পুত্রাদিক্রমে পরিজনগণকে প্রদান করিবেন; অন্যথা তাঁহাকে পাতকী হইতে হইবে। ৮৫। যাহার রক্ষক নাই, যে ব্যক্তি দরিদ্র, যে ব্যক্তি বিপদাপন্ন, তাহাকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য; কারণ, রাজাই প্রজাগণের প্রভু। ৮৬। হে কালিকে! যদি অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তি বিভাগের পর আগমন করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি তাহার স্ত্রী, পুত্র ও ধন সমুদয় প্রাপ্ত হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। ৮৭। উত্তরাধিকারীদিগের অভিপ্রায়ানুসারে পুরুষজাতি পৈতৃক স্থাবর ধন স্বজন বা অন্য কাহাকেও দান করিতে পারিবে না, উত্তরাধিকারীদের অসম্মতিতে দান করিবার ক্ষমতা নাই ৮৮। পরন্তু স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বা পৈতৃক অস্থাবর সম্পত্তি স্বেচ্ছাক্রমে দানাদি করিতে বাধা নাই।৮৯।

স্থিতে পুত্রেঽথবা পত্ন্যাং কন্যায়াং তৎসুতেঽপি বা।
জনকে চ জনন্যাং বা ভ্রাতর্য্যেবং স্বসর্য্যপি ॥ ৯০
স্বার্জ্জিতং স্থাবরধনমস্থাবরধনঞ্চ যৎ।
অস্থাবরং পৈতৃকঞ্চ দাতুং সর্ব্বং ক্ষমো ভবেৎ ॥ ৯১
ধনমেবংবিধানেন দত্তং বা ধর্ম্মসাৎকৃতম্।
পুংসা তদন্যথা কর্ত্তুং পুত্রাদ্যৈর্নৈব শক্যতে ॥ ৯২
ধর্ম্মার্থং স্থাপিতং রিক্থং দাতা রক্ষিতুমর্হতি।
ন প্রভুঃ পুনরাদাতুং ধর্ম্মো হ্যস্য যতঃ প্রভুঃ ॥ ৯৩
মূলং বা তদুপস্বত্বং যথাসঙ্কল্পমম্বিকে।
স্বয়ং বা তৎপ্রতিনিধির্ধর্ম্মার্থং বিনিযোজয়েৎ ॥ ৯৪
স্বোপার্জ্জিতধনস্যার্দ্ধং দায়াদায়াপি চেদ্ধনী।
দদ্যাৎ স্নেহেন তচ্চান্যো নান্যথা কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৯৫
যদি স্বোপার্জ্জিতস্যার্দ্ধমেকস্মৈ ধনহারিণাম্।
দদাত্যন্যৈশ্চ দায়াদৈঃ প্রতিরোদ্ধুং ন শক্যতে ॥ ৯৬

পুত্র, পত্নী, কন্যা, দৌহিত্র, জনক, জননী, ভ্রাতা বা ভগিনী জীবিত থাকিলেও স্বোপার্জ্জিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং পৈতৃক অস্থাবর ধন দান করিতে পারিবে। ৯০-৯১। * যদি লোকে এই প্রকারে ঐ ধন দান বা ধর্ম্ম-কার্য্যে ব্যয় করে, তাহা হইলে তাহার পুত্রপৌত্রাদির তদন্যথা করিবার কোন ক্ষমতা নাই। ৯২। ধর্ম্মার্থে নিয়োজিত ধনে ধনদাতারই রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার; কিন্তু তা বলিয়া, তিনি উহা পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবেন না, কারণ, ধর্ম্মই তখন সেই ধনের অধিকারী। ৯৩। হে অম্বিকে! লোকে নিজে বা প্রতিনিধিক্রমে ইচ্ছানুসারে মূল ধন বা তাহার উপস্বত্ব ধন কর্ম্মকার্য্যে নিয়োজিত করিবে অর্থাৎ যেরূপে ব্যয় করিবার জন্য পূর্ব্বে সঙ্কল্প করা হইয়াছে, তাহাই করিবে, তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। ৯৪। যদি স্নেহ প্রযুক্ত অর্থ-স্বামী কোন উত্তরাধিকারীকে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ প্রদান করে, তাহা হইলে অপরে তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না। ৯৫। যদি কেহ স্বোপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধাংশ উত্তরাধিকারিগণের

* ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, উত্তরাধিকারিত্বক্রমে লব্ধ স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি এবং স্বোপার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই পুরুষে দানবিক্রয়াদি করিতে পারে; সে সম্বন্ধে কাহারও অনুমতির অপেক্ষা থাকে না।

একেন পিতৃবিত্তেন যদ্ বিত্তমুপার্জ্জিতম্।
পিত্র্যে সমাংশা দায়াদা ন ভাগার্হা বিনার্জ্জকম্॥ ৯৭
পিতৃকাণি চ বিত্তানি নষ্টান্যুদ্ধারয়েত্তু যঃ।
দায়াদানাং ভবেত্তস্য উদ্ধর্ত্তা দ্ব্যংশমর্হতি॥ ৯৮
পুণ্যং বিত্তং চ বিদ্যা চ নাশ্রয়েদশরীরিণম্।
শরীরন্ত পিতুর্যস্মাৎ কিন্ন তস্মাৎ পৈতৃকং বসু॥ ৯৯
পৃথগন্নৈঃ পৃথগ্বিত্তৈর্মনুজৈর্যদুপার্জ্জিতম্।
সর্ব্বং তৎ পিতৃসংক্রান্তং তদা স্বোপার্জ্জিতং কুতঃ॥ ১০০
অতো মহেশি স্বায়াসৈর্যেন যদ্ধনমর্জ্জিতম্।
স্বোপার্জ্জিতং তদেব স্যাৎ স তৎস্বামী ন চাপরঃ॥ ১০১
মাতরং পিতরং দেবি! গুরুং চৈব পিতামহান্।
মাতামহান্ করেণাপি প্রহরন্নৈব দায়ভাক্॥ ১০২
নিয়ন্তানপি প্রাণৈর্ন তেষাং ধনমাপ্নুয়াৎ।
হন্তানামন্ত্যদায়াদা ভবেয়ুর্ধনভাগিনঃ॥ ১০৩

মধ্যে এক ব্যক্তিকেই প্রদান করে, তাহা হইলে অন্য উত্তরাধিকারী তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। ৯৬। যদি বহুভ্রাতৃমধ্যে কোন ভ্রাতা পৈতৃক ধন দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে সকল ভ্রাতা ঐ পৈতৃক ধনের যথাযোগ্য অংশাধিকারী হইবে; উপার্জ্জক ব্যতীত উপার্জ্জিত ধন অপর কেহ প্রাপ্ত হইবে না। ৯৭। এক ভ্রাতা পৈতৃক নষ্ট বস্তুর উদ্ধার করিলে ঐ ধনে উদ্ধার-কর্ত্তার দুই অংশ ও অন্যান্য ভ্রাতার এক অংশ অধিকার ঘটিবে। ৯৮। অশরীরী লোককে পুণ্য, ধন ও বিদ্যা এ সকল আশ্রয় করে না, যখন এই শরীর পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত, তখন কোন্ ধন পৈতৃক না হইবে? ৯৯। লোকে অন্নে পৃথক্ ও ধনে পৃথক্ হইয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে, সে সকলই পিতৃসম্বন্ধীয়, অতএব স্বোপার্জ্জিত ধনের স্থল কোথায়? ১০০। হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি আপনার পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা তাহারই স্বোপার্জ্জিত; তাহাতে অন্যের অধিকার নাই। ১০১। হে দেবি! যে ব্যক্তি মাতা, গুরু, পিতামহ প্রভৃতি ও মাতামহ প্রভৃতিকে কর দ্বারাও প্রহার করে, তাহার ধনাধিকার ঘটে না। ১০২। উত্তরাধিকারিরূপে ধনপ্রাপ্ত হইবার ইচ্ছায় যদি কেহ পোষ্য প্রভৃতি কোন ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করে, তাহা হইলে সে নিজে হত্যাকারী

নপুংসকাঃ পঙ্গবশ্চ গ্রাসাচ্ছাদনমম্বিকে।
যাবজ্জীবনমর্হন্তি ন তে স্যুর্দায়ভাগিনঃ॥ ১০৪
সস্বামিকং প্রাপ্তধনং পথি বা যত্র কুত্রচিৎ।
নৃপস্তৎস্বামিনে প্রাপ্য দাপয়েৎ সুবিচারয়ন্॥ ১০৫
অস্বামিকানাং জীবানামস্বামিকধনস্য চ।
প্রাপ্তা তত্র ভবেৎ স্বামী দশমাংশং নৃপেঽর্পয়েৎ॥ ১০৬
স্থাবরং ধনমন্যস্মৈ স্থিতে সান্নিধ্যবর্ত্তিনি।
যোগ্যে ক্রেতরি বিক্রেতুং ন শক্তঃ স্থাবরাধিপঃ॥ ১০৭
সান্নিধ্যবর্ত্তিনাং জ্ঞাতিঃ সবর্ণো বা বিশিষ্যতে।
তয়োরভাবে সুহৃদো বিক্রেতুরিচ্ছা গরীয়সী॥ ১০৮
নির্ণীতমূল্যোঽপ্যন্যেন স্থাবরস্য ক্রয়োদ্যমে।
তন্মূল্যং চেৎ সমীপস্থো দাতি ক্রেতা ন চাপরঃ॥ ১০৯

ধন প্রাপ্ত হইবে না, অপর উত্তরাধিকারী ঐ ধনের অধিকারী হইবে। ১০৩। হে অম্বিকে! যাহারা পঙ্গু ও ক্লীব, তাহারা ধনভাগী হইতে পারিবে না, কেবল যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে। ১০৪। পথিমধ্যে বা অন্য স্থানে কোন ব্যক্তি অন্যের ধন প্রাপ্ত হইলে রাজা সুক্ষ্মবিচার পূর্ব্বক তাহা ধনস্বামীকে দেওয়াইবেন। ১০৫। যদি অস্বামিক ধন বা জীবপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে যে পাইবে, সেই ব্যক্তি তাহার অধিকারী, কিন্তু রাজাকে তাহার দশমাংশ দিতে হইবে। ১০৬। জন্মসম্বন্ধে বা বিবাহসম্বন্ধে সন্নিকটবর্ত্তী উপযুক্ত ক্রেতা ক্রয় করিতে চাহিলে স্থাবরস্বামী অন্যকে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে না। ১০৭। ক্রেতৃগণের মধ্যে যথাক্রমে সন্নিহিত, সপিণ্ড, সমানোদক, সগোত্র ও সজাতীয় ব্যক্তিই স্থাবরক্রয়ের অধিকারী। যদি উহারা অসমর্থ বা অনিচ্ছু হয়, তবে সুহৃদগণ ক্রয় করিবে, সুহৃদগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয়, বিক্রেতার বিক্রয় করিবার পক্ষে বাধা নাই। ১০৮। অন্য ব্যক্তির সঙ্গে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের মূল্য স্থির হইলে, ক্রেতা সেই মূল্যে ক্রয়ার্থ উদ্যত হইলে, যদি নিকটসম্বন্ধীয় ব্যক্তি ঐ মূল্য প্রদান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই উহা পাইতে পারিবে, যাহার সহিত স্থির হইয়াছিল, সে পাইবে না। ১০৯।

মূল্যং দাতুমশক্তশ্চেৎ সম্মতো বিক্রয়েঽপি বা।
সন্নিধিস্থস্তদান্যস্মৈ গৃহী শক্তোঽতিবিক্রয়ে॥ ১১০
ক্রীতং চেৎ স্থাবরং দেবি পরোক্ষে প্রতিবাসিনঃ।
শ্রবণাদেব তন্মূল্যং দত্ত্বাসৌ প্রাপ্তুমর্হতি॥ ১১১
ক্রেতা তত্র গৃহারামান্ বিনির্ম্মাতি ভনক্তি বা।
মূল্যং দত্ত্বাপি নাপ্নোতি স্থাবরং সন্নিধিস্থিতঃ॥ ১১২
করহীনাপ্রতিহতা বন্যারণ্যাতিদুর্গমা।
অনাদিষ্টোঽপি তাং ভূমিং সম্পন্নাং কর্ত্তুমর্হতি॥ ১১৩
বহুপ্রয়াসসাধ্যায়াস্তস্যা ভূমের্ম্মহীভৃতে।
দত্ত্বা দশাংশং ভুঞ্জীয়াৎ ভূমিস্বামী যতো নৃপঃ॥ ১১৪
বাপীকূপতড়াগানাং খননং বৃক্ষরোপণম্।
পরানিষ্টকরে দেশে ন গৃহং কর্ত্তুমর্হতি॥ ১১৫
দেবার্থং দত্তকূপাদৌ তথা স্রোতস্বতীজলে।
পানাধিকারিণঃ সর্ব্বে সেচনেঽন্তিকবাসিনঃ॥ ১১৬

---

সন্নিহিত ব্যক্তি মূল্য দিতে অসমর্থ হইলে বা অন্যকে বিক্রয় করিবার সম্মতি দিলে গৃহী অন্য ব্যক্তিকে উহা বিক্রয় করিতে পারিবে। ১১০। হে দেবি! যদি নিকটসম্বন্ধী ও প্রতিবেশীর অজ্ঞাতে কেহ ঐ স্থাবরসম্পত্তি ক্রয় করে, তাহা হইলে জানিবামাত্র মূল্য দিয়া নিকটসম্বন্ধী ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিতে পারে। ১১১। সন্নিহিত ও প্রতিবেশী ব্যক্তির অজ্ঞাতে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যদি তাহাতে কোন ব্যক্তি গৃহ ও উদ্যান প্রভৃতি প্রস্তুত বা ভগ্ন করে, তবে সন্নিহিত ব্যক্তি মূল্য প্রদান করিলেও আর তাহা প্রাপ্ত হইবে না। ১১২। সলিলগর্ভ-সমুত্থিত চর কিংবা অরণ্যভূমি, যাহা অতি দুর্গম হেতু অকৃষ্ট অবস্থায় পতিত থাকায় রাজকরহীন, রাজার আজ্ঞা না পাইলেও লোকে এরূপ স্থান কর্ষণোপযোগী করিতে পারিবে। ১১৩। যদিও ঐ ভূমি শস্যোৎপাদনপক্ষে বিস্তর ক্লেশসাধ্য, তথাপি উহাতে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহার দশমাংশ রাজাকে প্রদান করিয়া সংস্কারকর্ত্তাকে ভোগ করিতে হইবে; কারণ, রাজাই সমস্ত ভূমির অধিপতি। ১১৪। যেখানে অন্যের অনিষ্টের সম্ভাবনা, এরূপ স্থলে বাপী, কূপ ও তড়াগখনন বা বৃক্ষরোপণ করিতে নাই এবং সে স্থলে গৃহনির্ম্মাণও অবিধেয়। ১১৫। যে সমস্ত কূপাদি জলাশয় দেবোদ্দেশে

যস্তোয়সেচনাল্লোকা ভবেয়ুর্জলকাতরাঃ।
ন সিঞ্চেয়ুর্জলং তস্মাদপি সন্নিধিবর্ত্তিনঃ॥ ১১৭
ধনানামবিভক্তানামংশিনাং সম্মতিং বিনা।
তথানির্ণীতবিত্তানামসিদ্ধৌ ন্যাসবিক্রয়ৌ॥ ১১৮
স্থাপ্যানাং বন্ধবিত্তানাং জ্ঞানান্নষ্টেঽপ্যযত্নতঃ।
তন্মূল্যং দাপয়েত্তেন স্বামিনে সর্ব্বথা নৃপঃ॥ ১১৯
অভিমত্যা স্থাপকস্য পশ্বাদিন্যস্তবস্তুনাম্।
ব্যবহারে কৃতে তত্র ধার্ত্তা সম্পোষয়েৎ পশূন্॥ ১২০
লাভে নিয়োজয়েদ্যত্র স্থাবরাদীনি মানবঃ।
নিয়মেন বিনা কাল-লাভয়োরন্যথা ভবেৎ॥ ১২১

উৎসৃষ্ট, তাহার এবং নদীর জল পান করিতে সকলের অধিকার আছে আর তত্তীরে বাস করিয়া সকলেই ক্ষেত্রাদির জন্য ঐ জল সেচন করিয়া লইতে পারে। ১১৬। যাহার জলসেচনে লোকের জলকষ্টের সম্ভাবনা, নিকটবর্ত্তী লোকেরাও তাহার জল সেচন করিতে পারিবে না। ১১৭। যদি কোন সম্পত্তির স্থাবর ও অস্থাবর ধনবিভাগ না ঘটে, অংশীদারদিগের সম্মতি ভিন্ন তাহা কেহ বন্ধক দিতে বা বিক্রয় করিতে পারিবে না; যাহার অধিকারিতাবিষয়ে সন্দেহ অথবা যে সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণীত হয় নাই, তাহার বিক্রয় ও বন্ধক সিদ্ধ হইবে না। ১১৮। স্থাপ্য বা বন্ধকী সম্পত্তি জ্ঞান পূর্ব্বক বা অযত্নবশতঃ নষ্ট হইলে রাজা তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক অধমর্ণকে দেওয়াইবেন। ১১৯। কাহার নিকটে পশু প্রভৃতি জীবগণকে গচ্ছিত রাখিলে যদি ন্যাসকারীর সম্মতিতে উহা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে যাহার নিকটে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাকেই ঐ পশু প্রভৃতির আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। ১২০। যদি লোকে লাভপ্রত্যাশায় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ রাখে এবং যদি সময় ও লাভের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে তাহা অসিদ্ধ হইয়া থাকে। ১২১। *

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রাম নামক এক ব্যক্তি শ্যাম নামক কোন লোককে বলে যে, আমার বাটীর অদূরে যে পতিত ভূমি পড়িয়া আছে, তুমি চাষ প্রভৃতি দ্বারা উহাতে শস্য উৎপাদন কর। যদি তোমার লাভ হয়, আমাকে কিছু দিও। এরূপ বিনিয়োগ সিদ্ধ হইবে না। বিনিয়োগকর্ত্তা লাভ না পাইলে যখন ইচ্ছা ভূমি ফিরাইয়া লইবে। ঐ ভূমিতে যদি শ্যাম বৃক্ষাদি জন্মাইয়া থাকে, তাহারও মূল্য সে পাইবে না।

সাধারণানি বস্তূনি দানার্থং নৈব যোজয়েৎ।
মৃতে পিতরি সর্ব্বেষামংশিনাং সম্মতিং বিনা॥ ১২২
ক্রমব্যত্যয়মূল্যেন দ্রব্যাণাং বিক্রয়ে সতি।
নৃপস্তদন্যথা-কর্ত্তুং ক্ষমো ভবতি পার্ব্বতি॥ ১২৩
জননঞ্চাপি মরণং শরীরাণাং যথা সকৃৎ।
দানং তথৈব কন্যায়া ব্রাহ্মোদ্বাহঃ সকৃৎ সকৃৎ॥ ১২৪
নৈকপুত্রঃ সুতং দদ্যান্নৈকস্ত্রীকস্তথা স্ত্রিয়ম্।
নৈককন্যঃ সুতাং শৈবোদ্বাহে পিতৃহিতঃ পুমান্॥ ১২৫
দৈবে পিত্র্যে চ বাণিজ্যে রাজদ্বারে বিশেষতঃ।
যদ্বিদধ্যাৎ প্রতিনিধিস্তন্নিয়ন্তুঃ কৃতির্ভবেৎ॥ ১২৬
ন দণ্ডার্হঃ প্রতিনিধিস্তথা দূতোঽপি সুব্রতে।
নিযোক্তৃকৃতদোষেণ বিধিরেষঃ সনাতনঃ॥ ১২৭
ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।
যদ্যদঙ্গীকৃতং লোকৈস্তৎ কার্য্যং ধর্ম্মসম্মতম্॥ ১২৮

পিতার মৃত্যু হইলে সকল অংশীর সম্মতি ভিন্ন সাধারণ সম্পত্তি কেহ দানার্থে নিযুক্ত করিতে পারিবে না। ১২২। হে পার্ব্বতি! যদি মূল্যবান্ বস্তু অল্পমূল্যে বা অল্পমূল্যের বস্তু বহুমূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে রাজা তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন। ১২৩। যেরূপ জন্ম ও মৃত্যু একবারের অধিক হয় না, সেইরূপ দান ও কন্যার ব্রাহ্ম বিবাহ একবারের অধিক হইতে পারে না। ১২৪। পিতৃলোকের হিতৈষী যে ব্যক্তির একটি পুত্র, সে পুত্র দান করিতে পারিবে না; যাহার একমাত্র স্ত্রী, সে তাহা দান করিতে পারিবে না, যাহার একটিমাত্র কন্যা, সে ঐ কন্যারও শৈববিবাহ দিতে পারিবে না। ১২৫। দৈবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে, বাণিজ্যে—বিশেষতঃ রাজদ্বারে যিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া যাহা করিবেন, তাহা নিয়োগকর্ত্তারই কৃত বলিয়া গণ্য হইবে। ১২৬। হে সুব্রতে! ইহা চিরন্তন নিয়ম যে, নিয়োগকর্ত্তা কোন দোষে দোষী হইলে তদ্দোষে প্রতিনিধি বা দূত দণ্ডার্হ হইতে পারে না। ১২৭। ঋণগ্রহণ, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য এবং অন্যান্য কার্য্যে যেরূপ অঙ্গীকার করিবে,

অধীশেনাবিতং বিশ্বং নাশং যাতি নিরঙ্কুশং।
তৎপাতৄন্ পাতি বিশ্বেশস্তস্মাল্লোকহিতো ভবেৎ ॥ ১২৯

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে সনাতনব্যবহারকথনং
নাম দ্বাদশোল্লাসঃ।

# ত্রয়োদশোল্লাসঃ

ইতি নিগদিতবন্তং দেবদেবং মহেশং
নিখিলনিগমসারং স্বর্গমোক্ষৈকবীজম্।
কলিমলকলিতানাং পাবনৈকান্তচিন্তা,
ত্রিভুবনজনমাতা পার্ব্বতী প্রাহ ভক্ত্যা ॥ ১

শ্রীদেব্যুবাচ।

মহদ্‌যোনেরাদিশক্তের্ম্মহাকাল্যা মহাদ্যুতেঃ।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতায়াঃ কথং রূপনিরূপণম্ ॥ ২

---

ধর্ম্মসম্মত হইলে তদনুরূপ আচরণ করাই কর্ত্তব্য। ১২৮। জগদীশ্বর এই জগতের রক্ষাকর্ত্তা। যাহারা এই জগতে অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা স্বয়ং নষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা ঈশ্বররক্ষিত জগতের রক্ষাকার্য্যে ব্রতী, জগদীশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করেন; অতএব সর্ব্বদা জগতের হিতসাধন করা কর্ত্তব্য। ১২৯।

দেবদেব মহাদেব নিখিল নিগমের সারভূত এবং স্বর্গমোক্ষের বীজস্বরূপ এই কথা কহিলে কলিমলকলুষিত জীবদিগের পবিত্রতার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষিণী হইয়া ত্রিভুবনজননী পার্ব্বতী ভক্তিভরে কহিলেন। ১।

দেবী কহিলেন, যিনি মহদ্‌যোনি, * মহাদ্যুতি † এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপিণী,

* মহদ্‌যোনি—যাঁহা হইতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও মহত্তত্ত্বাদি স্থূল সূক্ষ্ম অখিল জগৎ প্রকাশমান।

† মহাদ্যুতি—যিনি নিয়ত একভাবে সর্ব্বত্র প্রকাশমান।

রূপং প্রকৃতিকার্য্যাণাং সা তু সাক্ষাৎ পরাৎপরা।
এতন্মে সংশয়ং দেব বিশেষাচ্ছেত্তুমর্হসি ॥ ৩
শ্রীসদাশিব উবাচ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং পূর্ব্বমেব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্ ॥ ৪
শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে ॥ ৫
অতস্তস্যাঃ কালশক্তের্নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ ॥ ৬
নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্ ॥ ৭
শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নেত্রৈরখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্ ॥ ৮

---

কিরূপে সেই আদ্যাশক্তি মহাকালীর রূপনিরূপণ হইতে পারে? ২। হে দেব! প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত পাঞ্চভৌতিক পদার্থেরই রূপ আছে, কিন্তু মহাকালী সাক্ষাৎ পরাৎপরা। (যাহা হউক) আমার এ বিষয়ে বিশেষ সংশয় আছে, আপনি তাহা ছেদন করুন। ৩।

সদাশিব কহিলেন, হে প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উপাসকদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়ানুসারে দেবীর রূপকল্পনা হইয়া থাকে। ৪। হে শৈলজে! শ্বেত, পীত প্রভৃতি বর্ণ-সকল যেরূপ একমাত্র কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তাহার ন্যায় সমুদয় পদার্থই আদ্যাকালীতে বিলীন হইয়া থাকে। ৫। এই জন্য যাঁহারা যোগী, তাঁহারা সেই নির্গুণা, নিরাকারা, বিশ্বহিতৈষিণী কালশক্তির কৃষ্ণবর্ণ কল্পিত করিয়াছেন। ৬। তিনি কালরূপিণী, নিত্যা, অব্যয়া, *শিবাত্মিকা ও কল্যাণময়ী, সুতরাং তিনি অমৃতস্বরূপ হেতু, তদীয় ললাটে চন্দ্রকলা কল্পিত হইয়াছে। ৭। তিনি সতত চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ ত্রিনেত্র দ্বারা কালসম্ভূত এই জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এই হেতু যোগিগণ তাঁহার ত্রিনয়ন কল্পনা করিয়াছেন। ৮।

* নিত্যা—যাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই এবং যিনি একভাবে সতত সংস্থিতা অব্যয়া—যাঁহার ক্ষয় বা অপচয় নাই।

গ্রসনাৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং কালদন্তেন চর্ব্বণাৎ।
তদ্রক্তসঙ্ঘো দেবেশ্যা বাসোরূপেণ ভাষিতম্॥ ৯
সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে।
প্রেরণং স্বস্বকার্য্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতম্॥ ১০
রজোজনিতবিশ্বানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতি।
অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা॥ ১১
ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম্।
পশ্যন্তী চিন্ময়ী দেবী সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপিণী॥ ১২
এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥ ১৩

শ্রীদেব্যুবাচ।

ধ্যানং যৎ কথিতং কাল্যা জীবনিস্তারহেতবে।
তস্যানুরূপতো মূর্ত্তিং মৃন্ময়ীং বা শিলাময়ীম্॥ ১৪

তিনি প্রলয়সময়ে সর্ব্বপ্রাণীকে গ্রাস ও কালদন্তে চর্ব্বণ করেন বলিয়া জীবের রুধিরসঙ্ঘাত সেই মহাকালীর রক্তবস্ত্ররূপে কল্পিত হইয়াছে। ৯। হে শিবে! তিনি বিপদ্ হইতে যথাযথ সময়ে জীবগণকে রক্ষা ও স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করেন বলিয়া তাঁহার হস্তে বর ও অভয় শোভা পাইয়া থাকে। ১০। হে ভদ্রে! তিনি রজোগুণজাত বিশ্বে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া তাঁহার রক্তপদ্মে অধিষ্ঠান কথিত হইয়া থাকে। ১১। সৃষ্টিকালসম্ভূত মহাকাল মোহময়ী সুরাপান করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, অর্থাৎ কালের প্রভাবে শূন্যস্থানে নূতন জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, কোথাও জীবসঙ্কুল জগৎ শূন্য হইয়া যাইতেছে, কোথাও ঘোর তিমিরাবৃত স্থান আলোকিত হইতেছে, কোথাও আলোকিত স্থান তিমিরাবৃত হইয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক জগৎ—প্রতি নক্ষত্র যথাযথ মার্গে প্রধাবিত হইতেছে, চিন্ময়ী সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপিণী দেবী ইহা দর্শন করিয়া থাকেন। ১২। সামান্যজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তদিগের হিতসাধনোদ্দেশে উক্ত প্রকার গুণানুসারে সেই ভগবতীর নানাপ্রকার রূপকল্পনা হয়। ১৩

দেবী কহিলেন, (হে ভগবন্! হে দেবদেবেশ! হে প্রভো! আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া) জীবের নিস্তার হেতু আপনি আদ্যাদেবীর যে

দারুধাতুময়ীং বাপি নির্ম্মায় যদি সাধকঃ।
বিচিত্রভবনং কৃত্বা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাম্।
স্থাপয়েত্তত্র দেবেশীং কিং ফলং তস্য জায়তে॥ ১৫
প্রতিষ্ঠা কেন বিধিনা তস্যাঃ প্রতিকৃতেঃ প্রভো।
কর্ত্তব্যা তদশেষেণ কৃপয়া মে প্রকাশ্যতাম্॥ ১৬
বাপীকূপগৃহারামদেবপ্রতিকৃতেস্তথা।
প্রতিষ্ঠা সূচিতা পূর্ব্বং গদিতা ন বিশেষতঃ॥ ১৭
তদ্বিধানমপি শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বন্মুখাম্বুজাৎ।
কথ্যতাং পরমেশান কৃপয়া যদি রোচতে॥ ১৮

শ্রীসদাশিব উবাচ।

গুহ্যমেতৎ পরং তত্ত্বং যৎ পৃষ্টং পরমেশ্বরি।
কথয়ামি তব স্নেহাৎ সমাহিতমনাঃ শৃণু॥ ১৯
সকামাশ্চৈব নিষ্কামা দ্বিবিধা ভুবি মানবাঃ।
অকামানাং পদং মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে॥ ২০

ধ্যানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন. যদি সাধক তদনুরূপ মূর্ত্তি মৃত্তিকা, শিলা, কাষ্ঠ বা ধাতু দ্বারা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কারভূষিত করে এবং বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে মহেশ্বরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে, তাহা হইলে তাহার কি ফল ঘটিবে? হে প্রভো। কোন্ বিধিক্রমে সেই প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, দয়া করিয়া তাহা আমাকে সবিশেষ জানাইয়া দিউন। ১৪-১৬। যদিও আপনি বাপী, কূপ, গৃহ, আরাম ও দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা সবিস্তার বলেন নাই। ১৭। হে মহেশ্বর! এক্ষণে আমি আপনার মুখকমল হইতে তাহার সম্পূর্ণ বিধান শ্রবণ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি, যদি অভিপ্রায় হয়, কৃপা করিয়া বলুন। ১৮

সদাশিব কহিলেন, হে পরমেশ্বরি! তুমি যে সমুদয় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা অতিশয় গুহ্য, তোমার প্রতি আমার অটল স্নেহ হেতু উহা বলিতেছি, স্থিরমনে শ্রবণ কর। ১৯। এই সংসারে সকাম ও নিষ্কাম এই দুই শ্রেণীর মানব আছে, ইহার মধ্যে যাহারা নিষ্কাম, তাহারা মোক্ষপদের অধিকারী।

যো যদ্দেবপ্রতিকৃতিং প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রিয়ে।
স তল্লোকমবাপ্নোতি ভোগানপি তদুদ্ভবান্ ॥ ২১
মৃন্ময়ে প্রতিবিম্বে তু বসেৎ কল্পাযুতং দিবি।
দারুপাষাণধাতূনাং ক্রমাদ্দশগুণাধিকম্ ॥ ২২
তৃণকাষ্ঠাদিরচিতং ধ্বজবাহনসংবৃতম্।
মন্দিরং দেবমুদ্দিশ্য কামমুদ্দিশ্য বা নরঃ।
সংকুর্য্যাদুৎসৃজেদ্বাপি তস্য পুণ্যং নিশাময় ॥ ২৩
তৃণাদিনির্ম্মিতং গেহং যো দদ্যাৎ পরমেশ্বরি।
বর্ষকোটিসহস্রাণি স বসেদ্দেববেশ্মনি ॥ ২৪
ইষ্টকাগৃহদানে তু তস্মাচ্ছতগুণং ফলম্।
ততোঽযুতগুণং পুণ্যং শিলাগেহপ্রদানতঃ ॥ ২৫
সেতুসংক্রমদাতাম্বে যমলোকং ন পশ্যতি।
সুখং সুরালয়ং প্রাপ্য মোদতে স্বর্নিবাসিভিঃ ॥ ২৬

কামীর যেরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা বলিতেছি। ২০। প্রিয়ে! যে যে দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে, সে সেই দেবলোকে গমন পূর্ব্বক নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া থাকে। ২১। মৃন্ময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতিষ্ঠাতার দশ-সহস্রকল্প স্বর্গবাস ঘটে; দারুময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে লক্ষকল্প, প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে দশলক্ষকল্প, ধাতুময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে কোটিকল্প সুরপুরে বাস হইয়া থাকে। ২২। যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতি অথবা অন্তকামনায় ধ্বজ ও বাহনসহিত তৃণরচিত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উৎসর্গ বা সংস্কার করে, তাহার পুণ্যের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৩। হে পরমেশ্বরি! যে ব্যক্তি তৃণাদি-নির্ম্মিত গৃহ দান করে, তাহার সহস্রকোটি বৎসর সুরলোকে অবস্থিতি ঘটে। ২৪। এইরূপ ইষ্টক ও শিলাগৃহদানে যথাক্রমে শতগুণ ও দশসহস্রগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। ২৫। হে অম্বে! যে ব্যক্তি সেতু ও সংক্রম * নির্ম্মাণ

* সেতু ও সংক্রম প্রায়শঃ একার্থেই প্রযুক্ত হয় বটে, তথাপি কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। গভীর সলিলাদির উপর যে শূন্যগর্ভ পথ প্রস্তুত হয়, তাহাকেই সেতু কহে; আর অগভীর স্থলে তলদেশ হইতে মৃত্তিকাদি ফেলিয়া ক্রমে ক্রমে উচ্চভাবে ভূমির উপর যে পূর্ণগর্ভ পথ প্রস্তুত হয়, তাহাকেই সংক্রম বলা যায়।

বৃক্ষারামপ্রতিষ্ঠাতা গত্বা ত্রিদশমন্দিরম্।
কল্পপাদপবৃন্দেষু নিবসন্ দিব্যবেশ্মনি।
ভুঙ্‌ক্তে মনোরমান্ ভোগান্ মনসো যানভীপ্সিতান্॥ ২৭
প্রীতয়ে সর্ব্বসত্ত্বানাং যে প্রদদ্যুর্জলাশয়ম্।
বিধূতপাপাস্তে প্রাপ্য ব্রহ্মলোকমনাময়ম্।
নিবসেয়ুঃ শতং বর্ষানম্ভসাং প্রতিশীকরম্॥ ২৮
যো দদ্যাদ্বাহনং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকম্।
স তেন রক্ষিতো নিত্যং তল্লোকে নিবসেচ্চিরম্॥ ২৯
মৃন্ময়ে বাহনে দত্তে যৎ ফলং জায়তে ভুবি।
দারুজে তদ্দশগুণং শিলাজে তদ্দশাধিকম্॥ ৩০
রিত্তিকাকাংস্যতাম্রাদিনির্ম্মিতে দেববাহনে।
দত্তে ফলমবাপ্নোতি ক্রমাৎ শতগুণাধিকম্॥ ৩১
দেব্যাগারে মহাসিংহং বৃষভং শঙ্করালয়ে।
গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদদ্যাৎ সাধকোত্তমঃ॥ ৩২

করে, তাহাকে আর যমলোক দর্শন করিতে হয় না, সে পরমসুখে অমরগণের সহিত অমরালয়ে বাস করিয়া থাকে।২৬। যে ব্যক্তি বৃক্ষ ও উদ্যান-প্রতিষ্ঠাতা, সে ব্যক্তি দেবলোকে গমন করিয়া কল্পবৃক্ষবিশোভিত দিব্যগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক যথাভিলষিত মনোহর ভোগ্য বস্তুসকল ভোগ করিয়া থাকে।২৭। সকল জীবের তৃপ্তির জন্য যে ব্যক্তি জলাশয় উৎসর্গ করে, সে ব্যক্তি নিষ্পাপ হইয়া অনাময় ব্রহ্মধামে গমন করিয়া থাকে; প্রতিষ্ঠিত জলাশয়ে যতগুলি জলকণা, তাহার তত শত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস ঘটে।২৮। হে দেবি! যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতিকারক কোন বাহন প্রদান করে, সে ঐ বাহন দ্বারা রক্ষিত হইয়া দেবলোকে অনন্তকাল অবস্থিতি করে।২৯। এই পৃথিবীতে মৃন্ময়বাহনদানে যে ফল, কাষ্ঠ ও প্রস্তরবাহন দান করিলে যথাক্রমে তাহার দশ দশগুণ করিয়া ফললাভ হয়।৩০। পিত্তল, কাংস্য, তাম্র প্রভৃতি ধাতু দ্বারা বাহন প্রস্তুত করিয়া দেবতাকে দান করিলে যথাক্রমে শতগুণ অধিক ফললাভ হইয়া থাকে।৩১। শ্রেষ্ঠ সাধকের পক্ষে ভগবতীর গৃহে মহাসিংহ, শিবমন্দিরে বৃষভ ও বিষ্ণুমন্দিরে গরুড়ের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।৩২।

তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ করালাস্যঃ শটাশোভিতকন্ধরঃ।
চতুরঙ্ঘ্রি র্বজ্রনখো মহাসিংহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৩
শৃঙ্গাযুধঃ শুভ্রকায়*শ্চতুষ্পাদসিতক্ষুরঃ।
বৃহৎককুৎ কৃষ্ণপুচ্ছঃ শ্যামস্কন্ধো বৃষঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪
গরুড়ঃ পক্ষিজঙ্ঘস্তু নরাস্যো দীর্ঘনাসিকঃ।
পাদসঙ্কোচসংবিষ্টঃ পক্ষযুক্তঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩৫
পতাকাধ্বজদানেন দেবপ্রীতিঃ শতং সমাঃ।
ধ্বজদণ্ডস্তু কর্ত্তব্যো দ্বাত্রিংশদ্ধস্তসম্মিতঃ ॥ ৩৬
সুদৃঢ়শ্ছিদ্ররহিতঃ সরলঃ শুভদর্শনঃ।
বেষ্টিতো রক্তবস্ত্রেণ কোটৌ চক্রসমন্বিতঃ ॥ ৩৭
পতাকা তত্র সংযোজ্যা তত্তদ্বাহনচিহ্নিতা।
প্রশস্তমূলা সূক্ষ্মাগ্রা দিব্যবস্ত্রবিনির্ম্মিতা।
শোভমানা ধ্বজাগ্রে যা পতাকা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৮

যাহার দন্তসমূহ তীক্ষ্ণ, মুখমণ্ডল ভীষণ, কন্ধর কেশরে সুশোভিত, নখ বজ্রতুল্য, এরূপ চতুষ্পদ জন্তুই মহাসিংহ নামে পরিচিত। ৩৩ যাহার শরীর শ্বেতবর্ণ, মস্তক শৃঙ্গবিশিষ্ট, পৃষ্ঠ ককুদে সুশোভিত, পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ ও স্কন্ধদেশ শ্যামল, এতাদৃশ চতুষ্পদ জন্তু বৃষভ নামে পরিচিত। ৩৪। যাহার জঙ্ঘা পক্ষীর ন্যায়, মুখ মনুষ্যের ন্যায়, নাসিকা সুদীর্ঘ, চরণ সঙ্কোচবিশিষ্ট, যাহার শরীরে পক্ষদ্বয় বিরাজিত, যে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট, তাহাই গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি। ৩৫। ধ্বজপতাকা দান করিলে দেবতার শতবর্ষব্যাপিনী প্রীতি হইয়া থাকে। ধ্বজদণ্ড প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহা দ্বাত্রিংশৎ হস্ত-পরিমিত দীর্ঘ হওয়া কর্ত্তব্য। ৩৬। উহাকে ছিদ্রশূন্য, সরল, সুদৃঢ় ও রক্তবসনে বেষ্টিত করিতে হইবে। উহার অগ্রভাগে বিষ্ণুচক্র স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ৩৭। উহাতে পতাকা সংযোজিত করিবার নিয়ম এই,—পতাকার মূলদেশ প্রশস্ত ও অগ্র সূক্ষ্ম হইবে, রমণীয় বস্ত্রে উহা সুশোভিত হইবে, ধ্বজাগ্রে পতাকা বিন্যস্ত করা চাই। যে দেবতার উদ্দেশে পতাকা দেওয়া হইবে, পূর্ব্বকথিতরূপ সেই সেই বাহন চিহ্নিত ও যথাযথ লক্ষণ-

* শুক্লকায় ইতি চ পাঠঃ।

বাসোভূষণপর্য্যঙ্কযানসিংহাসনানি চ।
পানপ্রাশনতাম্বূলভাজনানি পতদ্গ্রহম্ ॥ ৩৯
মণিমুক্তাপ্রবালাদিরত্নান্যন্যপ্রিয়ঞ্চ যৎ।
যো দত্তাদ্দেবমুদ্দিশ্য শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
স তল্লোকং সমাসাদ্য তত্তৎকোটিগুণং লভেৎ ॥ ৪০
কামিনাং ফলমিত্যুক্তং ক্ষয়িষ্ণু স্বপ্নরাজ্যবৎ।
নিষ্কামানান্তু নির্ব্বাণং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪১
জলাশয়গৃহারামসেতুসংক্রমশাখিনাম্।
দেবতানাং প্রতিষ্ঠায়াং বাস্তুদৈত্যং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪২
অনর্চ্চয়িত্বা যো বাস্তুং কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি মানবঃ।
বিঘ্নং তস্যাচরেদ্বাস্তুঃ পরিবারগণৈঃ সহ ॥ ৪৩
কপিলাক্ষঃ পিঙ্গকেশো ভীষণো রক্তলোচনঃ।
কোটরাক্ষো লম্বকর্ণো দীর্ঘজঙ্ঘো মহোদরঃ ॥ ৪৪
অশ্বতুণ্ডঃ কাককণ্ঠো বজ্রবাহুর্ব্রতান্তকঃ।
এতে পরিকরা বাস্তোঃ পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৫
মণ্ডলং শৃণু বক্ষ্যামি যত্র বাস্তুং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৬

বুক্ত যাহা ধ্বজাগ্রে শোভা পায়, তাহাকেই পতাকা কহে। ৩৮। যিনি বসন, ভূষণ, পর্য্যঙ্ক, যান, সিংহাসন, পানপাত্র, তাম্বূলপাত্র, ভোজনপাত্র, পতদ্গ্রহ (পিকদান), মণি, মুক্তা ও প্রবাল প্রভৃতি রত্ন ও অন্যান্য প্রিয়বস্তু শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে দেবোদ্দেশে দান করেন, তিনি সেই সেই দেবলোকে গমন করিয়া দত্ত বস্তুর কোটিগুণ ফল লাভ করিয়া থাকেন। ৩৯-৪০। স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের ন্যায় কামীদিগের ফল নিতান্ত ক্ষয়শীল; যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহাদের আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, তাঁহারা নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন। ৪১। জলাশয়, গৃহ, আরাম, সেতু, সংক্রম, বৃক্ষ ও দেবপ্রতিষ্ঠায় সময় বাস্তুদৈত্যের পূজা করা কর্ত্তব্য। ৪২। বাস্তুদেবতার পূজা না করিয়া দেবপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কোন কার্য্য করিলে, বাস্তুদেব পরিবারের সহিত মিলিত হইয়া তাহার কর্ম্মে বাধা দিয়া থাকেন। ৪৩। কপিলাক্ষ, পিঙ্গকেশ, ভীষণ, রক্তলোচন, কোটরাক্ষ, লম্বকর্ণ, দীর্ঘজঙ্ঘ, মহোদর, অশ্বতুণ্ড, কাককণ্ঠ, বজ্রবাহু ও ব্রতান্তক ইঁহারা বাস্তুদেবতার পরিবার, যত্নপূর্ব্বক ইঁহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য। ৪৪-৪৫। যে মণ্ডলে বাস্তুদেবের

বেত্যাং বা সমদেশে বা শস্তাস্তিরুপলেপিতে।
বায়ব্যীশকোণয়োর্মধ্যে হস্তমাত্রপ্রমাণতঃ।
সূত্রপাতক্রমেণৈব রেখামেকাং প্রকল্পয়েৎ॥ ৪৭
ঈশানাদগ্নিপর্য্যন্তমপরাং রচয়েত্তথা।
আগ্নেয়ান্নৈর্ঋতং যাবৎ নৈর্ঋতাদ্বায়বাবধি॥ ৪৮
দত্ত্বা রেখে চতুষ্কোণমেকং মণ্ডলমালিখেৎ॥ ৪৯
কোণসূত্রে পাতয়িত্বা চতুর্দ্ধা বিভজেত্তু তৎ।
যথা তত্র ভবেদ্দেবি মৎস্যপুচ্ছচতুষ্টয়ম্॥ ৫০
ততো ভিত্ত্বা পুচ্ছমূলং বারুণাদ্বাসবাবধি।
কৌবেরাদ্যাম্যপর্য্যন্তং দদ্যাদ্রেখাদ্বয়ং সুধীঃ ৫১
ততশ্চতুর্ষু কোণেষু * কোণরেখাদ্বিতেষ্বপি।
কর্ণাকর্ণিপ্রয়োগেণ ন্যসেদ্রেখাচতুষ্টয়ম্॥ ৫২
এবং সঙ্কেতবিধিনা কোষ্ঠানাং ষোড়শং লিখন্।
পঞ্চবর্ণেন চূর্ণেন রচয়েদ্যন্ত্রমুত্তমম্॥ ৫৩

পূজা করা বিধি, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৬। বেদী বা কোন সমতল প্রশস্ত প্রদেশ জল দ্বারা লেপন করিয়া তাহাতে বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করত ঈশানকোণ পর্য্যন্ত এক হস্ত-পরিমাণ একটি সরল রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। ৪৭। অনন্তর ঈশান হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঐরূপ আকারের একটি সরল রেখা অঙ্কিত করিবে, পরে অগ্নি হইতে নৈর্ঋত এবং নৈর্ঋত হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত ঐরূপ একটি রেখা আঁকিয়া একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিতে হইবে। ৪৮-৪৯। হে দেবি! ঐ মণ্ডলের এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত দুইটি রেখা টানিয়া এরূপ করা চাই, যাহাতে চারিটি পুচ্ছাকার মৎস্য প্রাদুর্ভূত হয়। ৫০। তদনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ পুচ্ছমূল ভেদ করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিক্ পর্য্যন্ত একটি এবং উত্তর হইতে দক্ষিণদিক্ পর্য্যন্ত আর একটি রেখা টানিবে। ৫১। পরে ঐ মণ্ডলান্তর্গত চতুষ্কোণস্থ মণ্ডলচারিটিতে ঐ প্রকার কর্ণাকর্ণি এক একটি রেখা ও তন্মধ্যস্থ ঐ রেখা ভেদ করত পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব যাবৎ এক একটি এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ যাবৎ এক একটি রেখা কল্পনা করিতে হইবে। ৫২। এইরূপ সঙ্কেতবিধিক্রমে মণ্ডলে ষোলটি কোষ্ঠ লিখিবে, ( অর্থাৎ

* ততশ্চতুর্ষু কোষ্ঠেষু ইতি বা পাঠঃ।

চতুর্ষু মধ্যকোষ্ঠেষু পদ্মং কুর্য্যাৎ মনোহরম্।
চতুর্দলং পীতরক্তকর্ণিকং রক্তকেশরম্॥ ৫৪
দলানি শুক্লবর্ণানি যদ্বা পীতানি কল্পয়েৎ।
যথেষ্টৈঃ পূরয়েৎ পদ্মসন্ধিস্থানানি বর্ণকৈঃ॥ ৫৫
শাম্ভবং কোষ্ঠমারভ্য কোষ্ঠানাং দ্বাদশং ক্রমাৎ।
শ্বেতকৃষ্ণপীতরক্তৈশ্চতুর্ব্বর্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ॥ ৫৬
দক্ষিণাবর্ত্তযোগেন কোষ্ঠানাং পূরণং প্রিয়ে।
বামাবর্ত্তেন দেবানাং পূজনং তেষু সাধয়েৎ॥ ৫৭
পদ্মে সমর্চ্চয়েদ্বাস্তু-দৈত্যং বিঘ্নোপশান্তয়ে।
ঈশাদিদ্বাদশে কোষ্ঠে কপিলাস্যাদিদানবান্॥ ৫৮
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা কুর্ব্বন্নলসংস্কৃতিম্।
যথাশক্ত্যাহুতিং দত্ত্বা বাস্তুযজ্ঞং সমাপয়েৎ॥ ৫৯
ইতি তে কথিতা দেবি বাস্তুপূজা শুভপ্রদা।
যাং সাধয়ন্নরঃ ক্বাপি বাস্তুবিঘ্নৈর্ন বাধ্যতে॥ ৬০

মণ্ডলমধ্যে ষোলটি চতুষ্কোণ বা দ্বাত্রিংশৎ ত্রিকোণমণ্ডল হইবে) অনন্তর পঞ্চবর্ণের গুঁড়া দ্বারা উত্তমরূপে যন্ত্র রচনা করিবে। ৫৩। তদনন্তর মধ্যস্থিত কোষ্ঠচতুষ্টয়ের উপরিভাগে একটি মনোরম চতুর্দ্দল পদ্ম অঙ্কিত করিবে, উহার কর্ণিকা পীত ও বীজকোষমধ্যস্থ বীজ রক্তবর্ণ এবং কেশরসকল রক্তবর্ণ হইবে। ৫৪। পদ্মের দলসকল শুক্ল বা পীতবর্ণ হইবে, উহার সন্ধিস্থল যথাভিলষিত বর্ণে পরিপূর্ণ করা হইবে। ৫৫। পরে ঈশানকোণের কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট দ্বাদশ কোষ্ঠ যথাক্রমে শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণে পূর্ণ করিবে। ৫৬। হে প্রিয়ে! দক্ষিণাবর্ত্তযোগে এই সকল কোষ্ঠ পূরণ করা কর্ত্তব্য। পরে তাহাতে বামাবর্ত্তে (কপিলাস্যাদি দানব) দেবগণের পূজা করিতে হইবে। ৫৭। প্রথমে বিঘ্ন-নাশের জন্য পদ্মমধ্যে দীপ্যমান বাস্তুদৈত্যের পূজা করা কর্ত্তব্য, পরে ঈশানকোণস্থিত কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ কোষ্ঠে কপিলাস্যাদি দানবগণের পূজা করিতে হইবে। ৫৮। অনন্তর কুশণ্ডিকোক্ত বিধানক্রমে অগ্নিসংস্কার করিয়া যথাশক্তি আহুতি প্রদান পূর্ব্বক বাস্তুযজ্ঞ সমাপন করা চাই। ৫৯। হে দেবি! তোমাকে এই শুভদায়িনী বাস্তুপূজাবিধি বলিলাম, যিনি ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার কোন বাস্তুঘটিত ব্যাঘাত ঘটে না। ৬০।

শ্রীদেব্যুবাচ।

মণ্ডলং কথিতং বাস্তোর্ব্বিধানমপি পূজনে।
ধ্যানং ন গদিতং নাথ তদিদানীং প্রকাশয় ॥ ৬১

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ধ্যানং বচ্মি মহেশানি! শ্রূয়তাং বাস্তুরক্ষসঃ।
যস্যানুশীলনাৎ সদ্যো নশ্যন্তি সকলাপদঃ ॥ ৬২
চতুর্ভুজং মহাকায়ং জটামণ্ডিতমস্তকম্।
ত্রিলোচনং করালাস্যং হারকুণ্ডলশোভিতম্ ॥ ৬৩
লম্বোদরং দীর্ঘকর্ণং লোমশং পীতবাসসম্।
গদাত্রিশূলপরশুখট্টাঙ্গং দধতং করৈঃ ॥ ৬৪
অসিচর্ম্মধরৈর্ব্বীরৈঃ কপিলাদ্যাদিভির্বৃতম্।
শক্রূণামন্তকং সাক্ষাদুদ্যদাদিত্যসন্নিভম্ ॥ ৬৫
ধ্যায়েদ্দেবং বাস্তুপতিং কূর্ম্মপদ্মাসনস্থিতম্ ॥ ৬৬
মারীভয়ে রোগভয়ে ডাকিন্যাদিভয়ে তথা।
ঔৎপাতিকাপত্যদোষে ব্যালবক্ষোভয়েঽপি চ ॥ ৬৭

দেবী কহিলেন, হে নাথ! আপনি বাস্তুদেবের মণ্ডল ও পূজাবিধি বলিলেন, কিন্তু তাঁহার ধ্যানের কথা বলেন নাই, অতএব এক্ষণে তাহা প্রকাশ করুন। ৬১।

সদাশিব কহিলেন, হে মহেশ্বরি! বাস্তুরাক্ষসের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা অনুশীলন করিলে তৎক্ষণাৎ সকল আপদ্ দূরীভূত হয়। ৬২। যিনি চতুর্ভুজ ও মহাকায়, যাঁহার মস্তকে জটাসমূহ শোভমান, যাঁহার তিনটি চক্ষু, বদন করাল, যিনি হার ও কুণ্ডলে সুশোভিত, যিনি দীর্ঘকর্ণ ও লম্বোদর; যাঁহার শরীর রোমে আচ্ছন্ন, যাঁহার পীতবস্ত্র পরিধান, যিনি চতুর্ভুজে গদা, ত্রিশূল, পরশু ও খট্টাঙ্গ ধারণ করিয়া আছেন, কপিলাদ্য প্রভৃতি বীরগণ অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া যাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত, যিনি শত্রুগণের পক্ষে অন্তকসদৃশ, যিনি উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি কূর্ম্মোপরি পদ্মাসনে আসীন আছেন, সেই বাস্তুদেবকে ধ্যান করি। ৬৩-৬৬। মারীভয়, রোগভয়, ডাকিনী

ধ্যাত্বৈবং পূজয়েদ্বাস্তুং পরিবারসমন্বিতম্।
তিলাজ্যপায়সৈর্হুত্বা সর্ব্বশান্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৮
যথা বাস্তুঃ পূজনীয়ঃ প্রোক্তকর্ম্মসু সুব্রতে।
গ্রহাশ্চাপি তথা পূজ্যা দশদিক্‌পতিভির্যুতাঃ ॥ ৬৯
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাণী লক্ষ্মীশ্চ শঙ্করী।
মাতরঃ সগণেশাশ্চ সংপূজ্যা বসবস্তথা ॥ ৭০
পিতরো যন্ন তৃপ্তাঃ স্যুঃ কর্ম্মস্বেতেষু কালিকে।
সর্ব্বং তস্য ভবেদ্ব্যর্থং বিঘ্নশ্চাপি পদে পদে ॥ ৭১
অতো মহেশি! যত্নেন প্রোক্তসংস্কারকর্ম্মসু।
পিতৄণাং তৃপ্তয়েঽত্রাভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ ৭২
গ্রহযন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বশান্তিবিধায়কম্।
যত্র সম্পূজিতাঃ সেন্দ্রা গ্রহা যচ্ছন্তি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৭৩
ত্রিত্রিকোণৈর্লিখেদ্‌যন্ত্রং তদ্বহির্বৃত্তমালিখেৎ।
বিদধ্যাদ্‌বৃত্তলগ্নানি দলান্যষ্টৌ চ তদ্বহিঃ ॥ ৭৪

প্রভৃতির ভয়, সন্তানের দোষ, ঔৎপাতিক ভয়, হিংস্রজন্তুর ভয় ও রাক্ষস-ভয় উপস্থিত হইলে এইরূপ ধ্যান করিয়া পরিবারসমন্বিত বাস্তুদেবের পূজা করিবে। পরে তিল, ঘৃত ও পায়স দ্বারা হোম করিলে সর্ব্ববিষয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিবে। ৬৭-৬৮। হে সুব্রতে! পূর্ব্বোক্ত সমুদয় কার্য্যে যেরূপ বাস্তুদেবতা পূজনীয়, সেইরূপ নবগ্রহ ও দশদিক্‌পাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সরস্বতী, লক্ষ্মী, শঙ্করী, মাতৃগণ, বসুগণ, গণেশ এই সকলের পূজা করিবে। ৬৯-৭০। হে কালিকে! পূর্ব্বোক্ত সমুদয় কার্য্যে পিতৃগণের তৃপ্তি না ঘটিলে কর্ম্মকর্ত্তার সকল কার্য্য ব্যর্থ হয় ও পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ৭১। অতএব হে মহেশ্বরি! পূর্ব্বোক্ত সমুদয় সংস্কারকার্য্যে পিতৃগণের উদ্দেশে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। ৭২। একণে তোমার নিকটে সর্ব্বশান্তিবিধায়ক গ্রহযন্ত্রের কথা বলিতেছি। ইহাতে গ্রহগণ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিলে ইষ্টফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৭৩। (দুইটি অধোমুখ ও একটি ঊর্দ্ধমুখ, এইরূপ) তিনটি ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিয়া তদ্বহির্ভাগে একটি গোলাকার মণ্ডল লিখিবে, তদ্বহির্ভাগে তৎসংলগ্ন অষ্টদল

চতুর্দ্বারান্বিতং কুর্য্যাৎ ভূপুরং সুমনোহরম্।
বাসবেশানয়োর্ম্মধ্যে ভূপুরস্য বহিঃস্থলে ॥ ৭৫
বৃত্তং বিরচয়েদেকং প্রাদেশপরিমাণকম্।
রক্ষোবারুণয়োর্ম্মধ্যে চাপরং কল্পয়েত্তথা ॥ ৭৬
নবগ্রহাণাং বর্ণেন নব কোণানি পূরয়েৎ।
মধ্যত্রিকোণয়ো পার্শ্বৌ সব্যদাক্ষিণভেদতঃ ॥ ৭৭
শ্বেতপীতৌ বিধাতব্যৌ পৃষ্ঠভাগঃ সিতেতরঃ।
অষ্টদিক্‌পতিবর্ণেন পর্ণান্যষ্টৌ প্রপূরয়েৎ ॥ ৭৮
সিতরক্তাসিতৈশ্চূর্ণৈঃ পুরঃ প্রাকারমাচরেৎ।
পুরো বহিঃস্থে যে বৃত্তে দেবি প্রাদেশসম্মিতে ॥ ৭৯
উপর্য্যধঃক্রমেণৈব রক্তশ্বেতে বিধায় চ।
সন্ধিস্থানানি যন্ত্রস্য স্বেচ্ছয়া রচয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮০

পদ্ম রচনা করিবে। ৭৪। * পরে তাহার বাহিরে চতুর্দ্বারযুক্ত মনোহর ভূপুর রচনা করিবে। উহার বহির্ভাগে পূর্ব্ব ও ঈশান কোণের মধ্যে অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। অনন্তর পশ্চিমদিক্ ও নৈঋর্তকোণের মধ্যে ঐরূপ আর একটি মণ্ডল প্রস্তুত করিবে। ৭৫-৭৬। পরে নবগ্রহের বর্ণ দ্বারা যন্ত্রের নয়টি ত্রিকোণ পূর্ণ করিবে। † মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণের দক্ষিণ ও বাম দুই পার্শ্ব শ্বেতবর্ণ ও পীতবর্ণ করিবে, পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণে বিভূষিত করিতে হইবে। অনন্তর অষ্টদিক্‌পালের বর্ণ দ্বারা অষ্টদল পূরণ করিবে। ৭৭-৭৮। ‡ শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ দ্বারা ভূপুরের প্রাচীর সুরঞ্জিত করিবে। হে দেবি! ভূপুরের বহিঃস্থিত অর্দ্ধহস্তপরিমিত দুই বৃত্তের মধ্যে উপরিভাগস্থ বৃত্ত রক্ত ও অধোভাগস্থ বৃত্ত শ্বেতবর্ণ করিয়া সন্ধিস্থান সমুদয় অভীষ্ট বর্ণ দ্বারা পূরণ করা

* এইরূপ যন্ত্র অঙ্কিত করিলেই নবগ্রহের নয়টি ত্রিকোণ কোষ্ঠ হইবে আর মধ্যত্রিকোণের তিন দিকে অপর তিনটি বিষম-চতুর্ভুজ কোষ্ঠ নির্ম্মিত হইবে।

† সূর্য্যের বর্ণ লোহিত, চন্দ্রের শ্বেত, মঙ্গলের অরুণ, বুধের পাণ্ডু, গুরুর পীত, শুক্রের শুভ্র, শনির কৃষ্ণ এবং রাহু ও কেতুর বর্ণ বিচিত্র।

‡ ইন্দ্রের বর্ণ পীত, অগ্নির লোহিত, যমের কৃষ্ণ, নিঋর্তির শ্যামল, বরুণের শ্বেত, বায়ুর কৃষ্ণ, কুবেরের সুবর্ণবর্ণ এবং ঈশানের বর্ণ পূর্ণচন্দ্র তুল্য।

যৎকোষ্ঠে যো গ্রহঃ পূজ্যো যৎপত্রে যশ্চ দিক্‌পতিঃ
যদ্দ্বারেঽবস্থিতা যে চ তৎক্রমং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৮১
মধ্যকোণে যজেৎ সূর্য্যং পার্শ্বয়োররুণং শিখাম্ ।
পশ্চাৎ প্রচণ্ডয়োর্দ্দণ্ডৌ পূজয়েদংশুমালিনঃ ॥ ৮২
ভানূর্দ্ধকোণে পূর্ব্বস্থামর্চ্চয়েদ্রজনীকরম্ ।
আগ্নেয়ে মঙ্গলং যাম্যে বুধং নৈর্ঋতকোণকে ॥ ৮৩
বৃহস্পতিং বারুণে চ দৈত্যাচার্য্যং প্রপূজয়েৎ ।
শনৈশ্চরন্তু বায়ব্যে কৌবেরেশানয়োঃ ক্রমাৎ ।
রাহুং কেতুং যজেৎ চন্দ্রং পরিতস্তারকাগণান্ ॥ ৮৪
সূর্য্যো রক্তঃ শশী শুক্লো মঙ্গলোঽরুণবিগ্রহঃ ।
বুধজীবৌ পাণ্ডুপীতৌ শ্বেতঃ শুক্রোঽসিতঃ শনিঃ ।
রাহুকেতূ বিচিত্রাভৌ গ্রহবর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮৫
চতুর্ভুজং রবিং ধ্যায়েৎ পদ্মদ্বয়বরাভয়ৈঃ ।
চিন্তয়েচ্ছশিনং দানমুদ্রাঽমৃতকরাম্বুজম্ ॥ ৮৬

সাধকের কর্ত্তব্য। ৭৯-৮০। যে যে প্রকোষ্ঠে যে যে গ্রহ পূজ্য ও যে যে দিক্‌পাল অর্চ্চনীয় এবং যে যে দেবতার অবস্থিতি, তাহার ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮১। মধ্যত্রিকোণে সূর্য্যের পূজা করিবে, তৎপার্শ্বদ্বয়ে অরুণ ও শিখার পূজা করিবে, অনন্তর সূর্য্যের পশ্চাতে অরুণ ও শিখার দণ্ডের অর্চ্চনা করিবে। ৮২। সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে ঊর্দ্ধকোণলগ্ন ত্রিকোণে চন্দ্রের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর অগ্নিকোণের ত্রিকোণে মঙ্গলের, দক্ষিণের ত্রিকোণে বুধের, নৈর্ঋতকোণের ত্রিকোণে বৃহস্পতির, পশ্চিমের ত্রিকোণে শুক্রের, বায়ু-কোণের ত্রিকোণে শনির, উত্তরদিকের ত্রিকোণে রাহুর ও ঈশানকোণের ত্রিকোণে কেতুর পূজা করিয়া পূর্ব্বত্রিকোণমণ্ডলমধ্যস্থ চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে তারাগণের পূজা করিবে। ৮৩-৮৪। সূর্য্যের বর্ণ রক্ত, চন্দ্রের শ্বেত, মঙ্গলের অরুণ, বুধের পাণ্ডু, বৃহস্পতির পীত, শুক্রের শ্বেত, শনির কৃষ্ণ এবং রাহু ও কেতুর বিচিত্র বর্ণ। গ্রহগণের বর্ণ এই কীর্ত্তিত হইল। ৮৫। সূর্য্যের ধ্যান করিতে হইলে চতুর্ভুজ ধ্যান করিবে। তাঁহার দুই হস্তে দুইটি পদ্ম এবং দুই হস্তের মধ্যে এক হস্তে বর ও অন্য হস্তে অভয়। চন্দ্রকে ধ্যান

কুজমীষৎকুব্জতনুং হস্তাভ্যাং দণ্ডধারিণম্।
ধ্যায়েৎ সোমাত্মজং বালং ভাললোলিতকুণ্ডলম্॥ ৮৭
যজ্ঞসূত্রাম্বিতং ধ্যায়েৎ পুস্তকাক্ষকরং গুরুম্।
এবং দৈত্যগুরুঞ্চাপি কাণং খঞ্জং শনৈশ্চরম্।
রাহুকেতু শিরঃকায়ৌ বিকৃতৌ ক্রূরচেষ্টিতৌ॥ ৮৮
যৈঃ যৈর্ধ্যানৈর্গ্রহানিষ্ট্বা যজেদিন্দ্রাদিদিক্‌পতীন্।
দলেষষ্টসু পূর্ব্বাদিক্রমতঃ সাধকোত্তমঃ॥ ৮৯
সহস্রাক্ষং যজেদাদৌ পীতকৌষেয়বাসসম্।
বজ্রপাণিং পীতরুচিং স্থিতমৈরাবতোপরি। ॥ ৯০
রক্তাভং ছাগবাহস্থং শক্তিহস্তং হুতাশনম্॥ ৯১
ধ্যায়েৎ কালং লুলাপস্থং দণ্ডিনং কৃষ্ণবিগ্রহম্।
নির্ঋতিং খড়্গহস্তঞ্চ শ্যামলং বাজিবাহনম্॥ ৯২

করিতে হইলে তাঁহার এক হস্তে অমৃত ও অপর হস্তে দানমুদ্রা বিদ্যমান। ৮৬। * মঙ্গলের ধ্যান—তিনি ঈষৎ কুব্জদেহ, তাঁহার হস্তে দণ্ড বিদ্যমান। বুধের ধ্যান—তিনি বালক তাঁহাব ললাটে চঞ্চল কুণ্ডল শোভিত। ৮৭। বৃহস্পতির ধ্যান—তাঁহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত, এক হস্তে পুস্তক ও অন্য হস্তে অক্ষমালা। শুক্রের ধ্যান—তিনি একচক্ষুহীন। শনির ধ্যান—তিনি খঞ্জ। রাহুর ধ্যান—তিনি দেহ ও মস্তকহীন। কেতুর ধ্যান—তিনি মস্তকহীন; ইঁহারা উভয়েই ক্রূর-কর্ম্মা ও বিকৃতাকার। ৮৮। এইরূপে গ্রহগণের ধ্যান করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিবে। অনন্তর সাধকবর পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টদলপদ্মের প্রত্যেক দলে এক এক দিক্‌পালের পূজা করিবে। ৮৯। অগ্রে ইন্দ্রের পূজা করিতে হইবে। তিনি সহস্রলোচন ও পীতবর্ণ, পরিধান কৌষেয়বস্ত্র। ৯০। তাঁহার হস্তে বজ্র, শরীর পীতবর্ণ, ঐরাবতের উপরিভাগে তিনি সমাসীন। অগ্নির শরীর রক্তবর্ণ, তিনি ছাগবাহনে উপবিষ্ট, তাঁহার হস্তে শক্তিনামক অস্ত্র ৯১। কালস্বরূপ যমের মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার হস্তে দণ্ড এবং বাহন মহিষ। নির্ঋতি শ্যামবর্ণ, তাঁহার হস্তে খড়্গ, বাহন অশ্ব। ৯২।

---

* সাধারণতঃ সকলে দান করিবার কালে যে প্রকার হস্তভঙ্গী করে, তাহাই দান-মুদ্রা নামে কথিত।

বরুণং মকরারূঢ়ং পাশহস্তং সিতপ্রভম্।
ধ্যায়েৎ কৃষ্ণছবিং বায়ুং মৃগস্থঞ্চাঙ্কুশায়ুধম্॥ ৯৩
কুবেরং কনকাকারং রত্নসিংহাসনস্থিতম্।
স্তুতং যক্ষগণৈঃ সর্ব্বৈঃ পাশাঙ্কুশকরাম্বুজম্॥ ৯৪
ঈশানং বৃষভারূঢ়ং ত্রিশূলবরধারিণম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং পূর্ণেন্দুসদৃশপ্রভম্॥ ৯৫
ধ্যাত্বা চৈতান্ ক্রমাদিষ্ট্বা ব্রহ্মানন্তৌ পুরো বহিঃ।
ঊর্দ্ধাধোবৃত্তয়োরর্চ্চ্যৌ ততোঽর্চ্চ্যা দ্বারদেবতাঃ॥ ৯৬
উগ্রো ভীমঃ * প্রচণ্ডেশৌ পূর্ব্বদ্বাঃস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
জয়ন্তঃ ক্ষেত্রপালশ্চ নকুলেশো বৃহৎশিরাঃ।
যাম্যদ্বারে পশ্চিমে চ বৃকাশ্বানন্দদুর্জ্জয়াঃ॥ ৯৭
ত্রিশিরাঃ পুরজিচ্চৈব ভীমনাদো মহোদরঃ।
উত্তরদ্বারপার্শ্চেতে সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ॥ ৯৮
শ্রূয়তাং ব্রহ্মণো ধ্যানমনন্তস্যাপি সুব্রতে।
রক্তোৎপলনিভো ব্রহ্মা চতুরাস্যশ্চতুর্ভুজঃ॥ ৯৯
হংসারূঢ়ো বরাভীতিমালাপুস্তকপাণিকঃ॥ ১০০

বরুণ মকরবাহনে অধিষ্ঠিত, তাঁহার বর্ণ শ্বেত, হস্তে পাশ। বায়ুর হস্তে অঙ্কুশ, তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, বাহন মৃগ। ৯৩। কুবেরের দেহ সুবর্ণবর্ণ, তিনি রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট; তাঁহার হস্তপদ্মে পাশ ও অঙ্কুশ, যক্ষেরা চতুর্দ্দিকে তাঁহার স্তবকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত। ৯৪। বৃষভে আরোহণ পূর্ব্বক ঈশান ত্রিশূলহস্তে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার কান্তি পূর্ণচন্দ্র তুল্য, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম। ৯৫। ক্রমে এই দিক্‌পাল-গণের ধ্যান ও পূজা করিবে, অনন্তর ভূপুরের বাহিরে ঊর্দ্ধস্থ মণ্ডলে ব্রহ্মার ও অধঃস্থ মণ্ডলে অনন্তের অর্চ্চনা করিবে। পরে দ্বারদেবতাগণের পূজা। ৯৬। উগ্র, ভীম, প্রচণ্ড ও ঈশ, ইঁহারা পূর্ব্বদ্বারের অধিপতি; জয়ন্ত, ক্ষেত্রপাল, নকুলেশ্বর ও বৃহৎশিরা দক্ষিণদ্বারের অধিনায়ক; বৃক, অশ্ব, আনন্দ ও দুর্জ্জয়, ইঁহারা পশ্চিমদ্বারের অধিদেবতা। ৯৭। ত্রিশিরা, পুরজিৎ, ভীমনাদ ও মহোদর, ইঁহারা উত্তরদ্বারের অধিপতি, ইঁহারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রধারী। ৯৮। হে সুব্রতে! ব্রহ্মা ও অনন্তের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মার চারি হস্ত ও চারি মুখ, শরীর রক্তপদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ। ৯৯। তিনি হংসবাহনে

* উগ্রভীমঃ—পাঠান্তরম্।

হিমকুন্দেন্দুধবলঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।
সহস্রপাণিবদনো ধ্যেয়োঽনন্তঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১০১
ধ্যানং পূজাক্রমশ্চাপি যন্ত্রঞ্চ কথিতং প্রিয়ে ।
বাস্ত্বাদিক্রমতো হ্যেষাং মন্ত্রানপি শৃণু প্রিয়ে ॥ ১০২
ক্ষকারো হব্যবাহস্থঃ ষড়্দীর্ঘস্বরসংযুতঃ ।
ভূষিতো নাদবিন্দুভ্যাং বাস্তুমন্ত্রঃ ষড়ক্ষরঃ ॥ ১০৩
তারং মায়াং তীগ্ররশ্মে তেঽস্তমারোগ্যদং বদেৎ ।
বহ্নিজায়াং ততো দত্বা সূর্য্যমন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ ॥ ১০৪
কামো মায়া চ বাণী চ ততোঽমৃতকরেতি চ ।
অমৃতং প্লাবয়-দ্বন্দ্বং স্বাহা সোমমনুর্ম্মতঃ ॥ ১০৫
ঐঁ হুঁ। হ্রীঁ সর্ব্বপদাৎ দুষ্টান্নাশয় নাশয় ।
স্বাহাবসানো মন্ত্রোঽয়ং মঙ্গলস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৬

আসীন, তাঁহার চারি হস্তে যথাক্রমে পুস্তক, মাল্য, বর ও অভয় । ১০০ । অনন্তের বর্ণ হিম, কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায় শ্বেত ; তাঁহার চক্ষু সহস্র, পদ সহস্র ; দেব-দানবগণ এইরূপে সহস্রপদ সহস্রমুখ অনন্তদেবের ধ্যান করিয়া থাকেন । ১০১ । হে প্রিয়ে ! বাস্তুদেবতা প্রভৃতির ধ্যান, পূজা ও যন্ত্রাদির কথা বলিলাম, এক্ষণে উহাদের মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর ।১০২। ক্ষকার হব্যবাহের (রেফের) উপরিভাগে থাকিবে, তাহাতে ক্রমে ছয়টি দীর্ঘস্বর সংযুক্ত হইবে, উহা নাদবিন্দুতে বিভূষিত হইলেই ষড়ক্ষর মন্ত্র হইবে । ১০৩ । * প্রণব ও মায়া এই দুই পদ উচ্চারণ করিয়া তীগ্ররশ্মে এই পদ উচ্চারণ করিবে । পরে আরোগ্যদায় এই পদের পর স্বাহা উচ্চারণ করিবে, ইহারই নাম সূর্য্যমন্ত্রের উদ্ধার । ১০৪ । † কাম, মায়া, বাণী, অমৃতকর, অমৃতং প্লাবয় প্লাবয় স্বাহা ; এইটি সোমের মন্ত্র । ১০৫ । ‡ ঐঁ হুঁ। হ্রীঁ সর্ব্ব পদের পর, দুষ্টান্ নাশয় নাশয় স্বাহা এই পদ উচ্চারণ করিয়া স্বাহা এই পদ উচ্চারণ করিলেই মঙ্গলের মন্ত্র হয় । ১০৬ । ¶

* ইহা দ্বারা যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইল, তাহা এই—ক্ষ্রাঁ ক্ষ্রীঁ ক্ষ্রূঁ ক্ষ্রৈঁ ক্ষ্রৌঁ ক্ষ্রঃ ।

† ইহা দ্বারা সূর্য্যের এই মন্ত্র উদ্ধৃত হইল, যথা—ওঁ হ্রীঁ তীগ্ররশ্মে আরোগ্যদায় স্বাহা ।

‡ ইহা দ্বারা ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ অমৃতকরামৃতং প্লাবয় প্লাবয় স্বাহা এই মন্ত্রোদ্ধার হইল ।

¶ ইহা দ্বারা ঐঁ হুঁ। হ্রীঁ সর্ব্বদুষ্টান্ নাশয় নাশয় স্বাহা এই মন্ত্রোদ্ধার হইল ।

হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্যপদকোক্ত্বা সর্ব্বান্ কামাংস্ততো বদেৎ।
পূরয়ান্তে বহ্নিকান্তামেষ সোমাত্মজে মনুঃ ॥ ১০৭
তারেণ পুটিতা বাণী ততঃ সুরগুরো-পদম্।
অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছেতি স্বাহামন্ত্রো বৃহস্পতেঃ ॥ ১০৮
শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ ততঃ শৌঁ শঃ শুক্রমন্ত্রঃ সমীরিতঃ ॥ ১০৯
হূঁ হ্রূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবয়-পদদ্বয়ম্।
মার্ত্তণ্ডসূনবে পশ্চাৎ নমো মন্ত্রঃ শনৈশ্চরে ॥ ১১০
ঘাঁ হ্রৌঁ ভ্রৌঁ * হ্রীঁ সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয়দ্বয়ম্।
রাহবে নম ইত্যেব রাহোর্ম্মনুরুদাহৃতঃ ॥ ১১১ †
ক্রূঁ হ্রূঁ ক্রৈঁ কেতবে স্বাহা কেতোর্ম্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১২
লঁ রঁ মূঁ স্রূঁ বঁ যমিতি ক্ষঁ হৌঁ ব্রীমমিতি ক্রমাৎ।
ইন্দ্রাগ্ন্যনন্তদিক্পানাং দশ মন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ ॥ ১১৩

হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্য এই পদ উচ্চারণ করিয়া সর্ব্বান্ কামান্ এই পদোচ্চারণের পর পূরয় স্বাহা উচ্চারণ করিলে বুধের মন্ত্র হয়। ১০৭। ‡ অগ্রে তারপুটিতা বাণী, তাহার পর সুরগুরো, পশ্চাৎ অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছ, সর্ব্বপশ্চাৎ স্বাহা উচ্চারণ করিলে বৃহস্পতির মন্ত্র হয়। ১০৮। ¶ শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ ইহা শুক্রের মন্ত্র। ১০৯। হূঁ হ্রূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় মার্ত্তণ্ড-সূনবে নমঃ ইহা শনির মন্ত্র। ১১০। ঘাঁ হ্রৌঁ ভ্রৌঁ হ্রীঁ সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় রাহবে নমঃ, এইটি রাহুর মন্ত্র। ১১১। ক্রূঁ হ্রূঁ ক্রৈঁ কেতবে স্বাহা, এটি কেতুর মন্ত্র। ১১২। § ইন্দ্রের মন্ত্র লঁ, অগ্নির রঁ, যমের মূঁ, নির্ঋতির স্রূঁ, বরুণের বঁ, বায়ুর যঁ, কুবেরের ক্ষঁ, ঈশানের হৌঁ, ব্রহ্মার ব্রীঁ,

---

* হৈঁ ইতি চ পাঠঃ।
† রাহোর্মন্ত্র উদাহৃতঃ—পাঠান্তরম্।
‡ ইহা দ্বারা হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্য সর্ব্বান্ কামান্ পূরয় স্বাহা এই মন্ত্র উদ্ধৃত হইল।
¶ ইহা দ্বারা এই মন্ত্র উদ্ধৃত হইল—"ওঁ ঐঁ ওঁ সুরগুরো অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছ স্বাহা।"
§ গ্রহযামলে নবগ্রহমন্ত্র অন্যরূপ লিখিত আছে, যথা—
সূর্য্যের—ওঁ হ্রীঁ হ্রৌ সঃ। সোমের—ওঁ শ্রৌঁ শ্রেঁা সঃ। কুজের—ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ সঃ। বুধের—ওঁ হ্রৌ হ্রৌ হ্রা সঃ। বৃহস্পতির—ওঁ ঞোঁ ঞোঁ ঞোঁ সঃ। শুক্রের—ওঁ হ্রোঁ হ্রীঁ সঃ। শনির—ওঁ শোঁ শোঁ সঃ। রাহুর—ছোঁ ছাঁ ছোঁ সঃ। কেতুর—ওঁ কৌঁ কাঁ কৌঁ সঃ।

অন্যেষাং পরিবারাণাং নামমন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অনুক্তমন্ত্রে সর্ব্বত্র বিধিরেষঃ শিবোদিতঃ॥ ১১৪
নমোঽন্তমন্ত্রে দেবেশি ন নমো যোজয়েদ্বুধঃ।
স্বাহান্তেঽপি তথা মন্ত্রে ন দত্তাদ্বহ্নিবল্লভাম্॥ ১১৫
গ্রহাদিভ্যঃ প্রদাতব্যং পুষ্পং বাসশ্চ ভূষণম।
তেষাং বর্ণানুরূপেণ নান্যথা প্রীতয়ে ভবেৎ॥ ১১৬
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা বহ্নিং সংস্থাপয়ন্ সুধীঃ।
পুষ্পৈরচ্ছাবটৈর্ব্বা সমিদ্ভির্হোমমাচরেৎ॥ ১১৭

অনন্তের অং এই দশদিক্‌পালের মন্ত্র। ১১৩। অন্যান্য অঙ্গদেবতাগণের অথবা যে যে দেবতার মন্ত্র উক্ত হয় নাই, তাঁহাদের নামই মন্ত্র বলিয়া উল্লেখ হইবে, সদাশিবের এই ব্যবস্থা। ১১৪। * হে দেবি! যে মন্ত্রের শেষে নমঃ এই পদ আছে, সেই মন্ত্রোচ্চারণ করিবার কালে পাদ্যাদিপ্রদানে পুনর্ব্বার নমঃ কথার উল্লেখ অবিধেয়। স্বাহা পদ ব্যবহারসম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা। ১১৫। গ্রহাদির অনুরূপ বর্ণে পুষ্প বস্ত্র ও ভূষণাদি প্রদান করিতে হইবে, অন্যথাচরণ করিলে গ্রহদেবতাদিগের তৃপ্তি ঘটিবে না। ১১৬। † কুশণ্ডিকাবিধিক্রমে বহ্নিস্থাপন

---

* নামমন্ত্র সম্বন্ধে গন্ধর্ব্বতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে,—প্রণব অর্থাৎ ওঁ এবং বিন্দু এই উভয়ের মধ্যে দেবতার নামের আদ্যক্ষর বসাইলেই সেই দেবতার স্ববীজ হয়। যেমন গণেশের নামমন্ত্র ওঁ গঁ। অন্যান্য তন্ত্রের বিধানে দেখা যায় যে, দেবতার নামের আদিবর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলেই নামমন্ত্র হইয়া থাকে। যেমন লক্ষ্মীর লঁ।

† বিশেষ বিশেষ গন্ধ, বিশেষ বিশেষ পুষ্প ও বিশেষ বিশেষ ধূপাদি দ্বারা পূজা করিলে গ্রহগণ অধিকতর প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন, সংক্ষেপে তদ্বিষয় এই স্থানে প্রদর্শিত হইল।

গন্ধ সম্বন্ধে তন্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—

"রক্তচন্দনমর্কায় শ্বেতং চন্দ্রমসে তথা।
মঙ্গলে কুঙ্কুমং দদ্যাৎ সরলং সোমনন্দনে।
চতুঃসমং গুরবে চ শুক্রায় শ্বেতচন্দনম্।
শনৈশ্চরায় কস্তুরং রাহবে পদ্মমুত্তমম্।
কেতুনামেব সর্ব্বেষাং গন্ধকং গন্ধমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ সূর্য্যের রক্তচন্দন, চন্দ্রের শ্বেতচন্দন, কুজের কুঙ্কুম, বুধের সরলক ঠবর্ষণজ চন্দন, বৃহস্পতির তুল্যাংশে মিশ্রিত রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম ও সরলকাষ্ঠজ চন্দন, শুক্রের শ্বেতচন্দন, শনির কস্তুরী, রাহুর পদ্মকাষ্ঠজ চন্দন এবং কেতুর যাবতীয় গন্ধদ্রব্যের গন্ধই প্রীতিদায়ক।

এইরূপে যে পুষ্পে যে গ্রহের অধিকতর প্রীতি, তাহাও লিখিত হইল, যথা—

"অর্কপুষ্পে রবিঃ পূজ্যঃ কুমুদং শর্ব্বরীপতেঃ।
মঙ্গলে করবী রক্তা চম্পকে সোমনন্দনঃ।"
পদ্মপুষ্পে গুরুঃ পূজ্যো জাতিপুষ্পে চ ভার্গবঃ॥

শান্তিকর্ম্মণি পুষ্টৌ চ বরদো হব্যবাহনঃ।
প্রতিষ্ঠায়াং লোহিতাক্ষঃ শত্রুহা ক্রূরকর্ম্মণি ॥ ১১৮
শান্তৌ পুষ্টৌ মহেশানি তথা ক্রূরেঽপি কর্ম্মণি।
গ্রহযাগং প্রকুর্ব্বাণো বাঞ্ছিতার্থমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৯
যথা প্রতিষ্ঠাকার্য্যেষু দেবার্চ্চা-পিতৃতর্পণম্।
বাস্তোর্যাগে গ্রহাণাঞ্চ তথদেব বিধীয়তে ॥ ১২০
যদ্যেকস্মিন্ দিনে দ্বিত্রিঃ প্রতিষ্ঠা যাগকর্ম্ম চ।
তন্ত্রেণ তত্র দেবার্চ্চা পিতৃশ্রাদ্ধাগ্নিসংক্রিয়াঃ ॥ ১২১

করিয়া যথাবিহিত পুষ্প বা সমিধ দ্বারা হোম করা জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ১১৭। শান্তি ও পুষ্টিকার্য্যে অগ্নির নাম বরদ, প্রতিষ্ঠাকালে ইঁহার নাম লোহিতাক্ষ ও ক্রূরকর্ম্মের সময় শত্রুহা নাম হইয়া থাকে। ১১৮। হে মহেশ্বরি! যিনি শান্তি, পুষ্টি ও ক্রূরকার্য্যে গ্রহযাগ করেন, তাঁহার অভীষ্টফললাভ হইয়া থাকে। ১১৯। প্রতিষ্ঠাকার্য্যে যেরূপ দেবার্চ্চনা ও পিতৃতর্পণের প্রয়োজন, বাস্তু ও গ্রহ-যাগেও সেইরূপ দেবার্চ্চনা ও পিতৃতর্পণ বিহিত। ১২০। যদি এক দিবসে দুই বা তিন প্রতিষ্ঠা হয় কিংবা যাগকর্ম্ম করিতে হয়, তাহা হইলে একবারেই দেবার্চ্চনা, পিতৃশ্রাদ্ধ ও অগ্নিসংস্কার করিলেই আর করিতে হইবে না। ১২১।

মল্লিকে চ শনিঃ পূজ্যো রাহোরামলকী তথা।
কেতোরপরাজিতা চ গ্রহাণাং পুষ্পনির্ণয়ঃ ॥"

অর্থাৎ সূর্য্যের আকন্দপুষ্পে, চন্দ্রের কুমুদিনীতে, কুজের রক্ত করবীরে, বুধের চম্পকে, গুরুর পদ্মপুষ্পে, শুক্রের জাতিপুষ্পে, শনির মল্লিকাপুষ্পে, রাহুর আমলকীপুষ্পে এবং কেতুর অপরাজিতাপুষ্পে সমধিক প্রীতি জন্মে।

ধূপ সম্বন্ধেও এইরূপ অর্থাৎ এক এক প্রকার ধূপে এক এক গ্রহের অধিকতর সন্তোষ জন্মে। যথা—

"গুগ্‌গুলুক্ষ রবের্দদ্যাৎ সোমায় সরলং তথা।
দেবদারুক্ষ ভৌমায় বুধায় ঘৃতমিশ্রিতম্।
দশাঙ্গং গুরবে দদ্যাৎ অগৌরং দৈত্যমন্ত্রিণে।
ধূপং কৃষ্ণাগুরুং দদ্যাৎ সূর্য্যপুত্রায় ধীমতে।
রাহৌ গুড়ত্বকং দদ্যাৎ কেতুভ্যো ঘৃতমিশ্রিতম্ ॥"

অর্থাৎ গুগ্‌গুল সূর্য্যের, সরলকাষ্ঠ চন্দ্রের, দেবদারু কুজের, ঘৃতমিশ্রিত দেবদারু বুধের, দশাঙ্গধূপ গুরুর, অগৌরধূপ শুক্রের, কৃষ্ণাগুরু শনির, দারুচিনি রাহুর এবং ঘৃতমিশ্রিত দারুচিনি-ধূপ কেতুর প্রীতিপ্রদ।

জলাশয়গৃহারামসেতুসংক্রমশাখিনঃ।
বাহনাসনযানানি বাসোঽলঙ্করণানি চ ॥ ১২২
পানাশনীয়পাত্রাণি দেয়বস্তূনি যান্যপি।
অসংস্কৃতানি দেবায় ন প্রদদ্যুঃ ফলেপ্সবঃ ॥ ১২৩
কাম্যে কর্ম্মণি সর্ব্বত্র বুধঃ সংকল্পমাচরেৎ।
বিধিবাক্যানুসারেণ সম্পূর্ণসুকৃতাপ্তয়ে ॥ ১২৪
সংস্কৃতাভ্যর্চ্চিতং দ্রব্যং নামোচ্চারণপূর্ব্বকম্।
সম্প্রদানাভিধাঞ্চোক্ত্বা দত্ত্বা সম্যক্ ফলং লভেৎ ॥ ১২৫
জলাশয়গৃহারামসেতুসংক্রমশাখিনাম্।
কথ্যন্তে প্রোক্ষণে মন্ত্রাঃ প্রযোজ্যা ব্রহ্মবিত্তমা ॥ ১২৬
জীবনাধার জীবানাং জীবনপ্রদ বারুণ।
প্রোক্ষণে তব তৃপ্যন্তু জলভূচরখেচরাঃ ॥ ১২৭
তৃণকাষ্ঠাদিসম্ভূত বাসের ব্রহ্মণঃ প্রিয়।
ত্বাং প্রোক্ষয়ামি তোয়েন প্রীতস্ত্বং ভব সর্ব্বদা ॥ ১২৮
ইষ্টকাদিসম্ভূত বক্তব্যমিষ্টকামযে ॥ ১২৯

জলাশয়, গৃহ, আরাম, সেতু, সংক্রম, বৃক্ষ, বাহন, আসন, যান, বসন ও অলঙ্কার, পানপাত্র, ভোজনপাত্র অথবা অন্য কোন বস্তু দান করিতে হইলে সংস্কার ব্যতিরেকে দান করা ফলকামীর কর্ত্তব্য নহে। ১২২-১২৩। জ্ঞানী লোক সম্পূর্ণ সুকৃতিলাভের উদ্দেশে সকল কাম্যকর্ম্মেই যথাবিধি সঙ্কল্প করিবেন। ১২৪। যাহা দান করিতে হইবে, অগ্রে তাহার অর্চ্চনা ও সংস্কার করিয়া তাহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক যাহাকে দান করিতে হইবে, তাহার নামোল্লেখে দান করিলে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যাইতে পারে। ১২৫। জলাশয়, গৃহ, আরাম, সেতু, সংক্রম ও বৃক্ষ এ সকল প্রোক্ষিত করিতে হইলে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। ১২৬। হে বরুণদৈবত জলাধার! তুমি জীবনের আধার; তুমি জীবগণের জীবনবিধায়ক, আমার প্রোক্ষণে জলচর, স্থলচর ও খেচর সমুদয় জীব তৃপ্তিলাভ করুক। ১২৭। হে গৃহ! তুমি তৃণকাষ্ঠে বিনির্ম্মিত, তুমি উত্তম বাসযোগ্য স্থান এবং ব্রহ্মার প্রিয়বস্তু, আমি জল দ্বারা তোমাকে প্রোক্ষণ করিতেছি, তুমি সতত প্রীতিদায়ক হও। ১২৮। ইষ্টকাদিরচিত গৃহপ্রতিষ্ঠাকালে 'তৃণকাষ্ঠাদিসম্ভূত' না বলিয়া ইষ্টকাদি-সমুদ্ভূত বলিয়া ইষ্টকামনায়

ফলৈঃ পত্রৈশ্চ শাখাভিশ্ছায়াভিশ্চ প্রিয়ঙ্করাঃ।
যচ্ছন্তু মেঽখিলান্ কামান্ প্রোক্ষিতাস্তীর্থবারিভিঃ ॥ ১৩০
সেতুস্ত্বং ভবসিন্ধূনাং পারদঃ পথিকপ্রিয়ঃ।
ময়া সংপ্রোক্ষিতঃ সেতো যথোক্তফলদো ভব ॥ ১৩১
সংক্রম ত্বা প্রোক্ষয়ামি লোকানাং সংক্রমং যথা।
দদাসীহ তথা স্বর্গে সংক্রমো মে প্রদীয়তাম্ ॥ ১৩২
আরামপ্রোক্ষণে মন্ত্রো য এষ কথিতঃ প্রিয়ে।
স এব পাথিসংস্কারে প্রযোক্তব্যো মনীষিভিঃ ॥ ১৩৩
প্রণবো বারুণশ্চাস্ত্রং বীজত্রিতয়মম্বিকে।
সর্ব্বসাধারণদ্রব্যপ্রোক্ষণে বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৩৪
স্নাপনার্হং বাহনং চেৎ স্নাপয়েদ্ব্রহ্মবিত্তয়া।
অস্ত্রৈবার্ঘ্যতোয়েন কুশাগ্রেণ বিশোধয়েৎ ॥ ১৩৫

জন্ত বাক্যোল্লেখ করিবে। ১২৯। * আরামপ্রতিষ্ঠাকালে এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে,—হে আরাম! তুমি ফল, পত্র, শাখা ও ছায়া দ্বারা সকলের প্রিয়কার্য্য-সাধন করিয়া থাক, তীর্থসলিলে প্রোক্ষিত হইয়া তুমি আমার সকল বাসনা পূর্ণ কর। ১৩০। সেতুপ্রোক্ষণকালের মন্ত্র এই যে, হে সেতু! তুমি পথিকজনের প্রিয় এবং সংসারসমুদ্রের পারদায়ক, আমার প্রোক্ষণে তুমি আমাকে যথোক্ত ফল প্রদান কর। ১৩১। সংক্রমপ্রোক্ষণের মন্ত্র এই যে, হে সংক্রম! তুমি লোকদিগকে যেমন পরপারে লইয়া যাও, সেইরূপ আমাকে সংসারপার করিয়া স্বর্গে লইয়া যাও। ১৩২। হে প্রিয়ে! আরাম-প্রোক্ষণ-বিষয়ে যে মন্ত্রের কথা বলিলাম, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাতে পণ্ডিতগণ এই মন্ত্রই প্রয়োগ করিবেন। ১৩৩। † হে অম্বিকে! সর্ব্বসাধারণ বস্তু প্রোক্ষিত করিবার কালে প্রণব (ওঁ), বরুণবীজ (বঁ) ও অস্ত্র (ফট্) এই তিনটি বীজের ব্যবহার করিবে। ১৩৪। যাহাকে স্নান করান যাইতে পারে, সেইরূপ বাহন প্রভৃতিকে

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ প্রতিষ্ঠা ও প্রোক্ষণ করিতে হয়, তবে সে স্থলে "প্রস্তরাদিসম্ভূত" উচ্চার্য্য।

† আরাম ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র একরূপ বলা হইল বটে, কিন্তু মন্ত্রমধ্যে যেখানে 'আরাম' শব্দ আছে, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাকালে তথায় 'বৃক্ষ' এই শব্দ উচ্চার্য্য।

প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচর্য্য তত্তদ্বাহনসংজ্ঞয়া।
পূজিতোঽলঙ্কৃতো বাহো দেয়ো ভবতি দৈবতে ॥ ১৩৬
জলাশয়ে পূজনীয়ো বরুণো যাদসাম্পতিঃ।
গৃহে প্রজাপতির্ব্রহ্মারামে সেতৌ চ সংক্রমে।
পূজ্যো বিষ্ণুর্জগৎপাতা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ ॥ ১৩৭

শ্রীদেব্যুবাচ।

বিবিধানি বিধানানি কথিতান্যুক্তকর্ম্মসু।
ক্রমো ন দর্শিতো যেন মানবঃ কর্ম্ম সাধয়েৎ ॥ ১৩৮
ক্রমব্যত্যয়কর্ম্মাণি বহ্বায়াসকৃতান্যপি।
ন যচ্ছন্তি ফলং সম্যক্ নৃণাং কর্ম্মানুজীবিনাম্ ॥ ১৩৯

শ্রীসদাশিব উবাচ।

যদুক্তং পরমেশানি মাতেব হিতকারিণি।
নিঃশ্রেয়সস্তল্লোকানাং ফলব্যাপৃতচেতসাম্ ॥ ১৪০
এতেষামুক্তকৃত্যানামনুষ্ঠানং পৃথক্ পৃথক্।
বাস্তুযাগক্রমাদ্দেবি কথয়াম্যবধীয়তাম্ ॥ ১৪১

গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক স্নান করাইবে, স্নানের অযোগ্য বাহনকে কুশাগ্রজলে শোধন করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে। ১৩৫। কোন দেবতার বাহনপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সেই বাহনের নাম করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও অর্চ্চনা করত তাহাকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিবে, পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠা করিবে। ১৩৬। জলাশয়-প্রতিষ্ঠাসময়ে জলজন্তুদিগের অধিপতি বরুণের অর্চ্চনা করিতে হইবে, ( এইরূপ ) গৃহপ্রতিষ্ঠাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মার এবং বৃক্ষ, আরাম, সেতু ও সংক্রম-প্রতিষ্ঠাকালে সর্ব্বাত্মা জগৎপতি সর্ব্বদৃক্ বিষ্ণুর পূজা করিতে হইবে। ১৩৭।

দেবী কহিলেন, আপনি উক্ত কার্য্যসমুদায়ের নানাপ্রকার বিধির কথা বলিলেন, কিন্তু যে বিধি অবলম্বন করিয়া জীব কর্ম্মসাধন করিবে, আপনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। ১৩৮। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী, তাহারা বহুতর শ্রম ও যত্নে যে সকল কার্য্য করে, যদি তাহাতে ক্রমের ব্যত্যয় ঘটে, তাহা হইলে ফলপ্রাপ্তির আশা থাকে না। ১৩৯।

সদাশিব কহিলেন, হে পরমেশ্বরি! তুমি জননীর ন্যায় জগতের জীবের হিতাকাঙ্ক্ষিণী, আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা ফলাসক্ত লোকদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ মঙ্গলকর। ১৪০। হে দেবি! আমি তোমাকে যে সকল কর্ম্মের

পূর্ব্বেঽহ্নি নিয়তাহারঃ শ্বঃপ্রাতঃ স্নানমাচরেৎ।
কৃত্বা পূর্ব্বাহ্নিকং কর্ম্ম গুরুং নারায়ণং যজেৎ ॥ ১৪২
ততঃ স্বকামমুদ্দিশ্য বিধিদর্শিতবর্ত্মনা।
কৃতসংকল্পকো মন্ত্রী গণেশাদীন্ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৪৩
বন্ধূকাভং ত্রিনেত্রং দ্বিরদবরমুখং নাগযজ্ঞোপবীতং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং বিমলসরসিজং হস্তপদ্মৈর্দ্দধানম্।
উদ্যদ্বালেন্দুমৌলিং দিনকরকিরণোদ্দীপ্তবস্ত্রাঙ্গশোভং
নানালঙ্কারযুক্তং ভজত গণপতিং রক্তপদ্মোপবিষ্টম্ ॥ ১৪৪
এবং ধ্যাত্বা যথাশক্ত্যা পূজয়িত্বা গণেশ্বরম্।
ব্রহ্মাণঞ্চ ততো বাণীং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৪৫
শিবং দুর্গাং গ্রহাংশ্চাপি তথা ষোড়শমাতৃকাঃ।
ঘৃতধারাস্বপি বসূনিষ্ট্বা কুর্য্যাৎ পিতৃক্রিয়াম্ ॥ ১৪৬
ততঃ প্রোক্তবিধানেন মণ্ডলং বাস্তুরক্ষসঃ।
নির্ম্মায় পূজয়েত্তত্র বাস্তুদৈত্যং গণৈঃ সহ ॥ ১৪৭

কথা বলিয়াছি, তাহার অনুষ্ঠান পৃথক্ পৃথক্ ; এক্ষণে বাস্তুযাগ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে সমুদয় বলিতেছি, তুমি একমনে শ্রবণ কর। ১৪১। বাস্তুযাগ-কালে পূর্ব্বদিনে সংযমী থাকিয়া পরদিন প্রাতে স্নান করিবে। পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নিক কার্য্য সমাধা করিয়া গুরু ও নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে। ১৪২। পশ্চাৎ কামনানুসারে যথাবিধি সংকল্প করিয়া গণেশাদি দেবতার পূজা করিবে। ১৪৩। গণেশের ধ্যান এই প্রকার,—তাঁহার আভা বন্ধূকপুষ্পতুল্য, তাঁহার তিনটি চক্ষু, মুখ হস্তীর ন্যায়, নাগ তাঁহার যজ্ঞোপবীত, হস্তে শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ ও সুচারু পদ্ম, শিরোভূষণ নবোদিত শশধরকলার ন্যায়, বসন ও অঙ্গকান্তি দিনকরকিরণবৎ ; অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার, রক্তপদ্মে উপবেশন, এইরূপে গণপতিকে ধ্যান কর। ১৪৪। এইরূপে গণেশের ধ্যান করিয়া যথাশক্তি তাঁহার পূজা করিবে। অনন্তর ব্রহ্মা, সরস্বতী, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিবে। ১৪৫। তৎপরে শিব, দুর্গা, গ্রহগণ ও গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার পূজা পূর্ব্বক বসুধারা দিয়া সেই বসুধারাতে বসুগণের পূজা-সমাপনান্তে পিতৃকৃত্য (আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ) করিবে। ১৪৬। পরে পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে বাস্তুরাক্ষসের মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে সপরিবার বাস্তুদৈত্যের পূজা করিবে। ১৪৭।

ততস্তু স্থণ্ডিলং কৃত্বা বহ্নিং সংস্কৃত্য পূর্ব্ববৎ।
ধারাহোমান্তমাচর্য্য বাস্তুহোমং সমারভেৎ ॥ ১৪৮
যথাশক্ত্যাহুতীস্তস্মৈ পরিবারগণায় চ।
তথা পূজিতদেবেভ্যো দত্ত্বা কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৪৯
বাস্তুযাগে পৃথক্‌কার্য্যে এষ তে কথিতঃ ক্রমঃ।
অনেনৈব গ্রহাণাঞ্চ যজ্ঞোঽপি বিহিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৫০
গ্রহাণামত্র মুখ্যত্বাভাবেন প্রপূজনম্।
সংকল্পানন্তরং কার্য্যং বাস্ত্বর্চ্চনমিতি ক্রমঃ ॥ ১৫১
গণেশাদ্যর্চ্চনং সর্ব্বং বাস্তুযাগবিধানবৎ।
গ্রহাণাং যন্ত্রমন্ত্রৌ চ ধ্যানং প্রাগেব কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫২
প্রসঙ্গাৎ কথিতৌ ভদ্রে গ্রহবাস্তুক্রতুক্রমৌ।
অথ প্রস্তুতকৃত্যানামুচ্যতে কূপসংক্রিয়া ॥ ১৫৩
সংকল্পং বিধিবৎ কৃত্বা বাস্তুপূজনমাচরেৎ।
মণ্ডলে কলশে বাপি শালগ্রামে যথামতি ॥ ১৫৪
ততঃ পূজ্যো গণপতির্ব্রহ্মা বাণী হরীরমা।
শিবো দুর্গা গ্রহাশ্চাপি পূজ্যা দিক্‌পতয়স্তথা ॥ ১৫৫

অনন্তর স্থণ্ডিল রচনা করিয়া পূর্ব্ববৎ বিধানে বহ্নিসংস্কার করত ধারা-হোম পর্য্যন্ত কার্য্য সমাধার পর বাস্তুহোম করিবে। ১৪৮। প্রথমে বাস্তুরাক্ষস ও তাহার পরিবারদিগের উদ্দেশে যথাশক্তি হোম করিয়া পশ্চাৎ পূজিত দেবগণের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করত প্রকৃত কর্ম্ম শেষ করিবে। ১৪৯। হে প্রিয়ে! পৃথগ্‌ভাবে বাস্তুযাগ করিতে হইলে এই ক্রমই বিধেয়; এই প্রথানুসারে গ্রহযাগও হইয়া থাকে। ১৫০। পরন্তু সে স্থলে গ্রহগণের প্রাধান্য নিবন্ধন অন্যরূপে পূজা করিতে হইবে না, কিন্তু সংকল্পের পরেই বাস্তু দেবতার পূজা করিতে হইবে। ১৫১। যে ব্যক্তি বাস্তুযাগবিধি অবগত আছেন, তিনি গণেশাদি সমুদয় দেবগণের অর্চ্চনা করিবেন; গ্রহদিগের যন্ত্র, মন্ত্র ও ধ্যানপ্রসঙ্গক্রমে গ্রহ ও বাস্তুযাগক্রম বর্ণিত হইল, এক্ষণে উপস্থিত কার্য্যের মধ্যে কূপসংস্কারের কথা বলিতেছি। ১৫২-১৫৩। অগ্রে যথাবিধি সংকল্প করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে মণ্ডলে, কলশে বা শালগ্রামে বাস্তুদেবের পূজা করিবে। ১৫৪। অনন্তর গণেশ, ব্রহ্মা, সরস্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব, দুর্গা, গ্রহগণ ও দিক্‌পালগণ

মাতরো বসবোঽষ্টৌ চ ততঃ কার্য্যা পিতৃক্রিয়া।
প্রাধান্যং বরুণস্যাত্র স হি পূজ্যো বিশেষতঃ ॥ ১৫৬
নানোপহারৈর্ব্বরুণমর্চ্চয়িত্বা স্বশক্তিতঃ।
বিধিবৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ বারুণং হোমমাচরেৎ ॥ ১৫৭
পূজিতেভ্যশ্চ দেবেভ্যো দত্বা প্রত্যেকমাহুতিম্।
পূর্ণাহুত্যন্তকৃত্যেন হোমকর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৫৮
ততো ধ্বজপতাকাস্রগ্-গন্ধসিন্দূরচর্চ্চিতম্।
উক্তপ্রোক্ষণমন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎ কূপমুত্তমম্ ॥ ১৫৯
ততঃ স্বকামমুদ্দিশ্য দেবমুদ্দিশ্য বা নরঃ।
সর্ব্বভূতপ্রীণনায়োৎসৃজেৎ কূপজলাশয়ম্ ॥ ১৬০
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ।
সুপ্রীয়ন্তাং সর্ব্বভূতা নভোভূতোয়বাসিনঃ ॥ ১৬১
উৎসৃষ্টং সর্ব্বভূতেভ্যো ময়ৈতজ্জলমুত্তমম্।
তৃপ্যন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ ॥ ১৬২
সামান্যং সর্ব্বজীবেভ্যো ময়া দত্তমিদং জলম্ ॥ ১৬৩

ইঁহাদের পূজা করত মাতৃগণ ও (বসুধারান্তে) অষ্টবসুর অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর পিতৃকৃত্য (আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ)। কূপসংস্কারকার্য্যে বরুণদেবতারই প্রাধান্য বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে হয়। ১৫৫-১৫৬। অতএব নানা উপচারে যথাশক্তি বরুণের অর্চ্চনা করিয়া (কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে বহ্নি-স্থাপনাদি দ্বারাহোম যাবৎ সকল কার্য্য করিয়া সেই) সংস্কৃত অগ্নিমধ্যে যথাবিধি বরুণের উদ্দেশে হোম করিবে। ১৫৭। অনন্তর পূজিত দেবতাদিগের প্রত্যেকের উদ্দেশে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক পূর্ণাহুতি করত হোমকার্য্য শেষ করিবে। ১৫৮। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রোক্ষণমন্ত্রে ধ্বজ, পতাকা, মাল্য, চন্দন ও সিন্দুর দ্বারা সুশোভিত সুন্দর কূপকে প্রোক্ষিত করিবে। ১৫৯। অনন্তর কর্ম্মকর্ত্তা আপনার কামনা বা দেবতার প্রীতি-উদ্দেশে সর্ব্বভূতের তৃপ্তির জন্য কূপ বা জলাশয় উৎসর্গ করিবে। ১৬০। অনন্তর সাধকবর কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিবে যে, খেচর, জলচর ও স্থলচর জীবমাত্রই পূর্ণ পরিতৃপ্ত হউক। ১৬১। সকল প্রাণীই স্নান, পান ও অবগাহন দ্বারা তৃপ্ত হউক, আমি সকলের জন্য এই উৎকৃষ্ট জল উৎসর্গ করিলাম। ১৬২। আমি সমানভাবে সর্ব্বজীবকে এই জল প্রদান

যে চ কেচিদ্বিপদ্যন্তে স্ব-স্ব-কর্ম্মবিপাকতঃ।
তৎপাপৈর্ন প্রলিপ্যেঽহং সফলাস্তু মম ক্রিয়া॥ ১৬৪
ততস্তু দক্ষিণাং কৃত্বা কুশলশান্ত্যাদিকক্রিয়ঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ কৌলান্ দীনানপি বুভুক্ষিতান্।
জলাশয়প্রতিষ্ঠাসু সর্ব্বত্রৈব ক্রমঃ শিবে॥ ১৬৫
তড়াগাদৌ চ কর্ত্তব্যা নাগস্তম্ভজলেচরাঃ॥ ১৬৬
মীনমণ্ডূকমকরকূর্ম্মাশ্চ জলজন্তবঃ।
কার্য্যা ধাতুময়াশ্চৈতে কর্ত্তৃবিত্তানুসারতঃ॥ ১৬৭
মৎস্যৌ স্বর্ণময়ৌ কুর্য্যাৎ মণ্ডূকাবপি হেমজৌ।
রাজতৌ মকরৌ কূর্ম্মমিথুনং তাম্ররিত্তিকম্॥ ১৬৮ *
এতৈর্জলচরৈঃ সার্দ্ধং তড়াগমপি দীর্ঘিকাম্।
সাগরঞ্চ সমুৎসৃজ্য প্রার্থয়ন্নাগমর্চ্চয়েৎ॥ ১৬৯

করিলাম; স্নানপানাদিকার্য্যে জীবমাত্রের ও সাধারণের ইহাতে তুল্য অধিকার হইল। ১৬৩। যাহারা আপনাদের কর্ম্মফলপ্রভাবে এই জলে প্রাণত্যাগ করিবে বা অন্য কোনরূপে বিপন্ন হইবে, তাহাদের বধপাপ আমাতে স্পর্শ হইবে না, আমার ক্রিয়া সিদ্ধ হউক্। ১৬৪। তৎপরে শান্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া পরে দক্ষিণান্ত, তৎপরে কৌল, ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধিত লোক-দিগকে ভোজন করাইবে। যাবতীয় জলাশয়প্রতিষ্ঠাতে সকল স্থানেই এইরূপ ক্রম। ১৬৫। তড়াগাদি-প্রতিষ্ঠাস্থলে প্রভেদ এই যে, তাহাতে নাগস্তম্ভ ও জলচর জীব নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ১৬৬। কর্ম্মকর্ত্তার বিভবমত মৎস্য, মণ্ডূক, মকর ও কূর্ম্ম প্রভৃতি জলজন্তু সুবর্ণাদি ধাতু দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে। ১৬৭। মৎস্যদ্বয় ও মণ্ডূকদ্বয় সুবর্ণময়, মকরদ্বয় রজতময় এবং একটি কূর্ম্ম তাম্র ও একটি পিত্তল দ্বারা প্রস্তুত করাইবে। ১৬৮। এই সমুদয় তড়াগ, দীর্ঘিকা ও সাগর প্রভৃতি † জলচর জন্তুগণের সহিত উৎসর্গ করত প্রার্থনা করিয়া নাগের

* তাম্ররীতিকম্—ইতি পাঠান্তরম্।

† এখানে তড়াগ, কূপ প্রভৃতি যে সমস্ত জলাশয়ের উল্লেখ হইল, ঐ সমুদয়ে যদ না থাকিলে উৎসর্গ বা প্রতিষ্ঠা কিছুই হইতে পারে না, ইহাই শাস্ত্রের বিধি; সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কৃত্রিম জলাশয়ই উৎসর্গ করিতে হয়, স্বাভাবিক জলাশয় উৎসর্গ হইতে পারে না। জলাশয় প্রস্তুত করিতে হইলে উত্তর ও দক্ষিণ কিছু দীর্ঘ করিয়া প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। ইহার শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ যথা—

অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খঃ পাথসাং রক্ষকা ইমে ॥ ১৭০
ইত্যষ্টৌ নাগনামানি লিখিত্বাশ্বত্থপল্লবে।
স্মৃত্বা প্রণবগায়ত্র্যৌ ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ১৭১
চন্দ্রার্কৌ সাক্ষিণৌ কৃত্বা বিলোড্যৈকং সমুদ্ধরেৎ।
তত্রোত্তিষ্ঠতি যো নাগস্তং কুর্য্যাত্তোয়রক্ষকম্ ॥ ১৭২
স্তম্ভমেকং সমানীয় বিংশহস্তমিতং শুভম্।
সরলং দারুজং তৈলৈরক্তিতঞ্চ হরিদ্রয়া ॥ ১৭৩

---

কর্চ্চনা করিবে। ১৬৯। অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ ইহারা জলের রক্ষাকর্ত্তা। ১৭০। অশ্বত্থপল্লবে পৃথক্ পৃথক্ এই অষ্টনাম লিখিয়া প্রণব ও গায়ত্রী স্মরণ পূর্ব্বক ঘটমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ১৭১। অনন্তর চন্দ্র ও সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া ঐ অশ্বত্থপত্র সকল বিলোড়িত করত তন্মধ্য হইতে একটি পত্র উত্তোলন করিবে, তাহাতে যে নাগের নামাঙ্কিত পত্র উত্থিত হইবে, সেই জলরক্ষক বলিয়া নির্ণীত হইবে। ১৭২। অনন্তর বিংশতি-হস্তপরিমিত সুন্দর সরল কাষ্ঠময় একটি স্তম্ভ আনয়ন করত তাহা

"কূপবাপী-পুষ্করিণ্যো দীর্ঘিকা দ্রোণ এব চ।
তড়াগঃ সরসী চৈব সাগরশ্চাষ্টমো মতঃ।
সদ্ভির্জলাশয়ঃ কার্য্যো যত্নাদ্যাম্যোত্তরায়তঃ ॥"

এই প্রমাণেই জানিতে পারা গেল যে, কৃত্রিম জলাশয় অষ্টবিধ,—(১) কূপ, (২) বাপী, (৩) পুষ্করিণী, (৪) দীর্ঘিকা, (৫) দ্রোণ, (৬) তড়াগ, (৭) সরসী ও (৮) সাগর। এই অষ্টবিধ জলাশয়ের লক্ষণও এই স্থলে প্রদর্শিত হইল;—

(১) কূপ—বিস্তারে অল্প, আকারে গোল এবং গভীর যে ভূমিখাত, তাহারই নাম কূপ। (২) বাপী—যাহার ক্ষেত্রফল ষোড়শ সহস্র হস্তের অধিক এবং চতুর্দ্দিকের কোন দিকেরই পরিমাণ ত্রিংশদধিক শত হস্তের কম নহে, তাহারই নাম বাপী। (৩) পুষ্করিণী—যাহার ক্ষেত্রফল চতুঃশত হস্তের কম নহে, চারি দিকের প্রত্যেক দিকেরই পরিমাণ অন্যূন বিংশতি হস্ত এবং যে জলাশয় সমচতুষ্কোণ, তাহার নাম পুষ্করিণী। (৪) দীর্ঘিকা—যাহার চারিদিকের পরিমাণের ক্ষেত্রফল দ্বাদশ শত হস্তের কম নহে, এবং চতুর্দ্দিকের মধ্যে কোন দিকেরই পরিমাণ পঞ্চত্রিংশ হস্তের কম নহে, তাহারই নাম দীর্ঘিকা। (৫) দ্রোণ—যাহার ক্ষেত্রফল ষোড়শ শত হাতের কম নহে এবং যে জলাশয়ের মধ্যে কোন দিকেরই পরিমাণ চল্লিশ হাতের ন্যূন নহে, তাহাকেই দ্রোণ কহে। (৬) তড়াগ—যে জলাশয়ের ক্ষেত্রফল দ্বিসহস্র হাতের অধিক এবং যাহার পরিমাণ চতুর্দ্দিকের প্রত্যেক দিকেই পঁয়তাল্লিশ হাতের কম নহে, সেই জলাশয়ই তড়াগ নামে অভিহিত। (৭) সরসী—পদ্মমৃণালাদিসম্পন্ন এবং পুষ্করিণীর সার্দ্ধেকগুণ বৃহৎ জলাশয়ের নাম সরসী। (৮) সাগর—প্রথমোক্ত সপ্তবিধ জলাশয় অপেক্ষা বৃহৎ জলাশয়ই সাগর বা সায়র নামে প্রথিত।

স্নাপয়েত্তীর্থতোয়েন ব্যাহৃত্যা প্রণবেন চ।
তত্র হ্রী-শ্রী-ক্ষমা-শান্তি-সহিতং নাগমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৪

নাগ! ত্বং বিষ্ণুশয্যাসি মহাদেববিভূষণ।
স্তম্ভেনমধিষ্ঠায় জলরক্ষাং কুরুষ্ব মে ॥ ১৭৫

ইতি প্রার্থ্য ততো নাগস্তম্ভং মধ্যেজলাশয়ম্।
সমারোপ্য তড়াগঞ্চ কর্ত্তা কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৭৬

যূপশ্চেৎ স্থাপিতঃ পূর্ব্বং তদা নাগং ঘটেঽর্চ্চয়ন্।
তজ্জলং তত্র নিঃক্ষিপ্য শিষ্টং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৭৭

এবং গৃহপ্রতিষ্ঠায়াং কৃতসংকল্পকো বুধঃ।
বাস্ত্বাদিবস্থপূজান্তং পিত্র্যং কর্ম্ম চ কূপবৎ ॥ ১৭৮

বিধায়াত্র বিশেষেণ যজেদ্দেবং প্রজাপতিম্।
প্রাজাপত্যঞ্চ হবনং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ১৭৯

গৃহং পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ প্রোক্ষ্য গন্ধাদিনার্চ্চয়ন্।
ঈশানাভিমুখো ভূত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ১৮০

তৈল ও হরিদ্রার সিক্ত করিবে। ১৭৩। পরে তীর্থজল দ্বারা প্রণব ও ব্যাহৃতি উচ্চারণ করত ঐ স্তম্ভকে স্নান করাইবে, উহাতে হ্রী শ্রী ক্ষমা ও শান্তি এই চারি শক্তির সহিত জলরক্ষক নাগের পূজা করিবে। ১৭৪। অনন্তর 'নাগ ত্বং' ইত্যাদি বলিয়া প্রার্থনা করিবে যে, হে নাগ! তুমি শিবের ভূষণ ও বিষ্ণুর শয্যা, অতএব তুমি এই স্তম্ভে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার জল রক্ষা কর। ১৭৫। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া জলাশয়মধ্যে স্তম্ভ প্রোথিত করত কর্মকর্তা তড়াগ প্রদক্ষিণ করিবে। ১৭৬। পূর্ব্বে যূপ প্রোথিত হইয়া থাকিলে ঘটের উপরিভাগে নাগের পূজা করিবে। অনন্তর ঘটের জল জলাশয়ে ক্ষেপণ পূর্ব্বক অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৭৭। এইরূপ গৃহপ্রতিষ্ঠা-স্থলে জ্ঞানী ব্যক্তি সংকল্প করিয়া কূপপ্রতিষ্ঠার ন্যায় বাস্তুপূজা আরম্ভ করত বসুপূজা পর্য্যন্ত শেষ করিয়া পিতৃকৃত্য সমাধা করিবে। ১৭৮। অনন্তর সাধকবর দেব প্রজাপতির সবিশেষ পূজা করিবে, পরে প্রাজাপত্য হোমানুষ্ঠান করিবে। ১৭৯। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে গৃহ প্রোক্ষণ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চনা করিবে, পরে ঈশানাভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে। ১৮০।

প্রজাপতিপতে গেহ পুষ্পমাল্যাদিভূষিতঃ।
অস্মাকং শুভবাসায় সর্ব্বথা সুখদো ভব ॥ ১৮১
ততস্তু দক্ষিণাং কৃত্বা শান্ত্যাশীর্ব্বাদমাচরেৎ।
বিপ্রান্ কুলীনান্ দীনাংশ্চ ভোজয়েদাত্মশক্তিতঃ ॥ ১৮২

---

হে গৃহ! প্রজাপতি তোমার অধিষ্ঠাতা, তুমি পুষ্পমাল্যাদিতে অলঙ্কৃত হইয়াছ; অতএব আমাদের শুভবাসের জন্য তুমি সর্ব্বথা সুখবিধান কর। ১৮১। অনন্তর দক্ষিণান্ত করিয়া শান্তিকর্ম্ম ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে, * পরে কৌলগণকে, ব্রাহ্মণদিগকে ও দীনদরিদ্রগণকে যথাশক্তি ভোজন করাইবে। ১৮২।

---

* এই যে আশীর্ব্বাদ গ্রহণের কথা বলা হইল, ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, গুরুজনদিগের নিকট, বেশ্যাদিগের নিকট, ব্রাহ্মণগণের নিকট ও কৌলগণের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। পরন্তু বেশ্যা শব্দে কেহ যেন কুলটা স্ত্রী না বুঝেন। কালী-তারাদি দশমহাবিদ্যা এবং তাঁহাদের আবরণদেবতারাই বেশ্যা শব্দে অভিহিত। অধিকন্তু পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিকেও বেশ্যা বলা যায়। কারণ, পূর্ণাভিষিক্তা শক্তি মহাবিদ্যার আবরণ-দেবতামধ্যে গণ্য। নিরুত্তরতন্ত্রে বেশ্যার প্রকারভেদ ও লক্ষণ যাহা লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে প্রদর্শিত হইল, যথা—

"গুপ্তবেশ্যা মহাবেশ্যা কুলবেশ্যা মহোদয়া।
রাজবেশ্যা দেববেশ্যা ব্রহ্মবেশ্যা চ সপ্তধা।
কুলজা গুপ্তবেশ্যা স্যান্নির্লজ্জা মদনাতুরা।
পশুতন্ত্রাশ্রিতা লোকে গুপ্তবেশ্যা প্রকীর্ত্তিতা ॥
কুলজা কুলবেশ্যা চ মহাবেশ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
মহাবেশ্যা কুলেশানি স্বেচ্ছয়া চ দিগম্বরী ॥
কুলবেশ্যা কুলীনা চ বীরপত্নী কুলেশ্বরি ॥
মহোদয়া সমাখ্যাতা স্বেচ্ছয়া বিপরীতগা ॥
রাজবদ্বা চ বেশ্যা স্যাদ্ রাজবেশ্যা প্রকীর্ত্তিতা ॥
দেবং সংযোজ্য চক্রে চ জপ্ত্বা তু বিন্দুপাতনম্।
ভগলিঙ্গকপালে চ চুম্বয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।
এবম্বিধা কুলীনা চেদ্ ব্রহ্মবেশ্যা প্রকীর্ত্তিতা ॥
বর্ণসঙ্করতো জাতাঃ সর্ব্ববেশ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

বেশ্যা আট প্রকার,—গুপ্তবেশ্যা, মহাবেশ্যা, কুলবেশ্যা, মহোদয়াবেশ্যা, রাজবেশ্যা, দেববেশ্যা এবং ব্রহ্মবেশ্যা। কুলজাতা, লজ্জাহীনা, মদনাতুরা এবং পশুস্বামী কর্ত্তৃক আশ্রিতাকে গুপ্তবেশ্যা বলে। হে কুলেশানি! স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দিগম্বরী, কুলজাতা কুলবেশ্যাই মহাবেশ্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। হে কুলেশ্বরি! কুলীনকন্যা, বীরপত্নীকে কুলবেশ্যা বলে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিপরীতগামিনী মহোদয়ানাম্নী বেশ্যা বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকে। রাজ-ভাবাপন্না বেশ্যাকে রাজবেশ্যা বলে। দেবতাকে চক্রে সংযোজন পূর্ব্বক বিন্দুপাতকাল পর্য্যন্ত জপ করিয়া যে ভগ-লিঙ্গ-কপালে বারংবার চুম্বন করিয়া থাকে, এইরূপ কুলীনারাই ব্রহ্মবেশ্যা নামে কথিতা হইয়া থাকে। এই কয়টি বর্ণসঙ্কর হইতে জাতা হইলে সর্ব্ববেশ্যা বলিয়া অভিহিতা হয়।

অন্তার্থন্তু প্রতিষ্ঠা চেৎ তদ্বাসায়াত্র যোজয়েৎ।
দেবতাকৃতগেহস্য বিধানং শৃণু শৈলজে॥ ১৮৩
ইত্থং সংস্কৃত্য ভবনং শঙ্খতূর্য্যাদিনিঃস্বনৈঃ।
দেবতাসন্নিধিং গত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ॥ ১৮৪
উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ ভক্তানাং বাঞ্ছিতপ্রদ।
আগত্য জন্মসাফল্যং কুরু মে করুণানিধে॥ ১৮৫
ইত্যভ্যর্থ্য গৃহাভ্যর্ণে দেবমানীয় সাধকঃ।
উপস্থাপ্য গৃহদ্বারি পুরতো বাহনং ন্যসেৎ॥ ১৮৬
ত্রিশূলমথবা চক্রং বিন্যস্য ভবনোপরি।
রোপয়েন্মন্দিরেশানে সপতাকং ধ্বজং সুধীঃ॥ ১৮৭
চন্দ্রাতপৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ পুষ্পস্রক্চূতপল্লবৈঃ।
শোভয়িত্বা গৃহং সম্যক্ ছাদয়েদ্দিব্যবাসসা॥ ১৮৮
উত্তরাভিমুখং দেবং বক্ষ্যমাণবিধানতঃ।
স্নাপয়েদ্বিহিতৈর্দ্রব্যৈস্তৎক্রমং বচ্মি তে শৃণু॥ ১৮৯

অন্যের গৃহপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, "অস্মাকং শুভবাসায়" অর্থাৎ আমাদিগের শুভবাসার্থ না বলিয়া (অমুকস্য শুভবাসায়) অর্থাৎ অমুকের (নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক) বাসার্থ বলিবে। হে শৈলনন্দিনি! আমি এক্ষণে দেবোদ্দেশে গৃহপ্রতিষ্ঠার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৮৩। পূর্ব্ববৎ গৃহসংস্কার করিয়া শঙ্খ ও তূর্য্যাদিনিনাদ করত দেবতাসমীপে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিবে, হে দেবদেবেশ! তুমি উত্থিত হও, তুমি ভক্তগণের অভীষ্ট-ফলবিধায়ক, হে দয়ানিধে! তুমি নবপ্রতিষ্ঠিত গৃহে আগমন পূর্ব্বক আমাদের জন্ম সার্থক কর। ১৮৪-১৮৫। সাধক এইরূপ অভ্যর্থনা করিয়া গৃহসমীপে দেবতাকে আনয়ন করত গৃহদ্বারে স্থাপন পূর্ব্বক সম্মুখে বাহনকে রক্ষা করিবে। ১৮৬। দেবগৃহের উপরিভাগে চক্র বা ত্রিশূল স্থাপন করিয়া সাধক ঐ গৃহের ঈশানকোণে পতাকাসমন্বিত ধ্বজারোপণ করিবে। ১৮৭। অনন্তর চন্দ্রাতপ, কিঙ্কিণী, পুষ্পমাল্য ও চূতপল্লব দ্বারা মন্দির সুশোভিত করিয়া দিব্য বসনে আচ্ছাদিত করিবে। ১৮৮। তদনন্তর উত্তরাস্যে দেবতাকে স্থাপিত করিয়া বক্ষ্যমাণ বিধিক্রমে বিহিত দ্রব্যে দেবতাকে স্নান করাইবে। আমবিধি

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীমিতি মন্ত্রান্তে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
দুগ্ধেন স্নাপয়ামি ত্বাং মাতেব পরিপালয়॥ ১৯০
প্রোক্তবীজত্রয়স্যান্তে তথা মূলং নিযোজয়ন্।
দধ্না ত্বাং স্নাপয়াম্যত্র ভবতাপহরো ভব॥ ১৯১
পুনর্ব্বীজত্রয়ং মূলং সর্ব্বানন্দকরেতি চ।
মধুনা স্নাপিতঃ প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু॥ ১৯২
প্রাগ্বন্মূলং সমুচ্চার্য্য সাবিত্রীং প্রণবং স্মরন্।
দেবপ্রিয়েণ হবিষা আয়ুঃশুক্রেণ তেজসা।
স্নানং তে কল্পয়ামীশ মামরোগং সদা কুরু॥ ১৯৩
তবন্মূলঞ্চ গায়ত্রীং ব্যাহৃতিং সমুদীরয়ন্।
দেবেশ শর্করাতোয়ৈঃ স্নাতো মে যচ্ছ বাঞ্ছিতম্॥ ১৯৪

বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৮৯। প্রথমে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্রের শেষে মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া 'দুগ্ধেন স্নাপয়ামি ত্বাং মাতেব পরিপালয়' অর্থাৎ আমি তোমাকে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইতেছি, তুমি জননীর ন্যায় আমাকে পালন কর, এই মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে। ১৯০। অনন্তর পুনরায় ঐঁ ইত্যাদি ত্রিবীজ উচ্চারণান্তে মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া দধ্না ত্বাং স্নাপয়াম্যত্র ভবতাপহরো ভব অর্থাৎ দধি দ্বারা তোমাকে স্নান করাইতেছি, তুমি ভবতাপ হরণ কর, এই মন্ত্রোচ্চারণ করিবে। ১৯১। পূর্ব্বোক্ত তিনটি বীজ পুনর্ব্বার পাঠ করত সর্ব্বানন্দ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বলিবে, মধুনা স্নাপিতঃ প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু অর্থাৎ মধু দ্বারা তোমাকে স্নান করাইতেছি, তুমি প্রীত হইয়া আমাকে আনন্দময় কর। এই মন্ত্রে মধু দ্বারা স্নান করাইবে। ১৯২। * অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় বীজত্রয় উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র, গায়ত্রী ও প্রণব স্মরণ করত "দেবপ্রিয়েণ" হইতে আরম্ভ করিয়া "মামরোগং সদা কুরু" এই পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করত অর্থাৎ হে ঈশ্বর! আয়ুঃ, শুক্র ও তেজোবর্দ্ধক দেবপ্রিয় ঘৃত দ্বারা তোমাকে স্নান করাইতেছি, তুমি নিয়ত আমাকে রোগশূন্য কর, এই মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে।। ১৯৩। পরে পূর্ব্ববৎ বীজত্রয় পাঠ করত মূল, গায়ত্রী

* মধু দ্বারা স্নানের মন্ত্রটি এই—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ব্বানন্দকর মধুনা স্নাপিতঃ প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু।

তথা মূলং সমুচ্চার্য্য গায়ত্রীং বারুণং মনুম্।
বিধাত্রা নির্ম্মিতৈর্দ্দিব্যৈঃ প্রিয়ৈঃ স্নিগ্ধৈরলৌকিকৈঃ।
নারিকেলোদকৈঃ স্নানং করয়ামি নমোঽস্তু তে ॥ ১৯৫
গায়ত্র্যা মূলমন্ত্রেণ স্নাপয়েদিক্ষুজৈ রসৈঃ ॥ ১৯৬
কামবীজং অথা তারং সাবিত্রীং মূলমীরয়ন্।
কর্পূরাগুরুকাশ্মীরকস্তূরীচন্দনোদকৈঃ।
সুস্নাতো ভব সুপ্রীতো ভুক্তিং মুক্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ১৯৭
ইত্যষ্টকলশৈঃ স্নানং কারয়িত্বা জগৎপতিম্।
গৃহাভ্যন্তরমানীয় স্থাপয়েদাসনোপরি ॥ ১৯৮
স্নাপনার্হা ন চেদর্চ্চা তদ্‌যন্ত্রে বাপি তন্মনৌ।
শালগ্রামশিলায়াং বা স্নাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ ॥ ১৯৯
অশক্তৌ মূলমন্ত্রেণ স্নাপয়েচ্ছুদ্ধপাথসা।
অষ্টভিঃ কলশৈর্যদ্বা পঞ্চভিঃ সপ্তভির্যথা ॥ ২০০
ঘটপ্রমাণং প্রাগেব কথিতং চক্রপূজনে।
সর্ব্বত্রাগমকৃত্যেষু স এব বিহিতো ঘটঃ ॥ ২০১

ও ব্যাহৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক ‘দেবেশ শর্করাতোয়ৈঃ’ ইত্যাদি অর্থাৎ শর্করোদক দ্বারা তোমাকে স্নান করাইতেছি, তুমি আমার অভীষ্ট প্রদান কর, এই মন্ত্রে স্নান করাইবে। ১৯৪। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত মূল, গায়ত্রী ও বরুণবীজ (বঁ) পাঠ করত ‘বিধাত্রী’ ইত্যাদি মন্ত্রে অর্থাৎ বিধাতৃরচিত স্নিগ্ধ দিব্য অলৌকিক নারিকেলজলে তোমাকে স্নান করাইতেছি, তোমাকে নমস্কার, এই বলিয়া নারিকেলোদক দ্বারা স্নান করাইবে। ১৯৫। পরে গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া ইক্ষুরসে স্নান করাইতে হইবে। ১৯৬। পরে ক্লীঁ ওঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া ‘কর্পূরাগুরু’ ইত্যাদি মন্ত্রে অর্থাৎ হে দেব! কর্পূর, অগুরু, কাশ্মীর, কস্তূরী ও চন্দনোদকে সুন্দররূপে স্নাত হইয়া তুমি সুপ্রীত হও এবং আমাকে ভোগমোক্ষ প্রদান কর, এই মন্ত্রে স্নান করাইবে। ১৯৭। জগৎপতিকে এইরূপ অষ্টকলশে স্নান করাইয়া গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আসনোপরি স্থাপন করিবে। ১৯৮। দেবমূর্ত্তি স্নান করাইবার উপযুক্ত না হইলে সেই দেবতার যন্ত্রে, মন্ত্রে বা শালগ্রাম-শিলাতে স্নান করাইয়া অর্চ্চনা করিবে।১৯৯। অশক্ত হইলে মূলমন্ত্রোচ্চারণে অষ্ট, সপ্ত, অভাবে পঞ্চকলশ শুদ্ধজলে স্নান করাইবে। ২০০। চক্রপূজাস্থলে যে ঘটের

ততো যজেন্মহাদেবং স্বস্বপূজাবিধানতঃ।
তত্ৰোপচারান্ বক্ষ্যামি শৃণু দেবি পরাৎপরে॥ ২০২
আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কন্তথাচম্যং স্নানীয়ং বস্ত্রভূষণে॥ ২০৩
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপে নৈবেদ্যং বন্দনং তথা।
দেবার্চ্চনাসু নির্দ্দিষ্টা উপচারাশ্চ ষোড়শ॥ ২০৪
পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চাচমনং মধুপর্কাচমৌ তথা।
গন্ধাদিপঞ্চকং চৈতে উপচারা দশ স্মৃতাঃ॥ ২০৫
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যঞ্চাপি কালিকে।
পঞ্চোপচারাঃ কথিতা দেবতায়াঃ প্রপূজনে॥ ২০৬
অস্ত্রেণার্ঘ্যাম্ভসা দ্রব্যং প্রোক্ষ্য ধেনুং প্রদর্শয়ন্।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং দ্রব্যাখ্যানং সমুল্লিখেৎ॥ ২০৭
বক্ষ্যমাণমনুং স্মৃত্বা মূলঞ্চ দেবতাভিধাম্।
সচতুর্থীং সমুচ্চার্য্য ত্যাগার্থং বচনং পঠেৎ॥ ২০৮

---

প্রমাণ বলা হইয়াছে, সেইরূপ ঘটই আগমোক্ত সমুদয় কার্য্যে বিহিত। ২০১। অনন্তর স্ব-স্ব-কল্পোক্ত পূজাবিধিক্রমে মহাদেবের পূজা করিবে। হে পরাৎপরে দেবি! উক্ত দেবার্চ্চনাস্থলে উপচারের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২০২। আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দন এই ষোড়শোপচার দেবর্চ্চনাবিষয়ে নির্দ্দিষ্ট।২০৩-২০৪। * পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য ইহার নাম দশোপচার। ২০৫। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য ইহার নাম পঞ্চোপচার। ২০৬। ফট্ মন্ত্র পাঠে অর্ঘ্যজল দ্বারা দেয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করত ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া দ্রব্যের নামোল্লেখ করিবে। ২০৭। অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া মূল ও

---

* পূর্ব্বে যে ষোড়শোপচারের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার সহিত এখানকার ষোড়শোপচারে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়; ইহাতে কেহ যেন সন্দিগ্ধচিত্ত না হন। পূর্ব্বে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, অমৃত, তাম্বূল, তর্পণ ও প্রণাম এই ষোড়শোপচারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মপূজায় ব্যবহৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এ স্থানে যে ষোড়শোপচারের কথা লিখিত হইল, ইহা দিব্যপূজা সম্বন্ধে থাকিবে।

নিবেদনবিধিঃ প্রোক্তো দেবে দেয়েষু বস্তুষু।
অনেন বিধিনা বিদ্বান্ দ্রব্যং দত্যাদ্দিবৌকসে ॥ ২০৯

আত্মার্চ্চনবিধৌ পূর্ব্বং পাত্তার্ঘ্যাদিনিবেদনম্।
অর্পণং কারণাদীনাং সর্ব্বমেব প্রদর্শিতম্ ॥ ২১০

অনুক্তমন্ত্রা যে তত্র তানেবাত্র শৃণু প্রিয়ে।
আসনাদ্যুপচারাণাং প্রদানে বিনিযোজয়েৎ ॥ ২১১

সর্ব্বভূতান্তরস্থায় সর্ব্বভূতান্তরাত্মনে।
কল্পয়াম্যুপবেশার্থমাসনন্তে নমো নমঃ ॥ ২১২

উক্তক্রমেণ দেবেশি প্রদায়াসনমুত্তমম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা স্বাগতং প্রার্থয়েত্ততঃ ॥ ২১৩

দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং যস্ত বাঞ্ছন্তি দর্শনম্।
সুস্বাগতং স্বাগতন্তে তস্মৈ তে পরমাত্মনে ॥ ২১৪

চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত দেবতার নাম করত ত্যাগার্থ বচন—অর্থাৎ নমঃ মন্ত্র পাঠ করিবে। ২০৮। দেবতাকে যে দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে, তাহার নিবেদন-বিধি বলিলাম, বিদ্বান্ লোক এই বিধানানুসারে দেবোদ্দেশে দ্রব্য প্রদান করিবেন। ২০৯। আত্ম কালিকার পূজাবিধিবর্ণনস্থলে পূর্ব্বে পাত্ত, অর্ঘ্য প্রভৃতির নিবেদন ও কারণাদির অর্পণের কথা বলিয়াছি। ২১০। হে প্রিয়ে! সেখানে যে সকল মন্ত্রের কথা বলা হয় নাই, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আসন ইত্যাদি উপাচারপ্রদানকালে এই সমস্ত মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। ২১১। তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিতি কর, তুমি জীবগণের অন্তরাত্মা, তোমার উপবেশ-নের জন্য আসনকল্পনা করিতেছি, তোমাকে বারংবার নমস্কার। ২১২। * হে দেবেশি উক্ত মন্ত্রে উত্তম-আসনপ্রদানের পর কৃতাঞ্জলিপুটে স্বাগত প্রার্থনা করিবে। ২১৩। আপনাপন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দেবতারা যাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তুমিই সেই পরমাত্মা; আমার জন্য তোমার স্বাগত (শুভাগমন) অনায়াসসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার আগমনে আমার জন্ম, জীবন ও ক্রিয়া

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তুমি নিরন্তর সর্ব্বস্থানে বিরাজ করিতেছ, তুমি সকলের আত্ম-স্বরূপ, কেহই তোমার সীমানিরূপণে সমর্থ নহে, কারণ, তুমি অসীম। এরূপ স্থলে তোমার যোগ্য আসন বলিত অসম্ভব, তথাপি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ও সামান্য জ্ঞানে তোমার জন্য ক্ষুদ্র আসন কল্পনা করিলাম।

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনং সফলাঃ ক্রিয়াঃ।
স্বাগতং ত্বয়া তন্মে তপসাং ফলমাগতম্ ॥ ২১৫
দেবমামন্ত্র্য সংপ্রার্থ্য স্বাগতপ্রশ্নমম্বিকে।
বিহিতং পাদ্যমাদায় মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ ॥ ২১৬
যৎপাদজলসংস্পর্শাৎ শুদ্ধিমাপ জগত্রয়ম্।
তৎপাদাব্জপ্রোক্ষাণার্থং পাদ্যন্তে কল্পয়াম্যহম্ ॥ ২১৭
পরমানন্দসন্দোহো জায়তে যৎপ্রসাদতঃ।
তস্মৈ সর্ব্বাত্মভূতায় আনন্দার্ঘ্যং সমর্পয়ে ॥ ২১৮
জাতীলবঙ্গককোলৈর্জলং কেবলমেব বা।
প্রোক্ষিতার্চ্চিতমাদায় মন্ত্রেণানেন চার্পয়েৎ ॥ ২১৯
যদুচ্ছিষ্টমপস্পৃষ্টং শুদ্ধিমেত্যখিলং জগৎ।
তস্মৈ মুখারবিন্দায় আচামং কল্পয়ামি তে ॥ ২২০
মধুপর্কং সমাদায় ভক্ত্যানেন সমর্পয়েৎ ॥ ২২১
তাপত্রয়বিনাশার্থমখণ্ডানন্দহেতবে।
মধুপর্কং দদাম্যদ্য প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ২২২
অশুচিঃ শুচিতামেতি যৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রতঃ।
অস্মিংস্তে বদনাম্ভোজে পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ২২৩

সার্থক হইল, আমি অদ্য তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলাম। ২১৪-২১৫। হে অম্বিকে! এইরূপ স্বাগতপ্রশ্ন দ্বারা দেবতার আমন্ত্রণ করিয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক বিহিত পাদ্য গ্রহণ করত এই মন্ত্রোচ্চারণ করিবে। ২১৬। যাঁহার পাদোদকস্পর্শে ত্রিলোক পবিত্র হইয়াছে, তাঁহারই পাদপ্রক্ষালনার্থে পাদ্য প্রদান্ করিলাম। ২১৭। যাঁহার প্রসন্নতায় পরমানন্দ-সমূহ সমুদ্ভূত হয়, আমি সেই সর্ব্বভূতাত্মা পরমাত্মার জন্য এই আনন্দার্ঘ্য সমর্পণ করিলাম। ২১৮। এইরূপে জাতী, লবঙ্গ ও ককোল দ্বারা সুবাসিত জল অর্ঘ্যোদকে প্রোক্ষিত ও অর্চ্চিত করিয়া আচমনীয় মন্ত্র উচ্চারণ করত সমর্পণ করিবে। ২১৯। যাঁহার উচ্ছিষ্টে অপবিত্র জগৎ পবিত্র হয়, আমি অদ্য তাঁহার মুখারবিন্দে আচমনীয় কল্পনা করিতেছি। ২২০। অনন্তর মধুপর্ক গ্রহণ পূর্ব্বক এই মন্ত্রোচ্চারণে ভক্তিভাবে সমর্পণ করিবে। ২২১। হে পরমেশ্বর! আমি অখণ্ড আনন্দভোগের জন্য ও ত্রিতাপ-বিনাশ জন্য তোমাকে মধুপর্ক প্রদান করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। ২২২। যৎস্পৃষ্ট দ্রব্য স্পর্শমাত্র অশুচি তৎক্ষণাৎ শুচি হয়, আমি তোমার সেই মুখকমলে

স্নানার্থং জলমাদায় প্রাগ্বৎ প্রোক্ষিতমর্চিতম্।
নিধায় দেবপুরতো মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ ॥ ২২৪
যত্তেজসা জগদ্ব্যাপ্তং যতো জাতমিদং জগৎ।
তস্মৈ তে জগদাধার স্নানার্থং তোয়মর্পয়ে ॥ ২২৫
স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনীয়কম্।
অন্যদ্রব্যপ্রদানান্তে দদ্যাত্তোয়ং সকৃৎ সকৃৎ ॥ ২২৬
বস্ত্রমানীয় দেবাগ্রে শোধিতং পূর্ব্ববর্ত্মনা।
ধৃত্বা করাভ্যামুত্তোল্য পঠেদেনং মনুং সুধীঃ ॥ ২২৭
সর্ব্বাবরণহীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে।
বাসসী পরিধানায় কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে ॥ ২২৮
স্বর্ণরৌপ্যময়াদ্যেব সংপ্রোক্ষ্যাভ্যর্চ্চ্য তৎপরম্।
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ প্রদদ্যাৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ২২৯ *

পুনরাচমনীয় প্রদান করিতেছি। ২২৩। অনন্তর স্নানার্থ জল গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ প্রোক্ষিত ও অর্চ্চিত করিয়া দেবতার সম্মুখে স্থাপন করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ২২৪। যাঁহার তেজ জগদ্ব্যাপ্ত, যাঁহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, আমি সেই জগতের আধার তোমার স্নানের জন্য এই জল সমর্পণ করিতেছি। ২২৫। স্নান, বস্ত্র এবং নৈবেদ্য উৎসর্গের পর একবার করিয়া আচমনীয় প্রদান করিবে, অন্যান্য দ্রব্য প্রদানের পর কেবল একবার জল প্রদান করিতে হয়। ২২৬। জ্ঞানী ব্যক্তি দেবতার সম্মুখদেশে পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে পরিশোধিত বস্ত্র আনয়ন করত দুই হস্তে ধারণ ও উত্তোলন করিয়া 'সর্ব্বাবরণহীনায়' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। ২২৭। অর্থাৎ যদিও তুমি সর্ব্বাবরণবিহীন, তথাপি তোমার তেজ মায়াপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমি তোমার পরিধানের নিমিত্ত এই বস্ত্র কল্পনা করিতেছি, তোমাকে নমস্কার। ২২৮। অনন্তর স্বর্ণ ও রৌপ্যময় নানাবিধ অলঙ্কার গ্রহণ ও প্রোক্ষণ করিয়া অর্চ্চিত

* এই শ্লোকটির পরিবর্ত্তে কোন কোন পুস্তকে নিম্নলিখিত পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, যথা—
"নানাভরণমাদায় স্বর্ণরৌপ্যাদিনির্ম্মিতম্।
প্রোক্ষ্যার্চ্চয়িত্বা দেবায় দদ্যাদেনং সমুচ্চরন্ ॥"

বিশ্বাভরণভূতায় বিশ্বশোভৈকধামনে।
মায়াবিগ্রহভূষার্থং ভূষণানি সমর্পয়ে। ২৩০
গন্ধতন্মাত্রয়া সৃষ্টা যেন গন্ধধরা ধরা।
তস্মৈ পরাত্মনে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে ॥ ২৩১
পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধং দেবনির্ম্মিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ২৩২
বনস্পতিসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বভূতানাং ধূপো ঘ্রাণায় তেঽর্প্যতে ॥ ২৩৩
সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৩৪
নৈবেদ্যং স্বাদুসংযুক্তং নানাভক্ষ্যসমন্বিতম্।
নিবেদয়ামি ভক্ত্যেদং জুষাণ পরমেশ্বর ॥ ২৩৫
পানার্থং সলিলং দেব কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
সর্ব্বতৃপ্তিকরং স্বচ্ছমর্পয়ামি নমোঽস্তু তে ॥ ২৩৬

---

করত এই মন্ত্রপাঠে দেবতাকে প্রদান করিবে। ২২৯। যিনি জগতের অলঙ্কারস্বরূপ, যিনি জগতের শোভার একমাত্র আধার, তাঁহার মায়িক দেহের সৌন্দর্য্যের জন্য আমি এই সমুদয় অলঙ্কার প্রদান করিতেছি। ২৩০। যিনি গন্ধতন্মাত্র * দ্বারা গন্ধের আধারভূত পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমিই সেই পরমাত্মা, আমি তোমাকে দিব্য গন্ধ প্রদান করিতেছি। ২৩১। এই পুষ্প সুরম্য, সুগন্ধযুক্ত ও দেবনির্ম্মিত, আমি ভক্তিভরে সমর্পণ করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর। ২৩২। এই ধূপ বনস্পতিরসনির্ম্মিত, সুরম্য, দিব্য ও সদ্গন্ধসম্পন্ন, ইহা সকলেরই আঘ্রাণের উপযুক্ত। আমি তোমার আঘ্রাণের জন্য এই ধূপ সমর্পণ করিতেছি। ২৩৩। এই দীপ সুপ্রকাশ ও মহাদীপ্তিশালী, ইহার বাহিরে ও অন্তরে জ্যোতিঃ জাজ্বল্যমান, ইহা দ্বারা চতুর্দিকের অন্ধকার বিনষ্ট হইতেছে, তুমি এই দীপ গ্রহণ কর। ২৩৪। হে পরমেশ্বর! এই নৈবেদ্য নানাপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং সুস্বাদু, আমি ইহা ভক্তিভরে সমর্পণ করিতেছি, তুমি ভক্ষণ কর। ২৩৫। হে দেব! আমি কর্পূরাদি-সুবাসিত, সকলের তৃপ্তিকর, সুনির্ম্মল পানার্থজল প্রদান করিতেছি,

---

* গন্ধতন্মাত্র—গন্ধগুণসম্পন্ন পৃথিবীর অতি সূক্ষ্মতম যে বীজ, তাহারই নাম গন্ধতন্মাত্র।

ততঃ কর্পূরখদিরলবঙ্গৈলাদিভির্যুতম্।
তাম্বূলং পুনরাচম্যং দত্ত্বা বন্দনমাচরেৎ॥ ২৩৭
উপচারাধারদানে সাধারদ্রব্যমুল্লিখেৎ।
দত্ত্বা পৃথগাধারং তত্তন্নাম সমুচ্চরন্॥ ২৩৮
ইত্থমর্চ্চিতদেবায় দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
সাচ্ছাদনং গৃহং প্রোক্ষ্য পঠেদেনং কৃতাঞ্জলিঃ॥ ২৩৯
গেহ ত্বং সর্ব্বলোকানাং পূজ্যঃ পুণ্যযশঃপ্রদঃ।
দেবতা-স্থিতিদানেন সুমেরুসদৃশো ভব॥ ২৪০
ত্বং কৈলাসশ্চ বৈকুণ্ঠস্ত্বং ব্রহ্মভবনং গৃহ।
যস্মাৎ বিধৃতো দেবস্তস্মাত্ত্বং সুরবন্দিতঃ॥ ২৪১
যস্য কুক্ষৌ জগৎ সর্ব্বং বর্ত্তীর্ত্তি * চরাচরম্।
মায়াবিগ্রহদেহস্য তস্য মূর্ত্তের্ব্বিধারণাৎ॥ ২৪২
দেবমাতৃসমস্ত্বং হি সর্ব্বতীর্থময়ং তথা।
সর্ব্বকামপ্রদো ভূত্বা শান্তিং মে কুরু তে নমঃ॥ ২৪৩

---

তোমাকে নমস্কার। ২৩৬। অনন্তর কর্পূর, খদির, এলাচি ও লবঙ্গসমন্বিত তাম্বূল এবং পুনরাচমনীয় প্রদান করিয়া নমস্কার করিবে। ২৩৭। পাত্রসমন্বিত উপচার দেওয়া হইলে আধারসহিত দ্রব্যের নামোল্লেখ করিয়া দিবে অথবা আধার ও দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্দেশ করিবে। ২৩৮। পরে এইরূপে পূজিত দেবতার নিকটে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আচ্ছাদনসহ গৃহকে প্রোক্ষণ করত কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ২৩৯। হে গৃহ! তুমি সর্ব্বলোকের পূজ্য এবং পুণ্য ও যশোদায়ক; তুমি দেবতাকে স্থান প্রদান করিয়া সুমেরুতুল্য হও। ২৪০। তুমি কৈলাস, বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মালয়, তুমি যখন দেবতাকে ধারণ করিয়া আছ, তখন তুমি দেবতাগণের পূজ্য। ২৪১। যাঁহার কুক্ষিতে চরাচরসহিত সমুদয় জগৎ সতত স্থান পাইতেছে, তিনি মায়াময় শরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তুমি তাঁহার মূর্ত্তি ধারণ করিতেছ। ২৪২। তোমাকে অধিক কি বলিব, তুমি দেবগণের মাতৃতুল্য এবং সর্ব্বতীর্থময়,তুমি আমার মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ কর এবং আমাকে শান্তিপথে প্রস্থাপিত কর, তোমাকে নমস্কার।২৪৩।

* বর্ত্তীর্ত্তি—পাঠান্তরম্।

ইত্যভ্যর্থ্য ত্রিরভ্যর্চ্চ্য গৃহং চক্রাদিসংযুতম্।
আত্মনঃ কামমুদ্দিশ্য দদ্যাদ্দেবায় সাধকঃ ॥ ২৪৪
বিশ্বাবাসায় বাসায় গৃহং তে বিনিবেদিতম্।
অঙ্গীকুরু মহেশান! কৃপয়া সন্নিধীয়তাম্ ॥ ২৪৫
ইত্যুক্ত্বার্পিতগেহায় দেবায় দত্তদক্ষিণঃ।
শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষৈস্তং স্থাপয়েদ্বেদিকোপরি ॥ ২৪৬
স্পৃষ্ট্বা দেবপদদ্বন্দ্বং মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
হ্রাঁ শ্রীঁ স্থিরো ভবেত্যুক্ত্বা বাসস্তে কল্পিতো ময়া।
ইতি দেবং স্থিরীকৃত্য ভবনং প্রার্থয়েৎ পুনঃ ॥ ২৪৭
গৃহ দেবনিবাসায় সর্ব্বথা প্রীতিদো ভব।
উৎসৃষ্টে ত্বয়ি মে লোকাঃ স্থিরাঃ সন্তু নিরাময়াঃ ॥ ২৪৮
ত্রিসপ্তাতীতপুরুষান্ ত্রিসপ্তানাগতানপি।
মাং চ মে পরিবারাংশ্চ দেবধাম্নি নিবাসয় ॥ ২৪৯
যজনাৎ সর্ব্বযজ্ঞানাং সর্ব্বতীর্থনিষেবণাৎ।
যৎ ফলং তৎ ফলং মেঽস্তু জায়তাং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ২৫০

সাধক চক্রাদিসংবলিত গৃহের এইরূপ অভ্যর্থনা করিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিবে, পরে আপনার কামনার উদ্দেশে উহা দেবতার জন্য উৎসর্গ করিবে। ২৪৪। তাহার মন্ত্র এই,—হে মহেশান্! তুমি যদিও জগতের আবাস, তথাপি তোমার বাসের জন্য এই গৃহ উৎসর্গ করিলাম, তুমি কৃপা পুরঃসর প্রতিগ্রহ কর ও এই গৃহে সন্নিধান পূর্ব্বক অবস্থিতি কর। ২৪৫। এই বলিয়া দেবতাকে গৃহ উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক শঙ্খ ও তূর্য্যধ্বনিসহকারে দেবতাকে বেদীর উপরিভাগে রক্ষা করিবে। ২৪৬। অনন্তর দেবতার চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করত হ্রাঁং শ্রীঁ স্থিরো ভব এই মন্ত্রে আমি তোমার বাসভবন কল্পনা করিলাম বলিয়া দেবতাকে স্থির করিয়া পুনরায় গৃহের নিকটে প্রার্থনা করিবে। ২৪৭। হে গৃহ! তুমি দেবতার বাসের জন্য সম্যক্প্রকারে প্রীতি দান কর, তুমি উৎসৃষ্ট হইলে স্বর্গলোকও স্থির ও নিরুপদ্রব হউক। ২৪৮। আমার অতীত ত্রিসপ্ততিসংখ্য পুরুষ, অথবা ত্রিসপ্ততি-সংখ্য পুরুষ এবং পরিবার-সমন্বিত আমাকে দেবলোকবাসী কর। ২৪৯। নিখিল যজ্ঞানুষ্ঠান ও সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ে যে ফললাভ হয়, তোমার প্রসাদে আমার

যাবদ্বসুন্ধরা তিষ্ঠেৎ যাবদেতে ধরাধরাঃ।
যাবচ্চন্দ্রদিবানিশানাথৌ তাবন্মে বর্ত্ততাং কুলম্ ॥ ২৫১
ইতি প্রার্থ্য গৃহং প্রাজ্ঞঃ পুনর্দ্দেবং সমর্চ্চয়ন্।
দর্পণাদ্যন্যবস্তূনি ধ্বজং চাপি নিবেদয়েৎ ॥ ২৫২
ততস্তু বাহনং দদ্যাৎ যস্মিন্ দেবে যথোদিতম্।
শিবায় বৃষভং দত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ২৫৩
বৃষভ ত্বং মহাকায়স্তীক্ষ্ণশৃঙ্গোঽরিঘাতকঃ।
পৃষ্ঠে বহসি দেবেশং পূজ্যোঽসি ত্রিদশৈরপি ॥ ২৫৪
ক্ষুরেষু সর্ব্বতীর্থানি রোম্নি বেদাঃ সনাতনাঃ।
নিগমাগমতন্ত্রাণি দশনাগ্রে বসন্তি তে ॥ ২৫৫
ময়ি দত্তে মহাভাগ সুপ্রীতঃ পার্ব্বতীপতিঃ।
বাসং দদাতু কৈলাসে ত্বং মাং পালয় সর্ব্বদা ॥ ২৫৬
সিংহং দত্বা মহাদেব্যৈ গরুড়ং বিষ্ণবে তথা।
যথা তু প্রার্থয়েদ্দেবানি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ২৫৭

সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটুক। ২৫০। যে কাল পর্য্যন্ত এই ধরাধরসমূহ ও বসুন্ধরার অবস্থিতি, যত কাল চন্দ্রসূর্য্যের সংস্থিতি, আমার বংশ তত কাল স্থায়ী হউক্। ২৫১। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ প্রার্থনা করিয়া, পুনর্ব্বার দেবতার অর্চ্চনা করত দর্পণ ও ধ্বজাদি অন্যান্য সমুদয় বস্তু নিবেদন করিবে। ২৫২। পরে যে দেবতার যেরূপ বাহন বিহিত, তাহা দান করিবে। শিবের প্রতিষ্ঠা-কালে তাঁহাকে বৃষবাহন প্রদান করিয়া বাহনের নিকটে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া এই প্রার্থনা করিবে। ২৫৩। হে বৃষভ! তুমি মহাকায়, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ও শত্রু-নিপাতক, তুমি দেবদেব মহাদেবকে পৃষ্ঠে ধারণ কর বলিয়া তুমি দেবগণের পূজ্য। ২৫৪। তোমার ক্ষুরে সর্ব্বতীর্থ, রোমাবলিতে সনাতন বেদ এবং দশনাগ্রে নিগম, আগম ও তন্ত্রাদি বিরাজিত আছে। ২৫৫। হে মহাভাগ! আমি তোমাকে দান করিলাম বলিয়া পার্ব্বতীপতি প্রীত হইয়া কৈলাসধামে আমার বাসনির্দ্দেশ করুন্, তুমি সতত আমাকে রক্ষা কর। ২৫৬। হে মহেশানি! এইরূপে মহাদেবীকে সিংহ ও বিষ্ণুকে গরুড় দান করিয়া, যেরূপ স্তব

সুরাসুরনিযুদ্ধেষু মহাবলপরাক্রমঃ।
দেবানাং জয়দো ভীমো দনুজানাং বিনাশকৃৎ ॥ ২৫৮
সদা দেবীপ্রিয়োঽসি ত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবপ্রিয়ঃ।
দেব্যৈ সমর্পিতো ভক্ত্যা জহি শত্রূন্নমোঽস্তু তে ॥ ২৫৯
গরুত্মন্ পতগশ্রেষ্ঠ শ্রীপতিপ্রীতিদায়ক।
বজ্রচঞ্চো তীক্ষ্ণনখ তব পক্ষা হিরণ্ময়াঃ।
নমস্তেঽস্তু খগেন্দ্রায় পক্ষিরাজ নমোঽস্তু তে ॥ ২৬০
যথা করপুটেন ত্বং সংস্থিতো বিষ্ণুসন্নিধৌ।
তথা মামরিদর্পঘ্ন বিষ্ণোরগ্রে নিবাসয় ॥ ২৬১
ত্বয়ি প্রীতে জগন্নাথঃ প্রীতঃ সিদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥ ২৬২
দেবায় দত্তদ্রব্যাণাং দত্তাদ্দেবায় দক্ষিণাম্।
তথা কর্ম্মফলঞ্চাপি ভক্ত্যা তস্মৈ সমর্পয়েৎ ॥ ২৬৩
নৃত্যৈর্গীতৈশ্চ বাদিত্রৈঃ সামাত্যঃ সহবান্ধবঃ।
বেশ্মপ্রদক্ষিণং কৃত্বা দেবং নত্বাশয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ২৬৪

করিতে হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর ।২৫৭। হে সিংহ! তুমি সুরাসুর-সংগ্রামে মহাবল ও মহাপরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলে, তোমা হইতে দেবগণ জয়ী হইয়াছিলেন, তুমি দৈত্যদলনকারী ও অতিশয় ভীষণ।২৫৮। তুমি সর্ব্বদা দেবীপ্রিয়, সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবেরও প্রিয়, আমি ভক্তিভরে তোমাকে দেবীর নিকটে অর্পণ করিলাম, তুমি আমার শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হও, তোমাকে নমস্কার।২৫৯। (বিষ্ণুসকাশে গরুড়দানকলে স্তব যথা-) হে গরুড়! তুমি পক্ষিগণের শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীপতির প্রীতিদায়ক, তোমার চঞ্চু বজ্রতুল্য, নখ তীক্ষ্ণ এবং পক্ষ সুবর্ণময়; হে পক্ষিরাজ খগেন্দ্র! তোমাকে নমস্কার।২৬০। হে অরিগর্ব্বখর্ব্বকারিন্ পতগরাজ! তুমি যেরূপ কৃতাঞ্জলিপুটে বিষ্ণু-সন্নিধানে অবস্থিতি কর, সেইরূপ আমাকে বিষ্ণুর সম্মুখে ঐ ভাবে রাখিয়া দাও।২৬১। তুমি প্রীত হইলে রমাপতি প্রীত হইয়া সিদ্ধি প্রদান করেন।২৬২। যে দেবতাকে যে দ্রব্য দান করিতে হয়, তাঁহাকে তাহার দক্ষিণা দিতে হয়। কার্য্য সমাধা করিয়া ভক্তিভাবে কর্ম্মফলও সেই দেবতাকে সমর্পণ করিতে হইবে।২৬৩। পরে নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহকারে অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত গৃহপ্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দেবতাকে নমস্কার করিয়া

দেবাগারপ্রতিষ্ঠায়াং য এষ কথিতঃ ক্রমঃ।
আরামসেতুসংক্রমশাখিনামীরিতোঽপি সঃ ॥ ২৬৫
বিশেষোঽত্র কৃতোষু পূজ্যো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
পূজাহোমৌ তথা সর্ব্বং গৃহদানবিধানবৎ ॥ ২৬৬
অপ্রতিষ্ঠিতদেবায় নৈব দত্তাৎ গৃহাদিকম্।
প্রতিষ্ঠিতেঽর্চ্চিতে দেবে পূজাদানং বিধীয়তে ॥ ২৬৭
অথ তত্র শ্রীমদাদ্যাপ্রতিষ্ঠাক্রম উচ্যতে।
যেন প্রতিষ্ঠিতা দেবী তূর্ণং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৬৮
তদ্দিনে সাধকঃ প্রাতঃ স্নাতঃ শুচিরুদঙ্মুখঃ।
সঙ্কল্পং বিধিবৎ কৃত্বা যজেদ্বাস্তীশ্বরং ততঃ ॥ ২৬৯
গ্রহদিক্পতিদেবেষাঅর্চ্চনং পিতৃকর্ম্ম চ।
বিধায় সার্দ্ধৈর্ব্বিপ্রৈঃ প্রতিমাসন্নিধিং ব্রজেৎ ॥ ২৭০
প্রতিষ্ঠিতগৃহে বাপি কুত্রচিৎ শোভনস্থলে।
আনীয়ার্চ্চামর্চ্চয়িত্বা স্নাপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২৭১

ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। ২৬৪। দেবপ্রতিষ্ঠাস্থলে যে বিধির উল্লেখ করা হইল, আরাম, সেতু, সংক্রম ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাস্থলেও এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইবে। ২৬৫। বিশেষতঃ এই সকল স্থলে সনাতন ভগবান্ বিষ্ণুর বিশেষ পূজা করিতে হইবে, এতদ্ভিন্ন পূজা, হোম ও অন্যান্য কার্য্য গৃহপ্রতিষ্ঠার ন্যায় করা কর্ত্তব্য। ২৬৬। (জানা কর্ত্তব্য যে,) অপ্রতিষ্ঠিত দেবতার উদ্দেশে গৃহাদি উৎসর্গ করিতে নাই, প্রতিষ্ঠিত ও অর্চ্চিত দেবতার উদ্দেশে পূজা ও উৎসর্গাদির বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। ২৬৭। এক্ষণে আমি আত্মাকালিকার প্রতিষ্ঠাবিধি বলিতেছি, যদি নিয়মানুসারে দেবীর প্রতিষ্ঠা ঘটে, তাহা হইলে তিনি অভীষ্টফল দান করিয়া থাকেন। ২৬৮। সাধক প্রতিষ্ঠা-দিবসে প্রাতঃকালে স্নান করিয়া শুচিভাবে উত্তরাস্যে যথাবিধি সংকল্প করত বাস্তুদেবতার পূজা করিবে। ২৬৯। পরে গ্রহগণের, দশদিক্পালের ও গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করত পিতৃকর্ম্ম (আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ) সম্পাদন করিয়া ভগবতীর আরাধনানিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত দেবপ্রতিমাসন্নিধানে গমন করিবে। ২৭০। প্রতিষ্ঠিত গৃহ অথবা কোন রম্যস্থলে দেবতাকে আনয়ন ও অর্চনা করিয়া সাধকবর বক্ষ্যমাণ নিয়মে

ভস্মনা প্রথমং স্নানং ততো বল্মীকমৃৎস্নয়া।
বরাহদন্তিদন্তোত্থমৃত্তিকাভিস্ততঃ পরম্।
বেশ্যাদ্বারমৃদা চাপি প্রদ্যুম্নহ্রদজাতয়া ॥ ২৭২
ততঃ পঞ্চকষায়েণ পঞ্চপুষ্পৈস্ত্রিপত্রকৈঃ।
কারয়িত্বা গন্ধতৈলৈঃ স্নাপয়েৎ প্রতিমাং সুধীঃ ॥ ২৭৩
বাট্যালবদরীজম্বুবকুলাঃ শাল্মলী তথা।
এতে নিগদিতাঃ স্নানে কষায়াঃ পঞ্চ ভূরুহাঃ ॥ ২৭৪
করবীরং তথা জাতী চম্পকং সরসীরুহম্।
পাটলীকুসুমঞ্চাপি পঞ্চপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৭৫
বর্ব্বরাতুলসীবিল্বং পত্রত্রয়মুদাহৃতম্ ॥ ২৭৬
এতেষু প্রোক্তদ্রব্যেষু জলযোগো বিধীয়তে।
পঞ্চামৃতে গন্ধতৈলে তোয়যোগং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৭৭
সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং মূলমুচ্চরন্।
এতদ্দ্রব্যস্থ তোয়েন স্নাপয়ামি নমো বদেৎ ॥ ২৭৮

তাঁহার স্নানকার্য্য সমাধা করিবেন। ২৭১। স্নানকালে প্রথমে ভস্ম, পরে বল্মীকমৃত্তিকা, অনন্তর বরাহদন্তোত্থমৃত্তিকা ও গজদন্তোত্থাপিত মৃত্তিকা, পশ্চাৎ বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা, * পরে প্রদ্যুম্নহ্রদজাত মৃত্তিকা অর্থাৎ কামকূপ-জাত দ্রব্যবিশেষ দ্বারা স্নান করাইবেন। ২৭২। পরে পঞ্চকষায়, পঞ্চপুষ্প এবং ত্রিপত্র দ্বারা স্নান করাইয়া তৎপশ্চাৎ সুগন্ধি তৈল দ্বারা স্নান করাইবেন। ২৭৩। বাট্যাল (বেড়েলা), বদরী, জম্বু, বকুল ও শাল্মলী এই পাঁচটি বৃক্ষের কাথের নাম পঞ্চকষায়। ২৭৪। করবী, জাতী (চামেলি), চম্পক, পদ্ম ও পাটলী (পারুল) এই কয়টি পঞ্চপুষ্প বলিয়া কীর্ত্তিত। ২৭৫। বর্ব্বরাপত্র (বাবুই তুলসী), তুলসীপত্র ও বিল্বপত্র ইহারা ত্রিপত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২৭৬। এই সকল দ্রব্যের সহিত জল মিশ্রিত করিতে হইবে, কিন্তু পঞ্চামৃত বা সুগন্ধি তৈলের সহিত জল মিশ্রিত করিতে নাই। ২৭৭। প্রণবের সহিত গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, এতদ্দ্রব্যস্থ

* এখানে বেশ্যা শব্দে পূর্ণাভিষিক্তা শক্তি বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে বিশদরূপে ইহার ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে।

ততঃ প্রাগুক্তবিধিনা দুগ্ধাদ্যৈরষ্টভির্ঘটৈঃ।
কবোষ্ণসলিলৈশ্চাপি স্নাপয়েৎ প্রতিমাং বুধঃ॥ ২৭৯
সিতগোধূমচূর্ণেন তিলকল্কেন বা শিবাম্।
শালিতণ্ডুলচূর্ণেন মার্জ্জয়িত্বা বিরুক্ষয়েৎ॥ ২৮০
তীর্থাম্বুসামষ্টঘটৈঃ স্নাপয়িত্বা সুবাসসা।
সংমার্জ্জিতাঙ্গীং প্রতিমাং পূজাস্থানং সমানয়েৎ॥ ২৮১
অশক্তৌ শুদ্ধতোয়ানাং পঞ্চবিংশতিসংখ্যকৈঃ।
কলশৈঃ স্নাপয়েদর্চ্চাং ভক্ত্যা সাধকসত্তমঃ॥ ২৮২
স্নানে স্নানে মহাদেব্যাঃ শক্ত্যা পূজনমাচরেৎ॥ ২৮৩
ততো নিবেশ্য প্রতিমামাসনে সুপরিষ্কৃতে।
পাদ্যার্ঘ্যাদৈরর্চ্চয়িত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ॥ ২৮৪

তোয়েন স্নাপয়ামি নমঃ, এই কথা বলিতে হইবে। ২৭৮। * অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে দুগ্ধ প্রভৃতি অষ্টঘট এবং ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা দেবীর স্নানকার্য্য সমাধা করা জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ২৭৯। তদনন্তর সিত গোধূমচূর্ণ, তিলকল্ক ও শালিতণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা দেবমূর্ত্তিকে মার্জ্জিত করিয়া নির্ম্মল করিবে। ২৮০। পরে অষ্টঘটস্থ তীর্থজল দ্বারা দেবতাকে স্নান করাইয়া সুন্দর বস্ত্র দ্বারা তাঁহার গাত্র-মার্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজাস্থানে আনয়ন করিবে। ২৮১। এই কার্য্যে অশক্ত হইলে সাধকবর ভক্তিভাবে পঞ্চবিংশতিসংখ্য ঘটস্থ বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইবেন। ২৮২। প্রত্যেক স্নানাবসানে যথাশক্তি উপচারে মহাদেবীর অর্চ্চনা করিবে। ২৮৩। অনন্তর সুপরিষ্কৃত আসনে প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে

---

* ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, 'এতদ্দ্রব্যস্ত' স্থানে সেই সেই দ্রব্যের নাম উচ্চারণ করিতে হয়, অর্থাৎ ভস্ম দ্বারা স্নানের সময় ভস্মতোয়েন, বল্মীকমৃত্তিকা দ্বারা স্নানকালে বল্মীকমৃত্তিকা-তোয়েন, বরাহদন্তোত্থ মৃত্তিকা দ্বারা স্নানকালে বরাহদন্তোত্থমৃত্তিকাতোয়েন, হস্তিদন্তোত্থ-মৃত্তিকা দ্বারা স্নানকালে হস্তিদন্তোত্থমৃত্তিকাতোয়েন, বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা দ্বারা স্নানকালে বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকাতোয়েন, প্রদ্যুম্নহ্রদজাতমৃত্তিকা দ্বারা স্নানকালে প্রদ্যুম্নহ্রদজাতমৃত্তিকাতোয়েন, পঞ্চ-কষায় দ্বারা স্নানকালে পঞ্চকষায়তোয়েন, পঞ্চপুষ্প দ্বারা স্নানকালে পঞ্চপুষ্পতোয়েন, ত্রিপত্র দ্বারা স্নানকালে ত্রিপত্রতোয়েন, গন্ধতৈল দ্বারা স্নানকালে গন্ধতৈলেন, দুগ্ধ দ্বারা স্নানকালে দুগ্ধেন, দধি দ্বারা স্নানকালে দধ্না, মধু দ্বারা স্নানকালে মধুনা, ঘৃত দ্বারা স্নানকালে হবিষা, শর্করা দ্বারা স্নানকালে শর্করাতোয়েন, নারিকেলজল দ্বারা স্নানকালে নারিকেলোদকেন, ইক্ষুরস দ্বারা স্নানকালে ইক্ষুরসেন ইত্যাদিরূপ বুঝিতে হইবে।

নমস্তে প্রতিমে তুভ্যং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতে।
নমস্তে দেবতাবাসে ভক্তাভীষ্টপ্রদে নমঃ ॥ ২৮৫
ত্বয়ি সংপূজয়াম্যাভাং পরমেশীং পরাৎপরাম্।
শিল্পদোষাবশিষ্টাঙ্গং সম্পন্নং কুরু তে নমঃ ॥ ২৮৬
ততস্তৎপ্রতিমামূর্দ্ধ্নি পাণিং বিন্যস্য বাগ্‌যতঃ।
অষ্টোত্তরশতং মূলং জপ্ত্বা গাত্রাণি সংস্পৃশেৎ ॥ ২৮৭
ষড়ঙ্গমাতৃকান্যাসং প্রতিমাঙ্গে প্রবিন্যসন্।
ষড়্‌দীর্ঘভাজা মূলেন ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥ ২৮৮
তারমায়ারমাভিশ্চ নমোঽন্তৈর্ব্বিন্দুসংযুতৈঃ।
অষ্টবর্গৈর্দ্দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাসং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৮৯
মুখে স্বরান্ কবর্গঞ্চ কণ্ঠদেশে ন্যসেৎ বুধঃ।
চবর্গমুদরে দক্ষবাহৌ টাদ্যক্ষরাণি চ ॥ ২৯০

'নমস্তে' ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রার্থনা করিবে। ২৮৪। হে প্রতিমে! তোমাকে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তোমাকে নমস্কার; তুমি দেবতার আবাস, তোমাকে নমস্কার; তুমি ভক্তজনকে অভীষ্টফল প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার। ২৮৫। হে প্রতিমে! তোমাতে আমি আদ্যা পরাৎপরা পরমেশ্বরী কালিকার পূজা করিতেছি, যদি শিল্পদোষে মূর্ত্তির অঙ্গবৈকল্য ঘটিয়া থাকে, তাহা পূর্ণ কর, তোমাকে নমস্কার। ২৮৬। অনন্তর দেবমূর্ত্তির মস্তকে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বাগ্‌যত হইয়া অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপ করিবে, পরে প্রতিমার গাত্র স্পর্শ করিয়া প্রতিমার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস * ও মাতৃকান্যাস করিবে, ন্যাসের সময় মূলমন্ত্রে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিতে হইবে। ২৮৭ ২৮৮। পরে প্রণব, মায়া ও রমা-বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বিন্দুযুক্ত অষ্টবর্গের অক্ষর পাঠ করিয়া পশ্চাৎ নমঃ শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবাঙ্গে বর্ণন্যাস করিবে। ২৮৯। † জ্ঞানী ব্যক্তি দেবতার মুখে অবর্ণ

---

* ষড়ঙ্গন্যাস যে মন্ত্রে করিতে হয়, তাহা এই—"ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈঁ কবচায় হুঁ, ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যা-মস্ত্রায় ফট্।

† এই মাতৃকান্যাসকে অনেকে বর্ণন্যাস নামেও অভিহিত করেন। যেরূপে বর্ণন্যাস করিবে, তাহা যথা—

মুখমণ্ডলে, অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং। দক্ষিণহস্তে, এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং। বামহস্তে, ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং। দক্ষিণপাদে, ণং তং থং দং ধং নং

তবর্গঞ্চ বামবাহৌ দক্ষবামোরুযুগ্ময়োঃ।
পবর্গঞ্চ যবর্গঞ্চ শবর্গং মস্তকে ন্যসেৎ ॥ ২৯১
বর্ণন্যাসং বিধায়েত্থং তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ২৯২
পাদয়োঃ পৃথিবীতত্ত্বং তোয়তত্ত্বঞ্চ লিঙ্গকে।
তেজস্তত্ত্বং নাভিদেশে বায়ুতত্ত্বং হৃদম্বুজে ॥ ২৯৩
আস্যে গগনতত্ত্বঞ্চ চক্ষুষো রূপতত্ত্বকম্।
ঘ্রাণয়োর্গন্ধতত্ত্বঞ্চ শব্দতত্ত্বং শ্রুতিদ্বয়ে ॥ ২৯৪
জিহ্বায়াং রসতত্ত্বঞ্চ স্পর্শতত্ত্বং ত্বচি ন্যসেৎ।
মনস্তত্ত্বং ভ্রুবোর্মধ্যে সহস্রদলপঙ্কজে ॥ ২৯৫
শিবতত্ত্বং জ্ঞানতত্ত্বং পরতত্ত্বং তথোরসি।
জীবপ্রকৃতিতত্ত্বে চ বিন্যসেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
মহত্তত্ত্বমহঙ্কারতত্ত্বং সর্ব্বাঙ্গকে ক্রমাৎ ॥ ২৯৬

·অর্থাৎ স্বরবর্ণ, কণ্ঠে কবর্গ, উদরে চবর্গ, দক্ষিণহস্তে টবর্গ, বামহস্তে তবর্গ, দক্ষিণ উরুতে পবর্গ, বাম উরুতে যবর্গ অর্থাৎ য র ল ব, মস্তকে শবর্গ অর্থাৎ শ ষ স হ ক্ষ ন্যাস করিবে। ২৯০-২৯১। * বর্ণন্যাসের পর তত্ত্বন্যাস। ২৯২। দেবতার পদদ্বয়ে পৃথিবীতত্ত্ব, লিঙ্গে তোয়তত্ত্ব, নাভিদেশে তেজস্তত্ত্ব, হৃদয়কমলে বায়ুতত্ত্ব, মুখে আকাশতত্ত্ব, দ্বিনেত্রে রূপতত্ত্ব, নাসিকাদ্বয়ে গন্ধতত্ত্ব, কর্ণদ্বয়ে শব্দতত্ত্ব, রসনাতে রসতত্ত্ব, ত্বক্‌সকলে স্পর্শতত্ত্ব, ভ্রূমধ্যে মনস্তত্ত্ব, ললাটস্থ সহস্রদলকমলে শিবতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব, হৃদয়ে জীবতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব ন্যাস করিবে। অনন্তর-সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাঙ্গে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের

পং ফং বং ভং। বামপাদে, মং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং। এই সমুদায় বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণের পূর্ব্বে 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' এবং অন্তে 'নমঃ' পদ যোগ করিয়া ন্যাস করিতে হইবে।

* যেরূপে এই বর্ণন্যাস বা বর্গন্যাস করিতে হয়, তাহা প্রদর্শিত হইল, যথা—

মুখে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ নমঃ। কণ্ঠদেশে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কং খং গং ঘং ঙং নমঃ। উদরে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চং ছং জং ঝং ঞং নমঃ। দক্ষিণহস্তে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ টং ঠং ডং ঢং ণং নমঃ। বামহস্তে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তং থং দং ধং নং নমঃ। দক্ষিণ উরুতে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পং ফং বং ভং মং নমঃ। বাম উরুতে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যং রং লং বং নমঃ। মস্তকে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শং ষং সং হং ক্ষং নমঃ। প্রতি বর্ণে অনুস্বার ও আদিতে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এবং শেষে নমঃ পদ প্রযোজ্য।

তারমায়ারমাস্তেন ঙে-নমোঽস্তেন বিন্যসেৎ ॥ ২৯৭
সবিন্দুমাতৃকাবর্ণপুটিতং মূলমুচ্চরন্।
নমোঽন্তং মাতৃকাস্থানে মন্ত্রন্যাসং প্রযোজয়েৎ ॥ ২৯৮
সর্ব্বযজ্ঞময়ং তেজঃ সর্ব্বভূতময়ং বপুঃ।
ইয়ং তে কল্পিতা মূর্ত্তিরত্র ত্বাং স্থাপয়াম্যহম্ ॥ ২৯৯
ততঃ পূজাবিধানেন ধ্যানমাবাহনাদিকম্।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সম্পাদ্য পূজয়েৎ পরদেবতাম্ ॥ ৩০০
দেবগেহপ্রদানে তু যে যে মন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ।
তত্র তত্র প্রযোক্তব্যা মন্ত্রলিঙ্গেন পূজনে ॥ ৩০১
বিধিবৎ সংস্কৃতে বহ্নাবর্চ্চিতেভ্যোঽর্চ্চিতাহুতিঃ।
আবাহ্য দেবীং সম্পূজ্য জাতকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৩০২

ন্যাস করিবে। ২৯৩-২৯৬। এই ন্যাস করিবার সময় প্রণব, মায়া ও রমাবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্থ্যন্ত তত্ত্বপদ (তত্ত্বায়) পাঠ করত শেষে নমঃ এই পদ উচ্চারণ করিবে। ২৯৭। * অনন্তর বিন্দুযুক্ত মাতৃকাবর্ণপুটিত মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া নমঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করত মাতৃকাস্থানে মন্ত্রন্যাস করিবে। ২৯৮। † তদনন্তর দেবীর নিকট এই প্রার্থনা করিবে যে, হে দেবি! যদিও তোমার তেজ সর্ব্বযজ্ঞময় ও ত্বদীয় শরীর সর্ব্বভূতময়, তথাপি আমি তোমার এই মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তোমাকে এখানে স্থাপন করিতেছি। ২৯৯। অনন্তর পূজার বিধান-ক্রমে ধ্যান, আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি সম্পাদন করিয়া পরমদেবতার পূজা করিবে। ৩০০। দেবগৃহপ্রতিষ্ঠার সময়ে যে যে মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, এ স্থলে তাহাই প্রযোজ্য, কেবলমাত্র পূজাস্থানে বীজমন্ত্র ও লিঙ্গের ভিন্নতা থাকিবে অর্থাৎ শিবাদির বীজস্থলে আদ্যাকালিকার বীজমন্ত্র আর পুংলিঙ্গাদির পরিবর্ত্তে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার্য্য।৩০১। পরে যথাবিধি অগ্নিসংস্কার করিয়া তাহাতে পূজিত দেবগণের উদ্দেশে অর্চ্চিত আহুতি দিবে। তৎপরে যথাবিধি অগ্নিতে দেবীর

---

* ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পৃথিবীতত্ত্বায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তোয়তত্ত্বায় নমঃ ইত্যাদি প্রণালীতে ন্যাস করিতে হয়।

† এই ন্যাসের প্রণালী যথা—অং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা অং নমো ললাটে। আং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা আং নমো মুখে ইত্যাদি নিয়মে ক্রমান্বয়ে একাপঞ্চাশৎ বর্ণ পুটিত করত ন্যাস করিবে। এই ন্যাসে কোন্ অঙ্গুলীর সহিত কোন্ অঙ্গুলীর যোগ করিবে, কোন্ অঙ্গুলী দ্বারা কোন্ স্থান স্পর্শ করিবে, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় পঞ্চম উল্লাসে মাতৃকান্যাসস্থলে বর্ণিত আছে।

জাতনামী নিষ্ক্রমণমন্নপ্রাশনমেব চ।
চূড়োপনয়নং চৈতে ষট্‌সংস্কারাঃ শিবোদিতাঃ ॥ ৩০৩
প্রণবং ব্যাহৃতিং চৈব গায়ত্রীং মূলমন্ত্রকম্।
সামন্ত্রণাভিধানং তে জাতকর্ম্মাদিনাম চ ॥ ৩০৪
সম্পাদয়াম্যগ্নিকান্তাং সমুচ্চার্য্য বিধানবিৎ।
পঞ্চপঞ্চাহুতীর্দ্দদ্যাৎ প্রতিসংস্কারকর্ম্মণি ॥ ৩০৫
দত্তনাম্নাহুতিশতং মূলোচ্চারণপূর্ব্বকম্।
দেব্যৈ দত্বাহুতেবংশং প্রতিমামূর্দ্ধ্নি নিঃক্ষিপেৎ ॥ ৩০৬
প্রায়শ্চিত্তাদিভিঃ শেষং কর্ম্ম সম্পাদয়ন্ সুধীঃ।
ভোজয়েৎ সাধকান্ বিপ্রান্ দীনানাথাংশ্চ তোষয়েৎ ॥ ৩০৭
উক্তকর্ম্মবশক্তশ্চেৎ পাথসাং সপ্তভির্ঘটৈঃ।
স্নাপয়িত্বার্চ্চয়ন্ শক্ত্যা শ্রাবয়েন্নাম দেবতাম্ ॥ ৩০৮

আবাহনান্তে অর্চ্চনা করত জাতকর্ম্ম প্রভৃতি ষট্‌সংস্কার সম্পন্ন করিবে। ৩০২। জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়ন এই ছয়টি সংস্কারের কথা শিবের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে। ৩০৩। কোন্ মন্ত্রে উক্ত সংস্কারসকল সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে।—প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী, মূলমন্ত্র ও সম্বোধনান্ত নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক 'তে' অর্থাৎ তোমার এই পদ উচ্চারণ করিয়া জাতকর্ম্মাদির নাম করিবে। ৩০৪। পরে বিধানবিৎ ব্যক্তি সম্পাদয়ামি স্বাহা এই পদ পাঠ করত প্রত্যেক সংস্কারে পঞ্চধা আহুতি প্রদান করিবে। ৩০৫। * অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দত্ত নাম পাঠ পূর্ব্বক দেবীর উদ্দেশে শত বা অষ্টোত্তরশত আহুতি প্রদান করিবে, প্রত্যেক আহুতি সমাপ্ত হইলে উহার শেষ দেবীর শিরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। ৩০৬। সুধী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা শেষ কর্ম্ম সম্পন্ন করত সাধক, বিপ্র, দীন এবং অনাথগণকে ভোজন দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। ৩০৭। এই সকল কার্য্য করিতে অশক্ত হইলে কেবলমাত্র সপ্ত কলশজলে দেবতাকে স্নান করাইয়া যথাশক্তি পূজা করত নাম

* যে মন্ত্রে পাঁচবার আহুতি দিতে হয়, তাহা এই—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা শ্রীমদাদ্যে কালিকে তে জাতকর্ম্ম সম্পাদয়ামি স্বাহা। মন্ত্রের মধ্যে যেখানে 'জাতকর্ম্ম' আছে, নামকরণের সময় সে স্থানে 'নামকরণং' অন্নাশনের সময় 'অন্নাশনং' ইত্যাদিরূপ কর্ম্মভেদে উচ্চার্য্য।

ইতি তে শ্রীমদাদ্যায়াঃ প্রতিষ্ঠা কথিতা প্রিয়ে।
এবং দুর্গাদিবিদ্যানাং মহেশাদিদিবৌকসাম্ ॥ ৩০৯
চলতঃ শিবলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠায়ামযং বিধিঃ।
প্রযোক্তব্যো বিধানজ্ঞৈর্মন্ত্রেণামোহপূর্ব্বকম্ ॥ ৩১০

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদা-শিবসংবাদে আদ্যাকালীপ্রতিষ্ঠানুষ্ঠানে বাস্তুগ্রহযাগজলাশয়প্রতিষ্ঠাদেব-গৃহদানাদিসর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাকথনং নাম ত্রয়োদশোল্লাসঃ।

শ্রবণ করাইবে। ৩০৮। হে প্রিয়ে! আমি তোমার নিকটে আদ্যা দেবীর প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব বর্ণন করিলাম। এইরূপ দুর্গা প্রভৃতি বিদ্যা, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ ও যে শিবলিঙ্গ স্থানান্তরিত হইতে পারে, তৎপ্রতিষ্ঠাবিষয়ে বিধানজ্ঞ ব্যক্তির মোহবর্জ্জিত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করত এই বিধির অনুযায়ী হওয়া কর্ত্তব্য। ৩০৯-৩১০।

# চতুর্দ্দশোল্লাস

শ্রীদেব্যুবাচ।

আদ্যাশক্তেরনুষ্ঠানাৎ কৃপয়া ভূরিসাধনম্।
কথিতং মে কৃপানাথ তুষ্টাস্মি তব ভাবতঃ॥ ১
সচলস্তেশলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠাবিধিরীরিতঃ।
অচলস্য প্রতিষ্ঠায়াং কিং ফলং বিধিরেব কঃ॥ ২
কথ্যতাং জগতাং নাথ সবিশেষেণ সাম্প্রতম্।
ইদং হি পরমং তত্ত্বং প্রষ্টুং বদ বৃণোমি কম্॥ ৩
ত্বত্তঃ কো বাস্তি সর্ব্বজ্ঞো দয়ালুঃ সর্ব্ববিত্তিতুঃ।
আশুতোষো দীননাথো মমানন্দবিবর্দ্ধনঃ॥ ৪

শ্রীসদাশিব উবাচ।

শিবলিঙ্গস্থাপনস্য মাহাত্ম্যং কিং ব্রবীমি তে।
যৎস্থাপনান্মহাপাপান্মুক্তো যাতি পরং পদম্॥ ৫
স্বর্ণপূর্ণমহীদানাদ্বাজিমেধাযুতার্জ্জনাৎ।
নিস্তোয়ে তোয়করণাৎ দীনার্ত্তপরিতোষণাৎ॥ ৬

দেবী কহিলেন, হে কৃপানাথ! আপনি আদ্যাকালিকার অর্চ্চনাদিপ্রসঙ্গে কৃপা করিয়া অনেক প্রকার সাধনের কথা বলিয়াছেন, বলিতে কি, আপনার করুণতাব দর্শনে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি। ১। আপনি সচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা ও ফল-বিধির বিষয় বলিলেন; কিন্তু অচল শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠার বিধি নির্দ্দেশ করেন নাই। সেই অচল শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠার ফলই বা কি? হে জগন্নাথ! একণে তাহা সবিশেষ ব্যক্ত করুন্। এই পরমতত্ত্ব আর কাহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে পারি—বলুন? ২-৩। আপনার অপেক্ষা সর্ব্বজ্ঞ, দয়ালু ও সর্ব্ববিৎ আর কে আছেন? বিশেষতঃ আপনি আশুতোষ, দীননাথ ও আমার আনন্দবর্দ্ধক।৪।

সদাশিব কহিলেন, দেবি! শিবলিঙ্গস্থাপনের মাহাত্ম্য তোমাকে আর অধিক কি বলিব, ইহা স্থাপন করিলে লোক মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ-প্রাপ্ত হয়। ৫। সুবর্ণপূর্ণ পৃথিবী দান, দশসহস্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান, নির্জ্জল স্থলে জলদান এবং দীন ও আর্ত্ত ব্যক্তির পরিতোষে লোকে

যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তস্মাৎ কোটিগুণং ফলম্।
শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায়াং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭
লিঙ্গরূপী মহাদেবো যত্র তিষ্ঠতি কালিকে।
তত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ সেন্দ্রাস্তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ ॥ ৮
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানি দৃষ্টাদৃষ্টানি যানি চ।
পুণ্যক্ষেত্রাণি সর্ব্বাণি বর্ত্তন্তে শিবসন্নিধৌ ॥ ৯
লিঙ্গরূপধরং শম্ভুং পরিতো দিগ্বিদিক্ষু চ।
শতহস্তপ্রমাণেন শিবক্ষেত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০
ঈশক্ষেত্রং মহাপুণ্যং সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্।
যত্রামরা বিরাজন্তে সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বদা ॥ ১১
ক্ষণমাত্রং শিবক্ষেত্রে যো বসেত্তাবতৎপরঃ।
স সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তো যাত্যন্তে শঙ্করালয়ম্ ॥ ১২
অত্র যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম স্বল্পং বা বহুলং তথা।
প্রভাবাদ্ধূর্জটেস্তস্য তত্তৎ কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১৩
যত্র-তত্র-কৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে শিবসন্নিধৌ।
শৈবক্ষেত্রে কৃতং পাপং বজ্রলেপসমং প্রিয়ে ॥ ১৪

যে ফললাভ করে, তাহার কোটিগুণ ফল শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায় ঘটিয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৬-৭। হে কালিকে। যেখানে লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থিতি করিবেন, সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ৮। অন্য কথা কি, সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থ এবং প্রকাশিত অপ্রকাশিত পুণ্যক্ষেত্রসকল শিবসান্নিধ্যে অবস্থিতি করে। ৯। লিঙ্গরূপী শিবের সকল দিকে এক শত হস্ত পর্য্যন্ত শিবক্ষেত্র বলিয়া কথিত। ১০। শিবক্ষেত্র মহাপুণ্য এবং সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা প্রধানতম, এখানে সমুদয় দেবতা ও নিখিল তীর্থ বিরাজমান থাকেন। ১১। যে ব্যক্তি শিবভক্তিপরায়ণ হইয়া ক্ষণকালও শিবক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি সর্ব্বপাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া চরমে শিবলোকে গমন করিয়া থাকেন। ১২। এই স্থানে অল্প বা অধিক পরিমাণে যে পাপ বা পুণ্য করা যায়, শিবপ্রভাবে তাহা কোটিগুণ হইয়া থাকে। ১৩। হে প্রিয়ে! লোকে যেখানে সেখানে পাপকর্ম্ম করুক না, শিবের নিকটে আসিলে তাহার পাপমুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু

পুরশ্চর্য্যাং জপং * দানং শ্রাদ্ধং তর্পণমেব চ।
যৎ করোতি শিবক্ষেত্রে তদনন্তায় কল্পতে ॥ ১৫
পুরশ্চর্য্যাশতং কৃত্বা গ্রহে শশিদিনেশয়োঃ।
যৎ ফলং তদবাপ্নোতি সকৃজ্জপ্ত্বা শিবান্তিকে ॥ ১৬
গয়াগঙ্গাপ্রয়াগেষু কোটিপিণ্ডপ্রদো নরঃ।
যৎ প্রাপ্নোতি তদত্রৈব সকৃৎ পিণ্ডপ্রদানতঃ ॥ ১৭
অতিপাতকিনো যে চ মহাপাতকিনশ্চ যে।
শৈবতীর্থে কৃতশ্রাদ্ধাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ১৮
লিঙ্গরূপী জগন্নাথো দেব্যা শ্রীদুর্গয়া সহ।
যত্রাস্তি তত্র তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ১৯
স্থাপিতেশস্য মাহাত্ম্যং কিঞ্চিদেতৎ প্রকাশিতম্।
অনাদিভূতভূতেশমহিমা বাগগোচরঃ ॥ ২০
মহাপীঠে তবার্চ্চায়ামস্পৃশ্যস্পর্শদূষণম্।
বিদ্যতে সুব্রতে নৈতৎ † লিঙ্গরূপধরে হরে ॥ ২১

শিবসাক্ষাতে পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে তাহা বজ্রলেপবৎ হয়। ১৪। পুরশ্চরণ, জপ, দান, শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি যে কোন কার্য্য শিবক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল অত্যন্ত হইয়া থাকে। ১৫। চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণকালে শতপুরশ্চরণে যে ফলপ্রাপ্তি, একবারমাত্র শিবসন্নিধানে জপ করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। ১৬। গয়া, গঙ্গা ও প্রয়াগ তীর্থে কোটি পিণ্ডপ্রদানে যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, শিবক্ষেত্রে একবারমাত্র পিণ্ডদান করিলে সেই ফল পাওয়া যায়। ১৭। অতিপাতকী বা মহাপাতকী ব্যক্তি যদি শিবক্ষেত্রে একবারমাত্র শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮। লিঙ্গরূপী জগন্নাথ মহেশ্বর দেবী দুর্গার সহিত যেখানে অবস্থিতি করেন, তথায় চতুর্দ্দশ ভুবনের অবস্থিতি। ১৯। তোমার নিকটে স্থাপিত মহাদেব-মাহাত্ম্যের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম, জানিও। যে মহাদেব অনাদিলিঙ্গ, সেই ভূতপতির মহিমা বাক্যেরও অগোচর। ২০। হে সুব্রতে! মহাপীঠস্থানে তোমার প্রতিমাপূজায় অস্পৃশ্য

* পুরশ্চর্য্যাজপং—পাঠান্তরম্।
† বিদ্যতে বিদ্যতে নৈতৎ ইতি বা পাঠঃ।

যথা চক্রার্চ্চনে দেবি কোঽপি দোষো ন বিদ্যতে।
শিবক্ষেত্রে মহাতীর্থে তথা জানীহি কালিকে॥ ২২
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে।
প্রভাবঃ শিবলিঙ্গস্য ময়া বক্তুং ন শক্যতে॥ ২৩
অযুক্তবেদিকং লিঙ্গং যুক্তং বেদিকয়াপি বা।
সাধকঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা স্বাভীষ্টফলসিদ্ধয়ে॥ ২৪
প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বসায়াহ্নে দেবতাং যোঽধিবাসয়েৎ।
সোঽশ্বমেধাযুতফলং লভতে সাধকোত্তমঃ॥ ২৫
মহীগন্ধশিলাধান্যং দূর্ব্বা পুষ্পং ফলং দধি।
ঘৃতং স্বস্তিকসিন্দূরং শঙ্খকজ্জলরোচনাঃ॥ ২৬
সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রং দীপঞ্চ দর্পণম্। *
অধিবাসবিধৌ বিংশদ্দ্রব্যাণ্যেতানি যোজয়েৎ॥ ২৭
প্রত্যেকং দ্রব্যমাদায় মায়য়া ব্রহ্মবিদ্যয়া।
অনেনামুষ্যপদতঃ শুভমস্ত্বধিবাসনম্॥ ২৮

জলের স্পর্শ ঘটিলে দোষ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু লিঙ্গরূপী শিবে ঐ দোষ ঘটিতে পারে না। ২১। হে দেবি কালিকে! চক্রপূজায় যেরূপ স্পর্শদোষের আশঙ্কা নাই, সেইরূপ মহাতীর্থ শিবক্ষেত্রে অস্পৃশ্যস্পর্শ-দোষ বর্ত্তিতে পারে না। ২২। তোমাকে অধিক কি বলিব, আমি সত্যস্বরূপে বলিতেছি, শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য আমি নিজে বলিতেও সমর্থ নহি। ২৩। শিবলিঙ্গে গৌরীপট্ট থাকুক বা না থাকুক, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য ভক্তিভাবে পূজা করা সাধকের কর্ত্তব্য। ২৪। দেবপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে যে সাধকশ্রেষ্ঠ দেবতার অধিবাস করেন, তাঁহার অযুত অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২৫। মহী, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, শ্বেতসর্ষপ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দীপ ও দর্পণ, অধিবাসকালে এই বিংশতি প্রকার দ্রব্যের প্রয়োজন। ২৬-২৭। উক্ত দ্রব্যসকলের মধ্যে এক একটি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া মায়া (হ্রীঁ) ও গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক শেষে বলিবে যে, অনয়া মহ্যা (অনেন গন্ধেন, অনয়া শিলয়া, অনেন ধান্যেন ইত্যাদি) অমুষ্য (শিবস্য) শুভাধিবাসমস্তু অর্থাৎ এই মহী বা শিলা কিংবা অন্য দ্রব্য দ্বারা এই দেবতার অধিবাসন

* ঘটাচামরদর্পণম্—ইতি বা পাঠঃ।

ইতি স্পৃশেৎ সাধ্যভালং মহাদ্যৈঃ সর্ব্ববস্তভিঃ।
ততঃ প্রশস্তিপাত্রেণ ত্রিধৈবমধিবাসয়েৎ ॥ ২৯
অনেন বিধিনা দেবমধিবাস্য বিধানবিৎ।
গৃহদানবিধানেন দুগ্ধাদ্যৈঃ স্নাপয়েত্ততঃ ॥ ৩০
সম্মার্জ্জ্য বাসসা লিঙ্গং স্থাপয়িত্বাসনোপরি।
পূজানুষ্ঠানবিধিনা গণেশাদীন্ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৩১
প্রণবেন করন্যাসৌ প্রাণায়ামং বিধায় চ।
ধ্যায়েৎ সদাশিবং শান্তং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৩২
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।
বিভূতিলিপ্তসর্ব্বাঙ্গং নাগালঙ্কারভূষিতম্ ॥ ৩৩
ধূম্রপীতারুণশ্বেতরক্তৈঃ পঞ্চভিরাননৈঃ।
যুক্তং ত্রিনয়নং বিভ্রজ্জটাজূটধরং বিভুম্ ॥ ৩৪
গঙ্গাধরং দশভুজং শশিশোভিতমস্তকম্।
কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং করৈঃ ॥ ৩৫
বামৈর্দ্দধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজ্রাঙ্কুশং শরম্।
বরঞ্চ বিভ্রতং সর্ব্বৈর্দ্দেবৈর্মুনিবরৈঃ স্তুতম্ ॥ ৩৬

হউক্। ২৮। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া মহী প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তু দেবতার ললাটে স্পর্শ করিবে, পরে প্রশস্তিপাত্র দ্বারা তিনবার অধিবাস করিবে। ২৯। বিধানবিৎ ব্যক্তি এই প্রকার বিধানানুসারে দেবতার অধিবাস সমাপন করিয়া, গৃহপ্রতিষ্ঠার বিধানক্রমে দুগ্ধাদি দ্বারা দেবতাকে (শিবের ও গৌরীপট্ট ভগবতীর) স্নান করাইবে। ৩০। পরে বস্ত্র দ্বারা লিঙ্গগাত্র মার্জ্জিত করিয়া লিঙ্গকে আসনে স্থাপন পূর্ব্বক পূজাবিধানানুসারে গণেশাদি দেবতার পূজা করিবে। ৩১। প্রণব দ্বারা করন্যাস, অঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া সদাশিবের ধ্যান করিবে। তিনি শান্ত ও কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভান্বিত, তাঁহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, গলদেশে নাগযজ্ঞোপবীত, শরীর বিভূতিবিভূষিত ও নাগভূষণে সুশোভিত। তিনি ধূম্র, পীত, অরুণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণ পঞ্চমুখে সুশোভিত; তাঁহার তিনটি চক্ষু, তিনি জটাজুট-ধারী ও সর্ব্বব্যাপী বিভু। তিনি গঙ্গাধর ও দশভুজ; তাঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা বিরাজিত; তিনি বামকরে কপাল, পাবক, পাশ, পিনাক ও পরশু ধারণ করিয়া

পরমানন্দসন্দোহোল্লসৎকুটিললোচনম্ ।
হিমকুন্দেন্দুসঙ্কাশং বৃষাসনবিরাজিতম্ ॥ ৩৭
পরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিরহর্নিশম্ ।
গীয়মানমুমাকান্তমেকান্তশরণপ্রিয়ম্ ॥ ৩৮
ইতি ধ্যাত্বা মহেশানং মানসৈরুপচারকৈঃ ।
সংপূজ্যাবাহ্য তল্লিঙ্গে যজেচ্ছক্ত্যা বিধানবৎ ॥ ৩৯ *
আসনাদ্যুপচারাণাং দানে মন্ত্রাঃ পুরোদিতাঃ ।
মূলমন্ত্রমন্থং বক্ষ্যে মহেশস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪০
মায়া তারঃ শব্দবীজং সন্ধ্যর্ণান্তাক্ষরান্বিতম্ ।
অর্দ্ধেন্দুবিন্দুভূষাঢ্যং শিববীজং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪১
সুগন্ধিপুষ্পমাল্যেন বাসসাচ্ছাদ্য শঙ্করম্ ।
নিবেশ্য দিব্যশয্যায়াং বেদীমেবং বিশোধয়েৎ ॥ ৪২
বেদ্যাং প্রপূজয়েদ্দেবীমেবমেব বিধানতঃ ।
মায়য়াত্র করন্যাসৌ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৪৩

আছেন, তাঁহার দক্ষিণ-হস্তে শূল, বজ্র, অঙ্কুশ, বরমুদ্রা ও শর শোভা পাইতেছে, সকল দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছেন। ৩২-৩৬। তাঁহার কুটিল নেত্র পরমানন্দসন্দোহে সমুদ্ভাসিত ; তাঁহার অঙ্গকান্তি হিম, কুন্দ ও চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণ, তিনি বৃষভারোহণে সুশোভিত। ৩৭। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সতত তাঁহার স্তব করিতেছে, তিনি শরণাগতের একান্ত প্রিয়। ৩৮। এইরূপ মহেশ্বরের ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চ্চনা করত লিঙ্গে আবাহন করিয়া যথাবিধি তাঁহার পূজা করিবে। ৩৯। আমি পূর্ব্বে আসন প্রভৃতি উপ-চারদানের মন্ত্র বলিয়াছি, অধুনা পরমাত্মা মহেশ্বরের মূলমন্ত্র বলিতেছি। ৪০। মায়া, প্রণব এবং ঔকার ও চন্দ্রবিন্দু-সমন্বিত শব্দবীজ হকার, ইহাই শিববীজ অর্থাৎ হ্রীং ওঁ হৌঁ ইহাই শিববীজ। ৪১। অনন্তর সুগন্ধ-পুষ্পমাল্য ও বস্ত্র দ্বারা শিবলিঙ্গ আবৃত করিয়া দিব্যশয্যায় শয়ন করাইয়া গৌরীপট্ট শোধন করিবে। ৪২। উহাতে এইরূপ বিধানানুসারে দেবীর পূজা করিবে,—প্রথমে ষড়্‌দীর্ঘস্বরযুক্ত মায়াবীজ পাঠ পূর্ব্বক অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও প্রাণায়াম করিবে। ৪৩।

* বিধানবিৎ—পাঠান্তরম্ ।

উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমমলাং বহ্ন্যর্কচন্দ্রেক্ষণাং,
মুক্তাবদ্ধিতহেমকুণ্ডললসৎস্মেরাননাম্ভোরুহাম্।
হস্তাব্জৈরভয়ং বরঞ্চ দধতীং চক্রং তথাব্জং দধৎ,
পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাং ভয়হরাং পীতাম্বরাং চিন্তয়ে ॥ ৪৪
ইতি ধ্যাত্বা মহাদেবীং পূজয়েন্নিজশক্তিতঃ।
ততস্তু দশদিক্‌পালান্ বৃষভঞ্চ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৫
ভগবত্যা মনুং বক্ষ্যে যেনারাধ্যা জগন্ময়ী ॥ ৪৬
মায়াং লক্ষ্মীং সমুচ্চার্য্য সান্তং ষষ্ঠস্বরান্বিতম্।
বিন্দুযুক্তং তদন্তে চ যোজয়েদ্বহ্নিবল্লভাম্ ॥ ৪৭
পূর্ব্ববৎ স্থাপয়ন্ দেবীং সর্ব্বদেববলিং হরেৎ।
দধিযুক্তমাষভক্তং শর্করাদিসমন্বিতম্ ॥ ৪৮
ঐশান্যাং বলিমাধায় * বারুণেন বিশোধয়েৎ।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং মন্ত্রেণানেন চার্পয়েৎ ॥ ৪৯

( অনন্তর এইরূপে দেবীর ধ্যান করিতে হইবে, ) যাঁহার কান্তি উদয়কালীন সহস্র-সূর্য্যের ন্যায়, যাঁহার চক্ষু অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য, যাঁহার সহাস্য বদনকমল মুক্তা-বিরাজিত হেমকুণ্ডলে শোভাসম্পন্ন, যাঁহার করকমলে চক্র, সুগন্ধিপদ্ম, বর ও অভয়মুদ্রা শোভা পাইতেছে, যাঁহার পয়োধরযুগল পীন ও উন্নত, যিনি ভয়হারিণী ও পীতবসনা, আমি সেই ভগবতীকে চিন্তা করি। ৪৪। এইরূপে ধ্যান করিয়া শক্তি অনুসারে মহাদেবীর পূজা করিবে, পরে দশদিক্‌পাল ও বৃষভের পূজা। ৪৫। যে মন্ত্রে জগন্ময়ী ভগবতীর আরাধনা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। ৪৬। মায়া, লক্ষ্মী, ষষ্ঠস্বরযুক্ত হকারে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া অন্তে বহ্নিজায়া যোগ করিবে, ইহাতে হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহা এই মন্ত্র হইবে। ৪৭। অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় দেবীকে স্থাপিত করিয়া সকল দেবতার উদ্দেশে শর্করাদিসংযুক্ত দধিমিশ্রিত মাষভক্ত বলিদান করিবে। ৪৮। † ঐ বলি ঈশানকোণে স্থাপন করিয়া বরুণবীজে

* বলিমাদায় ইতি বা পাঠঃ।

† মাষকলায়, দধি ও তণ্ডুল একত্র করিলেই মাষভক্তবলি হয়। অনেকে উহার সহিত মধু, ঘৃত ও হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া থাকেন। তন্ত্রের মতে অন্যরূপ, যথা—

"অজকর্ণস্য রক্তেন দুগ্ধেন মধুরেণ চ।
মাষভক্তবলিং দদ্যাৎ ভূতপ্রেতপিশাচকে॥"

অর্থাৎ ছাগকর্ণরক্ত, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা এই কয় দ্রব্য একত্র করিয়া ভূত-প্রেতাদির উদ্দেশে মাষভক্তবলি দিতে হয়।

সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধগণা গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
পিশাচা মাতরো যক্ষা ভূতাশ্চ পিতরস্তথা ॥ ৫০
ঋষয়ো যেঽন্যদেবাশ্চ বলিং গৃহ্ণন্তু সংযতাঃ।
পরিবার্য্য মহাদেবং তিষ্ঠন্তু গিরিজামপি ॥ ৫১
ততো জপেন্মহাদেব্যা মন্ত্রমেনং যথেপ্সিতম্।
গীতবাদ্যাদিভিঃ সদ্ভির্বিদধ্যান্মঙ্গলক্রিয়াম্ ॥ ৫২
অধিবাসং বিধায়েত্থং পরেঽহ্নি বিহিতক্রিয়ঃ।
সংকল্পং বিধিবৎ কৃত্বা পঞ্চ দেবান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৩
মাতৃপূজাং বসোর্দ্ধারাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরন্।
মহেশদ্বারপালাংশ্চ যজেৎ ভক্ত্যা সমাহিতঃ ॥ ৫৪
নন্দী মহাবলঃ কীশবদনো গণনায়কঃ।
দ্বারপালাঃ শিবস্যৈতে সর্ব্বে শস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৫৫
ততো লিঙ্গং সমানীয় বেদীরূপাং চ তারিণীম্।
মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে স্থাপয়েদ্বা * শুভাসনে ॥ ৫৬

(বঁ) শোধন করিবে। পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া "সর্ব্বে দেবাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত উৎসর্গ করিবে। ৪৯। অর্থাৎ সকল দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, পিশাচ, মাতৃগণ, যক্ষগণ, ভূতগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও অন্যান্য দেবগণ সকলে সংযতভাবে এই বলি গ্রহণ করুন্ এবং সকলে মহাদেব ও মহাদেবীকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত করুন।৫০-৫১। অনন্তর মহাদেবীর মন্ত্র হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ স্বাহা যথাসাধ্য জপ করিবে, পরে উত্তম গীতবাদ্য দ্বারা মঙ্গলক্রিয়া সমাধা করিবে।৫২। এইরূপে অধিবাস সমাধা করিয়া, পরদিন নিত্যক্রিয়াবসানে যথাবিধি সংকল্প করিয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিবে। ৫৩। অনন্তর ষোড়শ মাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া, ভক্তিভাবে নন্দী প্রভৃতি মহাদেবের দ্বারপালগণের পূজা করিবে। ৫৪। নন্দী, মহাবল, কীশবদন ও গণনায়ক ইঁহারা শিবের দ্বারপাল। ইঁহারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রধারী। ৫৫। অনন্তর বেদীরূপিণী তারিণী ও শিবলিঙ্গ আনয়ন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে বা সুন্দর আসনে স্থাপন

* স্থাপয়িত্বা—পাঠান্তরম্।

অষ্টভিঃ কলসৈঃ শম্ভুং মনুনা ত্র্যম্বকেন চ।
স্নাপয়িত্বার্চ্চয়েৎ ভক্ত্যা * ষোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥ ৫৭
দেবীং চ † মূলমন্ত্রেণ তদ্বৎ সংস্নাপ্য ‡ পূজয়ন্।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ সাধুঃ প্রার্থয়েৎ শঙ্করং শিবম্ ॥ ৫৮
আগচ্ছ ভগবন্ শম্ভো সর্ব্বদেবনমস্কৃত।
পিনাকপাণে সর্ব্বেশ মহাদেব নমোঽস্তু তে ॥ ৫৯
আগচ্ছ মন্দিরে দেব ভক্তানুগ্রহকারক।
ভগবত্যা সহাগচ্ছ কৃপাং কুরু নমো নমঃ ॥ ৬০
মাতর্দ্দেবি মহামায়ে সর্ব্বকল্যাণকারিণি।
প্রসীদ শম্ভুনা সার্দ্ধং নমস্তেঽস্তু হরপ্রিয়ে ॥ ৬১
আয়াহি বরদে দেবি ভবনেঽস্মিন্ বরপ্রদে।
প্রীতা ভব মহেশানি সর্ব্বসম্পৎকরী ভব ॥ ৬২
উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশি স্বৈঃ স্বৈঃ পরিকরৈঃ সহ।
সুখং নিবসতাং গেহে প্রীয়েতাং ভক্তবৎসলৌ ॥ ৬৩

করিবে।৫৬। পরে শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ হৌঁ এবং ত্র্যম্বকং যজামহে এই মন্ত্র দ্বারা অষ্টকলশ জলে মহাদেবকে স্নান করাইয়া ভক্তিভাবে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ৫৭। অনন্তর হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ স্বাহা এই মন্ত্রে দেবীকে স্নান করাইয়া তাহাতে লিঙ্গ রক্ষা করিয়া পূজা করিবে, পরে কৃতাঞ্জলিপুটে সাধক আগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রার্থনা করিবে,—হে ভগবন্ শম্ভো! তুমি সকল দেবতার নমস্ত, হে পিনাকপাণে! হে মহাদেব! তুমি সকলের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার। ৫৮-৫৯। হে ভক্তানুগ্রহকারক দেব! আমার মন্দিরে আগমন কর, তুমি ভগবতীর সহিত আগমন কর, তোমাকে বারংবার নমস্কার। ৬০। হে সর্ব্বকল্যাণকারিণি! হে হরপ্রিয়ে মহামায়ে! হে মাতঃ! তুমি মহেশ্বরের সহিত প্রসন্না হও, তোমাকে নমস্কার। ৬১। হে বরদে দেবি! তুমি এই ভবনে আগমন কর, হে বরপ্রদে মহেশ্বরি! আমাকে সর্ব্বসম্পত্তি প্রদান কর। ৬২। হে দেবদেবেশি! আপনার পরিবারবর্গের সহিত উত্থিত হও,

* স্নাপয়িত্বা যজেদ্ভক্ত্যা—পাঠান্তরম্
† দেবীঞ্চ ইতি বা পাঠঃ।
‡ সংস্থাপ্য—পাঠান্তরম্।

ইতি প্রার্থ্য শিবং দেবীং মঙ্গলধ্বনিপূর্ব্বকম্।
প্রদক্ষিণং ত্রিধা বেশ্ম কারয়িত্বা প্রবেশয়েৎ॥ ৬৪
পাষাণখনিতে গর্ত্তে ইষ্টকারচিতেঽপি বা।
অধস্ত্রিভাগলিঙ্গস্ত রোপয়েন্মূলমুচ্চরন্॥ ৬৫
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ পৃথ্বী চ সাগরাঃ।
তাবদত্র মহাদেব স্থিরো ভব নমোঽস্তু তে॥ ৬৬
মন্ত্রেণানেন সুদৃঢ়ং কারয়িত্বা সদাশিবম্।
উত্তরাগ্রাং তত্র বেদীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ॥ ৬৭
স্থিরা ভব জগদ্ধাত্রি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি।
যাবদ্দিবানিশানাথৌ তাবদত্র স্থিরা ভব॥ ৬৮
অনেন সুদৃঢ়ীকৃত্য লিঙ্গং স্পৃষ্ট্বা পঠেদিমম্॥ ৬৯
ব্যাঘ্রভূতাঃ পিশাচাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধচারণাঃ।
যক্ষা নাগাশ্চ বেতালা লোকপালা মহর্ষয়ঃ॥ ৭০

তোমরা ভক্তবৎসল, অতএব এই গৃহে অবস্থিতি করিয়া প্রীত হও। ৬৩। শিব ও শিবানীর নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মঙ্গলধ্বনি করত তিনবার গৃহ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করাইবে। ৬৪। অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করত পাষাণখনিত বা ইষ্টকরচিত গর্ত্তের মধ্যে লিঙ্গের তৃতীয়াংশপরিমিত অধোদেশ প্রোথিত করিবে। ৬৫। যত কাল চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী ও সমুদ্র বর্ত্তমান থাকিবে, হে মহাদেব! তুমি তত কাল এই স্থানে স্থিরভাবে থাক, তোমাকে নমস্কার। ৬৬। এই মন্ত্রে সদাশিবকে সুদৃঢ় করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করত তদুপরি উত্তরমুখীকৃত গৌরীপট্ট সেই লিঙ্গের উপর দিয়া প্রবেশিত করিবে। ৬৭। (অনন্তর স্থিরা ভব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে) হে সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণি জগদ্ধাত্রি! তুমি সুস্থিরা হও, যত কাল চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থিতি, তত কাল এখানে স্থিরভাবে থাক। ৬৮। এই মন্ত্রপাঠে সুদৃঢ় করিয়া লিঙ্গস্পর্শ পূর্ব্বক ব্যাঘ্রভূতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। ৬৯। অর্থাৎ ব্যাঘ্র, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, নাগ, বেতাল, লোকপাল, মহর্ষিগণ, মাতৃগণ, গণপতিগণ, ভূচরগণ, খেচরগণ, ব্রহ্মা,

মাতরো গণনাথাশ্চ বিষ্ণুব্র্ক্ষা বৃহস্পতিঃ।
যস্ত সিংহাসনে যুক্তা ভূচরাঃ খেচরাস্তথা ॥ ৭১
আবাহয়ামি তং দেবং ত্র্যক্ষমীশানমব্যয়ম্।
আগচ্ছ ভগবন্নত্র ব্রহ্মনির্ম্মিতযন্ত্রকে।
ধ্রুবায় ভব সর্ব্বেষাং শুভায় চ সুখায় চ ॥ ৭২
ততো দেবপ্রতিষ্ঠোক্তবিধিনা স্নাপয়ন্ শিবম্।
প্রাগ্বদ্ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৭৩
বিশেষমর্ঘ্যং সংস্থাপ্য সমর্চ্চ্য গণদেবতাঃ।
পুনর্ধ্যাত্বা মহেশানং পুষ্পং লিঙ্গোপরি ন্যসেৎ ॥ ৭৪
পাশাঙ্কুশপুটা শক্তির্যাদিসান্তাঃ সবিন্দুকাঃ।
হৌং হংস ইতি মন্ত্রেণ তত্র প্রাণান্ নিবেশয়েৎ ॥ ৭৫
চন্দনাগুরুকাশ্মীরৈর্বিলিপ্য গিরিজাপতিম্।
যজেৎ প্রাগুক্তবিধিনা ষোড়শৈরুপচারকৈঃ।
জাতনামাদিসংস্কারান্ কৃত্বা পূর্ব্ববিধানবৎ ॥ ৭৬

বিষ্ণু ও বৃহস্পতি যাঁহার সিংহাসনে নিযুক্ত, আমি সেই ত্রিনেত্র মহেশ্বরকে আবাহন করিতেছি। হে ভগবন্! তুমি এই ব্রহ্মনির্ম্মিত যন্ত্রে অধিষ্ঠিত হও, তুমি সমুদয় স্থিরতর কর। তুমি সকলের মঙ্গল ও শুভবিধান কর। ৭০-৭২। অনন্তর দেবপ্রতিষ্ঠাবিধানানুসারে শিবকে স্নান করাইবে। হে প্রিয়ে! পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে। ৭৩। অনন্তর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক গণদেবতাগণের পূজান্তে পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া লিঙ্গের উপরি পুষ্প স্থাপন করিবে। ৭৪। পাশ ও অঙ্কুশপুটিতা মায়া উচ্চারণ করিয়া য অবধি স পর্য্যন্ত এই কয়েকটি অক্ষরে অনুস্বার যোগ করত পরে হৌঁ হংস এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সেই লিঙ্গে সদাশিবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। ৭৫। * অনন্তর চন্দন, অগুরু ও কাশ্মীর দ্বারা গিরিজানাথের অঙ্গ চর্চ্চিত করত পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে

* প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্র যথা—
আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ। শিবস্ত প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আঁ হ্রীঁ ইত্যাদি। শিবস্ত জীব ইহ স্থিতঃ। আঁ হ্রীঁ ইত্যাদি। শিবস্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। আঁ হ্রীঁ ইত্যাদি। শিবস্ত বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। অথবা অন্ত্য পক্ষে কেবল আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ ইত্যাদি মন্ত্রেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়।

সমাপ্য সর্ব্বং বিধিবৎ বেদ্যাং দেবীং মহেশ্বরীম্।
অভ্যর্চ্চ্য তত্র দেবস্য মূর্ত্তীরষ্টৌ প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৭
শর্ব্বঃ ক্ষিতিঃ সমুদ্দিষ্টো ভবো জলমুদাহৃতা।
রুদ্রোঽগ্নিরুগ্রো বায়ুঃ স্যাৎ ভীম আকাশসংজ্ঞিতা ॥ ৭৮
পশোঃ পতির্যজমানো মহাদেবঃ সুধাকরঃ।
ঈশানঃ সূর্য্য ইত্যেতে মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৯
প্রণবাদিনমোঽন্তেন প্রত্যেকাহ্বানপূর্ব্বকম্।
পূর্ব্বাদীশানপর্য্যন্তমষ্টমূর্ত্তীঃ ক্রমাদ্যজেৎ ॥ ৮০
ইন্দ্রাদিদিক্‌পতীনিষ্ট্বা ব্রাহ্ম্যাদ্যাশ্চাষ্টমাতৃকাঃ।
বৃষং বিতানং গেহাদি দদ্যাদীশায় সাধকঃ ॥ ৮১

---

জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পাদন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ৭৬। এই প্রকারে যথাবিধি সমস্ত সম্পাদন পূর্ব্বক বেদীতে দেবী মাহেশ্বরীর পূজা করিবে। পরে গৌরীপট্টে দেবদেব মহেশ্বরের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। ৭৭। শর্ব্ব—ক্ষিতি, ভব—জল, রুদ্র—অগ্নি, উগ্র—বায়ু, ভীম—আকাশ, পশুপতি—যজমান, মহাদেব—সোম, ঈশান—সূর্য্য। অষ্টমূর্ত্তি এইরূপ কথিত। ৭৮-৭৯। আদিতে প্রণব এবং অন্তে নমঃশব্দ যোগ করিয়া প্রত্যেক মূর্ত্তির আবাহন করত পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ অষ্টমূর্ত্তি শিবের পূজা করিবে। ৮০। * অনন্তর ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পাল ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি

---

* যেরূপে অষ্টমূর্ত্তির আবাহন করিয়া পূজা করিতে হয়, তাহা এই স্থলে লিখিত হইল, যথা—

শর্ব্ব ক্ষিতিমূর্ত্তে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব মম পূজাং গৃহাণ। এইরূপ মন্ত্রে পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে আবাহন করিয়া পূর্ব্বদিকে এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে যে, ওঁ শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। অষ্টদিকে অষ্টমূর্ত্তির পূজাতেই কেবল নাম পরিবর্ত্ত করত প্রথমে প্রণব পরে 'নমঃ' পদ যোগ করিয়া এইরূপ উল্লেখ করিতে হইবে যে, শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।

শিবলিঙ্গের উত্তরভাগে শিবলিঙ্গস্থ গৌরীপট্টের জলনির্গমমার্গের নাম সোমসূত্র। প্রদক্ষিণাদি-কালে এই সোমসূত্র লঙ্ঘন করিতে নাই। এই জন্যই পশ্চিমদিক্ দিয়া সোমসূত্র পর্য্যন্ত যাইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বদিক্ দিয়া সোমসূত্র পর্য্যন্ত যাইতে হয়। তৎপরে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পশ্চিমদিক্ দিয়া সোমসূত্র পর্য্যন্ত যাইবে। এইরূপ করিলেই অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ করা হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে ত্রিধা, সপ্তধা, শতধা অথবা যথেচ্ছায় ইহা প্রদক্ষিণ করিবে।

ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভক্ত্যা প্রার্থয়েৎ পার্ব্বতীপতিম্ ॥ ৮২
গৃহেঽস্মিন্ করুণাসিন্ধো স্থাপিতোঽসি ময়া প্রভো।
প্রসীদ ভগবন্ শম্ভো সর্ব্বকারণকারণ ॥ ৮৩
যাবৎ সসাগরা পৃথ্বী যাবৎ শশিদিবাকরৌ।
তাবদস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠ নমস্তে পরমেশ্বর ॥ ৮৪
গৃহেঽস্মিন্ যস্ত কস্তাপি জীবস্ত মরণং ভবেৎ।
ন তৎপাপৈঃ প্রলিপ্যেঽহং প্রসাদাত্তব ধূর্জ্জটে ॥ ৮৫
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃত্য গৃহং ব্রজেৎ।
প্রভাতে পুনরাগত্য স্নাপয়েচ্চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৮৬
শুদ্ধৈঃ পঞ্চামৃতৈঃ স্নানং প্রথমং প্রতিপাদয়েৎ।
ততঃ সুগন্ধিতোয়ানাং কলশৈঃ শতসংখ্যকৈঃ ॥ ৮৭

অষ্টমাতৃকার অর্চনা করিয়া বৃষ, বিতান ও গৃহ প্রভৃতি শিবের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। ৮১। পরে সাধক কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভাবে 'গৃহেঽস্মিন্' প্রভৃতি মন্ত্রে এই প্রার্থনা করিবে,—হে করুণাসিন্ধো প্রভো! আমি তোমাকে এই গৃহে স্থাপন করিলাম। হে ভগবন্! সকল কারণের কারণ শম্ভো! প্রসন্ন হও। ৮২-৮৩। যত কাল সসাগরা পৃথিবী, যত কাল চন্দ্রসূর্য্য, তুমি তত কাল এই গৃহে অবস্থিতি কর। হে পরমেশ্বর! তোমাকে নমস্কার। ৮৪। হে ধূর্জ্জটে! যদি ঘটনাবশে এই গৃহে কোন জীবের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে পাপ যেন আমাকে স্পর্শ না করে। ৮৫। অনন্তর শিবকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার পূর্ব্বক গৃহে গমন করিবে, পরদিন প্রভাতে আগমন করিয়া শিবকে স্নান করাইবে। ৮৬। প্রথমে শুদ্ধ পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান সম্পাদন করিতে হয়। * ইহারই নাম প্রথম

* পঞ্চামৃত দ্বারা যে পাঁচটি মন্ত্রে স্নান করাইতে হয়, ঐ পঞ্চমন্ত্রের নাম—তৎপুরুষমন্ত্র, অঘোরমন্ত্র, সদ্যোজাতমন্ত্র, বামদেবমন্ত্র ও ঈশানমন্ত্র। তৎপুরুষমন্ত্র যথা—

"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।"

অঘোরমন্ত্র যথা—

"ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্ত রুদ্ররূপেভ্যঃ।"

সদ্যোজাতমন্ত্র যথা—

"ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
ভবে ভবেঽনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ॥"

সংপূজ্য তং যথাশক্ত্যা প্রার্থয়েৎ ভক্তিভাবতঃ ॥ ৮৮
বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদর্চ্চিতম্।
সম্পূর্ণমস্তু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাদুমাপতে ॥ ৮৯
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ পৃথ্বী চ সাগরাঃ।
তাবন্মে কীর্ত্তিরতুলা লোকে তিষ্ঠতু সর্ব্বদা ॥ ৯০
নমস্ত্র্যক্ষায় রুদ্রায় পিনাকবরধারিণে।
বিষ্ণুব্রহ্মেন্দ্রসূর্য্যাদ্যৈরর্চ্চিতায় নমো নমঃ ॥ ৯১
ততস্তু দক্ষিণাং দত্ত্বা ভোজয়েৎ কৌলিকান্ দ্বিজান্।
ভক্ষ্যৈঃ পেয়ৈশ্চ বাসোভির্দরিদ্রান্ পরিতোষয়েৎ ॥ ৯২

স্নান। পরে শত কলস সুগন্ধি-সলিলে স্নান করাইবে। * ইহাই দ্বিতীয় স্নান বলিয়া কথিত। ৮৭। তৎপরে যথাশক্তি ভক্তিভাবে পূজা করিয়া "বিধিহীনং" ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রার্থনা করিবে, হে উমাপতে! আমার এই পূজা যদি কোনরূপে বিধি-হীন, ক্রিয়াহীন বা ভক্তিহীন হইয়া থাকে, যেন তোমার প্রসাদে তাহা পূর্ণ হয়। ৮৮-৮৯। যত কাল চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী ও সমুদ্র বর্ত্তমান থাকিবে, তত কাল যেন আমার কীর্ত্তি লোকে অতুলনীয় হয়। ৯০। যিনি ত্রিনেত্র, রুদ্র, পিনাকবরধারী, যাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ পূজা করিয়া থাকেন, সেই মহেশ্বরকে বারংবার নমস্কার করি। ৯১। অনন্তর দক্ষিণা দিয়া কৌলিক দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে। পরে দরিদ্রগণকে ভক্ষ্যদ্রব্য, পেয়দ্রব্য এবং বস্ত্রাদি দান দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। ৯২। †

বামদেবমন্ত্র যথা—

"ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবি-করণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ।"

ঈশানমন্ত্র যথা—

"ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিব ওঁ।"

* ত্র্যম্বকমন্ত্রে সুগন্ধি-সলিল দ্বারা স্নান করাইতে হয়। ত্র্যম্বকমন্ত্র যথা—

"ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয়মামৃতাৎ।"

† তন্ত্রশাস্ত্রের বিধি এই যে, যখন পূর্ণাভিষেকের সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয়, তখনই জন্মান্তর হইয়া থাকে; সুতরাং পূর্ণাভিষিক্ত কৌলগণ কৌলিক দ্বিজ বলিয়া অভিহিত।

প্রত্যহং পূজয়েদ্দেবং যথাবিত্তযথাত্মনঃ।
স্থাবরং শিবলিঙ্গন্তু ন কদাপি বিচালয়েৎ ॥ ৯৩

অচলস্যেশলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠা কথিতেতি তে।
সংক্ষেপাৎ পরমেশানি সর্ব্বাগমসমুদ্ধৃতা ॥ ৯৪

শ্রীদেব্যুবাচ।

যস্তুকস্মাদ্দেবতানাং পূজাবাধো ভবেদ্বিভো।
বিধেয়ং তত্র কিং ভক্তৈস্তন্মে কথয় তত্ত্বতঃ ॥ ৯৫

অপূজনীয়া কৈর্দ্দোষৈর্ভবেয়ুর্দ্দেবমূর্ত্তয়ঃ।
ত্যাজ্যা বা কেন দোষেণ তদুপায়শ্চ তপ্যতাম্ ॥ ৯৬

শ্রীসদাশিব উবাচ।

একাহমর্চ্চনাবাধে দ্বিগুণং দেবমর্চ্চয়েৎ।
দিনদ্বয়ে তদ্দ্বিগুণং তদ্দ্বৈগুণ্যং দিনত্রয়ে ॥ ৯৭

ততঃ ষণ্মাসপর্য্যন্তং যদি পূজা ন সম্ভবেৎ।
তদাষ্টকলশৈর্দ্দেবং স্নাপয়িত্বা যজেৎ সুধীঃ ॥ ৯৮

ষণ্মাসাৎ পরতো দেবং প্রাক্ সংস্কারবিধানতঃ।
পুনঃ সুসংস্কৃতং কৃত্বা পূজয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৯৯

আপনার শক্তি অনুসারে প্রত্যহই পার্ব্বতীপতির পূজা করিবে, কিন্তু স্থাবর শিবলিঙ্গ চালিত করিবে না। ৯৩। হে পরমেশ্বরি! আমি সকল আগম হইতে উদ্ধৃত করিয়া অচল-শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা সংক্ষেপে তোমার নিকটে যথাযথ বর্ণন করিলাম। ৯৪।

দেবী কহিলেন, হে বিভো! যদি ঘটনাক্রমে কোন দিন দেবপূজার বাধা ঘটে, তাহা হইলে ভক্তের পক্ষে কর্ত্তব্য কি, আমাকে বলুন। ৯৫। কোন্ দোষে দেবমূর্ত্তির পূজা করিতে হয় না, কোন্ দোষ ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও আমাকে জানাইয়া দিউন। ৯৬।

সদাশিব কহিলেন, এক দিবস পূজা বন্ধ হইলে দ্বিগুণ পূজা কর্ত্তব্য, এইরূপ দুই দিবসে চতুর্গুণ এবং তিন দিন পূজা বন্ধ হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ অষ্টগুণ পূজা করিতে হইবে। ৯৭। কোন কারণে চারি দিন হইতে ছয় মাস পূজা বন্ধ থাকিলে অষ্ট কলশ জলে দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পূজা করিবে। ৯৮। যদি ইহার অধিক কাল পূজা না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সংস্কারবিধানানুসারে সুসংস্কৃত করিয়া

খণ্ডিতং স্ফুটিতং ব্যঙ্গং সংস্পৃষ্টং কুষ্ঠরোগিণা
পতিতং দুষ্টভূম্যাদৌ ন দেবং পূজয়েদ্বুধঃ ১০০
হীনাঙ্গং স্ফুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ।
স্পর্শাদিদোষদুষ্টন্তু সংস্কৃত্য পুনরর্চ্চয়েৎ ॥ ১০১
মহাপীঠেঽনাদিলিঙ্গে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতে।
সর্ব্বদা পূজয়েত্তত্র স্বং স্বমিষ্টং সুখাপ্তয়ে ॥ ১০২
যদ্যৎ পৃষ্টং মহামায়ে নৃণাং কর্ম্মানুজীবিনাম্।
নিঃশ্রেয়সায় তৎ সর্ব্বং সবিশেষং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০৩
বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ।
অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা ॥ ১০৪
কর্ম্মণা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্ম্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণো বশাৎ ॥ ১০৫
অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতম্।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে ॥ ১০৬
যতো হি কর্ম্ম দ্বিবিধং শুভঞ্চাশুভমেব চ।
অশুভাৎ কর্ম্মণো যান্তি প্রাণিনস্তীব্রযাতনাম্ ॥ ১০৭

সাধকসত্তম পূজা করিবে। ৯৯। খণ্ডিত, স্ফুটিত, অঙ্গহীন বা কুষ্ঠরোগী কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট বা দূষিত স্থানে নিপতিত দেবমূর্ত্তিকে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পূজা করিবেন না। ১০০। যে মূর্ত্তি অঙ্গহীন, ছিদ্রবিশিষ্ট অথবা ভগ্ন হইয়াছে, তাহাকে জলে বিসর্জ্জন করিবে, স্পর্শ-দোষ-দূষিত হইলে পুনঃ সংস্কার করিয়া অর্চ্চনা করা যাইতে পারে। ১০১। মহাপীঠ এবং অনাদিলিঙ্গ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত, সুতরাং সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাতে আপনার অভীষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিবে। ১০২। হে মহামায়ে! কর্ম্মানুজীবী মনুষ্যগণের জন্য তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সমুদয় সবিস্তার-বলিলাম। ১০৩। দেহিগণ কর্ম্ম ব্যতি-রেকে ক্ষণার্দ্ধ অবস্থিতি করিতে পারে না, তাহাদের কর্ম্মবাসনা না থাকিলেও তাহারা বিবশ হইয়া কর্ম্মবায়ু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। ১০৪। কর্ম্মপ্রভাবে জীব সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, কর্ম্মবশতঃ জীবের উৎপত্তি ও লয় ঘটে। ১০৫। আমি এই কারণে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের সৎপ্রবৃত্তির উত্তেজনা ও দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি জন্য সাধনসমন্বিত বহুবিধ কর্ম্মের কথা বলিলাম। ১০৬। শুভ ও অশুভ এই দুই প্রকার কর্ম্ম; তন্মধ্যে

কর্ম্মণোঽপি শুভাদ্দেবি ফলেষাসক্তচেতসঃ।
প্রয়াত্যায়াত্যমুত্রেহ কর্ম্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ॥ ১০৮
যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥ ১০৯
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥ ১১০
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি॥ ১১১
জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥ ১১২
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥ ১১৩
বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥ ১১৪

অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া প্রাণিগণ তীব্র যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। ১০৭। হে দেবি! ফলাসক্ত হইয়া যাহারা শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও কর্ম্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ইহ ও পরলোকে বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকে। ১০৮। যত কাল পর্য্যন্ত জীবের শুভ বা অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, তত কাল পর্য্যন্ত শত কল্পেও মুক্তিলাভ ঘটে না। ১০৯। পশু যেরূপ লৌহশৃঙ্খলে বা স্বর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তাহার ন্যায় জীব শুভ বা অশুভ কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া থাকে। ১১০। যত কাল জ্ঞানোদয় না হয়, তত কাল পর্য্যন্ত সতত কর্ম্মানুষ্ঠান এবং শত কষ্টস্বীকার করিলেও মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে না। ১১১। যাঁহারা নির্ম্মলস্বভাব ও জ্ঞানবান্, তত্ত্ববিচার বা নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় ঘটে। ১১২। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় পদার্থ মায়া দ্বারা কল্পিত হইয়াছে, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, ইহা জানিতে পারিলে সুখী হওয়া যায়। ১১৩। যে ব্যক্তি নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন, তাঁহাকে আর কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ

ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥ ১১৫
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ॥ ১১৬
বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১৭
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥ ১১৮
মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥ ১১৯
আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেন্নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্॥ ১২০
বায়ুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥ ১২১

হইতে হয় না। ১১৪। জপ, হোম ও শত শত উপবাসেও মুক্তি হয় না, কিন্তু আমিই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান হইলে দেহীর মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ১১৫। আত্মা সাক্ষিস্বরূপ, বিভু, পূর্ণ, সত্য, অদ্বৈত ও পরাৎপর, যদি এই জ্ঞান স্থিরতর হয়, তাহা হইলে জীবের মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটে। ১১৬। ব্রহ্মের রূপ ও নামাদি কল্পনা বালকের ক্রীড়ার ন্যায়; যিনি এই বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভে অধিকারী। ১১৭। যদি মনঃকল্পিত দেবমূর্ত্তি মনুষ্যের মোক্ষসাধনী হয়, তাহা হইলে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যলাভেও লোকে রাজা হইতে পারে। ১১৮। মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু ও কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বরজ্ঞানে যাহারা আরাধনা করে, তাহারা বৃথা কষ্ট পাইয়া থাকে; কারণ, জ্ঞানোদয় না ঘটিলে মোক্ষলাভ হয় না। ১১৯। লোকে আহারসংযমে ক্লিষ্টদেহ বা আহারগ্রহণে হৃষ্টপুষ্ট ও তুন্দিল হউক, ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কখনই ভববন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। ১২০। বায়ু, পর্ণ, তণ্ডুলকণা বা জলমাত্র পান করিয়া প্রাণধারণে যদি মোক্ষলাভ হয়, তবে সর্প, পশু, পক্ষী ও জলচর জন্তু সকলেই

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাঽধমাধমা॥ ১২২
যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্॥ ১২৩
ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈস্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ॥ ১২৪
সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্‌ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা ধ্যানধারণা॥ ১২৫
ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ।
নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ॥ ১২৬
অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
কিং তস্য বন্ধনং কস্মান্মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্ধিয়ঃ॥ ১২৭
স্বমায়ারচিতং বিশ্বমবিতর্ক্যং সুরৈরপি।
স্বয়ং বিরাজতে তত্র হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ॥ ১২৮

মুক্তি হইতে পারিত। ১২১। ব্রহ্মই সত্য, এই জ্ঞানই উত্তম কল্প, ধ্যানভাব মধ্যম, স্তব ও জপ অধম এবং বাহ্যপূজা অধম অপেক্ষাও অধম। ১২২। জীবাত্মার ও পরমাত্মার একীকরণের নাম যোগ, সেবক ও ঈশ্বরের ঐক্যই পূজা; কিন্তু দৃশ্যমান সকল পদার্থই ব্রহ্ম, এরূপ জ্ঞান জন্মিলে যোগ বা পূজার প্রয়োজন নাই। ১২৩। যাঁহার অন্তরে প্রধান জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত, তাঁহার জপ, যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম ও ব্রতাদির প্রয়োজন নাই। ১২৪। যিনি সর্ব্বস্থলে নিত্যস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থ দর্শন করিয়াছেন, তিনি স্বভাবতঃ ব্রহ্মভূত বলিয়া গণনীয়; তাঁহার আর পূজা ও ধ্যানধারণার আবশ্যক কি? ১২৫। সকলই ব্রহ্মময়, এই জ্ঞান জন্মিলে পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, পুনর্জন্ম, ধ্যেয়বস্তু ও ধ্যাতার প্রয়োজন করে না। ১২৬। এই আত্মা সতত বিমুক্ত এবং সকল বস্তুতে নির্লিপ্ত, তাঁহার আবার বন্ধন কি? কি জন্যই বা দুর্বোধ লোকে মুক্তি কামনা করে? ১২৭। যাঁহার প্রভাবে এই জগৎ বিরচিত হইয়াছে, ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করা দেবগণেরও ... পরব্রহ্ম ইহাতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় বিরাজিত

বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুনাম্।
তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ॥ ১২৯
ন বাল্যমস্তি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং তনুঃ।
সদৈকরূপশ্চিন্মাত্রো বিকারপরিবর্জ্জিতঃ॥ ১৩০
জন্মযৌবনবার্দ্ধক্যং দেহস্যৈব ন চাত্মনঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ॥ ১৩১
যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যত্যনেকধা।
তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মানমীক্ষতে॥ ১৩২
যথা সলিলচাঞ্চল্যং মন্যন্তে তদ্গতে বিধৌ।
তথৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যং পশ্যন্ত্যাত্মন্যকোবিদাঃ॥ ১৩৩
ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেঽপি তাদৃশম্।
নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে॥ ১৩৪
আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্।
জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ১৩৫
ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যান্ন সন্তত্যা ধনেন বা।
আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ॥ ১৩৬

আছেন। ১২৮। যেরূপ সকল পদার্থের বাহ্যাভ্যন্তরে আকাশের অবস্থিতি, সেইরূপ সৎ ও সাক্ষিস্বরূপ এই আত্মাই সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন। ১২৯। আত্মার জন্ম, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য নাই, তিনি সতত চিন্ময় ও বিকারশূন্য। ১৩০। দেহীর দেহেই জন্ম, যৌবন ও বার্দ্ধক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার ঐ সকল নাই। যাহাদিগের বুদ্ধি মায়াবিমুগ্ধ, তাহারা দেখিয়াও উহা দেখিতে পায় না। ১৩১। যেরূপ বহু-শরাবস্থ সলিলে বহুতর সূর্য্য সংলক্ষিত হয়, তাহার ন্যায় আত্মা মায়াপ্রভাবে বহু-শরীরে বহুভাবে লক্ষিত হইয়া থাকেন। ১৩২। যেরূপ জল চঞ্চল বলিয়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রও চঞ্চল বলিয়া অনুমিত হয়, তাহার ন্যায় অজ্ঞানী লোক বুদ্ধির চাঞ্চল্য আত্মাতেই দর্শন করিয়া থাকে। ১৩৩। ঘট ভগ্ন হইলে তৎস্থিত আকাশ যেরূপ পূর্ব্ববৎ অবিকৃত থাকে, সেইরূপ দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা সমভাবে বিরাজমান থাকেন। ১৩৪। হে দেবি! এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র সাধন, ইহা জানিতে পারিলে জীব সত্য সত্যই মুক্ত হইয়া থাকে। ১৩৫। কর্ম্মানুষ্ঠান,

প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোঽন্যোপরং প্রিয়ম্।
লোকেঽপ্রিয়াত্মসম্বন্ধাদ্ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে ॥ ১৩৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে ॥ ১৩৮
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ ॥ ১৩৯
এতত্তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষান্নির্ব্বাণকারণম্।
চতুর্ব্বিধাবধূতানামেতদেব পরং ধনম্ ॥ ১৪০

শ্রীদেব্যুবাচ।

দ্বিবিধাবাশ্রমৌ প্রোক্তৌ গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকস্তথা।
কিমিদং শ্রূয়তে চিত্রমবধূতাশ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥ ১৪১
শ্রদ্ধা বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ কথয় প্রভো।
চতুর্ব্বিধাবধূতানাং লক্ষণং সবিশেষতঃ ॥ ১৪২

পুত্রোৎপাদন এবং ধনব্যয়ে মুক্ত হয় না; কিন্তু আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিলেই মুক্ত হইয়া থাকে। ১৩৬। আত্মাই সকলের প্রেমাস্পদ, ইহা অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর নাই। হে শিবে! অপর লোকে আত্মসম্বন্ধানুসারেই প্রিয় হইয়া থাকে। ১৩৭। মায়া-প্রভাবে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটি প্রতিভাত হইতেছে, এই তিনটির বিষয় সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। ১৩৮। * চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা, যাঁহার ইহা বোধ হইয়াছে, তিনিই আত্মবিৎ। ১৩৯। আমি তোমার নিকটে সাক্ষাৎ নির্ব্বাণের হেতুভূত জ্ঞানতত্ত্ব বলিলাম, চতুর্ব্বিধ অবধূতের পক্ষে ইহাই পরম ধন। ১৪০।

দেবী কহিলেন, আপনি গৃহী ও ভিক্ষুক এই দ্বিবিধ আশ্রমের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছেন, কিন্তু কি চমৎকার, এক্ষণে চতুর্ব্বিধ অবধূতাশ্রমের কথা

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিগুণাত্মিকা মায়া ইন্দ্রজাল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তত্ত্ব-বিচারবলে যদি ঐ মায়া তিরোহিত হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সত্ত্বপ্রধান মায়া দ্বারা পূর্ণজ্ঞান, তমঃপ্রধান মায়া দ্বারা জ্ঞেয় এবং রজঃপ্রধান মায়া দ্বারা জ্ঞাতা কল্পিত হইয়াছে জানিবে।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
গৃহাশ্রমে বসন্তোঽপি জ্ঞেয়াস্তে যতয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৩
পূর্ণাভিষেকবিধিনা সংস্কৃতা যে চ মানবাঃ।
শৈবাবধূতাস্তে জ্ঞেয়াঃ পূজনীয়াঃ কুলার্চ্চিতে ॥ ১৪৪
ব্রহ্মাবধূতাঃ শৈবাশ্চ স্বাশ্রমাচারবর্ত্তিনঃ।
বিদধ্যুঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি মদুদীরিতবর্ত্মনা ॥ ১৪৫
বিনা ব্রহ্মার্পিতং চৈতে তথা চক্রার্পিতং বিনা।
নিবিদ্ধমন্নং তোয়ঞ্চ ন গৃহ্লীয়ুঃ কদাচন ॥ ১৪৬
ব্রাহ্মাবধূতকৌলানাং কৌলানামভিষেকিণাম্।
প্রাগেব কথিতো ধর্ম্ম আচারশ্চ বরাননে ॥ ১৪৭
স্নানং সন্ধ্যাশনং পানং দানং চ দাররক্ষণম্।
সর্ব্বমাগমমার্গেণ শৈবব্রাহ্মাবধূতয়োঃ ॥ ১৪৮

শুনিতেছি। হে প্রভো! চতুর্ব্বিধ অবধূতের লক্ষণ সবিশেষ করিয়া জ্ঞাত হইবার জন্য আমি অভিলাষিণী হইয়াছি। ১৪১-১৪২।

সদাশিব কহিলেন, হে প্রিয়ে! যে সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, গৃহস্থাশ্রমে বাস করিলেও তাঁহারা যতি বলিয়া গণ্য। ১৪৩। * হে কুলার্চ্চিতে! যাঁহারা পূর্ণাভিষেকবিধিতে সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহারা শৈবাবধূত, তাঁহারা সকলের পূজ্য। ১৪৪। ব্রাহ্মাবধূত ও শৈবাবধূতগণ আপনাদের আশ্রমোক্ত আচারের অনুগত থাকিয়া, মদুক্ত প্রথানুসারে সমুদয় কর্ম্মই সমাধা করেন। ১৪৫। ব্রাহ্মাবধূত ব্রহ্মার্পিত বস্তু এবং শৈবাবধূত চক্রার্পিত বস্তু ব্যতিরেকে অন্য নিবিদ্ধ অন্ন-জল কদাচ গ্রহণ করিবেন না। ১৪৬। হে বরাননে! আমি পূর্ব্বেই ব্রাহ্মাবধূত কৌলগণের এবং অভিষিক্ত শৈবাবধূত কৌলদিগের আচার ও ধর্ম্মাদির কথা বলিয়াছি। ১৪৭। † শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতগণ স্নান, সন্ধ্যা,

* শাস্ত্রে যতির প্রাধান্য এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—
"ব্রহ্মচারিসহস্রেভ্য বানপ্রস্থশতানি চ।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোট্যস্ত যতিরেকো বিশিষ্যতে॥"
অর্থাৎ সহস্র ব্রহ্মচারী, শত বানপ্রস্থ ও কোটিসংখ্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও একমাত্র যতি প্রধান।

† কৌলের প্রাধান্য সম্বন্ধে যোগিতন্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত [illegible]

উক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ।
পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিব্রাড়পরঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৯
কৃতাবধূতসংস্কারো যদি স্যাজ্‌জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
তদা লোকালয়ে তিষ্ঠন্নাত্মানং স তু শোধয়েৎ ॥ ১৫০
রক্ষন্‌ স্বজাতিচিহ্নঞ্চ কুর্ব্বন্‌ কর্ম্মাণি কৌলবৎ।
সদা ব্রহ্মপরো ভূত্বা সাধয়েৎ জ্ঞানমুত্তমম্‌ ॥ ১৫১
ওঁ তৎ সন্মন্ত্রমুচ্চার্য্য সোঽহমস্মীতি চিন্তয়ন্‌।
কুর্য্যাদাত্মোচিতং কর্ম্ম সদা বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ ॥ ১৫২
কুর্ব্বন্‌ কর্ম্মাণ্যনাসক্তো নলিনীদলনীরবৎ।
যতেতাত্মানমুদ্ধর্ত্তুং তত্ত্বজ্ঞানবিবেকতঃ ॥ ১৫৩

ভোজন, পান, দান ও দাররক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই আগমমতে করিয়া থাকেন। ১৪৮। উক্ত শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূত পূর্ণ ও অপূর্ণ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; পূর্ণ শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতকে পরমহংস বলে, অপূর্ণ শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতের নাম পরিব্রাট্‌। ১৪৯। যদি উক্ত অবধূত ব্যক্তি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া জ্ঞানবিষয়ে দুর্ব্বল হন, তাহা হইলে লোকালয়ে অবস্থিতি করিয়া তিনি আত্মশোধন করিবেন। ১৫০। তিনি স্বজাতিচিহ্ন শিখা-সূত্র ধারণ এবং কৌলবৎ কর্ম্ম করিতে থাকিবেন, সর্ব্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া উত্তমজ্ঞানসাধন করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। ১৫১। তিনি সর্ব্বদা বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক ওঁ তৎ সৎ এই মন্ত্র উচ্চারণ করত সোঽহমস্মি এই চিন্তা করিবেন এবং আপনার উপযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন।১৫২। তিনি নলিনীদলস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিচার করত আপনাকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইবেন। ১৫৩।

"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাৎ দক্ষিণমুত্তমম্‌।
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্‌।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরো ন হি ॥"

অর্থাৎ বেদাচারী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, তদপেক্ষা বৈষ্ণবাচারী, তদপেক্ষা শৈবাচারী, তদপেক্ষা দক্ষিণাচারী, তদপেক্ষা বামাচারী, তদপেক্ষা সিদ্ধান্তাচারী এবং সিদ্ধান্তাচারী অপেক্ষাও কৌল প্রধান। কৌলাপেক্ষা প্রধান আর কেহ নহে।

ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রেণ যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
গৃহস্থো বাপ্যুদাসীনস্তস্যাভীষ্টায় তদ্ভবেৎ॥ ১৫৪
জপো হোমঃ প্রতিষ্ঠা চ সংস্কারাদ্যখিলাঃ ক্রিয়াঃ।
ওঁ তৎ সন্মন্ত্রনিষ্পন্নাঃ সম্পূর্ণাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ॥ ১৫৫
কিমন্যৈর্ব্বহুভির্ম্মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈর্ভূরিসাধনৈঃ।
ব্রাহ্মোণানেন মন্ত্রেণ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥ ১৫৬
সুখসাধনবাহুল্যং সম্পূর্ণফলদায়কম্।
নাস্ত্যেতস্মান্মহামন্ত্রাদুপায়ান্তরমম্বিকে॥ ১৫৭
পুরঃ প্রদেশে দেহে বা লিখিত্বা ধারয়েদিমম্।
গেহস্তস্য মহাতীর্থং দেহঃ পুণ্যময়ো ভবেৎ॥ ১৫৮
নিগমাগমতন্ত্রাণাং সারাৎসারতরো মনুঃ।
ওঁ তৎ সদিতি দেবেশি তবাগ্রে সত্যমীরিতম্॥ ১৫৯
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ভিত্ত্বা তালুশিরঃশিখাঃ।
প্রাদুর্ভূতোঽয়মোঁ তৎ সৎ সর্ব্বমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ॥ ১৬০
চতুর্ব্বিধানামন্নানামন্যেষামপি বস্তুনাম্।
মন্ত্রাদ্যৈঃ শোধনেনালং স্যাচ্ছেদেতেন শোধিতম্॥ ১৬১

গৃহী বা উদাসীন, যিনি হউন না, ওঁ তৎ সৎ এই মন্ত্র দ্বারা যিনি কর্ম্ম করেন, তাহাতেই তাঁহার ইষ্টফললাভ হইয়া থাকে। ১৫৪। জপ, হোম, প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য সংস্কারকার্য্য ওঁ তৎ সৎ মন্ত্রে নিষ্পাদিত হইলে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হইবে। ১৫৫। অন্যান্য বহুতর মন্ত্র বা নানাবিধ সাধনায়ই বা প্রয়োজন কি? ওঁ তৎ সৎ এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সমুদয় কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য। ১৫৬। এই মন্ত্র সুখসাধ্য ও সম্পূর্ণ ফলবিধায়ক, ইহার বহুলতা দৃষ্ট হয় না। হে অম্বিকে! এই মহামন্ত্র ভিন্ন জীবের আর অন্য উপায় নাই। ১৫৭। যিনি গৃহের কোন অংশে বা শরীরে এই মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করেন, তাঁহার গৃহ মহাতীর্থ এবং দেহ পুণ্যময় হইয়া থাকে। ১৫৮। এই মন্ত্র যে নিগম, আগম ও তন্ত্রসমূহের সার, হে দেবেশি! এ কথা আমি সত্য করিয়া তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি। ১৫৯। এই মহামন্ত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের তালু, মস্তক ও ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, অতএব ইহা সর্ব্বমন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম। ১৬০। যদি এই মন্ত্রে চতুর্ব্বিধ অন্ন বা অন্য কোন বস্তু শোধিত

পশ্যন্ সর্ব্বত্র সদ্রূপং জপংস্তৎ সমহামনুম্।
স্বেচ্ছাচারঃ শুদ্ধচিত্তঃ স এব ভুবি কৌলরাট্॥ ১৬২
জপাদস্য ভবেৎ সিদ্ধো মুক্তঃ স্যাদর্থচিন্তনাৎ।
সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মসমো দেহী সার্থমেনং জপন্ মনুম্॥ ১৬৩
ত্রিপাদোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকারণকারণম্।
সাধনাদস্য মন্ত্রস্য ভবেন্মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্॥ ১৬৪
যুগ্মযুগ্মপদং বাপি প্রত্যেকপদমেব বা।
জপ্তে তস্য মহেশানি সাধকঃ সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ॥ ১৬৫
শৈবাবধূতসংস্কারাবধূতাখিলকর্ম্মণঃ।
নাপি দৈবে ন বা পিত্র্যে নার্ষে কৃত্যেঽধিকারিতা॥ ১৬৬
চতুর্ণামবধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে।
ত্রয়োঽন্যে যোগভোগাঢ্যা মুক্তাঃ সর্ব্বে শিবোপমাঃ॥ ১৬৭
হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরিগ্রহম্।
প্রারব্ধমশ্নন্ বিহরেন্নিষেধবিধিবর্জ্জিতঃ॥ ১৬৮

হয়, তাহা হইলে অন্য মন্ত্রে শোধন করিতে হয় না। ১৬১। যিনি সর্ব্বত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মমূর্ত্তি দর্শন করেন, যিনি এই মহামন্ত্র জপ করেন, যাঁহার আচার ও অন্তঃকরণ শুদ্ধ, সে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী হইলেও সংসারে কৌলশ্রেষ্ঠ। ১৬২। এই মন্ত্রজপে লোক সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহার অর্থচিন্তায় মুক্তিলাভ ঘটে এবং যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি মানব হইলেও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-তুল্য হইয়া থাকেন। ১৬৩। এই ত্রিপাদ মহামন্ত্র সর্ব্বকারণের কারণ, ইহা সাধনে মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারা যায়। ১৬৪। হে মহেশ্বরি! এই মন্ত্রের দুই দুইটি পদ অথবা এক একটি পদ জপ করিলে সাধক সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১৫৫। * যাঁহারা শৈবাবধূতসংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কাম্য কর্ম্ম, দৈবকর্ম্ম, ঋষিকার্য্য ও পিতৃকার্য্য করিতে হয় না। ১৬৬। চতুর্ব্বিধ অবধূতের মধ্যে পূর্ণব্রাহ্মাবধূতের নাম হংস। অন্য ত্রিবিধ অবধূত যোগ ও ভোগরত, কিন্তু সকলেই মুক্তপুরুষ এবং শিবতুল্য। ১৬৭। হংসের স্ত্রীসঙ্গ বা ধাতুপরিগ্রহ করিতে নাই, বিধি-নিষেধবিরহিত হইয়া তাঁহাকে প্রারব্ধ ভোগ পূর্ব্বক বিহার করিতে

* ইহা দ্বারা এই বুঝা গেল যে, ইহা দ্বারা সাতটি মন্ত্র হইল, যথা—(১) ওঁ তৎ সৎ। (২) ওঁ তৎ। (৩) ওঁ সৎ। (৪) তৎ সৎ। (৫) ওঁ। (৬) তৎ। (৭) সৎ।

ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্নানি কর্ম্মাণি গৃহমেধিনাম্ ।
তুরীয়ো বিচরেৎ ক্ষৌণীং নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ ॥ ১৬৯
সদাত্মভাবসন্তুষ্টঃ শোকমোহবিবর্জ্জিতঃ ।
নির্নিকেতস্তিতিক্ষুঃ স্যান্নিঃশঙ্কো নিরুপদ্রবঃ ॥ ১৭০
নার্পণং ভক্ষ্যপেয়ানাং ন তস্য ধ্যানধারণা । *
মুক্তো বিরক্তো † নির্দ্বন্দ্বো হংসাচারপরো যতিঃ ॥ ১৭১
ইতি তে কথিতং দেবি চতুর্ণাং কুলযোগিনাম্ ।
লক্ষণং সবিশেষেণ সাধূনাং মৎস্বরূপিণাম্ ॥ ১৭২
এতেষাং দর্শনস্পর্শাদালাপাৎ পরিতোষণাৎ ।
সর্ব্বতীর্থফলাবাপ্তির্জায়তে মনুজন্মনাম্ ॥ ১৭৩
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাণি যানি চ ।
কুলসন্ন্যাসিনাং দেহে সন্তি তানি সদা প্রিয়ে ॥ ১৭৪
তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তে পুণ্যাস্তে কৃতাধ্বরাঃ ।
যৈরর্চ্চিতাঃ কুলদ্রব্যৈর্ম্মানবৈঃ কুলসাধবঃ ॥ ১৭৫

হইবে। । ১৬৮। এই তুরীয় হংস স্বজাতিচিহ্ন শিখাতিলকাদি ও গৃহস্থের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন এবং নিঃসঙ্কল্প ও নিরুদ্যম হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকিবেন। ১৬৯। তিনি শোক ও মোহবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বদা আত্মভাবে সন্তুষ্ট থাকিবেন, তিনি তিতিক্ষাশালী, নিঃশঙ্ক ও নিরুপদ্রব হইবেন। ১৭০। তিনি ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য কাহাকেও দিবেন না, তাঁহার ধ্যান-ধারণা নাই, তিনি মুক্ত, বৈরাগ্যশালী, দ্বন্দ্বভাববর্জ্জিত, হংসাচাররত ও যতি হইবেন।১৭১। হে দেবি! আমি তোমার নিকটে যে চারি প্রকার কুলযোগীর লক্ষণ বলিলাম, ইঁহারা সকলেই সাধু ও মৎস্বরূপ। ১৭২। ইঁহাদিগকে দর্শন, স্পর্শ বা ইঁহাদের সঙ্গে আলাপে সন্তুষ্ট করিলে লোকের সর্ব্ব-তীর্থ-দর্শন-ফললাভ হইয়া থাকে। ১৭৩। হে প্রিয়ে! পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র বিরাজিত আছে, তৎসমুদয়ই কুলসন্ন্যাসিগণের দেহে বর্ত্তমান। ১৭৪। যাঁহারা কুলদ্রব্য দ্বারা কুলসাধুদিগকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা ধন্য, কৃতার্থ ও

* ধ্যানধারণাঃ—পাঠান্তর।
† মুক্তোঽবিরক্তঃ ইতি বা পাঠঃ।

অশুচির্যাতি শুচিতামস্পৃশ্যঃ স্পৃশ্যতামিয়াৎ।
অভক্ষ্যমপি ভক্ষ্যং স্যাৎ যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ১৭৬
কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্রূরাঃ পুলিন্দা যবনাঃ খলাঃ।
শুধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাত্তান্ বিনা কোঽন্যমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৭
কুলতত্ত্বৈঃ কুলদ্রব্যৈঃ কৌলিকান্ কুলযোগিনঃ।
যেঽর্চ্চয়ন্তি সকৃদ্ভক্ত্যা তেঽপি পূজ্যা মহীতলে ॥ ১৭৮
কৌলধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্ত্যেব কমলাননে।
অন্ত্যজোঽপি যমাশ্রিত্য পূতঃ কৌলপদং ব্রজেৎ ॥ ১৭৯
করিপদে বিলীয়ন্তে সর্ব্বপ্রাণিপদা যথা।
কুলধর্ম্মে নিমজ্জন্তি সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা প্রিয়ে ॥ ১৮০
অহো পুণ্যতমাঃ কৌলাস্তীর্থরূপাঃ স্বয়ং প্রিয়ে।
যে পুনন্ত্যাত্মসম্বন্ধান্ * ম্লেচ্ছশ্বপচপামরান্ ॥ ১৮১
গঙ্গায়াং পতিতাস্তাংসি যান্তি গাঙ্গেয়তাং যথা।
কুলাচারে বিশন্তোঽপি সর্ব্বে গচ্ছন্তি কৌলতাম্ ॥ ১৮২

পবিত্র হন এবং তাঁহারা সকল যজ্ঞের ফলভাগী হইয়া থাকেন। ১৭৫। তাঁহাদের স্পর্শমাত্রে অশুচি শুচি, অস্পৃশ্য স্পর্শযোগ্য এবং অভক্ষ্য ভক্ষ্যমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। ১৭৬। যাঁহাদের স্পর্শে কিরাত, পাপী, ক্রূর, পুলিন্দ, যবন ও খল প্রভৃতি জাতিরা শুদ্ধ হয়, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহাকে অর্চ্চনা করিবে? ১৭৭। যাঁহারা কুলযোগী ও কৌলগণকে কুলতত্ত্ব ও কুলদ্রব্য দ্বারা একবারমাত্র ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাও পৃথিবীতে পূজ্য হইয়া থাকেন। ১৭৮। † হে কমলাননে! কৌলধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই, ইহার আশ্রয়ে অতি ঘৃণ্য অন্ত্যজও পবিত্র হইয়া কৌলপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৭৯। হে প্রিয়ে! যেরূপ সকল জীবের পদচিহ্ন হস্তিপদে লীন হয়, তাহার ন্যায় সমুদয় ধর্ম্ম কুলধর্ম্মে লীন হইয়া থাকে। ১৮০। হে প্রিয়ে! সাক্ষাৎ তীর্থস্বরূপ কৌলগণ কি পবিত্রতম! ইঁহারা শরণাগত অনুরক্ত ম্লেচ্ছ, শ্বপচ ও পামরগণকেও পবিত্র করিয়া থাকেন। ১৮১। কূপজল গঙ্গায় পতিত হইলে যেরূপ গঙ্গাজলরূপে

---

* আত্মসম্বন্ধান্ ইতি বা পাঠঃ।

† কুলদ্রব্য—কুলযোগিগণকে যে ভোগোপযোগ্য শক্তি অথবা যে কোন প্রকার শুদ্ধির সহিত কারণ প্রদত্ত হয়, তাহাকেই কুলদ্রব্য কহে। কুলযোগী—ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যাঁহারা বীরভাবে যোগসাধন করেন। কৌল—পূর্ণাভিষিক্ত জ্ঞানী অবধূত। কুলতত্ত্ব—পঞ্চতত্ত্ব।

যথার্ণবগতং বারি ন পৃথগ্‌ভাবমাপ্নুয়াৎ।
তথা কুলাম্বুধৌ মগ্না ন ভবেয়ুর্জ্জনাঃ পৃথক্ ॥ ১৮৩
বিপ্রাদ্যন্ত্যজপর্য্যন্তা দ্বিপদা যেঽত্র ভূতলে।
তে সর্ব্বেঽস্মিন্ কুলাচারে ভবেয়ুরধিকারিণঃ ॥ ১৮৪
আহুতাঃ কুলধর্ম্মেঽস্মিন্ যে ভবন্তি পরাঙ্মুখাঃ।
সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টাস্তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ১৮৫
প্রার্থয়ন্তি কুলাচারং যে কেচিদপি মানবাঃ।
তান্ বঞ্চয়ন্ কুলীনোঽপি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৮৬
চাণ্ডালং যবনং নীচং মত্বা স্ত্রিয়মবজ্ঞয়া।
কৌলং ন কুর্য্যাৎ যঃ কৌলঃ সোঽধমো যাত্যধোগতিম্ ॥ ১৮৭
শতাভিষেকাৎ যৎ পুণ্যং পুরশ্চর্য্যাশতৈরপি।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যমেকস্মিন্ কৌলিকে কৃতে ॥ ১৮৮
যে যে বর্ণাঃ ক্ষিতৌ সন্তি যদ্‌যদ্ধর্ম্মমুপাশ্রিতাঃ।
কৌলা ভবন্তস্তে পাশৈর্ম্মুক্তা যান্তি পরং পদম্ ॥ ১৮৯

পবিত্র হয়, তাহার ন্যায় কুলাচারপথাশ্রিত সর্ব্বজাতীয় লোকই কৌল হইয়া থাকে।১৮২। যেরূপ সমুদ্রে পতিত সলিলের সহিত সমুদ্রজলের পার্থক্য থাকে না, তাহার ন্যায় কুলার্ণবমগ্ন ব্যক্তি পৃথক্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।১৮৩। এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যজ পর্য্যন্ত যে সকল দ্বিপদ অবস্থিতি করে, সকলেই কুলাচারে অধিকারী হইতে পারে।১৮৪। কুলধর্ম্মে আহূত হইয়া যাহারা তাহাতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদের সকল ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় এবং তাহারা অধমলোকে গমন করিয়া থাকে।১৮৫। যে সকল লোক কুলাচারের প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে বঞ্চনা করিলে কৌলের রৌরবনরকে বাস ঘটিয়া থাকে।১৮৬॥ যে কৌল চণ্ডাল, যবন, নীচ ও স্ত্রীলোককে অবজ্ঞা করিয়া কৌলধর্ম্মে দীক্ষিত না করে, সে কৌলাধম এবং তাহার নিকৃষ্ট গতি হইয়া থাকে।১৮৭। শতাভিষেকে যে পুণ্যসঞ্চয়, শত পুরশ্চরণে যে ফলপ্রাপ্তি, এক ব্যক্তিকে কৌল করিলে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে।১৮৮। সংসারে যত প্রকার বর্ণ ও ধর্ম্মাবলম্বী আছে, তন্মধ্যে যিনি কৌল, তিনি

শৈবধর্ম্মাশ্রিতাঃ কৌলাস্তীর্থরূপাঃ শিবাত্মকাঃ।
স্নেহেন শ্রদ্ধয়া প্রেম্ণা পূজ্যা মান্যাঃ পরস্পরম্ ॥ ১৯০

বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে।
ভবাব্ধিতরণে সেতুঃ কুলধর্ম্মো হি নাপরঃ ॥ ১৯১

ছিদ্যন্তে সংশয়াঃ সর্ব্বে ক্ষীয়ন্তে পাপসঞ্চয়াঃ।
দহ্যন্তে কর্ম্মজালানি কুলধর্ম্মনিষেবণাৎ ॥ ১৯২

সত্যব্রতা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ কৃপয়াহূয় মানবান্।
পাবয়ন্তি কুলাচারৈস্তে জ্ঞেয়াঃ কৌলিকোত্তমাঃ ॥ ১৯৩

ইতি তে কথিতং দেবি সর্ব্বধর্ম্মবিনির্ণয়ম্।
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য পূর্ব্বার্দ্ধং লোকপাবনম্ ॥ ১৯৪

য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং শ্রাবয়েদ্বাপি মানবান্।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ সোঽন্তে নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯৫

সর্ব্বাগমানাং তন্ত্রাণাং সারাৎসারং পরাৎপরম্।
তন্ত্ররাজমিমং জ্ঞাত্বা জায়তে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥ ১৯৬

কিন্তস্য তীর্থভ্রমণৈঃ কিং যজ্ঞৈর্জ্জপসাধনৈঃ।
জানয়েত্তন্মহাতন্ত্রং কর্ম্মপাশৈর্ব্বিমুচ্যতে ॥ ১৯৭

পাপমুক্ত হইয়া পরমপদলাভের অধিকারী হন। ১৮৯। শৈবধর্ম্মাবলম্বী কৌলগণ তীর্থ ও সাক্ষাৎ শিবরূপ ; অতএব স্নেহ, শ্রদ্ধা ও প্রেমদানে পরস্পরের পূজা ও সম্মান করা কর্ত্তব্য। ১৯০। তোমাকে অধিক কি বলিব, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, কুলধর্ম্মই সংসার-সমুদ্র-তরণের পক্ষে সেতুস্বরূপ, এতদ্ভিন্ন উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। ১৯১। কুলধর্ম্মাশ্রয়ে সকল সংশয় দূরীভূত, সমুদয় পাপ নিবারিত ও সকল কর্ম্মপাশ উন্মুক্ত হইয়া থাকে। ১৯২। যাঁহারা সত্যব্রত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ কৌল, তাঁহারা কৃপা করিয়া মনুষ্যগণকে আহ্বান করত কুলাচার দ্বারা পবিত্র করিয়া থাকেন, ইঁহারাই কৌলশ্রেষ্ঠ। ১৯৩। হে দেবি! সর্ব্বধর্ম্মবিনির্ণায়ক লোকপাবন মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ তোমার নিকটে প্রকাশ করিলাম। ১৯৪। যে ব্যক্তি ইহা নিত্য শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া চরমে মোক্ষপদ অধিকার করিবেন। ১৯৫। এই তন্ত্ররাজ সকল প্রকার আগম ও তন্ত্রের সারাৎসার ও পরাৎপর, ইহা জানিতে পারিলে লোক সর্ব্ব-শাস্ত্রবেত্তা হইতে পারে। ১৯৬। যিনি মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র জানিতে পারিয়াছেন,

স বিজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ।
স জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ সাধুর্য এতদ্বেত্তি কালিকে ॥ ১৯৮
অলং বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ।
কিমন্যৈর্বহুভিস্তন্ত্রৈর্জ্ঞাত্বেদং সর্ব্ববিদ্ভবেৎ ॥ ১৯৯
আসীদ্‌গুহ্যতমং যন্মে সাধনং জ্ঞানমুত্তমম্।
তব প্রশ্নেন তন্ত্রেঽস্মিংস্তৎ সর্ব্বং সুপ্রকাশিতম্ ॥ ২০০
যথা ত্বং ব্রহ্মণঃ শক্তির্মম প্রাণাধিকা পরা।
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং মে তথা জানীহি সুব্রতে ॥ ২০১
যথা নগেষু হিমবান্ তারকাসু যথা শশী।
ভাস্বাংস্তেজঃসু তন্ত্রেষু তন্ত্ররাজমিমং তথা ॥ ২০২
সর্ব্বধর্ম্মময়ং তন্ত্রং ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধনম্।
পঠিত্বা পাঠয়িত্বাপি ব্রহ্মজ্ঞানী ভবেন্নরঃ ॥ ২০৩
বিদ্যতে যস্য ভবনে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমম্।
ন তস্য বংশে দেবেশি পশুর্ভবতি কর্হিচিৎ ॥ ২০৪
অজ্ঞানতিমিরান্ধোঽপি মূর্খঃ কর্ম্মজড়োঽপি বা।
শৃণ্বন্নেতন্মহাতন্ত্রং কর্ম্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২০৫

---

তাঁহার তীর্থভ্রমণ, যজ্ঞসাধন ও জপ ও সাধনাদিতে প্রয়োজন কি? তিনি কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ১৯৭। হে কালিকে! যিনি ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, জ্ঞানী, সাধু ও ব্রহ্মবিৎ হইয়াছেন। ১৯৮। যিনি এই তন্ত্র জানিয়া সর্ব্ববিৎ হইয়াছেন, তাঁহার বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা ও অন্যান্য বহুবিধ তন্ত্র জানিবার প্রয়োজন কি? ১৯৯। যে সকল সাধন ও দিব্য জ্ঞান অতিশয় গুহ্যতম ছিল, তোমার প্রশ্নানুসারী তৎসমুদয়ই এই মহাতন্ত্রে প্রকাশ করিলাম। ২০০। হে সুব্রতে! তুমি যেরূপ ব্রহ্মশক্তি ও আমার প্রাণাধিকা, এই তন্ত্রও আমার সেইরূপ জানিবে। ২০১। যেরূপ পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, তারাদলমধ্যে তারাপতি এবং তেজঃপদার্থের মধ্যে সূর্য্য, সেইরূপ সমুদয় তন্ত্রের মধ্যে এই তন্ত্ররাজই শ্রেষ্ঠ। ২০২। এই তন্ত্র সর্ব্বধর্ম্মময় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অদ্বিতীয় সাধন। যিনি ইহা পাঠ করিবেন বা অন্যকে পাঠ করাইবেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারিবেন। ২০৩। হে দেবেশি! সকল তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ এই তন্ত্ররাজ যাঁহার গৃহে বিদ্যমান থাকিবে, তদ্বংশে কেহ কখনও পশুরূপে (অজ্ঞান হইয়া) প্রাদুর্ভূত হইবে না। ২০৪। যিনি অজ্ঞানান্ধকারে

এতত্তন্ত্রস্ত পঠনং শ্রবণং পূজনং তথা।
বন্দনং পরমেশানি নৃণাং কৈবল্যদায়কম্॥ ২০৬
উক্তং বহুবিধং তন্ত্রমেকৈকাখ্যানসংযুতম্।
সর্ব্বধর্ম্মান্বিতং তন্ত্রং নাতঃ পরতরং কচিৎ॥ ২০৭
পাতালচক্র-ভূচক্রজ্যোতিশ্চক্রসমন্বিতম্।
পরার্দ্ধমস্ত যো বেত্তি স সর্ব্বজ্ঞো ন সংশয়ঃ॥ ২০৮
পরার্দ্ধসহিতং গ্রন্থমেনং জানন্নরো ভবেৎ।
ত্রিকালবার্ত্তাং ত্রৈলোক্যবৃত্তান্তং কথিতুং ক্ষমঃ॥ ২০৯
সন্তি তন্ত্রাণি বহুধা শাস্ত্রাণি বিবিধান্তপি।
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্ত কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ২১০
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্ত মাহাত্ম্যং কিং ব্রবীমি তে।
বিদিত্বৈতন্মহাতন্ত্রং ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ॥ ২১১

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যা-সদাশিবসংবাদে পূর্ব্বকাণ্ডে শিবলিঙ্গস্থাপনচতুর্ব্বিধাবধূত-বিবরণকথনং নাম চতুর্দ্দশোল্লাসঃ॥ ১৪

অন্ধ, মূর্খ ও কর্ম্মজড়, এই মহানির্ব্বাণতন্ত্র পাঠ করিলে তাঁহার কর্ম্মবন্ধন থাকে না। ২০৫। হে পরমেশ্বরি! এই মহাতন্ত্র পাঠ, শ্রবণ, অর্চ্চনা ও বন্দন করিলে লোকের কৈবল্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২০৬। হে প্রিয়ে! আমি এক একটি আখ্যান-সহ অনেক তন্ত্রের কথা বলিয়াছি; কিন্তু যাহাতে সকল ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, তাদৃশ তন্ত্র এই তন্ত্রাপেক্ষা আর নাই। ২০৭। এই তন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে পাতালচক্র, ভূচক্র ও জ্যোতিশ্চক্রের কথা আছে। যিনি তাহা জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি নিঃসন্দেহ সর্ব্বজ্ঞ। ২০৮। যিনি পরার্দ্ধসহিত এই তন্ত্র জানিতে পারেন, তিনি ত্রিকালবার্ত্তা ও ত্রৈলোক্য-বৃত্তান্ত বলিতে পারেন। ২০৯। হে দেবি! তন্ত্র ও শাস্ত্র অনেক প্রকার আছে, কিন্তু কেহই এই তন্ত্রের ষোড়শ অংশের একাংশের তুল্য হইতে পারে না। ২১০। আমি তোমার নিকটে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মাহাত্ম্য-কথা আর কি বলিব, (তবে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে,) এই তন্ত্র জানিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২১১।

সম্পূর্ণম্

# মন্ত্রকোষঃ

## ওঁ নমঃ পরদেবতায়ৈ

ভুবনেশ্বরীমন্ত্রাঃ ।—নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়ো বামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্ ॥ হ্রীং ॥ ১ ॥ বাগ্‌ভবং শম্ভুবনিতা রমাবীজত্রয়াত্মকম্ । ঐং হ্রীং শ্রীঁ ॥ ২ ॥ বাগ্বীজপুটিতা মায়া বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা ॥ ঐ হ্রীং ঐং ॥ ৩ ॥ অনন্তো বিন্দুসংযুক্তো মায়াব্রহ্মাগ্নিতারবান্ । আং হ্রীং ক্রোং ॥ ৪ ॥ অথান্নপূর্ণামন্ত্রাঃ—মায়াহৃদ্ভগবত্যন্তং মাহেশ্বরিপদন্ততঃ । অন্নপূর্ণে ঠযুগলং মনুঃ সপ্তদশাক্ষরঃ ॥ হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ১ ॥ ইয়মেব প্রণবাদ্যা ॥ ২ ॥ শ্রীবীজাদ্যা ॥৩॥ বাগ্বীজাদ্যা ॥ ৪ ॥ কামাদ্যা ॥ ৫ ॥ তারমায়াদ্যা ॥ ৬ ॥ মায়াশ্রীযুগ্মাদ্যা ॥ ৭ ॥ শ্রীমায়াযুগ্মাদ্যা ॥ ৮ ॥ যথা—ওঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ২ ॥ শ্রীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ৩ ॥ ঐঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ৪ ॥ ক্লীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥৫॥ ওঁ হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ৬ ॥ হ্রীং শ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ৭ ॥ শ্রীঁ হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ॥ ৮ ॥ অথ ত্রিপুটামন্ত্রাঃ ।—শ্রীমায়ামদনৈঃ প্রোক্তো মন্ত্রো বীজত্রয়াত্মকঃ । শ্রীং হ্রীং ক্লীং ॥ ১ ॥ পরাদির্বা ভবেদ্দেবি কামাদির্বা ভবেদিয়ম্ । হ্রীং শ্রীং ক্লীং ॥ ২ ॥ ক্লীং শ্রীং হ্রীং ॥ ৩ ॥ অথ ত্বরিতামন্ত্রঃ ।—তারো মায়া বর্ম্মবীজং খড়্গীশবরান্বিতা । কূর্ম্মস্তদন্তো ভগবান্ ক্ষত্রীদীর্ঘতনুচ্ছদম্ । সংবর্ত্তো ভগবান্ মায়া কবচো দ্বাদশাক্ষরঃ । ওঁ হ্রীং হুঁ খে চ ছে ক্ষ স্ত্রী হুং ক্ষে হ্রীং ফট্ ॥ ১ ॥ অথ নিত্যামন্ত্রঃ ।—বাগ্‌ভবং কামবীজঞ্চ নিত্যক্লিন্নে মদঃ পুনঃ । দ্রবে বহ্নিবধূর্মন্ত্রো দ্বাদশার্ণোঽয়মীরিতঃ । ঐং ক্লীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা ॥ ১ ॥ অথ বজ্রপ্রস্তারিণীমন্ত্রঃ ।—বাগ্মায়ানন্তরং নিত্যক্লিন্নে ভূয়ো মদদ্রবে । স্বাহান্তো রবিসংখ্যার্ণো মন্ত্রো বজ্রপ্রদায়কঃ ॥ ঐং হ্রীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা ॥ ১ ॥ অথ দুর্গামন্ত্রঃ ।—মায়াদ্রিকর্ণবিন্দ্বাঢ্যো ভূয়োঽসৌ সর্গবান্ ভবেৎ । পঞ্চান্তকঃ প্রতিষ্ঠাবান্ মারুতো ভৌতিকাসনঃ । তারাদিহৃদয়ান্তোঽয়ং মন্ত্রো বস্বক্ষরাত্মকঃ ।

ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ॥ অথ মহিষমর্দ্দিনীমন্ত্রাঃ ।—তারং বিয়ৎ সনয়নং শ্বেতো মর্দ্দিনি ঠদ্বয়ম্ । অষ্টাক্ষরী সমাখ্যাতা বিদ্যা মহিষমর্দ্দিনী ॥ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ প্রণবাদ্যাং জপেদ্বিদ্যাং মায়াদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ । বধূবীজাদিকাং বাপি কবচাদ্যাং জপেত্তথা ॥ সর্ব্বকালেষু সর্ব্বত্র কামাদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ । বাগ্‌ভবাদ্যাং জপেত্তাস্তু দেবীং বাক্যবিশুদ্ধয়ে ॥ এতে নবাক্ষরাঃ ॥ বিনা বীজৈর্ম্মহাবিদ্যা নির্ব্বীর্য্যা পরিকীর্ত্তিতা । পুটিতা বীজযুগ্মেন মুখে যুগ্মঞ্চ দেশিকৈঃ । দশাক্ষরী-সমা নাস্তি বিদ্যা ত্রিভুবনেশ্বরী। প্রণবঞ্চ তথা মায়া ভবেদ্বিদ্যা পুনর্দ্দশ। কামং প্রণবমিত্যুক্তং ভবেদ্বিদ্যা পুনর্দ্দশ ॥ যথা—ওঁ মহিষ-মর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ২ ॥ হ্রীং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ৩ ॥ শ্রীং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ৫ ॥ ক্লীং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ৬ ॥ ঐং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ৭ ॥ ইতি নবাক্ষরাঃ ॥ অথ দশাক্ষরাঃ—ওঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ওঁ ॥ ৮ ॥ ওঁ হ্রীং মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ৯ ॥ ক্লীং ওঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা ॥ ১০ ॥ অথ জয়দুর্গামন্ত্রঃ ।—তারো দুর্গে-যুগং রক্ষমন্ত্যো চাস্তং সুলোচনম্। দ্বিঠান্তো জয়দুর্গেয়ং বিদ্যা বেদ্যা দশাক্ষরী ॥ ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা ॥১॥ অথ শূলিনীমন্ত্রাঃ ।—জ্বল-জ্বলপদস্যান্তে শূলিনীতি পদস্ততঃ । দুষ্টগ্রহহুংমন্ত্রান্তে বহ্নিজায়াবধির্ম্মনুঃ । জ্বল জ্বল শূলিনি দুষ্টগ্রহ হুং ফট্ স্বাহা ॥ ১ ॥ অথ সরস্বতীমন্ত্রাঃ ।—বদ বদ বাগ্বাদিনি বহ্নিবল্লভেতি দশাক্ষরা। বদ বদ বাগ্বাদিনি স্বাহা ॥ ১ ॥ ভুবনেশী-সম্পুটোঽয়ং মহাসারস্বতপ্রদঃ । হ্রীং বদ বদ বাগ্বাদিনি স্বাহা ॥ ২ ॥ হৃদয়ান্তে ভগবতি বদশব্দদ্বয়স্ততঃ । বাগ্‌দেবি বহ্নিজায়ান্তং বাগ্‌ভবাদ্যং সমুদ্ধরেৎ ॥ ঐং নমো ভগবতি বদ বদ বাগ্দেবি স্বাহা ॥ ৩ ॥ তারো মায়া ধরো বিন্দুঃ শক্তিস্তারঃ সরস্বতী । ঙেঽন্তো নমোঽন্তকো মন্ত্রঃ প্রোক্ত একাদশাক্ষরঃ । ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ॥ ৪ ॥ বাচস্পতেঽমৃতে ভূয়ঃ প্লবপ্লুরিতি কীর্ত্তয়েৎ । বাগাদ্যো মন্ত্ররাখ্যাতো রুদ্রসংখ্যাপরোঽপরঃ । ঐং বাচস্পতে অমৃতে প্লবপ্লুঃ ॥ ৫ ॥ তোয়স্থং শয়নং বিষ্ণোঃ সকেবলচতুর্মুখম্। বিন্দ্বীশযুতো বহ্নির্বিন্দুসত্যাযুমান্ ভৃগুঃ। উক্তানি ত্রীণি বীজানি সদ্ভিঃ সারস্বতোমনুঃ ॥ ঐং ক্লৃং সৌঃ ॥ ৬ ॥ অথ পারিজাতসরস্বতীমন্ত্রাঃ ।—প্রণবদ্বয়সেবা-সম্পুটিতহকারয়কারৌকারবিন্দুযুক্তসরস্বতী ঙেঽন্তা নতিশ্চ। ওঁ হ্রীং হ্সৌঃ ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ॥ ১ ॥ অথ সম্পৎপ্রদাভৈরবীমন্ত্রঃ ।—সম্পৎপ্রদায়া ভৈরব্যা বাগ্‌ভবং বীজমুদ্ধরেৎ । তারেণ পরয়া দেবী সম্পুটীকৃত্য মন্ত্রবিৎ। সরস্বত্যৈ হৃদন্তোঽয়ং রুদ্রার্ণোঽযমুদীরিতঃ । ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ॥ ১ ॥

অথ লক্ষ্মীমন্ত্রাঃ।—বান্তং বহ্নিসমারূঢ়ং বামনেত্রেন্দুসংযুতম্। বীজমেতৎ শ্রিয়াঃ প্রোক্তং সর্ব্বকামফলপ্রদম্। শ্রীং॥ ১॥ বাগ্‌ভবং বনিতা বিষ্ণোর্মায়া মকরকেতনঃ। চতুর্বীজাত্মকো মন্ত্রশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ॥ ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং॥ ২॥ দীর্ঘাবাদির্বিসর্গান্তো ব্রহ্মা তাসুর্ব্বসূক্ষণাম্। বাস্তেসিন্তৈ শ্রিয়া বহ্নের্বধূঃ প্রোক্তো দশাক্ষরঃ॥ নমঃ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা॥ ৩॥ অথ মহালক্ষ্মীমন্ত্রাঃ।—বাগ্‌ভবং শম্ভুবনিতা রমা মকরকেতনঃ। তার্তীয়ঞ্চ জগৎপার্শ্বো বহ্নিবীজসমুজ্জ্বলঃ। অর্ঘীশাদ্যো ভূশুভৈত্যেবং মন্ত্রোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ॥ ঐং হ্রীং ক্লীং হ্‌সৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ॥ ১॥ শম্ভুপত্নী শ্রিয়া কলা কমৌ ভগবতী মহী। ব্রহ্মাদিত্যৌ বন্না দীর্ঘা লক্ষ্যাদির্ভগবান্ মরুৎ। প্রসীদযুগলং ভূয়ঃ শ্রীকলা ভুবনেশ্বরী। মহালক্ষ্মীনমোঽন্তঃ স্যাৎ প্রণবাদিরয়ং মনুঃ। ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ॥ ২॥ অথ গণেশমন্ত্রাঃ।—গকারন্তকং শশিযুতং বীজং গণপতের্ব্বিদুঃ। গং॥ ১॥ অথ মহাগণেশমন্ত্রাঃ।—শ্রীশক্তিস্মরভূবিম্ববীজানি প্রথমং বদেৎ। ঙেঽন্তং গণপতিং পশ্চাৎ বরান্তে বরদন্তপদম্। উক্ত্বা সর্ব্বজনং মেঽন্তে বশমানয় ঠদ্বয়ম্। অষ্টাবিংশত্যক্ষরোঽয়ং তারাদ্যো মনুরীরিতঃ। ভূবীজমাহ।—স্থিতিহং মাংসবৌবিন্দুযুক্তং ভূবীজমীরিতম্। ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গণপতয়ে বর বরদ সর্ব্বজনং মে বশমানয় স্বাহা॥ ১॥ শক্তিকন্দং নিজং বীজং মহাগণপতিং বদেৎ। ঙেঽন্তমগ্নিবধূঃ প্রোক্তো মন্ত্রোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ। হ্রীং গং হ্রীং মহাগণপতয়ে স্বাহা॥ ২॥ শক্তিকন্দং নিজং বীজং বশমানয় ঠদ্বয়ম্। তারাদ্যো মনুরাখ্যাতো রুদ্রসংখ্যাক্ষরান্বিতঃ। ওঁ হ্রীং গং হ্রীং বশমানয় স্বাহা॥ ৩॥ অথ হেরম্বমন্ত্রাঃ।—গকারন্তকো বিন্দুযুক্তো বামকর্ণবিভূষিতঃ। তারাদিহৃদয়ান্তোঽয়ং হেরম্বমনুরীরিতঃ। চতুর্ব্বর্ণাত্মকো নৃণাং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ। ওঁ গূং নমঃ॥ ১॥ সংবর্ত্তকো মেরুযুতঃ পার্শ্বো বহ্ন্যাসনে স্থিতঃ। প্রসাদনায় হৃন্মন্ত্রঃ সবীজাদ্যো দশাক্ষরঃ॥ গং ক্ষিপ্রপ্রসাদনায় নমঃ॥ ২॥ অথঃ হরিদ্রাগণেশমন্ত্রঃ।—গকারন্তকো ধরাসংস্থো বিন্দুভূষিতমস্তকঃ। একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। গ্লং॥ ১॥ মন্ত্রোদ্ধারমহং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব কমলাননে। ইন্দ্রবীজং সমুদ্ধৃত্য নিজবীজং সমুদ্ধরেৎ। চতুর্দ্দশস্বরোপাঢ্যং বিন্দুভূষিতমস্তকম্। একাক্ষরী মহাবিদ্যা কথিতা পদ্মযোনিনা॥ গ্লৌং॥ ২॥ লক্ষ্ম্যাদ্যাং বাক্‌কূর্চাদ্যাং বা মায়াদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ। কামাদ্যাং বা মহাবিদ্যাং নিজবীজাদিকারূপা। সুন্দরী চ মহাবিদ্যা ত্র্যক্ষরী

চারমন্মযুতা। চতুর্ব্বর্গাদ্বিকা বিতা বহ্নিজায়াবধি শিরে॥ শ্রীং গ্রৌং॥ ৩॥ হূং গ্রৌং॥ ৪॥ হ্রীং গ্রৌং॥ ৫॥ ক্লীং গ্রৌং॥ ৬॥ ত্রীং গ্রৌং॥ ৭॥ ঐং গ্রৌং॥ ৮॥ ওঁ গ্রৌং॥ ৯॥ গং গ্রৌং॥ ১০॥ শ্রীং গ্রৌং ফট্॥ ১১॥ হূং গ্রৌং ফট্॥ ১২॥ হ্রীং গ্রৌং॥ ১৩॥ ক্লীং গ্রৌং ফট্॥ ১৪॥ ত্রীং গ্রৌং ফট্॥ ১৫॥ ঐং গ্রৌং ফট্॥ ১৬॥ ওঁ গ্রৌং ফট্॥ ১৭॥ গং গ্রৌং ফট্॥ ১৮॥ শ্রীং গ্রৌং স্বাহা॥ ১৯॥ হূং গ্রৌং স্বাহা॥ ২০॥ হ্রীং গ্রৌং স্বাহা॥ ২১॥ ক্লীং গ্রৌং স্বাহা॥ ২২॥ ত্রীং গ্রৌং স্বাহা॥ ২৩॥ ঐং গ্রৌং স্বাহা॥ ২৪॥ ওঁ গ্রৌং স্বাহা॥ ২৫॥ গং গ্রৌং স্বাহা॥ ২৬॥ অথ সূর্য্যমন্ত্রাঃ।— তারো ঘৃণির্ভূগুঃ পশ্চাদ্বামকর্ণবিভূষিতঃ। বহ্ন্যাসনো মরুচ্ছেষঃ সনেত্রোঽত্রিস্ত্য-পশ্চিমঃ। অষ্টাক্ষরো মন্ত্রঃ প্রোক্তো ভানোরমিততেজসঃ॥ ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্য॥ ১॥ আকাশমগ্নিদীর্ঘেন্দুসংযুতা ভুবনেশ্বরী। সর্গান্বিতো ভৃগুর্ভানো-র্ত্র্যক্ষরোঽয়মুদাহৃতঃ॥ হ্রাং হ্রীং সঃ॥ ২॥ আকাশবহ্নিপবনসত্যাস্তার্ঘীশবিন্দুমৎ। মার্ত্তণ্ডৈরবং নাম বীজমেতদুদাহৃতম্। পুটিতং বিষবীজেন সর্ব্বকামফলপ্রদম্। বিষবীজং যথা—টান্তং দহননেত্রেন্দুসহিতং তদুদাহৃতম্। ঠ্রিং হ্স্ত্রোং ঊং ঠ্রিং॥ ৩॥ অথ অজপামন্ত্রঃ।—বিয়দর্দ্ধেন্দুললিতং তদাদিঃ সর্গসংযুতঃ। অজপাখ্যো মন্ত্রঃ প্রোক্তো দ্ব্যক্ষরঃ সুরপাদপঃ॥ হংসঃ॥ ৪॥ অথ বিষ্ণুমন্ত্রাঃ।—তারং নমঃ পদং ত্রাণয়ৌ দীর্ঘসমন্বিতৌ। পাবনো নামমন্ত্রোঽয়ং প্রোক্তো বস্বক্ষরঃ পরঃ॥ ওঁ নমো নারায়ণায়॥২॥ অথ শ্রীরামমন্ত্রাঃ।—অনন্তোঽগ্ন্যাসনঃ সেন্দুর্বীজং রামায় হৃন্মনুঃ। ষড়ক্ষরোঽয়মাদিষ্টো ভক্তানাং কামদো মন্ত্রঃ॥ রাং রামায় নমঃ॥১॥ স্বকাম-শক্তিবাগ্‌লক্ষ্মীতারাদ্যঃ পঞ্চবর্ণকঃ। ষড়ক্ষরঃ ষড়্‌বিধঃ স্যাচ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ। ক্লীং রামায় নমঃ॥ ২॥ হ্রীং রামায় নমঃ॥ ৩॥ ঐং রামায় নমঃ॥ ৪॥ শ্রীং রামায় নমঃ॥ ৫॥ ওঁ রামায় নমঃ॥ ৬॥ জানকীবল্লভং ঙেঽন্তং বহ্নিজায়া হৃদাদিকম্। দশাক্ষরোঽয়ং রামস্য মন্ত্রেঽস্মিন্ স্যাদৃষির্বিরাট্। হুং জানকীবল্লভায় স্বাহা॥ ৭॥ বহ্নিস্থো নারায়ণেনাঢ্যো জঠরঃ কেবলস্তথা। দ্ব্যক্ষরো মন্ত্ররাজোঽয়ং সর্ব্বাভীষ্ট-ফলপ্রদঃ॥ রাম॥ ৮॥ তারমায়ারমানঙ্গবাক্‌স্ববীজৈশ্চ ষড়্‌বিধঃ। ত্র্যক্ষরো মন্ত্ররাজোঽয়ং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ। ওঁ রাম॥ ৯॥ হ্রীং রাম॥ ১০॥ শ্রীং রাম॥ ১১॥ ক্লীং রাম॥ ১২॥ ঐং রাম॥ ১৩॥ রাং রাম॥ ১৪॥ শ্রীমায়া-মন্মথৈকৈকবীজাদ্যন্তগতো মন্ত্রঃ। চতুর্বর্ণঃ স এব স্যাৎ ষড়্‌বর্ণো বাঞ্ছিতপ্রদঃ। স্বাহান্তো হুংফডন্তো বা নমোঽন্তো বা ভবেন্মনুঃ। শ্রীং রাম শ্রীং॥ ১৫॥ হ্রীং রাম হ্রীং॥ ১৬॥ ক্লীং রাম ক্লীং॥ ১৭॥ শ্রীং রাম শ্রীং স্বাহা॥ ১৮॥ শ্রীং রাম শ্রীং হুং ফট্॥ ১৯॥ শ্রীং রাম শ্রীং নমঃ॥ ২০॥ হ্রীং রাম হ্রীং

স্বাহা ॥ ২১ ॥ হ্রীং রাম হ্রীং হুং ফট্ ॥ ২২ ॥ হ্রীং রাম হ্রীং নমঃ ॥ ২৩ ॥ ক্লীং রাম ক্লীং স্বাহা ॥ ২৪ ॥ ক্লীং রাম ক্লীং হুং ফট্ ॥ ২৫ ॥ ক্লীং রাম ক্লীং নমঃ ॥ ২৬ ॥ ত্র্যক্ষরশ্চন্দ্রশক্রাভ্যাং মন্ত্রোঽয়ং চতুরক্ষরঃ ॥ ২৭ ॥ রামভদ্র এবং রামচন্দ্র ॥ ২৮ ॥ রামায় হৃন্মনুঃ প্রোক্তো মন্ত্রঃ পঞ্চাক্ষরঃ পরঃ। রামায় নমঃ ॥২৯॥ পঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণ-প্রত্যেকপূর্ব্বকো মনুঃ। লক্ষ্মীবাঙ্মন্মথাদিশ্চ তারাদিঃ স্যাদনেকধা। তেন অ রামায় নমঃ ॥ ৩০ ॥ আ রামায় নমঃ ॥ ৩১ ॥ এতে মন্ত্রা শ্রীবীজাদয়শ্চেৎ সপ্তাক্ষরাঃ। যথা—শ্রীং অ রামায় নমঃ। ঐং অং রামায় নমঃ। এবং জ্ঞেয়াঃ। বহ্নিস্থং শয়নং বিষ্ণোরর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতম্। একাক্ষরোঽয়ং সংপ্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ। রাং ॥ অথ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাঃ।— গোপীজনপদস্যান্তে বল্লভায়েতি ঠদ্বয়ম্। অয়ং দশাক্ষরো মন্ত্রো দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদঃ। গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ১ ॥ ত্রয়োদশাক্ষরো যথা—শ্রীশক্তিমারপূর্ব্বশ্চ শক্তি-শ্রীমারপূর্ব্বকঃ। কামশক্তিরমাপূর্ব্বো দশার্ণো মনবস্ত্রয়ঃ। শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ২ ॥ হ্রীং শ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৩ ॥ ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণায় পদমাভাষ্য গোবিন্দায় ততঃ পরম্। গোপীজনপদস্যান্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধি। কামবীজাদিরাখ্যাতো মনুরষ্টাদশাক্ষরঃ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৫ ॥ শক্তি-শ্রীপূর্ব্বকশ্চাষ্টাদশার্ণো বিংশদক্ষরঃ। হ্রীং শ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৬ ॥ বাগ্‌ভবং কামবীজঞ্চ কৃষ্ণায় ভুবনেশ্বরী। গোবিন্দায় রমা গোপীজনবল্লভঙে শিরঃ। চতুর্দ্দশ-স্বরোপেতো ভৃগুঃ সর্গী তদূর্দ্ধতঃ। দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো বাগীশত্বপ্রদায়কঃ। সৌঃ ঐং ক্লীং কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৭ ॥ বাগ্‌ভবং মায়বীজঞ্চ মারাললক্ষ্মীমনন্তরম্। দশার্ণো মনুবর্য্যশ্চ ভবেৎ শক্রাক্ষরো মনুঃ। ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৮ ॥ বাগ্‌ভবং ভুবনেশানীং শ্রীবীজং কামবীজকম্। দশার্ণো মন্ত্ররাজশ্চ ভবেৎ শক্রাক্ষরঃ পরঃ। ঐং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৯ ॥ কামাক্ষরং মরাসংস্থং শান্তিবিন্দুবিভূষিতম্। ত্রৈলোক্যমোহনো বিষ্ণুঃ কথিতস্তব ভাবতঃ। ক্লীং ॥ ১০ ॥ হৃষীকেশপদং ঙেহন্তং নমোঽন্ততঃ কামপূর্ব্বকঃ। অষ্টাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তঃ সমস্তপুরুষার্থদঃ। ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ ॥ ১০ ॥ লক্ষ্মীর্মায়া কামবীজং ঙেহন্তং কৃষ্ণপদন্ততঃ। স্বাহেতি মন্ত্ররাজোঽয়ং ভবতাং সুরপাদপঃ। শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ১২ ॥ শ্রীশক্তিস্মরকৃষ্ণায় গোবিন্দায় শিরো মনুঃ। শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা ॥ ১৩ ॥ তারো [illegible] ঙেহন্তো রুক্মিণীবল্লভস্তথা। শিরোঽন্তকঃ

ষোড়শোর্ণোঽয়ং রুক্মিণীবল্লভাহ্বয়ঃ। ওঁ নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় স্বাহা ॥ ১৪ ॥ শ্রীশক্তিমারপূর্ব্বোঽন্ত্যশক্তিসমান্বিতঃ। দশাক্ষরঃ স এবাদৌ স্যাৎ শক্তীমায়য়া যুতঃ। মন্ত্রৌ বিকৃতিসংখ্যর্ণৌ আচক্রান্তকাবিমৌ। শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ক্লীং হ্রীং শ্রীং ॥ ১৫ ॥ এবং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ১৬ ॥ প্রণবং নমসা যুক্তং কৃষ্ণগোবিন্দকৌ তথা। শ্রীপূর্ব্বৌ ঙেহন্ত-মুক্তার্ঘ্য হুং ফট্ স্বাহেতি কীর্ত্তিতঃ। ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় হুং ফট্ স্বাহা ॥১৭॥ অথ বালগোপালমন্ত্রাঃ।— চক্রী বহ্নিস্বরান্বিতঃ সর্গোকার্ণো মনূর্দিতঃ। কৃঃ ॥ ১ ॥ কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরঃ কামপূর্ব্বস্ত্র্যর্ণঃ স এব চ। স এব চতুর্বর্ণঃ স্যাৎ ঙেহন্তোঽন্তশ্চতুরক্ষরঃ। বক্ষ্যতে পঞ্চবর্ণঃ স্যাৎ কৃষ্ণায় নম ইত্যপি। স এব কামপূর্ব্বশ্চেৎ ষড়ক্ষরমনুঃ স্মৃতঃ। কৃষ্ণায়েতি স্বরবন্দ্বমধ্যে পঞ্চাক্ষরোঽপরঃ। গোপালায়াগ্নি-জায়ান্তঃ ষড়ক্ষরমনূর্দিতঃ। কৃষ্ণায় কামবীজাদ্যো বহ্নিজায়ান্বিতোঽপরঃ। কৃষ্ণগোবিন্দকৌ ঙেহন্তৌ সপ্তার্ণৌ মনূরীরিতঃ। কৃষ্ণগোবিন্দকৌ ঙেহন্তৌ কামাদ্যাবষ্টবর্ণকঃ। আদ্যন্তে কামবীজশ্চৈবাক্ষর উদাহৃতঃ। দধিভক্ষণায় বহ্নিবল্লভান্তোঽষ্টবর্ণকঃ। সুপ্রসন্নাত্মনে প্রোক্তো নব ইত্যপরোঽষ্টকঃ। কামবীজং ধরাবীজং পুনঃ কামং সমুদ্ধরেৎ। জানকীপদং ঙেহন্তং নমোঽন্তোঽয়ং দশাক্ষরঃ। শিরোঽন্তো বালবপুষে কৃষ্ণায়ান্তো মনূর্দিতঃ। শ্রীশক্তিমারকৃষ্ণায় মায়ঃ সপ্তাক্ষরো মনুঃ। শিরোঽন্তো বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্মৃতো বুধৈঃ ॥ কৃষ্ণ ॥২॥ ক্লীং কৃষ্ণ ॥ ৩ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ৫ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং ॥ ৬ ॥ গোপালায় স্বাহা ॥ ৮ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ॥ ১০ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ॥ ১১ ॥ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীং ॥ ১২ ॥ দধিভক্ষণায় স্বাহা ॥ ১৩ ॥ সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ ॥ ১৪ ॥ ক্লীং গ্লৌং ক্লীং জানকীনায় নমঃ ॥ ১৫ ॥ বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ১৬ ॥ শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং ॥ ১৭ ॥ বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ১৮ ॥ ঊর্দ্ধদন্তযুতঃ শার্ঙ্গী চক্রী দক্ষিণকর্ণযুক্। বাল-নাথায় মত্যন্তো মূলমন্ত্রোঽষ্টবর্ণকঃ। গোং কুং নং নাথায় নমঃ ॥ ১৯ ॥ সঙ্কর্ষণপ্রোক্তং মন্ত্রং বক্ষ্যেঽহং চতুরক্ষরম্। সম্প্রোক্তো মারযুগ্মান্তঃ সম্বদ্ধকৃষ্ণপদেন তু। ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং ॥ বীরযোরত মাংসাদ্যো রক্তশ্চেদপক্তো মনুঃ ॥ ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং ॥ ২০ ॥ অথ বাসুদেবমন্ত্রাঃ।— প্রণবো ভগবতে বাসুদেবায় কীর্ত্তিতঃ। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ১ ॥ ক্লেশবীজযুগলং রমাবীজমথাক্ষরা। নমস্তে বাসুদেবায় অন্তে প্রণবাদিকঃ। চতুর্দশাক্ষর প্রোক্তো মন্ত্রোঽয়ং [illegible] ওঁ ক্লীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং [illegible] [illegible] ॥ ২ ॥

অথ দধিবামনমন্ত্রাঃ।—তারো হৃষিকাদ্ব পশ্চাৎ ঙেহন্তঃ সুরপতির্ভবেৎ। মহাবলায় ঠদ্বয়ং মন্ত্রঃ ষোড়শাক্ষরঃ। ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা ॥ ১ ॥ অথ হয়গ্রীবমন্ত্রাঃ।—উদ্গিরৎ পদমাভাষ্য প্রণবোদ্গীথশব্দতঃ। সর্ব্ববাগীশ্বরেত্যন্তে প্রবদেদীশ্বরেত্যথ। সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্যশব্দান্তে সর্ব্বমুচ্চরেৎ। বোধয়দ্বিতয়ান্তো-ঽয়ং তারাদির্মনুরীরিতঃ। ওঁ উদ্গিরৎ প্রণবোদ্গীথ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর। সর্ব্ব-বেদময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয় ॥ ১ ॥ বিয়ত্ ভৃগুস্থমর্ঘীশমিন্দুমদ্বীজমীরিতম্। একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ ॥ হ্‌হ্রূং ॥ ২ ॥ হয়শিরঃপদং ঙেহন্তং নমোহন্তং সমুদ্ধরেৎ। স্ববীজাদিরয়ং মন্ত্রশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ। হ্‌হ্রূং হয়শিরসে নমঃ ॥ ৩ ॥ উদ্গিরৎ প্রণবোদ্গীথ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর। সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয়। স্বাহান্তো মনুরাখ্যাতো বীজঃ প্রণবসংপুটঃ। ওঁ উদ্গিরৎ প্রণবোদ্গীথ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর। সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয় স্বাহা ওঁ ॥ ৪ ॥ বিশ্বোত্তীর্ণস্বরূপায় চিন্ময়ানন্দরূপিণে। তুভ্যং নমো হয়গ্রীব বিদ্যারাজায় বিষ্ণবে। স্বাহান্তো মনুরাখ্যাতো হংসেন সংপুটীকৃতঃ। হংসঃ বিশ্বোত্তীর্ণ-স্বরূপায় চিন্ময়ানন্দরূপিণে তুভ্যং নমো হয়গ্রীব বিদ্যারাজায় বিষ্ণবে স্বাহা হংসঃ ॥ ৫ ॥ অথ নৃসিংহমন্ত্রাঃ।—উগ্রং বীরং বদেৎ পূর্ব্বং মহাবিষ্ণুমনন্তরম্। জ্বলন্তং পদমাভাষ্য সর্ব্বতোমুখমীরয়েৎ। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং বদেত্ততঃ। নমাম্যহমিতি প্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ। উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥ ১ ॥ হৃল্লেখাসম্পুটিশ্চেত্তু সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ হ্রীং উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ হ্রীং ॥ ২ ॥ পাশঃ শক্তির্নরহরিরঙ্কুশো বর্ম্ম ফট্ মনুঃ। ষড়ক্ষরো নরহরেঃ কথিতঃ সর্ব্বকামদঃ। আং হ্রীং ক্ষ্রৌং ক্রোং হুং ফট্ ॥ ৩ ॥ ক্ষকারো বহ্নিমারূঢ়ো মনুবিন্দুসমন্বিতঃ। একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ক্ষ্রৌং ॥ ৪ ॥ জয়দ্বয়ং সমুচ্চার্য্য শ্রীপূর্ব্বো নৃসিংহেত্যপি। অষ্টাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো ভক্তানাং কামদো মনুঃ। জয় জয় শ্রীনৃসিংহঃ ॥ ৫ ॥ অথ হরিহরমন্ত্রঃ :—তারো মায়া প্রাসাদং শঙ্করনারায়ণায় নমঃ প্রাসাদং মায়া তারঃ। ওঁ হ্রীং হৌং শঙ্কর-নারায়ণায় নমঃ হৌং হ্রীং ওঁ ॥ ১ ॥ অথ বরাহমন্ত্রঃ।—তারো নমো ভগবতে বরাহ-পদমীরয়েৎ। রূপায় ভূর্ভুবঃস্বঃ স্যাৎ পতয়ে তদনন্তরম্। ভূপতিত্বং মে পদান্তে দেহ্যন্তে চ দদাপয়। বহ্নিজায়াবধির্মন্ত্রঃ ত্রয়স্ত্রিংশদক্ষরঃ। ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃস্বঃপতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহা ॥ ১ ॥

অথ শিবমন্ত্রাঃ।— শান্তমৌকারসংযুক্তং বিন্দুভূষিতমস্তকম্। প্রাসাদাখ্যো মন্ত্রঃ প্রোক্তো ভক্তানাং কামদো মণিঃ। হৌং ॥ ১ ॥ ভুবনেশী প্রণবং নমঃ শিবায় ভুবনেশ্বরী ॥ হ্রীং ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীং ॥ ২ ॥ ষড়ক্ষরঃ শক্তিরুদ্রঃ কথিতোঽষ্টাক্ষরোঽপরঃ। ইতি কচিৎ পাঠঃ ॥ তারো মায়াবিয়দ্বিন্দুমন্বয়সমন্বিতঃ। পঞ্চাক্ষরসমাযুক্তো বসুবর্ণো মনুর্মতঃ ॥ ওঁ হ্রীং হৌং নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥ অথ মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রাঃ।—তারং স্থিরা সকর্ণেন্দুর্ভৃগুঃ সর্গসমন্বিতঃ। ত্র্যক্ষরাখ্যা নিগদিতো মন্ত্রো মৃত্যুঞ্জয়াত্মকঃ ॥ ওঁ জুং সঃ ॥ ১ ॥ মৃত্যুঞ্জয়ং সমুচ্চার্য্য পালয়দ্বিতয়ং বদেৎ। মৃত্যুঞ্জয়ং সমুচ্চার্য্য পুনরেব বিলোমতঃ। দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রোঽয়ং মৃত্যুঞ্জয়াভিধোঽপরঃ ॥ ওঁ জুং সঃ পালয় পালয় সঃ জুং ওঁ ॥ ২ ॥ প্রণবং হৃদয়ং পশ্চাত্ততো ভগবতে পদম্। ঙেন্তাক্ত দক্ষিণামূর্ত্তিং মহ্যং মেধামুদীরয়েৎ। প্রযচ্ছ ঠদ্বয়ান্তোঽয়ং দ্বাবিংশত্যক্ষরো মনুঃ ॥ ওঁ নমো ভগবতে দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মহ্যং মেধাং প্রযচ্ছ স্বাহা ॥ ৩ ॥ অগ্নিসংবর্ত্তকাদিত্যয়ানিলৌষষ্ঠবিন্দুমৎ। চিন্তামণিরিতি খ্যাতং বীজং সর্ব্বসমৃদ্ধিদম্। রং কং মং য়ং বং ওঁ উং ॥ ৪ ॥ অথ নীলকণ্ঠমন্ত্রাঃ।—পার্শ্বো বহ্নিসমারূঢ়-স্তারবানাদ্যবীজকম্। ধান্তো বহ্নিসমারূঢ়স্তুর্য্যস্বরসমন্বিতঃ। বিন্দুমাংস্তু দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ টান্তঃ সর্গী তৃতীয়কঃ। নীলকণ্ঠাত্মকো মন্ত্রো বিষজ্বরহরঃ পরঃ ॥ প্রোং নীং ঠঃ ॥ ১ ॥ হৃদয়ং বপরং সাক্ষিণান্তোঽনন্তান্বিতো মরুৎ। পঞ্চাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তস্তারাদ্যোঽয়ং ষড়ক্ষরঃ। নমঃ শিবায় ॥২॥ ওঁ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥ তারো হৃন্নীলকণ্ঠায় মন্ত্রশ্চাষ্টাক্ষরঃ পরঃ ॥ ওঁ নমো নীলকণ্ঠায় ॥ ৪ ॥ অথ চণ্ডোগ্রশূলপাণিমন্ত্রঃ।—অর্ঘীশো বহ্নিশিখয়ো শান্তষো দান্ত ঈরিতঃ। কড়ন্তশ্চণ্ডমন্ত্রোঽয়ং ত্রিবর্ণাখ্যা সমীরিতঃ। ঊর্দ্ধ কট্ ॥ ১ ॥ অথ ক্ষেত্রপালমন্ত্রঃ।—ক্ষৌমিতি বীজাদিক্ষেত্রপালায়েত্যুপেতনমোঽন্তঃ। ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ ॥ প্রণবাদির্যথা।—বর্ণাদ্যমৌবিন্দুযুতং ক্ষেত্রপালায় হৃন্মনুঃ তারাদ্যো বসুবর্ণোঽয়ং ক্ষেত্রপালস্য ঈরিতঃ ॥ ওঁ ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ ॥ ১ ॥ অথ বটুকমন্ত্রাঃ।—উদ্ধরেদ্বটুকং ঙেন্তমাপদুদ্ধারণস্তথা। কুরুদ্বয়ং পুনর্ঙেন্তং বটুকান্তং সমুদ্ধরেৎ। একবিংশত্যক্ষরাখ্যা শক্তিকো মহামনুঃ। হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং ॥ ১ ॥ এবং প্রণবপূর্ব্বকমিতি যথা—ওঁ হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং ॥ ২ ॥ অথ ত্রিপুরভৈরবীমন্ত্রঃ।—হ স রৈং হ স ক ল রীং হ স রৌঃ ॥ এতৎ সর্ব্বপরম্পরাসংযুক্তং উচ্চারণার্থং এতাদৃশী রীতিঃ। অথ কৌলেশভৈরবীমন্ত্রঃ।— স হ রৈং স হ কলরীং স হ রৌঃ। এতদপি সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ বুধ্যতাম্।

অথ সকলসিদ্ধিদা ভৈরবীমন্ত্রঃ।—স হৈঁ স হ ক ল রীং স হৌং॥ অথ কামেশ্বরীভৈরবীমন্ত্রঃ।—স হৈঁ স ক ল হ্রীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স হ রৌং॥ অথ সম্পৎপ্রদাভৈরবীমন্ত্রঃ।—হ্সরৈং হ্সকলরীং হ স রৌং। এত্রাপি সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ। অথ ভয়বিধ্বংসিনীভৈরবীমন্ত্রঃ। হ সৈং হস কলরীং হ সৌং॥ ৪॥ এত্রাপি সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ। অথ চৈতন্যভৈরবীমন্ত্রঃ।—স হৈং স ক ল হ্রীং স হ রৌং। অথ ষট্‌কূটাভৈরবীমন্ত্রঃ।—ড র ল ক শ হৈঁ ড র ল ক শ হীং ড র ল ক শ হৌং। নিত্যাভৈরবীমন্ত্রঃ।—হ স ক ল র ডৈং হ স ক ল র ডীং হ স ক ল র ডৌং॥ ভুবনেশ্বরীভৈরবীমন্ত্রঃ।—হ সৈং হ সকল হ্রীং হ্‌সৌঃ॥ অথ ত্রিপুরাবালা-ভৈরবীমন্ত্রঃ।—ঐং ক্লীং সৌঃ ইত্যমভিশপ্তা। শাপোদ্ধারে কৃতে চেৎ—আং স হ রৈং হ্রীং স হ ক ল রীং ক্রৌং হ স রৌঃ। অস্যাঃ পঞ্চাক্ষরঃ—ঐং ক্লীং সৌঃ সৌঃ ক্লীং। অস্যাঃ ষোড়শাক্ষরঃ—আং স হ রৈং রীং স হ ক ল রীং ক্রৌং স হ রৌং হংসঃ। রুদ্রভৈরবীমন্ত্রঃ।—হ স খ ফ্রেং হ স ক ল রীং হ্‌সৌঃ॥ সকলেশ্বরীভৈরবীমন্ত্রঃ।—স হৈং স হ ক ল হ্রীং স হৌঃ। অথ নবকূটাভৈরবীমন্ত্রঃ।—ঐং ক্লীং সৌঃ হসৈং হ স ক ল রীং হ্‌সৌঃ হ স রৈং হ স কল রীং হস রৌং। অথ ভৈরবীমন্ত্রঃ।—ঐং ক্লীং সৌঃ। মন্ত্রান্তরম্।—হ স রৈং হ স ক ল রীং হ স রৌঃ॥ অথ ভৈরবীমন্ত্রাণাং দীপনী—বদ বদ বাগ্বাদিনি ইত্যুচ্চার্য্য প্রথমং কূটমুচ্চরেৎ, ক্লিন্নে ক্লেদিনি মহাক্ষোভং কুরু ইত্যুচ্চার্য্য দ্বিতীয়কূটমুচ্চরেৎ, ওঁ মহাক্ষোভং কুরু ইত্যুচ্চার্য্য তৃতীয়কূটমুচ্চরেৎ। জপস্যাদৌ সপ্ত অন্তে চ সপ্তধা জপেৎ শ্রীবিদ্যাদৌ তথাদর্শনাৎ। কেবাঞ্চিন্মতং দীপন্যা জপস্যাদ্যন্তে চ সপ্তবারং জপেৎ। দীপনী যথা,—বদ বদ বাগ্বাদিনি ক্লিন্নে ক্লেদিনি মহাক্ষোভং কুরু ক্লীং ওঁ মহাক্ষোভং কুরু। অথ ত্রিপুরায়া মন্ত্রোদ্ধারঃ।—বিয়দ্‌ভৃগুহুতাশস্থো ভৌতিকো বিন্দুশেখরঃ। বিয়ত্তাদিকেন্দ্রাধিষ্ঠিতং বামাক্ষিবিন্দুমৎ। আকাশভৃগুবহ্নিস্থো মনুঃ সর্ব্বেন্দু-খণ্ডধান্। পঞ্চকূটাত্মিকা বিদ্যা বিদ্যা ত্রিপুরভৈরবী। প্রথমং বাগ্‌ভবং কূটং দ্বিতীয়ং কামরাজকম্। তৃতীয়ং শক্তিকূটাখ্যং ত্রিভির্ব্বীজৈরুদাহৃতম্। অস্যার্থঃ—শিবচন্দ্রবহ্নিবাগ্‌ভবম্। শিবচন্দ্র-কামপৃথিবী-বহ্নিচতুর্থস্বরবিন্দুনাদ্। শিবচন্দ্রৈকযুক্তচতুর্দ্দশস্বরবিন্দুবিসর্গাঃ॥ অথ সম্পৎপ্রদাভৈরবীমন্ত্রঃ—শিবচন্দ্রৌ বহ্নিসংস্থৌ বাগ্‌ভবং ভাবমন্তরম্। কামবীজং তথা দেবি শিবচন্দ্রাঙ্কিতং ততঃ। পৃথ্বীবীজাগ্নিসংযুক্তং তার্তীয়ং শৃণু বল্লভে। শক্তিবীজে মহেশানি শিবচন্দ্রৌ নিবেশয়েৎ। কুমার্য্যঃ পরমেশানি হিত্বা সর্ব্বং বৈষ্ণবম্। ত্রিপুরাভৈরবী

দেব্যাঃ মহাসম্পৎপ্রদা মতা। অস্যার্থঃ—ত্রিপুরাভৈরবী বিসর্গরহিতা চেৎ সম্পৎপ্রদা ভবতি। অথ কৌলেশভৈরবীমন্ত্রঃ।—সম্পৎপ্রদা ভৈরবীবৎ ত্রিদ্ধি কৌলেশভৈরবীম্। হসান্তা সৈব দেবেশি ত্রিষু বীজেষু পার্ব্বতি। ইয়ন্তু সম্প্রাপ্তা তাৎ ধ্যানপূজাদিকন্তথা॥ অস্যার্থঃ।—ত্রিকূটে সকারাদিশ্চেৎ তদা কৌলেশভৈরবী। অথ ভয়বিধ্বংসিনীভৈরবীমন্ত্রঃ।—সম্পৎপ্রদাভৈরবী আদ্যন্তে রেফবর্জ্জিতা চেৎ ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবী ভবতি। দক্ষিণামূর্ত্তৌ তথা দর্শনাৎ॥ অথ সকলসিদ্ধিদা-ভৈরবীমন্ত্রঃ।—এতস্যা এব বিদ্যায়া আদ্যন্তে রেফবর্জ্জিতে। ভবেদেবং পরমেশানি নাম্না সকলসিদ্ধিদা। অস্যার্থঃ।—কৌলেশভৈরবী আদ্যন্তে রেফবর্জ্জিতা চেত্তদা সকলসিদ্ধিদা ভৈরবী ভবতি। অথ চৈতন্যভৈরবী।—বাগ্ভবং বীজমুচ্চার্য্য জীবপ্রাণসমন্বিতম্। সকলা ভুবনেশানী দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধৃতম্। জীবং প্রাণং বহ্নিসংস্থং শক্রস্বরসমন্বিতম্। বিসর্গাঢ্যং মহেশানি বিদ্যা ত্রৈলোক্যমাতৃকা। অস্যার্থঃ।—চন্দ্রশিববাদশস্বরসংযুক্তবিন্দুনাদাঢ্যং চন্দ্রকামপৃথিবীমহামায়াচন্দ্রশিববহ্নিবীজং চতুর্দ্দশস্বরযুক্তং বিসর্গাঢ্যঞ্চ॥ অথ কামেশ্বরীভৈরবী।—কামেশ্বরী চ রুদ্রার্ণা পূর্ব্বসিংহাসনে স্থিতা। এতস্যা এব বিদ্যায়া বীজত্রয়মুদাহৃতম্। ভবন্তে পরমেশানি নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে। এতস্যা এব তার্তীয়ং রুদ্রার্ণা পরমেশ্বরি॥ ষট্কূটাভৈরবীমন্ত্রঃ।—ডাকিনীরাকিণীবীজে লাকিনী-কাকিনীদ্বয়ম্। শাকিনীহাকিনীবীজে ক্রমাদাবৃত্য সুন্দরি। আদ্যমেকারসংযুক্তমন্তদীকারমণ্ডিতম্। শক্রস্বরান্বিতং দেবি তার্তীয়ং বীজমালিখেৎ। বিন্দুনাদকলাক্রান্তং তৃতীয়ং শৈলসম্ভবে। তৃতীয়বীজং সবিসর্গমিত্যপি। তন্ত্রান্তরে।—ভগৌ স্থা মাদনং বীজং লিখ্যং ত্রিধা লিখেৎ। অর্কেণ মায়াশক্রাভ্যাং ক্রমাত্তন্মণ্ডিতং কুরু। বিন্দুনাদাঙ্কিতকাত্তযুগ্মমন্ত্যং বিসর্গবৎ। অথ নিত্যাভৈরবীমন্ত্রঃ।—এতস্যা এব বিদ্যায়াঃ ষড়্বর্ণান্ ক্রমশঃ স্থিতান্। বিপরীতান্ যদ প্রোক্তে বিদ্যেয়ং ভোগমোক্ষদা॥ অথ রুদ্রভৈরবীমন্ত্রঃ।—শিবচন্দ্রৌ মাদনাঢ্যং শাক্তং বহ্নিসমন্বিতম্। শক্তিভিন্নং বিন্দুনাদকলাঢ্যং বাগ্ভবং প্রিয়ে। সম্পৎপ্রদায়া ভৈরব্যাঃ কায়রাজং ভবেদ্ধি হি। সদাশিবস্য বীজস্য মহাসিংহাসনস্য চ। এষা বিদ্যা মহেশানি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে। অস্যার্থঃ।—শিবচন্দ্র-কাম-শক্রবহ্নিসংযুক্তমেকাদশস্বরবিশিষ্টং বিন্দুনাদকলাক্রান্তং বাগ্ভবং বীজম্। শিবচন্দ্রকামপৃথিবীবহ্নিচতুর্থস্বরবিশিষ্টং নাদবিন্দুকলান্বিতং কামরাজবীজং প্রোক্তীয়ং [illegible] তৃতীয়ম্। অথ ভুবনেশ্বরীভৈরবীমন্ত্রঃ।—[illegible] বাগ্ভবং [illegible]

হলকান্তে সুরেশ্বরি। ভূবীজং ভুবনেশানীং দ্বিতীয়ং বীজমুক্তম্। শিবচন্দ্রৌ মহেশানি ভুবনেশী চ ভৈরবী।—অস্যার্থঃ—শিবচন্দ্রবাগ্ভবমিতি প্রথমং বীজম্। শিবচন্দ্র-কামপৃথিবী-মহামায়া ইতি দ্বিতীয়ং বীজম্। শিবচন্দ্র-চতুর্দ্দশস্বর-সবিসর্গস্তৃতীয়ং বীজম্। অথ সকলেশ্বরীভৈরবীমন্ত্রঃ।—ভুবনেশ্বরীভৈরব্যাশ্চ ভেদান্তরমিহোচ্যতে। হসান্তা সৈব দেবেশি তদা সা সকলেশ্বরী। ইয়ং হসান্তা চেৎ তদা সকলেশ্বরী। অথ ত্রিপুরাবালামন্ত্রঃ।—অধরো বিন্দুমানাদ্যং ব্রহ্মেন্দ্রস্থঃ শশীযুতঃ। দ্বিতীয়ং ভৃগুসর্গাদ্যো মনুস্তার্তীয় ঈরিতঃ। অস্যার্থঃ—বাগ্ভব-কামবীজ-চন্দ্রবীজ-সবিসর্গচতুর্দ্দশস্বরযুক্তম্। মন্ত্রান্তরম্।—সূর্য্যস্বরং সমুচ্চার্য্য বিন্দুনাদকলান্বিতম্। স্বরান্তং পৃথিবীসংস্থং তূর্য্যস্বরসমন্বিতম্। বিন্দুনাদকলাক্রান্তং সর্গবান্ ভৃগুরব্যয়ঃ। শক্রস্বরসমাযুক্তা বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা। অব্যয়ো বিন্দুঃ। ইয়মভিশপ্তা। শাপোদ্ধারমাহ মুণ্ডমালাতন্ত্রে।—কেবলং শিবরূপেণ শক্তিরূপেণ কেবলম্। মায়া প্রতিষ্ঠিতা বিদ্যা তারা-চন্দ্র-স্বরূপিণী। হকারসকারৌ বাগ্ভবে কামরাজে চ তৃতীয়বীজে তু হকারঃ। এতস্যাঃ পঞ্চাক্ষরী।—বাগ্ভবং ক্লেদিনীবীজং ঈকারান্তং ততঃ পরম্। শক্তিমৌকারসংযুক্তং বিসর্গং তদধঃ ক্রমাৎ। নাদবিন্দুশিখাক্রান্তং বীজং পরম-দুর্লভম্। এতদ্বীজত্রয়ং দেবি সৌঃ ক্লীঞ্চ তদনন্তরম্। ইয়ং পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা কথিতা ভুবি দুর্লভা॥ মন্ত্রান্তরম্।—বালাবীজত্রয়ং দেবি হংসান্তং বা জপেৎ প্রিয়ে। হংসান্তং বা মহাভাগে সুপ্তাদিদোষশান্তয়ে॥ মন্ত্রান্তরম্। পাশবীজং মহেশানি শক্তিশৈবং সবহ্নিকম্। দ্বাদশস্বরসংযুক্তং নাদবিন্দুবিভূষিতম্। কামরাজং প্রবক্ষ্যামি হ্রীংকারং শক্তিশৈবকম্। মাদনক্ষেন্দ্রবীজঞ্চ বহ্নিবামা-ক্ষিবিন্দুমৎ। শক্তিকূটং মহাদেবি ক্রোঙ্কারং শক্তিশৈবকম্। বহ্নিবীজং মনো-যুক্তং নাদবিন্দুবিসর্গকম্। চতুর্দ্দশাক্ষরী বিদ্যা ষোড়শীং শৃণু পার্ব্বতি। হংস-বীজং ততঃ পশ্চাৎ ষোড়শী কথিতা ময়া॥ অথ নবকূটবালামন্ত্রঃ বালাবীজ-ত্রয়ং দেবি কূটত্রয়ং নবাক্ষরী। বিয়ৎকূটত্রয়ং দেবি ভৈরব্যা নবকূটকম্॥ মন্ত্রান্তরম্।—শিবঃ শক্তিশ্চ বাগ্বীজং নাদবিন্দুকলান্বিতম্। বাগ্ভবং কথিতং বীজং কামরাজং শৃণু প্রিয়ে। শিবশক্তিমাদনেন্দ্র-বহ্নিমায়াসমন্বিতম্। নাদবিন্দুকলাক্রান্তং কূটং পরমদুর্লভম্। শিবশ্চন্দ্রশ্চ সত্যান্তঃ সর্গবিন্দুকলান্বিতঃ। এষা নবাক্ষরী বালা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা। অস্যার্থঃ—শিবচন্দ্রবাগ্ভবং প্রথমম্। শিবচন্দ্রকামভূবহ্নিতূর্য্যস্বরবিন্দুযুক্তং দ্বিতীয়ম্। শিবচন্দ্রচতুর্দ্দশস্বরবিসর্গসংযুক্তং তৃতীয়ম্। অপরশ্চন্দ্রাদিঃ। তথাচ—ভৈরবীসম্পুটিতাং কুলপূর্ব্বা দেশিকৈর্যদি ভবেৎ

কুলপূর্ব্বা। সৈব শীঘ্রফলদা ভুবি বিশ্বেত্যুচ্যতে পশুজনেষতিগোপ্যা॥ শিবাষ্টকং কেবলমাদিবীজং ভগস্থ পূর্ব্বাষ্টমবীজমন্তং। পরং শিবোঽন্তং কথিতা ত্রিবর্ণা সঙ্কেত-বিদ্যা গুরুবক্ত্রগম্যা॥ মন্ত্রান্তরম্।—শক্তিঃ শিবো বহ্নিবীজং দ্বাদশস্বরবিন্দুকম্। শক্তির্ম্মহেশঃ কামশ্চ ইন্দ্রো বহ্নীন্দুমায়য়া। শক্তিঃ শিবশ্চ বহ্নিশ্চ মনুস্বর-বিসর্গকঃ। নাদবিন্দুকলাযুক্তং বীজমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥ এতাসাং দীপনী বিদ্যা শ্রীক্রমে।—বদযুগ্মং মহেশানি বাগ্বাদিনি ততঃ পরম্। এষা হ্যষ্টাক্ষরী বিদ্যা বাগ্‌ভবান্তে নিযোজয়েৎ। ক্লিন্নে ক্লেদিনি দেবেশি মহামোক্ষং ততঃ কুরু। কামরাজং সমুচ্চার্য্য প্রণবং তদনন্তরম্। মহামোক্ষং কুরু পশ্চাৎ শক্তিকূটং তথোচ্চরেৎ। জপেদাদৌ জপেৎ পশ্চাৎ সপ্তবারমনুক্রমাৎ॥ অথান্নপূর্ণেশ্বরী-ভৈরবীমন্ত্রঃ।—তারন্তু ভুবনেশানীং শ্রীবীজং কামবীজকম্। হৃদন্তে ভগবত্যন্তে মাহেশ্বরিপদস্ততঃ। অন্নপূর্ণে ঠযুগলং বিদ্যেয়ং বিংশদক্ষরী। কামবীজং বিনা দেবি ত্রিবীজপূর্ব্বিকা যদা। উনবিংশাক্ষরী দেবী ধনধান্যসমৃদ্ধিদা।–ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা॥ ১॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা॥ ২॥

অথ শ্রীবিদ্যা-মন্ত্রাঃ।—মেরুর্যথা –ল স হ হ্রীং এ র কং। ক ল হ্রীং ইদং কামেশ্বরীবীজম্। কামবীজাদ্যা – ক এ ঈ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং॥ ১॥ অগস্ত্যোপাসিতা লোপামুদ্রা—ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স হ স ক ল হ্রীং॥ ২॥ মনুপূজিতা—ক হ এ ঈ ল হ্রীং হ ক এ ঈ ল হ্রীং স ক এ ঈ ল হ্রীং॥ ৩॥ চন্দ্রারাধিতা -স হ ক এ ঈ ল হ্রীং স হ ক হ ঈ হ্রীং স হ ক এ ঈ ল হ্রীং॥ ৪॥ কুবেরপূজিতা—হ স ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ এ ঈ ল হ্রীং হ স ক এ ঈ ল হ্রীং॥ ৫॥ দ্বিতীয়া লোপামুদ্রা—ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স হ স ক ল হ্রীং॥ ৬॥ নন্দিপূজিতা—স এ ঈ ল হ্রীং স হ ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং॥ ৭॥ ইন্দ্রপূজিতা—ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স ল ক হ্রীং॥ ৮॥ সূর্য্যপূজিতা—ক এ ঈ ল হ্রীং স হ ক ল হ্রীং স হ ক স ক ল হ্রীং॥ ৯॥ শঙ্করোপাসিতা—ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স হ স কঁ ল হ্রীং ক এ ঈ ল হ স ক হ ল স হ স ক ল হ্রীং॥ ১০॥ ষট্‌-কূটবিষ্ণুপূজিতমন্ত্রঃ—ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স হ স ক ল হ্রীং ক এ ঈ ল হ্রীং স হ ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং॥ ১১॥ দুর্ব্বাসঃ-পূজিতা—ক এ ঈ ল হ রী হ স ক হ ল হ রী স ক ল হ রী॥ ১২॥ হ্রীং শ্রীং ইতিকূটদ্বয়পূর্ব্বিকাস্ত্রিকূটা পঞ্চকূটা ভবন্তি। হ্রীং শ্রীং পূর্ব্বিকা

ষট্‌কূটাবৈষ্ণবী অষ্টকূটা ভবতি। এবং ওঁ হ্রীং শ্রীং কূটত্রয়পূর্ব্বিকাঃ সর্ব্বাস্ত্রিকূটাঃ ষট্‌কূটা ভবন্তি। ওঁ হ্রীং শ্রীং পূর্ব্বাশ্চতুঃকূটাঃ সপ্তকূটা ভবন্তি। ওঁ হ্রীং শ্রীং পূর্ব্বা ষট্‌কূটাবৈষ্ণবী নবকূটা ভবতি। হ্রীং শ্রীং পূর্ব্বিকা চতুষ্কূটা ষট্‌কূটা ভবতি। এবং সর্ব্বা বিদ্যাঃ পারিভাষিকষোড়শ্যো ভবন্তি॥ অথ মহাষোড়শী-মন্ত্রঃ।—শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ মধ্যে ষট্‌কূটা বৈষ্ণবী সৌঃ হ্রীং ক্লীং ঐং শ্রীং॥ ১॥ এবং ওঁ হ্রীং শ্রীং ইতি কূটত্রয়পূর্ব্বক-সকল-ত্রিকূটারূপষট্‌কূটা অপি ষোড়শ্যো ভবন্তি। যথা—শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং ক এ ঈ ল হ্রীং হ্ ক হ্ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং সৌঃ ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং॥ ১॥ অথ সপ্তদশাক্ষরী।- শ্রীং ওঁ ক্লীং শ্রীং মধ্যে শঙ্করোপাসিতা চতুষ্কূটা সৌঃ ঐং ক্লীং শ্রীং॥ অথোনবিংশ-ত্যক্ষরী।—শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীং ঐং সৌঃ ও হ্রীং শ্রীং মধ্যে ষট্‌কূটা বৈষ্ণবী সৌঃ ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং। ইতি ষোড়শী-প্রকরণম্। অন্যা একাক্ষরী ক্লীং। অথ দীপনী এতাসাং—ওঁ হ্রীং ক্লীং ঐং ইত্যুক্ত্বা কামবীজমুচ্চরেৎ। ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং হ্রীং হ্ স ক ল হ্ হ্রীং হ্ ক ল হ্রীং হ্ ক ল হ্রীং ওঁ ঐং ক্লীং শ্রীং হ্রীং ক হ্ ল স হ্রীং ক হ্ ল হ্রীং ক হ্ স ল হ্রীং ওঁ হং সঃ ইত্যুক্ত্বা শক্তিকূটমুচ্চরেৎ। এবংক্রমেণ জপাদৌ সপ্তধা জপান্তে সপ্তধা জপেৎ॥ শ্রীবিদ্যায়া মন্ত্রোদ্ধারঃ।—ভূমিশ্চন্দ্রঃ শিবো মায়া শক্তিঃ কৃষ্ণাধ্বমাদনৌ। অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বিন্দুশ্চ নবার্ণো মেরুরুচ্যতে। মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যা মন্ত্রা মেরুসমুদ্ভবাঃ। সকলা ভুবনেশানী কামেশী বীজমুদ্ধৃতম্। অনেন সকলা বিদ্যাঃ কথয়ামি বরাননে। শক্ত্যন্ত-তুর্য্যবর্ণোদ্ভবং কলমধ্যে সুলোচনে। বাগ্‌ভবং পঞ্চবর্ণাঢ্যং কামবীজমথো-চ্যতে। মাদনং শিবচন্দ্রাঢ্যং শিবান্তং মীনলোচনে। কামরাজমিদং প্রোক্তং ষড়্‌বর্ণং সর্ব্বমোহনম্। শক্তিবীজং বরারোহে চন্দ্রাদ্যং সর্ব্বমোহনম্। অস্যার্থঃ।—শক্তিরেকারঃ তুর্য্য ঈকারঃ তেন ককার ঈকার লকার মহামায়া ইতি বাগ্‌ভবকূটম্। শিবো হকারঃ চন্দ্রঃ সকারস্তেন হকার-সকার-ককার-হকার লকার মহামায়া ইতি কামরাজকূটম্। চন্দ্রঃ সকারস্তেন সকার-ককার-লকার-মহামায়া ইতি শক্তিকূটম্। ইতি কামরাজবিদ্যাকূটত্রয়েণ॥ অথ লোপামুদ্রা।—কামরাজাখ্যবিদ্যায়াঃ শক্তিং তুর্য্যঞ্চ সুন্দরি। হিত্বা মুখে শিবেন্দ্বাঢ্যা লোপামুদ্রা প্রকাশিতা। অস্যার্থঃ।—কাম-রাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্‌ভবে একারমীকারঞ্চ ত্যক্ত্বা হকারং সকারঞ্চ দদ্যাৎ। অন্যৎ সমানম্। ইয়মগস্ত্যোপাসিতা॥ মনুপূজিতা—কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্‌ভবেন বরাননে। বিদ্যোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি শক্তিমাদনমধ্যগম্। শিবং

কুর্য্যাৎ বাগ্‌ভবে তু শিবাদ্যং কামরাজকম্। চন্দ্রাদ্যন্তু তৃতীয়ং স্যাদ্বিদ্যেয়ং মনুপূজিতা॥ অস্যার্থঃ।—কামস্ততঃ শিবস্তদনন্তরমেকারস্তত ঈকারাদিক্রমম্॥ চন্দ্রারাধিতা।—সহাদ্যং বাগ্‌ভবং দেবি চন্দ্রাদ্যং শিবমধ্যগম্। মাদনং কামরাজে তু শক্তিকূটং সহাসনম্। অস্যার্থঃ।—সকারহকারাদিকামরাজবিদ্যা বাগ্‌ভবকূটমস্যা বাগ্‌ভবম্। সকারস্ততো হকারস্ততঃ কামস্ততঃ শিবস্তত একারস্তত ঈকারস্ততো মহামায়া ইতি কামরাজকূটম্। অস্য বাগ্‌ভবং কূটমেব শক্তিকূটম্॥ কুবেরপূজিতা।—হসাননং বাগ্‌ভবন্তু শিবান্তং সহমধ্যগম্। মাদনং কামরাজে তু তার্তীয়ং শৃণু পার্ব্বতি। হসান্তং শক্তিবীজন্তু কুবেরেণ প্রপূজিতা। অস্যার্থঃ।—কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্‌ভবং হসাদ্যঞ্চেৎ তদাস্যা বাগ্‌ভবম্। শিবচন্দ্রৌ তথা কামস্ততঃ শিবস্তত একারস্তত ঈকারস্ততো লকারস্ততো মহামায়া ইতি কামকূটকম্॥ দ্বিতীয়লোপামুদ্রা।—কামরাজাখ্যবিদ্যারাস্তার্তীয়ং সুরসুন্দরি। বধান্তং শক্তিবীজং স্যাদ্বিদ্যাগস্ত্যপ্রপূজিতা। অস্যার্থঃ।—কামরাজাখ্যবিদ্যায়া যদেব বাগ্‌ভবকূটং কামরাজঞ্চাপি তদেব। শক্তিবীজং সহান্তমিতি বিশেষঃ॥ নন্দিপূজিতা।—কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্‌ভবে মাদনং ত্যজ। চন্দ্রং তত্রৈব সংযোজ্য কামরাজে ততঃ পরম্॥ হিত্বা চন্দ্রং মুখে কুর্য্যাৎ বিদ্যেয়ং নন্দিপূজিতা॥ অস্যার্থঃ- কামরাজবিদ্যায়া বাগ্‌ভবে কামং ত্যক্ত্বা চন্দ্রং দদ্যাৎ কামরাজে পুনঃ শিবান্তে চন্দ্রং দদ্যাৎ কামরাজে পুনঃ শিবান্তে চন্দ্রং ত্যক্ত্বা চন্দ্রাদ্যং কুর্য্যাৎ। অন্যৎ সমানম্॥ ইন্দ্রোপাসিতা।—কামরাজাখ্যবিদ্যায়া হিত্বা ভূমিং তৃতীয়কে। শক্তিবীজে স্থিতাং দেবি চন্দ্রাধঃ কুরু এব চ। তেন শক্তিকূটকামচন্দ্রেন্দ্রং মহামায়াত্মকং বিদ্যেয়মিন্দ্রোপাসিতা॥ সূর্য্যপূজিতা।—লোপামুদ্রাখ্যবিদ্যায়াঃ দ্বিতীয়ায়া মহেশ্বরি। কামরাজে ভৃগুং হিত্বা তার্তীয়ে স ক গ শিবঃ॥ অস্যার্থঃ।—দ্বিতীয়লোপামুদ্রায়াঃ কামরাজকূটে সকারং ত্যজেৎ। তৃতীয়কূটেঽন্ত্যসকারোপরি ককারং দদ্যাৎ॥ শঙ্করোপাসিতা—লোপামুদ্রাং দ্বিতীয়াস্তু বিলিখ্য সুরসুন্দরি। পুনর্ব্বিলিখ্য তামেব চতুর্থে পঞ্চমে স্থিতাম্। হিত্বা তু ভুবনেশানীমেকোচ্চারেণ চোচ্চরেৎ। চতুষ্কূটা মহাবিদ্যা শঙ্করেণ প্রপূজিতা॥ অস্যার্থঃ।—দ্বিতীয়াং লোপামুদ্রাং বিলিখ্য পুনরপি তামেব বিলিখ্য চতুর্থকূটে পঞ্চমকূটে চ স্থিতাং ভুবনেশানীং ত্যক্ত্বা একোচ্চারেণোচ্চরেৎ। উচ্চারণন্তু পূর্ব্ববৎ, ত্রিকূটমুচ্চার্য্য কাম একারতুর্য্যস্ত শশাঙ্ক-কন্দর্পশিবেন্দ্রচন্দ্রশিবকন্দর্পেন্দ্রমহামায়া উচ্চরেৎ॥ ষট্‌কূটা বৈষ্ণবী।—লোপামুদ্রাং পুনর্দেবি বিলিখেত্তদনন্তরম্।

নন্দিকেশ্বরবিদ্যা চ ষট্কূটা বৈষ্ণবী ভবেৎ ॥ অস্যার্থঃ।—পুনঃ শব্দস্বরূপাৎ দ্বিতীয়লোপামুদ্রামিত্যর্থঃ। কামরাজাখ্যবিদ্যায়াস্ত্রিকূটেষু বরাননে। যা স্থিতা ভুবনেশানী দ্বিবিধা সা মহেশ্বরি। নাদহীনা বিন্দুহীনা দুর্ব্বাসঃপূজিতা ভবেৎ। ত্রিকূটাস্থ ভুবনেশ্বরীং দ্বিধা বিভজ্য নাদবিন্দুহীনাং কৃত্বা উচ্চরেৎ ॥ পারিজাবিকী ষোড়শী।—চন্দ্রাস্তং বারুণাস্তঞ্চ শক্রাদিসহিতং পৃথক্। বামাক্ষিবিন্দুনাদাঢ্যং বিশ্বমাতৃকলাত্মকম্। বিদ্যাদৌ যোজয়েদ্দেবি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী। ত্রিকূটাঃ সকলা ভেদা পঞ্চকূটা ভবন্তি হি। বৈষ্ণবী বসুকূটা স্যাৎ ষট্কূটা শাঙ্করী ভবেৎ ॥ অস্যার্থঃ।—চন্দ্রাস্তং হকারঃ বারুণান্তং সকারঃ শক্রাদী রেফঃ বামাক্ষি ঈকারঃ বিদ্যাদৌ পূর্ব্ববিদ্যাদৌ। বিদ্যাদিমণ্ডিতা দেবী শিবশক্তিময়ী যদা। তদা ভেদাস্ত সকলাঃ ষট্কূটাঃ পরমেশ্বরি। বৈষ্ণবী নবকূটা স্যাৎ সপ্তকূটা চ শাঙ্করী ॥ অস্যার্থঃ।—পূর্ব্বোক্তবীজত্রয়বতী বেদাদিঃ প্রণবঃ মণ্ডিতা আদৌ ভূষিতা ॥ অথ মহাষোড়শী।—আদ্যবীজদ্বয়ং ভদ্রে বিপরীতক্রমেণ হি। বিলিখ্য পরমেশানি ততোহস্যানি সমুদ্ধরেৎ। অন্তর্ম্মুখী বরারোহে কুমারী ত্রিপুরেশ্বরী। এভিস্তু পঞ্চসংখ্যাতৈর্বীজৈঃ সংপুটিতাং যজেৎ। ষট্কূটা পরমেশানি বিদ্ধোরং ষোড়শাক্ষরী। ত্রিকূটাঃ সকলা ভদ্রে ষোড়শার্ণা ভবন্তি হি। বৈষ্ণব্যেকোনবিংশার্ণা শৈবী সপ্তদশাক্ষরী। অস্যার্থঃ।—আদ্যবীজদ্বয়ং মায়ারমাত্মকং তস্য বিপরীতক্রমঃ। আদৌ রমা পশ্চান্মায়া। অন্তর্ম্মধ্যে স্থিতং কামবীজং মুখে আদৌ যস্যাঃ কুমার্য্যাঃ, এভিস্তু পঞ্চসংখ্যাতৈর্বীজৈঃ ষট্কূটাং সপ্তকূটাং নবকূটাখ্যা সম্পুটিতাং সম্পুটবৎ কৃতাং তেন অনুলোমবিলোমতঃ পুটিতামিত্যর্থঃ। অস্যাপকর্ষকং লিখ্যতে। রুদ্রযামলে।—শ্রীর্মায়া মদনো বাণী পরা তারং শিবপ্রিয়া। হরিপ্রিয়া ত্রিকূটা সা পরা বাণী মনোভবঃ। মায়া লক্ষ্মীর্মহাবিদ্যা শ্রীবিদ্যা ষোড়শী পরা ॥ একাক্ষরীমাহ অস্যাঃ। তাং বিদ্যাং শৃণু দেবেশি কামবিন্দুবিভূষিতাম্। নাদবিন্দুকলাভেদস্তরীয়স্বরসংযুতঃ। মহাশ্রীসুন্দরীবিদ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী। ককারে সর্ব্বমুৎপন্নং কামকৈবল্যদায়কম্। লকারে সকলৈশ্বর্য্যমীকারে সর্ব্বসৌখ্যদম্। এবং বীজত্রয়ং ভদ্রে বিদ্যানাং সারসংগ্রহঃ ॥ অতঃ পরং গ্রন্থগৌরবায় ন লিখ্যতে। অথ শ্রীবিদ্যানাং দীপনী।—তারং লক্ষ্মীঞ্চ বাগ্বীজং মাদনং ভুবনেশ্বরীম্। এতজ্জপ্ত্বা ততঃ পশ্চাৎ বাগ্ভবাস্তং সমুচ্চরেৎ। কামরাজং ততো জপ্ত্বা ত্রৈলোক্যক্ষোভকারকম্। ওঙ্কারং চৈব বাগ্বীজং রমাং মন্মথমায়য়া। স্বপ্নাবতীং মহাদেবি জপেত্তত্র সমাহিতঃ। প্রণবং চাধরং কামং রমাঞ্চ ভুবনেশ্বরীম্। মধুমতীং ততো জপ্ত্বা মায়াং

শ্রীকূর্চ্চবীজকম্। প্রণবাস্তঞ্চ দেবেশি হংসবীজপুটীকৃতম্। এতদ্বীজং সমুচ্চার্য্য শক্তি-কূটং ততো জপেৎ। এষা তু দীপনী প্রোক্তা অজপা প্রাণরূপিণী। জপনিয়মস্তু।—জপেদাদৌ জপেৎ পশ্চাৎ সপ্তবারমনুক্রমাৎ॥ অথ স্বপ্নাবতী।—শিবো মাদনশক্তে চ শক্তিস্তু ভুবনেশ্বরী। মহেশো ব্রহ্মা হংসস্তু চন্দ্রোঽপি পরমেশ্বরী। মহেশঃ শক্তিঃ কামশ্চ পুরন্দরো বিয়ত্তথা। অগ্নিমায়াকলাযুক্তং নাদবিন্দু-বিভূষিতম্। হংসো হকারঃ মায়াকলা ঈকারঃ। এষা স্বপ্নাবতী খ্যাতা কলা পঞ্চদশাত্মিকা॥ অথ মধুমতী।--ব্রহ্মা মহেশ ইন্দ্রশ্চ শক্তিশ্চ ভুবনেশ্বরী। ব্রহ্মা বিয়ন্মরুচ্চক্রস্তৎপরা পরমেশ্বরী। মাদনং সোমচন্দ্রৌ চ শক্রশ্চ পরমেশ্বরী। মরুৎ যকারঃ। এষা মধুমতী। অস্যা যন্ত্রম্।—বিন্দুমৎ ব্যস্তং অষ্টকোণং এতত্ত্রয়ং সংহার-চক্রম্। দ্বিদশাক্ষরং চতুর্দ্দশাক্ষরং স্থিতিচক্রমেতত্ত্রয়ং অষ্টপত্রে ষোড়শদলং বৃত্তত্রয়ং চতুর্দ্বারসমাযুক্তমেতৎ সৃষ্ট্যাত্মকম্। তদুক্তং যামলে।—বিন্দুত্রিকোণ-বসুকোণ-দশারযুগ্মমন্বস্রনাগদল-সঙ্গত-ষোড়শারম্। বৃত্তত্রয়ঞ্চ ধরণীং চ মদনত্রয়ঞ্চ শ্রীচক্র-রাজমুদিতং পরদেবতায়াঃ॥ অত্র কৈশবং নাস্তি॥ অথ প্রচণ্ডচণ্ডিকামন্ত্রাঃ।—লক্ষ্মীং লজ্জাং ততো মায়াং মাত্রাং দ্বাদশিকামপি। বজ্রবৈরোচনীয়ে দ্বে মায়ে ফট্ স্বাহয়া যুতঃ। শ্রীং ক্লীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা॥ ১॥ কামাদ্যাং বাগ্‌ভবাদ্যাং বা মায়াদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ। লক্ষ্ম্যাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাম্। ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা ॥ ২ ॥ (কেষাঞ্চিন্মতে সর্ব্বত্র মায়াপদং কূর্চ্চপরম্)। হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ঐং শ্রীং ক্লীং হ্রীং বজ্র-বৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা ॥ ৪ ॥ মন্ত্রান্তরম্।-হৃল্লেখা মাদনং লক্ষ্মীর্ব্বাগ্-ভবং কূর্চ্চমেব চ। অন্যান্যা ছিন্নমস্তা চ মহাবিদ্যা প্রকাশিতা। হ্রীং ক্লীং শ্রীং ঐং হুং ফট্ স্বাহা॥ মন্ত্রান্তরম্।—ভুবনেশী কামবীজং কূর্চ্চবীজঞ্চ বাগ্‌ভবম্। ভুবনেশী কূর্চ্চবীজং বাগ্‌ভবং তদনন্তরম্। বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা ততঃ পরম্। হ্রীং ক্লীং হুং ঐং হ্রীং হুং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা। মন্ত্রান্তরম্।—তারং লজ্জাদ্বয়ং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা। ওঁ হ্রীং হ্রীং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা॥ মন্ত্রান্তরম্।—বিয়দ্বহ্নিযুতং বিন্দুনাদযুক্তং ততঃ প্রিয়ে। একাক্ষরী মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্যবশকারিণী। হুং॥ তারাদ্যান্তা ভবত্যেষা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা। ওঁ হুং ওঁ॥ মন্ত্রান্তরম্।—বজ্রবৈরোচনীয়ে চ কূর্চ্চযুগ্মং সফট্ ঠঠঃ। বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা। তন্ত্রান্তরে—ঠঠান্তৈষা মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্যমোহকারিণী। হুং স্বাহা। এষা বিদ্যা মহেশানি

চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ॥ তারাদ্যৈবা মহাবিদ্যা সর্ব্বতেজোপহারিণী। ওঁ বজ্র-বৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা॥ পূর্ব্বোক্তা ষোড়শী শ্রীবীজাদিকা হ্রীংবীজাদিকা যদি ভবতি তদা তু সপ্তদশাক্ষরী। প্রমাণমাহ।—লক্ষ্মী-বীজাদিকা সৈব সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী। লজ্জাদ্যা স্বর্গভূনাগযোষিদাকর্ষিণী পরা। কূর্চ্চাদ্যা সর্ব্বজন্তূনাং মহাপাতকনাশিনী। বাগ্‌ভবাদ্যা যদা দেবী বাগীশত্বপ্রদায়িনী। সৈব ষোড়শবীজপুটিতা যদি ভবতি তদাপি সপ্তদশাক্ষরী। প্রমাণমাহ।—শ্রীবীজপুটিতা সা তু লক্ষ্মীবৃদ্ধিকরী সদা। লজ্জয়া পুটিতা বিদ্যা ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী ভবেৎ। কূর্চ্চেন পুটিতা সর্ব্ব-পাপিনাং পাপহারিণী। বাগ্বীজপুটিতা চৈবা বাগীশত্বপ্রদায়িনী॥ প্রণবাদ্যাপি। তারাদ্যা ষোড়শী চাদ্যা ভবেৎ সপ্তদশাক্ষরী॥ মন্ত্রান্তরম্।—কমলা ভুবনেশানী কূর্চ্চবীজং সরস্বতী। বজ্রবৈরোচনীয়ে চ পূর্ব্ববীজানি চোচ্চরেৎ। ফট্ স্বাহা চ মহাবিদ্যা বসুচন্দ্রাক্ষরী পরা। শ্রীং হ্রীং হুং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে শ্রীং হ্রীং হুং ঐং ফট্ স্বাহা। ইয়ং প্রণবাদ্যোন-বিংশত্যক্ষরী। প্রমাণমাহ।—তারাদ্যেকোনবিংশার্ণা ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী। এবমিয়মষ্টাদশাক্ষরী। শ্রীবীজপুটিতা হুংবীজপুটিতা হ্রীংবীজপুটিতা যদি ভবতি তদা চতুর্দ্ধা উনবিংশত্যক্ষরী। লক্ষ্ম্যাদিপুটিতা পূর্ব্বা রন্ধ্রচন্দ্রাক্ষরী পরা। চতুর্দ্ধা চ মহাবিদ্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা। প্রণবাদ্যা ইয়মপি চতুর্ব্বিধা। প্রমাণ-মাহ।—প্রণবাদ্যা যদা চৈবা ভোগমোক্ষকরী তদা॥ মন্ত্রান্তরম্।—হৃল্লেখা কূর্চ্চ-বাগ্বীজ-বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং অস্ত্রং স্বাহা॥ এবা চৈব মহাবিদ্যা চতুর্দ্দশাক্ষরী পরা। হ্রীং হুং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা। মন্ত্রান্তরম্।—ভুবনেশী ত্রিতত্ত্বঞ্চ বাগ্‌বীজং প্রণবস্ততঃ। বজ্রবৈরোচনীয়ে চ ফট্ স্বাহা চ তথাপি বা। হ্রীং হ্রীং হুং ঐং ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে ফট্ স্বাহা॥ মন্ত্রান্তরম্।—রমা কামস্তথা লজ্জা বাগ্‌ভবং বজ্রবৈ পরম্। রোচনীয়ে লজ্জাদ্বন্দ্বমস্ত্রং স্বাহা সমন্বিতম্। শ্রীং ক্লীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা। ইতি ছিন্ন-মস্তাপ্রকরণম্॥ অথ শ্যামামন্ত্রাঃ।—কামত্রয়ং বহ্নিসংস্থং রতিবিন্দুসমন্বিতম্। কূর্চ্চযুগ্মং তথা লজ্জাযুগঞ্চ তদনন্তরম্। দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ব্ববীজানি চোচ্চরেৎ। অন্তে বহ্নিবধূং দত্ত্বাৎ বিদ্যারাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা॥ ১॥ বর্গাদ্যং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দুবিভূষিতম্। একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্ব-কামফলপ্রদঃ। ক্রীং॥ ২॥ ত্রিগুণা তু বিশেষেণ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবোধিনী॥ ক্রীং ক্রীং

ক্রীং ॥ ৩ ॥ মায়াদ্বয়ং কূর্চ্চযুগ্মমৈন্দ্রান্তং মাদনত্রয়ম্। মায়াবিন্দ্বীশ্বরযুতং দক্ষিণে কালিকে পদম্। সংহারক্রমযোগেন বীজসপ্তকমুদ্ধরেৎ॥ একবিংশাক্ষরো জ্ঞেয়স্তারাদ্যঃ কালিকামনুঃ॥ ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ॥ ৪ ॥ অয়ং স্বাহান্তশ্চেত্রয়োবিংশত্যক্ষরঃ। —ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ৫ ॥ স্বাহাপ্রণবরহিতশ্চেদ্বিংশত্যক্ষরঃ॥ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ॥ ৬ ॥ কালীবীজদ্বয়ং দেবি দীর্ঘহুংকারমেব চ। ত্র্যক্ষরী সা মহাবিদ্যা চামুণ্ডা কালিকা স্মৃতা ॥ ক্রীং ক্রীং হুং ॥ ৭ ॥ প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য হৃল্লেখা বীজমুদ্ধরেৎ। রতিবীজং সমুদ্ধৃত্য প্রপঞ্চমন্তগামিতম্। ঠদ্বয়েন সমাযুক্তা বিদ্যা রাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা। রতিবীজং নিজবীজম্। ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা ॥ ৮ ॥ মূলবীজং ততো মায়া লজ্জা-বীজং ততঃ পরম্। মহাবিদ্যা মহাকাল্যা মহাকালেন ভাবিতা। ক্রীং হ্রীং হ্রীং ॥ ৯ ॥ প্রজাপতিং সমুদ্ধৃত্য বহ্ন্যারূঢ়ং ততঃ প্রিয়ে। চতুর্থস্বরসংযুক্তং নাদবিন্দুবিভূষিতম্। বীজত্রয়ং ক্রমেণৈব তদন্তে বহ্নিসুন্দরী। ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা ॥ ১০ ॥ বীজত্রয়ং সমুদ্ধৃত্য অস্ত্রমন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ। বহ্নিজায়াবধি প্রোক্তা বিদ্যা ত্রৈলোক্যমোহিনী। ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফট্ স্বাহা ॥ ১১ ॥ বীজত্রয়ং কূর্চ্চং মায়া মায়া তানি পুনঃ ক্রমাৎ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হ্রীং হ্রীঁ স্বাহা ॥ ১২ ॥ বাগ্‌ভবং হৃদয়ং পশ্চাদ্বহ্ন্যারূঢ়ং প্রজাপতিম্। চতুর্থ-স্বরসংযুক্তং বিন্দুনাদবিভূষিতম্। দ্বিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঙেহন্তকং কালিকাপদম্। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা প্রিয়ে একা-দশাক্ষরী। ঐং নমঃ ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা ॥ ১৩ ॥ মূলবীজং ততো মায়াং লজ্জাবীজং ততঃ পরম্। দক্ষিণে কালিকে চেতি তদন্তে বহ্নিসুন্দরী। ক্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা ॥ ১৪ ॥ কবচং মূলবীজান্তং তদন্তে ভুবনেশ্বরী। দক্ষিণে কালিকে চেতি অস্ত্রান্তা সমুদীরিতা। ক্রীং হুং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ফট্ ॥ ১৫ ॥ মূলবীজদ্বয়ং ত্র্যান্ততঃ কূর্চ্চদ্বয়ং বদেৎ। লজ্জাযুগ্মং সমুদ্ধৃত্য সম্বুদ্ধ্যন্তপদদ্বয়ম্। পূর্ব্ববৎ ফট্ তথা বীজাগ্রে চ বহ্নিসুন্দরী। ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। ১৬ ॥ নিজবীজং সমুদ্ধৃত্যান্তদন্তে বহ্নিসুন্দরী ॥ ক্রীং স্বাহা ॥ ১৭ ॥ নিজবীজদ্বয়ং কূর্চ্চযুগ্মং লজ্জাযুগন্ততঃ। স্বাহান্তা কথিতা কালী সর্ব্বসম্পৎকরী মতা। ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ১৮ ॥ নিজং কূর্চ্চং তথা লজ্জাং তদন্তে বহ্নিসুন্দরী।

ক্রোং হুং হ্রীং স্বাহা ॥ ১৯ ॥ নিজবীজত্রয়ং কূর্চযুগ্মং লজ্জাযুগন্ততঃ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা সর্ব্বসম্পৎকরী মতা। ক্রী ক্রীং ক্রোং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ২০ ॥ মূলবীজং সমুদ্ধৃত্য সম্বুদ্ধ্যন্তং পদদ্বয়ম্। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা সর্ব্বশত্রুক্ষয়ঙ্করী ॥ ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা ॥২১॥ নিজবীজং ততঃ কূর্চং ততো মায়াং সমুদ্ধরেৎ। পুনস্তানি সমুদ্ধৃত্য স্বাহান্তা মোক্ষদায়িনী। ক্রীং হুং হ্রীং ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা ॥ ২২ ॥ মূলদ্বয়ং কূর্চযুগ্মং তথা লজ্জাদ্বয়ং ততঃ। পুনস্তান্যেব বীজানি তদন্তে বহ্নিসুন্দরী। ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ২৩ ॥ ব্রহ্মত্রয়ং সমুদ্ধৃত্য রতিবহ্নিবিভূষিতম্। নাদবিন্দুসমাক্রান্তং লজ্জাকূর্চদ্বয়ং পুনঃ। পুনঃ ক্রমেণ চোদ্ধৃত্য বহ্নিজায়াবধির্ম্মনুঃ। ষোড়শীয়ং সমাখ্যাতা সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়িনী। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। হৃদয়ং বাগ্‌ভবং দেবি নিজবীজযুগন্ততঃ। কালিকায়ৈ পদঞ্চোক্ত্বা তদন্তে বহ্নিসুন্দরী। নমঃ ঐং ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা ॥ ২৫ ॥ নমঃ পাশাঙ্কুশৌ বেধা ফট্ স্বাহা কালি কালিকে। দীর্ঘভগুচ্ছবং কালীমনুঃ পঞ্চদশাক্ষরঃ। নমঃ আং ক্রোং আং ক্রোং ফট্ স্বাহা কালি কালিকে হুং ॥ ২৬ ॥ অথ গুহ্যকালী-মন্ত্রাঃ।—ইন্দ্রাদিরূঢ় বর্গাদ্যং রতিবিন্দুসমন্বিতম্। ত্রিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঈশানঞ্চ সমুদ্ধরেৎ। ষষ্ঠস্বরসমাযুক্তং বিন্দুনাদকলান্বিতম্। দ্বিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঈশানদ্বয়-মুদ্ধরেৎ। বামাক্ষিবহ্নিসংযুক্তং নাদবিন্দুকলান্বিতম্। তদ্গুহ্যে কালিকে প্রোচ্য চাথবা দক্ষিণে বদেৎ। সপ্তবীজং ততঃ পূর্ব্বক্রমেণ যোজয়েত্ততঃ। বহ্নিজায়াবধি প্রোক্তা বিদ্যা ত্রৈলোক্যমোহিনী। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং গুহ্যে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ১ ॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ২ ॥ কাম-বীজং ততঃ কূর্চং তদন্তে ভুবনেশ্বরী। গুহ্যে চ কালিকে চেতি তথা বীজত্রয়ং ভবেৎ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। অস্যার্থঃ—আদৌ নিজবীজং ততঃ কূর্চং মায়াং সম্বোধনপদদ্বয়ম্। ততো নিজবীজত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং বহ্নিবল্লভা। ক্রীং হুং হ্রীং গুহ্যে কালিকে ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ৩ ॥ কামবীজদ্বয়ং হিত্বা ভবেদ্বিদ্যা চতুর্দ্দশী। ক্রীং হুং হ্রীং গুহ্যে কালিকে হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ৪ ॥ সপ্তবীজং পুরা প্রোক্তং গুহ্যেন্তে কালিকে পুনঃ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং গুহ্যে কালিকে স্বাহা। দক্ষিণে পদমাভাষ্য ভবেৎ পঞ্চদশাক্ষরী। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা ॥ ৬ ॥ কামবীজং পরিত্যজ্য অথবা

ষোড়শাক্ষরীম্। হুং হুং হ্রীং হ্রীং গুহ্যে কালিকে ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ৭ ॥ কামবীজং সমুদ্ধৃত্য সম্বুদ্ধ্যন্তপদদ্বয়ম্। পুনঃ কামং তদন্তে চ দদ্যাদ্‌বহ্নেশ্চ সুন্দরী। ক্রীং গুহ্যকালিকে ক্রীং স্বাহা ॥ ৮ ॥ দক্ষিণে পদমাভাষ্য ভবেদ্বিদ্যা দশাক্ষরী। ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং স্বাহা ॥ ৯ ॥ অথ ভদ্রকালী-মন্ত্রঃ।—কামবীজাদিকং বীজং সর্ব্বং পূর্ব্বাপরে যজেৎ। ভদ্রকালীং তথা ঙেহন্তাং বীজমধ্যে নিযোজয়েৎ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা বিংশদ্বর্ণাত্মিকা পরা। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ভদ্রকাল্যৈ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। অথ শ্মশানকালীমন্ত্রঃ।—সপ্তবীজং সমুদ্ধৃত্য শ্মশানকালি বৈ তথা। পুনর্বীজক্রমেণৈব স্বাহান্তা সর্ব্বসিদ্ধিদা। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং শ্মশান-কালি ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। অথ মহাকালীমন্ত্রাঃ।—বীজানি চোচ্চরেৎ পূর্ব্বং মহাকালি পদন্ততঃ। তদন্তে সপ্তবীজানি স্বাহান্তা সর্ব্বসিদ্ধিদা। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং মহাকালি ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ কালীমন্ত্রদীপনী।—তুষুরুর্ম্মাংসবহ্নিস্থো মায়াস্বরসমন্বিতঃ। নাদবিন্দুসমাযুক্ত-কালীবিদ্যাসু দীপনী। ক্রীং ক্রীং। ইতি বীজদ্বয়ং জপারম্ভে সপ্তবারং জপ্ত্বা অন্তে চ সপ্তবারং জপেৎ' ইতি। তারামন্ত্রঃ। -লজ্জাবীজং বধূবীজং কূর্চ্চবীজং তথা হি ফট্। এবং পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা পঞ্চভূতপ্রকাশিনী। হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ ॥১॥ অনুত্তরং সমুদ্ধৃত্য মায়োত্তরমতঃ পরম্। প্রপঞ্চমসমারূঢ়ং পঞ্চরশ্মি প্রকীর্ত্তিতম্। জীবনীমধ্যগা পশ্চাদেকাক্ষী তদনন্তরম্। উগ্রদর্পং ততো দদ্যাদস্ত্রং দেবি প্রকাশিতম্। ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ ॥ ২ ॥ পঞ্চাক্ষরীমধিকৃত্য নীলতন্ত্রে।—শ্রীবীজাদ্যা যদা দেবী তদা সা সর্ব্বতোমুখী। এষৈব হি মহাবিদ্যা মায়াদ্যা সকলেষ্টদা। বাগ্‌ভবাদ্যা যদা বিদ্যা বাগীশত্বপ্রদায়িনী। বিতারৈকজটা চৈবা মহামুক্তিকরী সদা। তারাস্বরহিতা ত্র্যর্ণা মহানীলসরস্বতী। কুল্লুকেয়ং সমা-খ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। শ্রীং হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ ॥ ৩ ॥ ঐং হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ ॥ ৪ ॥ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ ॥ ৫ ॥ নিরুক্তমাহ- পঞ্চবীজা চৈকজটা তারাভাবে মহেশ্বরি। তারাদ্যা তু ভবেদ্দেবি শ্রীমন্নীলসরস্বতী। উগ্রতারা ত্র্যক্ষরী চ মহানীলসরস্বতী। কুল্লুকা চ।—অস্যাসাং বিদ্যানাং একজটৈব দেবতা প্রকৃতিত্বাৎ। অথ মন্ত্রভেদাঃ। লিপেৎ খং কূর্চ্চসংযুক্তং রৌদ্রং ত্রৈগুণ্যমেব চ। বিধিবিষ্ণুমহেশানাং স্বশক্ত্যা ক্রমযোগতঃ। খং হুং হ্রৌং ওঁ ঐং শ্রীং হ্রীং ।৭। প্রণবং ভুবনেশ্বরীং হাং কূর্চ্চবীজং নমস্তারায়ৈ চ সমুচ্চরেৎ। সকলম্ভুত্তরং তারয় তারয়েতি পুনঃ পুনঃ। তারযুগ্মং বহ্নিজায়া মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ।

ওঁ হ্রীং হাং হুং নমস্তারায়ৈ সকলদুস্তরং তারয় তারয় ওঁ ওঁ স্বাহা ॥ ৮ ॥ অথ তারিণীমন্ত্রাঃ ।— তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা কালী সরস্বতী । কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী স্মৃতা । এতাসাং মন্ত্রমাহ—উষ্মবর্ণগতো জীবো নিগমস্বরসংযুতঃ । নাদবিন্দুসমাক্রান্তস্তস্বরশ্মিসমন্বিতঃ । কপিলো বামকর্ণস্থো নাদাঢ্যো বিন্দুশেখরঃ । পার্শ্বাস্তঞ্চ তথা এান্তং শরান্তং পরিকীর্ত্তিতম্ । হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ । উগ্রতারা ।— মধ্যমাদিমায়া কবচং দ্বিতীয়ং মন্ত্রমুচ্যতে । হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ । অথ মহোগ্রা— বিপরীতং দ্বিধা জ্ঞেয়ং হুং স্ত্রীং হ্রীং ফট্ । বজ্রা— দুর্চ্চান্তঞ্চ তৃতীয়কম্ । হুং হ্রীং স্ত্রীং ফট্ ॥ অথ নীলা ।—মায়াদিকবচান্তঞ্চ পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতম্ । হ্রীং স্ত্রীং ফট্ হুং । অথ সরস্বতী ।—মায়া মধ্যগতং স্ত্রীং হ্রীং ফট্ হুং । অথ কামেশ্বরী ।— দ্বিতীয়ান্তঞ্চ সপ্তমম্ । হ্রীং হুং স্ত্রীং ফট্ । অথ ভদ্রকালী ।—অষ্টমং কবচং মধ্যং স্যাদেবং ভেদাষ্টকং ভবেৎ । স্ত্রীং হুং হ্রীং ফট্ । অথাসাং ত্র্যক্ষরাণি ।—ত্র্যক্ষরস্তু বিশেষোঽয়ং ফটো যত্র ন তত্র বৈ । প্রজপেৎত্র্যক্ষরং জ্ঞেয়ং ন্যাসে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ । তারা ।—হ্রীং স্ত্রীং হুং । উগ্রা ।—স্ত্রীং হ্রীং হুং । মহোগ্রা—হুং স্ত্রীং হ্রীং । বজ্রা ।—হ্রীং হ্রীং স্ত্রীং । নীলা ।— হ্রীং স্ত্রীং হুং । সরস্বতী ।— স্ত্রীং হ্রীং হুং । কামেশ্বরী ।— হ্রীং হুং স্ত্রীং । ভদ্রকালী ।—স্ত্রীং হ্রীং হুং । প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য তারে তু তারে তু তথা । তত্তা স্বাহেতি মন্ত্রোঽয়ং দশাক্ষর উদাহৃতঃ । ওঁ তারে তারে তত্তারে স্বাহা । বাগ্ভবং কুলদেবীঞ্চ তারকং বাগ্ভবং তথা । হৃল্লেখা চাস্ত্রমন্ত্রান্তে বহ্নিজায়াবধির্মনুঃ । ঐং হ্রীং ওঁ ঐং হ্রীং ফট্ স্বাহা । প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য পদ্মে-যুগ্মং তথৈব চ । মহাপদ্মেপদং ক্রমাৎ পদ্মাবতি পদস্ততঃ । মায়ে স্বাহেতিমন্ত্রোঽয়ং প্রোক্তঃ সপ্তদশাক্ষরঃ ॥ ওঁ পদ্মে পদ্মে মহাপদ্মে পদ্মাবতি মায়ে স্বাহা । শিববীজং মহেশানি শক্তিবীজং ততঃ পরম্ । বিন্দুসর্গসমাযুক্তং বেদাস্তং তদধঃ ক্রমাৎ । মায়া স্ত্রীং বর্ম্মবীজান্তে হংসবীজমুদাহৃতম্ । হংসঃ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং হংসঃ ॥ পঞ্চাক্ষরী চ যা বিদ্যা হংসান্তস্থা মহোদয়া । কেবলং তৎ প্রযত্নেন তব স্নেহাৎ প্রকীর্ত্তিতা । হংসঃ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ হংসঃ । লজ্জাযুগ্মং বধূবীজং ততো দীর্ঘতনুচ্ছদম্ । সারস্বতঃ পরো মন্ত্রঃ সংপ্রোক্তশ্চতুরক্ষরঃ । তদন্তে যদি ফট্কারো মন্ত্রঃ পঞ্চাক্ষরো ভবেৎ । হ্রীং হ্রীং স্ত্রীং হুং হ্রীং হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ । তারশক্তিবধূবীজান্তন্তে দীর্ঘতনুচ্ছদম্ । অস্ত্রমগ্নিবধূমন্তে মন্ত্রঃ সপ্তাক্ষরো ভবেৎ । ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ স্বাহা । মন্ত্রমাত্রে স্বয়ং প্রোক্তস্তথা দীর্ঘেণ বর্ম্মণা । পুটিতঞ্চ বধূবীজং অপরোঽহসৌ শুভকরঃ । হুং স্ত্রীং হুং । অথ চণ্ডোগ্রশূলপাণিমন্ত্রঃ ।—প্রণবঞ্চ ততো মায়াং কূর্চ্চবীজং সমুচ্চরেৎ । শিবায়েতি ফড়ন্তশ্চ চণ্ডোগ্রোঽয়ং মহামনুঃ । ওঁ হ্রীং হুং

শিবায় ফট্। অথ মাতঙ্গীমন্ত্রঃ।—প্রণবঞ্চ ততো মায়াং কামবীজঞ্চ কূর্চ্চকম্। মাতঙ্গী ঙেযুতা চাস্ত্রং বহ্নিজায়াবধির্ম্মনুঃ। ওঁ হ্রুং ক্লীং হুং মাতঙ্গ্যৈ ফট্ স্বাহা। উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীমন্ত্রঃ।—উক্ত্বা উচ্ছিষ্টশব্দন্ত তথা চাণ্ডালিনীতি চ। সুমুখীতি ততো দেবীং কীর্ত্তয়েত্তদনন্তরম্। মহাপিশাচিনীং পশ্চাল্লজ্জাবীজং ততঃ পরম্। নাদবিন্দুসমাযুক্তং ঠকারত্রিতয়ং ততঃ। সবিসর্গং মহাদেবি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্। উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী সুমুখী দেবী মহাপিশাচিনী হ্রীং ঠঃ ঠঃ ঠঃ। অথবোচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালি মাতঙ্গি সমুদ্ধরেৎ। ততঃ সর্ব্ববশং চাস্তে করি হৃদ্বহ্নিবল্লভা। উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালি মাতঙ্গি সর্ব্ববশঙ্করি নমঃ স্বাহা। বাগ্ভবং মায়া কামঃ সৌঃ বাগ্ভবং জ্যেষ্ঠমাতঙ্গি নমামি উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনি ত্রৈলোক্যবশঙ্করি স্বাহা। ঐং হ্রীং ক্লীং সৌঃ ঐং জ্যেষ্ঠমাতঙ্গি নমামি উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনি ত্রৈলোক্যবশঙ্করি স্বাহা। অত্রাদৌ যদি হুং বীজং দীয়তে তদা মন্ত্রান্তরম্। ইমাং বিদ্যং মহেশানি চাপরাং হুংসমন্বি-তাম্। অথ ধূমাবতীমন্ত্রঃ।—দান্তাবধাশবিন্দ্বন্তো বীজং ধূমাবতীদ্বিঠঃ। ধূমাবতী-মনুঃ প্রোক্তো বৈরিনিগ্রহকারকঃ। ধূঁ ধূঁ ধূমাবতী স্বাহা। অথ ভদ্রকালীমন্ত্রঃ।—প্রাসাদবীজমুদ্ধৃত্য কালীতি পদমুদ্ধরেৎ। মহাকালি পদঞ্চোক্ত্বা কিলিযুগ্মমতঃ পরম্। অস্ত্রমগ্নিজায়ান্তোঽয়ং ভদ্রকালীমহামনুঃ। হৌং কালি মহাকালি কিলিকিলি ফট্ স্বাহা। ইতি ভদ্রকালীমন্ত্রঃ। অথ উচ্ছিষ্টগণেশমন্ত্রঃ।—হস্তিপদং সমুচ্চার্য্য পিশাচিনি ততঃ পরম্। দেবরাজং সনেত্রঞ্চ বামমীশ্বরা-ন্বিতম্। বহ্নিজায়াবধির্মন্ত্রস্ত্বাস্তঃ সর্ব্বার্থদঃ॥ ওঁ হস্তি পিশাচিনি খে স্বাহা। অথ ধনদামন্ত্রঃ—তুর্য্যং বিন্দুসংযুক্তং লজ্জাবীজং সমুদ্ধরেৎ। রমা-বীজং ততো দেবি সম্বোধ্য চ রতিপ্রিয়া। বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্ত্ররাজো-ত্তমোত্তমঃ। ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা॥ অথ শ্মশানকালীমন্ত্রঃ।—বাণীং মায়াং ততো লক্ষ্মীং কামবীজমতঃ পরম্। কালিকে সম্পুটত্বেন চতুষ্কং বীজ-মালিখেৎ। ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং ঐং। কামবীজং সমা-লিখ্য কালিকায়ৈ সমালিখেৎ। নমোঽন্তেন চ দেবেশি সপ্তার্ণো মনুরুত্তমঃ। ক্লীং কালিকায়ৈ নমঃ॥ অথ বগলামুখীমন্ত্রঃ।—প্রণবং স্থিরমায়াঞ্চ ততশ্চ বগলামুখি। তদন্তে সর্ব্বদুষ্টানাং ততো বাচং মুখস্ততঃ। স্তম্ভয়েতি ততো জিহ্বাং কীলয়েতি পদদ্বয়ম্। বুদ্ধিং নাশয় পশ্চাত্তু স্থিরমায়াং ততো লিখেৎ। লিখেচ্চ পুনরোঙ্কারং স্বাহেতি পদমন্ততঃ। স্থিরমায়াং হ্লীং। বহ্নিহীনেন্দ্রমুণ্ডমায়া বগলামুখি সর্ব্বযুক্। দুষ্টানাং বাচমিত্যুক্তা মুখং স্তম্ভয় কীর্ত্তয়েৎ। জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিন্তু বিনাশয় পদং বদেৎ। পুনর্বীজং

স্তস্তায়ং বহ্নিজায়াবধির্ভবেৎ। ওঁ হ্লীং বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা॥ অথ কর্ণপিশাচীমন্ত্রঃ।—ওঁ কর্ণপিশাচি বদাতীতানাগতং হ্রীং স্বাহা॥ জ্বালামালিনী। ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি গৃধ্রগণপরিবৃতে হুং ফট্ স্বাহা॥ মহাকালী।—ক্রেং ক্রেং ক্রোং ক্রোং পশূন্ হুং ফট্ স্বাহা॥ ত্র্যম্বকমন্ত্রঃ। ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥ মৃতসঞ্জীবনীমন্ত্রঃ।—ওঁ হৌং ওঁ জুং সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ ত্র্যম্বকমিত্যাদি ওঁ হৌং ওঁ জুং সঃ ভূর্ভুবঃ স্বঃ॥ আকর্ষণী।—শ্রীবীজং মান্মথং বীজং লজ্জাবীজং সমুদ্ধরেৎ। প্রথমং প্রণবং দত্ত্বা ত্রিপুরাদেবীপদস্ততঃ॥ অমুকীতিপদদ্বন্দ্বং আকর্ষয় দ্বিধা পদম্। স্বাহান্তং মন্ত্রমুদ্ধৃত্য জপেদ্দশসহস্রকম্। ওঁ শ্রীং ক্লীং হ্রাং ওঁ ত্রিপুরাদেবি অমুক্যমুকীমাকর্ষয় স্বাহা॥ অথ বিদ্বেষমন্ত্রঃ।—ওঁ নমো মহাভৈরবায় শ্মশানবাসিনে অমুকামুকয়োর্ব্বিদ্বেষণং কুরু কুরু হুং ফট্॥ অথোচ্চাটনমন্ত্রঃ।—ওঁ নমঃ কাকতুণ্ডি ধবলামুখি অমুকমুচ্চাটয় হুং ফট্। সুখপ্রসবমন্ত্রঃ।—ওঁ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। ওঁ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ। মুক্তঃ সর্ব্বভয়াদ্গর্ভ এহ্যেহি মারীচ মারীচ স্বাহা॥ এতদন্যতরেণাষ্টবারং জলমভিমন্ত্র্য পেয়ম্ ততঃ সুখপ্রসবো ভবতি॥ অথাদর্দনম্।—ওঁ হুং ফট্ কালি কালি মাংসশোণিতং খাদয় খাদয় দেবি মা পশ্যতু মানুষে হুং ফট্ স্বাহা। অথ সর্ব্বাসাং নিত্যপূজাবিধিঃ সংক্ষেপতো লিখ্যতে।—আদাবৃষ্যাদিকো ন্যাসঃ করশুদ্ধিস্ততঃ পরম্। অঙ্গুলীব্যাপকন্যাসৌ হৃদাদিন্যাস এব বা। তালত্রয়ঞ্চ দিগ্বন্ধঃ প্রাণায়ামস্ততঃ পরম্। ধ্যানং পূজা জপশ্চেতি সর্ব্বমন্ত্রেষ্বয়ং বিধিঃ। পূজা তু মূলদেবতায়াঃ। একঞ্চ মাতৃকান্যাসোঽপ্যাবশ্যকঃ। তথা চ—জপার্থং সর্ব্বমন্ত্রাণাং বিন্যাসঞ্চ লিপের্ব্বিনা। কৃতঞ্চ নিষ্ফলং বিদ্যাত্তস্মাদাদৌ লিপিং ন্যসেৎ॥

ইতি মন্ত্রকোষঃ

# শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা*

## মঙ্গলাচরণ ও অনুক্রমণিকা

যঃ সাক্ষাৎ পরমেশানঃ পরানন্দময়স্তথা।
স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা তং নমামি শিবং শিবম্।
ভুজঙ্গভূষণো যশ্চ ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মা চ তং নমামি শিবাপ্রিয়ম্॥
পুরাণানি সমালোড্য তন্ত্রাণি বিবিধানি চ।
ক্রিয়তে জ্ঞানলাভায় শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা॥

## শিবলিঙ্গোদ্ভব

নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—

ব্রহ্মোবাচ।

পুরা ত্বাং চঞ্চলং জ্ঞাত্বা ত্বদগ্রে ন প্রকাশিতম্।
ইদানীং যোগিনং জ্ঞাত্বা কথয়ামি ন সংশয়ঃ॥ ১
অতিগুহ্যমতিগুহ্যমতিগুহ্যং ন সংশয়ঃ।
গোপিতব্যং গোপিতব্যং গোপিতব্যং ত্বয়াপি চ॥ ২

যিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, পরমানন্দময় এবং জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা, সেই শিবপ্রদ শিবকে নমস্কার।

যিনি ভুজঙ্গভূষণে বিভূষিত, ভস্মবিমণ্ডিতদেহ এবং যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও পরমাত্মা, সেই পার্ব্বতী-প্রিয় মহেশ্বরকে নমস্কার।

বহুবিধ তন্ত্র ও পুরাণ আলোড়ন পূর্ব্বক সর্ব্বজনের জ্ঞানলাভার্থ এই শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা রচিত হইল।

ব্রহ্মা নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি পূর্ব্বে তোমাকে চঞ্চল জানিয়া তোমার নিকট (গুপ্ত বিষয়) প্রকাশ করি নাই। এখন তোমাকে যোগী জানিয়া (তৎসমুদয়) বলিতেছি, সন্দেহ নাই। ১। ইহা অতিগুহ্য, অতিগুহ্য, অতীব গুহ্য সন্দেহ নাই। তুমিও গোপনে

* যাবতীয় তন্ত্ররাজির মধ্যে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বফলপ্রদ এবং দেবদেব কৈলাসনাথ শঙ্করের প্রাণসম আদরের বস্তু। তন্ত্রশাস্ত্রমধ্যেই মহেশ্বর আপনার পরমতত্ত্ব নানাভাবে নানা স্থানে পরিস্ফুটরূপে বর্ণন করিয়াছেন। কেন তিনি লিঙ্গরূপী হইয়া জগতে বিরাজ করিতেছেন, কেনই বা তাঁহাকে ঐরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল; তন্ত্রমধ্যে তাহার বিশদ প্রমাণ অনেক স্থানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু প্রধান প্রধান লিঙ্গের লক্ষণ কি, তত্তৎপূজায় কিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও তন্ত্রমধ্যে বর্ণিত আছে। সাধারণের বিদিতার্থ সেই সকল বিষয়-সংবলিত অস্মদ্রচিত শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি এতৎসহ সংলগ্ন হইল।

শম্ভুনা গোপিতং তন্ত্রে তন্ত্রান্তরে প্রকাশিতম্।
শৃণু তৎ কথয়াম্যদ্য সাবধানাবধারয় ॥ ৩
সর্গাদৌ বিবিধাঃ সর্গা ময়া সৃষ্টা হি নারদ।
দেবদানবদৈত্যাশ্চ গন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসাঃ ॥ ৪
সর্ব্বে স্ত্রীবশগাঃ শ্রেষ্ঠা মৈথুনাজ্জায়তে প্রজা।
কেবলং হি শিবঃ শম্ভুর্দারগ্রহণকর্ম্মণি ॥ ৫
কদাপি ন মনশ্চক্রে দৃষ্ট্বা চিন্তাপরাঃ সুরাঃ।
মামেব শরণং জগ্মুঃ সেন্দ্রা দেবাসুরাদয়ঃ ॥ ৬
প্রণিপত্য স্তুতিং কৃত্বা উপতস্থুঃ সমাহিতাঃ।
প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে ভয়গদ্গদমানসাঃ ॥ ৭

দেবাদ্যা উচুঃ।

উদ্বাহিতা বয়ং সর্ব্বে ভবানপি জনার্দ্দনঃ।
কেবলং হি মহাদেবো দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥ ৮
বিবাহে ন মনশ্চক্রে কয়া বা মোহ্যতে শিবঃ।
উপায়ং চিন্তয় বিভো সদারঃ কথমীশ্বরঃ।
যেন স্যাজ্জগন্নাথস্তং কুরুষ দয়ানিধে ॥ ৯
ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং ততো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
সহ তৈর্গরুড়ারূঢ়ং জগাম কমলাসনঃ।
উবাচ তং জগন্নাথং বিষ্ণুং কমললোচনম্ ॥ ১০

ব্রহ্মোবাচ।

সৃষ্টা ময়া সুরশ্রেষ্ঠ মানুষা মৈথুনোদ্ভবাঃ।
সর্ব্বে স্ত্রৈণা বিনা শম্ভুং যৎ কর্ত্তব্যং বদস্ব মে ॥ ১১

রাখিবে, (সর্ব্বদা) গোপনে রাখিবে, (সর্ব্বদা) গুপ্তভাবে রাখিবে। ২। প্রথমে মহাদেব সকল তন্ত্রেই ইহা গুপ্ত রাখিয়াছিলেন, পরে তন্ত্রান্তর নামক তন্ত্রে প্রকাশ করেন। আমি অদ্য তাহাই তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর; (শিবলিঙ্গোৎপত্তিবিষয়ক) ইহা সাবধানে অবধান কর। ৩। হে নারদ। সৃষ্টির প্রাক্কালে আমি প্রথমে বহুবিধ জীবের সৃষ্টি করি; ক্রমে দেব, দানব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণও সৃষ্ট হইল। ৪। সকলেই নারীর বশীভূত হইল এবং মৈথুনজনিত প্রধান প্রধান প্রজার সৃষ্টি হইতে লাগিল, কিন্তু একমাত্র মঙ্গলময় শম্ভুই দারপরিগ্রহে মানস করিলেন না। ইহা দেখিয়া দেবগণ চিন্তাকুল হইলেন এবং ইন্দ্রপ্রমুখ দেবাসুরেরা আমার নিকট আসিয়া শরণ গ্রহণ করিলেন। ৫-৬। তাঁহারা সকলে সমাহিতভাবে আমার নিকট আসিয়া প্রণিপাত ও স্তুতিবাদ পূর্ব্বক করযোড়ে ভয়গদ্গদচিত্তে বলিতে লাগিলেন। ৭

দেবাদিরা কহিলেন, (হে ব্রহ্মন্!) আমরা সকলেই দারপরিগ্রহ করিয়াছি; আপনি এবং জনার্দনও বিবাহ করিয়াছেন; কিন্তু একমাত্র দেবদেব জগৎপতি মহাদেব বিবাহে মানস করিতেছেন না। কোন্ নারী দ্বারা শিব বিমুগ্ধ হইতে পারেন? হে বিভো! যাহাতে ঈশ্বর জগন্নাথ সদাশিব দারপরিগ্রহ করেন, হে দয়ানিধে! আপনি তাহার উপায় চিন্তা করুন। ৮-৯

প্রজাপতি কমলাসন ব্রহ্মা দেবগণের এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগের সহিত গরুড়ারূঢ় কমললোচন জগন্নাথ বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন। ১০

ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি নারীপুরুষযোগে মানুষসৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়াছি;

শ্রীভগবানুবাচ।

এভিঃ সহ মহাবাহো গচ্ছামহমহং শিবম্।
কর্ত্তব্যং সূচিতং তেন অনুজ্ঞাতৈর্যথাবিধি।
কিন্তু তদ্‌যোগ্যানারীন্তু বিবাহার্থং প্রকল্পয়॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ।

দক্ষং গচ্ছামহে সর্ব্বে অনুজ্ঞাপয় তং হরে।
আদ্যাশক্তিং মহামায়াং প্রসাদয়তু বৈ লঘু॥ ১৩
কন্যা ভূত্বা মহাশম্ভুং মোহয়িষ্যতি শঙ্করম্॥ ১৪
এবমুক্তা তু তৈঃ সার্দ্ধং জগ্মতুর্বিধিকেশবৌ।
যত্র দক্ষো মহাতেজাঃ প্রোচতুঃ কার্য্যমাত্মনঃ॥ ১৫
উবাচ দক্ষং তদ্‌ভক্তং তপস্তপ্তুং প্রজাপতিম্।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ সর্ব্বে তে তপসা তোষয়েচ্ছিবাম্॥ ১৬
আবির্ব্বভূব সা দেবী কালিকা জগদীশ্বরী।
প্রাহ মাং বঃ কিমর্থন্তু সমুৎকণ্ঠাঃ সুরাসুরাঃ॥ ১৮

দেব্যুবাচ।

শীঘ্রং রূপং যথাকামং ভবতাং প্রার্থনে ফলম্।
অচিরাৎ তৎ প্রদাস্যামি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ১৮

দেবাস্তা উচুঃ।

ভূত্বা তু দক্ষকন্যা ত্বং শঙ্করং পরিমোহয়।
অস্মাকং বাঞ্ছিতঞ্চৈতৎ কুরু সিদ্ধিং সদাশিবে॥১৯

কিন্তু একমাত্র মহাদেব ব্যতীত সকলেই দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। এখন শিব সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, বলুন। ১১।

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, হে মহাবাহো! চলুন, আপনি ও আমি দেবগণের সহিত মহাদেবের নিকট যাই। তাঁহার অনুমতি পাইলে, যথাবিধি কর্ত্তব্য স্থির হইবে; কিন্তু বিবাহার্থ তাঁহার যোগ্য নারী অগ্রে স্থির করুন্। ১২।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে হরে! চলুন, আমরা প্রজাপতি দক্ষের গৃহে যাই। তাঁহাকে অনুরোধ করা যাউক যে, তিনি আগু আদ্যাশক্তি মহামায়ার উপাসনা করুন। সেই মহামায়া তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবকে বিমোহিত করিবেন। ১৩-১৪।

এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, যে স্থানে মহাতেজাঃ দক্ষ অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় যাইয়া অভিলষিত কার্য্য ব্যক্ত করিলেন এবং প্রজাপতি দক্ষকে তপস্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণও তপশ্চরণ দ্বারা মহামায়াকে সন্তুষ্ট করিলেন। ১৫-১৬। তখন জগদীশ্বরী কালিকাদেবী আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে সুরাসুরগণ! কেন উৎকণ্ঠিত হইয়াছ? তোমাদের কি প্রয়োজন, আমাকে বল। ১৭।

এই কথা বলিয়া দেবী কহিলেন, তোমাদের কি অভিলাষ, শীঘ্র বল। তোমাদের প্রার্থনানুরূপ ফল অচিরে প্রদান করিব সন্দেহ নাই। ১৮

দেবাদিরা বলিলেন, হে সদাশিবে! আপনি দক্ষের কন্যারূপে আবির্ভূত হইয়া মহাদেবকে বিমোহিত করুন, ইহাই আমাদিগের বাঞ্ছিত; আশু আমাদিগের কার্য্য-সিদ্ধি

এতৎ শ্রুত্বা বচস্তেষাং নিরীক্ষ্য কমলাসনম্ ।
উবাচ বিস্ময়াবিষ্টা কালিকা জগদীশ্বরী ॥২০

দেব্যুবাচ ।

শম্ভুরদ্যতনো বালঃ কিং মাং সন্তোষয়িষ্যতি ।
মম যোগ্যং পুমাংসন্তু অন্যং বৈ পরিকল্পয় ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

শম্ভুঃ সর্ব্বগুরুর্দ্দেবো হ্যস্মাকং পরমেশ্বরঃ ।
মহাসত্ত্বো মহাতেজাঃ স তে তোষং করিষ্যতি ॥ ২২
শম্ভুতুল্যঃ পুমান্নাস্তি কদাচিদপি কুত্রচিৎ ।
ইত্যুক্তা ব্রহ্মণা দেবী বাঢমিত্যাহ চেশ্বরী ॥ ২৩
দক্ষায় দর্শনং দত্ত্বা উবাচ উচ্যতাং বরঃ ॥২৪
দক্ষোঽপি দৃষ্ট্বা তাং দেবীং খড়্গকর্ত্তৃধরাং পরাম্ ।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিস্থলীম্ ॥ ২৫
নীলোৎপলকপালাঢ্যকরযুগ্মাং বরপ্রদাম্ ।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মেনে দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥ ২৬

দক্ষ উবাচ ।

যদি মে বরদাসি ত্বং দেবানামপি বাঞ্ছিতম্ ।
মদীয়তনয়া ভূত্বা শঙ্করং কিল মোহয় ॥ ২৭
তথেত্যুক্ত্বা জগদ্ধাত্রী অন্তর্দ্ধানং গতা তদা ।
দেবতাশ্চ ততো মত্বা যত্র তেপে তপো হরঃ ॥ ২৮
সস্ত্রীকাঃ পরমাত্মান উপতস্থুর্জগৎপতিম্ ।
প্রণেমুস্তুষ্টুবুর্ভক্ত্যা প্রাচুর্গদ্গদভাষিণঃ ॥ ২৯

---

করুন। ১৯। দেবগণের এই কথা শুনিয়া জগদীশ্বরী কালিকা বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে একবার ব্রহ্মার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে আরম্ভ করিলেন। ২০।

দেবী কহিলেন, মহাদেব অদ্যতন বালক, আমার সন্তোষসম্পাদনে কিরূপে সমর্থ হইবে ? অতএব আমার যোগ্য অন্য পুরুষ স্থির কর। ২১।

ব্রহ্মা কহিলেন, "মহাদেব সকলেরই গুরু, মহাসত্ত্ব মহাতেজা সেই শিব আমাদিগের পরমেশ্বর, তিনি অবশ্যই আপনার সন্তোষসম্পাদনে সমর্থ হইবেন। ২২। কোন স্থানে কদাচ মহাদেবের তুল্য পুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় না।" বিধাতা কর্ত্তৃক এইরূপ কথিতা হইয়া সর্ব্বেশ্বরী দেবী বলিলেন, 'তথাস্তু।' ২৩। তদনন্তর দক্ষকে দর্শন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি কি বর প্রার্থনা কর, বল। ২৪। তখন প্রজাপতি দক্ষ খড়্গকর্ত্তৃধরা, খর্ব্বাকৃতি, লম্বোদরী, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটি, নীলোৎপল ও কপালধারিণী, বরদাত্রী পরমা দেবীকে দর্শন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন। ২৫ ২৬।

দক্ষ কহিলেন, যদি আমাকে বরদানে অভিলাষিণী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে দেবগণের যাহা ইচ্ছা, তাহাই আমার অভীপ্সিত। আপনি আমার কন্যারূপে আবির্ভূত হইয়া শঙ্করকে বিমোহিত করুন। ২৭।

তখন জগদ্ধাত্রী তথাস্তু বলিয়া সেই স্থানেই তিরোহিত হইলেন। দেবগণও প্রণতিপুরঃসর যে স্থানে মহাদেব তপস্যায় নিমগ্ন আছেন, তথায় প্রস্থান করিলেন। ২৮। তাঁহারা সকলেই সস্ত্রীক হইয়া পরমাত্মা জগৎপতি মহেশ্বরের নিকট যাইয়া প্রণাম ও স্তুতিবাদ পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে গদ্গদবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২৯।

দেবাস্তা উচুঃ।

ভগবন্ দেবদেবেশ লোকনাথ মহাশয়।
বয়ং সর্ব্বে তু সস্ত্রীকাঃ সৃষ্ট্যর্থং পরমেশ্বর।
অতত্বং কুরু চোদ্বাহং সৃষ্টিরক্ষা যথা ভবেৎ॥ ৩০
দক্ষগেহে মহাকালী মায়েতি পরিকীর্ত্তিতা।
জাতা তে প্রীতয়ে শম্ভো সা তে যোগ্যা ন সংশয়ঃ॥ ৩১

ঈশ্বর উবাচ।

ভবতাং প্রীতয়ে সম্যক্ করিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ।
উদ্যোগঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রং বিবাহায় মমৈব হি॥৩২
ইত্যুক্তাস্তু সুরাঃ সর্ব্বে ঈশ্বরেণ মহাত্মনা।
কৃতকৃত্যা গতাঃ সর্ব্বে ভবনং সর্ব্বসুন্দরম্॥ ৩৩
দক্ষায় কথয়ামাসুঃ শঙ্করেণোদিতং বচঃ।
ততো বিবাহং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতকৃত্যা যথা গতাঃ॥ ৩৪
গতাঃ সর্ব্বে মহেশোঽপি সত্যা সহ তদা গৃহম্।
জগাম রেমে সত্যা চ চিরং নির্ভরমানসঃ॥ ৩৫
অথ কালে কদাচিত্তু সত্যা সহ মহেশ্বরঃ।
রেমে ন শেকে তং সোঢ়ুং সতী শ্রান্তাভবত্তদা॥ ৩৬
উবাচ দীনয়া বাচা দেবদেবং জগদ্গুরুম্।
ভগবন্ন হি শক্নোমি তব ভাবং সুদুঃসহম্।
ক্ষমস্ব মাং মহাদেব কৃপাং কুরু জগৎপতে॥ ৩৭
নিশম্য বচনং তস্যা ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
নির্ভরং রমণং চক্রে গাঢ়ং নির্দ্দয়মানসঃ॥ ৩৮

দেবাদিরা কহিলেন, হে ভগবন্! হে দেবদেবেশ! হে লোকনাথ! হে মহাশয়! হে পরমেশ্বর! আমরা সকলেই সৃষ্টি করিবার জন্ত দারপরিগ্রহ করিয়াছি। অতএব আপনিও বিবাহ করিয়া, যাহাতে সৃষ্টিরক্ষা হয়, তাহা করুন। ৩০। যিনি মহামায়া নামে কীর্ত্তিত, সেই মহাকালী আপনার প্রীতিসম্পাদনার্থ দক্ষগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তিনিই আপনার যোগ্যা নারী সন্দেহ নাই। ৩১

মহাদেব কহিলেন, আমি তোমাদের সন্তোষার্থ স্বীকৃত হইলাম সন্দেহ নাই। এখন আমার বিবাহের জন্ত শীঘ্র তোমরা উদ্যোগ কর। ৩২। মহাত্মা মহেশ্বর কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া দেবগণ কৃতকৃত্য হইলেন এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দক্ষগৃহে গমন পূর্ব্বক শিবোক্ত সকল কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন। অনন্তর বিবাহক্রিয়া সমাপ্ত হইলে দেবগণ কৃতকৃত্য হইয়া যথাযথ স্থানে প্রস্থান করিলেন ৩৩৩৪।

সকলে প্রস্থান করিলে মহাদেবও সতীর সহিত গৃহাভ্যন্তরে গমন পূর্ব্বক নির্ভরচিত্তে তৎসহ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৫। মহেশ্বর সতীর সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইবার পর কিছু দিন পরে দেবী আর সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। ৩৬। তখন কাতরবচনে দেবদেব জগদ্গুরুকে তিনি কহিলেন, ভগবন্! আমি তোমার দুঃসহ ভার সহ্য করিতে পারিতেছি না, হে মহাদেব! হে জগৎপতে! আমাকে ক্ষমা কর, কৃপাপ্রদর্শন কর। ৩৭।

বৃষধ্বজ ভগবান্ মহাদেব সতীর এই কথা শুনিয়াও নির্দ্দয়ভাবে গাঢ়রূপে নির্ভর আলিঙ্গন

কৃত্বা সম্পূর্ণরমণং সতী চ ত্যক্তমৈথুনা।
উত্থানায় মনশ্চক্রে উভয়োস্তেজ উত্তমম্।
পপাত ধরণীপৃষ্ঠে তৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ॥ ৩৯
পাতালে ভূতলে স্বর্গে শিবলিঙ্গাঃ সযোনয়ঃ॥ ৪
যত্র লিঙ্গং তত্র যোনির্যত্র যোনিস্ততঃ শিবঃ।
উভয়োশ্চৈব তেজোভিঃ শিবলিঙ্গং ব্যজায়ত ৪১

## হর-গৌরীর সংযুক্তযোনিলিঙ্গমূর্ত্তিধারণের কারণ।

দিলীপ উবাচ।

বেদ্মি ত্বাহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ রুদ্রস্ত্রিপুরহন্তকঃ।
কস্মাদ্বিগর্হিতং রূপং প্রাপ্তবান্ সহ ভার্য্যয়া। ১
যোনিলিঙ্গস্বরূপশ্চ কথং স্যাৎ সুমহাত্মনঃ।
পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্ব্বাহুঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ॥ ২
কথং বিগর্হিতং রূপং প্রাপ্তবান্ দ্বিজপুঙ্গব।
এবং সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব মিত্রাবরুণনন্দন॥ ৩

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যন্মাং পৃচ্ছসি গৌরবাৎ।
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং মন্দরে পর্ব্বতোত্তমে॥ ৪
ইয়াজ মুনিভিঃ সার্দ্ধং দীর্ঘসত্রমনুত্তমম্।
তস্মিন্ সমাগতাঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ৫

করিতে লাগিলেন। ৩৮। এই প্রকারে ক্রীড়া সম্পূর্ণ করিয়া মৈথুন ত্যাগ পূর্ব্বক সতী যখন গাত্রোত্থানের ইচ্ছা করিলেন, তখন উভয়ের দিব্য তেজঃ ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল এবং তাহা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিল। ৩৯। শিব ও শক্তি এই উভয়ের মিলিত তেজ হইতেই স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালস্থ যাবতীয় শিবলিঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে। ভূতকালে যে সকল শিবলিঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, আর ভবিষ্যতেও যে সকল শিবলিঙ্গ গঠিত হইবে তৎসমস্তই শিবশক্তির ত্রিভুবনব্যাপী শুক্র হইতে সমুদ্ভূত। উভয়ের শুক্রসম্ভূত বলিয়া নিরন্তর শিবলিঙ্গে যোনি সংযুক্ত থাকে। উভয়ের তেজঃ হইতেই শিবলিঙ্গের উদ্ভব বলিয়া যেস্থানে লিঙ্গ, সেইস্থানেই যোনি এবং যেখানে যোনি, সেই স্থানেই লিঙ্গ বিদ্যমান। ৪০-৪১

কোন সময়ে রাজা দিলীপ বশিষ্ঠ-সকাশে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ত্রিপুরহন্তা মহেশ্বরকে আমরা জানি অর্থাৎ তিনি সুরশ্রেষ্ঠ। পরন্তু তিনি ভার্য্যার সহিত এ প্রকার বিগর্হিত রূপ প্রাপ্ত হইলেন কেন? ১। হে মিত্রাবরুণনন্দন! কি কারণে সেই মহাত্মা শিবের এ প্রকার যোনিলিঙ্গস্বরূপপ্রাপ্তি হইল, হে দ্বিজপুঙ্গব! চতুর্ব্বাহু ত্রিনয়ন, শূলপাণি পঞ্চানন কেন এরূপ বিগর্হিত রূপ প্রাপ্ত হইলেন, তৎসমুদয় বর্ণন করুন। ২-৩

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাজন! আমার প্রতি গৌরব নিবন্ধন যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন সময়ে স্বায়ম্ভুব মনু গিরিশ্রেষ্ঠ মন্দরে মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া এক দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তথায় সংশিতব্রত যাবতীয় মুনিগণ উপস্থিত

অবেষ্টুং দেবতাতত্ত্বং মিথঃ প্রোচুস্তপোধনাঃ।
বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং কঃ পূজ্যো দেবতাবরঃ॥ ৬
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ।
ভৃগুং তপোনিধিং বিপ্রং প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা॥ ৭

ঋষয় ঊচুঃ।

অস্মাকং সংশয়ং ছেত্তুং সমর্থোঽসি শুভব্রত।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানামন্তিকং ব্রজ সুব্রত॥ ৮
গত্বা তেষাং সমীপন্তু তথা দৃষ্ট্বা চ বিপ্রহান্।
শুদ্ধসত্ত্বগুণস্তেষাং যস্মিন্ সংবিদ্যতে মুনে।
স এব পূজ্যো বিপ্রাণাং নেতরস্তু কদাচন॥ ৯
তস্মাৎ ত্বং হি মুনিশ্রেষ্ঠ বিবুধানাং নিরূপণম্।
ক্ষিপ্রং কুরু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকহিতং প্রভো॥ ১০
এবমুক্তস্ততস্তূর্ণং কৈলাসং মুনিসত্তমঃ।
জগাম বামদেবেন যত্রাস্তে বৃষভধ্বজঃ॥ ১১
গৃহদ্বারমুপাগম্য শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
শূলহস্তং মহারৌদ্রং নন্দিনং দৃষ্ট্বাব্রবীদ্দ্বিজঃ॥ ১২
সংপ্রাপ্তো হি ভৃগুবিপ্রো হরং দ্রষ্টুং সুরোত্তমম্।
নিবেদয়স্ব মাং শীঘ্রং শঙ্করায় মহাত্মনে॥ ১৩
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নন্দী সর্ব্বগণেশ্বরঃ।
উবাচ পরুষং বাক্যং মহর্ষিমমিতৌজসম॥ ১৪
অসান্নিধ্যঃ প্রভুস্তস্য দেব্যা ক্রীড়তি শঙ্করঃ।
নিবর্ত্তস্ব নিবর্ত্তস্ব যদি জীবিতুমিচ্ছসি॥ ১৫
এবং নিরাকৃতস্তেন তত্রাতিষ্ঠন্মহাতপাঃ।
বহূনি দিবসান্তস্মিন্ গৃহদ্বারে মুনীশ্বরঃ॥ ১৬

হন। ৪-৫। সেই সকল ঋষি সুরতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া পরস্পর এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, সুরগণের মধ্যে কোন্ দেব শ্রেষ্ঠ এবং বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগের পূজনীয়। ৬। এই কথা শুনিয়া যাবতীয় মহর্ষিরা করপুটে তপোনিধি বিপ্রশ্রেষ্ঠ ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭।

ঋষিগণ কহিলেন, হে শুভব্রত! আপনিই আমাদিগের সংশয়চ্ছেদনে সমর্থ; অতএব হে সুব্রত! আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট গমন করুন। ৮। তথায় যাইয়া আপনি বিশেষরূপে দেখিবেন যে, ঐ তিন জনের মধ্যে কে অধিক শুদ্ধসত্ত্বগুণশালী। যিনি তাদৃশ গুণসম্পন্ন হইবেন, তিনিই সকল বিপ্রের পূজনীয় হইবেন, অপরে কদাচ হইবেন না। ৯। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ! হে প্রভো! এই সর্ব্বলোকহিতকর দেবনিরূপণরূপ কার্য্য সাধন করুন। ১০। ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া ভৃগুঋষি বামদেবের সমভিব্যাহারে অগ্রে কৈলাসশিখরে বৃষভধ্বজ মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। ১১। মহাত্মা শঙ্করের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় শূলহস্ত মহাভীমমূর্ত্তি নন্দী দণ্ডায়মান। তাঁহাকে দেখিয়া বিপ্রবর কহিলেন, শীঘ্র মহাত্মা মহাদেবকে গিয়া জানাও, দ্বিজবর ভৃগু সুরসত্তম হরকে দেখিবার জন্য উপস্থিত। ১২-১৩।

সর্ব্বগণাধিপতি নন্দী ঋষির এই কথা শুনিয়া অমিততেজা সেই মহর্ষিকে পরুষবচনে কহিলেন, অদ্য প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, এখন শঙ্কর দেবীর সহিত ক্রীড়ায় নিরত আছেন। যদি জীবনধারণে ইচ্ছা থাকে, ফিরিয়া যাও, ফিরিয়া যাও। ১৪-১৫। সেই মহাতপা মুনিশ্রেষ্ঠ এইরূপে নন্দী কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া শঙ্করের গৃহদ্বারে বহু দিন অতিবাহিত করিলেন। ১৬।

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ভৃগুঃ প্রোবাচ শঙ্করম্।
বিনষ্টতমসারূঢ়ো মাং ন জানাতি শঙ্করঃ॥ ১৭
নারীসঙ্গমমত্তোঽসৌ যস্মান্মামবমন্যতে।
যোনিলিঙ্গস্বরূপং বৈ রূপং তস্মাদ্ভবিষ্যতি॥ ১৮

অনন্তর ভৃগু রোষসমাকুল হইয়া শঙ্করের উদ্দেশে বলিলেন, তমোগুণে অভিভূত হইয়া শঙ্কর লুপ্তবুদ্ধি হওয়ায় আমাকে জানিতে পারিল না। নারীসঙ্গমে মত্ত হইয়া আমাকে অবমাননা করিল; এই হেতু শিব যোনিলিঙ্গস্বরূপ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। ১৭-১৮

## শিবলিঙ্গ-পতন

ততঃ সৃষ্টিং চিন্তয়তো ব্রহ্মণো মোহিতস্য চ।
বালখিল্যাঃ সমুৎপন্নাস্তপস্তপ্তুং সমাগমন্॥ ১
দিব্যং বর্ষসহস্রং বৈ তেপুস্তে দুশ্চরং তপঃ।
ততঃ কালেন মহতা পার্ব্বতী চ পতিব্রতা॥ ২
তেষাং তপঃ সমালোক্য চাতি দেবী সুদুঃখিতা।
প্রসাদ্য দেবদেবেশং শঙ্করং প্রাহ সুব্রতা॥ ৩
ক্লিশ্যন্তি বালখিল্যাশ্চ প্রসাদার্থং তব প্রভো।
এতেভ্যোঽপি প্রিয়ং দেব বিধিবৎ কুরু সেবয়া॥ ৪
তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যাঃ পিনাকী পরচিন্তকঃ।
প্রোবাচ কান্তে কালজ্ঞ বচনং প্রিয়য়া সহ॥ ৫
ন বেৎসি দেবি তত্ত্বেন ধর্ম্মস্য গহনা গতিঃ।
নৈতে ধর্ম্মং বিজানন্তি যথার্থং ধর্ম্মচারিণঃ।
ন দাস্যামি বরং তেভ্যো যস্মাত্তে মূঢ়বুদ্ধয়ঃ॥ ৬
এতৎ শ্রুত্বাব্রবীদ্দেবী মা মৈবং শংসিতব্রতাঃ॥ ৭

পুরাকালে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার জন্য মোহিত-চিত্তে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে বালখিল্য-সংজ্ঞক ঋষিগণ উৎপন্ন হইয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১। তাঁহারা দিব্য সহস্রবর্ষ দুশ্চর তপস্যা করিলেন। বহুকালের পর পতিব্রতা সুব্রতা পার্ব্বতী দেবী তাঁহাদিগের তপস্যা দর্শনে দুঃখিত হইয়া দেবদেবেশ শঙ্করকে প্রসন্ন করত কহিলেন। ২-৩। হে প্রভো! হে দেব! বালখিল্য ঋষিরা আপনার প্রসন্নতা সাধনার্থ অত্যন্ত তপঃক্লেশ সহ্য করিতেছেন, আপনি উঁহাদিগের সেবা দ্বারা তুষ্ট হইয়া (বরদান দ্বারা) উঁহাদিগের যথাযথ প্রিয়কার্য্য সাধন করুন। ৪।

পরমব্রহ্মচিন্তাকারী পিনাকপাণি দেবীর এই কথা শুনিয়া তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন, হে প্রিয়ে! হে দেবি! তুমি কি ধর্ম্মের গহন গতির বিষয় তত্ত্বতঃ অবগত নহ? এই ধর্ম্মচারী বালখিল্যেরা ধর্ম্মের যাথার্থ্য অবগত নহে, ইহারা মূঢ়মতি; সুতরাং আমি ইহাদিগকে বর প্রদান করিব না। ৫-৬।

এই কথা শুনিয়া দেবী কহিলেন, প্রভো! এরূপ কথা বলিবেন না। এই বালখিল্যগণ সংশিতব্রত। ৭।

ততো রুদ্র উবাচেদং দেবী° দেবঃ স্মিতাননঃ।
তিষ্ঠ ত্বমত্র যাস্যামি যত্রৈতে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৮
ইত্যুক্তা তু ততো দেবী শঙ্করেণ মহাত্মনা।
গচ্ছস্বেত্যাহ মুদিতা ভর্ত্তারং ভুবনেশ্বরী ॥ ৯
যত্র তে মুনয়ঃ সর্ব্বে কাষ্ঠলোষ্ট্রসমাশ্রিতাঃ।
তান্ বিলোক্য ততো দেবো নগ্নঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ ॥ ১০
বনমালাকৃতাপীড়ো যুবা ভিক্ষাকপালভৃৎ।
আশ্রমে পর্য্যটন্ ভিক্ষাং মুনীনাং নিয়তাত্মনাম্।
দেহি ভিক্ষাং ততশ্চোক্ত্বা স আশ্রমাশ্রমং যযৌ ॥ ১১
তং বিলোক্যাশ্রমগতং যোষিতো ব্রহ্মবাদিনাম্।
সকৌতুকস্বভাবেন তস্য রূপেণ মোহিতাঃ।
প্রোচুঃ পরস্পরং কার্য্যমস্তি পশ্যাম ভিক্ষুকম্ ॥ ১২
পরস্পরমিতি চোক্ত্বা গৃহ্য মূলফলং বহু।
গৃহাণ ভিক্ষামূচুস্তাস্ত- দেবং মুনিযোষিতঃ।
তস্যৈ দত্ত্বৈব তাং ভিক্ষাং পপ্রচ্ছুস্তাঃ স্মরাতুরাঃ ॥ ১৩

নার্য্য উচুঃ।

কোঽসৌ নাম ব্রতবিধিস্ত্বয়া তাপস সেব্যতে।
যত্র নগ্নেন লিঙ্গেন বনমালাবিভূষিতঃ।
ভবান্ বৈ তাপসো হৃদ্যো হৃদ্যা স্মো যদি মন্যসে ॥ ১৪
ইত্যুক্তস্তাপসস্তাভিঃ প্রোবাচ হসিতাননঃ।
ইদং মম ব্রতং কিঞ্চিন্ন রহস্যং প্রকাশ্যতে ॥ ১৫

তখন দেবদেব মহাদেব সহাস্যমুখে দেবীকে কহিলেন, তুমি এই স্থানে অপেক্ষা কর। বাল-খিল্য মুনিসকলেরা যেখানে বসিয়াছেন, আমি তথায় যাইতেছি। ৮।

দেবী ভুবনেশ্বরী মহাত্মা শঙ্কর কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পতিকে কহিলেন, তাই গমন কর। ৯।

অনন্তর বালখিল্যেরা কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি আশ্রয়পূর্ব্বক যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, মহাদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উলঙ্গ পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ১০। এই পুরুষ যুবা, বনমালায় সমলঙ্কৃত এবং হস্তে ভিক্ষাকপাল ধারণ করিতেছেন। নিয়তাত্মা মুনিগণের আশ্রমে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে বালখিল্যদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন, ভিক্ষা দেও। ১১। ব্রহ্মবাদী বালখিল্যগণের রমণীরা ঐ ভিক্ষুকে আশ্রমে উপস্থিত দেখিয়া তদীয় রূপদর্শনে বিমোহিত হইলেন এবং সকৌতুকে পরস্পর বলিতে লাগিলেন, চল, আমরা এই ভিক্ষুকে দর্শন করি, বিশেষ প্রয়োজন আছে। ১২।

রমণীরা পরস্পর এই কথা বলিয়া ভূরিপরিমিত ফলমূল গ্রহণ করত দেবদেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, এই ভিক্ষা গ্রহণ কর। এই বলিয়া মুনিপত্নীরা কামা-তুরা হইয়া মহাদেবকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৩।

রমণীগণ কহিলেন, হে তাপস! তুমি এই যে ব্রত ধারণ করিয়াছ, এ ব্রতের নাম কি? তুমি উলঙ্গ অবস্থায় বনমালামণ্ডিত হইয়া রহিয়াছ। তুমি রমণীয়দর্শন। যদি তুমি অনুমতি কর, আমরাও তোমার ন্যায় (উলঙ্গ হইয়া) ঐ প্রকার রমণীয়-দর্শন হই। ১৪।

তাপসবেশী মহাদেব রমণীগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, আমার এই ব্রত তাদৃশ গোপনীয় নহে, আমি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। যে স্থানে

পুর্বন্তি বহবো যত্র তত্র তত্র ন শিষ্যতে।
তস্য ব্রতস্য সুভগা ইতি মত্বাগমিষ্যাথ ॥ ১৬
এবমুক্তাস্তদা তেন তাঃ প্রত্যুচুস্তদা মুনিম্।
ততোঽহত্বেত্য গমিষ্যামো মুনে নঃ কৌতুকং মহৎ ॥ ১৭
ইত্যুক্ত্বা তাস্তদাতীব জগৃহুঃ পাণিপল্লবৈঃ।
কাচিচ্চকর্ষ বাহুভ্যাং কাচিৎ কামপরা তথা ॥ ১৮
জানুভ্যামপরা নাভ্যাং কচেষু ললনাপরা।
অপরা তু কটীবন্ধে চাপরা পাদয়োরপি ॥ ১৯
ক্ষোভং বিলোক্য মুনয় আশ্রমেষু স্বযোষিতাম্।
হন্তৈতামিতি সংভাষ্য কাষ্ঠপাষাণপাণয়ঃ ॥ ২০
পাতয়ন্তি স্ম দেবস্য লিঙ্গমুদ্বৃদ্ধ্য ভীষণম্ ॥ ২১
পাতিতে তু ততো লিঙ্গে গতেঽন্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ।
দেব্যা স ভগবান্ রুদ্রঃ কৈলাসং নগমাশ্রিতঃ ॥ ২২
পতিতে দেবদেবস্য লিঙ্গে নষ্টে চরাচরে।
ক্ষোভো বভূব সুমহানৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ২৩
উবাচৈকো মুনিবরস্তত্র বুদ্ধিমতাং বরঃ।
বিবিক্তিং শরণং যামঃ স হি জানাতি চেষ্টিতম্ ॥ ২৪
এবমুক্তা সর্ব্ব এব ঋষয়ো লজ্জিতা ভৃশম্।
ব্রহ্মণঃ সদনং জগ্মুর্দেবৈঃ সহ নিষেবিতম্ ॥ ২৫

ঋষয় উচুঃ।

অজ্ঞানাচ্চ কৃতং ব্রহ্মন্নস্মাভিজ্ঞানদুর্ব্বলৈঃ।
তস্যোপশমনে যত্নং কুরু সর্ব্বোপকারক ॥ ২৬

বহুলোকের অবস্থিতি, তথায় উহা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। হে সুভগা রমণীগণ! যদি তোমাদের অভিলাষ হয়, আমার সহিত আইস (নির্জ্জনে গমন করি)। ১৫-১৬।

ভিক্ষু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া রমণীরা সেই মুনিবেশী মহেশ্বরকে কহিলেন, হে মুনে! আমরা তোমার সহিত গমন করিব, আমাদিগের মহৎ কৌতূহল জন্মিয়াছে। ১৭।

রমণীরা এই কথা শুনিয়া করপল্লব দ্বারা দৃঢ়রূপে মহেশ্বরের অঙ্গ ধারণ করিলেন। কেহ কেহ বাহুদ্বয় দ্বারা তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ বা কামার্ত্তা হইয়া জানুদ্বয় দ্বারা ধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ নাভিপ্রদেশে, কেহ কেহ কেশপাশে, কেহ বা কটিবন্ধে এবং কোন রমণী বা পাদদ্বয়ে ধারণপূর্ব্বক নিজ নিজ অভিমুখে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮-১৯।

তখন বালখিল্য ঋষিরা আশ্রমমধ্যস্থ স্ব স্ব রমণীগণের এই প্রকার বিক্ষোভ দর্শনে কাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতি লইয়া 'ইহাকে বধ কর' এই কথা বলিতে বলিতে শিবের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ২০। নারী-সংস্পর্শ হেতু মহেশ্বরের লিঙ্গ উদ্‌বুদ্ধ ও ভীষণাকার হইয়াছিল। বালখিল্যেরা প্রহার করাতে তৎক্ষণাৎ তাহা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। ভগবান্ মহেশ্বরও তিরোহিত হইয়া কৈলাসশিখরে দেবীসকাশে প্রস্থান করিলেন। ২১-২২। দেবদেবের লিঙ্গ পতিত হইবামাত্র চরাচর জগৎ নষ্টপ্রায় হইয়া উঠিল, ভাবিতাত্মা ঋষিগণের মধ্যে সুমহান্ বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। ২৩। মহাবুদ্ধি জনৈক ঋষি কহিলেন, চল, আমরা যাইয়া ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করি, তিনিই এই ব্যাপার বুঝিতে পারিবেন। ২৪। যাবতীয় ঋষিরা এইরূপ অভিহিত হইয়া অতীব লজ্জিত হইলেন এবং দেবগণাধ্যুষিত ব্রহ্মসদনে উপস্থিত হইলেন। ২৫।

ঋষিগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে সর্ব্বোপকারক! আমরা জ্ঞানদুর্ব্বল; অজ্ঞানবশে যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, আপনি তাহার প্রশমনবিষয়ে যত্ন করুন। ২৬।

ব্রহ্মোবাচ।

গচ্ছামঃ শরণং দেবং শূলপাণিং ত্রিলোচনম্।
প্রসাদাদ্দেবদেবস্য ভবিষ্যথ যথা পুরা॥ ২৭
ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মণা সার্দ্ধং কৈলাসং গিরিমুত্তমম্।
দদৃশুস্তে সমাসীনমুময়া সহিতং হরম্॥ ২৮
ততঃ স্তোতুং সমারেভে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অনন্তায় নমস্তুভ্যং বরদায় পিনাকিনে॥ ২৯
এবং স্তুতো মহাদেবো ব্রহ্মণা ঋষিভিস্তথা।
উবাচ মাং মা ব্রজতু লিঙ্গং ভোঃ পুরবৎ পুনঃ॥ ৩০
ক্রিয়তাং মদ্বচঃ শীঘ্রং যেন মে প্রীতিরুত্তমা।
ভবিষ্যতি প্রকৃষ্টা বা লিঙ্গস্যাত্র ন সংশয়ঃ॥ ৩১
যে লিঙ্গং পূজয়িষ্যন্তি মম ভক্তিসমাশ্রিতাঃ।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিৎ ভবিষ্যতি হিতং ফলম্॥

## লিঙ্গে শঙ্করের পূজার কারণ

ঋষয় ঊচুঃ।

কথং লিঙ্গমভূল্লিঙ্গে সমভ্যচ্চাশ্চ শঙ্করঃ।
কিং লিঙ্গং কস্তথা লিঙ্গী সূত বক্তুমিহার্হসি॥ ১

লোমহর্ষণ উবাচ।

এবং দেবাশ্চ ঋষয়ঃ প্রণিপত্য পিতামহম্।
অপৃচ্ছন্ ভগবন্ লিঙ্গং কথমাসীদিতি স্বয়ম্॥ ২

ব্রহ্মা কহিলেন, চল, আমরা সেই শূলপাণি ত্রিনয়ন দেব মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি। সেই দেবদেবের প্রসাদে পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ২৭।

বিধি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বালখিল্যগণ তাঁহার সহিত অনুত্তম কৈলাসাচলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাদেব উমার সহিত তথায় সমাসীন রহিয়াছেন। ২৮। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা মহেশ্বরকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তুমি অনন্ত, তুমি বরদাতা, তুমি পিনাকী, তোমাকে নমস্কার। ২৯।

ব্রহ্মা ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া মহাদেব কহিলেন, আমার এই লিঙ্গ আর পুনরায় আমার নিকট উপস্থিত হইবে না। এ সম্বন্ধে আশু আমার কথামত কার্য্য কর, তাহা হইলেই আমার এবং মদীয় লিঙ্গের পরম প্রীতি সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। ৩০।৩১। যাহারা ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার এই লিঙ্গের পূজা করিবে, সংসারে তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ থাকিবে না এবং তাহাতেই জগতের হিতসাধন হইবে। ৩২।

ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত। কি প্রকারে লিঙ্গের উৎপত্তি হয়, কেনই বা লিঙ্গে মহেশ্বরের অর্চ্চনা হইয়া থাকে, লিঙ্গ কি, লিঙ্গীই বা কে, এই সমস্ত বর্ণন কর। ১

লোমহর্ষণ কহিলেন, হে মুনিগণ। আপনারা মৎসকাশে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পুরাকালে সুরগণ ও ঋষিগণও ব্রহ্মাকে প্রণিপাত পুরঃসর ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

লিঙ্গে মহেশ্বরো রুদ্রঃ সমভ্যর্চ্চ্যঃ কথন্বিতি।
কিং লিঙ্গং কস্তথা লিঙ্গী স চাপাহ পিতামহঃ ॥

পিতামহ উবাচ।

প্রধানং লিঙ্গমাখ্যাতং লিঙ্গী চ পরমেশ্বরঃ।
রক্ষার্থমম্বুধৌ মহ্যং বিষ্ণোশ্চাসীৎ সুরোত্তমাঃ॥ ৪
বৈমানিকে গতে সর্গে জনলোকং সহর্ষিভিঃ।
স্থিতিকালে চ সম্পূর্ণে ততঃ প্রত্যাহৃতে তথা ॥ ৫
চতুর্যুগসহস্রান্তে সত্যলোকং গতে সুরাঃ।
বিনাধিপত্যং সমতাং গতেঽন্তে ব্রহ্মণো মম ॥ ৬
শুষ্কে চ স্থাবরে সর্বে অনাবৃষ্ট্যা চ সর্বতঃ।
পশবো মানুষা যক্ষাঃ পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ।
গন্ধর্ব্বাদ্যাঃ ক্রমেণৈব নির্দগ্ধা ভানুভানুভিঃ ॥ ৭
একার্ণবে মহাঘোরে তমোভূতে সমন্ততঃ।
সুষ্বাপাম্ভসি যোগাত্মা নির্ম্মলো নিরুপপ্লবঃ ॥ ৮
সহস্রশীর্ষা বিশ্বাত্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রবাহুঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বদেবভবোদ্ভবঃ ॥ ৯
হিরণ্যগর্ভো রজসা তমসা শঙ্করঃ স্বয়ম।
সত্ত্বেন সর্বগো বিষ্ণুঃ সর্বাত্মত্বে মহেশ্বরঃ ॥ ১০
কালাত্মা কালনাভস্তু শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ নির্গুণঃ।
নারায়ণো মহাবাহুঃ সর্ব্বাত্মা সদসন্ময়ঃ ॥ ১১
তথাভূতমহং দৃষ্ট্বা শয়ানং পঙ্কজেক্ষণম্।
মায়য়া মোহিতস্তস্য তমবোচমমর্ষিতঃ ॥ ১২

তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে ভগবন্! পূর্ব্বে কি প্রকারে লিঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছিল, কি জন্যই বা লিঙ্গের উপর মহেশ্বরের অর্চ্চনা হয়, অধিকন্তু লিঙ্গই বা কি এবং লিঙ্গীই বা কে, তাহা কীর্ত্তন করুন। এই কথা শুনিয়া পিতামহ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২-৩

পিতামহ কহিলেন, হে সুরসত্তমগণ! প্রকৃতিই লিঙ্গ এবং পরব্রহ্মই লিঙ্গী নামে অভিহিত। পূর্ব্বে (প্রলয়কালে) আমার ও বিষ্ণুর রক্ষার্থে সমুদ্রে লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল। ৪। যখন স্থিতিকাল পূর্ণ ও প্রলয়সময় আগত হইল, তখন ত্রিভুবন বিনষ্ট হইল, সুরবৃন্দ ও মহর্ষিগণ জনলোকে প্রস্থান করিলেন। ৫। তাঁহারা সে স্থানেও সন্তপ্ত হইয়া চতুর্যুগসহস্রের শেষে সত্যলোকে প্রস্থান করিলেন। আমি ব্রহ্মা, আমার তখন সায়ংকাল উপস্থিত; সুতরাং সে দিনের আধিপত্যেরও শেষ হইল। ৬। এ দিকে সর্ব্বত্র অনাবৃষ্টি নিবন্ধন চরাচর সমস্ত বস্তু শুষ্ক হইতে লাগিল; পশুসকল, মানবগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসকুল, পিশাচগণ ও গন্ধর্ব্বসকল ক্রমে ক্রমে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে নির্দ্দগ্ধ হইল। ৭। ক্রমে চারিদিক ও একার্ণব মহাঘোর-তিমিরজালে আবৃত হইলে সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, সহস্রবাহু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদেবভবোদ্ভব, বিশ্বাত্মা, নির্ম্মল, নিরুপপ্লব বিষ্ণু যোগনিদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রলয়পয়োধিসলিলে শয়ান হইলেন। ৮-৯। তৎকালে হিরণ্যগর্ভ রজোগুণে পরিপূর্ণ, স্বয়ং মহেশ্বর তমোগুণে পূর্ণ এবং সর্ব্বগ বিষ্ণু সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ রহিলেন। অধিকন্তু শঙ্কর স্বয়ং সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপে অবস্থিত রহিলেন। ১০। মহাভুজ বিষ্ণুই কালাত্মস্বরূপ। তিনিই স্বর্ণাভ, তিনিই শ্বেত, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই নির্গুণ, তিনিই সর্ব্বশক্তিশালী নারায়ণ, তিনিই সর্ব্বাত্মা এবং তিনিই সদসৎস্বরূপ। ১১। আমি তাদৃশ কমলনয়ন বিষ্ণুকে প্রলয়সাগরগর্ভে শয়ান দেখিয়া তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া

কস্ত্বং বদেতি হস্তেন সমুত্থাপ্য সনাতনম্ ॥ ১৩
তদা হস্তপ্রহারেণ তীব্রেণ সুদৃঢ়েন চ।
প্রবুদ্ধোঽহীন্দ্রশয়নাৎ সমাসীনঃ ক্ষণং বশী ॥ ১৪
দদর্শ নিদ্রাবিক্লিন্ননীরজামললোচনঃ।
মামগ্রে সংস্থিতং ভাসাধ্যাসিতো ভগবান্ হরিঃ ॥ ১৫
আহ চোত্থায় ভগবান্ হসন্ মাং মধুরং সকৃৎ।
স্বাগতং স্বাগতং বৎস পিতামহ মহাদ্যুতে ॥ ১৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স্মিতপূর্ব্বং সুরর্ষভাঃ।
রজসা বদ্ধবৈরশ্চ তমবোচং জনার্দ্দনম্ ॥ ১৭
ভাষসে বৎস বৎসেতি সর্গসংহারকারণম্।
মামিহান্তঃস্মিতং কৃত্বা গুরুঃ শিষ্যমিবানঘ ॥ ১৮
কর্ত্তারং জগতাং সাক্ষাৎ প্রকৃতেশ্চ প্রবর্ত্তকম্।
সনাতনমজং বিষ্ণুং বিরিঞ্চিং বিশ্বসম্ভবম্ ॥ ১৯
বিশ্বাত্মানং বিধাতারং স্রষ্টারং পঙ্কজেক্ষণম্।
কিমর্থং ভাষসে মোহাৎ বক্তুমর্হসি সত্বরম্ ॥ ২০
সোঽপি মামাহ জগতাং কর্ত্তাহমিতি লোকয়।
ভর্ত্তা হর্ত্তা ভবানঙ্গাদবতীর্ণো মমাব্যয়াৎ ॥ ২১
বিস্মৃতোঽসি জগন্নাথং নারায়ণমনাময়ম্।
পুরুষং পরমাত্মানং পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্ ॥ ২২
বিষ্ণুমচ্যুতমীশানং বিশ্বস্য প্রভবোদ্ভবম্।
তবাপরাধো নাস্ত্যত্র মম মায়াকৃতং ত্বিদম্ ॥ ২৩
শৃণু সত্যং চতুর্ব্বক্ত্র সর্ব্বদেবেশ্বরো হ্যহম্।
কর্ত্তা নেতা চ হর্ত্তা চ ন মমাস্তি সমো বিভুঃ ॥ ২৪

অনন্তরে বলিলাম, তুমি কে, বল? পরে সেই সনাতন পুরুষের অঙ্গে হস্তস্পর্শ দ্বারা জাগরিত করিবার চেষ্টা করিলাম। ১২-১৩। আমার তীব্র ও কঠোর হস্তপ্রহারে জাগরিত হইয়া অমলকমলনয়ন বিষ্ণু শেষশয্যার উপর ক্ষণকাল উপবিষ্ট হইয়া নিদ্রাজড়িত নেত্রে দৃষ্টিক্ষেপ করিবামাত্র আমাকে দেখিতে পাইলেন। আমাকে পুরোভাগে সংস্থিত দেখিয়া ভগবান্ হরি গাত্রোত্থান করিলেন এবং সহাস্যবদনে মিষ্টবচনে বলিলেন, 'বৎস মহাদ্যুতে পিতামহ! তোমার মঙ্গল ত? তোমার কুশল ত?' ১৪-১৬।

হে সুরসত্তমগণ! হরির হাস্যপূর্ণ এই কথা শুনিয়া রজোগুণে বদ্ধবৈর হইয়া আমি কহিলাম, 'আমি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা, তুমি আমাকে বৎস বৎস বলিয়া সম্বোধন করিতেছ কেন? গুরু যেরূপ শিষ্যসকাশে ঈষদ্ধাস্য সংকারে কথা বলেন, তুমি কেন আমার নিকট তদ্রূপ বাক্য বলিতেছ? ১৭-১৮। আমি সাক্ষাৎ জগতের কর্ত্তা, আমিই প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক, আমি সনাতন পুরুষ, আমি অজ, আমি বিষ্ণু, আমি বিরিঞ্চি, আমিই বিশ্বসম্ভব, আমিই বিশ্বাত্মা, আমিই বিধাতা, আমিই স্রষ্টা, আমিই পদ্মপলাশলোচন। তুমি কেন মোহবশে আমাকে এরূপ সম্বোধন করিলে, শীঘ্র বল'। ১৯-২০।

তখন বিষ্ণুও আমাকে বলিলেন, দেখ, আমিই জগতের কর্ত্তা, ভর্ত্তা ও হর্ত্তা; তুমি আমারই অব্যয় অঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়াছ। ২১। আমিই যে জগন্নাথ, আমিই যে অনাময় নারায়ণ, আমিই যে পরমপুরুষ পরমাত্মা পুরুহূত পুরুষ্টুত বিষ্ণু, আমিই যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, অচ্যুত, ঈশান, তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? অথবা ইহাতে তোমার কোন অপরাধ নাই, আমার মায়াপ্রভাবেই এ সকল ঘটিয়াছে। ২২-২৩। হে চতুরানন! আমি সত্য কথা

অহমেব পরং ব্রহ্ম পরতত্ত্বং পিতামহ।
অহমেব পরং জ্যোতিঃ পরমাত্মা ত্বহং বিভুঃ ॥ ২৫
যদ্‌যদ্‌দৃষ্টং শ্রুতং সর্ব্বং জগত্যস্মিংশ্চরাচরম্।
তত্তদ্বিদ্ধি চতুর্ব্বক্ত্র সর্ব্বং মন্ময়মিত্যথ ॥ ২৬
ময়া সৃষ্টং পুরাব্যক্তং চতুর্বিংশতিতত্ত্বকম্।
নিত্যান্তে হ্যণবো বদ্ধাঃ সৃষ্টাঃ ক্রোধোদ্ভবাদয়ঃ ॥
প্রসাদাদ্ধি ভবানণ্ডান্যনেকানীহ লীলয়া।
সৃষ্টা বুদ্ধির্ময়া তস্যামহঙ্কারস্ত্রিধা ততঃ ॥ ২৮
তন্মাত্রপঞ্চকং তস্মান্মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়াণি চ।
আকাশাদীনি ভূতানি ভৌতিকানি চ লীলয়া ॥ ২
ইত্যুক্তবতি তস্মিংশ্চ ময়ি চাপি বদংস্তথা।
আবয়োশ্চাভবদ্‌যুদ্ধং ঘোরং রোমহর্ষণম্ ॥ ৩০
প্রলয়ার্ণবমধ্যে তু রজসা বদ্ধবৈরয়োঃ।
এতস্মিন্নন্তরে লিঙ্গমভবচ্চাবয়োঃ পুরঃ ॥ ৩১
বিবাদশমনার্থং হি প্রবোধার্থঞ্চ ভাস্বরম্।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং কালানলশতোপমম্ ॥ ৩২
ক্ষয়বৃদ্ধিবিনির্ম্মুক্তমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্।
অনৌপম্যমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং বিশ্বসম্ভবম্ ॥ ৩৩
তস্য জ্বালাসহস্রেণ মোহিতো ভগবান্ হরিঃ।
মোহিতং প্রাহ মামত্র কিমর্থং স্পর্দ্ধসেঽধুনা ॥ ৩৪

বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমিই অখিল সুরবৃন্দের ঈশ্বর, আমিই কর্ত্তা, নেতা ও হর্ত্তা। আমার তুল্য কিন্তু কেহই নাই। ২৪। হে পিতামহ। আমিই পরমব্রহ্ম ও পরমতত্ত্ব, আমিই পরমজ্যোতিঃ, আমিই পরমাত্মা এবং আমিই বিভু অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী। ২৫। হে চতুর্ম্মুখ! এই জগতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, সমস্তই মন্ময় জানিবে। ২৬। পূর্ব্বে আমা হইতেই এই চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বাত্মক অব্যক্ত সৃষ্ট হইয়াছে; যাবতীয় সৃষ্টবস্তু সতত পরস্পর সংবদ্ধ। তৎপরে মদীয় ক্রোধ হইতে দৈত্যদানবাদির সৃষ্টি হইয়াছে। ২৭। আমার প্রসাদেই তোমার এবং ব্রহ্মাণ্ডসমূহের উদ্ভব হইয়াছে। আমি প্রথমে বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করি; তাহা হইতেই অহঙ্কার সমুৎপন্ন হয়। সেই অহঙ্কার আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের (শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র) সৃষ্টি হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠেন্দ্রিয় মন উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ পঞ্চতন্মাত্র হইতেই যথাক্রমে আকাশাদি (আকাশ, অনিল, অনল, জল, ক্ষিতি) পঞ্চভূত সমুৎপন্ন হয়। আমার লীলাবশেই এই সকল সৃষ্টি হইয়াছে। ২৮-২৯।

বিষ্ণু এবং আমি এই প্রকার বাদানুবাদ করিতে করিতে আমাদিগের উভয়ের মধ্যে রোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিল। ৩০। এইরূপে রজোগুণ নিবন্ধন প্রলয়ার্ণবমধ্যে আমাদিগের উভয়ের শত্রুতা সংঘটিত হইল। ৩১। ইত্যবসরে আমাদিগের উভয়ের পুরোভাগে একটি লিঙ্গের আবির্ভাব হইল। আমাদিগের উভয়ের বিবাদপ্রশমনার্থ ও প্রবোধনার্থ ঐ ভাস্বর লিঙ্গের আবির্ভাব। ঐ লিঙ্গ শতকালাগ্নি সদৃশ, জ্বালামালাসহস্রসমাকুল, ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত, আদিমধ্যান্ত বর্জ্জিত, উপমারহিত, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত ও বিশ্বের আদিকারণ। ৩২-৩৩। উহার সহস্র শিখামালায় ভগবান্ হরি বিমোহিত হইয়া পড়িলেন এবং বিমুগ্ধ আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ‘এখন আর কেন তুমি স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিতেছ? ঐ দেখ, পুরোভাগে আর এক

আগতোঽত্র তৃতীয়োঽপি তিষ্ঠতাং যুদ্ধমাবয়োঃ।
কুত এবাত্র সম্ভূতং পরীক্ষাবোঽগ্নিসম্ভবম্॥ ৩৫
অধো গমিষ্যামানলস্তম্ভস্যানুপমস্য চ।
ভবানূর্দ্ধং প্রযত্নেন গন্তুমর্হতি সত্বরম্॥ ৩৬
হংসরূপং ত্বয়া ধার্য্যং বারাহঞ্চ ময়া পুনঃ।
এবং ব্যাহৃত্য বিশ্বাত্মা স্বরূপমকরোত্তদা।
বারাহমহমপ্যাশু হংসত্বং প্রাপ্তবান্ সুরাঃ॥ ৩৭
তদা প্রভৃতি মামাহুর্হংসহংসবিরাড়িতি।
হংসহংসেতি যো ব্রূয়াৎ হংসঃ সোঽহং ভবিষ্যতি॥ ৩৮
সুশ্বেতো হ্যনলাক্ষশ্চ বিশ্বতঃ পক্ষসংযুতঃ।
মনোঽনিলজবো ভূত্বা গতোঽহং চোর্দ্ধতঃ সুরাঃ॥ ৩৯
নারায়ণোঽপি বিশ্বাত্মা নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণমায়তং শতযোজনম্॥ ৪০
মেরুপর্ব্বতবর্ষ্মাণং গৌরতীক্ষ্ণাগ্রদংষ্ট্রিণম্।
কালাদিত্যসমাভাসং দীর্ঘঘোণং মহাস্বনম্॥ ৪১
হ্রস্বপাদং বিচিত্রাঙ্গং জৈত্রং দৃঢ়মনুত্তমম্।
বারাহমমিতং রূপমাস্থায় গতবানধঃ॥ ৪২
এবং বর্ষসহস্রন্তু ত্বরন্ বিষ্ণুরধোগতঃ।
নাপশ্যদল্পমপ্যস্য মূলং লিঙ্গস্য শূকরঃ॥ ৪৩
তাবৎকালং গতো হ্যূর্দ্ধমহমপ্যরিসূদনাঃ।
সত্বরং সর্ব্বযত্নেন তস্যান্তং জ্ঞাতুমিচ্ছয়া॥ ৪৪
শ্রান্তো ন দৃষ্ট্বা তস্যান্তমহং কালাদধোগতঃ॥ ৪৫
তথৈব ভগবান্ বিষ্ণুঃ শ্রান্তঃ সংত্রস্তলোচনঃ।
সর্ব্বদেবভবস্তূর্ণমুত্থিতঃ স মহাবপুঃ॥ ৪৬

তৃতীয় বস্তু উপস্থিত। এখন আমাদিগের সংগ্রাম স্থগিত থাকুক। বহ্নির তুল্য তেজোরাশি-সমাকুল এই পদার্থ কোন্ স্থান হইতে প্রাদুর্ভূত হইল, আইস, তাহা পরীক্ষা করি। আমি এই উপমারহিত অগ্নিস্তম্ভের নিম্নদেশে যাই আর তুমি যত্নবান্ হইয়া আশু ঊর্দ্ধভাগে গমন কর। তুমি হংসরূপ ধারণ কর, আমিও বরাহরূপী হই।' বিশ্বাত্মা হরি এই কথা বলিয়াই আশু বরাহরূপ ধারণ করিলেন, আমিও হংসরূপী হইলাম। ৩৪-৩৭। তদবধি আমি 'হংসবিরাট্' ও 'হংস' নামে অভিহিত হইয়াছি। যে ব্যক্তি হংস হংস উচ্চারণ করেন, তিনি হংস অথবা সোঽহংস্বরূপ হন। ৩৮। হে দেবগণ। আমি মনোহর শুক্লবর্ণ, অনলবৎ উজ্জ্বলনেত্রযুক্ত, সমন্তাৎ পক্ষযুক্ত হংসরূপী হইয়া বায়ু ও মনোবৎ বেগে ঊর্দ্ধদিকে প্রধাবিত হইলাম। ৩৯। বিশ্বাত্মা নারায়ণও নীলাঞ্জনচয়োপম, দশযোজনবিস্তীর্ণ, শতযোজনায়ত, মেরুগিরিতুল্য, শ্বেতবর্ণ, তীক্ষ্ণাগ্র দশনবিশিষ্ট, প্রলয়কালীন সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান্, দীর্ঘনাসাসম্পন্ন, হ্রস্বচরণচতুষ্টয়বিশিষ্ট বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক মহাশব্দে পাতালদিগভিমুখে প্রস্থান করিলেন, সেই বরাহরূপীর দেহ অতি বিচিত্র, উপমারহিত, দৃঢ় ও জয়শীল। ৪০-৪২। এই প্রকারে হরি সহস্রবর্ষ যাবৎ মহাবেগ সহকারে অধোভাগে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু বরাহরূপী সেই বিষ্ণু কোনমতেই উপস্থিত লিঙ্গের মূল দর্শনে সমর্থ হইলেন না। ৪৩।

হে অরিনিসূদন সুরবৃন্দ! আমিও এক সহস্রবর্ষ যাবৎ ঐ লিঙ্গের শেষ দর্শনার্থ যত্নসহকারে মহাবেগে ঊর্দ্ধভাগে গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু লিঙ্গের শেষ না পাইয়া বহুদিন পরে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া অধোভাগে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। ৪৪-৪৫। মহাবপু মহামনা বিষ্ণুও

সমাগতো ময়া সার্দ্ধং প্রণিপত্য মহামনাঃ।
মায়য়া মোহিতঃ শম্ভোস্তস্থৌ সংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭
পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতশ্চৈব চাগ্রতঃ পরমেশ্বরম্।
প্রণিপত্য ময়া সার্দ্ধং সস্মার কিমিদন্ত্বিতি ॥ ৪৮
অনির্দ্দেশ্যঞ্চ তদ্রূপং অনাম কর্ম্মবর্জ্জিতম্।
অলিঙ্গং লিঙ্গতাং প্রাপ্তং ধ্যানমার্গেঽপ্যগোচরম্ ॥ ৪৯
স্বস্থং চিত্তং তদা কৃত্বা নমস্কারপরায়ণো।
জানীমাবো ন তে রূপং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে
এবমব্দশতং যাতং নমস্কারং প্রকুর্ব্বতোঃ।
তদা সমভবত্তত্র নাদো বৈ শব্দলক্ষণঃ ॥ ৫১
ওম্ ওমিতি সুরশ্রেষ্ঠা সুব্যক্তঃ প্লুতলক্ষণঃ।
কিমিদন্ত্বিতি সঞ্চিন্ত্য ময়া তিষ্ঠন্ মহাস্বনম্ ॥ ৫২
যস্মাচ্ছব্দঃ সমুদ্ভূতস্তস্মৈ তুভ্যং নমোঽস্তু তে ॥ ৫৩
লিঙ্গস্য দক্ষিণে ভাগে তদাপশ্যৎ সনাতনম্।
আদ্যং বর্ণমকারন্তু উকারঞ্চোত্তরে ততঃ ॥ ৫৪
মকারং মধ্যতশ্চৈব নাদান্তং তস্য চোমিতি।
সূর্য্যমণ্ডলবদ্ দৃষ্ট্বা বর্ণমাদ্যন্তু দক্ষিণে ॥ ৫৫
উত্তরে পাবকপ্রখ্যমুকারং পুরুষর্ষভ।
শীতাংশুমণ্ডলপ্রখ্যং মকারং তস্য মধ্যতঃ ॥ ৫৬
তস্যোপরি তদাপশ্যৎ শুদ্ধস্ফটিকবৎ প্রভুম্।
তুরীয়াতীতমমৃতং নিষ্কলং নিরুপপ্লবম্ ॥ ৫৭

শ্রান্তক্লান্ত ও সভ্রান্তনেত্র হইয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমার সহিত সমবেত হইয়া ঐ অদ্ভুত লিঙ্গকে প্রণতিপুরঃসর দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি মহাদেবের মায়ায় বিমুগ্ধ ও অতীব সংবিগ্ন-চিত্ত ছিলেন, কাজেই আমার সহিত মিলিত হইয়া সেই লিঙ্গের পশ্চাদ্ভাগে, পার্শ্বে ও পুরোভাগে বার বার প্রণতিপুরঃসর বিস্ময়াকুলচিত্তে 'ইহা কি, ইহা কি' এই প্রকার চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৬।৪৮। তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, 'দেখা যাইতেছে, ইহা অনির্দ্দেশ্য ও নামকর্ম্মবর্জ্জিত, ইহা ধ্যানেরও অবিষয়, ইহা অলিঙ্গ হইয়াও লিঙ্গরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।' ৪৯

তদনন্তর বিষ্ণু ও আমি উভয়ে চিত্ত স্থির করিয়া বার বার প্রণতিপুরঃসর বলিলাম, 'আমরা তোমার স্বরূপ জানি না। তুমি যে-ই হও, তোমাকে প্রণাম করি।' এই ভাবে প্রণাম করিতে করিতে আমরা এক শত বর্ষ অতিবাহিত করিলাম। তখন সেই লিঙ্গ হইতে একটি অব্যক্ত ধ্বনি সমুত্থিত হইল। যখন ঐ ধ্বনির মধ্যস্থ শব্দ লক্ষিত হইল, তখন উহার স্বরূপ কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলাম। তৎপরে সম্যক্‌রূপে এইটি বুঝিতে পারা গেল যে, সুব্যক্ত পরিষ্কারভাবে 'ওঁ ওঁ' শব্দ উচ্চারিত হইতেছে। তখন বিষ্ণু ও আমি উভয়ে 'এ কি! এ কি! এ শব্দ কি! এ শব্দ কি!' এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে দাঁড়াইলাম এবং বলিলাম, 'যাহা হইতে এই মহানাদ প্রাদুর্ভূত হইল, তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।' ৫০।৫৩।

তদনন্তর দৃষ্ট হইল, লিঙ্গের দক্ষিণভাগে সনাতন আদিবর্ণ অ, উত্তরভাগে উ, মধ্যভাগে ম, তদুপরি বিন্দু এবং তদুপরি তৎসমস্তের সমবায়স্বরূপ 'ওঁ' বিরাজিত রহিয়াছে। লিঙ্গের দক্ষিণভাগস্থ অকার আদিত্যমণ্ডলবৎ, উত্তরভাগস্থ উকার অগ্নিবৎ এবং মধ্যভাগস্থ মকার শশাঙ্কবৎ তেজঃসম্পন্ন; ইহা তুরীয়, কাজেই গুণত্রয়াতীত, অমৃতস্বরূপ, নিষ্কল, নিরুপপ্লব, নির্দ্বন্দ্ব, একমাত্র, বাহ্যভাগ ও অভ্যন্তরভাগবর্জ্জিত, বাহ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থিত, বাহ্যাভ্যন্তরস্বরূপ,

নিগ্র ন্থং কেবলং শূন্যং বাহ্যাভ্যন্তরবর্জ্জিতম্।
সবাহ্যাভ্যন্তরঞ্চৈব সবাহ্যাভ্যন্তরবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৮
আদিমধ্যান্তরহিতমানন্দস্যাপি কারণম্।
মাত্রাস্তিস্রস্ত্বর্দ্ধমাত্রং নাদাখ্যং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ৫৯
ঋগ্‌যজুঃসামবেদা বৈ মাত্রারূপেণ মাধবং।
বেদশব্দেভ্য এবেশং বিশ্বাত্মানমচিন্তয়ৎ ॥ ৬০
তদাভবদৃষির্বেদ ঋষেঃ সারতমং শুভম্।
তেনৈব ঋষিণা বিষ্ণুর্জ্ঞাতবান্ পরমেশ্বরম্ ॥ ৬১

বেদ উবাচ।

অচিন্ত্যা রহিতো রুদ্রো বাচো যস্মান্মনসা সহ।
অপ্রাপ্য তং নিবর্ত্তন্তে বাচ্যস্ত্বেকাক্ষরেণ সঃ ॥ ৬২
একাক্ষরেণ তদ্বাচ্যমৃতং পরমকারণম্।
সত্যমানন্দমমৃতং পরং ব্রহ্ম পরাৎপরম্ ॥ ৬৩
একাক্ষরাদকারাখ্যো ভগবান্ কনকাণ্ডজঃ।
একাক্ষরাদুকারাখ্যো হরিঃ পরমকারণম্ ॥ ৬৪
একাক্ষরান্মকারাখ্যো ভগবান্ নীললোহিতঃ।
সর্গকর্ত্তা হ্যকারাখ্যো উকারাখ্যস্ত পালকঃ।
মকারাখ্যস্তয়োর্নিত্যমনুগ্রহকরোঽভবৎ ॥ ৬৫
মকারাখ্যো বিভুর্বীজী হ্যকারো বীজ উচ্যতে।
উকারাখ্যো হরির্যোনিঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ৬৬
বীজী চ বীজং বৈ যোনির্নাদাখ্যশ্চ মহেশ্বরঃ।
বীজী বিভজ্য চাত্মানং স্বেচ্ছয়া তু ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬৭
অস্য লিঙ্গাদভূদ্বীজমকারো বীজিনঃ প্রভোঃ।
উকারযোনৌ নিক্ষিপ্তমবর্দ্ধত সমন্ততঃ ॥ ৬৮

আদিমধ্যান্তরহিত এবং আনন্দকারণ। অ, উ, ম এই বর্ণত্রয় উহাতে মাত্রাত্রয়রূপে এবং নাদ অর্দ্ধমাত্রারূপে বিরাজ করিতেছে। ইহাই শব্দব্রহ্ম নামে কথিত। ৫৪-৫৯। ঋক, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়ই উহাতে অ, উ, ম, এই ত্রিমাত্রারূপে সংস্থিত। বেদবচন হইতেই আমরা ঐ শব্দব্রহ্মকে বিশ্বাত্মা বলিয়া বিদিত হইলাম। এই সময় হইতেই অতীন্দ্রিয়-প্রদর্শক বেদের অভ্যুদয় হইল। এই বেদ হইতেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু এই অতীন্দ্রিয়-প্রদর্শক বেদবচন দ্বারাই পরমেশ্বর মহেশ্বরকে বিদিত হইতে সমর্থ হইলেন। ৬০-৬১

তখন যজুর্ব্বেদ বলিলেন, রুদ্রদেব অচিন্ত্য, মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, কেবলমাত্র প্রণব দ্বারাই তিনি বাচ্য। ৬২। সেই একাক্ষর-বাচ্য রুদ্রদেবই পরমকারণ, অমৃত, ঋত ও সত্যস্বরূপ এবং তিনিই আনন্দস্বরূপ পরাৎপর পরমব্রহ্ম। ৬৩। এই শব্দব্রহ্মস্বরূপ একাক্ষর হইতেই অকারস্বরূপ কনকাণ্ডজ ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে এবং ঐ একাক্ষর হইতেই উকারস্বরূপ বিষ্ণু সঞ্জাত হন এবং ঐ একাক্ষর হইতেই মকাররূপী নীললোহিতের উৎপত্তি হয়। ইঁহাদিগের মধ্যে অকাররূপ ব্রহ্মা স্রষ্টা, উকাররূপ বিষ্ণু পাতা আর মকাররূপ রুদ্র এই উভয়ের প্রতি অনুগ্রহবান্। ৬৪-৬৫। মকাররূপ বিভু নিষেককর্ত্তা, অকাররূপ ব্রহ্মা বীজ এবং উকাররূপ বিষ্ণু যোনিস্বরূপ। এই তিনের সমষ্টি মহেশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষের অধিপতি। এই প্রকারে বীজী, বীজ, যোনি ও শব্দব্রহ্মস্বরূপ মহেশ্বর এই চারি জনই প্রণবাত্মক। ইঁহাদিগের মধ্যে শব্দব্রহ্মস্বরূপ বীজী মহেশ্বর ইচ্ছাবশে নিজেকে পৃথক করিয়া বিরাজিত আছেন। ৬৬-৬৭। অকারস্বরূপ বীজ এই শব্দব্রহ্মস্বরূপ মহেশের লিঙ্গ হইতেই সঞ্জাত হয়। ঐ বীজ উকারস্বরূপ

সৌবর্ণমভবচ্চাণ্ডমাবেষ্ট্যাদ্যং তদক্ষরম্ ।
অনেকাব্দং তদা চাপ্সু দিব্যমণ্ডং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৬৯
ততো বর্ষসহস্রান্তে দ্বিধাকৃতমজোদ্ভবম্ ।
অণ্ডমপ্সু স্থিতং সাক্ষাদাদ্যাপ্যেনেশ্বরেণ তু ॥ ৭০
তস্যাণ্ডস্য শুভং হৈমং কপালং চোর্দ্ধতঃ স্থিতম্ ।
জজ্ঞে যদ্দ্যৌস্তদপরং পৃথিবী পঞ্চলক্ষণা ॥ ৭১
তস্মাদণ্ডোদ্ভবো জজ্ঞে হ্যকারাখ্যশ্চতুর্ম্মুখঃ ।
স স্রষ্টা সর্ব্বলোকানাং স এব ত্রিবিধঃ প্রভুঃ ॥ ৭২
এবমোমোমিতি প্রোক্তমিত্যাহুর্যজুষাং বরাঃ ॥ ৭৩
যজুষাং বচনং শ্রুত্বা ঋচঃ সামানি সাদরম্ ।
এবমেব হরে ব্রহ্মন্ ইত্যাহুশ্চাবয়োস্তদা ॥ ৭৪
ততো বিজ্ঞায় দেবেশং যথাবৎ শ্রুতিসম্ভবৈঃ ।
মন্ত্রৈর্ম্মহেশ্বরং দেবং তুষ্টাব সুমহোদয়ম্ ॥ ৭৫
আবয়োঃ স্তুতিভিস্তুষ্টো লিঙ্গে তস্মিন্ নিরঞ্জনঃ ।
দিব্যং শব্দময়ং রূপমাস্থায় প্রহসন্ স্থিতঃ ॥ ৭৬
অকারস্তস্য মূর্দ্ধা তু ললাটং দীর্ঘমুচ্যতে ।
ইকারং দক্ষিণং নেত্রমীকারং বামলোচনম্ ॥ ৭৭
উকারং দক্ষিণং শ্রোত্রমূকারং বামমুচ্যতে ।
ঋকারং দক্ষিণং তস্য কপোলং পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৭৮
বামং কপোলমৄকারং ৯ ৡ নাসাপুটে উভে ।
একারমোষ্ঠ ঊর্দ্ধ্বস্থ ঐকারমধরো বিভোঃ ॥ ৭৯
ওকারশ্চ তথৌকারো দন্তপংক্তিদ্বয়ং ক্রমাৎ ।
অম্ অস্তু তালুনী তস্য দেবদেবস্য ধীমতঃ ॥ ৮০
কাদিপঞ্চাক্ষরাণ্যস্য পঞ্চহস্তানি দক্ষিণে ।
চাদিপঞ্চাক্ষরাণ্যেবং পঞ্চহস্তানি বামতঃ ॥ ৮১

যোনিতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং সর্ব্বথা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তদনন্তর উহা হইতে কনকাণ্ড সঞ্জাত হইয়া আদিবর্ণ অকারকে বেষ্টন করত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই দিব্য অণ্ড বহুদিন যাবৎ সলিলগর্ভে মগ্ন ছিল। ৬৮-৬৯। সহস্র বর্ষ বিগত হইলে মহেশের স্বেচ্ছাবশে ঐ অণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হয়, তাহাতেই হিরণ্যগর্ভ সমুৎপন্ন হন। ঐ দ্বিধা বিভক্ত অণ্ডের ঊর্দ্ধাংশ দ্বারা স্বর্গ আর নিম্নাংশ দ্বারা পাঞ্চভৌতিক ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে। ৭০-৭১। এই অণ্ডে যে অকাররূপ চতুরাননের উদ্ভব হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বলোকস্রষ্টা। সত্ত্বাদি ত্রিগুণভেদে ইনি ত্রিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপে 'ওঁ ওঁ' শব্দ দ্বারাই উল্লিখিত সমস্ত বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ৭২-৭৩

যজুর্ব্বেদের এই কথা শুনিয়া ঋগ্‌বেদ ও সামবেদ আদর সহকারে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে হরে! যজুর্ব্বেদের বাক্যই সত্য এবং আমাদিগের উভয়েরও অনুমোদিত। ৭৪

তখন হরি ও আমি তাঁহাকেই সর্ব্বদেবেশ্বর বলিয়া বিদিত হইলাম এবং যথাবথ শ্রুতিবিহিত মন্ত্রে সেই মহেশ্বরদেবের স্তব করিলাম। ৭৫। নিরঞ্জন মহেশ্বর আমাদিগের স্তবে প্রীত হইয়া সেই লিঙ্গেই দিব্য নাদময়স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া হাসিতে হাসিতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৭৬। এই দিব্য পুরুষের শিরোদেশ অকার, ইঁহার ভালতট আকার, দক্ষিণ চক্ষু ইকার, বাম চক্ষু ঈকার, দক্ষিণ কর্ণ উকার, বাম কর্ণ ঊকার, দক্ষিণ কপোল ঋকার, বাম কপোল ৠকার, দক্ষিণ নাসিকাপুট ঌকার, বামনাসিকাপুট ৡকার, ওষ্ঠ একার, অধর ঐকার, ঊর্দ্ধ্বদশনপংক্তি

টাদিপঞ্চাক্ষরং পাদে, তাদিপঞ্চাক্ষরং তথা ।
পকারমুদরং তস্য ফকারং পার্শ্বমুচ্যতে ॥ ৮২
বকারো বামপার্শ্বস্তু ভকারঃ স্কন্ধ উচ্যতে ।
মকারো হৃদয়ং শম্ভোর্মহাদেবস্য যোগিনঃ ॥ ৮
যকারাদি-সকারান্তা বিভোর্বৈ সপ্ত ধাতবঃ ।
হকার আত্মরূপং বৈ ক্ষকারঃ ক্রোধ উচ্যতে ॥
এবং শব্দময়ং রূপমগুণস্য গুণাত্মনঃ ।
তং দৃষ্ট্বা তু ময়া সার্দ্ধং ভগবন্তং মহেশ্বরম্ ।
প্রণম্য ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনশ্চাপশ্যদূর্দ্ধতঃ ॥ ৮৫
ওঙ্কারপ্রভবং মন্ত্রং কলাপঞ্চকসংযুতম্ ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং শুভাষ্টাত্রিংশদক্ষরম্ ॥ ৮৬
মেধাকরমভূদ্ভূয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মার্থসাধকম্ ।
গায়ত্রীপ্রভবং মন্ত্রং হরিতং বশ্যকারকম্ ॥ ৮৭
চতুর্বিংশতিবর্ণাঢ্যং চতুষ্কলমনুত্তমম্ ।
অথর্ব্বমসিতং মন্ত্রং কলাষ্টকসমাহিতম্ ॥ ৮৮
আভিচারিকমত্যর্থং ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছুভাক্ষরম্ ।
যজুর্ব্বেদসমাযুক্তং পঞ্চত্রিংশচ্ছুভাক্ষরম্ ॥ ৮৯
কলাষ্টকসমাযুক্তং সুশ্বেতং শান্তিকং তথা ।
ত্রয়োদশকলাযুক্তং বালাদ্যৈঃ সহ লোহিতম্ ॥ ৯

ওকার, অধোদশনপংক্তি ঔকার, তালুর ঊর্দ্ধভাগ অং, তালুর অধোভাগ অঃ, পাঁচটি দক্ষিণ হস্ত ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচটি বর্ণ, পাঁচটি বাম হস্ত চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচটি বর্ণ, দক্ষিণ চরণ ট ঠ ড ঢ ণ এই পাঁচটি বর্ণ, বাম চরণ ত থ দ ধ ন এই পাঁচটি বর্ণ, উদরদেশ প এই বর্ণ, দক্ষিণ পার্শ্ব ফ এই অক্ষর, বাম পার্শ্ব ব এই বর্ণ, স্কন্ধ ভ এই বর্ণ সপ্ত ধাতু য র ল ব শ ষ স এই সাতটি অক্ষর, আত্মা হ এবং ক্রোধ ক্ষ । ৭৭৮৪

নির্গুণ হইয়াও সগুণ ব্রহ্মের এই প্রকার শব্দময় রূপ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আমি ও বিষ্ণু উভয়ে বিস্ময়াকুলচিত্তে বার বার প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলাম। তদনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু পুনরায় ঊর্দ্ধভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তথায় প্রণব হইতে সঞ্জাত, শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভ, পঞ্চকলা-সংযুত, অষ্টাত্রিংশৎবর্ণাত্মক, মেধাবর্দ্ধক, সর্ব্বধর্ম্মার্থসাধক 'ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং, ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিব ওঁ' এই ঈশানমন্ত্র বিরাজ করিতেছে। বিষ্ণু আরও দেখিলেন, হরিদ্বর্ণ, বশ্যকর, কলাচতুষ্টয়সমন্বিত, চতুর্ব্বিংশত্য-ক্ষরাত্মক, গায়ত্রীসম্ভব তৎপুরুষমন্ত্র ( ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি, তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ) তথায় বিরাজিত রহিয়াছে। তৎপরে বিষ্ণু পুনরায় প্রত্যক্ষ করিলেন, অষ্টকলা-সমন্বিত, অথর্ব্ববেদবর্ণিত, ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌বর্ণাত্মক, কৃষ্ণবর্ণ, পাপনাশক, আভিচারিক অঘোরমন্ত্র ( ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ ) তথায় শোভা পাইতেছে। পরে তিনি পুনরায় দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অষ্টকলাসমন্বিত, পঞ্চত্রিংশদ্বর্ণাত্মক, শুভ্রবর্ণ, যজুর্ব্বেদোক্ত, শান্তিজনক সদ্যোজাতমন্ত্র ( ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবেঽনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ ) তথায় শোভমান রহিয়াছে। তদনন্তর তিনি পুনরায় দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইলেন, বালাদি ত্রয়োদশকলাযুক্ত, প্রথমপাদে জগতীচ্ছন্দোযুক্ত, ব্রহ্মাণ্ডের বৃদ্ধি ও নাশের হেতুস্বরূপ,

সামোদ্ভবং জগত্যাদ্যং বৃদ্ধিসংহারকারণম্।
বর্ণাঃ ষড়ধিকাঃ ষষ্টিরস্য মন্ত্রবরস্য তু ॥ ৯১
পঞ্চ মন্ত্রাংস্তথা লব্ধ্বা জজাপ ভগবান্ হরিঃ।
অথ দৃষ্ট্বা কলাবর্ণমৃগ্‌যজুঃসামরূপিণম্ ॥ ৯২
ঈশানমীশমুকুটং পুরুষাখ্যং পুরাতনম্।
অঘোরহৃদয়ং হৃদ্যং বামগুহ্যং সদাশিবম্ ॥ ৯৩
সদ্যঃপাদং মহাদেবং মহাভোগীন্দ্রভূষণম্।
বিশ্বতঃ পাদবদনং বিশ্বতোঽক্ষিকরং হরম্ ॥ ৯৪
ব্রহ্মণোঽধিপতিং সর্গস্থিতিসংহারকারণম্।
তুষ্টাব পুনরিষ্টাভির্বাগ্‌ভির্বরদমীশ্বরম্ ॥ ৯৫

বিষ্ণুরুবাচ।

একাক্ষরায় রুদ্রায় অকারায়াত্মরূপিণে।
উকারায়াদিদেবায় বিদ্যাদেহায় বৈ নমঃ ॥ ৯৬
তৃতীয়ায় মকারায় শিবায় পরমাত্মনে।
সূর্য্যাগ্নিসোমবর্ণায় যজমানায় বৈ নমঃ ॥ ৯৭
অগ্নয়ে রুদ্ররূপায় রুদ্রাণাং পতয়ে নমঃ।
শিবায় শিবমন্ত্রায় সদ্যোজাতায় বেধসে ॥ ৯৮
বামায় বামদেবায় বরদায়ামৃতায় তে।
অঘোরায়াতিঘোরায় সদ্যোজাতায় রংহসে ॥ ৯৯
ঈশানায় শ্মশানায় অতিবেগায় বেগিনে।
নমঃ শ্রুতিনিধানায় ঊর্দ্ধ্বলিঙ্গায় লিঙ্গিনে ॥ ১০০
হেমলিঙ্গায় হেমায় বারিলিঙ্গায় চাম্ভসে।
শিবায় শিবলিঙ্গায় ব্যাপিনে ব্যোমব্যাপিনে ॥ ১০১
বায়বে বায়ুরূপায় নমস্তে বায়ুব্যাপিনে।
তেজসে তেজসাং ভর্ত্রে নমস্তে তেজোব্যাপিনে ॥ ১০২
জলায় জলভূতায় নমস্তে জলব্যাপিনে।
পৃথিব্যৈ চান্তরীক্ষায় পৃথিবীব্যাপিনে নমঃ ॥ ১০৩
শব্দস্পর্শস্বরূপায় রসগন্ধায় গন্ধিনে।
গণাধিপতয়ে তুভ্যং গুহ্যাদ্গুহ্যতমায় চ ॥ ১০৪
অনন্তায় বিরূপায় অনন্তানাময়ায় চ।
শাশ্বতায় বরিষ্ঠায় বারিগর্ভায় যোগিনে ॥ ১০৫
সংস্থিতায়াম্ভসাং মধ্যে আবয়োর্ম্মধ্যবর্চ্চসে।
গোপ্ত্রে হর্ত্রে সদা কর্ত্রে নিধানায়েশ্বরায় চ ॥ ১০৬
অচেতনায় চিন্ত্যায় চেতনায়াসহারিণে।
অরূপায় সুরূপায় অনঙ্গায়াঙ্গহারিণে ॥ ১০৭
ভস্মদিগ্ধশরীরায় ভানুসোমাগ্নিহেতবে।
শ্বেতায় শ্বেতবর্ণায় তুহিনাদ্রিধরায় চ ॥ ১০৮

সামবেদোক্ত, ষট্‌ষষ্টিবর্ণাত্মক, রক্তবর্ণ বামদেবমন্ত্র ( ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ ) তথায় শোভা পাইতেছে। ৮৫-৯১

ভগবান্ বিষ্ণু এই মন্ত্রপঞ্চক প্রাপ্ত হইয়া জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; অনন্তর তিনি মন্ত্রমূর্ত্তি মহেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিলেন। এই মহেশ্বর ঋক্-যজুঃ-সামস্বরূপ, গীতাদি চতুঃষষ্টিকলা

সুশ্বেতায় সুবক্ত্রায় নমঃ শ্বেতশিখায় চ।
শ্বেতাস্যায় মহাস্যায় নমস্তে শ্বেতলোহিত ॥ ১০৯
সুতারায় বিশিষ্টায় নমো দুন্দুভিনে হর।
শতরূপবিরূপায় নমঃ কেতুমতে সদা ॥ ১১০
সবিষায় বিকেশায় বিশোকায় কপর্দ্দিনে।
বিপাশায় সুপাশায় নমস্তে পাশনাশিনে ॥ ১১১
সুহোত্রায় হবিষ্যায় সুব্রহ্মণ্যায় সূবিণে।
সুমুখায় সুবক্ত্রায় দুর্দ্দমায় দমায় চ ॥ ১১২
কঙ্কায় কঙ্করূপায় কঙ্কণীকৃতপন্নগ।
সনকায় নমস্তুভ্যং সনাতন সনন্দন ॥ ১১৩
সনৎকুমার সারঙ্গ মারণায় মহাত্মনে।
লোকাক্ষিণে ত্রিধামায় নমো বিরজসে সদা ॥ ১১৪
শঙ্খপালায় শঙ্খায় রজসে তমসে নমঃ।
সারস্বতায় মেঘায় মেঘবাহায় তে নমঃ ॥ ১১৫
সুবাহায় বিবাহায় বিবাদবরদায় চ।
নমঃ শিবায় রুদ্রায় প্রধানায় নমো নমঃ ॥ ১১৬
ত্রিগুণায় নমস্তুভ্যং চতুর্ব্যূহাত্মনে নমঃ।
সংসারায় নমস্তুভ্যং নমঃ সংসারহেতবে ॥ ১১৭
মোক্ষায় মোক্ষরূপায় মোক্ষকর্ত্রে নমো নমঃ।
আত্মনে ঋষয়ে তুভ্যং স্বামিনে বিষ্ণবে নমঃ ॥ ১১৮
নমো ভগবতে তুভ্যং নাগানাং পতয়ে নমঃ।
ওঙ্কারায় নমস্তুভ্যং সর্ব্বজ্ঞায় নমো নমঃ ॥ ১১৯
শর্ব্বায় চ নমস্তুভ্যং নমো নারায়ণায় চ।
নমো হিরণ্যগর্ভায় আদিদেবায় তে নমঃ ॥ ১২০
নমঃ সর্গাধিপতয়ে প্রজানাং বৃংহকেতবে।
মহাদেবায় দেবানামীশ্বরায় নমো নমঃ ॥ ১২১
সর্ব্বায় চ নমস্তুভ্যং সত্যায় শমনায় চ।
ব্রহ্মণে চৈব ভূতানাং সর্ব্বজ্ঞায় নমো নমঃ ॥ ১২২
মহাত্মনে নমস্তুভ্যং প্রজ্ঞারূপায় বৈ নমঃ।
চিতয়ে চিতিরূপায় স্মৃতিরূপায় বৈ নমঃ ॥ ১২৩
জ্ঞানায় জ্ঞানগম্যায় নমস্তে সম্বিদে সদা।
শিখরায় নমস্তুভ্যং নীলকণ্ঠায় বৈ নমঃ ॥ ১২৪
অর্দ্ধনারীশরীরায় অব্যক্তায় নমো নমঃ।
একাদশবিভেদায় স্থাণবে তে নমো নমঃ ॥ ১২৫
নমঃ সোমায় সূর্য্যায় ভবায় ভবহারিণে।
যশস্করায় দেবায় শঙ্করায়েশ্বরায় চ ॥ ১২৬
নমোঽম্বিকাধিপতয়ে হ্যুমায়াঃ পতয়ে নমঃ।
হিরণ্যপতয়ে তুভ্যং নমস্তে হেমরেতসে ॥ ১২৭

তদীয় বর্ণকাদি স্বরূপ, ঈশানমন্ত্র তদীয় মুকুট, তৎপুরুষমন্ত্র তদীয় মুখ, অঘোরমন্ত্র তদীয় হৃদয়, বামদেবমন্ত্র তদীয় গুহ্যদেশ এবং সদ্যোজাতমন্ত্র তদীয় পাদস্বরূপ। মহাভোগ সর্পরাজগণ তদীয় অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এই মহেশ্বরের পদ সর্ব্বদিকে, মুখ সর্ব্বদিকে, চক্ষু সর্ব্বদিকে

নীলকেশোপবীতায় শিতিকণ্ঠায় তে নমঃ।
কপর্দ্দিনে নমস্তুভ্যং নাগাভরণায় চ ॥ ১২৮
বৃষান্তকায় সর্ব্বায় রুদ্রোগ্রায় নমো নমঃ।
বীববাগ্রাতিবামায় বামনাথায় তে বিভো ॥ ১২৯
নমো রাজাধিরাজায় রাজ্ঞামধিগতায় তে।
নমঃ পালাধিপতয়ে পালাশাকৃন্ততে নমঃ ॥ ১৩০
নমঃ কেয়ূরভূষায় গোপতে তে নমো নমঃ।
নমঃ শ্রীকণ্ঠনাথায় নমো লিকুচপাণয়ে ॥ ১৩১
ভুবনেশায় দেবায় বেদশাস্ত্র নমোঽস্তু তে।
সারঙ্গায় নমস্তুভ্যং রাজহংসায় তে নমঃ ॥ ১৩২
কনকাঙ্গদহারায় নমঃ সর্পোপবীতিনে।
সর্পকুণ্ডলমালায় কটিসূত্রীকৃতাহিনে ॥ ১৩৩
বেদগর্ভায় গর্ভায় বিশ্বগর্ভায় তে শিব ॥ ১৩৪

ব্রহ্মোবাচ।

বিশ্বনামেতি তং স্তুত্বা ব্রহ্মণা সহিতো হরিঃ।
এতৎস্তোত্রং পরং পুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৩৫
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি শ্রাবয়েদ্বা দ্বিজোত্তমান্।
স যাতি ব্রহ্মণো লোকে পাপকর্ম্মরতোঽপি বৈ ॥
তস্মাজ্জপেৎ পঠেন্নিত্যং শ্রাবয়েদ্ব্রাহ্মণান্ সদা।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং বিষ্ণুনা পরিভাষিতম্ ॥ ১৩৭

সূত উবাচ।

অথোবাচ মহাদেবঃ প্রীতোঽহং সুরসত্তমৌ।
পশ্যতং মাং মহাদেবং ভয়ং সর্ব্বং বিমুচ্যতাম্ ॥ ১
যুবাং প্রসূতৌ গাত্রাভ্যাং মম পূর্ব্বং মহাবলৌ।
অয়ং মে দক্ষিণে পার্শ্বে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১
বামে পার্শ্বে চ মে বিষ্ণুর্বিশ্বাত্মা হৃদয়োদ্ভবঃ।
প্রীতোঽহং যুবয়োঃ সম্যক্ বরং দদ্মি যথেপ্সিতম্ ॥

এবং হস্ত সর্ব্বদিকে বিরাজ করিতেছে। এই মহেশ্বর নাদব্রহ্মের অধীশ্বর এবং সৃষ্টিস্থিতি-সংহারের হেতুভূত। বিষ্ণু এই মহামূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া পুনরায় (নিম্নলিখিত একাক্ষরায় রুদ্রায় ইত্যাদি) স্তবপাঠ দ্বারা বরদাতা মহেশ্বরের স্তুতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৯২-১৩৪

ব্রহ্মা কহিলেন, শ্রীহরি ব্রহ্মার সহিত এই প্রকারে স্তব করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। এই স্তব পরম পুণ্যজনক ও সর্ব্বপাপনাশক। ১৩৫। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করেন, শ্রবণ করেন অথবা দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে শ্রবণ করান, তিনি পাপকর্ম্মরত হইলেও ব্রহ্মধামে প্রস্থান করিয়া থাকেন। ১৩৬। অতএব প্রত্যহ পাপবিশুদ্ধ্যর্থ বিষ্ণুপ্রোক্ত এই স্তব জপ করিবে, পাঠ করিবে এবং ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করাইবে। ১৩৭

সূত কহিলেন, অনন্তর মহাদেব প্রীত হইয়া কহিলেন, হে সুরসত্তম ব্রহ্মন্ ও বিষ্ণো! আমি তোমাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমি মহাদেব, তোমরা নির্ভয়ে আমাকে দর্শন কর। ১৩৮। পূর্ব্বে তোমরা মহাবলিষ্ঠ দুই জন আমার অঙ্গদ্বয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এই দেখ, আমার দক্ষিণভাগে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও বামভাগে স্বরূপে বিষ্ণু সংস্থিত রহিয়াছেন আর মধ্যে হৃদয়দেশে তৃতীয় পুরুষ বিশ্বাত্মা বিরাজিত আছেন। আমি তোমাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি তোমাদিগের ইচ্ছামত বর প্রদান করিতেছি। ১৩৯-১৪০

এবমুক্ত্বা তু তং বিষ্ণুং করাভ্যাং পরমেশ্বরঃ।
পস্পর্শ সুশুভাভ্যান্তু কৃপয়াথ কৃপানিধিঃ ॥ ১৪১
ততঃ প্রহৃষ্টমনসা প্রণিপত্য মহেশ্বরম্।
প্রাহ নারায়ণো নাথং লিঙ্গস্থং লিঙ্গবর্জ্জিতম্ ॥ ১৪২
যদি প্রীতিঃ সমুৎপন্না যদি দেয়ো বরশ্চ নৌ।
ভক্তির্ভবতু নৌ নিত্যং ত্বয়ি চাব্যভিচারিণী ॥ ১৪৩
দেবঃ প্রদত্তবান্ দেবাঃ স্বাত্মন্যব্যভিচারিণীম্।
ব্রহ্মণে বিষ্ণবে চৈব শ্রদ্ধাং শীতাংশুভূষণঃ ॥ ১৪৪
জানুভ্যামবনীং গত্বা পুনর্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
প্রণিপত্য চ বিশ্বেশং প্রাহ মন্দতরং বশী ॥ ১৪৫
আবয়োর্দেবদেবেশ বিবাদমতিশোভনম্।
ইহাগতো ভবান্ যস্মাৎ বিবাদশমনায় নৌ ॥ ১৪৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা পুনঃ প্রাহ হরো হরিম্।
প্রণিপত্য স্থিতং মূর্দ্ধ্না কৃতাঞ্জলিপুটং স্বয়ম্ ॥ ১৪৭

মহেশ্বর উবাচ।

প্রলয়স্থিতিসর্গাণাং কর্ত্তা ত্বং ধরণীপতে।
বৎস বৎস হরে বিশ্বং পালয়ৈতচ্চরাচরম্ ॥ ১৪৮
ত্রিধা ভিন্নো হ্যহং বিষ্ণো ব্রহ্মবিষ্ণুভবাখ্যয়া।
সর্গরক্ষালয়গুণৈর্নিষ্কলঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৪৯
সম্মোহং ত্যজ ভো বিষ্ণো পালয়ৈনং পিতামহম্।
পাদ্মে ভবিষ্যতি সুতঃ কল্পে তব পিতামহঃ ॥ ১৫০
তদা দ্রক্ষ্যসি মাঞ্চৈব সোঽপি দ্রক্ষ্যতি পদ্মজঃ।
এবমুক্ত্বা স ভগবান্ তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৫১

করুণানিধি পরমেশ্বর মহাদেব এই বলিয়া মঙ্গলময় করযুগল দ্বারা কৃপা পুরঃসর বিষ্ণুকে স্পর্শ করিলেন। ১৪১। বিষ্ণু পুলকিতচিত্তে লিঙ্গহীন লিঙ্গস্থ মহাদেবকে প্রণতিপুরঃসর বলিলেন, যদি আমাদিগের প্রতি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, যদি আমাদিগের উভয়কে বর দিতে অভিলাষ হয়, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আপনার প্রতি নিরন্তর অব্যভিচারিণী ভক্তি বিদ্যমান থাকে। ১৪২-১৪৩

তখন শশাঙ্কশেখর মহেশ্বর বিষ্ণুকে ও ব্রহ্মাকে ( আমাকে ) অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রদান করিলেন। ১৪৪। তদনন্তর জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু পুনর্বার জানুযুগল দ্বারা ভূমিতল স্পর্শ করিয়া বিশ্বেশ্বরকে প্রণতিপুরঃসর মৃদুবচনে কহিলেন হে দেবদেবেশ! ব্রহ্মার সহিত আমার যে কলহ ঘটিয়াছিল, তাহা অতি মঙ্গলকর হইয়াছে। কেন না, আপনি স্বয়ং সেই বিবাদপ্রশমনার্থ এ স্থলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ১৪৫-১৪৬

এই বলিয়া বিষ্ণু আনত-মস্তকে প্রণতিপুরঃসর করপুটে দণ্ডায়মান হইলে মহাদেব সস্মিত-বদনে বলিতে লাগিলেন। ১৪৭

মহেশ্বর কহিলেন, হে বৎস! হে বৎস! হে ধরণীপতে হরে! তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্ত্তা। এখন তুমি এই চরাচর জগৎ প্রতিপালন কর। ১৪৮। হে বিষ্ণো! আমি নিষ্কল হইয়াও ত্রিগুণভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই নামত্রয় ধারণ পূর্ব্বক সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকি। ১৪৯। হে বিষ্ণো! তুমি মোহ পরিত্যাগ কর, এই পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রতিপালন কর। ইনি পাদ্মকল্পে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। ১৫০। সেই সময়ে তুমি ও

তদা প্রভৃতি লোকেষু লিঙ্গার্চ্চা সুপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ১৫২
লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষাৎ মহেশ্বরঃ ।
লয়নাৎ লিঙ্গমিত্যুক্তং তত্রৈব নিখিলং সুরাঃ ॥ ১৫৩
যস্তু লৈঙ্গং পঠেন্নিত্যমাখ্যানং লিঙ্গসন্নিধৌ ।
স যাতি শিবতাং বিপ্রা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫৪

## বামনপুরাণোক্ত শিবলিঙ্গোৎপত্তি

তত্রাপি গত্বা মদনো দদর্শ বৃষকেতনম্ ।
দৃষ্ট্বা প্রহর্ত্তুকামোঽস্য ততঃ স প্রাদ্রবদ্ধরঃ ॥ ১
ততো দারুবনং ঘোরং মদনাভিদ্রুতো হরঃ ।
বিবেশ ঋষয়ো যত্র সপত্নীকা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২
তে চাপি ঋষয়ঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা মূর্দ্ধ্না নতাভবন্ ।
ততস্তান্ প্রাহ ভগবান্ ভিক্ষা মে প্রতিদীয়তাম্ ॥ ৩
ততস্তে মৌনিনস্তস্থুঃ সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ ।
তদাশ্রমাণি পুণ্যানি পরিচক্রাম নারদ ॥ ৪
তং প্রবিষ্টং তদা দৃষ্ট্বা ভার্গবাত্রেয়যোষিতঃ ।
প্রক্ষোভমগমন্ সর্ব্বা হীনসত্ত্বাঃ সমন্ততঃ ॥ ৫
ঋতে ত্বরুন্ধতীমেকামনসূয়াঞ্চ ভামিনীম্ ।
এতাভ্যাং ভর্ত্তৃপূজাসু কৃতং নৈব সংস্থিতং মনঃ ॥ ৬

পিতামহ তুই জনই আমাকে প্রত্যক্ষ করবে ও মদীয় স্বরূপ বিদিত হইবে। এই বলিয়া মহাদেব তিরোধান প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি লিঙ্গার্চ্চনা ধরাধামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৩১-১৫২

হে সুরগণ! লিঙ্গবেদী অর্থাৎ গৌরীপট্ট সাক্ষাৎ ভগবতী মহাদেবী এবং লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহেশ্বর জানিবে। যখন প্রলয়কাল সমুপস্থিত হয়, তখন সমগ্র জগৎ ঐ লিঙ্গেই বিলীন হয় বলিয়া উহার নাম লিঙ্গ হইয়াছে। যে ব্যক্তি শিবলিঙ্গসন্নিধানে সর্ব্বদা এই লিঙ্গবৃত্তান্ত পাঠ করেন, তিনি শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই। ১৫৩-১৫৪

নারদ-সকাশে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, যখন মদনদেব বৃষকেতন মহাদেবের আশ্রমে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক পুষ্পশর প্রহারে উদ্যম করিলেন, তখন মহাদেবও কামদেবকে প্রহারোদ্যত দর্শনে পলায়ন করিলেন। ১। মদনদেব কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া মহেশ্বর ঘোর দারুবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় ঋষিগণ নিজ নিজ ভার্য্যার সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন। ২। ঋষিরা মহাদেবকে দেখিয়া মস্তক অবনত করত প্রণাম করিলেন। তখন ভগবান্ মহেশ্বর তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর।' ৩। হে নারদ! ঋষিগণ সকলেই মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন মহাদেব সেই পবিত্র আশ্রমের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৪। ভার্গব, আত্রেয় প্রভৃতি ঋষিদিগের ভার্য্যারা মহেশ্বরকে আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট দেখিয়া হীনসত্ত্ব ও ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া উঠিলেন। ৫। কেবল অরুন্ধতী ও ভামিনী অনসূয়া ব্যতিরেকে আর সকলেরই চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইল। ইঁহারা দুই জনে পতি-সেবায় মন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৬।

ততঃ সংক্ষুভিতাঃ সর্ব্বা যত্র যাতি মহেশ্বরঃ ।
তত্র প্রয়াস্তি কামার্ত্তা মদবিহ্বলিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৭
ত্যক্ত্বাশ্রমাণি শূন্যানি স্বানি তা মুনিযোষিতঃ ।
অনুজগ্মুর্যথা মত্তং করিণ্য ইব কুঞ্জরম্ ॥ ৮
ততস্তু ঋষয়ো দৃষ্ট্বা ভার্গবাঙ্গিরসো মুনে ।
ক্রোধান্বিতাব্রুবন্ সর্ব্বে লিঙ্গোঽস্য পততাং ভুবি
ততঃ পপাত দেবস্য লিঙ্গং পৃথ্বীং বিদারয়ৎ ।
অন্তর্ধানং জগামাথ ত্রিশূলী নীললোহিতঃ ॥ ১০
ততঃ স পতিতো লিঙ্গো বিভিদ্য বসুধাতলম্ ।
রসাতলং বিবেশাশু ব্রহ্মাণ্ডং চোর্দ্ধতোঽভিনৎ ॥ ১১
ততশ্চচাল পৃথিবী গিরয়ঃ সরিতো নগাঃ ।
পাতাল-ভুবনাঃ সর্ব্বে জঙ্গমাজঙ্গমাঃ স্থিতাঃ ॥ ১২
সংক্ষুব্ধান্ ভুবনান্ দৃষ্ট্বা ভূর্লোকাদীন্ পিতামহঃ
জগাম মাধবং দ্রষ্টুং ক্ষীরোদং নাম সাগরম্ ॥ ১৩
তত্র দৃষ্ট্বা হৃষীকেশং প্রণিপত্য চ ভক্তিতঃ ।
উবাচ দেব ভুবনাঃ কিমর্থং ক্ষুভিতা বিভো ॥ ১৪
অথোবাচ হরির্ব্রহ্মন্ শাপাৎ লিঙ্গো মহর্ষিভিঃ ।
পাতিতস্তস্য ভারার্ত্তা সঞ্চচাল বসুন্ধরা ॥ ১৫
ততস্তদদ্ভুতময়ং শ্রুত্বা দেবং পিতামহঃ ।
তত্র গচ্ছাম দেবেশ এবমাহ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৬

অনন্তর মহেশ্বর যে দিকে গমন করিতে লাগিলেন, ঋষিরমণীরাও কামার্ত্ত, মদবিহ্বলেন্দ্রিয়, ও সংক্ষুব্ধ হইয়া সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ৭।

হস্তিনীগণ যেমন মদমত্ত হস্তীর অনুগমন করে, মুনিপত্নীরাও সেইরূপ আশ্রম শূন্য করিয়া মহেশ্বরের অনুগামিনী হইলেন। ৮। হে দেবর্ষে! ভার্গব ও আঙ্গিরস প্রভৃতি ঋষিগণ এই ব্যাপার দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "মহেশের লিঙ্গ ভূতলে নিপতিত হউক। ৯।" দেবদেব মহাদেবের লিঙ্গ যেমন ভূতলে পতিত হইল, অমনই উহা (সংবর্দ্ধিত হইয়া) ধরাতল ভেদ করিয়া ফেলিল, ত্রিশূলী নীললোহিত মহাদেবও অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন। ১০। মহাদেবের লিঙ্গ পতিত হইবামাত্র বসুধাতল বিদীর্ণ করিয়া আশু রসাতলে প্রবিষ্ট হইল এবং ঊর্দ্ধদিকে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়াও উত্থিত হইল। ১১। বসুমতী কম্পিত হইতে লাগিল, গিরি-রাজি বিচলিত হইল, ত্রিলোকস্থ সমস্ত নদ, নদী, তরু প্রভৃতি চরাচর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ১২।

তখন পিতামহ ব্রহ্মা ভূর্লোকাদি সকল ভুবন সংক্ষুব্ধ দেখিয়া ক্ষীরোদসাগরে শ্রীহরিকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। ১৩। তথায় উপস্থিত হইয়া হৃষীকেশকে দর্শন ও ভক্তি সহকারে প্রণতিপুরঃসর কহিলেন, হে বিভো! সকল-ভুবন এরূপ বিক্ষুভিত হইল কেন? ১৪।

তখন শ্রীহরি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহর্ষিগণ অভিশাপ প্রদান করাতে শিবলিঙ্গ ধরা-পৃষ্ঠে পতিত হইয়াছে; সেই ভারে প্রপীড়িতা হইয়া বসুন্ধরা এরূপ বিকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। ১৫।

পিতামহ ব্রহ্মা এই অত্যদ্ভুত কথা শুনিয়া দেবদেব শ্রীহরিকে কহিলেন, "হে দেবেশ! যে স্থলে লিঙ্গ পতিত হইয়াছে, চল, আমরাও তথায় গমন করি।" ব্রহ্মা হৃষীকেশকে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতে লাগিলেন। ১৬।

ততঃ পিতামহো দেবঃ কেশবশ্চ জগৎপতিঃ ।
আজগাম তমুদ্দেশং যত্র লিঙ্গং ভবস্য তৎ ॥ ১৭
ততোহনন্তং হরির্লিঙ্গং দৃষ্ট্বারুহ্য খগেশ্বরম্ ।
পাতালং প্রবিবেশাথ বিস্ময়ান্বিতো বিভুঃ ॥ ১৮
ব্রহ্মা পদ্মবিমানেন ঊর্দ্ধমাক্রম্য সর্ব্বগঃ ।
নৈবান্তমলভদ্‌ব্রহ্মা বিস্মিতঃ পুনরাগতঃ ॥ ১৯
বিষ্ণুর্গত্বাথ পাতালং সপ্ত লোকপরায়ণঃ ।
চক্রপাণির্বিনিষ্ক্রান্তো লেভেহন্তং ন মহাত্মনঃ ।
বিষ্ণুঃ পিতামহশ্চাহ হরির্ব্রহ্মাণমাহ চ ॥ ২০
নমোহস্তু তে শূলপাণে নমোহস্তু বৃষভধ্বজ ।
জীমূতবাহন কবে শর্ব্ব ত্র্যম্বক শঙ্কর ॥ ২১
মহেশ্বর হরেশান সুবর্ণাক্ষ বৃষাকপে ।
দক্ষযজ্ঞক্ষয়কর কাল রুদ্র নমোহস্তু তে ॥ ২২
ত্বমাদিরস্য জগতস্ত্বং মধ্যং পরমেশ্বর ।
ভবানন্তশ্চ ভগবান্ সর্ব্বগস্ত্বা নমোহস্তু তে ॥ ২৩

পুলস্ত্য উবাচ ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু তস্মিন্ দারুবনে হরঃ ।
স্বরূপী তাবিদং বাক্যমুবাচ বদতাং বরঃ ॥ ২৪

হর উবাচ ।

কিমর্থং দেবতানাথৌ পরিভূতক্রমং ত্বিহ ।
মাং স্তুবাতে ভৃশাস্বস্থং কামতাপিতবিগ্রহম্ ॥ ২৫

অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা ও জগৎপতি কেশবদেব যেখানে মহেশের লিঙ্গ পতিত হইয়াছে, তথায় গমন করিলেন। ১৭। তখন বিষ্ণু শ্রীহরি সেই সীমাহীন লিঙ্গ দর্শন পূর্ব্বক (তাহার শেষ সীমা জানিবার জন্য) গরুড়োপরি আরোহণ করত সবিস্ময়ে ও ত্বরিতভাবে পাতালে প্রবেশ করিলেন। ১৮। সর্ব্বত্রগামী ব্রহ্মাও পদ্মবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদেশে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু লিঙ্গের শেষ না পাইয়া বিস্মিতচিত্তে পুনঃ প্রত্যাগত হইলেন। ১৯। লোক-হিতৈষী চক্রপাণি হরিও সপ্ত পাতাল ভ্রমণ পূর্ব্বক লিঙ্গের শেষ সীমা না পাইয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই অর্থাৎ ব্রহ্মা শ্রীহরিকে এবং শ্রীহরি ব্রহ্মাকে কহিলেন, আমরা ত এ লিঙ্গের সীমা নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলাম না। এই বলিয়া উভয়ে শঙ্করের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২০

হে শূলপাণে! তোমাকে নমস্কার, হে বৃষভধ্বজ! তোমাকে নমস্কার; হে জীমূতবাহন! হে কবে! হে শর্ব্ব! হে ত্র্যম্বক! হে শঙ্কর! হে মহেশ্বর! হে হর! হে ঈশান! হে সুবর্ণাক্ষ! হে বৃষাকপে! হে দক্ষযজ্ঞক্ষয়কর! হে কাল! হে রুদ্র! তোমাকে নমস্কার। ২১-২২। হে পরমেশ্বর! তুমিই এই জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত। তুমি ভগবান্ ও সর্ব্বত্রগামী, তোমাকে নমস্কার। ২৩।

পুলস্ত্য কহিলেন, বাগ্মিপ্রবর মহেশ্বর সেই দারুবনে এই প্রকার স্তূয়মান হইয়া মনোহর রূপ ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া শ্রীহরি ও ব্রহ্মাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২৪

মহাদেব কহিলেন, হে দেবশ্রেষ্ঠদ্বয়! আমি এখন মুনিদিগের অভিশাপে অভিভূত, কামাগ্নিতে দগ্ধদেহ ও অত্যন্ত অসুস্থ; তোমরা উভয়ে কেন আমার স্তব করিতেছ? ২৫

দেবাবূচতুঃ।

ত্বয়াদ্যপাতিতং লিঙ্গং যদেতদ্ভুবি শঙ্কর।
এতৎ প্রগৃহ্যতাং ভূয়স্ততো দেব বদাবহে॥ ২৬

হর উবাচ।

যদ্যর্চ্চয়ন্তি ত্রিদশা মম লিঙ্গং সুরোত্তমৌ।
তদৈতৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াং নান্যথেতি কথঞ্চন॥ ২৭
ততঃ প্রোবাচ ভগবানেবমস্ত্বিতি কেশবঃ।
ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ জগ্রাহ লিঙ্গং কনকপিঙ্গলম্॥ ২৮
ততশ্চকার ভগবাংশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং হরার্চ্চনে।
শাস্ত্রাণি চৈষাং মুখ্যানি নানোক্তিবিদিতানি চ॥ ২৯
আদ্যং শৈবং প্রবিখ্যাতমন্যৎ পাশুপতং মুনে।
তৃতীয়ং কালবদনং চতুর্থঞ্চ কপালিনম্॥ ৩০
শৈব আসীৎ স্বয়ং শক্তির্বশিষ্ঠস্য প্রিয়ঃ সুতঃ।
তস্য শিষ্যো বভূবাথ গোপায়ন ইতি শ্রুতঃ॥ ৩১
মহাপাশুপতশ্চাসীদ্ভারদ্বাজস্তপোধনঃ।
তস্য শিষ্যোঽপ্যভূৎ রাজা ঋষভঃ সোমকেশ্বরঃ॥ ৩২
কালাস্যো ভগবানাসীদাপস্তম্বস্তপোধনঃ।
তস্য শিষ্যো বকো বৈশ্যো নাম্না ক্রাথেশ্বরো মুনে॥ ৩৩
মহাব্রতী চ ধনদস্তস্য শিষ্যশ্চ বীর্য্যবান্।
কুম্ভোদর ইতি খ্যাতো জাত্যা শূদ্রো মহাতপাঃ॥ ৩৪

ব্রহ্মা ও শ্রীহরি কহিলেন, হে দেব শঙ্কর! আপনার এই যে লিঙ্গ অঙ্গস্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে, ইহা পুনরায় গ্রহণ করুন, আমরা উভয়ে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। ২৬

মহেশ্বর কহিলেন, হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! যদি দেবতারা সকলেই আমার এই লিঙ্গের অর্চনা করে, তবেই আমি উহা প্রত্যাহরণ করি, নচেৎ কদাচ উহা পুনর্গ্রহণ করিব না। ২৭

তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই কহিলেন, তাহাই হউক অর্থাৎ সকলেই এই লিঙ্গের পূজা করিবে। তদনন্তর ব্রহ্মা কনকপিঙ্গলবর্ণ একটি লিঙ্গ পূজার্থ গ্রহণ করিলেন এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের শিবলিঙ্গের বিধান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।* এই শিবলিঙ্গার্চ্চনার্থ পিতামহ শাস্ত্রও চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই ভাগচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম অংশ শৈব, দ্বিতীয় অংশ পাশুপত, তৃতীয় অংশ কালবদন ও চতুর্থ অংশ কপালিন নামে অভিহিত। ২৮-৩০। বশিষ্ঠের প্রিয়পুত্র শক্তি, শৈব ও মহামুনি ভারদ্বাজ পাশুপত ছিলেন। সোমকেশ্বর রাজা ঋষভ এই ভারদ্বাজের শিষ্য। মহামুনি ভগবান্ আপস্তম্ব কালবদন মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রাথদেশাধিপতি বৈশ্যকুলজ বক তাঁহার শিষ্য। ধনদ-নামা মুনি কপালিন মতাবলম্বী ছিলেন। মহাতপস্বী শূদ্রকুলজ কুম্ভোদর তাঁহার শিষ্য। ৩১-৩৪

* ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, ব্রাহ্মণেরা শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়েরা লোহিতবর্ণ, বৈশ্যেরা পীতবর্ণ এবং শূদ্রেরা কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গের পূজা করিবে।

এবং স ভগবান্ ব্রহ্মা পূজনায় শিবস্য চ।
কৃত্বা তু চতুরাশ্রম্যং স্বমেব ভবনং গতঃ ॥ ৩৫
গতে ব্রহ্মণি শর্ব্বোঽপি তপঃ সংহৃত্য তৎ তদা।
লিঙ্গং চিত্রবনে সূক্ষ্মং প্রতিষ্ঠাপ্য চচার হ ॥ ৩৬

## শিবলিঙ্গাবির্ভাব

শিবপুরাণে——

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য নারদস্যাঙ্গজস্য চ।
উবাচ বচনং তত্র ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ।

ভো ব্রহ্মন্ সাধু পৃষ্টোঽহং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ২
তত্ত্বং নৈব ময়া সম্যগ্ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
শিবস্য পরমং ব্রহ্মন্ ন জ্ঞাতং রূপমদ্ভুতম্ ॥ ৩
ইদং দৃশ্যং যদা নাসীৎ সদসদাত্মকঞ্চ যৎ।
তদা ব্রহ্মময়ং তেজো ব্যাপিরূপঞ্চ সন্ততম্ ॥ ৪
ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মঞ্চ শীতং নোষ্ণন্তু পুত্রক।
আদ্যন্তরহিতং দিব্যং সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্ ॥ ৫
যোগিনোঽন্তরদৃষ্ট্যা হি যং ধ্যায়ন্তি নিরন্তরম্।
তদ্রূপং সকলং হ্যাসীৎ জ্ঞানবিজ্ঞানদং মহৎ ॥ ৬

ব্রহ্মা এই প্রকারে বর্ণচতুষ্টয়ের লিঙ্গার্চ্চনার বিধান করত স্বস্থান ব্রহ্মধামে গমন করিলেন। ৩৫।

ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে মহাদেবও লিঙ্গ সংযত করত সেই চিত্রবনে একটি সূক্ষ্ম লিঙ্গ রাখিয়া যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৩৬

সূত কহিলেন, কোন সময়ে নারদ ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে লোকপিতামহ প্রজাপতি নিজপুত্র নারদের ঐই কথা শুনিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি সর্ব্বলোকের হিতার্থ উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা শ্রবণ করিলে লোকের সর্ব্বপাপ বিদূরিত হয়। ২। হে ব্রহ্মন্! শিবের পরম তত্ত্ব ও রূপের বিষয় বিষ্ণুও সম্যক্ জানেন না, আমিও সম্যক্ বিদিত নহি। ৩। এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের যখন অস্তিত্ব ছিল না, তখন আদ্যন্তবর্জ্জিত একমাত্র সত্তা ও দিব্যজ্ঞানময় তেজোদ্বারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। ৪। হে পুত্র! সেই তেজ স্থূলও নহে, শীতলও নহে, উষ্ণও নহে। উহা আদ্যন্তরহিত, দিব্য সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ। ৫। যোগিগণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সর্ব্বদা উহা ধ্যান

কিয়তা চৈব কালেন তস্যেচ্ছা সমপদ্যত।
প্রকৃতির্নাম সা প্রোক্তা মূলকারণমিত্যুত॥ ৭
একাকিনী যদা মায়া সংযোগাচ্চাপ্যনেকিকা।
যতো বৈ প্রকৃতির্দেবী ততো বৈ পুরুষস্তদা।
উভৌ চ মিলিতৌ তত্র বিচারে তৎপরৌ মুনে॥ ৮
আবাভ্যাং কিং প্রকর্ত্তব্যং ধ্যায়ন্তঃ স্ম পরস্পরম্।
এতস্মিন্নন্তরে বাণী সমুৎপন্না শুভা শুভা॥ ৯
তপশ্চৈব প্রকর্ত্তব্যং সংশয়স্তাপ্যনুত্তরে।
ততস্তাভ্যাঞ্চ তৎ শ্রুত্বা তপস্তপ্তং সুদারুণম্॥ ১০
কিয়ৎকালং তদা ব্রহ্মন্ ধ্যানমার্গপরায়ণৌ।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব প্রবুদ্ধৌ ধ্যানমার্গতঃ॥ ১১
প্রবুদ্ধৌ বিস্ময়ং প্রাপ্তৌ কিয়ৎ তপ্তমহো ইতি।
তদঙ্গাজ্জলধারা হি সঞ্জাতা বিবিধা মুনে॥ ১২
তাভির্ব্যাপ্তঞ্চ সকলং ব্রহ্মরূপমভূজ্জলম্।
অনন্তং হ্যভবৎ তচ্চ স্পর্শনাৎ পাপনাশনম্॥ ১৩
তদা শ্রান্তশ্চ পুরুষস্তয়া সহ জলে স্বয়ম্।
সুষ্বাপ পরমপ্রীতো বহুকালং তয়া সহ॥ ১৪
নারায়ণেতি বৈ নাম জাতং তস্য মহাত্মনঃ।
নারায়ণীতি বৈ নাম প্রকৃতেঃ সম্মতং মুনে॥ ১৫
সুপ্তে নারায়ণে দেবে নাভৌ পঙ্কজমুত্তমম্॥ ১৬
অনন্তপত্রিকাযুক্তং কর্ণিকারসমন্বিতম্।
অনন্তযোজনায়ামমনন্তোচ্ছ্রায়সংযুতম্॥ ১৭

করেন। ঐ তেজ মহৎ ও জ্ঞানবিজ্ঞানপ্রদ। ৬। কিছু দিন পরে ব্রহ্মের অন্তরে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে মূল কারণস্বরূপ প্রকৃতির আবির্ভাব হইল। ৭। এই প্রকৃতিই মহামায়া; ইনি একাকিনী হইলেও পুরুষসহযোগে নানাবিধ আকৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম হইতে যেমন প্রকৃতি দেবী উৎপন্ন হইলেন, তদ্রূপ একটি পুরুষও জন্মগ্রহণ করিলেন। হে মুনে! এই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে মিলিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমাদিগের এখন কি কর্ত্তব্য? তাঁহারা উভয়ে পরস্পর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে শুভগুণবিশিষ্টা আকাশবাণী হইল যে, তোমরা এই সন্দেহনিরসনার্থ তপস্যাচরণ কর। ইহা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে সুদারুণ তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ৮-১০। হে ব্রহ্মন্! এইরূপে ধ্যানমার্গ আশ্রয় করিয়া তাঁহারা কিছু দিন অতিবাহিত করিলেন। তদনন্তর সেই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে ধ্যানমার্গ হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া বিস্ময় সহকারে বলিতে লাগিলেন, অহো! আমরা কত কাল ধ্যানযোগে অতিবাহিত করিলাম। হে মুনে! যখন তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, তখন তাঁহাদিগের উভয়ের অঙ্গ হইতে জলধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। ১১-১২। সেই জলধারা দ্বারা অখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইল। ঐ জলও ব্রহ্মস্বরূপ ও অনন্ত; উহা স্পর্শমাত্র পাপক্ষয় হইয়া থাকে। ১৩। তদনন্তর ঐ পুরুষ শ্রান্ত হইয়া স্বয়ং সেই প্রকৃতির সহিত পরমপ্রীতচিত্তে সেই জলগর্ভে বহুকাল শয়ান রহিলেন। ১৩-১৪। হে মুনে! এই জন্যই সেই মহাত্মাপুরুষ নারায়ণ এবং প্রকৃতি নারায়ণী নামে প্রথিত হইয়াছেন। ১৫। এইরূপে নারায়ণ প্রসুপ্ত হইলে তাঁহার নাভিদেশে একটি অত্যুত্তম পদ্ম সমুৎপন্ন হইল। ১৬। ঐ পদ্ম অনন্তদলবিশিষ্ট, কর্ণিকারসমন্বিত, অনন্ত যোজন আয়ত ও অসীম উচ্চতাসংযুক্ত। ১৭।

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং সুন্দরং তত্ত্বসংযুতম্।
তস্মাৎ পদ্মাৎ ততো জজ্ঞে পুত্রোঽহং হেমগর্ভকঃ॥ ১৮
তন্মায়ামোহিতশ্চাহং নাবিদং কমলং বিনা।
কোঽহং বা কুত আয়াতঃ কিং কার্য্যন্তু মদীয়কম্॥ ১৯
কস্য পুত্রোঽহমুৎপন্নঃ কেনৈব নির্ম্মিতো হ্যহম্।
ইতি সংশয়মাপন্নং ন ধীর্ম্মাং সমপদ্যত॥ ২০
বিমর্ষং মোহমায়াতো যত্র বৈ কমলস্থলম্।
মৎকর্ত্তা চ ভবেৎ তত্র ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২১
ইতি বুদ্ধিং সমাস্থায় কমলাদবরোহয়ন্।
নালে নালে গতস্তত্র বর্ষাণাং শতকং মুনে॥ ২২
ন লব্ধন্তু ময়া তত্র কমলস্থানমুত্তমম্।
সংশয়ন্ত পুনঃ প্রাপ্তঃ কমলং গন্তুমুৎসুকঃ॥ ২৩
আরুরোহাথ কমলং নালমার্গেণ বৈ মুনে।
কুট্মলং কমলস্যাথ লব্ধবান্ ন বিমোহিতঃ॥ ২৪
নালমার্গে তু ভ্রমতো গতং বর্ষশতং পুনঃ।
ক্ষণমাত্রং তদা তত্র শ্রান্তোঽতিষ্ঠৎ বিমোহিতঃ॥ ২৫
তদা বাণী সমুৎপন্না তপেতি পরমা শুভা।
তৎ শ্রুত্বা তু তপস্তপ্তং দ্বাদশাব্দং প্রযত্নতঃ॥ ২৬
তদা বৈ ভগবান্ বিষ্ণুশ্চতুর্ব্বাহুঃ সুলোচনঃ॥ ২৭
প্রকৃত্যা জনিতঃ সোঽথ ময়া দৃষ্টঃ পুরো মুনে।
উবাচ চ পরংব্রহ্ম অহমেব পিতামহ॥ ২৮

উহা কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশীল, সুদৃশ্য ও সমস্ত তত্ত্বসংযুক্ত। আমি হিরণ্যগর্ভ সেই পদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিলাম। ১৮। আমি বৈষ্ণবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া সেই পদ্ম ব্যতীত আর কিছুই জানিতে পারিলাম না। আমি কে, কোন্ স্থান হইতে আসিলাম, আমার কার্য্যই বা কি, আমি কাহার পুত্র, কে আমাকে সৃষ্টি করিল, এইরূপ নানা সন্দেহে আকুল হওয়াতে আমার যেন বুদ্ধি বিলুপ্ত হইল। ১৯-২০। শেষে ভাবিলাম, কেন আমি মোহে অভিভূত হইতেছি? যেখান হইতে এই পদ্মের উদ্ভব হইয়াছে, আমার সৃষ্টিকর্ত্তা অবশ্য সেই স্থানে আছেন, সন্দেহ নাই। ২১। এইরূপ বুদ্ধি স্থির করিয়া কমল হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক নালে নালে গমন করিতে লাগিলাম। হে মুনে! ক্রমে শতবর্ষ অতীত হইল, তথাপি সেই অনুত্তম পদ্মমূল প্রাপ্ত হইলাম না। তখন আবার সংশয় জন্মিল, আবার পদ্মে প্রত্যাগমন করিতে উৎসুক হইলাম। ২২-২৩। হে মুনে! তখন আবার নাল অবলম্বনে পদ্মে আরোহণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু বিমোহিত হওয়াতে আর পদ্মকোষ প্রাপ্ত হইলাম না। ২৪। এইরূপে পুনরায় নালপথে ভ্রমণ করিতে করিতে শতবর্ষ সমতীত হইল। তখন আমি শ্রান্ত ও বিমোহিত হইয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে অবস্থিত রহিলাম। ২৫। তখন এই পরমশুভকরী আকাশবাণী হইল—'তুমি তপস্যা কর।' উহা শ্রবণ করিয়া আমি যত্নসহকারে দ্বাদশ বৎসর তপস্যাচরণ করিলাম। ২৬।

হে মুনে! তখন প্রকৃতিজনিত সুলোচন চতুর্ব্বাহু ভগবান্ বিষ্ণু আমার পুরোভাগে আবির্ভূত হইলেন। তিনি কহিলেন, হে পিতামহ! আমিই পরমব্রহ্ম অর্থাৎ আমা হইতেই

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মা ক্রোধান্বিতস্তদা।
কো বা ত্বমিতি সংভর্ৎস্য কশ্চিৎ কর্ত্তা ভবেৎ তব।
মায়য়া মোহিতশ্চাহং যুদ্ধং চক্রে সুদারুণম্॥ ২৯
বিবাদশমনার্থঞ্চ প্রবোধার্থং দ্বয়োরপি॥ ৩০
জ্যোতির্লিঙ্গং তদোৎপন্নমাবয়োর্মধ্যে অদ্ভুতম্।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং কালানলচয়োপমম্॥ ৩১
ক্ষয়বৃদ্ধিবিনির্মুক্তমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্।
অনৌপম্যমনির্দ্দিষ্টমব্যক্তং বিশ্বসম্ভবম্॥ ৩২
তস্য জ্বালাসহস্রেণ মোহিতো ভগবান্ হরিঃ।
মোহিতং প্রাহ মামত্র কিমর্থং স্পর্দ্ধসেঽধুনা॥ ৩৩
আগতোঽত্র তৃতীয়োঽপি তিষ্ঠতাং যুদ্ধমাবয়োঃ।
কুত এবাত্র সম্ভূতং পরীক্ষাবোঽগ্নিসন্নিভম্॥ ৩৪
বায়ুবেগসমো ভূত্বা গচ্ছোর্দ্ধং বিশ্বসম্ভব।
ভবানূর্দ্ধং প্রযত্নেন গন্তুমর্হতি সত্বরম্॥ ৩৫
হংসরূপং ত্বয়া ধার্য্যং বরাহঞ্চ মযা পুনঃ।
এবং ব্যাহৃত্য বিশ্বাত্মা স্বরূপং কবোৎ তদা।
হংসশ্চাহং তদা জাতঃ সুন্দরঃ পক্ষসংযুতঃ॥ ৩৬
তদা প্রভৃতি মামাহুর্হংসহংস বিরাডিতি।
হংসহংসেতি যো ব্রূয়াৎ সোঽহং সোঽহং ভবিষ্যতি॥ ৩৭
সুশ্বেতো হ্যনিলপ্রখ্যো বিশ্বতঃ পক্ষসংযুতঃ।
মনোঽনিলজবো ভূত্বা ততশ্চোর্দ্ধং গতঃ পুরা॥ ৩৮
নারায়ণোঽপি বিশ্বাত্মা সুশ্বেতো হ্যভবৎ তদা।
দশযোজনবিস্তীর্ণমায়তং শতযোজনম্॥ ৩৯
মেরুপর্ব্বতবর্ষ্মাণং তীক্ষ্ণনখাগ্রদংষ্ট্রিণম্।
কালাদিত্যসমাভাঞ্চ দীর্ঘঘোণং মহাস্বনম্॥ ৪০

তোমার সৃষ্টি হইয়াছে। ২৭২৮। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা (আমি) রোষভরে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক বিষ্ণুকে কহিলেন, তুমিই বা কে, তোমারও বোধ হয় কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা বিদ্যমান আছেন। এই বলিয়া মায়াবিমোহিত হইয়া আমি তাঁহার সহিত সুদারুণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। ২৯।

ইত্যবসরে আমাদিগের বিবাদশান্ত্যর্থ ও জ্ঞানোদয়ার্থ উভয়ের মধ্যভাগে প্রলয়ানলসদৃশ জ্বালামালাবিশিষ্ট অদ্ভুত এক জ্যোতির্লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। ৩০৩১। উহা ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত, আদিমধ্যান্তবর্জ্জিত, অনুপম, অনির্দ্দিষ্ট, অব্যক্ত এবং বিশ্বের মূলীভূত কারণ। ৩২। উহার শিখাসহস্রে মুগ্ধ হইয়া ভগবান্ হরি বিমুগ্ধ আমাকে কহিলেন, এখন আর স্পর্দ্ধা করিতেছ কেন? এখন আমাদিগের উভয়ের যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকুক। এই তৃতীয় ব্যক্তি এখানে সমাগত হইয়াছেন। এই অগ্নিসন্নিভ ব্যক্তি কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছেন, এখন তাহাই পরীক্ষা করি। হে বিশ্বসম্ভব! তুমি বায়ুবৎ বেগে আশু ঊর্দ্ধদিকে গমন কর। তুমি হংসরূপ ধারণ কর, আমিও বরাহরূপী হই। বিশ্বাত্মা হরি এই কথা বলিয়া বরাহরূপ ধারণ করিলেন; আমিও পক্ষবিশিষ্ট সুন্দর হংসরূপ পরিগ্রহ করিলাম। ৩৩৩৬। তদবধি আমি বিরাট হংস হংস নামে অভিহিত হই। যিনি এই হংস হংস শব্দ উচ্চারণ করেন, তিনি মৎস্বরূপ হন। ৩৭। এইরূপে পূর্ব্বে আমি পক্ষবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, বায়ুতুল্য ও মনোবৎ বেগগামী হংসরূপী হইয়া ঊর্দ্ধদিকে গমন করিলাম। ৩৮। বিশ্বাত্মা নারায়ণও তখন শ্বেতবর্ণ বরাহরূপ ধারণ করিলেন। ঐ বরাহ দশযোজন বিস্তীর্ণ, শতযোজন আয়ত, মেরুপর্ব্বতাকৃতি,

হ্রস্বপাদং বিচিত্রাঙ্গং জৈত্রং দৃঢ়মনোজবম্।
বাবাহং রূপমাস্থায় গতবাংস্তদধো জবাৎ ॥ ৪১
এবং বর্ষসহস্রন্তু চরন্ বিষ্ণুরধোগতঃ।
তদা প্রভৃতি লোকেষু শ্বেতবরাহকল্পকঃ ॥ ৪২

সূত উবাচ।

ততঃ পরঞ্চ যজ্জাতং শ্রূয়তামৃষিসত্তমাঃ।
ভ্রান্তঞ্চ বহুধা কালং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৪৩

ব্রহ্মোবাচ।

ন পশ্যদল্পমপ্যস্য মূলং লিঙ্গস্য শূকরঃ।
তাবৎ কালং গতো হ্যূর্দ্ধমহমপ্যরিসূদন ॥ ৪৪
সত্বরং সর্ব্বযত্নেন তস্যান্তং জ্ঞাতুমিচ্ছয়া।
শ্রান্তো ন দৃষ্ট্বা তস্যান্তমহং কালাদধোগতঃ ॥ ৪৫
তথৈব ভগবান্ বিষ্ণুঃ শ্রান্তস্ত্রস্তবিলোচনঃ।
সমাগতো ময়া সার্দ্ধং প্রণিপত্য ভবং মুহুঃ ॥ ৪৬
মায়য়া মোহিতঃ শম্ভোস্তস্থৌ সংবিগ্নমানসঃ।
প্রণিপত্য ময়া সার্দ্ধং সস্মার কিমিদন্ত্বিতি ॥ ৪৭
অনির্দ্দেশ্যঞ্চ তদ্রূপমনাম-কর্ম্মবর্জ্জিতম্।
অলিঙ্গং লিঙ্গতাং যাতং ধ্যানমার্গেঽপ্যগোচরম্ ॥ ৪৮
স্বস্থং চিত্তং তদা কৃত্বা নমস্কারপরায়ণৌ।
জানীয়াবো ন তে রূপং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে ৪৯
এবমন্তশতং যাতং নমস্কারং প্রকুর্ব্বতোঃ।
তদা সমভবৎ তত্র সানন্দং শব্দলক্ষণম্ ॥ ৫০

তীক্ষ্ণনখ, তীক্ষ্ণদন্ত, প্রলয়কালীন সূর্য্যসন্নিভ দীর্ঘনাস, মহাশব্দকারী, হ্রস্বপদ, বিচিত্রাঙ্গ, বিজয়শীল ও মনোগামী। এই প্রকারে বরাহরূপ ধারণ করিয়া হরি মহাবেগে অধোদিকে গমন করিলেন। ৩৯-৪১। হরি এইরূপে অধোভাগে সহস্রবর্ষ পরিভ্রমণ করিলেন। তদবধি এই সময়কে লোকে শ্বেতবরাহকল্প বলিয়া থাকে। ৪২।

সূত কহিলেন, হে ঋষিসত্তমগণ! তৎপরে যাহা ঘটিয়াছিল, শ্রবণ কর। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু এইরূপে বহুকাল ভ্রমণ করিলেন। ৪৩।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে অরিসূদন! শূকররূপী হরি লিঙ্গের বিন্দুমাত্রও মূল দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। আমিও তত দিন ঊর্দ্ধভাগে ভ্রমণ পূর্ব্বক অতিবাহিত করিলাম। ৪৪। লিঙ্গের শেষ জানিবার ইচ্ছায় যত্নসহকারে ভ্রমণ করিয়াও যখন অন্ত পাইলাম না, তখন শ্রান্ত হইয়া অধোভাগে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। ৪৫। ভগবান্ হরিও সেইরূপ শ্রান্ত ও ত্রস্তনেত্র হইয়া আমার সহিত মিলিত হইলেন এবং মহেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত পুরঃসর শাম্ভবী মায়ায় মোহিত হইয়া সংবিগ্নচিত্তে অবস্থিত রহিলেন। তৎপরে আমার সহিত প্রণতি পুরঃসর এ কি, এ কি, এইরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৬-৪৭। ইহা অনির্দ্দেশ্য, নামরূপকর্ম্মবর্জ্জিত, অলিঙ্গ হইয়াও লিঙ্গতাপ্রাপ্ত, ধ্যানমার্গেরও অগোচর, ইহা কি? ৪৮। অনন্তর আমরা উভয়ে প্রণতি-পরায়ণ হইয়া চিত্তস্থির করত বলিলাম, তোমার রূপ জানি না; তুমি যে হও সে হও, তোমাকে নমস্কার করি। ৪৯। এই প্রকার নমস্কার করিতে করিতে শতবর্ষ অতীত হইল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তখন তথায় শব্দব্রহ্মস্বরূপ সুব্যক্ত প্লুতস্বরে উচ্চারিত ওঁকারশব্দ সমুত্থিত হইল। ইহা কি! এই

ওমিতীদং মুনিশ্রেষ্ঠ সুব্যক্তং প্লুতলক্ষণম্ ।
কিমিদমিতি সঞ্চিন্ত্য ময়া তিষ্ঠন্মহাস্বনম্ ॥ ৫১
যস্মাচ্ছব্দঃ সমুদ্ভূতস্তস্মৈ তুভ্যং নমোঽস্তু তে ।
লিঙ্গস্য দক্ষিণে ভাগে তদাপশ্যং সনাতনঃ ॥ ৫২
আদ্যং বর্ণমকারস্তু উকারঞ্চোত্তরে ততঃ ।
মকারং মধ্যতশ্চৈব নাদান্তং তস্য চোমিতি ॥ ৫৩
সূর্য্যমণ্ডলবৎ দৃষ্ট্বা বর্ণমাদ্যস্তু দক্ষিণে ।
উত্তরে পাবকপ্রখ্যমুকারমৃষিসত্তম ॥ ৫৪
শীতাংশুমণ্ডলপ্রখ্যং মকারং তস্য মধ্যতঃ ।
তস্যোপরি তদাপশ্যং স্ফাটিকপ্রভবং পরম্ ॥ ৫৫
তুরীয়াতীতমমৃতং নিষ্কলং নিরুপপ্লবম্ ।
নির্দ্বন্দ্বং কেবলং তত্ত্বং বাহ্যাভ্যন্তরবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৬
আদিমধ্যান্তরহিতমানন্দস্যাপি কারণম্ ।
সত্যমানন্দমমৃতং পরংব্রহ্ম পরায়ণম্ ॥ ৫৭
এতস্মিন্নন্তরেঽপশ্যচ্চ রূপমদ্ভুতসুন্দরম্ ॥ ৫৮
পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং কর্পূরগৌরকং মুনে ।
নানাকান্তিসমাযুক্তং নানাভরণসংযুতম্ ॥ ৫৯
মহোদারং মহাবীর্য্যং মহাপুরুষলক্ষণম্ ।
তদ্দৃষ্ট্বা পরমং রূপং নির্ম্মাতা স্বয়মেব হি ॥ ৬০
ততো বিজ্ঞায় দেবেশং যথাবৎ স্মৃতিসম্মতৈঃ ।
মন্ত্রৈর্মহেশ্বরং দেবং তুষ্টাব সুমহোদয়ম্ ॥ ৬১
আবয়োঃ স্তুতিভিস্তুষ্টো লিঙ্গে তস্মিন্ নিরঞ্জনঃ ।
দিব্য শব্দময়ং রূপমাস্থায় প্রহসন্ স্থিতঃ ॥ ৬২
ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা প্রসন্নো ভগবান্ হরঃ ।
উবাচ হরয়ে তত্র শৃণুষ্বাবহিতো হরে ॥ ৬৩
ইদং লিঙ্গং সদা পূজ্যং ধ্যানঞ্চৈতাদৃশং মম ।
ইদানীং দৃশ্যতে যদ্বৎ তথা কার্য্যং ত্বয়া সদা ॥ ৬৪

চিন্তা করত আমি সেই মহাশব্দ উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, যাঁহা হইতে এই শব্দ সমুদ্ভূত হইল, সেই তোমাকে নমস্কার। তখন দৃষ্ট হইল, লিঙ্গের দক্ষিণভাগে আদ্যবর্ণ অকার, উত্তরভাগে উকার, মধ্যভাগে নাদসমন্বিত মকার এই ভাবে বিভক্ত সনাতন ওঙ্কার শব্দ বিরাজ করিতেছে। ৫০-৫৩। দেখা গেল, আদ্যবর্ণ অকার সূর্য্যমণ্ডলবৎ, উত্তরে উকার অগ্নি-সদৃশ, মধ্যভাগে মকার শশাঙ্কমণ্ডলবৎ, তাহার উপর স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ, তুরীয়াতীত, সুধাময়, নিষ্কল, স্থির, দ্বন্দ্বরহিত, অদ্বিতীয়, বাহ্যাভ্যন্তররহিত; আদিমধ্যান্তবর্জ্জিত, সৎস্বরূপ, আনন্দপূর্ণ, আনন্দের মূলীভূত কারণ-স্বরূপ পরমব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। ৫৪-৫৭।

ইত্যবসরে আর একটি পরমসুন্দর অদ্ভুত রূপ দৃষ্ট হইল। ৫৮। তিনি পঞ্চমুখ, দশহস্ত, কর্পূরবৎ শ্বেতবর্ণ, নানাকান্তিবিশিষ্ট, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, উদার, মহাবীর্য্য ও মহাপুরুষ-লক্ষণে লক্ষিত। সেই পরমরূপ দর্শনে বুঝিতে পারা গেল যে, তিনিই স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা। ৫৯-৬০। অনন্তর সেই দেবেশ্বর মহেশ্বরকে জানিতে পারিয়া স্মৃতিসম্মত মন্ত্রে সেই সুমহোদয় দেবকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ৬১। আমাদিগের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সেই নিরঞ্জন দেব দিব্য শব্দময় রূপ ধারণ পূর্ব্বক হাস্যমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৬২। স্তুতিবাক্যে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ মহেশ্বর শ্রীহরিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে হরে। অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৬৩। সর্ব্বদা এই লিঙ্গের পূজা করিবে এবং এখন যে রূপ দেখিতেছ, সেই রূপ সর্ব্বদা ধ্যান

পূজিতো লিঙ্গরূপেঽস্মিন্ প্রসন্নো বিবিধং ফলম্ ।
দাস্যামি সর্ব্বলোকেভ্যো মনোঽভীষ্টান্যনেকশঃ ॥ ৬৫
যদা দুঃখং ভবেৎ তত্র পূজিতে দুঃখনাশনম্ ॥ ৬৬
ময়ি ভক্তির্দৃঢ়া ভূয়াদ্‌যুবয়োরত্যনুজ্ঞয়া ।
পার্থিবীঞ্চৈব মূর্ত্তিঞ্চ বিধায় কুরুতং যুবাম্ ।
সেবাঞ্চ বিধিবৎ প্রাজ্ঞৌ কৃত্বা সুখমবাপ্স্যথঃ ॥ ৬৭
উপদিশ্য বিধানেঽস্মিন্ ধর্ম্মান্ দুঃখহরো হরঃ ।
দদৌ বরাননেকাংশ্চ তয়োর্হিতচিকীর্ষয়া ॥ ৬৮
ব্রহ্মন্ সৃষ্টিং কুরু ত্বং হি মদাজ্ঞাপরিপালকঃ ।
বৎস বৎস হরে ত্বঞ্চ পালয়স্ব চরাচরম্ ॥ ৬৯

## ভগবতীর যোনিরূপধারণের কারণ

শৈবে—

ঋষয় উচুঃ ।

সূত জানাসি সকলং বেদব্যাসপ্রসাদতঃ ।
তবাজ্ঞাতং ন বিদ্যেত তস্মাৎ পৃচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ১
লিঙ্গঞ্চ পূজ্যতে লোকৈস্ত্বয়া কথিতঞ্চ যৎ ।
তত্ত্বৈব ন চাস্ত্যন্তি কারণং বিদ্যতে ত্বিহ ॥ ২

সূত উবাচ ।

কল্পভেদকথা চৈব শ্রুতা চৈব ময়া পুনঃ ।
তদেব কথয়াম্যদ্য শ্রূয়তামৃষিসত্তমাঃ ॥ ৩

করিবে। ৬৪। এই লিঙ্গে আমার পূজা করিলে আমি প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বজনকে নানারূপ ফল প্রদান করিব এবং তাহাদিগের নানা ঈপ্সিত পূর্ণ করিব। ৬৫। যখন দুঃখ উপস্থিত হইবে, তখন এই লিঙ্গের পূজা করিলে সর্ব্বদুঃখ বিনষ্ট হইবে। ৬৬। আমার আদেশে আমার প্রতি তোমাদিগের উভয়ের ভক্তি দৃঢ়া হউক। হে প্রাজ্ঞদ্বয়! তোমরা উভয়ে মদীয় পার্থিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যথাবিধানে সেবা কর, তাহা হইলেই আনন্দলাভ করিবে। ৬৭

দুঃখহারী ত্রিপুরারি এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া শ্রীহরি ও ব্রহ্মা উভয়ের হিতচিকীর্ষায় বহু বর প্রদান করিলেন; বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি আমার আদেশে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হও আর হে বৎস হরে! তুমি চরাচর বিশ্ব প্রতিপালন কর। ৬৮-৬৯

সূতকে সম্বোধন করিয়া ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, হে সূত! বেদব্যাসের প্রসাদে তুমি সমস্তই অবগত আছ, তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই; এই জন্যই আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ১। তুমি পূর্ব্বেই বলিয়াছ, জগতের সকল লোকই শিবলিঙ্গের পূজা করে, বস্তুতঃ ইহা সত্য। কিন্তু লিঙ্গার্চ্চনা বিষয়ে অবশ্য কোন কারণ বিদ্যমান আছে, সেই কারণ কি, তুমি বর্ণন কর। ২

সূত কহিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! আমি এই সম্বন্ধে কল্পভেদে যেরূপ যেরূপ কথা শ্রবণ

পুরা দারুবনে জাতং যদ্‌বৃত্তঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
তদেব শ্রূয়তাং সম্যক্ কথয়ামি যথাশ্রুতম্ ॥ ৪
দারুনাম বনং শ্রেষ্ঠং তত্রাসন্ ঋষিসত্তমাঃ।
শিবভক্তাঃ সদা নিত্যং শিবধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৫
ত্রিকালং শিবপূজাঞ্চ কুর্ব্বন্তি স্ম নিরন্তরম্।
এবং সেবাং প্রকুর্ব্বাণা ধ্যানমার্গপরায়ণাঃ ॥ ৬
তে কদাচিদ্বনে যাতাঃ সমিদাহরণায় চ।
এতস্মিন্নন্তরে সাক্ষাৎ শঙ্করো নীললোহিতঃ ॥ ৭
বিরূপঞ্চ সমাস্থায় পরীক্ষার্থং সমাগতঃ।
দিগম্বরোঽতিতেজস্বী ভূতিভূষণভূষিতঃ ॥ ৮
চেষ্টাঞ্চৈব কটাক্ষঞ্চ হস্তে লিঙ্গঞ্চ ধারয়ন্।
মনসা চ হরো দেবো জগাম প্রিয়মুত্তমম্ ॥ ৯
তং দৃষ্ট্বা ঋষিপত্ন্যস্তাঃ পরং ত্রাসমুপাগতাঃ।
বিহ্বলা বিস্মিতাশ্চান্যাঃ সমাজগ্মুস্তথা পুনঃ ॥ ১০
আলিলিঙ্গুস্তথা চান্যাঃ করং ধৃত্বা তথাপরাঃ।
পরস্পরন্তু সংঘর্ষাৎ গতং চৈব দ্বিজন্মনাম্ ॥ ১১
এতস্মিন্নেব সময়ে ঋষিবর্য্যাঃ সমাগমন্।
বিরুদ্ধং তস্য তৎ দৃষ্ট্বা দুঃখিতাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ॥ ১২
তদা দুঃখমনুপ্রাপ্তাঃ কোঽয়ং কোঽয়ং তথাব্রুবন্।
যদা চ নোক্তবান্ কিঞ্চিৎ তদা তু পরমর্ষয়ঃ ॥ ১৩
ঊচুস্তং পুরুষং তে বৈ বিরুদ্ধং ক্রিয়তে ত্বয়া।
ত্বদীয়ঞ্চৈব লিঙ্গঞ্চ পততাং পৃথিবীতলে ॥ ১৪

করিয়াছি, অদ্য তাহাই বলিতেছি, অবধান কর।৩। পূর্ব্বকালে দারুবন নামক বনে ব্রাহ্মণদিগের যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা সম্যক বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দারুবনে অনেকগুলি ঋষিশ্রেষ্ঠ বাস করিতেন। তাঁহারা সদা শিবভক্ত এবং নিত্য শিবধ্যানপরায়ণ ছিলেন। ৫। তাঁহারা নিরন্তর প্রত্যহ ত্রিকালীন শিবপূজা করিতেন। এইরূপে ধ্যানমার্গপরায়ণ হইয়া শিবসেবা করিয়াই তাঁহাদিগের দিন অতিবাহিত হইত। ৬।

একদা তাঁহারা সমিধ আহরণের জন্য বনান্তরে প্রস্থান করিলেন। ইত্যবসরে নীললোহিত প্রত্যক্ষ মহাদেব মুনিগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য বিকৃত রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই দারুবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি দিগম্বর, মহাতেজস্বী ও বিভূতি-ভূষণে বিভূষিত। ৭-৮। তিনি হস্ত দ্বারা স্বীয় লিঙ্গ ধারণ করত কটাক্ষপাত ও নানারূপ ভাবভঙ্গী প্রদর্শন করিতে করিতে ঋষি-পত্নীদিগের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক সেই অত্যুত্তম প্রীতিকর বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৯। ঋষিপত্নীগণ তাঁহাকে দেখিয়া যার-পর-নাই ভীতি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা বিহ্বল ও বিস্মিত হইয়া সদাশিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। ১০। রমণীগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ বা সদাশিবের হস্ত ধারণ করিলেন। বস্তুতঃ বিপ্রনারীরা এইরূপে পরস্পর আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। ১১।

ইত্যবসরে ঋষিগণ সমিধ আহরণ করিয়া তথায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা এইরূপ বিরুদ্ধ ব্যাপার দর্শনে দুঃখিত ও ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ১২। তখন তাঁহারা দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া 'এ কে, এ কে' এই কথা উচ্চারণ করিলেন; কিন্তু মহাদেব কোন কথাই বলিলেন না। তখন ঋষিগণ পরুষবচনে তাঁহাকে কহিলেন, 'তুমি যখন এইরূপ অন্যায় কার্য্য

ইত্যক্তে তু তদা তৈস্তু লিঙ্গঞ্চ পাতিতং ক্ষণাৎ।
তল্লিঙ্গঞ্চাগ্নিবৎ সর্ব্বং দদাহ যৎ পুরঃস্থিতম্ ॥ ১৫
যত্র যত্র চ তদ্যাতি তত্র তত্র দহেৎ পুনঃ।
পাতালে চ গতং তচ্চ স্বর্গে চাপি তথৈব চ ॥ ১৬
ভূমৌ সর্ব্বত্র তদ্ভ্রান্তং কুত্রাপি তৎ স্থিরং ন হি।
লোকাশ্চ ব্যাকুলা জাতা ঋষয়স্তেঽতিদুঃখিতাঃ ॥ ১৭
ন শর্ম্ম লেভিরে কাপি দেবাশ্চ ঋষয়স্তথা।
তে সর্ব্বে চ তদা দেবা ঋষয়ো যে চ দুঃখিতাঃ ॥ ১৮
ন জ্ঞাতস্তু শিবো যৈস্তু ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ।
তত্র গত্বা তু তৎ সর্ব্বং কথিতং ব্রহ্মণে তদা ॥ ১৯
ব্রহ্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রোবাচ ঋষিসত্তমান্ ॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ।

জ্ঞাতারশ্চ ভবন্তো বৈ কুর্ব্বন্তি গর্হিতং পুনঃ।
অজ্ঞাতারো যথা কুর্য্যুঃ কিং পুনঃ কথ্যতে তদা ॥ ২১
বিরুধ্যৈবং শিবং দেবাঃ কুশলং কঃ সমীহতে।
মধ্যাহ্নসময়ে যো বৈ অতিথিং তু পরাঙ্মুখেৎ ॥ ২২
তস্যৈব সুকৃতং নীত্বা স্বীয়ঞ্চ দুষ্কৃতং পুনঃ।
সংস্থাপ্য চাতিথির্যাতি কিং পুনঃ শিবমেব বা ॥ ২৩
যাবল্লিঙ্গং স্থিরং নৈব জগতাং ত্রিতয়ে শুভম্।
প্রাপ্যতে ন তদা কাপি সত্যমেতদ্বদাম্যহম্ ॥ ২৪
ভবদ্ভিশ্চ তথা কার্য্যং যথা স্বাস্থ্যং ভবেদিহ।
ইত্যুক্তাস্তে প্রণম্যোচুঃ কিং কার্য্যং তৎ সমাদিশ ॥ ২৫

করিতেছ, তখন তোমার লিঙ্গ ধরাতলে নিপতিত হউক।' ১৩১৪। ঋষিগণ যেমন এই কথা বলিলেন, অমনই তৎক্ষণাৎ মহেশ্বরের লিঙ্গ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। ঐ লিঙ্গ অগ্নি তুল্য তেজঃ-সম্পন্ন; উহা পুরোভাগে যাহা কিছু দেখিতে পাইল, সমস্তই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। ১৫। যেখানে যেখানে সেই তেজঃ গমন করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই সমস্ত দ্রব্য ভস্মীভূত হইল। ঐ লিঙ্গ পাতালে, স্বর্গে, ভূপৃষ্ঠে সর্ব্বত্রই গমন করিল, সকল স্থানেই ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু কুত্রাপি স্থির হইল না। সকল লোক ব্যাকুল হইয়া উঠিল, ঋষিগণও যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন। ১৬-১৭। দেবগণ ও ঋষিবৃন্দ কুত্রাপি শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না; তাঁহারা সকলেই যার-পর-নাই দুঃখিত হইয়া উঠিলেন। ১৮। মহেশ্বর হইতেই যে এই ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া দেবগণ ও ঋষিবৃন্দ ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন এবং তৎসকাশে সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন। ১৯। তখন সেই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা ঋষিশ্রেষ্ঠগণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২০।

ব্রহ্মা কহিলেন, তোমরা জ্ঞানী হইয়াও যখন অজ্ঞানীর ন্যায় এরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছ, তখন আর আমি কি বলিব। ২১। হে দেবগণ! মহাদেবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি মঙ্গললাভের আশা করিতে পারে? মধ্যাহ্নকালে অতিথি আগমন করিলে যে ব্যক্তি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে, অতিথি তাহার পুণ্যরাশি লইয়া স্বীয় পাতক তাহাকে দিয়া প্রস্থান করে, সুতরাং যখন স্বয়ং মহাদেব অতিথিরূপে আসিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, তখন আর কি বলিব। ২২-২৩। এখন আমি সত্য বলিতেছি, যতক্ষণ এই লিঙ্গ স্থির হইয়া না থাকিবে, ততক্ষণ ত্রিজগতের মঙ্গল নাই। ২৪। যাহাতে এই লিঙ্গ স্থিরীভাব প্রাপ্ত হয়, এখন তোমরা সকলে

ইত্যুক্তশ্চ তদা ব্রহ্মা তান্ প্রোবাচ তদা স্বয়ম্।
আরাধ্য গিরিজাং দেবীং প্রার্থয়ন্তু শুভাং তদা ॥ ২৬
যোনিরূপা ভবেচ্চেদ্ বৈ তদা তৎ স্থিরতাং ভজেৎ।
তদা প্রসন্নাং তাং দৃষ্ট্বা তদৈবং ক্রিয়তাং পুনঃ ॥ ২৭
কুম্ভমেকং তদা স্থাপ্য কৃত্বাষ্টদলমুত্তমম্।
তদুপরি কলসেত্তক্ত ওষধীভিঃ সমন্বিতম্ ॥ ২৮
দূর্ব্বাযবাঙ্কুরৈস্তত্র তীর্থোদকং প্রপূরয়েৎ।
মন্ত্রৈশ্চ বেদজুষ্টৈশ্চ মন্ত্রয়েৎ কুম্ভমুত্তমম্ ॥ ২৯
তল্লিঙ্গং তজ্জলেনৈব সেচয়েযুর্দ্বিজর্ষয়ঃ।
শতরুদ্রীয়মন্ত্রেণ প্রোক্ষিতং শান্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০
গিরিজাযোনিরূপঞ্চ বাণং স্থাপ্য শুভং পুনঃ।
তত্র লিঙ্গঞ্চ তৎ স্থাপ্যং পুনস্তেনাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৩১
গন্ধৈশ্চ চন্দনৈশ্চৈব পুষ্পধূপাদিভিস্তথা।
দীপারাত্রিকপূজাভিস্তোষয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৩২
প্রণিপাতস্তবৈস্তত্র বাদ্যং গানং তথা পুনঃ।
স্বস্ত্যয়নং ততঃ কৃত্বা জয় জয়েতি ব্যাহরেৎ ॥ ৩৩
প্রসন্নো ভব দেবেশ জগদাহ্লাদকারকঃ।
কর্ত্তা পালয়িতা ত্বঞ্চ সংহর্ত্তা পুনরেব চ ॥ ৩৪
জগদাদির্জগদ্‌যোনির্জগদন্তর্গতোঽপি চ।
পালয়ন্ সর্ব্বলোকাংশ্চ শান্তো ভব সদা শুভ।
এবং কৃতে চ স্বাস্থ্যং বৈ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫

তাহার চেষ্টা কর। ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণতিপুরঃসর দেববৃন্দ ও ঋষিগণ কহিলেন, "এখন কি করা উচিত, আপনি আদেশ করুন।" ২৫।

ব্রহ্মা এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, তোমরা সকলে কল্যাণময়ী গিরিজা দেবীর আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। ২৬। যদি তিনি যোনিরূপা হইয়া এই লিঙ্গ ধারণ করেন, তাহা হইলেই লিঙ্গ স্থিরভাব প্রাপ্ত হইবে। যখন তোমরা গিরিজা দেবীকে প্রসন্না দেখিবে, সেই সময় তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিও। ২৭। একটি অত্যুত্তম অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর সর্ব্বৌষধি সমন্বিত একটি কুম্ভ স্থাপন করিবে। ২৮। দূর্ব্বা ও যবাঙ্কুর সহিত তীর্থোদক দ্বারা ঐ কুম্ভ পরিপূর্ণ করিবে। বৈদিক মন্ত্র দ্বারা সেই অত্যুত্তম কুম্ভটিকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। ২৯। হে মহর্ষিবৃন্দ! শতরুদ্রীয় মন্ত্র * পাঠ পূর্ব্বক সেই কুম্ভসলিল দ্বারা লিঙ্গকে সেচন ও প্রোক্ষণ করিলেই উহা শান্তভাব ধারণ করিবে। ৩০। ভগবতী যোনিরূপ ধারণ করিলে ঐ লিঙ্গ তাঁহাতে স্থাপন করত পুনর্বার উক্ত উদ্‌গীথ রুদ্রশতক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। ৩১। পরে গন্ধ, চন্দন, পুষ্প, ধূপ প্রভৃতি দ্বারা পূজা ও দীপ দ্বারা আরাত্রিকাদি করিয়া পরমেশ্বর মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। ৩২। তদনন্তর প্রণাম, স্তবপাঠ ও গানবাদ্য দ্বারা মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক জয় জয় শব্দ উচ্চারণ করিবে। ৩৩। এইরূপে স্তব করিবে যে, হে ভব! হে দেবেশ! তুমি জগতের আনন্দদায়ক, কর্ত্তা, পালয়িতা ও সংহর্ত্তা। ৩৪। তুমি জগতের আদি, জগতের কারণ এবং তুমিই জগতের মধ্যে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছ। হে মঙ্গলময়! তুমি এখন শান্ত হও ও সর্ব্বলোক রক্ষা কর। এইরূপে স্তব করিলেই মঙ্গললাভ হইবে সন্দেহ নাই। ৩৫।

* শতরুদ্রীয় মন্ত্র—এই মন্ত্রের অপর নাম উদ্‌গীথ রুদ্রশতক। সামবেদের একটি শাখাকে উদ্‌গীথ বলে। ঐ শাখাতে একশতসংখ্যক মন্ত্র আছে। উহাই উদ্‌গীথ রুদ্রশতক।

ইত্যুক্তাস্তে তদা দেবাঃ প্রণিপত্য পিতামহম্।
শিবস্য শরণং গত্বা প্রার্থিতঃ শঙ্করস্তদা।
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা প্রসন্নঃ শঙ্করস্তদা॥ ৩৬
পার্ব্বতীঞ্চ বিনা নান্যা লিঙ্গং ধারয়িতুং ক্ষমা।
তয়া ধৃতঞ্চেৎ শান্তিঞ্চ গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৩৭
শ্রুত্বা চৈব ব্রহ্মাণং গিরিজা প্রার্থিতা তদা।
প্রসন্নাং গিরিজাং কৃত্বা বৃষভধ্বজমেব চ॥ ৩৮
পূর্ব্বোক্তঞ্চ বিধিং কৃত্বা স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্।
মন্ত্রোক্তেন বিধানেন দেবৈশ্চ ঋষিভিস্তদা॥ ৩৯
স্তবনৈঃ পূজনৈর্যন্ত্রৈঃ সন্তোষ্য বৃষভধ্বজম্।
শিবং সম্যক্ পরং কৃত্বা সর্ব্বেষাং শর্ম্মহেতবে॥ ৪০
শিবোঽপি কৃপয়া যুক্তো অব্রবীৎ পরমং বচঃ।
প্রসন্নং মাং চ জানীত সুখং স্যাৎ সর্ব্বদা নৃণাম্॥ ৪১
ইত্যুক্তে চ তদা তেন প্রসন্নাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
ঋষয়শ্চ প্রণম্যৈব স্তুত্বা স্তুত্বা পুনঃ পুনঃ॥ ৪২
ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা চাপি রুদ্রেণৈব পুনস্তথা।
কৃতং সর্ব্বসুখস্থাত্র তৈস্তদা তু দয়ালুভিঃ।
লোকানাং স্থাপিতে লিঙ্গে লিঙ্গমেতত্তথা পুনঃ॥ ৪৩

## লিঙ্গের প্রকারভেদ

তল্লিঙ্গং দ্বিবিধং জ্ঞেয়মচলঞ্চ চলং তথা।
প্রাসাদে স্থাপিতং লিঙ্গমচলং তচ্ছিলাদিজম্

পিতামহ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করত শিবের শরণ গ্রহণ করিলেন এবং পরম ভক্তিসহকারে পূজা করিলে মহেশ্বর তখন প্রসন্ন হইলেন এবং কহিলেন, একমাত্র পার্ব্বতী ব্যতিরেকে আর কেহই আমার লিঙ্গ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তিনি ধারণ করেন, তাহা হইলেই ত্রিজগৎ শান্তিলাভ করিবে সন্দেহ নাই। ৩৬-৩৭।

তখন দেবাদি সকলে ব্রহ্মার সহিত পার্ব্বতীর নিকট গমন পূর্ব্বক তৎসকাশে প্রার্থনা করত তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত বিধানে তদীয় যোনিতে যথামন্ত্রে যথাবিধি লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। তাঁহারা ত্রিভুবনের কল্যাণার্থ স্তব, পূজা ও মন্ত্রাদি দ্বারা দেবদেব বৃষভধ্বজকে পরিতুষ্ট করিয়া সুস্থির করিলেন। ৩৮-৪০। তখন মহাদেবও কৃপা পুরঃসর মঙ্গলবাক্যে কহিলেন, আমি তোমাদের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, এখন হইতে জগতের লোক সর্ব্বদা সুখে অবস্থান করিবে। ৪১।

বৃষধ্বজ এই কথা বলিলে যাবতীয় দেবতা ও ঋষিগণ প্রণতিপুরঃসর পুনঃ পুনঃ মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। ৪২। তদনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতারা ত্রিলোকবাসী জনগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সকল স্থানেই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন। সেই সময় হইতে ব্রহ্মাণ্ডে লিঙ্গপূজা প্রচলিত হইয়াছে। ৪৩

———

শিবলিঙ্গ দ্বিবিধ;—অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। স্বয়ম্ভু প্রভৃতি বক্ষ্যমাণ লিঙ্গ অকৃত্রিম, আর ধাতুপাষাণাদিগঠিত লিঙ্গ কৃত্রিম। কৃত্রিমই হউক আর অকৃত্রিমই হউক, চল ও অচলভেদে

পঞ্চধা তৎ স্থিতং লিঙ্গং স্বয়ম্ভুদৈবগোলকম্।
আর্ষঞ্চ মানসং লিঙ্গং তেষাং লক্ষণমুচ্যতে ॥ ১

## স্বয়ম্ভুলিঙ্গলক্ষণ

নানাচ্ছিদ্রসমাযুক্তং নানাবর্ণসমন্বিতম্।
অদৃষ্টমূলং যল্লিঙ্গং কর্কশং ভুবি দৃশ্যতে।
তল্লিঙ্গন্ত স্বয়ম্ভূতমপরং লক্ষণচ্যুতম্।
স্বয়ম্ভুলিঙ্গমিত্যুক্তং তচ্চ নানাবিধং মতম্।
শঙ্খাভমস্তকং লিঙ্গং বৈষ্ণবং তদুদাহৃতম্।
পদ্মাভমস্তকং ব্রাহ্মং ছত্রাভং শাক্রমুচ্যতে।
শিরোযুগ্মং তথাগ্নেয়ং ত্রিপদং যাম্যমীরিতম্।
খড়্গাভং নৈঋতং লিঙ্গং বারুণং কলসাকৃতি।
বায়ব্যং ধ্বজবল্লিঙ্গং কৌবেরন্তু গদান্বিতম্।
ঈশানস্য ত্রিশূলাভং লোকপালাদ্দিনির্মিতম্।
স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাখ্যাতং সদশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ২

---

## দৈবলিঙ্গলক্ষণ

করসংপুটসম্পন্নং শশিটঙ্কেন্দুভূষিতম্।
রেখাকোটিসমাযুক্তং নিম্নোন্নতসমন্বিতম্।
দীপাকারঞ্চ যল্লিঙ্গং ব্রহ্মভাগাদিবর্জ্জিতম্।
লিঙ্গং দৈবমিতি প্রোক্তং গোলকং প্রোচ্যতেঽধুনা।

উহা আবার দ্বিবিধ। যাহাকে স্থানান্তরিত করা না যায়, তাহা অচল লিঙ্গ। যাহাকে স্থানান্তরিত করা যায়, তাহার নাম সচল বা চল লিঙ্গ। অকৃত্রিম শিবলিঙ্গ আবার পঞ্চবিধ,—স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, দৈবলিঙ্গ, গোলকলিঙ্গ, আর্ষলিঙ্গ ও মানসলিঙ্গ। ১।

---

যে লিঙ্গ বহুচ্ছিদ্রবিশিষ্ট, বিবিধ বর্ণসমন্বিত, যাহার মূল ভূগর্ভমধ্যে দৃষ্ট হয় না, যাহা কর্কশ, তাহাকেই স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বলে। এরূপ লক্ষণ না থাকিলে তাহা লক্ষণচ্যুত। স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অনেক প্রকার। যাহার মস্তক শঙ্খবৎ, তাহার নাম বৈষ্ণবলিঙ্গ। যাহার মস্তক পদ্মবৎ, তাহাকে ব্রাহ্মলিঙ্গ কহে। যাহার মস্তক ছত্রাকার, তাহার নাম ঐন্দ্রলিঙ্গ। দুইটি মস্তক থাকিলে তাহাকে আগ্নেয়লিঙ্গ কহে। তিনটি পদচিহ্ন থাকিলে তাহার নাম যাম্যলিঙ্গ। খড়্গাবৎ আকৃতিবিশিষ্ট লিঙ্গকে নৈঋতলিঙ্গ কহে। কলসাকৃতি লিঙ্গের নাম বারুণলিঙ্গ। ধ্বজচিহ্ন থাকিলে তাহাকে বায়বীয় লিঙ্গ কহে। যাহাতে গদাচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহার নাম কৌবেরলিঙ্গ। যদি ত্রিশূলচিহ্ন থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ঈশানলিঙ্গ কহে। এই প্রকারে দশদিকপাল হইতে দশপ্রকার স্বয়ম্ভুলিঙ্গ আবির্ভূত হইয়াছে। শাস্ত্রবিশারদগণ এইরূপে স্বয়ম্ভুলিঙ্গলক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ২।

যাহাতে করপুটের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, যাহা শূল, টঙ্ক (খড়্গবিশেষ) ও শশিকলায় অলঙ্কৃত, যাহা

## গোললিঙ্গলক্ষণ

কুষ্মাণ্ডস্য ফলাকারং নাগরঙ্গফলোপমম্।
কাকডিম্বফলাকারং গোললিঙ্গমিতীরিতম্।

## আর্ষলিঙ্গলক্ষণ

নারিকেলফলাকারং ব্রহ্মসূত্রবিবর্জ্জিতম্।
মূলে স্থূলঞ্চ যল্লিঙ্গং কপিত্থফলসন্নিভম্।
তালস্য বা ফলাকারং মধ্যে স্থূলঞ্চ যদ্ভবেৎ।
মধ্যে স্থূলং বরং লিঙ্গং ঋষিবাণমুদাহৃতম্॥ ৫

## মানসলিঙ্গের প্রকারভেদ

মানসং ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং রৌদ্রং প্রথমমুচ্যতে।
শিবনাভিলিঙ্গঞ্চৈব বাণলিঙ্গং ততঃ পরম্। ৬

## রৌদ্রলিঙ্গলক্ষণ

সরিৎপ্রবাহসংস্থানং বাণলিঙ্গসমাকৃতি।
তদন্যদপি বোদ্ধব্যং রৌদ্রলিঙ্গং সুখাবহম্।
নদীসাবনর্ম্মদায়াং বাণলিঙ্গসমাকৃতি।
তদন্যদপি বোদ্ধ্যাং লিঙ্গং রৌদ্রং ভবিষ্যতি

রেখা ও ছিদ্রবিশিষ্ট, যাহা উন্নতানত ও দীর্ঘাকৃতি, যাহাতে ব্রহ্মভাগ, বিষ্ণুভাগ ও রুদ্রভাগের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, * তাহাকে দৈবলিঙ্গ কহে। অতঃপর গোললিঙ্গের লক্ষণ কথিত হইতেছে। ৩

---

কুষ্মাণ্ডফলাকার বা নাগরঙ্গফলাকার অথবা কাকডিম্বফলাকার হইলেই তাহার নাম গোললিঙ্গ। ৪।

---

যাহাতে যজ্ঞোপবীতের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যাহার মূল স্থূল, যাহা নারিকেলফলাকৃতি, কিংবা যাহার মধ্যভাগ স্থূল অথচ লিঙ্গটি কপিত্থফলাকার বা তালফলাকৃতি, তাহার নাম আর্ষলিঙ্গ। ইহার মধ্যে স্থূলমধ্য লিঙ্গই প্রধান। ইহার অপর নাম ঋষিবাণলিঙ্গ। ৫।

---

মানসলিঙ্গ ত্রিবিধ ;—রৌদ্রলিঙ্গ, শিবনাভিলিঙ্গ ও বাণলিঙ্গ। ৬।

---

নদীপ্রবাহ হইতে যাহার উদ্ভব, যাহা বাণলিঙ্গাকৃতি, তাহাকেও রৌদ্রলিঙ্গ কহে। যাহার

---

* নিম্নস্থ গৌরীপট্টের উপরিদেশের নাম রুদ্রভাগ, গৌরীপট্টপ্রদেশের নাম বিষ্ণুভাগ আর গৌরীপট্টের অধোভাগের নাম ব্রহ্মভাগ। যদি গৌরীপট্ট না থাকে, তাহা হইলে আর সে লিঙ্গে এই তিন ভাগ থাকিতে পারে না।

গৌড্রলিঙ্গং তথা খ্যাতং বাণলিঙ্গসমাকৃতি।
শ্বেতং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং বিপ্রাদিপূজিতম্।
স্বভাবাৎ কৃষ্ণবর্ণং বা সর্ব্বজাতিষু সিদ্ধিদম্।
নর্ম্মদাসম্ভবং রৌদ্রং বাণলিঙ্গবদীরিতম্॥ ৭

অপি চ বীরমিত্রোদয়ে—

নদীসমুদ্ভবং রৌদ্রমশ্মোক্তম্ভ বিঘর্ষণাৎ।
নদীবেগাৎ সমং স্নিগ্ধং সঞ্জাতং বৌদ্রমুচ্যতে॥ ৮

---

## শিবনাভিলিঙ্গলক্ষণ

উত্তমং মধ্যমধমং ত্রিবিধং লিঙ্গমীরিতম্।
চতুরঙ্গুলমুৎসেধে রম্যবেদিকমুত্তমম্।
উত্তমং লিঙ্গমাখ্যাতং মুনিভিঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
তদর্দ্ধং মধ্যমং প্রোক্তং তদর্দ্ধমধমং স্মৃতম্।
শিবনাভিময়ং লিঙ্গং প্রতিপূজ্য মহর্ষিভিঃ।
শ্রেষ্ঠঞ্চ সর্ব্বলিঙ্গেভ্যস্তস্মাৎ পূজ্যং বিধানতঃ॥ ৯

## বাণলিঙ্গের উৎপত্তি

বাণাসুরঃ পুরা ভয়ে শিবস্যাতীববল্লভঃ।
জিতক্রোধোঽসুরশ্চ শিবপূজাবিধৌ রতঃ।

উৎপত্তি নর্ম্মদা নদীর স্রোত হইতে অথচ আকৃতি বাণলিঙ্গের ন্যায়, তাহাকেও বৌদ্রলিঙ্গ বলা যায়। রৌদ্রলিঙ্গ চতুর্ব্বিধ,—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণেরা শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়েরা রক্তবর্ণ, বৈশ্যেরা পীতবর্ণ ও শূদ্রাদিরা কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গের পূজা করিলে সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিরই সিদ্ধিলাভ হয়। নর্ম্মদানদীজাত রৌদ্রলিঙ্গ বাণলিঙ্গবৎ ফলপ্রদ। ৭।

---

বীরমিত্রোদয়ে বর্ণিত আছে, নদীবেগে দুইখানি প্রস্তর যদি ঘর্ষিত হইয়া সমতল ও স্নিগ্ধ হয়, তবে সেই নদীজাত লিঙ্গের নাম বৌদ্রলিঙ্গ। ৮।

---

উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে শিবনাভিলিঙ্গ তিন প্রকার। যাহা চতুরঙ্গুলী উচ্চ, যাহাতে মনোহর বেদিকা বিদ্যমান, শাস্ত্রবিশারদগণ তাহাকেই উত্তম শিবনাভিলিঙ্গ বলিয়া থাকেন। ঐ লিঙ্গ হইতে যাহা অর্দ্ধপরিমিত, তাহাই মধ্যম আর তাহা হইতেও যাহা অর্দ্ধপরিমিত, তাহা অধম বলিয়া জানিবে। ঋষিগণ শিবনাভিলিঙ্গ পূজা করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গ সর্ব্বলিঙ্গ প্রধান; সুতরাং যথাবিধি ইঁহার অর্চ্চনা করা সকলের কর্ত্তব্য। ৯।

---

পুরাকালে বাণ নামে এক অসুর ছিলেন। তিনি শিবের পরম প্রিয়, সর্ব্বদা শিবপূজায় রত ও অনুরক্ত এবং জিতক্রোধ ছিলেন। তিনি বহুজ্ঞ, নিপুণ, শিল্পী ও সুলক্ষণান্বিত। তিনি

বহ্নিজ্ঞো নিপুণশ্চৈব শিল্পজ্ঞো লক্ষণান্বিতঃ।
দিনে দিনে স্বয়ং কৃত্বা লিঙ্গং স্থাপ্য প্রপূজয়েৎ।
এবং বর্ষশতং দেবি দিব্যমানেন পূজয়েৎ।
তদা তদ্ভক্তিসুলভঃ প্রত্যক্ষঃ শঙ্করোঽভবৎ ॥ ১০

শঙ্কর উবাচ।

তুষ্টোঽহং তব হে বাণ বরং ব্রূহি কিমিচ্ছসি।
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা বাণো বচনমব্রবীৎ ॥ ১১
যদি তুষ্টোঽসি হীনায় মহ্যং ত্বং মন্দভাগিনে।
খিন্নোঽহং তব দেবেশ লিঙ্গং কৃত্বা দিনে দিনে।
তত্তল্লক্ষণসংসিদ্ধলক্ষণং শাস্ত্রনির্ম্মিতম্।
শাস্ত্রার্থো দুর্লভো দেব সিদ্ধার্থশ্চ সুদুর্লভঃ।
তস্মাত্ত্বং যদি মে তুষ্টো লিঙ্গং দেহি সুলক্ষণম্।
সর্ব্বকামপ্রদাৰ্থঞ্চ সর্ব্বসত্ত্বানুকম্পনম্।
সর্ব্বেষাঞ্চ হিতার্থায় প্রসাদং কুরু শঙ্কর ॥ ১২
ইত্যেবং বচনং তস্য শিবঃ পরমকারণম্।
শ্রুত্বা কৈলাসসন্ধানং শঙ্করেণ বিনির্ম্মিতাঃ।
লিঙ্গানাং কোটিসংখ্যাশ্চ তথা চৈব চতুর্দ্দশ।
সিদ্ধলিঙ্গং তদা তত্তৎ সর্ব্বং সদোদরং স্বয়ম্।
আরোগ্যৈবং সুসম্পূর্ণং বাণস্য চ সমর্পিতম্ ॥ ১৩
অক্ষয়ফলদং বাণং স্থাপ্যমানঞ্চ নিত্যশঃ।
সংপূজ্য বাণঃ সম্ভাবং কৃত্বা প্রণয়নম্রধীঃ।
তদ্ভাবং স্বপুরং নীত্বা নূনং চিন্তয়তে শুচিঃ।
অক্ষয্যং যদি সংসিদ্ধং স্থাপ্যমানং দিনে দিনে।
সত্ত্বানাং সিদ্ধিহেত্বর্থং বাণস্থানে সুসংবয়ে।

প্রত্যহ স্বয়ং শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূজা করিতেন। এই ভাবে দিব্য শত বর্ষ বিগত হইলে ভক্তিবশ শঙ্কর তৎসকাশে আবির্ভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন। ১০।

শঙ্কর কহিলেন, হে বাণ। আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি বর ইচ্ছা কর, বল। শঙ্করের এই কথা শুনিয়া বাণ বলিতে লাগিলেন। ১১। হে দেবেশ! যদি আপনি এই মন্দভাগ্য হীন জনের প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করুন। আমি প্রত্যহ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে বিপুল কষ্ট প্রাপ্ত হই। শাস্ত্রমর্ম্ম দুর্ব্বোধ্য, অধিকন্তু শাস্ত্রের মর্ম্মবেত্তা ব্যক্তিও সুলভ নহে; অতএব শাস্ত্রবিধিমতে শুভলক্ষণবিশিষ্ট লিঙ্গ প্রস্তুত করিতে আমার দিন দিন যার-পর-নাই ক্লেশ হইয়াছে। অতএব হে শঙ্কর! যদি মৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে কতকগুলি সুলক্ষণবিশিষ্ট লিঙ্গ অর্পণ করুন, ভগবন্ত ঐ লিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়া যেন মদীয় সমস্ত অভিপ্রেত পূর্ণ হয় ও আমি সর্ব্বথা কৃতার্থ হই। সর্ব্বজনহিতার্থ যদি আপনি এই প্রকার লিঙ্গ অর্পণ করেন, তাহা হইলে সর্ব্বজনের প্রতি দয়া ও মৎপ্রতি প্রসন্নতা প্রকাশিত হয়। ১২।

পরমকারণ সদাশিব বাণের এই কথা শুনিয়া কৈলাসশিখরে গমন পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ কোটি লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলেন। সমস্ত লিঙ্গই সিদ্ধলিঙ্গ; ইঁহাদের অর্চ্চনা করিলে মানবমাত্রেরই উন্নতি হইয়া থাকে। মহাদেব সমস্ত লিঙ্গগুলি আনিয়া বাণকে প্রদান করিলেন। ১৩। বাণ অক্ষয়ফলজনক সেই সকল লিঙ্গ ক্রমে ক্রমে প্রত্যহ প্রতিষ্ঠা করত অটল ভক্তি-প্রীতি সহকারে

লিঙ্গানাং কালিকাগর্ত্তে সক্তিতাস্ত্র ত্রিকোটয়ঃ।
শ্রীশৈলে কোটয়স্তিস্রঃ কোট্যেকা কন্যকাশ্রমে।
মাহেশ্বরে চ কোট্যস্তু কন্যাতীর্থে তু কোটিকা।
মহেন্দ্রে চৈব নেপালে একৈকা কোটিরেব চ।
বাণার্চ্চার্থং কৃতং লিঙ্গং বাণলিঙ্গমতঃ স্মৃতম্।
বাণো বা শিব ইত্যুক্তস্তৎকৃতং বাণমুচ্যতে ॥ ১৫

## বাণলিঙ্গ-মাহাত্ম্য

মেরুতন্ত্রে—

কোমলেষু তু লিঙ্গেষু পার্থিবং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
কঠিনেষু তু পাষাণং পাষাণাৎ স্ফাটিকং পরম্।
স্ফাটিকাৎ পদ্মরাগঞ্চ কাশ্মীরং পদ্মরাগতঃ।
কাশ্মীরাৎ পুষ্পরাগোত্থমিন্দ্রনীলোদ্ভবং ততঃ।
ইন্দ্রনীলাচ্চ গোমেদং গোমেদাদ্বিদ্রুমোদ্ভবম্।
বিদ্রুমান্মৌক্তিকং শ্রেষ্ঠং হৈরণ্যাদ্ধীরকং বরম্।
হীরকাৎ পারদং শ্রেষ্ঠং বাণলিঙ্গং ততঃ পরম্ ॥ ১
সংস্থাপ্য শ্রীবাণলিঙ্গং রত্নকোটিগুণং ভবেৎ।
রত্নলিঙ্গে ততো বাণাৎ ফলং কোটিগুণং স্মৃতম্ ॥

অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি সেই তদ্ভাববিশিষ্ট প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গগুলি স্বীয় পুরীতে লইয়া যাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এই যে সমস্ত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলাম, ইহা যখন অক্ষয়, তখন মানবগণের সিদ্ধার্থ স্থানে স্থানে মহাবেগ স্রোতোমধ্যে ইহা রক্ষা করা যাউক। ১৪।

বাণাসুর এই প্রকার স্থির করিয়া ত্রিকোটি লিঙ্গ কালিকাগর্ত্তে, ত্রিকোটি শ্রীশৈলে, এক কোটি কন্যকাশ্রমে, এক কোটি মাহেশ্বরক্ষেত্রে, এক কোটি কন্যাতীর্থে, এক কোটি মহেন্দ্রাচলে, এক কোটি নেপালে এবং অন্যান্য স্থানে অবশিষ্টগুলি রক্ষিত করিলেন। বাণাসুরের পূজার্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা বাণলিঙ্গ নামে প্রথিত কিংবা বাণ শব্দে শিবকে বুঝায়, শিব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়াই ইহার নাম বাণলিঙ্গ। ১৫।

কোমল পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গের মধ্যে পার্থিবলিঙ্গই সর্ব্বপ্রধান, আর কঠিন পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গের মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত লিঙ্গই শ্রেষ্ঠ। অধিকন্তু প্রস্তরনির্ম্মিত লিঙ্গ অপেক্ষা স্ফাটিকলিঙ্গ, স্ফটিকনির্ম্মিত লিঙ্গ অপেক্ষা পদ্মরাগমণি-গঠিত লিঙ্গ, পদ্মরাগনির্ম্মিত লিঙ্গ অপেক্ষা কাশ্মীরলিঙ্গ, কাশ্মীরলিঙ্গ অপেক্ষা পুষ্পরাগনির্ম্মিত লিঙ্গ, পুষ্পরাগনির্ম্মিত লিঙ্গ অপেক্ষা ইন্দ্রনীলমণিগঠিত লিঙ্গ, ইন্দ্রনীলমণিগঠিত লিঙ্গ অপেক্ষা গোমেদগঠিত লিঙ্গ, গোমেদনির্ম্মিত লিঙ্গ অপেক্ষা বিদ্রুমনির্ম্মিত লিঙ্গ, বিদ্রুমগঠিত লিঙ্গ অপেক্ষা মুক্তাগঠিত লিঙ্গ, মুক্তাগঠিত লিঙ্গ অপেক্ষা রৌপ্যময় লিঙ্গ, রৌপ্যময় লিঙ্গ অপেক্ষা সৌবর্ণ-লিঙ্গ, সুবর্ণনির্ম্মিত লিঙ্গ অপেক্ষা পারদলিঙ্গ এবং পারদলিঙ্গ অপেক্ষা বাণলিঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১।

কোটিসংখ্য রত্নলিঙ্গ পূজা করিলে যে ফল হয়, একটি বাণলিঙ্গপূজা দ্বারা সেই ফল লাভ

## ইন্দ্রলিঙ্গলক্ষণ

বজ্রাদিচিহ্নিতং লিঙ্গং ইন্দ্রলিঙ্গং প্রকীর্ত্তিতম্ ।
সাম্রাজ্যদায়কং তদ্ধি মনোঽভীষ্টপ্রদায়কম্ ॥ ১

---

## বারুণলিঙ্গলক্ষণ

বারুণং বর্ত্তুলাকারং পাশাঙ্কং চালিবর্চ্চসম্ ।
বৃদ্ধিঃ সুখাদের্বৈ সত্ত্বসৌভাগ্যাদিস্তু লভ্যতে ॥ ১

---

## বৈষ্ণবলিঙ্গলক্ষণ

শালগ্রামাদিসংযুক্ত শশাঙ্কং শ্রীবিবর্দ্ধনম্ ।
পদ্মাঙ্কং স্বস্তিকাঙ্কং বা শ্রীবৎসাঙ্কং বিভূতয়ে ॥ ১

অপি চ—

বৈষ্ণবং শঙ্খচক্রাঙ্কগদাব্জাদিবিভূষিতম্ ।
শ্রীবৎসকৌস্তুভাঙ্কঞ্চ সর্ব্বসিংহাসনাঙ্কিতম্ ।
বৈনতেয়সমাঙ্কং বা তথা বিষ্ণুপদাঙ্কিতম্ ।
বৈষ্ণবং নাম তৎ প্রোক্তং সর্ব্বৈশ্বর্য্যফলপ্রদম্ ॥ ২

করা যায়, আবার এক কোটি বাণলিঙ্গপূজা দ্বারা যে ফল হয়, একটি পারদলিঙ্গ পূজা করিলে সেই ফল হইয়া থাকে । ২ । *

---

যে বাণলিঙ্গ বজ্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত, তাহাকে ঐন্দ্রলিঙ্গ কহে । এই লিঙ্গের পূজা করিলে সাম্রাজ্যলাভ ও মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয় । ১ ।

---

বাণলিঙ্গ গোলাকৃতি, পাশচিহ্নে চিহ্নিত ও ভ্রমরবৎ কৃষ্ণবর্ণ হইলে তাহার নাম বারুণ লিঙ্গ । এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে সত্ত্বগুণ, সৌভাগ্য ও সুখ প্রভৃতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । ১ ।

---

শালগ্রামচিহ্নে চিহ্নিত শিলাতে যদি শশাঙ্ক বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই লিঙ্গকে বৈষ্ণব লিঙ্গ বলে । উহার পূজা করিলে শ্রীবৃদ্ধি হয় । যদি উহাতে পদ্মচিহ্ন, স্বস্তিকচিহ্ন অথবা শ্রীবৎসচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে উহার পূজা করিলে বিভূতিবৃদ্ধি হয় । ১ ।

---

বাণলিঙ্গে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, সিংহাসন, গরুড় কিংবা বিষ্ণু-পদচিহ্ন দৃষ্ট হইলে তাহাকে বৈষ্ণবলিঙ্গ বলে । এই লিঙ্গের পূজায় সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায় । ২ ।

---

* ১নং শ্লোকে উপরে বলা হইল যে, বাণলিঙ্গ পারদলিঙ্গ অপেক্ষা প্রশস্ত, আবার এখানে বলা হইল যে, একটি পারদলিঙ্গ পূজা করিলে কোটি বাণলিঙ্গপূজার ফল হয় । ইহা দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, কৃত্রিম পারদলিঙ্গ অপেক্ষা অকৃত্রিম বাণলিঙ্গ প্রশস্ত । আবার ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, পারদ যখন শিববীর্য্য, তখন পারদলিঙ্গ কৃত্রিম হইলেও প্রাধান্যে ন্যূন নহে । ফল কথা, পারদলিঙ্গে ও বাণলিঙ্গে প্রভেদ নাই ।

### আরুণলিঙ্গলক্ষণ

আরুণং হিত্যকীলালমুক্স্পর্শং করোত্যলম্ ॥ ১

---

### যাম্যলিঙ্গলক্ষণ

দণ্ডাকারং ভবেদ্‌যাম্যমথবা রসনাকৃতি।
নিশ্চিতং নিধনস্তেন ক্রিয়তে স্থাপিতেন তু ॥ ১

---

### আগ্নেয়লিঙ্গলক্ষণ

আগ্নেয়ং তচ্ছক্তিনিভমথবা শক্তিলাঞ্ছিতম্।
ইদং লিঙ্গবরং স্থাপ্য তেজসোঽধিপতির্ভবেৎ ॥ ১

---

### রাক্ষসলিঙ্গ, নৈঋতলিঙ্গ ও অলক্ষ্মীলিঙ্গলক্ষণ

রাক্ষসং খড়্গসদৃশং জ্ঞানযোগফলপ্রদম্।
কর্কবাদিপ্রলিপ্তন্তু কুণ্ঠকুক্ষিযুতং তথা।
রাক্ষসং নিঋতৈর্লিঙ্গং গার্হস্থে ন সুখপ্রদম্ ॥ ১

### বায়ুলিঙ্গলক্ষণ

কৃষ্ণং ধূম্রং ন বা রুচ্যং ধ্বজাক্তং ধ্বজমুষলম্।
মস্তকে স্থাপিতং যস্ত বায়ুলিঙ্গং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১

---

### কুবেরলিঙ্গ ও রৌদ্রলিঙ্গলক্ষণ

তূণপাশগদাকারং গুহ্যকেশস্য মধ্যগম্।
অগ্নিশূলাঙ্কিতং রৌদ্রং হিমমণ্ডলবর্চ্চসম্ ॥ ১

জলবৎ স্বচ্ছ ও উষ্ণস্পর্শ হইলে তাহার নাম আরুণলিঙ্গ। এই লিঙ্গ হিতপ্রদ। ১।

লিঙ্গ যদি দণ্ডাকৃতি বা রসনাকৃতি হয়, তবে তাহাকে যাম্য লিঙ্গ কহে। ঈদৃশ লিঙ্গ স্থাপন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু সংঘটিত হয়। ১।

শক্তিচিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে এবং অনলবৎ তেজঃসম্পন্ন হইলে তাহার নাম আগ্নেয় লিঙ্গ। এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে তেজের অধীশ্বর হইতে পারে। ১।

খড়্গবৎ আকৃতিবিশিষ্ট হইলে সেই লিঙ্গকে রাক্ষসলিঙ্গ কহে। এই লিঙ্গের অর্চ্চনা দ্বারা জ্ঞানযোগফল অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাক্ষসলিঙ্গ কর্করাদিপ্রলিপ্তবৎ অদ্ভুত হইলে এবং উহার কুক্ষিদেশ কিঞ্চিৎ নিম্ন হইলে তাহার নাম নৈঋত লিঙ্গ বা অলক্ষ্মীলিঙ্গ। এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করা গৃহীর পক্ষে সুখকর নহে। ১।

যে লিঙ্গ কৃষ্ণ বা ধূম্রবর্ণ, যাহা রুচ্য (নির্ম্মল) নহে, যাহা ধ্বজাক্ত বা যাহার মস্তকে ধ্বজ ও মুষলচিহ্ন বিদ্যমান, তাহার নাম বায়ুলিঙ্গ। ১।

যাহার মধ্যভাগে তূণ, পাশ অথবা গদার চিহ্ন বিদ্যমান, তাহার নাম কুবেরলিঙ্গ। যদি

## নারদোক্ত বাণলিঙ্গের প্রকারভেদ ও লক্ষণ

( স্বয়ম্ভূলিঙ্গ )

মধুপিঙ্গলবর্ণাভং কৃষ্ণকুণ্ডলিকাযুতম্।
স্বয়ম্ভূলিঙ্গমাখ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধৈর্নিষেবিতম্॥ ১

( মৃত্যুঞ্জয়লিঙ্গ )

নানাবর্ণসমাকীর্ণং জটাশূলসমন্বিতম্।
মৃত্যুঞ্জয়াহ্বয়ং লিঙ্গং সুরাসুরনমস্কৃতম্॥ ২

( নীলকণ্ঠলিঙ্গ )

দীর্ঘাকারং শুভ্রবর্ণং কৃষ্ণবিন্দুসমন্বিতম্।
নীলকণ্ঠং সমাখ্যাতং লিঙ্গং পূজ্যং সুরাসুরৈঃ॥ ৩

( ত্রিলোচনলিঙ্গ )

শুক্লাভং শুক্লকেশঞ্চ নেত্রত্রয়সমন্বিতম্।
ত্রিলোচনং মহাদেবং সর্ব্বপাপপ্রণোদনম্॥ ৪

( কালাগ্নিরুদ্রলিঙ্গ )

স্থূললিঙ্গং জটাজূটং কৃষ্ণাভং স্থূলবিগ্রহম্।
কালাগ্নিরুদ্রমাখ্যাতং সর্ব্বসত্ত্বৈর্নিষেবিতম্॥ ৫

( ত্রিপুরারিলিঙ্গ )

মধুপিঙ্গলবর্ণাভং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকম্।
শ্বেতপদ্মসমাসীনং চন্দ্ররেখাবিভূষিতম্।
প্রলয়াস্ত্রসমাযুক্তং ত্রিপুরারিসমাহ্বয়ম্॥ ৬

( ঈশানলিঙ্গ )

শুভ্রাভং পিঙ্গলজটং মুণ্ডমালাধরং পরম্।
ত্রিশূলধরমীশানং লিঙ্গং সর্ব্বার্থসাধনম্॥ ৭

অস্থি অথবা শূলচিহ্ন বিদ্যমান থাকে এবং বর্ণ হিমপুঞ্জবৎ হয়, তাহার নাম রৌদ্রলিঙ্গ। ১।

যে বাণলিঙ্গ মধুবৎ পিঙ্গলবর্ণ, যাহাতে কৃষ্ণবর্ণ কুণ্ডলিনী বিদ্যমান, তাহার নাম স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ। সিদ্ধবৃন্দ ঐ লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ১।

যে লিঙ্গে বিবিধ বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং যাহাতে জটা ও শূলচিহ্ন বিদ্যমান, তাহাকে মৃত্যুঞ্জয়-লিঙ্গ বলে। দেব দৈত্য সকলেই এই লিঙ্গকে নমস্কার করেন। ২।

যে লিঙ্গ দীর্ঘাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ, যাহাতে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু বিদ্যমান; তাহাকে নীলকণ্ঠলিঙ্গ কহে। দেব দৈত্য সকলেই এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন। ৩।

যে বাণলিঙ্গ শুক্লাভাবিশিষ্ট, যাহাতে শ্বেতবর্ণ কেশের ও ত্রিনেত্রের চিহ্ন বিদ্যমান, তাহাকে ত্রিলোচনলিঙ্গ বলে। ইঁহার অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপাপ বিনাশ পায়। ৪।

স্থূল, বহ্নিবৎ সমুজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ আভাবিশিষ্ট হইলে এবং জটাজূটচিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে কালাগ্নিরুদ্রলিঙ্গ বলে। এই লিঙ্গ সর্ব্বজীবের পূজ্য। ৫।

মধুবৎ পিঙ্গলবর্ণ আভা হইলে, শুভ্রবর্ণ যজ্ঞসূত্রের চিহ্ন থাকিলে, চন্দ্ররেখা বিদ্যমান থাকিলে, প্রলয়াস্ত্রের চিহ্ন দৃষ্ট হইলে এবং শ্বেতপদ্মোপরি সমাসীন হইলে সেই বাণলিঙ্গের নাম ত্রিপুরারি লিঙ্গ। ৬।

যে লিঙ্গ শ্বেতবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ-জটাযুক্ত এবং যাহাতে মুণ্ডমালা ও ত্রিশূলচিহ্ন বিদ্যমান, তাহাকে ঈশানলিঙ্গ কহে। ইঁহার অর্চ্চনা দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি হয়। ৭।

( অর্দ্ধনারীশ্বরলিঙ্গ )

ত্রিশূলডমরুধবং শুভ্ররক্তার্দ্ধভাগতঃ।
অর্দ্ধনারীশ্বরাহ্বানং সর্ব্বদেবৈরভীষ্টদম্ ॥ ৮

( মহাকাললিঙ্গ )

ঈষদ্রক্তময়ং কান্তং স্থূলং দীর্ঘং সমুজ্জ্বলম্।
মহাকালং সমাখ্যাতং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্ ॥ ৯
এতত্তু কথিতং তুভ্যং লিঙ্গচিহ্নং মহেশিতুঃ।
একেনৈব কৃতার্থঃ স্যাৎ বহুভিঃ কিমু সুব্রত ॥ ১০

## বর্ণভেদে বাণলিঙ্গপূজার ফল

অর্থদং কপিলং লিঙ্গং ঘনাভং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্।
লঘু বা কপিলং স্থূলং গৃহী নৈবার্চ্চয়েৎ কচিৎ।
পূজিতব্যং গৃহস্থেন বর্ণেন ভ্রমরোপমম্ ॥ ১

## অহিতকর বাণলিঙ্গ

কর্কশে বাণলিঙ্গে তু পুত্রদারক্ষয়ো ভবেৎ।
চিপিটে পূজিতে তস্মিন্ গৃহভঙ্গো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১
একপার্শ্বশ্রিতে ধেনুপুত্রদারধনক্ষয়ঃ।
শিরসি স্ফুটিতে বাণে ব্যাধির্ম্মরণমেব চ ॥ ২
ছিন্নলিঙ্গেঽর্চ্চিতে বাণে বিদেশগমনং ভবেৎ।
লিঙ্গে চ কর্ণিকাং দৃষ্ট্বা ব্যাধিমান্ জায়তে পুমান্।
অত্যুন্নতবিলাগ্রে তু গোধনানাং ক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৩

ত্রিশূল ও ডমরু চিহ্ন থাকিলে, অর্দ্ধাংশ শ্বেতবর্ণ ও অর্দ্ধাংশ লোহিতবর্ণ হইলে তাহার নাম অর্দ্ধনারীশ্বরলিঙ্গ। এইরূপ বাণলিঙ্গ সর্ব্বদেবপূজ্য ও সকলের ঈপ্সিতপ্রদ। ৮।

ঈষৎ লোহিতবর্ণ, স্থূল, দীর্ঘ, সুদৃশ্য ও সমুজ্জ্বল হইলে তাহার নাম মহাকাললিঙ্গ। এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয়। ৯।

বাণলিঙ্গের যে সমস্ত চিহ্ন বর্ণিত হইল, উহার মধ্যে বহু চিহ্নের কথা দূরে থাকুক, একটি-মাত্র চিহ্ন বিদ্যমান থাকিলেও বাঞ্ছিতসিদ্ধি হয়। ১০।

কপিলবর্ণ বাণলিঙ্গের পূজা করিলে অর্থলাভ হয়, মোক্ষার্থীরা মেঘবৎ বর্ণবিশিষ্ট লিঙ্গের পূজা করিবে, অতিস্থূল বা অতিলঘু অথচ কপিলবর্ণ লিঙ্গের পূজা করা গৃহী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যাহার বর্ণ ভ্রমরের বর্ণতুল্য, গৃহস্থেরা তাহারই পূজা করিবে। ১

কর্কশ বাণলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে পুত্রদারক্ষয় হয় এবং চিপিট বাণলিঙ্গের পূজা দ্বারা গৃহভঙ্গ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ১। যদি একপার্শ্বাশ্রিত বাণলিঙ্গের পূজা করা যায়, তাহা হইলে দারা, পুত্র, গো ও ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং যে বাণলিঙ্গের মস্তক স্ফুটিত, তাহার অর্চ্চনা করিলে ব্যাধি ও মৃত্যু ঘটে। ২। যদি ছিদ্রযুক্ত লিঙ্গের পূজা করা যায়, তাহা হইলে বিদেশ-গমন ঘটে। যে লিঙ্গের মস্তক পদ্মবীজের কোষবৎ, তাহার অর্চ্চনা করিলে রোগ হয় এবং যাহার ছিদ্রের পার্শ্বভাগ অত্যুন্নত, তাহার অর্চ্চনা করিলে গোধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩।

তীক্ষ্ণাগ্রং বক্রশীর্ষঞ্চ ত্র্যস্রলিঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ।
অতিস্থূলং চাতিকৃশং খর্ব্বং বা ভূষণান্বিতম্।
গৃহী বিবর্জ্জয়েত্তাদৃক্ তদ্ধি মোক্ষার্থিনো হিতম্॥ ৪
অকৃত্রিমাণাং লিঙ্গানাং চিহ্নানি কথিতানি বৈ।
অধুনা কথয়িষ্যামি কৃত্রিমাণাঞ্চ লক্ষণম্॥ ৫

---

## কৃত্রিম বাণলিঙ্গ-পূজার ফল

কার্য্যং পুষ্পময়ং লিঙ্গং হৃদ্যগন্ধসমন্বিতম্।
নবখণ্ডাং ধরাং ভুক্ত্বা গণেশাধিপতির্ভবেৎ॥ ১
রজোভির্নির্ম্মিতং লিঙ্গং যঃ পূজয়তি ভক্তিতঃ।
বিদ্যাধরপদং প্রাপ্য পশ্চাচ্ছিবসমো ভবেৎ॥ ২
শ্রীকামো গোশকৃল্লিঙ্গং কৃত্বা ভক্ত্যা প্রপূজয়েৎ।
অচ্ছেন কাপিলেনৈব গোময়েন প্রকল্পয়েৎ॥ ৩
কার্য্যং যথাক্রমং লিঙ্গং যবগোধূমশালিজম্।
শ্রীকামঃ পুষ্টিকামশ্চ পুত্রকামস্তদর্চ্চয়েৎ॥ ৪
সিতাখণ্ডময়ং লিঙ্গং কার্য্যমারোগ্যবর্দ্ধনম্।
বশ্যে লবণজং লিঙ্গং তালত্রিকটুকান্বিতম্॥ ৫
গব্যঘৃতময়ং লিঙ্গং সংপূজ্য বুদ্ধিবর্দ্ধনম্॥ ৬
লবণেন চ সৌভাগ্যং পার্থিবং সর্ব্বকামদম্।
কামদং তিলপিষ্টোত্থং তুষোত্থং মারণে স্মৃতম্॥ ৭
ভস্মোত্থং সর্ব্বফলদং গুড়োত্থং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
গন্ধোত্থং গুণদং ভূরি শর্করোত্থং সুখপ্রদম্॥ ৮

---

যে লিঙ্গের অগ্রদেশ তীক্ষ্ণ, মস্তকপ্রদেশ বক্র, কিংবা যে লিঙ্গ ত্রিকোণাকৃতি, তাহার অর্চ্চনা করিতে নাই। যে লিঙ্গ অত্যন্ত স্থূল, অত্যন্ত কৃশ, অত্যন্ত খর্ব্ব, তাদৃশ লিঙ্গ ভূষণমণ্ডিত হইলেও গৃহীর পূজ্য নহে, মোক্ষার্থীদিগের পক্ষেই উহা হিতকর। ৪। অকৃত্রিম বাণলিঙ্গের লক্ষণ কথিত হইল, এখন কৃত্রিম বাণলিঙ্গের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি। ৫

---

মধুগন্ধযুক্ত কুসুম দ্বারা লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া অর্চ্চনা করিলে নবখণ্ডা ধরণীর ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া গণাধিপত্য লাভ করা যায়। ১। যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক ধূলিনির্ম্মিত লিঙ্গের পূজা করেন, তিনি বিদ্যাধরপদ প্রাপ্ত হইয়া শেষে শিবতুল্য হইয়া থাকেন। ২। শ্রীকামী ব্যক্তি গোময় দ্বারা লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া ভক্তি সহকারে পূজা করিবে, পরন্তু ঐ গোময় কপিলা ধেনুর হইবে এবং গোময় ভূপতিত না হয়, এরূপভাবে শূন্যপথে ধারণ করিতে হইবে। ৩। শ্রীকামী, পুষ্টিকামী ও পুত্রকামী যথাক্রমে যব, গোধূম ও শালিধান্য দ্বারা লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিবে অর্থাৎ শ্রীকামী ব্যক্তি যব দ্বারা, পুষ্টিকামী গোধূম দ্বারা এবং পুত্রকামী ধান্য দ্বারা লিঙ্গ প্রস্তুত করিবে। ৪। মধুজাত শর্করা দ্বারা লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিলে আরোগ্যলাভ হয়। লবণ, হরিতাল ও ত্রিকটু দ্বারা লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিলে বশীকরণ সিদ্ধ হয়। ৫। গব্যঘৃত দ্বারা লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিলে বুদ্ধিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৬। লবণনির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সৌভাগ্যলাভ হয়, মৃত্তিকানির্ম্মিত লিঙ্গপূজায় সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়, তিলপিষ্টনির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হয় এবং তুষনির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে মারণকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৭। ভস্মনির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টফললাভ হয়, গুড়নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে প্রীতি বৃদ্ধি পায়, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে বহুগুণের

বংশাঙ্কুরোত্থং বংশকরং গোময়ং সর্ব্বরোগদম্।
কেশাস্থিসম্ভবং লিঙ্গং সর্ব্বশত্রুবিনাশনম্॥ ৯
ক্ষোভণে মারণে পিষ্টসম্ভবং লিঙ্গমুত্তমম্।
দারিদ্র্যদং ক্রমোদ্ভূতং পিষ্টং সারস্বতপ্রদম্॥ ১০
দধিদুগ্ধোদ্ভবং লিঙ্গং কীর্ত্তিলক্ষ্মীসুখপ্রদম্।
ধান্যদং ধান্যজং লিঙ্গং ফলোত্থং ফলদং ভবেৎ॥ ১১
পুষ্পোত্থং দিব্যভোগায়ুর্ভুক্ত্যৈ ধাত্রীফলোদ্ভবম্।
নবনীতোদ্ভবং লিঙ্গং কীর্ত্তিসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্॥ ১২
দূর্ব্বাকাণ্ডসমুদ্ভূতমপমৃত্যুনিবারণম্।
কর্পূরসম্ভবং লিঙ্গং তথা বৈ ভুক্তিমুক্তিদম্।
অয়স্কান্তং চতুর্থা তু জ্ঞেয়ং সামান্যসিদ্ধিদম্॥ ১৩

## লিঙ্গপূজা-মাহাত্ম্য

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে—

সর্ব্বপূজাসু দেবেশি লিঙ্গপূজা পরং পদম্।
লিঙ্গপূজাং বিনা দেবি অন্যপূজাং করোতি যঃ।
বিফলা তস্য পূজা স্যাদন্তে নরকমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাল্লিঙ্গং মহেশানি প্রথমং পরিপূজয়েৎ॥ ১
যদ্রাজ্যং লিঙ্গপূজায়াং রহিতং সততং প্রিয়ে।
তদ্রাজ্যং পতিতং মন্যে বিষ্ঠাভূমিসমং স্মৃতম্॥ ২
শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি।
আদৌ লিঙ্গং প্রপূজ্যাথ বিল্বপত্রৈর্বরাননে।
পশ্চাদন্যং মহেশানি লিঙ্গং প্রার্থ্য প্রপূজয়েৎ॥ ৩
অন্যথা মূত্রবৎ সর্ব্বং শিবপূজাং বিনা প্রিয়ে॥ ৪

অধিকারী হইতে পারে এবং শর্করা-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সুখলাভ হয়। ৮। বংশাঙ্কুর-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে বংশবৃদ্ধি হয়, সাধারণ গোময় দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ আক্রমণ করে এবং কেশাস্থিনির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে যাবতীয় শত্রু বিনষ্ট হয়। ৯। পিষ্টনির্ম্মিত লিঙ্গ ক্ষোভণ ও মারণকার্য্যে প্রশস্ত। কাষ্ঠনির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে দারিদ্র্য জন্মে এবং পিষ্টসম্ভব লিঙ্গ বিদ্যাদান করিয়া থাকেন। ১০। দধি বা দুগ্ধ দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ অর্চ্চনা করিলে কীর্ত্তি, শ্রী ও সুখলাভ হয়। ধান্যনির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে ধান্যলাভ ও ফল-নির্ম্মিত লিঙ্গের অর্চ্চনায় ফল-লাভ হয়। ১১। পুষ্পজ লিঙ্গ পূজা করিলে দিব্যভোগলাভ হয়, ধাত্রীফলনির্ম্মিত লিঙ্গ পূজায় মুক্তি এবং নবনীতোদ্ভব লিঙ্গের পূজা করিলে কীর্ত্তি ও সৌভাগ্য-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১২। দূর্ব্বাকাণ্ড দ্বারা লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিলে অপমৃত্যুনিবারণ হয়, কর্পূরনির্ম্মিত লিঙ্গে পূজা করিলে ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্তি হয় এবং চতুর্বিধ অয়স্কান্তমণিনির্ম্মিত লিঙ্গ অর্চ্চনা করিলে সাধারণতঃ সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৩

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে মহেশ্বর পার্ব্বতী-সকাশে বলিতেছেন, হে দেবেশি! সর্ব্বপ্রকার পূজার মধ্যে লিঙ্গপূজাই প্রধান ও মুক্তিপ্রদ। হে দেবি! লিঙ্গপূজা না করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করে, তাহার সমস্ত পূজা বিফল হয় এবং অন্তিমে সে নরকে গমন করে। অতএব হে মহেশানি! প্রথমেই লিঙ্গপূজা করা কর্ত্তব্য। ১। হে প্রিয়ে! যে রাজ্য সতত লিঙ্গপূজারহিত, তাহাকে পতিত ভূমিবৎ বিবেচনা করিবে ও উহা বিষ্ঠাক্ষেত্র বলিয়া কথিত। ২। হে পরমেশ্বরি! কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, যে কেহই হউক না কেন, অগ্রে বিল্বপত্র দ্বারা লিঙ্গপূজা করিয়া, শিবসকাশে প্রার্থনা পূর্ব্বক পরে অন্য দেবতার পূজা করিবে; হে বরাননে মহেশি! হে প্রিয়ে! অন্যথা শিবপূজা বিনা তাহার সমস্তই মূত্রতুল্য। ৩-৪

# উপপত্তি

শিবলিঙ্গের উৎপত্তি, লিঙ্গপূজার মাহাত্ম্য, গৌরীর যোনিরূপ ধারণ প্রভৃতি বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এখন একটি বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে যে, নানা পুরাণে নানাভাবে লিঙ্গোৎপত্তির বিষয় বর্ণিত হইল কেন? ইহার কোন্‌টিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? ইহার উত্তর অতি সহজ। ইহার মীমাংসা ও সামঞ্জস্য সম্বন্ধে পৌরাণিকগণ স্পষ্টই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, কল্পভেদ বা যুগভেদই ইহার কারণ অর্থাৎ এক এক কল্পে বা এক এক যুগে এক এক প্রকারে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছিল। অধিকন্তু যাঁহারা সদ্‌গুরুর প্রসাদে অধ্যাত্মতত্ত্বে পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা কোন বিষয়েই অসামঞ্জস্য বা অনৈক্য দেখিতে পান না।

যাহা হউক, শিব যে আমাদের পরমব্রহ্ম, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কারণ, শিবশব্দের অর্থ মঙ্গলময় বা কল্যাণময় আর যাহাতে নিখিল জগৎ বিলীন হয়, তাহাই লিঙ্গ; সুতরাং শিবলিঙ্গ বলিতে পরমব্রহ্মই বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে পৌরাণিকগণের উক্তি অনুধাবন করিলেই সকল বিষয় সুষ্ঠু হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাঁহারা বলেন,—

"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ আকাশকেই লিঙ্গ কহে। পৃথিবী আকাশের পীঠিকা (বেদিকা)। এই আকাশ নিখিল দেবতার আলয় ও সকলের লয়স্থান হেতু লিঙ্গ নামে কথিত। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আকাশই শিবময় শিবের মূর্ত্তি ও ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্রাদির লয়স্থান। যোগিগণ যোগপ্রভাবে ইহা বিলক্ষণ অবগত হন। শিবলিঙ্গের আধার গৌরীপট্টই মহামায়া বা মূলপ্রকৃতি। ইনিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যোনি। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মূলপ্রকৃতিসমন্বিত ব্রহ্মের সহিত গৌরীপট্টসমন্বিত শিবলিঙ্গের কোনও প্রভেদ নাই।

যেখানে অগ্নি, সেইখানেই দাহিকা শক্তি। অগ্নি আর অগ্নির দাহিকাশক্তিতে যেমন পার্থক্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্মও মূলপ্রকৃতি হইতে ভিন্ন নহেন। ব্রহ্মে যে শক্তির স্ফুরণ দেখা যায়, তাহাই মূলপ্রকৃতি। সূর্য্যের প্রভা যেমন সূর্য্য হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ মূল প্রকৃতিও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। এই যে জগৎসৃষ্ট্যাদিরূপ বিচিত্র কার্য্য ও লীলা দৃষ্ট হয়, এতৎসমস্তই সেই মূলপ্রকৃতিকৃত—তিনিই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করিয়া নানাভাবে নানারূপ লীলা প্রদর্শন করিতেছেন। ঈশ্বরের কোন কার্য্য নাই, তিনি নিষ্ক্রিয়। ফল কথা, ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতি ভিন্ন নহেন। ব্রহ্ম ভিন্ন শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, আর শক্তি ভিন্নও ব্রহ্মের পৃথক অস্তিত্ব নাই। এই যে প্রকৃতি-সংযুক্ত ব্রহ্মের কথা বলা হইল, তিনিই প্রত্যক্ষ শিবলিঙ্গ সন্দেহ নাই; সুতরাং শিবলিঙ্গের পূজা করিলেই যে প্রকৃতিসমন্বিত ব্রহ্মের পূজা করা হইবে, তাহাতে কি সংশয় থাকিতে পারে?

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতেই কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি গাণপত্য—সকলেই স্ব স্ব অভীষ্টদেবের পূজার অগ্রে শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া তবে অন্যান্য পূজায় প্রবৃত্ত হন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতীর কথা দূরে থাকুক, বালিকারাও অনুঢ়াবস্থা হইতে শিবলিঙ্গ পূজা অভ্যাস করে এবং তৎকালে আপনার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইহা দ্বারাও স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, শিবলিঙ্গ-পূজনাপেক্ষা অন্য কোন পূজাই আমাদের পক্ষে প্রশস্ত ও শুভপ্রদ নাই। অতএব—

"অঙ্কস্থে কলত্রাঙ্গমলে ভুজঙ্গাৎ
অপাংশৌ কপালাদিতোঽলেহনলক্ষ্যাৎ।
মৌলৌ শশাঙ্কাৎ গিরিজাপবাহে কলত্রাৎ
অহং দেবমন্যং ন মন্যে ন মন্যে॥"

সম্পূর্ণ